CONTENTS

Friday, March 19, 1999

Monday, the 22nd March. 1999.

Tuesday. the 23rd March, 1999

Wednesday, the 24 the March. 1999

LIST OF MEMBERS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY
(EIGHTH LEGISLATIVE ASSEMBLY)

Sl. No. & Name of Constituencies.	Name of Members.
1	2
1. Simna (ST)	Shri Pranab Debbarma
2. Mohanpur	Shri Ratanlal Nath
3. Bamutia (SC)	Shri Prakash Ch. Das
4. Barjala	Shri Dipak Kr. Roy
5. Khayarpur	Shri Pabitra Kar
6. Agartala	Shri Sudip Roy Barman
7. Ramnagar	Shri Surajit Datta
8. Town Bardowali	Shri Ashoke Kr. Bhattacharjee
9. Banamalipur	Shri Madhusudhan Saha
10. Majlishpur	Shri Manik Dey
11. Mandaibazar (ST)	Shri Monoranjan Debbarma
12. Takarjala (ST)	Smti. Baijanti Kalai
13, Pratapgarh (SC)	Shri Anil Sarkar
14. Badharghat	Shri Dilip Sarkar
15. Kamalasagar	Shri Narayan Ch. Choudhury
16. Bishalgarh	Shri Samir Rn. Barman
17. Golaghati (ST)	Shri Niranjan Debbarma
18. Charilam (ST)	Shri Narayan Rupini
19. Boxanagar	Shri Bilal Miah
20. Nalchar (SC)	Shri Sukumar Barman
21. Sonamura	Shri Subal Rudra

1	2
22. Dhanpur	Shri Manik Sarkar
23. Ramchandraghat (ST)	Shri Padma Kr. Debbarma
24. Khowai	Shri Samir Deb Sarkar
25. Asharambari (ST)	Smti. Sandhya Rani Debbarma
26. Promodnagar (ST)	Shri Agore Debbarma
27. Kalyanpur	Shri Kajal Ch. Das
28. Krishnapur (ST)	Shri Khagendra Jamatia
29. Teliamura	Shri Jitendra Sarkar
30. Bagma (ST)	Shri Ratimohan Jamatia
31. Salgharha (SC)	Shri Gopal Ch. Das
32. Radhakrishorepur	Shri Joygobinda Deb Roy
33. Matabari	Shri Kashiram Reang
34. Kakraban	Shri Keshab Majumdar
35. Rajnagar (SC)	Shri Sudhan Das
36. Belonia	Shri Bashudev Majumdar
37. Santirbazar (ST)	Shri Durbajoy Reang
38. Hrishyamukh	Shri Badal Choudhury
39. Julaibari (ST)	Shri Gitamohan Tripura
40. Manu (ST)	Shri Jitendra Choudhury
41. Sabroom	Shri Gourkanti Goswami
42. Ampinagar (ST)	Shri Nagendra Jamatia
43. Birganj	Shri Jawhar Saha
44. Raimavalley	Shri Rabindra Debbarma
45. Kamalpur	Smti. Bijoylaxmi Sinha

1		2
46.	Surma (SC)	Shri Sudhir Das
47.	Salema (ST)	Shri Prasanta Debbarma
48.	Kulai (ST)	Shri Bijoy Kr. Hrangkhwal
49.	Chawmanu (ST)	Shri Shayma Charan Tripura
50.	Pabiacherra (SC)	Shri Bidhu Bhusan Malakar
51.	Fatikroy	Shri Ananta Paul
52.	Chandipur	Shri Baidyanath Majumdar
53.	Kailashahar	Shri Birajit Sinha
54.	Kurti	Shri Faizur Rahman
55.	Kadamtala	Shri Umesh Ch. Nath
56.	Dharmanagar	Shri Amitabha Datta
57.	Jubrajnagar	Shri Ramendra Ch. Debnath
58.	Pencharthal (ST)	Shri Anil Chakma
59.	Panisagar	Shri Subodh Das
60.	Kanchanpur (ST)	Shri Binduram Reang

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

SPEAKER

Shri Jitendra Sarkar

DEPUTY SPEAKER

Shri Subal Rudra

PANEL OF CHAIRMEN

1. Shri Samir Deb Sarkar
2. Shri Prasanta Debbarma.
3. Shri Ashoke Kr. Bhattacharjee.
4. Shri Amitaba Datta

SECRETARY

Shri B. K. Goswami.

GOVERNMENT OF TRIPURA LIST OF THE MINISTERS SHOWING THEIR PORTFOLIOS.

Sl. No. Name of Ministers	Name of Department (S) assigned
1	2
1. Shri Manik Sarkar Chief Minister,	a) Home b) Planning & Coordination c) Law d) Confidential & Cabinet e) Administrative Reforms f) Appoinment & Services g) Political h) Secretariat Administration i) Power j) Statistics k) Refuge Relief & Rehabilitation. l) Election m) Other Department not allocated to any Minister
2. Shri Anil Sarkar Minister,	a) Education. (School & Higher Education) b) Welfare of Scheduled Castes OBC etc.
3. Shri Badal Choudhury Minister,	a) Finance b) Public Works

1	2
4. Shri Agore Debbarma Minister,	a) Tribal Welfare (including TTAADC) b) Tribal Rehabilitation in plantations & Primitive Group Programme. c) Agriculture (excluding Horticulture & Soil Conservation.
5. Shri Narayan Rupini Minister,	a) Forest b) Animal Resources Development.
6. Shri Keshab Majumdar Minister,	a) Revenue. b) Labour. c) Parliamentary Affairs. d) Health & Family Welfare.
7. Shri Subodh Das Minister,	a) Panchayets.
8. Shri Niranjan Debbarma Minister,	a) Cooparation.
9. Shri Jitendra Choudhury Minister,	a) Education (Social Welfare & Social Education and Sport and Youth Affairs).

1	2
	b) Science, Technology & Envionment. c) Information, Cultural Affairs & Tourism.
10. Shri Fayzur Rahman. Minister,	a) Agriculture (Horticulture & Soil Conservation).
11. Shri Sukumar Barman Minister,	a) Fisheries. b) Transport.
12. Shri Gopal Ch. Das Minister,	a) Food & Civil Supplies.
13. Shri Durbajoy Reang Minister,	a) Jail
14. Shri Pabitra Kar Minister,	a) Industries Commerce (Excluding Handloom, Handicrafts & Sericulture). b) Home (Fire Service).
15. Shri Ananta Paul Minister,	a) Rural Development.
16. Shri Ramendra Ch. Debnath Minister,	a) Industries & Commerce, Handloom, Handicrafts & Sericulture. b) Printing & Stationary.
17. Shri Sudir Das Minister,	a) Urban Development.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly House, Agartala, on Friday, the 19th March, 1999 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker, 17 Ministers, and 38 Members.

MATTER RAISED BY MEMBERS

(মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আসন গ্রহন করা মাত্রই মাননীয় বিরোধী দল নেতা শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ মহোদয় বলতে শুরু করেন)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (বিশালগড়) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত কালকে আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম বিধায়কগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় নিয়ে। এবং আপনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, আপনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলবেন। এবং হাউজে আপনি অথবা মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আমাদের দেওয়া ডেপুটেশান এর কি হল তা জানাবেন। আমি আপনাকে অনুরোধ জানাব, এই বিষয়ে আপনি নিজে যদি নির্দেশ দেন তা হলে মুখ্যমন্ত্রী নিজে সরকারের কি চিন্তা ভাবনা, কি সিদ্ধান্ত সেটা জানাবেন এই হাউজে আমি সেই অনুরোধ জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনার পর যথারীতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছি। আমি আশা করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে সভাকে অবহিত করবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টা পরে নিলেও খুব একটা সমস্যা হত না। যাই হোক, মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেহেতু বলেছেন, গত বিধানসভার অধিবেশনের সময় প্রশ্নটা আমাদের দৃষ্টিতে আসে এবং প্রসঙ্গক্রমে পশ্চিম বাংলা বিধানসভায় কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এ মর্মে। কাজেই, সেই অনুসারে আমাদের এখানে কি করা

যায় ব্যাপারটা দেখার জন্য বলা হয়েছিল। আমাদের তরফ থেকে সেটা বলা হয়েছিল সবেমাত্র গত বিধানসভার অধিবেশনের সময় একবার বেতন ভাতা বাড়ালাম। আমাদের এফোর্ড করার যে ক্ষমতা আছে তার মধ্যে দাড়িয়ে যতটা করা যায় সেটা করার চেষ্টা হয়েছে সভার সঙ্গে আলোচনা করেই। তারপরও যেহেতু বিষয়টা আপনারা এখানে এনেছেন, আমরা আমাদের সামর্থের মধ্যে থেকে বিচার করব। পশ্চিম বাংলায় কি হয়েছে তা নিয়ম মাফিক জানার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই অনুযায়ী মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনার উদ্যোগে পশ্চিমবাংলা বিধানসভায় এই সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার অনুলিপি সম্ভবত গত পরশু দিন আপনার সচিবালয় গ্রহণ করেছে। এবং গত কালকে দুপুরের পর সেটা আমার কাছে পাঠানো হয়েছে। এবং স্বাভাবিক যে, এটার উপর চট করে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সময় সাপেক্ষ। কাজেই, বিষয়টা বিবেচনাধীন আছে। যথা সময়ে সভার দৃষ্টিতে আনা হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নয়, মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্লেনিং কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী মহোদয় পশ্চিমবাংলা এবং কেরল বিধানসভায় বিধায়কদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে যে বিধি ব্যবস্থা আছে সেই সমস্ত রুলস্ নিয়ে এসেছেন এবং তপন বাবুর সঙ্গে এই বিষয়ে আমার কথা হয়েছে। এবং মাননীয় সদস্য শ্যামা বাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে আমি এই বিষয়ে কথা বলেছি তিনি বলেছেন যে, সেইগুলি নিয়ে এসেছেন। কাজেই, এখানে কেরল এবং পশ্চিমবাংলার ব্যাপারটা এখানে এসেছে। আমরা মধ্যপ্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম এবং মনিপুরের কথা এখানে বলছি না। আমরা শুধু কেরল এবং পশ্চিমবাংলার কথা বলছি এই দুইটার মধ্যে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই চাইব কেরলেরটা এখানে চালু করা হউক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যদি ভাবেন যে কেরালার থেকে পশ্চিম বাংলারটাই ভাল সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বিচার্য্য বিষয়। তবে যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। এবং আমরা আশা করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের প্লেনিং কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান তিনি একটা প্লেনিং বোর্ডের ডেলিগেশানের লিড করেছিলেন কেরালায়। তাতে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় এবং মাননীয় সদস্য অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য মহোদয় ছিলেন। প্লেনিং কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যানের সঙ্গে বিস্তারিত ভাবে এই

ব্যাপারে কথা হয়নি। তিনি কেরালা থেকে এসে প্রাথমিক ভাবে আমাকে অবহিত করেছেন। আসলে তাদের পাঠানো হয়েছিল প্লেনিং এর ব্যাপার দেখার জন্য। এই বিষয়টা যে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেটা আমার জানা নেই। তবে উনার সঙ্গে যখন আমার আলোচনা হবে তখন নিশ্চয়ই বিস্তারিত ভাবে জানতে পারব। আমি মাননীয় বিরোধী দল নেতার কাছে অতি বিনয়ের সাথে এই বিষয়টা উপস্থিত করাছ কেরালা এবং পশ্চিমবাংলার সঙ্গে কি ত্রিপুরার তুলনা চলে যেখানে আমাদের রাজ্যে ৭০ থেকে ৭৪ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে। যেখানে নুন আনতে আমাদের পান্তা ফুড়ায়। এবং বাজেটের ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ টাকা কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। আমরা নিশ্চই চাইব সেখানে তাদের জনজীবন যাত্রা যে স্তরে মানুষ পৌঁছেছে আমাদের রাজ্যের মানুষকে সেইখানে তুলে আনতে। তবে এখনই তারা যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে পেরেছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে সবটাই অনুরূপ ভাবে করা যাবে বোধ হয় এটা বাস্তব সংগত হবেনা। কিন্তু যাই আমরা করব আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করেই করব। এবং আগেরটাতেও তাই আমরা করেছি।

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেবসরকার।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৩।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ।— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্ন, বর্তমান শিক্ষাবর্ষে বি, এস, সি (পিওর সায়েন্স) এবং বি, এস, সি (বায়ো সায়েন্স) শিক্ষক এর শূন্য পদগুলি পূরণ করা হবে কিনা, এবং না হলে, তার কারণ ?

উত্তর :— এখনও আমরা পরিস্কার কোন সিদ্ধান্ত নেইনি। নিশ্চয়ই সেই শূন্য পদগুলি ক্রমশ পূরণ করা হবে।

রোষ্টার অনুযায়ী সবগুলি পদই সংরক্ষিত। সে কারণে যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর অভাবে পদগুলি পূরণে অসুবিধা রয়েছে।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত সেশনে পিওর সায়েন্স এবং বায়োসায়েন্স শিক্ষকদের শূন্য পদের কথা ঘোষণা করেছিলেন। গত সেশনে আমরা দেখেছিলাম যে, পিওর সায়েন্স এবং বায়ো সায়েন্স-এর শিক্ষকদের শূন্য পদের সংখ্যা উল্লেখ করা আছে আর রোষ্টার প্রথার জন্য, বাস্তবে যেমন বিভিন্ন স্কুলে পিওর সায়েন্স এর সিনিয়র বেসিক থেকে হাই স্কুল, ক্লাস টুয়েলভ্ ও দেখেছি, শিক্ষকের অভাবে সেখানে ক্লাস হচ্ছে না। একজন বিজ্ঞানের শিক্ষকও নেই এমন স্কুলও অনেক আছে। সেই ক্ষেত্রে এই অসুবিধা দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাবজেক্ট আছে স্কুলগুলিতে কিন্তু শিক্ষক নেই। এটা তো দূর করতে হবে, তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং এবছরেই কোন কোন স্কুলে ক্লাস না হলে বন্ধ করে দিতে হচ্ছে।

বায়ো সায়েন্স ক্লাস আছে, সাবজেক্ট আছে ছাত্র আছে কিন্তু শিক্ষক দেওয়া যাচ্ছে না। এই বাস্তব অসুবিধাগুলি কি ভাবে দূর করা যায়, এই সম্পর্কে কি চিন্তা করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ;— স্যার, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১১৮১ টি বি, এস, সি, পিওর সায়েন্স শিক্ষকের এবং ৫০৩টি বি. এস. সি বায়ো সায়েন্স-এ শিক্ষকের শূন্য পদ ছিল, ইতিমধ্যে ১০৯৬ টি পিওর সায়েন্স ৩৬১ টি বায়ো সায়েন্সের পদ পূরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ৮৫ টি পিওর সায়েন্স এর শূন্য পদ আছে। এর মধ্যে জেনারেল নেই, ট্রাইবেলের জন্য ২৬টি, এস, সির জন্য নেই, ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ্ট ৩৫টি এবং এক্স-সার্ভিস ম্যান ২৪টি এবং ১৪২টি বায়ো সায়েন্স-এর শিক্ষকের শূন্য পদ আছে। তন্মধ্যে জেনারেল নেই, এস, টি ১০৭ টা এস, সি, ১০ টা ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপট ১৫ টা এবং এক্স সার্ভিস ম্যান ১০ টা। যেহেতু উপরোক্ত পদগুলি, শূন্য পদ এস, টি, এস, সি, ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপট এবং এক্স সার্ভিস ম্যান পদ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত এবং উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া না গেলে পদগুলি পূরণ করা সম্ভব না। কাজেই, কোনও কোনও স্কুলে শিক্ষক কম আছে নতুন করে পদ সৃষ্টি করা ছাড়া নিয়োগ সম্ভব নয়। যে গুলি আছে এই গুলি সংরক্ষিত পদ এবং সেখানে পার্টিকোলার সাবজেক্টে যোগ্যতা না থাকলে পরে নিয়োগ পত্র দেওয়া যায় না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলছি, যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেই জন্য কি চিন্তা করেছেন? সায়েন্স

সাবজেক্ট আছে, সমস্ত কিছু আছে পরীক্ষাগার ও আছে শিক্ষকের অভাবে ক্লাস চলছে না। উত্তরটা যথার্থ হয়নি, পরিসংখ্যান দেওয়া হয় নি, কি চিন্তা করেছেন পরিস্কার হতে হবে তো।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— শিক্ষকের যখন অভাব আছে, সাবজেক্ট যখন আছে নিশ্চয়ই একটা সময় সেখানে পদ সৃষ্টি করতে হবে, নিয়োগ করতে হবে, এটা চিন্তা করা হচ্ছে, সেটা আর্থিক নানা কারণে সম্ভব নয়। সেইগুলি যথা সময় দেখা যাবে, চেষ্টা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কাজল চন্দ্র দাস।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) :— এডমিটেড, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৪০।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এডমিটেড, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৪০।

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ঘিলাতলী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের দ্বিতল ও কুঞ্জবন হাইস্কুলের পাকা গৃহ নির্মাণের জন্য বর্তমান অর্থবর্ষে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত ? এবং

২। কবে নাগাদ কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ঘিলাতলী বাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের দ্বিতল পাকা গৃহ নির্মাণের জন্য বর্তমান অর্থবর্ষে কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। কুঞ্জবন হাইস্কুলের পাকা গৃহ নির্মাণের জন্য বর্তমান অর্থবর্ষে তিনলক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ঘিলাতলী বাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নীচতলার কাজ শেষ হয়েছে।

২। কুঞ্জবন হাইস্কুলের পাকা গৃহ নির্মাণের কাজ আগামী মে মাসের শেষ নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত বিধানসভায় মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন কুঞ্জবন হাইস্কুলের জন্য যে তিনলক্ষ টাকা বরাদ্দকৃত হয়েছিল সেটার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মন্ত্রী অবগত আছেন কিনা, সেই টাকার কোন কাজ শুরু হয়নি। বরঞ্চ যে স্কুলগুলি ছিল সেই স্কুলগুলিও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি মন্ত্রীর মুখ থেকে

জানতে চাই তিনি বলেছেন যে মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে, ওখানে শুরু হচ্ছে না, এবং সেখানে কোন স্কুলের শিক্ষক স্কুলে যাচ্ছেন না। সেটা মন্ত্রীর নজরে আছে কিনা। কবে নাগাদ এটার সমস্যা সমাধান হবে ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এই তথ্য তো আমার কাছে নাই। যতটুকু আছে সেটা তো আমি বললাম এবং এই প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্যকে বলব যে, আপনি লিখিতভাবে জানিয়ে দেবেন।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে ঘিলাতলী বাজারে যে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনের কাজটার কত টাকা মঞ্জুরী ছিল এবং কবে কাজ শুরু হয়েছিল। যা এখনও শুধু মাত্র নীচের পোর্সনের কাজ হয়েছে, উপরের কাজ হয়েছে কিনা ? সেটা জানা আছে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এই তথ্য আমার কাছে এখন নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য জয় গোবিন্দ দেবরায়।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোরপুর) :— এডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২১।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ২১।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে সরকারের পরিচালনাধীন বিভিন্ন স্তরের কয়টি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে, এবং কোথায় কোথায়।

২। তার মধ্যে কতগুলি হাইস্কুল। হাইয়ার সেকেণ্ডারী ও কতগুলি প্রাইমারী ও সিনিয়ার বেসিক স্তরে আছে, এবং

৩। উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্তরে উন্নিত করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১ রাজ্য সরকারের পরিচালনায় মোট ১৮টি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে। স্থানগুলি নিম্নরূপ— আগরতলা, সোনামুড়া, খোয়াই, উদয়পুর, অমরপুর বিলোনীয়া, সাব্রুম, কৈলাশহর, কাঞ্চনপুর, গণ্ডাছড়া ও কমলপুর।

২। তার মধ্যে হাইয়ার সেকেণ্ডারী পাঁচটি, হাইস্কুল তিনটি, এস বি, স্কুল ছয়টি ও জে, বি, স্কুল চারটি।

৩। উন্নীত করণের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলিতে স্কীম টিচার নিয়োগের কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** আমরা সাধারনত আমাদের শিক্ষকগণ নিযুক্ত আছেন সেখানে তাদেরকে ট্রেইনিং দেওয়া হয় এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পক্ষে যারা কার্য্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন, পড়াতে বা শেখাতে পারেন, সেখান থেকে আমরা নেই আলাদা করে আমরা এখনও শুধু ইংলিশের জন্য স্টেইন টিচারের কথা আমরা ভাবিনি নিশ্চয়ই পরবর্তী সময়ে এটার সুযোগ সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় অনুসারে ভেবে দেখা যেতে পারে।

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) **:—** স্যার, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জানাবেন কি যে রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রাথমিক স্তর থেকে সিনিয়র বেসিক স্তর পর্য্যন্ত চালু করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকার নিয়েছেন কিনা। কারণ বর্তমানে কম্পিটিশানের যুগ সেই হিসাবে সবারই একটা ইচ্ছা যে, প্রত্যেক সাব-ডিভিশানে এই ধরনের স্কুল গড়ে উঠুক এবং সেটা সরকারী উদ্যোগে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক সাবডিভিশান তো নতুন করে হচ্ছে। পুরোনো সাবডিভিশানে যেগুলি ছিল সেগুলি হয়ে গেছে নতুন সাবডিভিশানে প্রাইমারীকে সিনিয়র বেসিক, সিনিয়র বেসিককে হাইস্কুল এবং হাইস্কুলকে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করার চেষ্টা চলছে এবং এবছর যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তাদেরকে পরবর্তী সেশানের জন্য দ্বাদশ শ্রেণী করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই সরকার সেই দিকে নজর আছে।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এটা জানাবেন কি যে, সাবডিভিশান স্তরে যেগুলি প্রাইমারী স্টেজ পর্য্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে, সেসব প্রাইমারী স্কুলগুলিকে, সিনিয়ার বেসিকে, আবার কোন কোন জায়গায় সিনিয়ার বেসিকগুলিকে আপগ্রেট করে হাইস্কুলে উন্নিত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এইভাবে এগুলি করছি, যেখানে প্রাইমারী শেষ হচ্ছে, পরবর্তী আমরা সেখানে সিনিয়ার বেসিক দিয়ে দিচ্ছি।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— স্যার, খোয়াই ইংলিশ মিডিয়াম হাইস্কুল এবছরে এই স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আছে এরা পরবর্তী সময়ে যারা ইলেভেন-এ পড়বেন সে ক্ষেত্রে সেই স্কুলটাকে দ্বাদশ শ্রেণী করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— কতগুলি স্কুলটাকে হায়ার সেকেণ্ডারী করে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় ।

শ্রী বীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ১৪।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ১৪।

প্রশ্ন

১। গণ্ডাছড়া মহকুমায় মোট কয়টি আই, সি, ডি, এস সেণ্টার আছে ? এবং

২। উহার মধ্যে কয়টি বর্তমানে চালু আছে ?

উত্তর

১। গণ্ডাছড়া মহকুমায় মোট ১১৫টি আই, সি, ডি, এস সেণ্টার আছে।

২। ১১৪টি আই, সি, ডি, এস সেণ্টার বর্তমানে চালু আছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, যেহেতু মাননীয় মন্ত্রীর কাছে তথ্য আছে যে ১১৫টি আই, সি ডি, এস সেণ্টার এর মধ্যে ১১৪টি চালু আছে। স্যার, সর্বমোট সেখানে ৭১টি বর্তমানে চালু আছে এবং বাকী সবটাই বন্ধ। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে এই আই, সি, ডি, এস সেণ্টারের মাধ্যমে কী কী শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের কী কী সুবিধা গণ্ডাছড়া এলাকায় আই, সি, ডি, এস সেণ্টার গুলিতে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি ১১৫টির মধ্যে ১১৪টি চালু আছে, সেখানে জাকুমার পাড়া, অঙ্গনয়াড়ি কেন্দ্র এটা বন্ধ আছে এবং সেই কেন্দ্রের কর্মী শ্রীরাজবী ত্রিপুরার দীর্ঘদিন অনুপস্থিতের জন্য এটা বন্ধ আছে। চেষ্টা চলছে তাকে নিয়োগ করে কেন্দ্রটিকে চালানোর জন্য। মাননীয় সদস্য যেটা জানতে চেয়েছেন যে কি কি সার্ভিস দেওয়া হয় আই সি, ডি এস-এর মাধ্যমে। ৬টি সার্ভিস দেওয়া হয়েছে সর্বমোট।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও ঐ গণ্ডাছড়া এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অভিযোগগুলি তুলে ধরা হয়েছে। স্যার,

ঐ এলাকায় স্কুলই চলে না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে অসত্য তথ্য দিয়েছেন। এখানে যেসব পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয় তা গণ্ডাছড়া বাজারে বসেই দেওয়া হয়। সেন্টারে (স্পটে) কেহ যায় না। স্ব স্ব গাঁও সভাগুলির রেশন সপেই ঠিকমত রেশন সামগ্রী পরিবেশন করা হয় না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং এলাকা ঘুরে উনার অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে মনে করি। এখানে ৭১টি চলছে। আর বাকীগুলি বন্ধ কাজেই ঐ বন্ধ সেন্টারগুলি খোলার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে যেসব সেন্টার আছে সবগুলিতেই আমাদের কর্মীরা যান। তবে কর্মীরা ছাড়াও ৯ জন করে সদস্য নিয়ে সেন্টার কমিটিও গঠন করা হয়েছে। আমরা সেই কমিটির সদস্যদের রিপোর্টকেও গুরুত্ব সহকারে দেখি এবং যদি অভিযোগ থাকে, তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কাজেই শুধু গণ্ডাছড়া নয়, সব প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেই অভিযোগ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তবে মাননীয় সদস্য এখানে নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলেননি। ২/১টি ক্ষেত্রে হতে পারে। এ জন্য সংখ্যাটা এত বড় হবার কথা নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— আমার অমরপুর এলাকায় পূর্ব সর্বংয়ে গত এক বছর সেন্টারটি বন্ধ আছে। ঐখানে শাসক দলের নেতা তাল থান রিয়াংয়ের বড় মেয়ে হেলপার ও ছোট মেয়ে টিচার। গত এক বৎসর যাবৎ সেন্টারটি বন্ধ রেখে এটা একটা পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত করেছেন। বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা তা এখানে জানাবেন কিনা ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, শাসক দল বা বিরোধী দল বলে আমাদের কাছে কোন কথা নয়। সব দলের লোকেরাই ওয়ার্কার বা হেলপার হতে পারেন। তবে ঘটনাটি ঘটে থাকলে আমরা অবশ্যই দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ১৯।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ১৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) সরকারী ও বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্য সচিবালয় এবং বিধান সভার সচিবালয়

সহ রাজ্য সরকারের সমস্ত অফিস কক্ষে ধূম পান নিষেধ করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকার নিয়েছেন কিনা।

২) না নিলে তার কারণ কি ? এবং

৩। নিয়ে থাকলে, কবে নাগাদ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ নিয়েছেন।

২। প্রশ্নই উঠে না।

৩। ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে মুখ্যসচিব বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্যের সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্য সচিবালয় এবং বিধান সভার সচিবালয় সহ রাজ্য সরকারের সমস্ত অফিসকক্ষে ধূম পান না করার আদেশ জারী করেন এবং এই আদেশ মূলে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর থেকে ঐ নির্দেশ কার্যাকরী করার ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে এবং এটি এখনও বলবৎ আছে।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৯২ ইং সাল থেকে মুখ্য সচিবের তরফ থেকে সারকুলার দেওয়া হয়েছে। স্যার, আপনার এই সচিবালয়ে আমাদের কোন কোন সময় এই ধূম পানের কারনে আমাদের রুম থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। তারপর সেক্রেটারিয়েটের বিভিন্ন কাজে যখন সেখানে যাই সেখানেও দেখি একই অবস্থা চলছে এটাকে বন্ধ করার জন্য ১৯৯২ ইং সালে সারকুলার দেওয়া হয়। কিন্তু এটার ফলো আপ একশানের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ? দ্বিতীয়তঃ, ধূম পান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। কিন্তু স্কুলে গেলে দেখা যায় যে শিক্ষক মহোদয়রা বিড়ি ফুঁকে, সিগারেট ফুঁকে। এগুলি ছাত্রছাত্রীদের সামনে হচ্ছে স্যার। যেখানে নবোদয় বিদ্যালয়ে ন্যাক্কার জনক ঘটনা ঘটতে পারে সেখানে স্কুলে বিড়ি ফুঁকা কোন ব্যাপার নয় স্যার। এগুলি বন্ধ করার জন্য এই যে সারকুলারটা দেওয়া হয়েছে এটাকে কার্যাকরী করার জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ? আমরা অনেক সময় এও দেখি যে গ্রামের মধ্যে মাষ্টার মশাইরা ছাত্রদের কাছে ম্যাচ আছে কিনা জিজ্ঞেস করে। এগুলি হচ্ছে। তারপর স্যার সরকারী পরিবহণ যেগুলি আছে, টি, আর, টি, সি ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত পরিবহনগুলি আছে সেগুলিতে ধূম পান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এটা নিষিদ্ধ করা হয় নি। কাজেই সেগুলিতে পরিবেশ দপ্তরের পক্ষ থেকে নিষিধ করার কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা ? এবং তার ফলো আপ একশান কি ? এগুলিকে কঠোর করা হবে কিনা এবং

সুপারভিশান করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা এবং দরকার হলে পানিশমেন্ট দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই বিষয়ে পরিবেশ দপ্তরের আদেশ অমান্য করে কোথাও অফিস কক্ষে, বা স্কুলে কেউ ধুমপান করছেন এই ধরনের কোন অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি। তবে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা শুধু মাত্র সারকুলার দিয়ে এই অভ্যাস দূর করা সম্ভব না। তার জন্য জনমত গঠন করার দরকার। শুধু মাত্র সরকারের তরফ থেকেই নয় বেসরকারী তরফ থেকে জনমত গঠন না করলে এটাকে সফল করা যাবে না। তবে মাননীয় সদস্য মহোদয়ের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে দপ্তরের তরফ থেকে এটাকে বন্ধ করার জন্য আবার চেষ্টা করা হবে। আর গাড়ীগুলিতে ধুমপান নিষেধ সেটা লেখা থাকে ঠিকই। কিন্তু এগুলি বন্ধ করার জন্য অভিযোগ কেউ দায়ের করেন না। কাজেই, ধুমপান বন্ধ করার জন্য ব্যাপক ভাবে জনমত গড়ে তোলা দরকার।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, থানার মধ্যে অপরাধ করা মহাপাপ। এই জাতীয় সাইন বোর্ড যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই অপরাধী। ডি, জি, অফিসের সামনে কেউ যদি কোন অন্যায় করে তাহলে আইনের চোখে সে অপরাধী। এ কথা যদি আমরা ধরি তাহলে দেখা যাবে এই সমস্ত ঘটনা আকছাড়ই ঘটে চলছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন যে, এই ধুম পান নিষেধ করণের ব্যাপারে জনগণের সচেতনতা প্রয়োজন। এটা আমি একশবার স্বীকার করি।

এই সার্কুলারের উপর আমি জোর করতে পারছি না। ১৯৯২ সালের পর থেকে প্রশ্ন গিয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারী সার্কুলারের ফাঁকে এটা যদি বলা যায় যে এই সময়ের মধ্যে যদি কেউ এটা করে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এই ধরনের কোন ফলো আপ একশ্যান নেওয়া হবে কিনা। গাড়ীর মধ্যে লেখা থাকে "ধুমপান নিষেধ" কিন্তু দেখা যায় কিছু লোকের অভ্যাস আছে গাড়ীর মধ্যে উঠলেই বিড়ি খেতে শুরু করেন এবং উনাকে যদি কিছু বলা হয় তাহলে উনি বলে দেন আপনার অসুবিধা হলে আপনি গাড়ী থেকে নেমে যান। ফলে এই সব ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে কিছু কিছু জায়গায় কোন ব্যবস্থা করা হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, একটা কথা আছে "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে দুজনারই তৃণ সম দোষ"। মাননীয় সদস্য বলেছেন এই রকম বহু ঘটনাই ঘটে থাকে কিন্তু ১৯৯২ সালের পর থেকে আজ পর্যান্ত পরিবেশ দপ্তরের এই ধরনের কোন রিপোর্ট

জমা পড়েনি। কাজেই, আমাদের সচেতনা বৃদ্ধি করতে হলে কোন তরফ থেকে আনতে হবে অন্যভাবে এটা আনা দরকার। এখন মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা নতুন করে প্রচার করা যায়, এইগুলি নিশ্চয়ই করা যাবে। সকলের তরফ থেকে এটাকে গ্রহন করার জন্য যে উদ্যোগ এটা বিবেচনা করা দরকার।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগরতলা শহর এবং তার আশ-পাশ এলাকায় ধুলা বালিতে সারা শহর অন্ধকার হয়ে থাকে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গাড়ীর কালো ধোঁয়া যার ফলে আগরতলা শহরে শ্বাস কষ্টের রোগী অনেক বেড়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে রাস্তার ধুলো, বালি এবং গাড়ীর কালো ধোঁয়া সামগ্রিক ভাবে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে যে ঘটনাগুলি ঘটছে তার বিরুদ্ধে মাননীয় মন্ত্রী ব্যবস্থা নেবেন কিনা এবং এই সম্পর্কে গণ চেতনা বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে ৫৩ নাম্বারের একটা প্রশ্ন আছে পরিবেশ দোষনের উপর তখন আমি বিস্তারিত ভাবে বলব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গাড়ীর কালো ধোঁয়া ধুলা-বালি এবং পরিবেশ দূষণ মুক্ত করার সাথে সাথে পান খাওয়া, খৈনী খাওয়া এবং নৈস্য দেওয়া বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা কারণ এইগুলি যারা ব্যবহার করেন তাঁরা যত্রতত্র থু থু এবং কফ ফেলেন যার ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি এইগুলি বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— এই ব্যাপারে আমার একটা সাপ্লিমেন্টারী আছে, সেটা হল জনপ্রতি-নিধিদের কত অংশ এটা গ্রহণ করছেন, এই ব্যাপারে একটা সমীক্ষা করুন। আমি অনুরোধ করব এটা আজকে বা কালকে থেকে লবী থেকে স্টার্ট করার জন্য।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আপনার প্রস্তাবের জন্য স্বাগত। এই ব্যাপারে আইন করার আগে আমি মনে করি পরিবেশ দপ্তর থেকে আমরা একটা বিতর্কের ব্যবস্থা করি। তাতে মাননীয় সদস্যারা সকলেই আমি আশা করব অংশ গ্রহণ করবেন। তাহলে আমাদের প্রচারটা আরও জোরদার ভাবে করা সম্ভব হবে। সেখান থেকে যদি সুপারিশ হয়ে আসে তাহলে এটা গ্রহণ যোগ্য হবে সমাজের কাছে এবং জনগণের মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে আমরা নিয়ে যেতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেঁচারথল) :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৩১।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৩১।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে এস. সি, কর্পোরেশন থেকে ১৯৯৭ এবং ১৯৯৮ সালে কমাণ্ডার জীপ গাড়ীর জন্য কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কত টাকা আদায় হয়েছে?

২। শুকনো মাছ ও অন্যান্য ব্যবসার জন্য কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে, উক্ত দুই বছরে কত টাকা আদায় হয়েছে।

৩। চলতি আর্থিক বছরে কোন খাতে কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। রাজ্যে এস, সি, কর্পোরেশন থেকে (১৯৯৭ ইং জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) সালে কমাণ্ডার জীপ গাড়ীর জন্য ৫৭, ২৫, ৬৪৮ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ১৫. ২৮000 টাকা আদায় হয়েছে এবং ১৯৯৮ ইং জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কমাণ্ডার জীপ গাড়ীর জন্য ৩০,০০০ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। তার আদায় হয় নাই।

২। শুকনো মাছের জন্য ৪০০, ৯০০ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ১৯৯৭ ইং সনে ১৬, ১৮৮ টাকা আদায় হয়েছে এবং ১৯৯৮ ইং সনে কোন আদায় হয় নাই এবং অন্যান্য ব্যবসার জন্য ৫১, ৪৪, ৭১০ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ১৯৯৭ ইং সনে অন্যান্য ব্যবসা থেকে ২, ১৪, ২২২ টাঃ আদায় হয়েছে এবং অন্যান্য ব্যবসা থেকে ১৯৯৮ ইং সনে ৪৯, ৯৯০ টাঃ আদায় হয়েছে।

৩। চলতি আর্থিক বছরে শুকনো মাছের জন্য ৫,00,000 টাকা এবং কাঁচা মাছের জন্য ১0,000,00 টাঃ ধান ভাঙ্গানোর মেশিনের জন্য ২0,000,00 টাঃ এবং কমাণ্ডার জীপ গাড়ীর জন্য ১,৪১,৭৫,000 টাকা ঋণ দেওয়া হবে।

শ্রীঅনিল চাকমা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৯৭ ইং সনে কমাণ্ডার জীপ গাড়ীর জন্য ৫৭ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৪৮ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং তার মধ্যে ১৫ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন। এই গাড়ীগুলি দেওয়ার জন্য জিম্মাদার বা অন্য

কোন সরকারী কর্মচারী এইরকম কোন কিছু রাখা হয় কিনা? ঋণ পরিশোধ না হলে যিনি জিম্মাদার হবেন তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয় কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহাদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— জামিনের ব্যাপারে এখানে পরিষ্কার কিছু নাই। তবে টাকা পয়সা আদায় করার ব্যাপারে সজাগ করা দরকার, এজন্য ক্যাম্প করা হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে সেগুলি নেওয়া যাবে। তার আগে চেষ্টা করতে হবে কতটুকু পর্যান্ত ঋণ আদায় করা যায় এবং এই ঋণ পরিশোধ করার জন্য নিশ্চয়ই প্রচার ইত্যাদি করা দরকার।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি এইযে এস, সি কর্পোরেশান থেকে কমাণ্ডার গাড়ী, শুকনো মাছ বা কাঁচা মাছ, যারা ব্যবসায়ী বা যারা আরবদারী করে তাদের যে ঋণ দেওয়া হচ্ছে এটা কোন ক্রাইটেরিয়াতে লোকগুলি সিলেক্শান করা হয় এবং এই সিলেক্শান বোর্ডে কারা কারা আছেন বিশেষ করে যখন ব্লক ভিত্তিক এগুলি সিলেক্শান করা হয়। কারণ কিছু লোক আমার এলাকার এই ধরনের এস, সি কর্পোরেশান থেকে গাড়ী পাওয়ার জন্য, মাছের জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার এখান থেকে এখন পর্য্যন্ত এই ধরনের কোন লোককে সিলেক্শান করা হয়নি।

পরবর্তী সময়ে শুনি বিভিন্ন কায়দায় কিছু কিছু লোককে সিলেক্শান করা হয়েছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে-যে পরিমান অর্থ করপোরেশন থেকে ঋণ দেওয়া হয় কিছু লোককে সে টাকাটা আদায় হচ্ছে না। আর আদায় হচ্ছে যে না-তারও একটা কারণ আছে। সেটা হলো যে, এমন সব লোককে সিলেক্শন করা হচ্ছে যারা শাসক দলের ছত্রছায়ায় রয়েছে। কাজেই তাদের উপর টাকাটা আদায় করার জন্য প্রেসার দেওয়া হয়না। যদি প্রেসারাইজ করা হয় তাহলে তারা রাগ করবে। কাজেই স্যার, এখানে বেনিফিসিয়ারিজ সেলকশনের ক্ষেত্রে ক্রাইটিরিয়া কি? এবং বিভিন্ন ব্লক পর্য্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আছেন সেখানে তাদেরকে ইন্‌ভল্‌ভড্ করা হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, বিধায়কদের দায়িত্ব দেওয়া হবে কি-না, এটা বলা সম্ভব নয়। তবে কর্পোরেশনে রয়েছে, এবং বিভিন্ন ব্লকে কমিটি রয়েছে। সেখানে

দরখাস্ত করতে হয়। এবং সেগুলি সেখানে অনুমোদিত হলে পাঠানো হয়। যারা দরখাস্ত করেন তাদের সবাইকেইতো আর সেটা দেওয়া যায়না। কাজেই সবাই যে পাবে সেটা বলা সম্ভব নয়। আর ঋণ পরিশোধের ব্যাপারটা এখানে কম তবে এটা স্বাভাবিক হারের মধ্যেই রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ (কদমতলা) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫০।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত বাঘনজুমাটিলা জে, বি, মাদ্রাসায় গত ১৯৯৫-৯৬ ইং বৎসরে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্টাইপেণ্ড প্রদানের জন্য মঞ্জুরীকৃত ১৭৫০ টাকা জনৈক মৌলবী আবদুল্লা আত্মসাৎ করেছেন।

২। যদি আত্মসাৎ না করে থাকেন, তবে ছাত্র-ছাত্রীরা স্টাইপেণ্ডের টাকা না পাওয়ার কারণ কি? এবং

৩। উক্ত অর্থ বৎসরে ওয়াকফ্ বোর্ড ঐ স্কুলের জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য যে ৪,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল তা দিয়ে কোন জিনিস ক্রয় না করার কারণ কি?

উত্তর

১। ১৯৯৫-৯৬ ইং আর্থিক বছরে ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত বাঘনজুমটিলা জে, বি, মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্টাইপেণ্ড প্রদানের জন্য ওয়াকফ্ বোর্ড থেকে কোন টাকা দেওয়া হয়নি। তবে ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বৎসরে উক্ত মাদ্রাসাকে ১৭৫০ টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং এটা যথারীতি ছাত্রদের মধ্যে বিতরন করা হয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সম্পদ বিকাশ দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান বাবদ ৪,০০০ টাকা ধর্মনগর মহকুমা-শাসকের হাতে দেওয়া হয়েছে এবং এই টাকা দিয়ে জিনিসপত্র কেনা হয়েছে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ১৭৫০ টাকা যাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে তাদের মধ্যে দুজনের কথা আমি স্পষ্ট করেই বলতে পারি যে তারা ঐ মাদ্রাসার ছাত্র না। তাদের মধ্যে একজনের নাম লুৎফুর রহমান এবং অপর একজনের নাম সম্ভবতঃ আক্রমন আলি। তারা ৫০০ টাকা এবং ২৫০ টাকা করে নিয়েছে। এইভাবে স্কুলের টাকা নিয়ে চরম দুর্নীতি চলছে। কাজেই, বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করানোর নির্দেশ দিবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে কথাটা বলছেন, সেটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এই যে ৪০ হাজার টাকার কথা বলা হয়েছে সেটা দিয়ে কি কেনা হয়েছে তার কোন তালিকা উনার কাছে রয়েছে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** স্যার, বিজ্ঞান সামগ্রী, মেথম্যাটিকসের কিটস্ ইত্যাদি কেনা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১৫৭।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** এডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার শিক্ষক-কর্মচারীদের বদলীর ব্যাপারে একটি সুষ্ঠ বদলী নীতি প্রনয়ন করতে চলেছেন, এবং।

২। সত্য হলে কবে নাগাদ সেটা চালু করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। এমন কোন সিদ্ধান্ত নেই। তবে অতি সম্প্রতি গণ্ডাছড়া, অমরপুর, লংতরাইভ্যালী ও কাঞ্চনপুর মহকুমার এবং রূপাইছড়ি ব্লক এলাকায় কর্মরত সকল শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে দুই বা তিন বছর কাজ করার পর অপেক্ষাকৃত ভাল জায়গায় বদলী করার সরকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে।

তাছাড়া বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর অনিবার্য ব্যতিক্রম ছাড়া বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে ও দীর্ঘদিন একজায়গায় কাজ করছেন এমন শিক্ষক কর্মচারীদের বদলীর দিকটি বিবেচনা করে থাকেন।
২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা ঠিক রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন মতাদর্শের কর্মচারী সংগঠন রয়েছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে সুষ্ঠ একটি বদলী নীতি না থাকার ফলে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরে রাজনৈতিক কারণে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বহু কর্মচারীকে বদলী করে চলেছেন। এতে কিন্তু জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে। গত তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী তখনও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, তখনকার একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মোট ৮,২৬৪ জন শিক্ষককে বদলী করা হয়েছে এবং এতে দপ্তরের কোষাগার থেকে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৪৮,৪২,০২৪ টাকা! রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে এই বদলীগুলি তখন করা হয়েছিল। কাজেই, অবিলম্বে জনস্বার্থে রাজ্যে একটি সুষ্ঠ বদলী নীতি বিশেষ করে শিক্ষা দপ্তরের প্রনয়ণ করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার আগ্রহী কিনা? এবং আগ্রহী হলে কবে নাগাদ সেটা প্রনয়ণ করা হবে বলে আশা করা যায়?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, শিক্ষা দপ্তর প্রয়োজন ভিত্তিক বদলী করে থাকেন। যারা দীর্ঘদিন থেকে একটি জায়গাতেই রয়েছেন বা বয়স্ক হয়ে গিয়েছেন তাদেরকে খুব বেশী একটা বদলী করা হয় না। স্কুলের প্রয়োজন অনুসারে এবং শিক্ষকদের যেখানে যেমন প্রয়োজন রয়েছে সেখানে সেইভাবেই বদলী করা হয়ে থাকে।

শিক্ষক কর্মচারীদের একটি অংশ দীর্ঘদিন থেকেই শহরাঞ্চলে চাকুরী করছেন। তবে তাদেরকে ইতিপূর্বে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চাকুরী করতে হয়েছে। তারাই বেশী বদলীর সুযোগ পেয়েছেন। তবে এই সমস্ত কারণে মেকানাইজ্‌ড ভাবেতে রাজ্যে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বদলী নীতি আলাদা করে প্রনয়ণ করা সম্ভব নয়। এই বদলী প্রয়োজনে মানবিক সহ ইত্যাদি কারণে হয়ে থাকে। এর অতিরিক্ত এই ব্যাপারে কিছু এক্ষুনি বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— গত ৮ই মার্চ এই সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের সার্কুলারে বলা হয়েছে, কাঞ্চনপুর সাব ডিভিসান, লংতরাই ভ্যালী, গণ্ডাছড়া, অমরপুর এবং রূপাইছড়া ব্লকে যে সকল কর্মচারী দুই-তিন বছর ধরে চাকুরী করছেন তাদেরকে এই সার্কুলার চালু করার ফলে বদলী করা যেতে পারে। সেটা কবে থেকে কার্যকর হচ্ছে এবং শিক্ষা দপ্তর থেকে এই ব্যাপারে কত জনকে ঐ সমস্ত স্থান থেকে বদলী করার ব্যাপারে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়

জানাবেন কি? তবে এখানে যে সার্কুলারটি রয়েছে তাতে বলা হয়েছে। ট্রান্সফার অর্ডার ইস্যুড নেভার নেসেসারি আফটার প্রভাইডিং সুইটেবল সাবস্টিটিউট ইন দেয়ার প্লেস। এটা তাহলে কি করে হবে?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— প্রসঙ্গটা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এই সরকার কাজ শুরু করার পরে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগুলি প্রথমে আমি দেখবার জন্য বেরই। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে যারা কাজ করেন তাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখা গেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটা জায়গায় দীর্ঘদীন থাকার কারণে তাদের কাজের ক্ষেত্রে উদ্যমে কিছুটা ঘাটতি দেখা গেছে এবং এর সঙ্গে পারিবারিক সমস্যা যুক্ত আছে। এটা খুব বাস্তব। এটা ঠিক যে, কর্মচারীরা চাকুরীতে আসেন তার প্রাথমিক শর্ত হিসাবে থাকে যে, তিনি রাজ্যের যেকোন জায়গায় কাজ করবেন। নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গা আছে যে জায়গায় বদলী হয় না, এর বাইরে যেকোন জায়গায় তারা যাবেন। ঠিকই আছে। কিন্তু আমরা এখানে কাজ করতে এসে যেটা লক্ষ্য করছি প্রশাসনিক দিক থেকে এটা একটা বড় সমস্যা তৈরী হচ্ছে। যারা ধরুণ তুলনামূলক ভাবে যেখানে একটু সুযোগ সুবিধা বেশী আছে এই রকম জায়গায় আছেন তারা এই জায়গায় বেশী সময় থাকতে চান। আর যারা তুলনামুলক ভাবে সুযোগ সুবিধা একটু কম পিছিয়ে আছে যেসমস্ত এলাকা সেখানে যারা আছেন তারাও কিন্তু চান একটা নির্দিষ্ট . সময়ের পরে একটা উন্নত জায়গা ফিরে আসতে। এটা করতে গিয়ে অসুবিধা যে জায়গায় তৈরী হচ্ছে আমাদের এখানে কর্মচারীদের, শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন আছে তাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। এবং এতে তাদের রাজ্য স্তরে যে কমিটি, এই কমিটির বিশেষ করে তিনজন সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এদেরকে বদলী করা সাধারনভাবে যাবেনা। এটা একটা কনভেনশনের মত। এতদিন এটা অনেকের ধারনা ছিল বাধ্যতামূলক। কিন্তু মাননীয় কোর্ট এটা পরিস্কার বলে দিয়েছেন। আমরা এটা অনুসরণ করার চেষ্টা করি। ফলে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সংগঠন রাতারাতি তৈরী হচ্ছে, হয়ে এই সংগঠন ভেঙ্গে কোন কোন জায়গায় ৫টা ৬টা ৭টা সংগঠন হচ্ছে এবং সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হচ্ছেন। তাদের বদলী করতে গেলে এইপ্রশ্নগুলি আসছে এবং আমার কাছেও আসছে অনেকে। এটা শুধু সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ না দেখা গেছে যাদের বদলী করা হয়েছে তাদের সত্যি সত্যি সঙ্গত অসুবিধা আছে তাদের বদলী করতে গেলে তাদের পারিবারিক দিক থেকে কিছু অসুবিধায় পড়ে যাবে। এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা ঠিক আমাদের সরকার, মন্ত্রীসভা আমরা আলোচনা করেছি।

বিশেষ করে রাজ্যের কেন্দ্র থেকে যে মহকুমাগুলি খুব দূরে যে নামগুলি বলেছেন কাঞ্চনপুর, গণ্ডাছড়া তারপরে লংতরাইভ্যালি এই দিকে অমরপুর মহকুমার একটা অংশ এবং সাব্রুমের মধ্যে কাপইতড় যেই পড়ে। এটার ইনটেনশনটা হচ্ছে যে, এটা রিভিউ করা দপ্তর ভিত্তিক অফিসার থেকে শুরু করে নিচের স্তর পর্য্যান্ত তিন চার বছর হয়ে গেছে যারা, তাদেরকে পর্য্যায়ক্রমে একটা সুবিধাজনক জায়গায় বদলী করার চেষ্টা করা। ওখানে যদিও এরমধ্যে এইভাবে লেখা নেই তবে পরিষ্কার ভাবে আমরা বলেছি জেলাস্তরে যারা আছেন চেষ্টা করা এই জেলাতে তাদের রাখা যায় কিনা। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী যারা তাদের অহেতুক বদলী করার চেষ্টা করা এটা ঠিক না, তাদেরকে হোম সাব-ডিভিশনে রাখতে পারলে ভাল। কিন্তু সব জায়গায় হয়ত রাখা যায় না কিছু সমস্যা আছে। এই বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে কাজটা শুরু হয়েছে। আমরা উপর থেকে শুরু করছি, অফিসারদের ক্ষেত্রে আমরা শুরু করছি এবং নিচের থেকেও দপ্তরগুলি শুরু করছেন। শিক্ষা দপ্তর একটা বড় দপ্তর সব চেয়ে বেশী তার কর্তব্য এবং আপনারা দেখছেন একটু আগে প্রশ্ন উঠেছিল প্রথম প্রশ্ন সম্ভবত একজন শিক্ষক স্কুলে আছে সেখানে ডাবল শিক্ষক করার প্রশ্ন আছে আবার কোন জায়গায় নেই এই সমস্ত সমস্যাগুলি আছে। এখানে যে একটা কারণ বলা হয়েছে যে তিন বছর হয়ে গেলেই তাকে বদলী করতে হবে এমন কোন কথা নেই তারতো বিকল্প পেতে হবে, সেই জায়গাটা পূরণ করতে হবে যদি বিকল্প পাওয়া না যায় তাকে বদলী করে নিয়ে আসলাম, এই জায়গাটা খালি পড়ে যাবে। এই বাস্তব অসুবিধাগুলি বিবেচনায় রেখে একটা কাযকরী উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ওখানে রাজনৈতিক কোন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কোন চেষ্টা সেখানে থাকে না। এক এটা ঘটনা যে বদলী যখন হয় দেখা যায় কেউনা কেউ কোন না কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। কারণ আমাদের রাজ্যের মধ্যে পোলারাইজেশন এমন একটা জায়গায় চলে গেছে যে সার্টেন লিমিটেড পার্সেন্ট বাদ দিলে পরে, কেউ কোন না কোন ভাবে দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জড়িয়ে গেছেন। ফলে এটা একটা সমস্যা হয়। এগুলি লক্ষ্যের মধ্যে রেখে প্রশাসনকেতো চালু রাখতে হবে। কাজেই, সেই জায়গায় প্রশাসনকে চালু রাখার জন্য সক্রিয় রাখার জন্য এবং লক্ষ্য যে নিয়ে যে দপ্তর এবং যে কর্মচারী তার যে কাজ, সেই কাজ ঠিকভাবে তার থেকে তুলে আনার জন্য সার্বিক ভাবে উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি। এবং এটা ঠিক যে সবাই মিলে যদি একটা বাস্তব জরুরী দৃষ্টি না নেয় তাহলে এটা কার্যকরী করা খুব কঠিন। আমি বলতে পারি আমাদের যে কর্মচারী সংগঠন করেন তাদের মধ্যে ফেডারেশন করেন এই রকম তিন চারটা কেইস আসছে বদলী যে আগে হয়েছেন ঘটনা তা না। দুই তিন বছর আগে বদলী হয়েছেন, খুব দূরে আছেন ঘটনা তা না। তাদের

আবার বদলী করা হয়েছে। তাতে কারোর হয়ত শারীরিক দিক দিয়ে অসুস্থ কারোর পারিবারিক সমস্যা এইরকম কেইসগুলি পার্সোনালি ইনুটারফেয়ার করছি আমরা। যেহেতু ব্যাপারটা উপস্থিত করা হয়েছে যে রাজনৈতিকভাবে করা হচ্ছে তখন আমরা বলছি যে, দেখুন কিছুটা রিড্রেস দেওয়া যায় কিনা, কিছু রিড্রেস করা হয়েছে তবে সবটা করা যায়নি বিষয়টা হচ্ছে তাই। এখানে যেটা বলেছেন মাননীয় সদস্য কবে থেকে হবে? যখনই এই পর্য্যালোচনা করে বিকল্প ব্যবস্থা করা যাবে তখনই হবে এবং এটা করা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এখানে সার্কুলার দেওয়া হয়েছে কতগুলি ব্লকের কথা উল্লেখ করে। এখানে বলা হয়েছে কোন সাবস্টিটিউট পাওয়া গেলে দেওয়া হবে। প্রশাসন চালাতে গেলে কোন একটা রুলস্ প্রসিডিউর মানতে হয়। যদি কোন পদ্ধতি না থাকে তা হলে ইন্টারিয়র থেকে ইন্টরিয়রে বদলি হবে। প্রপারের লোক প্রপারেই থেকে যাচ্ছে। আমার মনে হয় রাজ্যের জনসাধারনের সুবিধার্থে একটা সুষ্ঠ বদলি নীতি প্রনয়ণ করা দরকার। শুধু শিক্ষা দপ্তরেই নয় প্রতিটা দপ্তরেই একটা সুষ্ঠ বদলি নীতি থাকা দরকার। সেটা করা হবে কিনা?

শ্রীবীরজিৎ সিনহা (কৈলাশহর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমি মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ মহোদয়ের প্রশ্নটার সঙ্গে সংযোজন করতে চাই। যাদের স্বামী এবং স্ত্রী চাকুরী করেন তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বামী আছে কৈলাশহরে আর স্ত্রী আছেন উদয়পুরে। এই সব ক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠ নীতি থাকা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের একটা সুষ্ঠ নীতি আছে যে স্বামী স্ত্রী চাকুরী করলে তারা একই জায়গাতে থাকবে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে কোন সুষ্ঠ বদলি নীতি নেই। এই ব্যাপারে মানবিক দিক থেকে একটা নীতি করা দরকার বলে আমি মনে করি।

শ্রীমানিক সরকার (মূখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক সময় ঘোষিত নীতি খুব সম্ভবত আমাদের রাজ্যে ছিল এবং এটাকে কার্য্যকরী করতে গিয়ে যা দেখা গেছে তাতে হরেক রকমের জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এবং প্রতিটা কেইসে কেইসেই কোর্টে যাচ্ছে এবং অনেক সংগত বিষয়ও কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এবং এতে প্রশাসনিক যে গতি তা স্লথ করে দেয়। এই সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনার মধ্যে রেখে এই জায়গায় না গিয়েও দৃষ্টি ভঙ্গির দিক থেকে বিষয়টা যদি স্পষ্ট থাকে এবং কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে যদি কোন সংকীর্ণতা না থাকে তা হলে কাজের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হওয়ার কারণ নেই। আমরা

সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছি। আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা হচ্ছে এখানে মাননীয় বীরজিৎবাবু যে প্রশ্নটা তুলেছেন এটা একটা মানবীকতার প্রশ্ন। এটাকে বিবেচনা করে আমার সরকার যথাসম্ভব সেটা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কতগুলি ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় স্বামী স্ত্রীকে এক জায়গায় রাখতে গেলে ধরুন স্ত্রী এখানে আছেন, স্বামী যে জায়গায় আছেন তিনি যে কাজটা করছেন এই কাজটা স্ত্রী যেখানে আছেন সেখানে এই কাজ করার জন্য যে সুযোগ নেই সুযোগ-এর সীমাবদ্ধতার জন্য হয়তো করা যাচ্ছে না। এবং যেখানে সুযোগ থাকছে সেখানে করার ক্ষেত্রে বহুলাংশেই উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি এবং এটা আমরা করছি।

মিঃ স্পীকার :— আজকের প্রশ্ন পর্ব এখানেই শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির উত্তর পত্র এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXUR—'A' And 'B'

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, আমার একটা এডজর্নমেন্ট মোশান ছিল। কিন্তু বিধানসভার সচিব মহোদয় আমাকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে সেটা ডিজএলাউ হয়েছে। আমার মোশানটা ছিল রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা জনিত ভয়াবহ পরিস্থিতিতে এবং প্রতিদিন খুন এবং নারী নির্যাতন এবং অপহরণ, ব্যাপক বৈরী সন্ত্রাস সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শুনুন, এটা ৭০ নং ধারায় বাতিল হয়েছে।

শ্রী জওহর সাহা :— আমার বক্তব্য হলো স্যার, রাজ্যের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আপনারা এক মত। এটা কিন্তু এটার জন্য আলোচনার দরকার ছিল স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটার ব্যাপারে আলোচনা খুব আছে, অনেক প্রশ্ন আছে তারপরে কলিং এটেনশন আছে; সবই আছে যেগুলো আজকে করা যায় সেগুলো আগে হোক।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, তিনটি করে প্রশ্ন দেন, তিনটা অথবা চারটা উত্তর দেওয়া যাবে। কিন্তু এর থেকে বড় কথা রাজ্যের ভয়াবহ এই পরিস্থিতি এটার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হে

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা সবারই ক্ষোভ।

শ্রীজহর সাহা :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, উগ্রপন্থা তৎপরতা বন্ধ করার জন্য সবার সহযোগিতা চাই। স্যার, আমরা বলছি যে এগুলো নিয়ে সহযোগিতা করা। কিন্তু প্রশ্নটা গিয়ে দাঁড়াল, আলোচনাটা একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে শেষ করতে হবে তার জন্য তিনটা প্রশ্নের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে তাহলে কি আর আলোচনাটা করা যাবে না? ফলে স্যার এটাকে অন্য যে কোন বিষয় বাদ দিয়ে রাজ্যের এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হোক এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্যার। প্রতি দিন মানুষ খুন হচ্ছে স্যার, নতুন বাজারের পুলিশ অফিসার এবং সি, আর, পি, এফ অফিসার খুন হলো, তাছাড়া রাজ্যের মানুষ খুন হচ্ছে, অপহরণ হচ্ছে, নারী খুন হচ্ছে তার পরে নির্যাতন হচ্ছে এটা খুবই ইম্পরট্যান্ট স্যার, ফলে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (বিশালগড়) :— স্যার, আমি একটা এডজোরনমেন্ট মোশান দিয়েছিলাম আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, ইংরাজী ট্রান্সলেশনটা আপনার কাছে জানার জন্য আমি বলছি। যে আমার এডজোরনমেন্ট মোশানটি ছিল Adnormally deteriorating law and order situation of the state definite instant extiimist activities of killing the officer in-charge of Nutan Bazar police station on CRPF Assistant Commandant স্যার, আপনার অফিস থেকে রিজেক্ট হয়েছে কিনা জানি না, নাকি আমি ইংরেজী করতে জানিনা সেটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। আপনার অফিস থেকে জানানো হয়েছে একটা নোটিশ দিয়ে- I am directed to reffer to your notice of adjourmment motion dated 19.03.99 and to inform you that the Hon'ble Speaker Tripura Legislative Assembly has been pleased to dis allow the appreciate notice under rule 70 (X) of the rules of procedure and conduct of business in Tripura Legislative Assembly sir. আমি, আপনি এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই rule 70 (X) বলছে The right to move the adjournment of the hause for the perpose of discussing a definate matter of urgent to be important shall be subject to the following restriction rule 70 বলছে- The matter to be di cussed must in with more than ordinary administration of the law এখানে যেহেতু থানার ও,সি, কে মারা হয়েছে এবং সি, আর, পি, এফ-এর এসিষ্টেন্ট কমানডেন্টকে মারা হয়েছে,— It is according

to the rule 70 across stant it is more than ordinary administrition of the law এখন এটা কেনসেল করা যায় কিনা, এই যে আপনাকে যা খুশি লিখে দিয়ে রুলিং হাউসে দিয়ে দেওয়া হয়। The situation of that day that is on 14/03/99, night at 8. 30 p. m. was a question of the rule to procedure টা দেখেন : স্যার আপনি যেটা লিখছেন সেটা আমি পড়ছি। অন্যটা পড়ছি না। আপনারা ডিজ এলাউ দ্যা মেটার টু বি ডিসকাস্‌ড বিকজ ইনভলভড. মোর দেন অরডিনারী এড্‌মিনিস্ট্রেশন অফ্‌ দ্যা ল, তাহলে এলাউ করবেন না। আপনি সেটা না করে লিখে দিলেন এটা ডিজ এলাউ করলাম এর কারণটা কি স্যার, এই ভাবেই তো চলছে আপনার সেক্রেটারিয়েট। আমি যে ট্রেন্সলেশানটা করেছি এবং যে রিজনটা আপনার সেক্রেটারী বি, কে, গোস্বামীর সই করা। তাহলে why it will not be discussed in this house why not be discussed in the house because the matter to be discussed motion involve it has been involve here it. The O. C of the Nutan Bazar Police station was killed within more than ordinary law and order situation, the Commandant CRPF, he was killed.

কাজেই, এই ব্যাপারে আমি অনুরোধ করছি স্যার, আপনি এটা উইথ ড্র করে নিয়ে নতুন রুলিং দিন, তা না হলে আমাকে ডিসকাস করার সুযোগ দিন। দি হাউস কেন নট ডিস কনষ্টিটিউট সাম থিং উয়ী হেভ নো রাইট নন ওভার হাউস কে বিভ্রান্ত করার ত্রিপুরার জন-সাধারণকে বিভ্রান্ত করার অধিকার আমাদের নেই, যেটাতে আমাদের অধিকার আছে সেটা আপনি বলে দেবেন উল্লেখ করে যে ৭০ (১০) আপনার অধিকার নেই। নট ওভার কেন ডো ইট স্যার, কাজেই এই অর্ডারটা উইথড্র করা হোক নাহলে আমাকে বলার সুযোগ দেওয়া হোক। এবং আপনি সেই ব্যাপারে একটা রুলিং দিন।

মিঃ স্পীকার :— এটাতো উইথড্‌ করা যায় না। জেনারেল যে ফিচার প্রতিদিনই প্রায়ই এই রকম ঘটনা ঘটছে। একসট্রিমিষ্টদের এ্যাবডাকশান্‌। কাজেই, এটা মোর দেন অরডিনারী। না, এটা না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— কিন্তু আপনি যেটা লিখেছেন সেটার মধ্যে স্যার এর বাইরে গেলে চলবে না। প্রতিনিয়ত ঘটনা হবে, হাউস থাকলে হাউসে ডিসকাস্‌ হবে। স্যার, ইট ইজ মাই রাইট। জওহর বাবু ভাল কাজ করেছেন উনাকে ফাঁসি দিয়ে দেবেন এটাতো হবে না।

মিঃ স্পীকার :— না, এটা তো আপনি অন্য ভাবেও আনতে পারেন। যে জিনিষটা কলিং এ্যাটেনশান, রেফারেন্স, আনা যায়, এটা কিন্তু এ্যাডজার্নমেন্ট মোশান হয় না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, স্যার.

মিঃ স্পীকার :— লেট্ মি ফিনিস।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— ইউ আর ভাস্টলি লানে'ড্, ইউ উইল বি গাইডেড্ বাই দিজ্ রুলস, স্যার, কাউল এণ্ড সাকদের। না, স্যার, সাক্‌দের দিয়ে হবে না।

মিঃ স্পীকার :— না, এটাও বলছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— না। সাকদের দিয়ে হবে না, ইউ উইল বি গাইন্ডড্, ডি, এস, এ, এর রুলসে পরে স্যার এবং আপনি কোড্ করেছেন। আপনি কোড, করেছেন যে 'লখেছেন যেটা, স্যার, আপনার সেক্রেটারীর লেখা The right to move the adjournment of the house for the purpose of discussing a definite matter of Urgent Public Importance shall be subject to the following restriction.

আপনি ১০ নং রেষ্ট্রিকশানের সেন্টার নিয়েছেন। কি ? রেষ্ট্রিক্‌শান কি ? মেটার টু ডিসকাস, যে ব্যাপারটা আলোচনা করা হবে। এবং যে মেটারটা মোশান অব, এডজার্ন-মেন্ট এ আনা যাবে সেটা মাষ্ট ইন্‌ভলবড্ মোর দেন অরডিনারী এড্‌মিনিষ্ট্রেশান অব্ দি ল। ইট্ ইজ মোর দেন এডমিনিষ্ট্রেশান অব্ দি ল্। দি ও, সি, অব দি পুলিশ ষ্টেশন ওয়াজ টোটেলী কিলড্। দি সি,আর, পি. এফ, কমাণ্ডেন্ট ওয়াজ কিলড্। স্যার, যেখানে আমাদের দিতে বাধা, আমাদের সাকদার চলবে না। স্যার, এই রুলস অনুযায়ী আমাকে অংশ গ্রহন করতে দিতে বাধ্য স্যার। এখন আপনি কোট করেছেন স্যার। এখন আপনি সাকদারে চলে গেলে তো চলবে না স্যার। স্যার, এটা'তো লাফিংস টক্। ভারতবর্ষের সামনে এই হাউসের অধ্যক্ষ ইজ্ বিকামিং এ লাফিং স্ টক্। আপনাকে আপনার সেক্রেটারী লাফিংস্ টকে পরিনত করেছেন সারা ভারতবর্ষে আপনি একটা হাসির খোরাক হচ্ছেন। আমি সেটা আপনাকে জানাতে চাই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এখানে রুলস তো স্যার যার যার মতে মতে করলে চলবে না। রুলের ব্যাখ্যা যা আছে তাই ব্যাখ্যা। এখন উনি মেনশান করেছেন যে রুল ডিজএলাউ করছে সেটাতো বোঝা গেছে অন্য কথা। সুতরাং আরেকটা আপনি ব্যাখ্যা করলে তো চলবে না। এখানে স্যার দেখা গেছে, রাগ করবেন না স্যার, এই বিধানসভা সচিবালয় রুল এর ব্যাখ্যাটা যার যার মতে করছে। কোন কিছু চাইলে প্রোপারলী হয় না। এখানে গভর্ণরের বিষয়ে কি আলোচনা হয়েছে, দেখা গেল প্রোসিডিং চলে গেছে গভর্ণর হাউসে, সেই

সময় আইন মানা হয় না। আমরা যখন প্রোসিডিংস চাই, দেখানো হচ্ছে এই আইনে দেওয়া যাবে না। আইনটা যার যার সুবিধা মত নয়। এই রকম হয়েছে স্যার, সুতরাং আপনি হঠাৎ আইনে একটা জোড় দিলেন, আপনি স্পেসিফিক্ মেনশান করেছেন যে এ আইনে এখানে এড্‌মিশান্ করার কথা, এখানে ডিক্‌এলাউ। ব্যাখ্যা তো যার যার সুবিধা মত হবে না স্যার। এটা একটা হাস্যকর ঘটনা হচ্ছে স্যার।

এভাবে জনসমাজে আপনি হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন স্যার। সুতরাং ইউ সি দি মেটার। এবং আমি পরশু দিনও এটা বলেছি এখানে রুলস যার যার মত ব্যাখ্যা হচ্ছে। কোন মেইনটেন্ হচ্ছে না স্যার, সচিবালয় একটা তামাসার ব্যাপার হচ্ছে স্যার। সুতরাং ইউ সি দ্যা মেটার এণ্ড রিভিউ দ্যা মেটার এবং আলোচনার সুযোগ দিন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম'ণ :— আমি আপনাকে অনুরোধ করব, স্যার আপনি এখন যদি কিছু না বলতে পারেন সিদ্ধান্তের পরে, আমি এই ব্যাপারে অল সিরিয়াসনেস, অনুরোধ করব আপনাকে যে, আপনি এই মেটারটা রিভিউ করুন এবং আমাদের জানান। স্যার, ইট ইজ্ এ সিরিয়াস্ মেটার। স্যার এটাকে রিভিউ করতে হবে। স্যার আপনাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাবে, এটা তো হবে না স্যার।

স্যার, আমি দেখানো যাব না। প্রতিদিনের না স্যার। প্রতি মিনিটের ঘটনা হলেও, আপনি Tripura Legislative Assembly rules of procedour and conduct of business আমাকে ক্ষমতা দিয়েছে প্রতি মিনিট হলেও আমি এটা হাউসে তুলতে পারি। According to rule 70 sub clouse (X) The matter to be discussed এই ব্যাপারে আলোচনা করব। It must involve more than ordinary administration of the law. It is more administration of law. The O. C. of the police station has been totaly killed and the C R. P. F. jowan including offers has been killed. স্যার, এইটা আলোচনা আপনার মিনিটে মিনিটে হোক। সেই কথায় আমি যাবনা। তাহলে এই রুলসটা আপনি ফেলে দিন, তাহলে এইটা ফেলে দিলাম। এই রুলস্ আমি আমার ইচ্ছামত চলব। আমি এটাকে পার্টি অফিস বানাব, আপনি সেটা করুণ আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমি আপনাকে সেটা বলছি না। আমি আপনাকে without seriousness. It all criminalised fonded act request করছি your the matter. It is a dangerous thing. আমাদের স্পীকার অশিক্ষিত মূর্খ নন, আমাদের স্পীকার শিক্ষিত। আমাদের স্পীকার আইন জানেন। এখন যদি

স্পীকারকে অশিক্ষিত মুর্খ বানানোর চেষ্টা কেউ করেন তার প্রতিবাদ আমি করব। আপনার সচিবালয়ে সেই চেষ্টা করছে। আমি আইন নিয়ে দেখলাম, বই নিয়ে দেখলাম, আপনাকে অশিক্ষিত মুর্খ বানানোর একটা চক্রান্ত সেটা করা হচ্ছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করব আপনি রিভিউ করে অর্ডার দিন।

শ্রী*রতনলাল নাথ* :— স্যার, আমি তর্কবিতর্কে যাচ্ছি না প্রস্তাব হল, ঘটনা রাজ্যে ঘটছে ঘটতে থাকবে, ঘটতে পারে, ভবিষ্যতে ঘটবে, অতীতেও ঘটেছে। কিন্তু হাউসটা এমন একটা জায়গা স্যার এখানে আমরা আলোচনা করব, এখানে আলোচনা করা যাবেনা, এটা হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— আমরা সব সাবজেক্ট ফলো করি। আমরা ফলো করি না তা নয়।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমরা পার্লামেন্টারী প্র্যাক্টিস ফলো করি।

Sri Samir Ranjan Barman :— We will be guided by this rules স্যার, আপনি রুলস কোড করেছেন, রুলস ৭০ সাব ক্লোজটেন।

(গণ্ডগোল)

স্যার, ট্যাক্টিস বন্ধ করুন, আপনি এই রুলস কোট করেছেন। রুলস ৭০ সাবক্লোজ টেন আপনি কোট করেছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে ম্যাটারটা আমি রিভিউ করে দেখব।

শ্রী*সমীর রঞ্জন বর্মণ* :— অন্তত আমাকে ঠকাবেন না আপনি কোট করেছেন এটা কাজেই এটার You can not go beyond of. You can no right at the speaker even go beyond the forwall of this letter. You have no right to go. আপনাকে এর মধ্যে থাকতে হবে। আপনি সেটা রিভিউ করে দেবেন।

শ্রী*বাদল চৌধুরী* (মন্ত্রী) :— স্পীকার স্যার; মাননীয় বিরোধী দল নেতা এখানে যে প্রশ্ন তুলেছেন, যে কোন বিষয় নিশ্চয়ই আলোচনা হবে সেটা নিয়ে কোন রকম প্রশ্ন উঠতে পারে না। আলোচনার জন্য আমাদের রুলস এর মধ্যে বিভিন্ন নিয়ম পদ্ধতি বলে দেওয়া আছে। এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন যে রকম একটা ইম্পর্টট্যান্ট ঘটনা এবং সেটা কেন অ্যাজারনড মোশন হবে না। অ্যাজারনড মোশন তো একটা নির্দিষ্ট ঘটনা নিয়ে হয়, এই রকম আজও একটা ঘটনা হয়েছে তাহলে কালকেও কি আর একটা অ্যাজারনড মোশন হবে ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, ইয়েস ইয়েস।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমার কথা শেষ করতে দিন। এই রকম ঘটনা আছে এবং সেগুলি আমাদের এই রুলসের মধ্যে আপনারা অত্যন্ত সঠিক ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি কলিং অ্যাটেনশন, রেফারেন্স অন্য রকম ভাবে ও এটাকে আনতে পারেন, সুতরাং সেই ভাবে আলোচনা হতে পারে। এখানে আলোচনার কথা তো নিষেধ করা হয়নি। আপনি বলছেন অ্যাডজার্ন মোশন এ্যালাউ করেনি।

মিঃ স্পীকার :— আমি আপনাদের আলোচনাটা বন্ধ করছি না। এই ইস্যুটাকে কলিং অ্যাটেনশন, রেফারেন্স এ আনা যায় কিনা, আপনাদের এটা আনলে পরে আমি গ্রহন করবনা তা নয়। কিন্তু ইনাডিকেট টু অ্যাডজার্নড মোশন এইটা মোর দ্যান অ্যাবান্ড প্রতিদিন যা ঘটনা ঘটছে। আমরা এটা ফলো করছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— আপনি কি লিখেছেন ? আপনি এর মধ্যে থাকবেন এর বাইরে যাওয়ার অধিকার আপনার নেই। আপনি যা লিখেছেন, উই মাষ্ট বয়াইণ্ড ইন দ্যা ফর ওয়াল অব দিস। আপনার সচিবালয় থেকে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছেন যে রুলসের উল্লেখ করেছেন, আমি তার মধ্যে থেকে আপনার কাছে বলছি। স্যার, আমরা জ্ঞান বিতরনের জন্য আমরা কেউ আসিনি। আমিও না মাননীয় অর্থমন্ত্রীও না আমাকে রুলস অধিকার দিয়েছে। এই যদি ঘটনা হয় প্রতিদিন না প্রতি মিনিটে মিনিটে হলেও বলব। I have the right, I will move adjourndment motion nathing eise 70 sub close (X) has given me the right.

সাব ক্লোসটেন আমরা রাইট কাডিয়ার করার জন্য নয় ইউ হ্যাভ নো রাইট সো কারভিয়েলী।

মিঃ স্পীকার :— এখানে আমি রিভিউ করে দেখছি কে কি করে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমাদের মোয়াজ্জা খুন হয়েছেন, আমাদের কার নিরাপত্তা আছে ? অতএব এটা এ্যাডজার্ণমেন্ট মোশন হিসাবে আসতেই পারে। আপনাকে এটা এলাও করতে হবে। আমাদের কারোর নিরাপত্তা নেই। যে কোন সময় ঘটনা হচ্ছে। এটা কি নরমেল অবস্থা। এখানে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। এটার উপরে নিশ্চয়ই আলোচনা হওয়া উচিৎ।

মি: স্পীকার :— নিরাপত্তা নেই আমি বলছি না, এটা এভাবে আসছে না আলোচনা করতে তো আপত্তি নেই।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (বাদুড়িয়া) **:—** এত বড় একটা ঘটনা হওয়ার পর, ও, সি নিহত হওয়ার পর, আর্মি কমাণ্ডার নিহত হওয়ার পর, এটা কি অর্ডিনারী মেটার ! আপনি বলতে চান কিনা। এই ঘটনাটা অর্ডিনারী কিনা এই সম্বন্ধে আপনার রোলিং চাই। যারা নিরাপত্তা রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করে, এটাকে অর্ডিনারী ঘটনা বলে যদি চালান তাহলে আগামী দিনে হাউসের সবার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। আপনি এটা পরিষ্কার করুন।

মি: স্পীকার :— আমি এটা এরকম দেখছি না। একজন ও, সি, মরলে এবং একজন যদি সাধার মানুষ মরে যান এটা ও, সি হলেই একরকম। সাধারণ মানুষ কি মরে না। এটা মৃত্যু মৃত্যুই এটা প্রতিদিন প্রায় ঘটছে। এটা প্রতিদিনই ইস্যু হচ্ছে এবং এটা আমরা কনভেনশন ডাবল এণ্ড সার্বেয়ানে ফলো করি। এইগুলি বলি রিভিউ করে দেখব ব্যাপারটা কি ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই ব্যাপারটা এখানে আলোচনা হোক। আলোচনা'র মধ্য দিয়ে এটা প্রতিকার হোক। প্রতিকারের পথ এখানে তৈরী হোক।

মি: স্পীকার :— আপনারা বসুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— কিছুক্ষনের জন্য হাউস মুলতবী করে এই বিষয়টা রিভিউ করুন স্যার।

মি: স্পীকার :— এটা হয় না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, তাহলে আপনি হাউস চালান। আমরাও চালাব এখন।

মি: স্পীকার :— আমি বলছি শুনুন। রিসেজের সময় আমি দেখব এই মেটার কি করা যায়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— এটা চলতে পারে না স্যার। হাউজটা গাঁয়ের জোড়ে চলতে পারেনা স্যার। এটার একটা আইন আছে। এই আইনটাকে আপনিও মানতে বাধ্য। এই হাউজের কেউ আইনের বাইরে না। আপনি খুশি মত এই আইনটাকে প্রয়োগ করবেন এটা হতে পারে না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— এটা কি মগের মুলুক নাকি স্যার। একটা সচিবালয় যা ইচ্ছে তাই করবে, আমরা রাইট পাব না স্যার। একজন কেরানী কিংবা সেক্রেটারী যা ইচ্ছে লিখে দেবে আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে আনবে, আর আমরা এটাই মেনে নেব। সারা ভারতবর্ষ আপনাকে একটা লাফ্ ইউজ্ ষ্টক বলবে। আপনার নাম তুলে মানুষ হাসবে। আপনাকে মুর্খ বলবে। আপনাকে অশিক্ষিত বলবে। আমরা এটা সহ্য করব স্যার, এটা হতে পারে না স্যার। আপনি পাঁচ মিনিটের জন্য হাউজ মুলতবী করে রিভিউ করুন। তা না হলে আমরাও এই রকম করব স্যার। এই ভাবেই চলবে স্যার।

মিঃ স্পীকার :— বললাম তো রিসেসের সময় ব্যাপারটা দেখব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ হেল্প মি। আপনারা বসুন।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাহলে হাউস ৫ মিনিটের জন্য বন্ধ করে দিন।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ আমাকে সাহায্য করুন, বসুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, এর আগেও আমরা দেখেছি আপনার সচিবালয় থেকে যা ইচ্ছা তা আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে দেওয়া হয়েছে আর আপনি এটা কন্ডিউম করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— সমীর বাবু আপনি কেন বিব্রত করছেন। আপনাকে বললাম যে এটাকে আমি রিসেস্ পিরিয়ড্ এ দেখব

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার; একজন বিধায়কের অধিকার স্যার, বিরোধী দল না, একজন কারনিক হরন করেন।

মিঃ স্পীকার :— এটা আইনি কি বেআইনী আমি এটা পূর্ণাঙ্গভাবে রিভিউ করে দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আপনি রিভিউ করবেন, নাকচ করেননি এটাকে আমি স্বাগত জানাই। কিন্তু একটা জিনিস আমার মনে হচ্ছে যে এই ঘটনাটা সিরিয়াসলি আলোচনা করা দরকার। আজকে রাজ্যে যে আইন শৃংখলা এবং আলোচনার মধ্যে দিয়েই প্রতিকারের পথ আসবে। অতএব আলোচনাই যদি আপনি সুযোগ না দেন তাহলে প্রতিকার কি করে আসবে। কারণ প্রতিদিন বড় ঘটনা বাড়ছে, কারোর স্ত্রী মারা যাচ্ছে, কারও স্বামী, কারও সন্তান অপহৃত হচ্ছে কাজেই এটা হাউসে আলোচনা হবে না। আপনি হাউসে

নাকচ করে দিবেন এটা হতে পারে না। আমরা আশা রাখব আপনি বিভিউ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিবেন।

OBITUARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল স্মৃতিচারণ পর্ব। মাননীয় সদস্যগণ আজকের কার্যসূচীতে স্মৃতিচারণ কিছু উল্লেখ আছে আমি স্মৃতিচারণ পাঠ করব এবং পাঠের মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করব ২ মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে প্রয়াত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাব। আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে ২১শে জানুয়ারী ১৯৯৯ ইং রাত ৮'৩০ মিঃ ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক ভদ্রমনী দেববর্মা আগরতলা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। প্রয়াত ভদ্রমনী দেববর্মার জন্ম ১৯৩২ সালে তিনি সিমনা কেন্দ্র থেকে সি, পি, আই, এম প্রার্থী সিহাবে ত্রিপুরা বিধান সভায় নির্বাচিত হন। ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত সৎজন অমায়িক সহজ সরল মানুষ। এই বিশিষ্ট নেতার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তার শোক শান্তিতে তার পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি মাননীয় সদস্য-সদস্যাগণকে ২ মিনিট দাঁড়িয়ে মনো পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ মহোদয়ের নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উত্থাপনে অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল মহোদয়কে উনার উল্লেখ্য বিষয়টি সভার সামনে দাঁড়িয়ে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিজনেসে যাবার আগে আমি এখানে একটি পয়েন্টের উল্লেখ করতে চাই। এই বিধানসভায় আমাদের টি, ইউ, জে, এস মেম্বারদের অফিস একেবারে লাষ্ট পয়েন্টের একটি কোনায়। বিধানসভা শুরু হবার বেল বাজলে পর আমরা আমাদের অফিস কক্ষ থেকে লাইব্রেরীর দরজা দিয়ে সব সময়ই চলে আসি। কিন্তু আজকে আমাদের লাইব্রেরীর দরজায় একজন পুলিশ অফিসার, সিকিউরিটির লোক দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে খুব অভদ্র ব্যবহার করেছে। আমাদের প্রশ্ন করেছে, হু আর ইউ'? সে কোন জায়গার লোক? ওয়েষ্ট ব্যাঙ্গলের লোক! সে ত্রিপুরা রাজ্যের এম, এল, এ, দের চিনে না? তাহলে তাকে এখানে রেখেছেন কেন? এই বিধানসভা থেকে

এই মুহূর্ত্তে বের করে দেওয়া হউক। রতিবাবু সব থেকে প্রাচীন এম. এল, এ উনাকেও চেনে না? আপনি এর ব্যবস্থা নিন।

মিঃ স্পীকার :— এই ব্যাপারে আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আমি যখন আমাদের টি, ইউ, জে, এস, অফিসের সামনে গাড়ী দাঁড় করালাম, আমাকে আটকাল। আমি নিজেকে এম, এল, এ বলা সত্বেও বলেছে এখানে গাড়ী দাঁড় করানো যাবে না। এটা কি হচ্ছে? আমরা মাঠে গাড়ী দাঁড় করিয়ে রেখে তারপর কি এতটা পথ হেটে আসব? দিস ইজ ভেরি বেড। খুব খারাপ চলছে।

মিঃ স্পীকার :— না, না এটা হতে পারে না। আমি আপনার সঙ্গে একমত। আপনারা বসুন। আমি অবশ্যই দেখব।

শ্রীবাদ্রিজিৎ সিনহা :— মেইন গেটে যে পুলিশ অফিসার আছেন তিনিও আমাকে আটকিয়েছেন। ওরা কে? ত্রিপুরা রাজ্যের এম, এল, এ, দের ওরা চিনবেনা কেন?

মিঃ স্পীকার :— আমি বলছি, আমি বিষয়টি দেখব এবং ব্যবস্থা নেব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, এ সব ঘটনা নতুন কিছু নয়। আমার কাছে এম, এল, এ,রা এসে বলার পর আমি সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারীকে বলেছি। আমি এও বলেছি, আমাদের এম, এল, এ, ওরা যখন আসা যাওয়া করেন তখন সিকিউরিটির লোকরা চেয়ারে বসে থাকেন। কোন রেসপেক্ট করেন না। কিন্তু রুলিং পার্টির এম, এল, এ, হলে দাঁড়িয়ে সেলুট করেন।

মিঃ স্পীকার :— এখানে রুলিং পার্টি বলে কোন কথা নয়। এটা মানা হবে না। সবাইকেই সম্মান করতে হবে। প্লীজ সীট ডাউন। আমি অবশ্যই দেখব।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ (আগরতলা) :— এটা তো এখানে বসে বললেন। ঘরে বসে কি করবেন?

মিঃ স্পীকার :— এটা আমি অবশ্যই দেখব।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য (বড়দোয়ালী) :— স্যার, আমি দাঁড়ালেই কেবল আপনি নো নো করেন। এটা কী করে হবে? আমাকে তো কিছু বলতে দিতে হবে। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, এসেম্বলীর ভেতরে পুলিশ আসতে পারে না। আপনারা তখন বিরোধী দলে ছিলেন। সে সময় অনিল বাবু এই হাউসে একটি প্রিভিলেজ মোশান এনেছিলেন,

এই পুলিশ আনার ব্যাপারে। আমি প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম, আমি পানিসমেন্ট দিয়েছিলাম। আপনি জানেন সেটা? আমি উঠলেই আপনি না না করে উঠেন। আপনি জানেন উইদিন এসেমব্লী প্রিমেসেস এসেমব্লী হাউসের ভিতর না, নো পুলিশ ক্যান ডু এনিথিং। এটা পারে না উইথ ড্রেস। এটা আপনার জানা উচিৎ।

মিঃ স্পীকার :— অশোক বাবু, আপনি ভুল বুঝবেন না। আমি আপনাকে অসম্মান করি না, সে রকম মানুষিকতাও আমার নেই। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। প্রশ্নটা হচ্ছে ইস্যু তো এক। শ্যামাচরণ বাবুর যে ইস্যু সেটা হলে তো সময় নষ্ট হবে। কারণ আরও তো বিজনেস আছে।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য :— আমি দীর্ঘদিন এম এল. এ ছিলাম। আমি যখন উঠেছি তখনতো আপনার মনে করা উচিৎ যে লোকটা তো বাজে কথা বলে না, রিপিটেশান করে না।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ বসুন।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়ের নিকট থেকে বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তদনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়কে উনার বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো—

"গত ১৬ই মার্চ, ১৯৯৯ ইং "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত' ১ এপ্রিল থেকে নুতন বিদ্যুৎ মাশুল, চোরদের প্রশ্রয় দিয়ে বৈধ ভোক্তাদের পকেট কাটার সিদ্ধান্ত" সংবাদ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৬শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীবাসুদেব মজুমদার মহোদয়ের নিকট থেকে বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাসুদেব মজুমদার মহোদয়কে উনার বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবাসুদেব মজুমদার (বিলোনীয়া) :— স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো—

"স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক একতরফা ভাবে কমিয়ে দেয়া সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন। এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ২৬শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ আরও একটি নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়ের নিকট থেকে বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়কে উনার বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো—

"গত ২রা ফেব্রুয়ারী উদয়পুরের কাকড়াবন নবোদয় বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেনীর ছাত্রী কুমারী পূর্নিমা দের সন্তান প্রসব এবং পরবর্তী সময়ে নবোদয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী হরিশংকর তেওয়ারী গ্রেপ্তার সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৫শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাব। মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার এবং মাননীয় সদস্য পদ্ম কুমার দেববর্মা মহাশয়গণ যে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ আজকে দিয়েছেন বিচার বিবেচনার পর সেটি সভার সামনে উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। তাঁদের প্রস্তাবের বিষয়বস্তু হলো :—

"স্বনির্ভর প্রকল্পে ঋণ প্রদানে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের অনীহা সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যদি এক্ষনি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দিতে চান তাহলে দিতে পারেন, তা না হলে সময় চাইতে পারেন।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আগামী ২৪-৩-৯৯ ইং তারিখ এই প্রস্তাবটির উপর আমি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— দ্বিতীয় দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং নোটিশটি বিচার বিবেচনার পর গুরুত্ব অনুসারে সেটি সভার সামনে উত্থাপন করার আমি অনুমতি দিয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হলো :—

"রাজ্যে টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতিকরণ সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যদি এক্ষনি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দিতে চান তাহলে দিতে পারেন, আর যদি আজ তিনি দিতে না পারেন তাহলে সময় চাইতে পারেন।

শ্রীসুকুমার বর্ম্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আগামী ২৩-৩-৯৯ ইং তারিখে প্রস্তাবটির উপর আমি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া। প্রস্তাবটি বিচার বিবেচনার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি সেটি সভার সামনে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হলো :—

"উদয়পুর শহরে রাজ্যের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিরিটবিক্রম ইনষ্টিটিউশানের (কে, বি, আই) প্রতিষ্ঠা কাল নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি হওয়া সম্পর্কে।"

এখন আমি এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করছি যদি এখনি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দিতে চান তাহলে দিতে পারেন। আর আজ যদি তিনি দিতে না পারেন তাহলে সময় চাইতে পারেন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, আগামী ২৫-৩-৯৯ ইং তারিখে এই প্রস্তাবটির উপর আমি বিবৃতি দেব।

PRESENTATION OF THE REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE—Adopted

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস্ এড্ভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা"।

বর্তমান অধিবেশনের ১৯শে মার্চ, শুক্রবার, ১৯৯৯ ইং হইতে ৩০শে মার্চ মঙ্গলবার, ১৯৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য "বিজনেস এডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভার বর্তমান অধিবেশনের ১৯শে মার্চ, শুক্রবার ১৯৯৯ ইং হইতে ৩০শে মার্চ মঙ্গলবার, ১৯৯৯ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্য্য-সূচী আলোচনার জন্য" বিজনেস এডভাইসার কমিটি' যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন। তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "বিজনেস এডভাইসারী কমিটি" কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা এক মত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিজনেস এডভাইসারী কমিটির আমি একজন মেম্বার এবং আপনিও এই কমিটির মাননীয় চেয়ারম্যান এবং আমরা দুজনই এই মিটিংএ উপস্থিত ছিলাম। এই মিটিংএ জেনারেল ডিসকাশনে ৩ + ৩ = ৬ ঘণ্টা রাখা হয়েছে এবং দফাওয়ারী ডিসকাশনে ৪ ঘণ্টা রাখা হয়েছে। কিন্তু লিষ্ট অব বিজনেসে দেখা যাচ্ছে দফাও-য়ারী আলোচনার জন্য ২৪ তারিখ রাখা হয়েছে ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট এবং ২৪ তারিখের লিষ্ট অব্ বিজনেস এই সম্পর্কে সময় ধার্য্য করা হয়েছে এক ঘটা তাহলে দেখা যাচ্ছে সর্ব্ব মোট স্যাড়ে

তিন ঘন্টা সময় রাখা হয়েছে। এটা তো বিজনেস এডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য তাহলে আধ ঘন্টা কম হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— হ্যাঁ, স্যার।

মিঃ স্পীকার :— হাউস পারমিট করলে আধা ঘন্টা বাড়িয়ে দিলেই হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— কমিটির রিপোর্ট তো এই ভাবে আসার কথা নয়।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি বলছেন হাউস পারমিট করলেই সময় বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এখানে যিনি রিপোর্ট পেশ করলেন তিনি বিজনেস এডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— এটা প্রিন্টিং মিসটেইক হয়েছে কিনা এখন তো বলতে পারব না।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা বিজনেস এডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট এবং যিনি এই প্রস্তাবটা এনেছেন তিনিও এই কমিটির সদস্য। বিজনেস এডভাইসারী কমিটির মিটিংএ এই সম্পর্কে ৪ ঘন্টা সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল কিন্তু কেন এখন সাড়ে তিন ঘন্টার কথা বলা হচ্ছে, এটা তো ঠিক নয় স্যার। তাহলে এই রিপোর্ট কেন উনি পেশ করতে গেলেন এটা তো বিজনেস এডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট নয়। উনার খেয়াল খুশী মত হতে পারে না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে প্রস্তাবটা ভোটে দেওয়ার আগে জনস্বার্থে হাউসের সময় সীমা আরও ৫ দিন বাড়িয়ে দেওয়া হোক। যেহেতু এখনও ফাইন্যাল পর্যায়ে যায়নি।

রিপোর্টটা ডিফেকটিভ রিপোর্টেত আধ ঘন্টা কমের কথাও নাই। তাহলে প্রস্তাবটা ভোটে আসছে কি করে? দরকার হলে রিসেসের সময় আবার বি, এ, সি বসে ঠিক করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— না, না এটা হয় না। এটা প্রিন্টিং মিসটেক হতে পারে, আগে দেখে নিই। আর এই আধ ঘন্টা এটা ইনক্লুড করে নেয়া হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— তাহলে সিদ্ধান্তটা শুধু আপনার, হাউসের না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত ঘোষণাটি এখন আমি ভোটে

দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি কতৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের স'হত এই সভা একমত"।

(ভোটে দেওয়ার পর)

মিঃ স্পীকার :— রিপোর্ট'টি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

LAYING OF REPORT & ACCOUNTS

Mr. Speaker :— Now the Business before the House – Laying of "The 9th Annual Report and Accounts of the Tripura Tea Development Corporation Ltd. for the year 1988—89 as required under section 619—A (3) of the Companies Act. 1956."

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Deptt. of Industries & Commerce to lay the above, Report & Accounts on the table of the house.

Shri Pabitra Kar (Minister) **:—** Mr. Speaker Sir, I beg to lay "The 9th Annual Report and Accounts of the Tripura Tea Development Corporation Ltd. for the year 1988-89 as required under section 619-A (3) of the Companies Act, 1956."

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা রিপোর্ট'-এ ও এ্যাকাউন্টস এর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

PRESENTATION OF BILLS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো —"The Tripura Appropriation (Amendment) Bill, 1999 (Tripura Bill No. 3 of 1999)."

উত্থাপন। আমি এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে প্রস্তাব মুভ করতে।

Sri Badal Chowdhary (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move for introduce ',The Tripura Appropriation (Amendment) Bill, 1999 (Tripura Bill No. 3 of 1999),"

মিঃ স্পীকার :— এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হলো :— "The Tripura Appropriation (Amendment) Bill, 1999 (Tripura Bill No. 3 of 1999)."

এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(ভোটে দেওয়ার পর)

এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উৎথাপিত হলো

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় উৎথাপিত বিলটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

এই সভা বেলা ২টা (দুইটা) পর্যান্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2·00 P. M.

ANNOUNCEMENT MADE BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, সভার রিসেসের আগে যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল অ্যাজার্নমেন্ট মোশান সম্পর্কে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যারা এই অ্যাজার্নমেন্ট মোশান তোলেছিলেন এটা গ্রহণ করার জন্য। আমি সমস্ত বিষয়টা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখেছি. তাতে আমার মনে হয়েছে যে যে ঘটনা নিয়ে আপনারা অ্যাজার্নমেন্ট মোশান আনতে চেয়েছেন সেটা সাধারণ যে ল অ্যাণ্ড অর্ডার তার থেকে বাইরে নয়— এটা এর মধ্যেই পড়ে। এবং আমি মনেকরি আপনারা এই প্রশ্নটি নিয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে আপনাদের ক্ষোভ নিয়ে আলোচনা করার প্রচুর সময় রয়েছে-যে কোন ফর্মেই বলুন কলিং অ্যাটেনশন বা রেফারেন্স পিরিয়ড রয়েছে-সে সময় আপনারা এটা তোলতে পারেন এবং তখন আমি সেটা গ্রহন করব। কিন্তু অ্যাজার্নমেন্ট মোশান যেটা এনেছেন সেটা গ্রহন করা যায় না। কাজেই এটা আপনাদের বিবেচনার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার রিভিউ হিসেবে যে বক্তব্য

এখানে রাখলেন তাতে এটা পরিষ্কার প্রতীয়মান হলো যে আপনি মোটেই নিরপেক্ষ নন এবং আপনি অধ্যক্ষ হয়ে দলের স্বার্থ দেখার জন্য এই হাউসে কাজ করছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি যেটা বলেছেন যে কলিং অ্যাটেনশন এবং রেফারেন্স পিরিওড এ এটা তোলার জন্য কিন্তু সে সময়তো কোন একটি ঘটনার বিবরণ জানার জন্য কিন্তু এটাম্মার পারস্থিতিকে তোলে ধরে এবং যে সমস্যা সে সমস্যার গভীরত্ত্বা এবং তার সমাধানের জন্য আলোচনা করার আর কোন সুযোগ নেই। এই জন্য অ্যাডজার্ণমেন্ট মোশান হলে সে সুযোগটা পাওয়া যেতে পারে এবং সরকারী পক্ষের এবং বিরোধী দলের পক্ষে যারা আছেন আমরা সবাই সে সুযোগটা পেতাম আশা করেছিলাম আপনারা রিভিউটা সঠিক হবে কিন্তু সেটা হয়নি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডজার্ণমেন্ট মোশান ইজ ফর ডিসকাশন আর কলিং অ্যাটেনশন এবং রেফারেন্স পিরিয়ড হলো কোন ঘটনার উপর প্রশ্ন উত্তর। কাজেই ডিসকাশন এবং প্রশ্নোত্তরের মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে। অ্যাডজার্ণমেন্ট মোশান সেজন্য আনা হয়েছে। কিন্তু রিভিউটা কিসের জন্য ফর ডিসকাশন এখানেতো রিভিউটা ক্যানসেলেশনের জন্য নয়। ডিজঅ্যালাউর জন্য নয়। আমরা যখন বার বার বলেছিলাম তখন আপনি বলেছিলেন যে এই অ্যাডজার্ণমেন্ট মোশানটি আমি রিভিউ করব কারণ এতে আইনের প্রশ্ন রয়েছে। রিভিউ মিস-কনসিডারেশন।

মিঃ স্পীকার :— এটা না, রিভিউর মানে এটা নয় যে-ঘটনাটার যদি যথার্থতা না থাকে তবু সেটাকে গ্রহণ করতে হবে। এটা রিভিউ না।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আলোচনা হোক। কারণ এখানে বলা হয়েছে যে-একজন পুলিশ অফিসার এবং একজন সি, আর, পি, এফ-এর অফিসার স্পেসিফিক ভাবে বলা হয়েছে যে তারা মার্ডার হয়েছেন। কাজেই গোটা পরিস্থিতিটা ভয়াবহ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এই ব্যাপারে আর কোন আলোচনা হবে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আপনি বলুন স্যার, এটা কি করে হল ?

মিঃ স্পীকার :— জওহরবাবু বিষয়টা কেন আবার উঠাতে চাইছেন ?

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি জানতে চাচ্ছি আমাদের অ্যাডজার্নমেন্ট মোশানটা কি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, এটা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— স্যার, আপনি এটা কোন আইনে বাতিল করলেন ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— রুল ৭০ অনুসারেই সেটা বাতিল হয়ে গিয়েছে।

শ্রীসুদীপরায় বমর্ণ :— এটা এই আইনে হতে পারে না। এটা কিন্তু ভুল হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— না, এটা হবে না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতনবাবু, আপনিতো আইনটা জানেন। তবে কেন এমনটা হচ্ছে ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপরায় বমর্ণ :— সব জিনিষ গায়ের জোরে বাতিল করে দেওয়া যায় না স্যার। একটা আইন আপনি বলে দিলেন এবং তাতেই এটা বাদ দিয়ে দেওয়া হল ? রুল ৭০-এর সাব ক্লজ ১০ অনুসারে সেটা হতে পারে না। এটা একেবারেই ঠিক হয়নি। এটা আপনি স্বীকার করেন কিনা যে আপনার সচিবালয় থেকে যে আইনে এটা বাতিল করা হয়েছে সেটা যে ঠিক হয়নি ? আপনি স্বীকার করেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— এটা এবসোলিউটলি কারেক্ট।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপরায় বমর্ণ :— এখানে স্যার কথা বলার অধিকার থাকবে না, এটা কোন

অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না। এটা হতে পারে না। আপনি যা করছেন এটা কিন্তু ঠিক করছেন না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, রাইট আছে বলেই সেটা বে-আইনী হতে পারে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা মনে করছি আপনি আমাদের অধিকার খর্ব করছেন। এরই প্রতিবাদে আমরা হাউস থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য ওয়াক আউট করছি।

PRESENTATION OF BUDGET EASTIMATE FOR THE YEAR—1999-2000

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল— ১৯৯৯-২০০০ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করা। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ১৯৯৯-২০০০ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ১৯৯৯-২০০০ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দ সভার সামনে পেশ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

১। আমি ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাব পেশ করছি।

২) রাজ্যের সহায়-সম্পদ সীমিত হওয়া সত্ত্বেও এবং আরো কিছু অসামর্থ্যের বিষয় থাকা সত্ত্বেও ত্রিপুরার আর্থিক ও সামাজিক সূচক লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে রাজ্যের অগ্রগতি ক্রমে ক্রমে বেড়ে চলেছে। স্থির মূল্য (১৯৮০-৮১) রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ১৯৯১-৯২ সালের ৭০৬'৫৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬-৯৭ সালে ৭৫০'২১ কোটি টাকা (কুইক এস্টিমেট) হয়েছে অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে বিকাশের হার অর্জিত হয়েছে ৬'১৭ শতাংশ। অনুরূপভাবে মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে চলতি মূল্যে মাথাপিছু আয় ছিল ৫৭৩১ টাকা। যেটা ১৯৯৫-৯৬ সালে ছিল ৫০৮৩ টাকা। তথাপি, লক্ষনীয় বিষয় হলো যে, আমাদের মাথাপিছু আয় জাতীয় গড়ের (১৯৯৬-৯৭ এর কুইক এস্টিমেট অনুযায়ী ১০৭৭১ টাকা) তুলনায় অনেক কম। এই তথ্য থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের অগ্রগতির প্রয়াস অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের উন্নয়ন প্রক্রিয়া পেছনে পড়ে রয়েছে। রাজ্যের নিজস্ব সহায় সম্পদের সম্ভাবনা সীমিত হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় সরকারকে উদার হস্তে সাহায্য-সহযোগিতা দিতে হবে। পশ্চাদপদতার বর্তমান স্তর থেকে রাজ্যকে বের করে আনতে হলে এটাই একমাত্র উপায়।

৩) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে কমিটি গঠন করেছিলেন অর্থাৎ সেই শুক্লা কমিশন এই সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি, এই অঞ্চলে পরিকাঠামো ও ন্যূনতম মৌলিক পরিষেবার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরণের উদ্দেশ্যে বেশ দীর্ঘ পরিসরেই অনেকগুলি সুপারিশ করেন। এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, শুক্লা কমিশনের বেশীরভাগ সুপারিশই এখনো কার্যকর হয়নি। এই সুপারিশগুলি যদি যথাসময়ে রূপায়ন করা যেত, তাহলে রাজ্যকে এখনও যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে হচ্ছে, সেগুলির অনেকটাই কাটিয়ে উঠা সম্ভব হতো এবং রাজ্যের উন্নয়নের গতিও ত্বরান্বিত হতো।

৪) এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সাহায্য-সহায়তা না পাওয়ার ফলে রাজ্যের উপর থেকে পশ্চাদপদতার উপসর্গ দূর করার কাজ খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। পশ্চাদপদতার বর্তমান অবস্থা আমাদের জাতীয় শত্রুদের কাছে একটি উর্বরা ভূমি তৈরী করে দিয়েছে। অর্থাৎ এই পশ্চাদপদতা এবং এই অঞ্চল ও জনগণের প্রতি দীর্ঘকালের বঞ্চনার কারণে, বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে যে হতাশা ও বঞ্চনার মনোভাব সঞ্জাত রয়েছে একে হাতিয়ার করে ভারত বিরোধী শত্রু শিবির এই অঞ্চলে অশান্তি ও অস্থিরতার পরিবেশ কায়েম করে চলেছে। এই পরিস্থিতি স্পষ্টাস্পষ্টিভাবেই ভারত সরকারকে স্বীকার করে নেওয়া দরকার এবং এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে তার যথোচিত দায়িত্ব পালন করাও আবশ্যক। তাছাড়া ভারত বিরোধী শক্তির উদ্ভব আমাদের দেশের জাতীয় অখণ্ডতার অস্তিত্বকে যেরকম হুমকির মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে, কঠোরভাবে এর মোকাবিলা করার জন্য রাজ্য সরকার যে উদ্যোগ গ্রহন করেছে তার প্রতি কেন্দ্রের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া দরকার।

৫) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ মঞ্জুরী দেবার দৃষ্টিকোন থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক প্রদেয় পৃথক পৃথক অর্থ সম্ভারকে নিয়ে একটি অনবক্ষয়ী তহবিল বা নন্-ল্যাপস্যাবল সেন্ট্রাল পুল গঠন করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগকে রাজ্য সরকার স্বাগত জানায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যায় যে, রাজ্য সরকার যোজনা কমিশনের কাছে অনুরূপ ক্ষেত্রে ৩০টি প্রকল্পের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, সেখানে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট একটি মাত্র প্রস্তাবিত প্রকল্পে মঞ্জুরী মিলেছে। ঝুলে থাকা অন্য প্রকল্পগুলিও যাতে তাড়াতাড়ি মঞ্জুরী পায় এজন্য আমরা একাদিক্রমে বারবার যোজনা কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছি।

৬) ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে মুদ্রাস্ফীতির কারণে দেশের অর্থনীতিতে মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিল্প বিষয়ক শ্রমিক ভোক্তা মূল্য সূচক (১৯৮২=১০০ ভিত্তিতে) মার্চ '৯৭-এর ৩৪২ পয়েন্ট থেকে মার্চ '৯৮-এ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬৬ পয়েন্টে, যা আরো বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর '৯৮-এ গিয়ে ঠেকে ৪০৫ পয়েন্টে। এই প্রবনতা ত্রিপুরায়ও অনুরূপ হারে অব্যাহত ছিল রাজ্যে, মার্চ '৯৭-এ এই সূচক ছিল ৩২৬ পয়েন্ট, মার্চ '৯৮-এ তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৩৩ এবং ডিসেম্বর '৯৮-এ আরো বেড়ে হয় ৩৮৩। মূদ্রাস্ফীতি বিষয়টি জাতিয় বৈশিষ্ট্য বটে, তথাপি, মুদ্রাস্ফীতি জনিত কারণে মূল্যবৃদ্ধির গতিরোধ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নিজস্ব উদ্যোগে সারা রাজ্যে ১৪০১টি ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বণ্টন অব্যাহত রাখে।

উন্নয়নের কর্মকৌশল

৭) গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি এটা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছিলাম যে, উন্নয়নের সঠিক কর্মকৌশল গ্রহনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার একটি নতুন রূপরেখা প্রনয়নের পদক্ষেপ নিচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ পুনর্গঠিত হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের পেশাদার ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক ক্ষেত্র, দ্বিতীয় ক্ষেত্র, তৃতীয় ক্ষেত্র এবং উপজাতি কল্যাণ-এই চারটি ক্ষেত্রের জন্য পরিকল্পনা পর্ষদ চারটি উপ-কমিটি গঠন করেছে। এই উপ-কমিটিগুলির সুপারিশসমূহের উপর ভিত্তি করে "ত্রিপুরার জনগনের জন্য পরিকল্পনার রূপরেখা" শীর্ষক একটি দলিল তৈরী করা হয়েছে, যেটি ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত দলিলের রূপরেখায়, জনগণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে রাজ্যে সুষম উন্নয়ন ঘটানোর কথা ভাবা হয়েছে। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো, তপশিলী জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী সহ সমস্ত অংশের জনগণের সাধারণ জীবনযাত্রার সমানুপাতিক মানোন্নয়ন সুনিশ্চিত করা। অন্যান্য এলাকার সাথে সমপর্যায়ে এ ডি সি ভুক্ত এলাকার সুষম উন্নয়নের উপরও এই দলিলে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবন্ধকতা

৮) মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, ত্রিপুরায় একটি বিশেষ তালিকাভুক্ত রাজ্য (Special Category State) এবং রাজ্যের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় অর্থের এক বিরাট অংশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আমাদের নির্ভর করে থাকতে হয় নিজস্ব সহায়-সম্পদে স্বচ্ছল না হওয়ার ফলে নিজের থেকে অতিরিক্ত সহায়-সম্পদ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে

রাজ্যের ক্ষমতা খুবই সীমিত। ফলে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থের সবটা পাওয়া না গেলে অর্থাৎ ঘাটতি থাকলে নীতি-কর্মসূচী কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। বিগত দুই বছরের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করা গেছে, দেশের অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে মন্দাজনিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় সরকার কর সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পরিনামে কেন্দ্রীয় সংগৃহীত করের উপর রাজ্যের ভাগও (State's Share of Central Taxes) কমতে থাকে। ১৯৯৫-৯৭-এ এই ক্রমবর্দ্ধমান ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৫ কোটি টাকা। ১৯৯৮-৯৯ সালে, কেন্দ্রীয় বাজেটে ৫৫১.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন পর্যন্ত রাজ্যে বরাদ্দ আসার যে প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাতে অনুমান করা যায় যে বছরের শেষে এক্ষেত্রে সংগ্রহ ৪১২ কোটি টাকার বেশি হবে না। কেন্দ্রের সংগৃহীত করের উপর রাজ্যের ভাগের (State's Share of Central Taxes) এই গড় ঘাটতি রাজ্যের প্রাপ্য স্বল্প সহায়-সম্পদ দিয়ে মেটানো সম্ভব নয়। এই বিশাল অংকের ঘাটতি মেটাতে রাজ্য সরকারের সকল প্রকার প্রয়াস থাকলেও সহায়-সম্বলহীন একটি রাজ্যের ক্ষেত্রে তা দিয়ে বিশেষ ফল পাওয়া সম্ভব নয়। বিষয়টি নিয়ে আমরা একাদশ অর্থ কমিশনের সাথে আলোচনা করেছি, যাতে এই ধরনের ঘাটতি সাপেক্ষে বিশেষ তালিকাভুক্ত রাজ্যগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং যার মাধ্যমে এই রাজ্যগুলি তাদের আর্থিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তুলতে পারে।

৯) নন-প্ল্যান গ্যাপ গ্র্যান্ট-এ বরাদ্দ ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ার কারণেও সহায়-সম্পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঘাটতি বাড়ছে। গত কয়েক বছর ধরেই নন প্ল্যান গ্যাপ গ্র্যান্ট-এ বরাদ্দ কমে চলেছে। রাজ্য সরকারের অর্থ খরচ ও সংগ্রহ (Expenditure & receipts) নিয়ে দশম অর্থ কমিশনের অবাস্তব হিসাব করার দরুনই এই ঘটনা ঘটে চলেছে। যেমন, ১৯৯৫-৯৬ সালে এ খাতে যখন বরাদ্দ করা হয়েছিল ২১৮.৯৭ কোটি টাকা, চলতি অর্থ বছরে তখন নন-প্ল্যান গ্যাপ গ্র্যান্ট-এ কোন অর্থ বরাদ্দই করা হয়নি এই সকল কারণে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা ভয়ানক চাপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে।

১০) তাছাড়া, সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির দৌলতে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা অতিরিক্ত চাপের মুখে পড়েছে। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য চতুর্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। এটা করতে গিয়ে রাজ্য অর্থ কোষাগারের উপর অতিরিক্ত ২৫০ কোটি টাকা বোঝা চেপেছে। এছাড়া, নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট খরচ ও ঋণ পরিশোধ করতে গিয়েও আর্থিক দায়দায়িত্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এই

দায়দায়িত্ব বৃদ্ধির ফলে পরিকল্পনা খাতের তহবিলের উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে।

১১) সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আর্থিক মন্দার প্রভাব পড়েছে ত্রিপুরায় কর সংগ্রহের উপর। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত এক্ষেত্রে বিকাশের হার ছিল ৮.২৯ শতাংশ। যাই হোক, অতিরিক্ত আর্থিক সহায়-সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর কাঠামোকে ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিমার্জিত করা, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের জন্য উৎস-বের করার প্রয়াস নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্বল্প সঞ্চয় যোজনার মাধ্যমে বেশী বেশী করে সঞ্চয় বাড়িয়ে অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে ১৯৯৭-৯৮ সালে আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৭ কোটি টাকা, পরিবর্তে আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি ৬৮.১৩ কোটি টাকা। ১৯৯৮-৯৯ সালের জন্য এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮০ কোটি টাকা। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার যথেষ্ট সম্ভাবনাই রয়েছে।

১২) নবম পরিকল্পনার উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং উপরে বর্ণিত উপায়মতো সহায় সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনার উপর দৃষ্টি রেখে ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ ধার্য্য করা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালের জন্য পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ ৬৯৫ কোটি টাকা ধার্য্য করা হয়েছে, যা ১৯৯৮-৯৯ সালের ৬৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের তুলনায় ১২.৫ শতাংশ বেশী। বিভিন্ন ক্ষেত্রওয়াড়ি ব্যয় বরাদ্দ ধার্য্য করার সময়- সহায়-সম্পদের বাস্তবসম্মত বরাদ্দ, ইতিমধ্যেই গৃহীত পদক্ষেপ সমূহকে দৃঢ় করা এবং প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে বিকাশ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে যত্ন নেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ, জলসেচ ও পরিবহন ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামো ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তার প্রমাণ হলো, এর জন্য সরকার ১৮২.০৭ কোটি টাকার ব্যয়-বরাদ্দ ধার্য্য করেছে। অর্থাৎ যা মোট পরিকল্পনা বরাদ্দের ২৬.২৮ শতাংশ। সামাজিক সুরক্ষা পরিষেবার সম্প্রসারণে বিনিয়োগের উপরও অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দ ধার্য্য করা রয়েছে ২১৭.১৭ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট পরিকল্পনা বরাদ্দের ৪৫.৮৭ শতাংশ। ৪১.২৪ কোটি টাকার বরাদ্দের সংস্থান রেখে কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট পরিষেবার সম্প্রসারণে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, আগামী বছরের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের ধার্য্য করা এই অর্থ বিনিয়োগের ফলে চলতি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার গতি ধরে রাখা কেবলমাত্র সম্ভবই হবে না, কর্মতৎপরতাও আরো বেড়ে যাবে

স্বরাষ্ট্র

১৩) রাজ্যে উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের গতি ব্যাহত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো

উগ্রপন্থী তৎপরতা। এ কারণে রাজ্য সরকার রাজ্য পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি এবং উগ্রপন্থী কার্যকলাপের পাল্টা অভিযানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে চলেছে। এই সমস্যা মোকাবিলায় একটি বহুমুখী কর্মকৌশল গ্রহন করা হয়েছে। নিরাপত্তামূলক অভিযানের উপর প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির দুঃখ-দুর্দশার কারণ বিমোচনের লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহনের উপর পর্যাপ্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

১৪) গৃহীত কর্মকৌশলের অংশ হিসাবে নিরাপত্তা বিধানের জন্য সরকার ২২টি থানা এলাকাকে পুরোপুরিভাবে এবং আরো ৩টি থানা এলাকাকে আংশিকভাবে উপদ্রুত ঘোষণা করেছে। নিরাপত্তামূলক অভিযানে রাজ্য পুলিশ ও টি এস আর-এর উপরন্তু সি, আর পি, এফ,-এর ১১ ব্যাটেলিয়ন, আসাম রাইফেলস্ এর ৪ ব্যাটেলিয়ন ও সেনাবাহিনীর এক ব্যাটেলিয়ন মোতায়েন করা হয়েছে। তাসত্ত্বেও প্রয়োজন অনুসারে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েনের এই পরিমাণ যথেষ্ট নয়। এজন্য অতিরিক্ত বাহিনী এখানে পাঠানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বারবার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। তাছাড়া, সীমান্ত এলাকায় বি এস এফ-এর শক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করার আর্জি জানিয়েও কেন্দ্রকে অনুরোধ করা হয়েছে। সেই সাথে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া ও সীমান্ত সড়ক তৈরীর ব্যাপারেও রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে অনুরোধ করেছে।

১৫) উগ্রপন্থী তৎপরতা দমনে পাল্টা অভিযানে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী যখন মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে, তখন অন্য দিকে, অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, যোগাযোগ সরঞ্জাম, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে রাজ্য পুলিশ ও টি এস আর বাহিনীকেও উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে কার্যকরী পাল্টা অভিযান সংগঠিত করার জন্য উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। উত্তর ও ধলাই জেলাকে নিয়ে একটি নতুন পুলিশ রেঞ্জ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কচুছড়া, চাম্পাহাওর এবং খেদাছড়ায় তিনটি নতুন থানা খোলা হচ্ছে। উগ্রপন্থীদের গ্রেপ্তার করার পক্ষে উপযুক্ত তথ্য জানাতে পারলে সংশ্লিষ্ট সন্ধানদাতাকে পুরস্কার ও পারিতোষিক দেবার ঘোষণা করা হয়েছে। উগ্রপন্থী তৎপরতা দমনে পাল্টা অভিযানে যে সব নিরাপত্তা কর্মী ও অসামরিক ব্যক্তি দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী সাফল্য দেখাবেন তাদেরকেও পুরস্কৃত করা হবে।

১৬) আরো অধিক কার্যকরীরূপে উগ্রপন্থী সমস্যা মোকাবিলা করার লক্ষ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানকে শক্তিশালী করা এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ত্বরান্বিত করার জন্য আরো ব্যাপক পন্থা-পদ্ধতি নিরূপণ করার কাজ চলেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বাধিক কার্যকরী থানাগুলির শক্তি বৃদ্ধি করা এবং পুলিশ ও টি এস আর-এর

আধুনিকীকরণের কাজে প্রাধান্য দেওয়া অব্যাহত থাকবে। বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য অর্থ ও নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আমাদের রাজ্যকে সাহায্য করে যাওয়া একটি আবশ্যিক কর্তব্য। রাজ্যের হাতে সহায়-সম্পদ সীমিত হলেও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং উগ্রপন্থী সমস্যা নিরসনে রাজ্য সরকার সব রকমের পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

১৭) ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে পুলিশ খাতে সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১২৯.৫২ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, ১৯৯৯-২০০০ সালের জন্য ১৪৮.৪৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে অর্থাৎ শতকরা হিসাবে বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে ১৪.৬০ শতাংশ। অগ্নি নির্বাপন ও অসামরিক প্রতিরক্ষা সহ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন্য মোট ১৫৫.৭২ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে

১৮) ১৯৯৯ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে ধলাই জেলার মনুঘাটে অগ্নি নির্বাপক দপ্তর একটি নতুন অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র খুলেছে। আগামী অর্থ বছরে সালেমায় একটি নতুন অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে।

পঞ্চায়েতী রাজ

১৯) সাংবিধানিক বিধান অনুসারে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ত্রিপুরায় রাজ্য অর্থ কমিশন গঠন করা হয়েছিল। সারা দেশে যে দু'চারটে রাজ্য মাত্র সর্বপ্রথম এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে ত্রিপুরা তাদের মধ্যে অন্যতম। রাজ্য অর্থ কমিশনের রিপোর্ট ইতিমধ্যেই রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা হয়েছিল এবং অর্থ-তহবিল হস্তান্তর সম্পর্কিত বেশ কিছু বিষয়ের উপর অর্থ কমিশনের অনেকগুলি সুপারিশ রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে। বিগত দুই বছরের ন্যায় ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেটেও এ ডি সি ভুক্ত ও এ ডি সি বহির্ভূত এলাকার স্বশাসিত স্থানীয় সংস্থাগুলির (পঞ্চায়েত) হাতে অর্থ তহবিল হস্তান্তরের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে। অনুরূপভাবে, স্থানীয় সংস্থাগুলির হাতে অধিকতর প্রশাসনিক ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের ভারও এই অর্থ বছরে হস্তান্তরিত হবে। স্থানীয় সংস্থাগুলি কর্তৃক পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের অর্থ সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর জন্য এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয়তা মেটানোর উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিল সংক্রান্ত নির্দেশিকার পরিমার্জন করা হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়ী সম্পত্তি সৃষ্টি করা এবং সেচের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের উপরও বর্তমানে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এই নির্দেশিকা অনুসারে, প্রাপ্ত সহায়-সম্পদকে বেশী বেশী করে কাজে লাগানোর দৃষ্টিকোণ বিচার করে একক ব্যক্তির

পক্ষে লাভদায়ক বিভিন্ন প্রকল্পগুলিতে প্রত্যেক উপকার প্রাপকের শ্রমদানে উৎসাহ জোগানো হয়েছে। এ ব্যাপারে অর্জিত সাফল্য উৎসাহব্যঞ্জক। এই দপ্তরের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৭৮.৫২ কোটি টাকা।

উপজাতি কল্যাণ

২০) তপশিলী জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার মানোন্নয়ন ঘটানোর উপর আমাদের সরকার সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়, যা আগামী অর্থ বছরেও অব্যাহত থাকছে। উপজাতিভুক্ত এলাকার কেন্দ্রীভূত উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রী উপজাতি জনগণের কল্যাণে ২৫ দফা গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। এই প্রকল্পে উপজাতি এলাকায় মৌলিক চাহিদার বিষয়গুলি পূরণে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশ করা হয়েছে। উপজাতি জনগণ ও উপজাতি ভুক্ত এলাকার শিক্ষা বিষয়ক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিকাঠামো বিষয়ক নানাবিধ প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি তাদের সার্বিক উন্নয়নে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহনেরও সুপারিশ করা হয়েছে এই গুচ্ছ প্রকল্পে।

২১) বর্তমানে একটিও পাকা বাড়ী নেই, এ ডি সি ভুক্ত এলাকায় এরকম ৫০০টি নিম্ন-বুনিয়াদি বিদ্যালয়কে ২০০২ সালের মধ্যে পাকা বাড়ী নির্মাণ করে দেওয়া হবে। একটি বিদ্যালয়ে মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন, এ ডি সি ভুক্ত এলাকায় এরকম ২৪৬টি নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ে ১৯৯৯ এর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অন্তত আরো একজন করে শিক্ষক নিযুক্ত করা হবে আগামী ২০০১ সালের মধ্যে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠক্রম পর্যন্ত ছয়টি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এই আবাসিক বিদ্যালয়গুলি হবে অত্যন্ত উচ্চমান সম্পন্ন এবং এগুলিতে কেবলমাত্র উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীরাই ভর্তি হতে পারবে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ত্রিপুরা উপজাতি কল্যাণ আবাসিক বিদ্যালয় সমিতি নামক একটি স্বশাসিত সংস্থা এই বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করবে। উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পাঁচটি বিদ্যালয়কে উৎকর্ষতা সমৃদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ডিগ্রি কলেজে পাঠরত উপজাতিভুক্ত ছাত্রদের জন্য আগামী ২০০০ সালের মধ্যে প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে হোষ্টেল বা ছাত্রনিবাস গড়ে তোলা হবে। এই হোষ্টেল-গুলি স্থাপন করা হবে আগরতলায়, উদয়পুর, কমলপুর এবং ধর্মনগরে। উপরন্তু, কলেজে পাঠরতা ছাত্রীদের জন্য একটি ছাত্রী নিবাস স্থাপন করা হবে আগরতলায়। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বিশেষ শিক্ষণ কেন্দ্র (Special Coaching Centre) স্থাপনেরও প্রস্তাব আছে।

ইউ পি এস সি পরিচালনাধীন সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষায় বসার জন্য কমপক্ষে ২৫ জন মেধাবি উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে রাজ্যের বাইরে প্রশিক্ষণ (Coaching) নিতে পাঠানো হবে।

২২) রাজ্যের ২৫টি সবচেয়ে পশ্চাদপদ উপজাতিভুক্ত এলাকার সর্বাত্মক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত এলাকা ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহন করা হবে। কমপক্ষে ৪০০০ হেক্টর জমিতে জলসেচের সম্ভাবনা সৃষ্টি করার লক্ষে। আগামী ৪ বছরে উপজাতিভুক্ত এলাকায় অন্ততপক্ষে ৫০০টি ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে। এ ডি সি, রাবার বোর্ড, কফি বোর্ড এবং টি বোর্ডের সহায়তা নিয়ে রাবার, কফি ও চা বাগিচা চাষের সম্প্রসারণ ঘটানো হবে উপজাতি জনগণের মধ্য থেকে বেকারীত্বের হার কমানোর উদ্দেশ্যে আগামী চার বছরে স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের অধীনে কমপক্ষে ২০০০ উপজাতিভুক্ত যুবক-যুবতীকে সাহায্য দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তরে তফশীলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত সকল শূন্যপদ আগামী ২০০২ সালের মধ্যে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়ার ভিত্তিতে পূরণ করা হবে। মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী ২০০২ সালের মধ্যে উপজাতিভুক্ত মহিলাদের নিয়ে সারা রাজ্য অন্তত ১০০০টি মিতব্যয়ী ও ঋণদান গোষ্ঠি গড়ে তোলা হবে উল্লেখিত সবকটি কর্মসূচীতেই জুমিয়া কৃষক পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে

২৩) উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় প্রত্যন্ত গ্রামগুলির সাথে গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আগামী ২০০২ সালের মধ্যে ২৭টি রাস্তা ও সেতু নির্মান করা হবে। উপজাতি ভুক্ত জনগণের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ, পানীয় জল ও বাসগৃহের সংস্থান করার উপরও অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হবে।

২৪) সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, আগামী ২০০০ সালের মধ্যে খুমুলুঙে একটি উপজাতি সংগ্রহশালা এবং উপজাতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধীনে একটি ভাষাতত্ব কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব আছে। উনকোটি, চতুর্দশ দেবতা বাড়ী ও পিলাক-এর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সর্বাত্মক মাষ্টার প্ল্যান রচনা করা হবে। প্রতি বছরই রাজ্য পর্যায়ে উপজাতি সাংস্কৃতিক উৎসব উদ্‌যাপন করা হবে। এই উৎসব ১৯৯৯ সাল থেকে শুরু হবে। যে সমস্ত উপজাতি গ্রাম, নদী ইত্যাদির নাম পূর্বে উপজাতি ভাষায় ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে অন্য নাম দেওয়া হয়েছে, ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সেইগুলিকে পূর্বতন উপজাতি ভাষার নামে ফের নামাকরণ করা হবে

২৫) আগামী ২০০০ সালের মধ্যে কাঞ্চনপুর, ছৈলেংটা এবং গণ্ডাছড়ায় অবস্থিত মহকুমা হাসপাতালগুলিকে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট করা হবে এবং এগুলিতে ন্যূনতম সংখ্যক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

নিযুক্ত করা হবে। উপরন্তু, আগামী ২০০০ সালের মধ্যেই উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে কমপক্ষে ১০টি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। আগামী ২০০০ সালের মধ্যে আদিম জাতিগোষ্ঠি উপজাতি জনগণের জন্য ভারত সরকারের সহযোগিতায় একটি সর্বাত্মক স্বাস্থ্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে।

২৬) ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়-বরাদ্দ হল ৬০.৭৬ কোটি টাকা। উপজাতি জনগণের উন্নয়নের জন্য গৃহীত গুচ্ছ প্রকল্প যাতে যথাসময়ে রূপায়িত হয় তা দেখাশোনার জন্য একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে উপজাতি জনগণ ও উপজাতি ভুক্ত এলাকার উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার একটি সুসংহত রূপরেখা গ্রহন করবে। সেই সাথে, উক্ত গুচ্ছ প্রকল্পের রূপায়নের স্বার্থে সমস্ত দপ্তরের উদ্যোগ ও সহায়-সম্পদকে একত্রীভূত করা হবে। প্রাথমিক ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত উন্নয়নমূলক দপ্তরকে উপজাতি ও পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।

তপশিলী জাতি, ও বি সি এবং সংখ্যালঘু কল্যাণ

২৭) ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে এস সি সমবায় উন্নয়ন নিগম থেকে এম এম এস পি-র অধীনে ১০০০ পরিবারকে অর্থ সহায্যের মঞ্জুরী দেওয়া হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রের অধীনে, ১৬,৭০৯ জন তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন রকমের ষ্টাইপেণ্ড ও বৃত্তির আওতায় আনা হবে। মাধ্যমিক; উচ্চমাধ্যমিক ও অন্যান্য পরীক্ষায় প্রশংসনীয় ফল করা সাপেক্ষে ১৩২৫ জন তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে ডঃ বি, আর, আম্বেদকর স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হবে।

২৮) ওবিসি কল্যাণ কর্মসূচীর অধীনে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ৩০০০ ওবিসিভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন ধরণের ছাত্রবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। ওবিসিভুক্ত জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে, ন্যাশনাল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের ফাইনান্স অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সহযোগিতা নিয়ে রাজ্যের ওবিসি সমবায় উন্নয়ন নিগম ঋণদান মূলক যোজনা (Schemes) রূপায়ন করে চলেছে ১৯৯৯- ২০০০ সালের ৩৩০টি ওবিসিভুক্ত পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে সহায়তা সহ অটোরিক্সা, পাওয়ারটিলার, ব্রয়লার ও সংকর প্রজাতির গরু ইত্যাদি বিলি করা হবে।

২৯) ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগমের কর্মযাত্রা শুরু হয়েছে। সেদিন থেকেই এই নিগম ন্যাশনাল মাইনোরিটিস ফাইনান্স অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের

(NMFDC) সহযোগিতায় রাজ্যের সংখ্যালঘু জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের ঋণদানমূলক যোজনা রূপায়ণ করে চলেছে। ইতিমধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের কল্যাণে একটা নতুন অধিকার বা ডাইরেক্টরেট খোলা হয়েছে।

১০) তপশিলী জাতি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু জনগণের কল্যাণে তফশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প রূপায়ন করে যাবে। এস সি, ও বি সি এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আমি ১৯৯৯-2000 সালের জন্য ১১.৬২ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

কৃষি ও উদ্যানবিদ্যা

০১) রাজ্যের অর্থনীতি মূলত কৃষিপ্রধান। রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪২ শতাংশ এবং কর্মসংস্থানের ৬৪ শতাংশ পূরণ করে এই কৃষি ক্ষেত্র। এ রাজ্যের কৃষকদের ৯০ শতাংশই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী। সুতরাং কৃষির উন্নয়ন বিশেষ তাৎপর্য বহনের দাবী করে। এ কারণে কৃষি উদ্যান বিভাগের জন্য আমি ৬২.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ১৯৯৮-৯৯ সালে কৃষি দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের সিড সার্টিফিকেশন এজেন্সির সহযোগিতায় সিড সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম চালু করেছে। হায়দ্রাবাদের ডাইরেক্টরেট অব রাইস রিসার্চ ইনষ্টিটিউট-এর সহযোগিতায় রাজ্যে সংকর প্রজাতির বীজ উৎপাদন কর্মসূচীর উপরও কৃষি দপ্তর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সার্টিফাই করা গুণসমৃদ্ধ বীজ কৃষকদের মধ্যে বণ্টন শষ্য ফলনের তীব্রতা বৃদ্ধি, চাষাবাদে উন্নততর পদ্ধতির প্রয়োগ, সারের সুষম ব্যবহার এবং প্রশিক্ষণ ও বর্ধিত কাজের পরিদর্শন পদ্ধতির অধীনে নতুন অভ্যাসের সূচনা ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন সার্বিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৯-2000 সালে বিশেষ অভিযান সংগঠিত করা হবে। রাজ্যের বেশ প্রত্যন্ত এলাকায় জুমিয়া কৃষকদের নিয়ে কৃষি দপ্তর অনেকগুলি মতাবিনময় শিবির চালু করেছিল এবং এইগুলির মাধ্যমে দারুণ সাড়া পাওয়া গেছে। ১৯৯৯-2000 অর্থ বছরে জুমিয়া কৃষকদের দিয়ে ঘরোয়া পরিবেশে এবং ছড়ার নিকটবর্তী জমিতে লাভদায়ক ফসল চাষাবাদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এজন্য হস্তচালিত পাম্পের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করা হবে।

০২) উদ্যান বিভাগ ক্ষেত্রে ত্রিপুরার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের আলু চাষের আওতায় রয়েছে ৫,৭১৭ হেক্টর জমি। অধিকন্তু ১২,৯০৪ হেক্টর জমিতে অন্যান্য সব্জী যেমন টমেটো, বেগুন, লঙ্কা, ফুলকপি, পেঁয়াজ ইত্যাদির চাষ হয়। ট্রু পটেটো সীড (TPS) উৎপাদনে ত্রিপুরা পথ প্রদর্শক রাজ্য। তাই, টি পি এসের টিউবার ব্যবহারের মাধ্যমে অন্য এলাকায়ও

আলু চাষের সম্প্রসারণ ঘটাতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করা হবে। ফলে ভিন্ন রাজ্য থেকে অপেক্ষাকৃত কম গুণসম্পন্ন আলু বীজ আমদানীর উপর আমাদের নির্ভরশীলতাই শুধু কমে যাবে তা নয়, এর মাধ্যমে বীজ ও আলুর জন্য উচ্চতর গুণ সমৃদ্ধ টিউবার উৎপাদনও নিশ্চিত হবে।

৩৩) জুম চাষের উন্নতির লক্ষ্যে উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর এখন পর্যান্ত ১০০০ জুমিয়া উপকারভোগীকে চিহ্নিত করেছে এবং জুমিয়া চাষীদের ঘরোয়া পরিবেশে ও নদীর নিকটবর্তী সমতল জমিতে সব্জী চাষের জন্য আগ্রহী করে তুলেছে। এই উদ্যোগের পেছনে মূল উদ্দেশ্যেটি হলো জুমিয়া কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো, কারণ, শুধুমাত্র জুমচাষের উপর নির্ভর করে তাদের সারাংছরের খাদ্যের চাহিদা মিটানো সম্ভব নয়। তাছাড়া চাষীদের কাছে উচ্চতর গুণ সমৃদ্ধ বীজ সরবরাহের মাধ্যমে জম্পুইয়ের পুরনো কমলালেবুর বাগান-গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগও দপ্তর গ্রহণ করেছে।

পূর্ত দপ্তর (জল সম্পদ)

৩৪) কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যাপারে জলসেচের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকার কারণে এই ক্ষেত্রটির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ১৯টি উত্তোলক সেচ পদ্ধতি (Lift Irrigation) ও ১৫টি ডিপ টিউবওয়েল বসানোর ফলে ৬৯২ হেক্টর জমিতে জলসেচের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ৪৫টি উত্তোলক সেচ পদ্ধতি (Lift Irrigation) ও ৫টি ডিপ টিউবওয়েল বসানোর প্রস্তাব আছে। এইগুলির মাধ্যমে ২৯.৭৫ হেক্টর জমিতে জলসেচের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। অধিকন্তু, গোমতী, খোয়াই ও মনু নদীকে কেন্দ্র করে তিনটি মাঝারি স্তরের জলসেচ প্রকল্পের কাজ অব্যাহত থাকবে। এগুলির মাধ্যমে আরও ১৯৫০ হেক্টর জমি জলসেচের আওতায় আসবে বলেও আশা করা যায়। পূর্ত দপ্তরের জল সম্পদ শাখার জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৬৮.৭৫ কোটি টাকা। এই ব্যয়-বরাদ্দের বেশিভাগ অংশই এক্সিলারেটেড ইরিগেশন বেনিফিট প্রোগ্রাম (AIBP) নামক তহবিলের মাধ্যমে লগ্নী করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পগুলিকে এ আই বি পি-র অধীনে নিয়ে আসার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে পৃথক ভাবে অনুরোধ করেছি এবং আশা করছি যে এব্যাপারে কেন্দ্রের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে। এগুলি ছাড়া অনবক্ষয়ী কেন্দ্রীয় তহবিল (Non-Lapseable Central Pool) থেকে মঞ্জুরী দেবার জন্য ৬৭.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুমোদন পাওয়ার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। এর পেছনে

উদ্দেশ্য হলো, প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৮০০৮ হেক্টর জমিতে জলসেচের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা। তাছাড়া, জলসেচ ও বন্যারোধক ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর উপর আরেকটি প্রকল্পের প্রস্তাব রয়েছে। বাইরের অর্থ সাহায্য পাওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তাবটি ইতিমধ্যে জল সম্পদ মন্ত্রক সহ যোজনা কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। ৬৭৫.৬৫ কোটি টাকার ব্যয় সাপেক্ষ এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯,৯৫৫ হেক্টর জমিতে জলসেচের সম্ভাবনা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাঁধ নির্মাণ ও নদীর পাড় ভাঙন রোধে ব্যবস্থা গ্রহনের প্রস্তাব আছে উভয় প্রকল্পই কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

পূর্ত দপ্তর (সড়ক ও সেতু)

৩৫) দুর্গম এলাকাগুলিকে সুগম করে তোলা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর গতিবিধি সহজতর করার উদ্দেশ্যে রাস্তা ও সেতু নির্মাণের উপর অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে পূর্ত দপ্তরের সড়ক ও সেতু সংশ্লিষ্ট শাখার জন্য ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ১২৬.৫৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। আগরতলার দুর্গা চৌমুহনী এবং অভয়নগরে কাঁটাখালের উপর দুটি দ্বিপথগামী (ডাবল লেন) আর সি সি সেতু, যোগেন্দ্রনগরে হাওড়া নদীর উপর একটি আর সি সি সেতু এবং ধর্মনগরে জুরি নদীর উপর একটি আর সি সি সেতু নির্মাণের কাজ অগ্রগতির পথে। এই বছর সালেমায় ধলাই নদীর উপর, কাকড়াবনে গোমতী নদীর উপর, কাওয়ামারাঘাটে গোমতী নদীর উপর, নতুনবাজারে গোমতী নদীর উপর, দুর্গানগরে বুড়িমা নদীর উপর, ধর্মনগরে কাকড়ি নদীর উপর, কাঞ্চনপুরের নিকটে আদিবাসী কলোনীতে দেও নদীর উপর, খয়েরপুরে হাওড়া নদীর উপর এবং মহুরীপুরে মহুরী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ আরম্ভ করার প্রস্তাব আছে। অধিকন্তু বেশ কয়েকটি এস পি টি সেতু রূপান্তরের কাজও শুরু হবে। রাজ্যের সবকটি জেলার প্রধান ও সাধারণ রাস্তাগুলির উন্নয়নে ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ একটি প্রকল্প তৈরী করা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে বৈদেশিক ঋণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবাকারে প্রকল্পটি বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে খুব শীঘ্রই মঞ্জুরী পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরী

৩৬) গ্রাম ও শহর এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করার জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরকে ৬৮.৭৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করার প্রস্তাব গ্রহন করা হয়েছে। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় পাইপ লাইনের জল সরবরাহের জন্য ডিপ টিউবওয়েল খনন করার উপর প্রাধান্য

দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বহু এলাকায় প্রাপ্ত জলে লোহার ভাগ তুলনায় অনেক বেশী। এজন্য ধাপে ধাপে লোহা বিমুক্ত করার জন্য আয়রণ রিমুভেল প্ল্যান্ট নির্মাণের কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে। তাছাড়া, পানীয় জল সরবরাহের আওতায় অধিক জনসংখ্যাকে নিয়ে আসার জন্য এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গ্রামীণ এলাকায় বেশ কিছু ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৩৭) ১৯৯৮-৯৯ সালে ১৪টি ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্প স্থাপন করার হয়েছে এবং ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এরকম আরো ৭টি স্থাপন করার সম্ভাবনা আছে। এই বছর ইতিমধ্যেই ৮৫.৭৬ কিমি পাইপলাইন বসানো হয়েছে এবং মার্চ, ১৯৯৯-এর মধ্যে আরো ৩০ কিমি পাইপ লাইন বসানোর সম্ভাবনা আছে ইতিমধ্যেই ৪৫টি ডিপ টিউবওয়েল খনন করা হয়ে গেছে এবং এবছরের মার্চ মাসের মধ্যে আরো ১০টি ডিপ টিউবওয়েল বসানোর সম্ভাবনা রয়েছে। বাধারঘাটে দৈনিক ৪০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট থেকে জল সরবরাহের জন্য রাস্তায় পাইপলাইন বসানোর কাজ এগিয়ে চলেছে। দুর্গাচৌমুহনীতে ১.৫ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে সোনামুড়ায় জল পরিশ্রুতকরণ প্রকল্প বা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ শীঘ্রই শেষ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া দৈনিক ১৫ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মনগর ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট দৈনিক ১০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন কৈলাসহর ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে এবং দৈনিক ১০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন সোনামুড়া প্ল্যান্টের কাজ দারুণ গতিতে এগোচ্ছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে কমলপুর ও বিশালগড়ায় পানীয় জলের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ হাতে নেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং সোনামুড়া, বাধারঘাট ও ধর্মনগরে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট শীঘ্রই চালু হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ

৩৮) কুমিরা ও রামচন্দ্রঘাটে চলতি বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার সুবাদে রাজ্যে বিদ্যুৎ পাওয়ার ক্ষেত্রে দারুণ পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। ১৯৯৯ এর জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে ২৪৮.৬৫ মিলিয়ন ইউনিট (MU), যেখানে ১৯৯৮-৯৯ সালের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৭১.৮৪ এম ইউ। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যে বিদ্যুৎ আমদানী করতে হয়েছে ১৫৬.৩২ এম ইউ এবং এই ভাবে জানুয়ারী ১৯৯৯ পর্যন্ত রাজ্যে বিদ্যুৎ মিলেছে ৬৮৪.৯৭ এম ইউ। এটা নিশ্চিতভাবেই সাফল্যের পরিচায়ক।

৩৯) বিদ্যুৎ পরিবহণ ও বন্টনের স্বার্থে কুমিরা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে আগরতলায়

১৩২ কে ভি গ্রিড সাবস্টেশন পর্যন্ত ১৩২ কে ভি ক্ষমতার ডাবল সারকিট-এর ৩০.৫ কিমি দীর্ঘ দ্বিতীয় লাইনটি বসানো হয়েছে। উপরন্তু, সোনামুড়া ও বিলোনীয়ার মধ্য দিয়ে একটি ৩৭.৫ কিমি দীর্ঘ ৬৬ কে ভি সিঙ্গল সার্কিট লাইন স্থাপন করা হয়েছে এবং বাধারঘাট, মোহনপুর, জিরানীয়া, সোনামুড়া ও খোয়াই সাবস্টেশনগুলির উন্নতিসাধন করা হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে ৫০০টি করে কুটির জ্যোতি সংযোগ দেওয়া হবে। পরবর্তী বছরগুলিতেও এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

৪০) উপজাতি জনগণের উন্নয়নে ২৫ দফা গুচ্ছ প্রকল্পের আওতায় ১৩০টি উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে আর ই সি কর্মসূচীর অধীনে বিদ্যুৎ পৌঁছানো হবে। এরমধ্যে দুটি নতুন প্রকল্প ইতিমধ্যেই অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

৪১) ১৯৯৯-২০০০ সালে এই দপ্তরের জন্য ১২৮.৭০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিবহন ও বন্টনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে, যাতে প্রাপ্ত বিদ্যুতের সদ্‌ব্যবহার করে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। পরিবাহী লাইন এবং তার আনুষাঙ্গিক সাব-ষ্টেশনের কাজ হাতে নেওয়ার জন্য অনবক্ষয়ী (নন ল্যাপসেবল সেন্ট্রাল পুল) তহবিল থেকে ১০ কোটি টাকার বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এই বরাদ্দ দিয়ে কুমারঘাট ও কৈলাহশরে ১৩২ কে ভি সাব-ষ্টেশন সহ কুমারঘাট থেকে কৈলাশহর পর্যন্ত ১৩২ কে ভি পরিবাহী লাইন নির্মাণেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৪২) আগরতলা থেকে উদয়পুর পর্যন্ত ১৩২ কে ভি লাইনের মাধ্যমে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাকে ১৩২ কে ভি সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসা হবে।

৪৩) আগরতলা ৭৯ টিলার সাব-ষ্টেশনের উন্নতি সাধন, আগরতলা থেকে ধর্মনগর ১৩২ কে ভি লাইনের সংস্কার করা সহ পরিবহন ও বন্টনের উন্নতি সাধনের কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে। সাব্রুমে একটি ৬৬ কে ভি সাব-ষ্টেশন সহ সাব্রুম থেকে সাতচান্দ পর্যন্ত ৬৬ কে ভি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করা হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের সহযোগিতায় বড়মুড়া গ্যাস থার্মাল ইউনিটের সম্প্রসারণের কাজও হাতে নেওয়া হবে। রুখিয়ার (ফেজ-২) ৮৫.১৭ কোটি টাকার ব্যয়সাপেক্ষ একটি গ্যাস থার্মাল প্রজেক্টের প্রস্তাবও অনবক্ষয়ী (নন ল্যাপসেবল সেন্ট্রাল পুল) তহবিলের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে।

৪৪) "সিষ্টেম লস্" যথাসম্ভব কম করার জন্য এনার্জি অডিটের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ দপ্তরের রাজস্ব আয় এবং ব্যয়-এর মধ্যে ফারাক হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সরকার ১লা এপ্রিল ১৯৯৯ থেকে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছেন। আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, রাজ্যের বিশেষ অবস্থার কথা মনে রেখে বিদ্যুতের এই মাশুল বৃদ্ধি খুবই সামান্য এবং ত্রিপুরায় বিদ্যুতের এই মাশুল এখনও পর্যন্ত দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন হার-গুলির অন্যতম।

শিল্প ও বাণিজ্য

৪৫) শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, ব্যবসা ও সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোর উন্নতি সাধন, প্রতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (সেকেণ্ডারি সেক্টর) বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সমগ্র পদ্ধতিকে একমুখী করার কর্মসূচী নিয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিকশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, ক্ষুদ্র উৎপাদকদের মাধ্যমে চা চাষ প্রভৃতিকে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪৬) মোট ৩০৯৩ জন উপকারভোগীকে প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনার (PMRY) আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে এই যোজনায় ১৩০০ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার লক্ষ্যে ১৯৯৯-এর জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ১৪৯৬ জনকে বাছাই করা হয়েছে।

৪৭) রাজ্যের সহায় সম্পদের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আশা করা যাচ্ছে যে, এই বছরে রয়ালিটি বাবদ, ও এন জি সি থেকে ৪ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। রাজ্যের প্রাকৃতিক গ্যাসের খনন কাজের সম্প্রসারণ ও এর ব্যবহারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্যে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। আরো বেশী সংখ্যক বাড়ীঘর, বাণিজ্যিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসার জন্য মেসার্স ত্রিপুরা ন্যাচারেল গ্যাস কোঃ লিমিটেড (TNGCI) তাদের পাইপ লাইন গ্যাস সরবরাহ কর্মসূচীকে আরো সম্প্রসারিত করবে।

৪৮) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প রাজ্যের সমৃদ্ধির অন্য একটি সম্ভাবনাপূর্ণ ক্ষেত্র, এর গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে টি এস আই সি (TSIC) লিমিটেডের ফল সংরক্ষণ ফ্যাক্টরীকে পুণরুজ্জীবিত করা এবং পশ্চিম ত্রিপুরার বোধজং নগরে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ পার্ক স্থাপন করা। এই অঞ্চলের খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাজারজাত করার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নেরামেককে (NERAMAC) পুণরুজ্জীবিত করার বিষয়টি ভারত সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। অধিকন্তু, কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় বোধজংনগরে গ্রোথ সেন্টার স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

৪৯) এই চলতি অর্থ বছরেই চা বোর্ডের সহযোগিতায় রাজ্যের সম্ভাবনাময় চা শিল্পের ব্যাপক উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র উৎপাদকদের মাধ্যমে রাজ্যের ১৮টি ব্লকের ১০০০ হেক্টর এলাকা চা প্ল্যান্টেশনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগান ও কারিগরী তত্ত্বাবধানের বিষয়টি ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম মূল সংস্থা হিসেবে দেখাশোনা করবে। টি টি ডি সি লিমিটেডের অধীনে উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাটে এবং দুর্গাবাড়ী সমবায় চা বাগানে একটি করে টি ফ্যাক্টরী তৈরী করার প্রস্তাব রয়েছে। সম্প্রসারিত প্ল্যান্টেশন এলাকার চাহিদার কথা মাথায় রেখে ধলাই এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় একটি করে ফ্যাক্টরী স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে।

৫০) আগামী সহস্রাব্দের সুযোগসুবিধা গ্রহন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য আমাদের সরকার তথ্য প্রযুক্তিকে (IT) সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির জন্য সম্প্রতি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরকে মুখ্য কার্যপালিকা সংস্থা (Nodal) হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক অব ইণ্ডিয়া (STPI) এর সহযোগিতায় একটি সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের প্রস্তাব করেছে।

৫১) কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রয়ত্ত সংস্থাগুলিকে (PSU) পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মেসার্স ত্রিপুরা জুট মিলস্ লিমিটেড উৎপাদন স্তরে স্থিতিশীলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে এবং উৎপাদনের বর্তমানের এই স্তর বাড়ানোর উদ্যোগ চলছে। মেসার্স টি এস আই সি (TSIC) লিমিটেড আরো বৃহত্তর পরিধিতে তাদের কাজকর্ম পুনরায় শুরু করেছে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরে ১৯৯৯-২০০০ বছরের জন্য আমি ১৭.০৬ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

হস্তত াত, হস্তকারু এবং রেশম শিল্প

৫২) রাজ্যে হস্তর্তাত, হস্তকারু এবং রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য গুচ্ছ প্রকল্প (Cluster) স্থাপনের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে। টাঙ্গাইল, জামদানী, বালুচরী শাড়ীর মতো হস্তর্ত ত সামগ্রী উৎপাদনের লক্ষ্যে গুচ্ছ প্রকল্পগুলিতে তাঁতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের সহায়তায় বিপণন কমপ্লেক্স স্থাপনের প্রাথমিক কাজকর্ম হাতে নেওয়া হয়েছে। তাঁতীগণ যাতে ন্যায্য দামে সুতা কিনতে পারেন তার জন্য দুটি সুতা ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আমাদের হস্তকারু শিল্পকে উন্নয়নের জন্য দুটি গুচ্ছ গ্রাম তৈরী করা হয়েছে। আমাদের হস্তকারু শিল্প সামগ্রীর রাজ্যের বাইরে যথেষ্ট চাহিদা থাকার ফলে

এগুলির উৎপাদনের দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত সরকারের সহায়তায় ১৯৯৮ থেকে "মহিলা হস্তকারু শিল্প প্রকল্প" নামে একটি কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহনের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য "মহিলা রেশম চাষ প্রকল্প" রূপায়িত হচ্ছে। এই দপ্তরের জন্য ৭.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন

৫৩) অনগ্রসরতা এবং উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব, বেকারত্ব ইত্যাদি রাজ্যের সামাজিক অশান্তির কারণ। সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্বাক্ষরতা, পানীয় জল, আবাসন, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে আমরা তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছি এবং এজন্য আমরা প্রশংসাও কুড়িয়েছি। অনেক বাধাবিপত্তি থাকা সত্বেও সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের দায়বদ্ধতার এটাই প্রমাণ. আমি এখন সামাজিক ক্ষেত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করছি। গ্রামীণ এবং শহরে জল সরবরাহ, গ্রামীণ আবাসন, গ্রামীণ রাস্তা এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান এর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৯৮-৯৯ বছরে ৫৬টি মার্ক থ্রি টিউবওয়েল এবং ৮৭৯টি সেনিটারী ওয়েল ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে এবং গ্রামীণ এলাকায় ১০,৩৮৪ টি ডমেষ্টিক ফিল্টার বণ্টন করা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালের জন্য ৬০০টি মার্ক থ্রি টিউবওয়েল, ৬০০টি সেনিটারী ওয়েল এবং ১ লক্ষ ডমেষ্টিক ফিল্টার বণ্টনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ বছরে গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের জন্য ৩৯.৯৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে রাজ্যের শেয়ার হিসাবে ১৩ কোটি টাকা পৃথক ভাবে বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং এই অর্থ দিয়ে ১৯.৫০ লক্ষ শ্রম দিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ১৯,৫০০ গ্রামীণ আবাস তৈরী করার প্রস্তাব রয়েছে। আই আর ডি পি (IRDP) এবং তৎসংশ্লিষ্ট কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা হবে এবং ১০ হাজার পরিবারকে আই আর ডি পিতে, ২০০০ যুবককে ট্রাইসেম (TRYSEM) এবং ৫০০টি গ্রুপকে ডি ডব্লিউ সি আর এ (DWCRA) প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫৪) ব্লক এবং গ্রাম এলাকা পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ৯টি নতুন ব্লক গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। পুনর্গঠিত এলাকা অনুযায়ী স্থানীয় সংস্থা নির্বাচনের জন্য সাধারণ নির্বাচন শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে।

সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা

৫৫) সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তর সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত জনগণের মৌলিক

চাহিদা মেটানোর জন্য কাজ করছে। এই দপ্তর অনাথ শিশু, মহিলা এবং বয়স্কদের জন্য ১০টি হোম চালাচ্ছে। অন্ধ এবং মূক বধিরদের জন্য ২টি প্রতিষ্ঠানও এই দপ্তর চালাচ্ছে। ২৩,৫০০ জনের মধ্যে বার্ধক্য ভাতা দান সহ ১৫,৬০০ জনকে জাতীয় বার্ধক্য ভাতা দান কর্মসূচী দুটি এই দপ্তর রূপায়িত করছে। এই সব প্রকল্প ছাড়াও নবসাক্ষরদের স্বার্থে এই দপ্তর সাক্ষরোত্তর অভিযান পরিচালনা করছে। যেসব প্রকল্প ও কর্মসূচী ১৯৯৮-৯৯ বছর থেকে রূপায়িত হচ্ছে সেগুলি পরবর্তী বছরেও অব্যাহত থাকবে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে এই দপ্তরের জন্য ৩৬.৯২ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিক্ষা

৪৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, বিশেষ করে প্রাথমিক স্কুলগুলির উন্নয়নে আমাদের সরকার ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে অধিক প্রাধান্য দিচ্ছে। আরো বিস্তারিত পরিসরে মিড-ডে-মিল কর্মসূচী পুনরায় চালু করা হচ্ছে এবং পোষাক ও টেক্সট বই এস সি. এস টি ছাত্রদের দেওয়া হচ্ছে। ৪০টি প্রাথমিক স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও ২৫টি প্রাইমারী স্কুল, ২০টি মিডল স্কুল এবং ১০টি হাই স্কুলকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ভাষার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটি কাজ করছে। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের জন্য ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ৩১৫.৪৬ কোটি টাকা। এছাড়াও উচ্চ বুনিয়াদী এবং হাইস্কুলের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৫০ কোটি টাকার ব্যয়-সাপেক্ষ একটি প্রস্তাব রয়েছে। এই প্রকল্পে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবটি ওপেক (OPEC) এর কাছে পেশ করা হয়েছে, আশা করা যাচ্ছে এই বছরই তাতে মঞ্জুরী পাওয়া যাবে।

৫৭) রাজ্যের প্রয়োজন মেটানো ও শিল্পের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি করা হবে। ১৯৯৮-৯৯ সাল থেকে ৫ বছরের এল. এল. বি (LLB) ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়েছে। ধর্মনগরের সরকারী ডিগ্রী কলেজে এস. টি (ST) ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস খোলা হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ সালে মহিলা কলেজে ফিজিওলজি (অনার্স), খোয়াই সরকারী ডিগ্রী কলেজে ইতিহাস (অনার্স), ফিলজাফি (অনার্স) কোর্স চালু করা হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম শতবর্ষের স্মারক হিসাবে সোনামুড়ার সরকারী ডিগ্রী কলেজ এবং দক্ষিণ জেলা গ্রন্থাগারের নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে কাজী নজরুল মহাবিদ্যালয় এবং নজরুল গ্রন্থালয়। আগরতলার শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে আই জি অন ও ইউ (IGNOU) এর অধীনে বি, এড (B.ED) এর একটি প্রোগ্রাম সেন্টার খোলার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

৫৮) ১৯৯৯-২০০০ সালে ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজে কম্পিউটার কোর্স চালু করার প্রস্তাব রয়েছে। বিলোনীয়া কলেজে সায়েন্স কমপ্লেক্সের পাকাদালানের নির্মাণ কাজ শেষ হবে এবং ফিজিক্যাল সায়েন্স কোর্স চালু করা হবে। রাজ্যের মহাফেজখানা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর সুবিধা প্রদান করা হবে এবং পাবলিক লাইব্রেরীর অবস্থার উন্নয়ন করা হবে। আগামী দুই বছরের মধ্যেই নির্মাণ কাজ শেষ করে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ী সূর্যমণিনগর ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করার কাজ ত্বরান্বিত করা হবে। আমি ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের জন্য ২১.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্বাস্থ্য

৫৯) রাজ্যের জনগণের কাছে চিকিৎসার মৌলিক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে আমাদের সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। দয়ারাম পাড়া এবং কাঞ্চনমালায় দুটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (PHC) নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং এগুলি শীঘ্রই চালু করা হবে। আটটি পি এইচ সি (PHC) নির্মাণ এবং মোহনপুর ও পানিসাগরের দুটি পি এইচ সি'কে কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে উন্নীত করার জন্য নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে। বিশালগড় সি এইচ সি (CHC) কে মহকুমা হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছে। সেখানে প্রয়োজনীয় কর্মচারী এবং যন্ত্রপাতি শীঘ্রই দেওয়া হবে।

৬০) আধুনিক রোগ নির্ণয় পদ্ধতি এবং চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার সংস্থানে জি বি হাসপাতালে একটি সুপার স্পেশালিটি ব্লকের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এর দালান নির্মাণের জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ১০ কোটি টাকা। এই বছরেই জি বি হাসপাতালে ডায়াবেটিক গবেষণা কেন্দ্রের জন্য নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। হাসপাতাল আধুনিকীকরণের অঙ্গ হিসাবে খোয়াই, সাব্রুম এবং অমরপুরে আল্ট্রা সনোগ্রাফি মেসিন বসানো হয়েছে। ক্যান্সার হাসপাতালে ১৯৯৮-৯৯ সালে দ্বিতীয় কোবাল্ট মেসিন বসানো হয়েছে।

৬১) দপ্তর এই বছর থেকে খুব সাফল্যের সাথে কুষ্ঠ নির্মূলীকরণ অভিযান রূপায়ণ করছে। রাজ্যে নতুন ৫৯০ জন ব্যক্তিকে কুষ্ঠ রোগী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী অনুযায়ী ১২,১৬৩ জন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়েছে, তার মধ্যে ৪৮১ জনের রক্তে যক্ষার জীবানু পাওয়া গেছে। জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণ কর্মসূচী অনুযায়ী ১,৬৫,৩২৬টি রক্তের নমুনা '৯৮ এর নভেম্বর মাস পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে ৯,৮০৪ জনের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেছে। অমরপুর, গণ্ডাছড়া এবং লংতরাই ভ্যালী মহকুমার ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় মশারী বণ্টন করা হয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে

পোলিও নির্মূলীকরণ ক্রম অব্যাহত কর্মসূচী অনুযায়ী ০ থেকে ৫ বছরের ৩,৪৭,৩৩৯ টি শিশুকে পোলিওর ওরাল ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। এই দপ্তর ১লা থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ পর্যন্ত রাজ্যে ১৫টি মেগা চক্ষু চিকিৎসা শিবির করেছে। এই শিবিরগুলিতে ৫৮৪ জনের চোখের ছানির অপারেশন করা হয়েছে। জাতীয় অন্ধত্ব নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী (NPCB) অনুযায়ী রাজ্যে এই বছর ৫,৬৪৩ ব্যক্তির ছানি অপারেশন করা হয়েছে।

৬২) রোগ প্রতিরোধে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরকে দুইভাগে ভাগ করে ডাইরেক্টরেট অব ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাণ্ড প্রিভেনটিভ মেডিসিন নামে একটি নতুন ডাইরেক্টরেট খোলা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাহায্য প্রাপ্ত কর্মসূচী হিসাবে রাজ্যে রিপ্রোডাক-টিভ অ্যাণ্ড চাইল্ড হেলথ্‌ প্রোগ্রাম নামে একটি প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণের ক্ষেত্রটিতে অগ্রাধিকার প্রদান অব্যাহত রেখে রোগ নিরাময়, প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসারে আরো অগ্রগতি ঘটাবার প্রয়াস নেওয়া হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ক্ষেত্রের জন্য ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে আমি ৮৪.৮৭ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

সমবায়

৬৩) রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকার প্রদত্ত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সমবায় সমিতিগুলির কাজকর্মকে শক্তিশালী করা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দপ্তরের চালু প্রকল্পগুলি ১৯৯৯-২০০০ সালে অব্যাহত থাকবে, এর জন্য ৬.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে এই সব প্রচেষ্টা ছাড়াও জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের (NCDC) সহায়তায় ২.৫৩ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ ৩০০০ এম টি (M.T.) ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি হিমঘর রাজধানীতে স্থাপনের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

নগর উন্নয়ন

৬৪) শহর ও শহরতলীতে বসবাসকারী জনগণের কাছে ন্যূনতম মৌলিক নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য নগর উন্নয়ন দপ্তর আগরতলা পুর পরিষদ এবং ১২টি নগর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার উন্নয়ন, নর্দমা ও আবর্জনা নিকাশী ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা, জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, বস্তী উন্নয়ন, শহর ও শহরতলীর মহিলা ও শিশুদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী নগর উন্নয়ন সংস্থাগুলির মাধ্যমে রূপায়ণ করা হবে। এই সব রাজ্য পরিকল্পনা ছাড়াও শহর উন্নয়ন দপ্তর কেন্দ্রীয় অনুমোদিত কর্মসূচী রূপায়ণ করছে। এর

মধ্যে একটি হল স্বর্ণ জয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা (SJSRY), ক্ষুদ্র এবং মাঝারী শহরের সুসংহত উন্নয়ন (IDSMT), বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা (BSY)। এই সব স্কীম পরবর্তী অর্থ বছরেও চালু থাকবে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে শহর উন্নয়ন দপ্তরের জন্য ৯.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ

৬৫) ফেব্রুয়ারী '৯৯ পর্যন্ত ৬.৫৯ লক্ষ পোলট্রির ডিম উৎপাদন করে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর অগ্রগতির সর্বকালীন রেকর্ড স্থাপন করেছে। বিপুল সংখ্যক গাভীকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় এনে এই দপ্তর অগ্রগতির পথে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে। গান্ধীগ্রামে রাজ্য পোলট্রি ফার্মে ব্রয়লার পেরেন্ট স্টক চালু করে ব্রয়লার মুরগীর ছানা উৎপাদন করার প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর ফলে ব্রয়লার মুরগী উৎপাদন ক্ষেত্রের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটবে। ফেব্রুয়ারী '৯৯ পর্যন্ত এই দপ্তর ৫.১০ লক্ষ পশুর চিকিৎসা এবং ৪.১৫ লক্ষ পশুর টিকাকরণ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। পশু স্বাস্থ্য পরিষেবাকে শক্তিশালী করার জন্য ১৯৯৯-২০০০ সালে প্রতি জেলায় ২টি করে মোট ৮টি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রকে (ফার্ষ্ট এডস সেন্টার) ভেটেরিনারী ডিসপেনসারীতে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পশু খাদ্য উৎপাদন কর্মসূচীকে ১৯৯৯-২০০০ সালে সম্প্রসারণ করার জন্য এই দপ্তর একটি কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। সুসংহত দুগ্ধ উৎপাদন প্রকল্পে উত্তর জেলার ধর্মনগরের দেওয়ানপাশায় একটি ডেয়ারি প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের জন্য আমি ১৯.৭০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মৎস্য

৬৬) নিবিড় এবং ব্যাপক মৎস্য চাষের কর্মসূচী হাতে নেওয়ার ফলে ১৯৯৮-৯৯ সালে হেক্টর পিছু মাছের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১৫০ কেজি। গত বছরে এই উৎপাদন ছিল ২০০০ কেজি। বছরে প্রতি হেক্টরে এই উৎপাদনের বৃদ্ধির হার বাড়তে থাকা সত্বেও রাজ্যের ৩৪,০০০ মেঃ টন বাৎসরিক চাহিদায় এখনও ৫,৫০০ মেঃ টনের ঘাটতি রয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে গুণোত্তর গতিতে মাছের চারার মজুত রাখা (মাল্টিপল স্টকিং) এবং পর্যায়ক্রমিক মৎস্য চাষ (পিরিয়ডিক হার্ভেষ্টিং)-কে জনপ্রিয় করতে মাছ এবং মাছের পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এর ফলে মজুতের ঘনত্ব বজায় রেখে গ্রামীণ জনগণ তিন মাস পর থেকেই পর্যায়ক্রমিকভাবে আয় করতে পারবেন। এতে করে হেক্টর পিছু ৫,০০০ থেকে

১৫,০০০ পর্যন্ত উৎপাদন বাড়বে। শূকর, হাঁস, মুরগী পালনে তপশীলি উপজাতি ও তপশীলি জাতির কৃষকদের সহজাত দক্ষতা থাকার ফলে নিবিড় মৎস্য চাষ শুধুমাত্র স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগই বাড়ায় না, রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয় না বলে এতে উৎপাদন ব্যয়ও অনেক কমে যায়। চলতি বছরেই আগরতলায় আঞ্চলিক মৎস্য মহাবিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে নিজেদের জলাশয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মাছ চাষের পদ্ধতি শেখাতে মৎস্য চাষীদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের কাজও অব্যাহত থাকবে। মৎস্য দপ্তরের জন্য ৮.৪৩ কোটি টাকার বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বন

৬৭) যৌথ বন পরিচালনা কর্মসূচীর মাধ্যমে বন পরিচালনা ও বন রক্ষার কাজে জনগণের ব্যাপক অংশ গ্রহণের উপর ১৯৯৮-৯৯ সালে বন দপ্তর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। উপকৃতদের সক্রিয় অংশগ্রহনের জন্য বিকেন্দ্রীকৃত জনগণের নার্সারী এবং পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচীও হাতে নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ চাহিদা মেটাতে বন এলাকা বাড়ানোর লক্ষ্যে অঙ্গন বন প্রকল্পে ৪০টি পঞ্চায়েতে ২৮১৩টি বেসরকারী মালিকানাধীন পতিত জমিতে গাছ লাগানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৬৮) বর্তমান বন এলাকার উৎপাদন বাড়াতে চলতি বছরে ক্ষয়প্রাপ্ত (Degraded) বনভূমির ৪৬৮৩ হেক্টর এলাকায় বনায়ন কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। বন এবং ব্যক্তিগত জমিতে গাছ লাগানোর জন্য বন দপ্তর ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ২০.৮২ লক্ষ চারা বিতরণ করেছে। ভূমি সংরক্ষণ সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্ম-সূচীও হাতে নেওয়া হয়েছে। এরফলে দুর্গম এলাকার মানুষ, গ্রামীণ গরীব জনগণ এবং বিশেষত: যারা বনাঞ্চলে বসবাস করেন তাদের জন্য ৫.৪০ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে।

৬৯) ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্ল্যানটেশন করপোরেশন লিমিটেড বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রাবার চাষের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত করপোরেশন ১০.০০০ হেক্টরের বেশী এলাকা রাবার চাষের আওতায় এনেছে। ক্ষয়প্রাপ্ত (Degraded) বন এলাকার ১৫০০ হেক্টরে জুমিয়াদের পুনর্বাসনে রাবার চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঔষধ তৈরীর অন্যতম একটি উপাদান ডায়োসজেনিন উৎপাদনের কাজও করপোরেশন শুরু করেছে।

৭০) কাঠের চাহিদা মেটাতে রাবার গাছের কাঠকে পরিবেশ উপযোগী এবং ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে, দেরাদুনের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফরেষ্ট্রি রিসার্চ এণ্ড এডুকেশনের আর্থিক

সহায়তায় টি এফ ডি পি সি লিমিটেড ১৯৯৯-২০০০ সালে একটি কাঠ পরিশোধন প্ল্যান্ট স্থাপন করবে। বন দপ্তরের জন্য ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২৬.০২ কোটি টাকা।

রাজস্ব

৭১) ভূমি সংস্কারের কাজ বিশেষত ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের ভূমির বন্দোবস্ত দেওয়া এবং বেআইনী হস্তান্তরিত উপজাতি জমি উদ্ধারে রাজ্য সরকার সবরকম উদ্যোগ নিচ্ছে। ১৯৯৮-১৯৯৯ বছরের জানুয়ারী '৯৯ পর্যন্ত ১১,৬৫২ জনকে ১২,১২৭ একর সরকারী খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। ঐ একই সময়ে ৩৩টি উপজাতি পরিবারকে ৪৫.৫৪ একর জমি পুনরুদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিশালগড় মহকুমার ডুকলীতে একটি নতুন রাজস্ব সার্কেল গঠন করা হয়েছে। নবগঠিত আমবাসা মহকুমা ১৯৯৮ সালের ১৫ই জুলাই থেকে কাজ শুরু করেছে।

৭২) বিক্রয় কর সংগ্রহের পরিমাণ আরো বাড়াতে এবছরে সরকার কিছু কিছু পণ্যের উপর করের হার বাস্তবসম্মত করেছে। পাটচাষী এবং পাটজাত পণ্যের বিক্রেতাদের স্বার্থরক্ষায় রাজ্য সরকার কার্পেট, ধাড়ি বাদে অন্যান্য পাটজাত পণ্যের বিক্রয়ের উপর করের হার ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ করেছে। রাজস্ব দপ্তরের জন্য ১৯৯৯-২০০০ সালের প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৪৮.৫৩ কোটি টাকা।

পরিবহণ

৭৩) পরিবহণ দপ্তরের জন্য আমি ৬.৫৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করেছি। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের পরিষেবাকে আরো উন্নত করতে পরিবহণ দপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। ১৯৯৯-২০০০ সালের মধ্যে নিগমের পরিবহণ ব্যবস্থায় আরো দশটি নতুন ডিলাক্স বাস যুক্ত হবে এবং আরো কয়েকটি বাসের সংস্কার করা হবে। নিগমের পরিষেবা ব্যবস্থা উন্নত করতে আরো বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৭৪) আগরতলা-সাব্রুম সড়ক এবং আইজল-মনু সড়ককে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সড়ক হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। আগরতলার দিক থেকে কুমারঘাট-আগরতলা রেল সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালেও এই কাজ চলতে থাকবে। মনু থেকে জিরানীয়া

পর্যন্ত অংশে ব্রডগেজ লাইনের প্রয়োজনীয় সমীক্ষার কাজ 'রাইটস্' (RITES) ইতিমধ্যেই শুরু করেছে। আগরতলা থেকে সাব্রুম এবং বিলোনীয়া পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণে সমীক্ষার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। একই সাথে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট এবং বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনার জন্য আমাদের সরকার উপযুক্ত স্তরে আর্জি জানিয়েছে।

৭৫) আগরতলা বিমানবন্দরে রাত্রিকালীন অবতরনের সুযোগ খুব শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজ্যে খুব শীঘ্রই ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আগরতলায় মাইক্রোওয়েভ ষ্টেশন এবং ও সি বি (OCB) এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হবার সাথে সাথে টেলিফোন এবং অন্যান্য পরিষেবায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে।

তথ্য, সংস্কৃতি বিষয়ক এবং পর্যটন

৭৬) তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর জনগণের চেতনা বৃদ্ধির জন্য তথ্য পরিবেশনের পাশাপাশি রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পর্যটনের মানোন্নয়নের নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রকাশনা বের করা হয়েছিল। ১লা ডিসেম্বর ১৯৯৮ থেকে নতুন বিজ্ঞাপন নীতি চালু করা হয়েছে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে প্রয়াত শচীন দেববর্মণের মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে এবং কারুশিল্প গ্রাম ও মুক্ত মঞ্চ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১লা এপ্রিল '৯৮ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর '৯৮ পর্যন্ত ১১১৪ জন বিদেশী পর্যটক রাজ্যে এসেছেন। গত অর্থ বছরে এই সংখ্যা ছিল ৮০৬ জন। পর্যটকদের কাছে পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে আরো আকর্ষণীয় করতে সংগীত মুখর এবং হাইজেট ফোয়ারা বসানো হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে এই দপ্তরের প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৬.৭০ কোটি টাকা।

ক্রীড়া এবং যুব বিষয়ক

৭৭) শারীর শিক্ষা, খেলাধূলা, মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে, জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করে, দেশপ্রেম এবং আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়ায় এবং ব্যক্তির সার্বিক বিকাশে সহায়তা করে। ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে ৪৪ তম জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় ত্রিপুরা দুটো সোনা, ৫টি রৌপ্য এবং ছয়টি ব্রোঞ্জ সহ তেরোটি পদক পেয়েছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর উন্নয়নে আমাদের সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুরে একটি সুইমিং পুল নির্মাণ করা হচ্ছে। বাধারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেকস নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষের পথে এবং স্টেডিয়ামটি

ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত দশরথ দেবের নামে নামাংকিত হবে। এই দপ্তরের জন্য ১৯৯৯-২০১০ সালে ১০.৯১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং পরিবেশ

৭৮) বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং সচেতনতা বাড়াতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অপ্রচলিত শক্তির উৎস সৃষ্টি ও তার ব্যবহারে ১৯৯৭-৯৮ সালে ত্রিপুরা রিনিউবেল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (TREDA) গঠন করা হয়। ১৯৯৭-৯৮ সালে ১000 সৌর লণ্ঠন বিতরণের মাধ্যমে ট্রেডা (TREDA) ১৯৯৭-৯৮ সালের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করছে। এই লক্ষ্যমাত্রা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সর্বাধিক। এ বছরও দপ্তর সৌর লণ্ঠন, ডোমেষ্টিক লাইটিং সিস্টেম, বায়োগ্যাস, উন্নতমানের চুল্লী ইত্যাদি বিতরণ করা ছাড়াও বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের অধীনে শালবাগান এস এস বি কমপ্লেকসের রাস্তায় ৩০টি সৌর আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের সহায়তায় আগরতলায় সুকান্ত একাডেমীতে একটি এনার্জি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। দপ্তর ১৯৯৯-২000 সালেও তার কর্মসূচী চালিয়ে যাবে এবং এজন্য প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১.৩৬ কোটি টাকা।

খাদ্য ও জন সংভরণ

৭৯) খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তর দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী প্রতিটি পরিবারে ১০ কেজি করে চাল সরবরাহ সুনিশ্চিত করেছে। শুখা মরসুমের মাসগুলোতে বিশেষ করে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার অন্তর্ভূক্ত অভাবগ্রস্থ এলাকাগুলোতে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ চাল ভোক্তাদের সরবরাহ করা হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্যের ২৭টি রাজস্ব গ্রাম এবং ২১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে রেশনে দ্বিগুণ চাল ভোক্তাদের দেওয়া হচ্ছে। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে দপ্তর কালোবাজারী এবং মজুতদারীর বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালায় এবং ন্যায্য দামে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বন্টন করে। ভারত সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়ায় রাজ্য সরকার এর প্রতিবাদ করেছে। বিষয়টি নিয়ে ১৯৯৯ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে এবং মূল্যমানের পূর্বতন অবস্থায় ফিরে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে। ১৯৯৯-২000 আর্থিক বছরে খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের জন্য ৭.২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

শ্রম দপ্তর

৮০) রাজ্যে ১৫০০ শিল্প সংস্থায় কর্মরত ৩০ হাজার কারখানা শ্রমিকের নিরাপত্তা এবং কল্যাণে শ্রম দপ্তর বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে ৫০টি নতুন কারখানাকে আইন বলবৎ করার আওতায় আনা হয়েছে। তাতে ১১০০ শ্রমিক নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক সুবিধা পেয়েছেন। চা এবং রাবার শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের শিশু সন্তান-সন্ততিদের জন্য ২২টি বালোয়ারী কেন্দ্র চালাচ্ছে এই দপ্তর।

৮১) ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ফ্যাক্টরিজ এণ্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশন সহ শ্রম দপ্তরের জন্য ২.০৫ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। সব উৎপাদন সংস্থাকে কারখানা আইনের আওতায় আনতে ১৯৯৯-২০০০ সালে অভিযান আরও ব্যাপক করা হবে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর কারখানা শ্রমিক এবং সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এল পি জি প্ল্যান্টের মতো বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার বাইরে ও ভেতরে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হবে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে। শিল্প কারখানার ঝুঁকিপূর্ণ কাজের পরি-বেশের ব্যাপারে নজরদারী করতে ১৯৯৯-২০০০ সালে একটি বিশ্লেষক গবেষণাগার তৈরীর সংস্থান রাখা হয়েছে।

টি আর পি এবং পি জি পি

৮২) উপজাতি পুনর্বাসন এবং আদিম জাতি পুনর্বাসন দপ্তর বন এবং বাগান পরিকল্পনা ও পরিচালনার কাজে আদিম উপজাতিদের যুক্ত করতে যৌথ বন পরিচালনা কর্মসূচী চালু করেছে। টি আর পি এবং পি জি পি দপ্তর ১৪,০০০ হেক্টর বন এলাকায় আদিম উপজাতিদের কল্যাণে মূলত শাল গাছের চারার বাগান তৈরী করেছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই এইসব বাগানের মোট বিক্রির ৯০ শতাংশ উপকৃত পরিবারগুলিকে দেওয়ার মঞ্জুরী দিয়েছেন। দপ্তর আগামী বছরও এই কর্মসূচী চালিয়ে যাবে। ১৯৯৯-২০০০ সালে এই দপ্তরের জন্য ৪.০২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

রাজ্যের রাজস্ব

৮৩) ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে সংশোধিত কর রাজস্ব ধরা হয়েছে ৭৪.৯৭ কোটি টাকা। বাজারের অতি মন্দার কারণে কর রাজস্ব ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দেয় এবং যে কারণে কর সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা

অনুযায়ী সম্ভাব্য স্তরে পৌঁছতে পারেনি। ১৯৯৯-২০০০ সালে রাজ্যে কর রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮৬.১৪ কোটি টাকা এবং করবিহীন রাজস্ব ধরা হয়েছে ৪২.০৫ কোটি টাকা। ঋণ এবং আগাম অনুদান আদায় সহ ১৯৯৯-২০০০ সালে রাজ্যের মোট রাজস্ব ধরা হয়েছে ১৩০.১৮ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আয়

৮৪) দশম অর্থ কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আয়কর এবং আবগারী শুল্ক অংশ পাওয়াই হচ্ছে রাজ্যের প্রধান আয়। সংশোধিত ব্যয়ের হিসাবে কেন্দ্রীয় করের প্রাপ্য অংশ ১৯৯৮-১৯৯৯-এর ব্যয় বরাদ্দের চাইতে কম। ১৯৯৯-২০০০ সালে কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্কের অংশ হিসাবে ৪০৭.৪০ কোটি এবং অতিরিক্ত শুল্ক সংগ্রহের ১.৭৫ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে আয়করের প্রাপ্য অংশ হিসাবেও ৫৬.৮৩ কোটি টাকা আশা করা হচ্ছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে পরিকল্পনা বহির্ভূত ঘাটতির উপর কোন অনুদান (Non-Plant Gap Grant) থাকছে না। ১৯৯৯-২০০০ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত ত্রাণ তহবিলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ৬.৯০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। অন্যান্য আয় এবং ইতিপূর্বে ব্যয়িত পরিশোধযোগ্য আয় ধরা হয়েছে ২৬.৪৩ কোটি টাকা। এভাবে মোট পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে অর্থ মঞ্জুর ধরা হয়েছে ৫০৪.৩১ কোটি টাকা।

পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়

৮৫) রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দাবীপূরণে রাজ্য সরকার ৪র্থ বেতন কমিশনের অনেক-গুলো সুপারিশ গ্রহণ করেছে এবং সংশোধিত বেতন কাঠামো চালু করেছে। এর ফলে ১৯৯৯-২০০০ সালে পরিকল্পনা বহির্ভূত বেতন খাতে ব্যয় ৬৫০.২৩ কোটি টাকা বেড়ে যাওয়ায় রাজ্যের আয়ের উৎসগুলোতে প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। ঋণ এবং সুদ সহ ফেরত দেয়ার ক্ষেত্রে অনুমিত ব্যয় ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৩৮.৮৯ কোটি এবং ১৬৩.৬৬ কোটি টাকা। পেনশন এবং অন্যান্য অবসরকালীন ভাতা দেওয়ার জন্য আনুমানিক ব্যয় ৯৮.২৩ কোটি টাকা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যান্য পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় সহ মোট পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় ১১৯৬.১০ কোটি টাকা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ঘাটতি দাঁড়াবে ৫৬১.৬১ কোটি টাকা।

বার্ষিক পরিকল্পনা ব্যয়

৮৬) ১৯৯৯-২০০০ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার প্রসঙ্গে সম্মানিত সদস্যগণ অবগত আছেন যে,

এখন পর্যন্ত পরিকল্পনার আলোচনা না হওয়ায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সহায়তায় সঠিক অংক পাওয়া যাবে তা জানা যাচ্ছে না। যাই হোক, কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত হওয়া সাপেক্ষে স্বাভাবিক কেন্দ্রীয় সহায়তা ন্যূনতম মৌলিক পরিষেবা, বি এ ডি পি, ট্রাইবেল সাব-প্ল্যান, বস্তি উন্নয়ন, জুম চাষ, বৈদেশিক সহায়তায় চালিত প্রকল্পসমূহ প্রভৃতিতে আয়ের সংস্থান বিগত বছরগুলোর মতই রাখা হয়েছে। সঠিক অংকটা পরিকল্পনা আলোচনার পরই জানা যাবে। রাজ্যের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে রাজ্য সরকার পরিকল্পনার ব্যয়ে ১২.৫ শতাংশ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ৪৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় অনুমোদিত প্রকল্প এবং এন ই সি প্রকল্পে আয় আশা করা হচ্ছে যথাক্রমে ১০৫.০৬ কোটি এবং ৩৫.০০ কোটি টাকা। ৬২.৬২ কোটি টাকা নেগোসিয়েটেড লোন হিসাবে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আয় এবং ব্যয়

৮৭) সাসপেন্স একাউন্ট সহ এবছরের বাজেট বরাদ্দ ১৯৭৫.১১ কোটি টাকা। ১৯৯৮-৯৯ সালে ১৫৮৮.৯০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের (সংশোধিত বরাদ্দ) তুলনায় এবারের বাজেটের আকার ২৪.০০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। রাজ্যের মোট অনুমিত আয় ধরা হয়েছে ১৬৮১.৪৬ কোটি টাকা এবং মোট অনুমিত ব্যয় ১৮৩১.৪৬ কোটি টাকা। এর ফলে ঘাটতি থাকছে ১৫০ কোটি টাকা। পরিকল্পনা আলোচনার পর পরিকল্পনা সহায়তার অংক স্থির হলে অবশ্য এই ঘাটতি কমে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ত্রিপুরা একটি বিশেষ তালিকাভুক্ত রাজ্য হওয়ায় আমরা বাজেটের এই ঘাটতি মেটাতে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করব। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই প্রয়োজনীয়তা এবং দায়-বদ্ধতা স্বীকার করবেন এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করবেন বলে আমি আশাবাদী।

৮৮) আমি সভাকে এটা জানাতে চাই যে, রাজ্যের মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার বাজেটে নতুন কোন কর আরোপ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি আশাবাদী যে, সভার সম্মানিত সদস্যগণ এবং রাজ্যবাসীর সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে রাজ্যের সার্বিক কল্যাণে কার্য-করীভাবে আমাদের নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে পারব।

৮৯) মহাশয়, আমি এখন ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেট প্রস্তাব এই মহতী সভার বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি নোটিশ অফিস থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং আর্থিক সালের ব্যয়-বরাদ্দের দাবী সম্বলিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য এবং যে সকল সদস্য মহোদয়গণ ব্যয়-বরাদ্দের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশান)-এর নোটিশ দিতে চান, তাঁরা আগামী ২১শে মার্চ, সোমবার, ১৯৯৯ ইং তারিখ বেলা এগার ঘটিকার মধ্যে তাঁদের নোটিশ বিধানসভা সচিবালয়ে জমা দিতে পারবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, ২২ তারিখে কাট মোশান জমা দেওয়ার সময়টা বেলা তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হোক। কারণ এটা পড়ে কাট-মোশান জমা দিতে সময় লেগে যাবে। ২৪ তারিখে এই নয়ে আলোচনা শুরু হবে, কাজেই ২২ তারিখে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত আমাদের সময় দেওয়া যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— এতে আমাদের যে সকল কর্মচারী রয়েছেন তাদের পক্ষে সেটা তৈরী করা অসুবিধা হয়ে যেতে পারে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— আগের বারও স্যার তিনটা পর্য্যন্ত জমা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এটা স্যার এমন কি কথা যে তিনটা পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাবে না। আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় না থাকাতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত চাওয়া হয়েছে। এতে আপনার আপত্তির কি আছে? কোন আপত্তিই থাকতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আপনারা বেলা একটার মধ্যে জমা দিয়ে দেবেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— তখন কি করে জমা দেওয়া যাবে? তখনতো আপনার কর্মচারীরাও টিফিনে চলে যাবেন। তাহলে কার কাছে আমরা সেটা জমা দেব? কাজেই, তিনটা পর্য্যন্ত করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আপনাদের বক্তব্য অনুসারে তিনটা পর্য্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হল।

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1998-99

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো—১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থাপন। এখন আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী হাউসে পেশ করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— সদস্য, মহোদয়দের অনুরোধ করছি, নোটিশ অফিস থেকে ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্বলিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর (ডিমাণ্ডস্ ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টস ফর দি ইয়ার ১৯৯৮-৯৯ ইং) ছাটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) নোটিশ দিতে চান তাঁরা আগামী ২৩.৩.৯৯ ইং তারিখ বেলা তিন (৩) ঘটিকার মধ্যে তাঁদের নোটিশ বিধানসভা সচিবালয়ে জমা দিতে পারবেন।

ANNOUNCEMENT MADE BY THE CHAIR

Mr. Speaker :— Hon'ble Members,

As the term of office of existing 5 (five) Elected Committee namely—(1) Committee on Public Accounts, 2) Committee on Estimates, 3) Committee on Public Undertakings, 4) Committee on Welfare of Scheduled Castes, and (5) Committee on Welfare of Scheduled Tribes will expire on 31.3.1999. It is necessary to constitute new Committee for the next financial year 1999-2000 during the current Session of the Assembly as required under Rule 202 (1) of the Rules of procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly.

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Parliamentary Affairs Department (Govt. Chief Whip) to move a motion in this regard to obtain consent of the House.

MOTION FOR ELECTION OF COMMITTEE

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, এই

সেখানে নির্বাচিত কমিটিগুলি আছে সেই কমিটিগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পরবর্তী তারিখ হল ৩০.৩.৯৯ ইং।

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Motion to vote.

The Motion before the House is that—

"The House do proceed to elect eleven members in each of the Committee namely—(1) Committee on Public Accounts, 2) Committee on Estimates, 3) Committee on Public Undertakings, 4) Committee on Welfare of Scheduled Castes, and 5) Committee on Welfare of Scheduled Tribes, according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote for the next financial year 1999-2000, as required under Rule 202 (1) of the Rules of procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly."

(The Motion is Pass by voice vote)

Mr. Speaker :— Now, I announce the programme for conducting the Election of 5 (five) Elected Committees.

1.	Date and time for submission of Nomination papers	:	23.03.1999 upto 4 P. M. (Tuesday)
2.	Date and time of Scrutiny of Nomination papers	:	24.03.1999 upto 1 P. M. (Wednesday)
3.	Date and time for withdrawal of Nomination papers	:	25.03.1999 upto 4 P. M.
4.	Date of Election, if necessary	:	Date and time for Election will be fixed latar on if needed.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান। আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান আছে। প্রথম রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয়, এবং দ্বিতীয় রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় এবং তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ মহোদয়।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয়কে উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

আমাদের মোট তিনটি রিজিউলিউশান আছে। সময় আড়াই ঘন্টা। প্রতিটার জন্য ৫০ মিনিট। আপনারা বলুন ট্রেজারী এবং বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা কে কত সময় নেবেন। তবে আড়াই ঘন্টা আপনারা পাবেন এর পরে বাড়বে। তাহলে আপনারা ২০ মিনিট নেন প্রতিটা আর ট্রেজারী বেঞ্চ ৩০ মিনিট নেবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আপনিই সময় নির্দ্ধারন করে দিন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, হাউজ কতক্ষন চলবে।

মিঃ স্পীকার :— এখানে তিনটা রিজিওলেশান আছে, প্রত্যেকটার জন্য ৫০ মিনিট করে সময় আছে, তাতে মোট সময় ১৫০ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে যতক্ষন লাগে। এখানে বিরোধী বেঞ্চ পাবে ২০ মিনিট আর ট্রেজারী বেঞ্চ পাবে ৩০ মিনিট করে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আমাদের একটু সময় বেশী দিয়ে দিন। তা হলে ভাল হয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, এখানে ট্রেজারী বেঞ্চ বা বিরোধী বেঞ্চের প্রশ্ন না যে মোশান মোভ করবে মোভার পাবে ৩০ মিনিট আর অপর পক্ষ পাবে ২০ মিনিট

মিঃ স্পীকার :— আপনারাতো এতে অংশ নেবেন ? আপনারাতো বলবেন। সব মিলে মোট কত সময় নিবেন তা আপনারা ঠিক করুন। সেই সময়টা আমি জানতে চাইছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, ৫০:৫০ ও হতে পারে। যে মোভ করবে সে মোভ করার পর আবার রিপ্লাই দেবে। কাজেই মোভার পাবে ৩০ মিনিট আর তার বিপরীত পক্ষ পাবে ২০ মিনিট।

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, উনারও সুযোগ আছে রিপ্লাই দেওয়ার, সংক্ষেপে দেবেন, তাতে

কোন আপত্তি নেই। তবে সঠিক সময়টা জানা থাকলে ভাল হত। আমি সঠিক জবাব পাইনি।

শ্রীমানিক দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রাইভেট মেম্বার রিজিউলেশানটি হচ্ছে "রাজ্য সরকারের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য চতুর্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে রাজ্য সরকারকে যে অতিরিক্ত ব্যয় করতে হচ্ছে, রাজ্যের প্রতিকূল আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে সম্যক অতিরিক্ত আর্থিক ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে এই বিধান-সভা অনুরোধ জানাচ্ছে" এই মর্মে প্রস্তাবটি আমি হাউজে উপস্থাপন করছি। প্রতি বছর আমাদের রাজ্যে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। এই জিনিসপত্রের দাম বাড়ার সঙ্গে সমস্ত অংশের মানুষ জড়িত এবং সবাই আক্রান্ত। আমরা সাধারনত যে সমস্ত জিনিস-পত্র ব্যবহার করে থাকি সেইগুলি সব বাইরে থেকে আনতে হয়। তার পর কেন্দ্রীয় সরকার দফায় দফায় ট্যাক্স বসাচ্ছেন এবং এর ফলে জিনিস-পত্রের দাম বাড়ছে। আমরা দেখছি যে শিক্ষক, কর্মচারী, শ্রমিক যে অংশের মানুষই হোক এটা তাকে রক্ষা করার জন্য এবং এই যে মূল্যবৃদ্ধি এর সঙ্গে সংগতি রেখে কনজিউমার রাইট ইনডেক্স এটা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তার ভিত্তিতেই সময়ে সময়ে রাজ্যসরকার যেমন তার ডি, এ,-গুলি ঘোষনা করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারও তার কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি বৃদ্ধি করে থাকেন। আমাদের দেশে যুক্তরাষ্ট্রিয় কাঠামের মধ্যে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা ভাগ করা আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাও ভাগ করা আছে। আমাদের রাজ্য পিছিয়েপড়া রাজ্য। আমাদের রাজ্যে অনেক সম্পদ আছে কিন্তু আমরা সেই গুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে কাজে লাগাতে পারছিনা আর্থিক প্রতিকূলতার জন্য। এই রাজ্যে শিক্ষক কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবী একটা বেতন কমিশন গঠন করা এবং তাদের বেতন পূর্ণ বিন্যাস করা, তাদের সেই দাবীকে পূর্ণ সম্মান জানিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৯৬ ইং সনে এই রাজ্যে চতুর্থ বেতন কমিশন গঠন করেছেন। সেই বেতন কমিশন দীর্ঘ দিন যাবদ বিভিন্ন সংগঠনের বক্তব্য শোনার পর একটা রিপোর্ট তৈরী করে রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করে। এবং এর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি কেন্দ্রীয় সরকার তার অধীনস্থ সরকারী এবং আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্ব্ব স্তরে বেতন বৃদ্ধির কথা ঘোষনা করেছেন। এবং এই বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে স্বাভাবিক কারনেই রাজ্য সরকার-এর যারা শিক্ষক কর্মচারী আছেন তাদের দাবীটাও আসে। এবং তারাও সেই ভাবে তাদের দাবীটা পেশ করেন। এবং রাজ্য সরকার গুলো ও এই দাবী পূরণ করতে গেলে আর্থিক দিক থেকে তার যে, সংগতি থাকে না। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে ও তাদের যে শিক্ষক কর্মচারী আছে সেটি ঘোষনা করেই ক্ষেন্ত হয়ে যান। কিন্তু পাশাপাশি রাজ্য সরকার গুলোকেও এটা করতে গেলে তাদের দিক

থেকে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে এটা অনেক সময় তারা ভুলে যান. এবং সেটা কার্যকরী করতে চান না। আমাদের রাজ্যে চতুর্থ পে কমিশন 'রিপোর্ট' কার্যকরী করতে গিয়ে প্রতি মাসে কুড়ি কোটি টাকার উপর লাগবে। বাৎসরিক দিক থেকে যদি চিন্তা করি আনুমানিক ২৪০ কোটি টাকার মত ব্যায় হবে অতিরিক্ত এবং এই টাকা আমাদের মত রাজ্য, আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর রাজ্য, সম্পূর্ণ রূপে ব্যায় বার বহন করা কোন রকমেই সম্ভব নয়। এবং এই টাকার জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় কেন্দ্রের উপর। নতুবা রাজ্যের মানুষের উপর ট্যাক্স বসাতে হবে। এছাড়া আর অন্য কোন রাস্তা নেই, রাজ্য সরকার তো নোট ছাপাতে পারে না। টাকশাল হাতে নেই, লগ্নি কারক সংস্থাগুলো তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে নেই। স্বাভাবিক কারণে তাকে কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয়। এবং এখানে আমাদের রাজ্যে গরিব মানুষের উপর আমাদের সরকার ট্যাক্স তো বসান নি এবং ট্যাক্স বসার চিন্তাও করেন নি। স্বাভাবিক কারণে আমাদের কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয়। সেই অনুযায়ী রাজ্য সরকার থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এর কাছে দাবী জানানো হয়েছে। যে, অতিরিক্ত টাকা সেটা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে। এর পরেও আমরা লক্ষ্য করলাম যে, এর মধ্যে তাদের জিনিস পত্রের দাম এক লাফে বাড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন প্রতি কেজি চাউলের দাম আগে ছিল ৭.৯০ টাকা ছিল এখন সেটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ৩.০০ টাকা। গম ছিল ৫.৫০ টাকা সেটা হয়ে গেছে ৭.৯৫ টাকা। চিনি ছিল ১১.৪০ টাকা এটা বেড়ে হয়েছে ১২.০০ টাকা। রান্নার গ্যাস ও বাড়িয়ে দিয়েছে যেটা আমরা ধারনা করতে পারিনি।

সারের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রতি টনে আগে ছিল ৩,৬০০ টাকা এটাকে বাড়িয়ে করেছে ৪,০০০ টাকা, এর পরেও ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে দেখা গেল যে, পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ, বিভিন্ন ভাবে বাজেটের মধ্যে কিছু ট্যাক্স ও চাপিয়ে দিয়েছে। স্বাভাবিক কারণে দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি পাবে যা মানুষের জীবন যাত্রার সঙ্গে যুক্ত। এবং সেখানে শিক্ষক কর্মচারী থেকে সমস্ত অংশের মানুষ খতিগ্রস্ত হবেন। শিক্ষক কর্মচারীদের যে অতিরিক্ত টাকাটা আমাদের দিতে হচ্ছে, সেই টাকাটা আমাদের দিক থেকে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছেন শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য যে অতিরিক্ত টাকা ৬.২.৯৯ ইং তারিখ থেকে তাদেরকে নগদে দেবেন এবং তার সঙ্গে অধি-গৃহীত কিছু সংস্থা আছে, এগুলো হলো কোর্ট, কর্পোরেশন বা গ্রেনটিং-৮ জাতীয় সংস্থা। এবং আমরা আশা করি, রাজ্য সরকার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এটা ঘোষনা করবেন। এক্ষেত্রে মনে করা হচ্ছে ২০ কোটি টাকা বেড়েও যেতে পারে এবং কর্মচারী অংশের যারা আছেন বা অন্য যারা আছেন তাদেরকে

সেই সুযোগ দিতে হবে। তার সঙ্গে আছে আমাদের রাজ্যে আরেকটা স্বশাসিত সংস্থা এ, ডি, সি, এবং সেই এ, ডি, সি-তে কর্মরত যারা শিক্ষক কর্মচারী তাদের ক্ষেত্রে এই বাড়তি সুযোগ দিতে হবে। এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের এলাকাগুলোতে শিক্ষক কর্মচারী যারা আছেন তাদের তো রাজ্য সরকারের সময় সময় ঘোষিত সুযোগ গুলো তাদের কাছে কার্যকরী রূপ দেওয়া হয় না। এবং এই কাজটা করতে গেলে যে অর্থের দরকার হবে সেই প্রস্তাবটা উপ-স্থাপিত করলাম। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে সাতটি রাজ্য আছে এই রাজ্যগুলির মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক, অনগ্রসরতা এবং দুর্বলতার কারণে সেখানকার বিভিন্ন অধিগৃহীত সংস্থা থেকে সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলোতেও বেতন দিতে পারচ্ছেন না। আমি যতটুকু জানি পত্র পত্রিকায়ও দেখেছি মনিপুর, আসাম, ন্যাগাল্যাণ্ড এই রকম কিছু রাজ্যে ও এই জাতীয় ঘটনা ঘটেছে এবং শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ও কোন ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে গেছে। এর কারণ হলো আর্থিক প্রতিকূল অবস্থা এখনও উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে সমস্ত রাজ্যগুলি আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল নিশ্চয় তাদের সেই ব্যায়ভারটা বহন করতে পারে। আমাদের রাজ্যে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার বার বার বলছেন যে. এখানকার সাতটি রাজ্য আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া দুর্বল তাদের জন্য কিছু করতে হবে।

ভাষণের কোন শেষ নেই। এধরনের অনেক বক্তব্য তারা রেখেছেন। কিন্তু কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখছি সেই ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন না একমাত্র দেবগৌড়া সরকার ছাড়া। আমরা দেখেছি, দেবগৌড়া সরকারের সময়ে তারা যে গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষনা করেছিলেন এবং যেগুলি তাদের পেকেজ হিসাব ঘোষনা করেছিলেন এগুলো কার্যকরী করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। এবং সেগুলো যা বলেছেন কার্যক্ষেত্রে ও সেগুলো বাস্তবায়িত করেছেন। এর পর আমাদের সরকার সরকারী ভাবে যে সমস্ত কাজ পেশ করা হয়েছে এগুলি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নিচ্ছেন না। মুখে বলছেন এখানে সমস্যা আছে দারিদ্রতা আছে, অনগ্রসরতা আছে এদের জন্য আমাদের কিছু করতে হবে। এবং এদের কিছু করা দরকার কিন্তু কার্যকরী করার কোন ভূমিকা তারা নিচ্ছেন না। তার সঙ্গে আছে আমাদের রাজ্যে আরেকটা সমস্যা, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাকে জোরদার করতে গেলে সেখানে আর্থিক দিক দিয়ে টাকা পয়সার প্রশ্ন থাকে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সাহায্য সহযোগীতার প্রশ্ন থাকে এই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু অর্থ বরাদ্দ করতে হয় এবং আমাদের সর-কারকে সেই কাজ করতে হয় এবং এখানে এই যে বাড়তি টাকাটা, সে টাকাটা যখন খরচ করা হবে, স্বাভাবিক ভাবে মানুষের মধ্যে একটা সংকার সৃষ্টি হয় যে, এই বাড়তি টাকাটা

বোধ হয় নিশ্চয়ই কোন পানীয় জল, রাস্তাঘাট, শিক্ষা বা কৃষিতে জলসেচ খাদ্য, স্বাস্থ্য এই জাতীয় যে পি, ডি, এস যে সিষ্টেম এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ সেখানে হয়ত টাকাটা কাটা পরতে পারে যেহেতু রাজ্যের নিজস্ব কোন আয়ের পথ নেই এই রকম একটা সংকা মানুষের মধ্যে থেকে যায়। সেখানে স্বাভাবিক কারণে আমাদের অতিরিক্ত যে টাকা সেটা পেতে হবে, না পাওয়া ছাড়া এটা চলতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবী পেশ করা হয়েছে সে দাবী সম্পর্কে আমরা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ভাবে দেখেছি, কিছু দিন আগেও প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে এই বিভিন্ন রাজ্যে এই বাড়তি যে টাকা সেটা দেওয়া যায় কিনা তা চিন্তা ভাবনা করার ক্ষেত্রে পরবর্তী সময় দেখলাম এই বাড়তি ব্যায়ভার তারা বহন করতে পারবেন না এই জাতীয় কথাবার্তা বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কিন্তু এটা বললেই তো লাগবে সেই টাকা হবেনা, এখানে দাঁড়িয়ে আমরা যেটা বলতে চাই এই সভা থেকে ২০ কোটির উপর যে টাকাটা আমাদের মত রাজ্য আমরা যদি একা এটাকে বহন করতে হয় স্বাভাবিক কারণে আমাদের উন্নয়ন ব্যাহত হবে এবং এখানে পে-কমিশনের যে সিদ্ধান্ত সেটাকে কার্যকরী করার জন্য আমাদের দিক থেকে রাজ্য সরকার যে ঘোষনা দিয়েছে এটাকে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রিয় কাঠামোর কথা বললেন এবং অনেক সময় এখানে অনেক রকম বক্তব্য রাখা হয়। রাজ্য গুলিকে পিছনে ফেলে রেখে, রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য না দিয়ে, রাজ্যগুলির বিভিন্ন সমস্যার কথা অনুধাবন করে তার জন্য যে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহন করা তার সমস্যা নিরসনে যে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া, এইগুলোকে শক্তিশালি না করে যুক্তরাষ্ট্রিয় কাঠামোকে শক্তিশালি করা যায় না যুক্তরাষ্ট্রিয় কাঠামো তখনই শক্তিশালী হতে পারে এবং সময় সময় হয়ত অনেক কমিশন ও বসিয়েছেন, অর্থনৈতিক সাহায্য, রাজ্যগুলির অধিকার, উন্নয়নমূলক কাজ ও বিবিধ বিষয়ে অনেক রকম তারা কমিশন টামিশন বসিয়েছেন। কিন্তু বসালে কি হবে যদি কার্য্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়া হয়. এখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো শক্তিশালী করতে গেলে রাজ্যগুলিকে যে আর্থিক অস্বচ্ছলতা, তার যে অবস্থা তার বিবেচনা থাকা উচিৎ। এটাকে বিবেচনা রেখেইসিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ. কাজেই আমি মনে করি যে, এই সভাতে যারা আছেন, তারা সবাই আমার প্রস্তাব একমত হবেন কারণ এই সমস্যা কোন একজন ব্যাক্তির নয়, এটা সমগ্র রাজ্যের সমস্যা, সমস্ত মানুষের সমস্যা এটা নিশ্চয়ই অনুধাবন করবেন। এই প্রস্তাবের সঙ্গে সর্বসমস্ত ভাবে একমত হয়ে আমরা সবাই কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যে প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করেছে এটাকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নিয়ে যেতে চাই। এবং আমার দিকে থেকে অনুরোধ থাকবে সবাই যাতে এটাকে সমর্থন করবেন এইটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

শ্রীজওহর সাহা :— আসলে যে চেয়ারটার মধ্যে আপনি বসেছেন এটা শোভনীয় নয়। এই চেয়ারে আপনাকে মানায় না। আপনি স্যার একটা খুনের কেইসে চার্জশিটেড্।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি জহরবাবু বসুন। চেয়ারকে আপনি অবমাননা করবেন না মাননীয় মন্ত্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রীজওহর সাহা :— এটা কিন্তু স্যার ঠিক না। একটা খুনের ঘটনায় যিনি চার্জশিটেড্।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— আপনাকে কিন্তু এখানে মানায় না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না না এটাতো হতে পারে না।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— এই ভাবে তো হতে পারে না। আগে এটা সেটেল্ড হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না চেয়ারকে অপমান করতে পারেন না।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় সদস্য বসুন, প্লীজ বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— মাননীয় চেয়ার স্যার চেয়ারে বসুন। আমরা কিভাবে কাকে এ্যাড্রেস করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসুন। দ্যা কেস্ ইজ্ আনডার ট্রাইয়েল সো এই সম্পর্কে কোন মন্তব্যই থাকতে পারেনা।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— ইউ আর চার্জশীটেড। আপনাকে আমরা কি ভাবে অ্যাড্রেস করব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এইটা কি করে বললেন।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— আপনাকে কি ভাবে বলব। আপনাকে কি ভাবে অ্যাড্রেস করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই ভাবে হতে পারে না। মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ, আপনি বলুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ : — এখানে প্রশ্ন উঠেছে অ'ঙার ট্রি'য়েল এই এটাকে আপনি যদি প্রভাবিত করেন জুডিশ্যাল্‌ অফিসারদের প্রতি এইটা শোভনীয় নয় এটা ঠিক হবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না না এটা বলতে পারেন না। এই মুহূর্তে আপনি চেয়ারকে অবমাননা করতে পারেন না। পরে কথা বলবেন আমি যখন চেয়ারে থাকব, তখন কথা বলবেন। না এটা বলতে পারেন না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — না এটা বলতে পারেন না। আপনি পারেন না। না আপনি পারেন না, আপনি চেয়ারকে অবমাননা করতে পারেন না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এটা নন‌অফিসিয়ালি সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে হাউস যেন পীস্‌ফুললি চলতে পারে। সেই জন্য উনি উপাধ্যক্ষের আসন যেখানে আছে সেখানে বসতে পারেন না। যাতে হাউস পীস্‌ফুলি চলতে পারে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না না রতনবাবু এটা হয় না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা কোন যুক্তি নেই আর উনিতো চার্জশীট হতে পারেন, এই রকম তো অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছেন তাদের নামে চার্জশীট আছে। বিচার যখন হবে তখন দোষী সাব্যস্ত হবে তখনই প্রশ্ন থাকবে? সুতরাং এটা নিয়ে কোন বিতর্কের প্রশ্ন নেই। আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করব সভার কাজ আপনি চালু রাখুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— রতন বাবু আপনি বলুন, রতনবাবু আপনি আরম্ভ করুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি বক্তব্য রাখলে তো ডিষ্ট্রাব হবে। প্রশ্ন হচ্ছে আগে এটার সেটেল হওয়ার দরকার। তারপর আমি বক্তব্য রাখব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য না এটা হতে পারেনা। না এটা হতে পারে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমরা এই হাউসে উনাকে উপাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত করেছি, তিনি উপাধ্যক্ষ পদে আছেন। উপাধ্যক্ষের যা ক্ষমতা তিনি সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। এটা নিয়ে কোন চেলেঞ্জ চলে না। এই সভাই উনাকে উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত করেছে, আমরা সবাই মিলে করেছি এটার কোন প্রশ্নই আসেনা।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনাদের কোন কথা থাকলে পরে বলতে পারেন, চেয়ারকে আপনারা অবমাননা করতে পারেন না। না না চেয়ারকে অবমাননা করতে পারেন না। আমি চেয়ারে যেহেতু বসেছি, চেয়ারকে আপনার রেসপেক্ট করতে হবে। আপনের কথা থাকলে পরে বলবেন। এটা আইন মানতে হবে আপনাকে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ, আপনি বলুন।

শ্রীরতনলাল নাথ— :— স্যার, হাউস যখন এই রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তখন পরবর্তী সময় মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা, স্পীকার সবাই বসে সিদ্ধান্ত হয় সভা যাতে পীস্‌ফুলী চলতে পারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি তো জানি না এই সব কে বলেছিল। এটা আমাকে বলে লাভ হবে না। হাউজে এই ধরনের কোন ডিশকাশন হয়নি। কোন আলোচনা হয়নি। রতন বাবু আপনার বক্তব্য রাখুন। আপনি চেয়ারকে অবমাননা করবেন না।

শ্রীজওহর সাহা :— চেয়ারে যেহেতু এখন বসেছি তাই চেয়ারকে অবমাননা করতে পারবেন না। না এটা হয় না।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— চেয়ারম্যান সাহেব বলবেন। এটা কি হয় নাকি। আপনারা কিভাবে এই সব বলেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সময় নষ্ট করবেন না। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার উপরে সময় নষ্ট করবেন না। না এরা যদি রাজনীতি করে তাহলে গিয়ে রাজনীতি করুক কোন আপত্তি নাই।

শ্রীজওহর সাহা :— হাউসের নেতা, বিরোধী দল নেতা উনারা ছিলেন সেই কম্প্রোমাইজ মিটিং-এ ঐ মিটিঙ্গে কি হয়েছিল সঠিক ভাবে বলুক। তাহলে আমরা আলোচনা আরম্ভ করব না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ স্যার, এটা শ্যামাচরণ বাবুর সঙ্গে সরকার পক্ষ, বিরোধী পক্ষ, স্পীকার অনেকেই আলোচনা হয়। সেটা পরবর্তী অধিবেশনের জন্য মূলতবী রাখা হয়। এই রকম কথা কখনও হয়নি। দিস্ ইজ্ দি এবসোলিউটাল ফলস্। এখানে বিরোধী দলের নেতাও আছেন। আমি বলছি ইট ইজ্ এবসোলিউটলি রাইট। গত অধিবেশনে যা হয়েছে সেটা আলোচনা করে শেষ হয়ে গেছে। এই সভা আপনাকে উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত করেছেন। আমি আবারও বলব উপাধ্যক্ষ হিসাবে আমরা আপনাকে সমর্থন করেছিলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ আপনি বলুন বক্তব্য রাখুন।

শ্রীসুদীপরায় বর্ম'ণ :— তাহলে আপনাকে অ্যাড্রেস করব কি ভাবে। আপনিই বলুন। আপনি তো বুঝতে পারছেন না এই জিনিসটা। আপনি বলুন আপনাকে অ্যাড্রেস করতে হবে না। তাহলে বক্তব্য রাখুক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— বিরোধী দলের নেতাকে অনুরোধ করব এই রকম প্রবিশান আছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম'ণ :— যে প্রশ্ন এখন উঠেছে, সেটা তো সত্যিই স্যার আপনি আপনার নামের ডান দিকে কোর্টে দেখি সেখানে আপনি একিউজড্ আসামী তাহলে আপনাকে আসামী বলে সম্বোধন করবে কিনা রতনবাবু। আপনাকে আসামী বলে সম্বোধন করাই স্বাভাবিক। রতনবাবু যদি আসামী বলে সম্বোধন করেন তাহলে বক্তব্য রাখুক। ইট ইজ্ এসটাব্লিজড্, বোর্ডের রেকর্ডে আপনি আসামী। ত্রিপুরার বর্তমান সরকার, যে সরকার চাকুরী দিয়েছে এই সরকারের রেকর্ড অনুযায়ী আপনি আসামী। আপনি এই কথা বললে চলবে না। বাংলায় কথা হল একজন হাকিম সাহেব যদিও উনি রিটায়ার্ড করে গেছেন, এক্সটেনশান দিয়েছেন। উনি বলুক আপনি আসামী। আমি মাননীয় আসামী বলে আমি রতন বাবুকে, আপনাকে সম্বোধন করার জন্য বলব কিনা। এই ব্যাপারে স্পীকার সাহেব এসে রোলিং দিন। রতনবাবু এবং আমাদের যারা বক্তব্য রাখবেন তারা আপনাকে আসামী বলে সম্বোধন করুক এবং এটা প্রসিডিংসে উঠুক এবং কালকে সারা রাজ্যের পত্রিকায় এটাও হোক যে ডেপুটি স্পীকারকে আসামী বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এটা আমি চাই না। মাননীয় স্পীকার

ঘরে লুকিয়ে বসে আছেন কেন? বাড়িতে আমার সঙ্গে যে কথা হয়েছে আমি সেটা বলতে চাই না। আমার মাননীয় সদস্যরা এবং টি, ইউ, জে, এস এবং টি, এন, ভির সদস্যরা ছিল। স্পীকারের তরফ থেকে আমাকে আজকে যেটা ফোনে জানানো হয়েছে সেটা এই হাউজে বলে আপনার মানহানী করতে চাই না। আপনি বাধ্য করবেন না। স্পীকার এসে বলুক আপনার সম্বন্ধে যে কথা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দল নেতা আপনাকে আমি বলছি চেয়ারে যখন আমি বসব তখন নিশ্চয়ই এই কথা বলতে পারবেন না। আমি যখন বাইরে থাকব তখন আমাকে আসামী বলুন যাই বলুন এটা আপনাদের বিরোধী দলের অধিকার থাকতেই পারে আপনারাই আমাকে মনোনীত করেছেন।

শ্রী*সমীর রঞ্জন বর্ম্মণ* :— আপনি যদি............আমরা একশান নেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি যা খুশি তা বলে যাবেন এটা হতে পারে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রী*বাদল চৌধুরী* (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিরোধী দল নেতা এখানে যে দায়িত্ব জ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন এই সবগুলি এখান থেকে এক্সপাঞ্জ করা হোক। আমরা বার বারই বলেছি, নিজেও খুব ভাল করে জানেন। বহুবার এটা আলোচনা হয়েছে, একটা লোক আসামী হতেই পারে। বিচার সাপেক্ষে তাকে শাস্তি দেওয়া হোক। এখানে বিচার হবে তিনি যদি দোষী হন তখন শাস্তি পেলে তবে বিচার ঘোষনা হবে। এটা সমীর বাবু ভাল করে জানেন। সুতরাং আমি সেই দিক থেকে বলব আপনি আমাদের সভা কতৃক উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। আপনি আপনার ক্ষমতা বলে সভার কাজ পরিচালনা করুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটা আন্ পার্লামেন্টারী যেটা ওনারা বলেছেন, এটা এক্সপাঞ্জ হয়ে গেল। রতনবাবু আপনাকে বলছি আপনার বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রী*সুদীপরায় বর্ম্মণ* :— আপনি যখন এই হাউসের চার্জের আছেন, আপনি চেয়ারটাকে অবমাননা না করে এই চেয়ার থেকে নেমে যান।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— যেহেতু এটা জুডিসিয়াল ম্যাটার এই ব্যাপারে আলোচনা করা প্রশ্ন উঠেনা।

(গণ্ডগোল)

শ্রী*সুদীপরায় বর্ম্মণ* :— ইট্ মার্ডার কেইস্ হ্যাজ বীন চার্জিডেট্ দেওয়ার সাফিসিয়েন্ট এ্যাভিডেন্স।

*** Expunged as ordered by the Chair

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটা প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** এইভাবে হাউসের সময় নষ্ট করা ঠিক না। কার কী পছন্দ হল না পছন্দ হল সেটা বিষয় নয়। হাউসে ডেপুটি স্পীকার আছেন, উনি থাকবেন উনি হাউস চালাবেন। স্যার, আপনার কাছে আমার অনুরোধ আপনি হাউস চালান।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, ব্যাপারটা উঠেছে, আলোচনা হয়েছে। এখন এই পরিস্থিতিতে আমি বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি কি বলব স্যার। ইউ আর নট্ ডেপুটি স্পীকার। এখন প্রশ্ন হলো সম্বোধন করতে গিয়ে যদি আমি কোন কথা বলে ফেলি ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি যদি চেয়ার করলে, তাহলে আমি অবশ্যই বলব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি চেয়ারটাকে অবমাননা করতে যায়নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— চেয়ারকে অবমাননা করলে আইন আছে সেই আইন প্রতিস্থিত হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এখানে মাননীয় স্পীকার আছেন, চেয়ারম্যানও আছেন অসুবিধা তো নেই। একবারও এ নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, সমস্যাও হয়েছে স্যার।

মিঃ ডেপুটিস্পীকার :— আপনার বক্তব্য শুরু করুন।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— এই সভার মধ্যে একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে, আপনার বসার ব্যাপারটা কি ? আপনি প্রেসটিজ নিয়ে নেমে পড়ুন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— যেহেতু আমি এই সভার মধ্যে নির্বাচিত. সেহেতু এখান থেকে সরে যাওয়ার কোন প্রশ্ন উঠেনা। আমি এখানে বসতে পারি, আমার অধিকার আছে।

শ্রীরতনলাল নাথ— :— এখানে স্পীকার রুমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং বিরোধী দল নেতা যেটা বলেছিলেন, সেটা আমি বলতে পারি কিনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বলুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— ধন্যবাদ স্যার, গত বাজেট অধিবেশনে এই প্রশ্ন রাখার জন্য বাজেট যেন সুন্দর ভাবে হয়, সেই জন্য স্পীকার রুমে একটা আলোচনা হয়েছিল। সেই আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়েছে বাজেট চলাকালীন সময়ে এবং পরবর্তী সময়ে উনাকে যাতে চেয়ারে না উঠানো

হয় আমরা সেই রকম শুনেছি। সেইজন্য আমার প্রশ্ন হল যে সিদ্ধান্ত হয়েচে সেই সিদ্ধান্ত যারা যারা নিয়েছেন উনারা আবার বলুক যে এখন চলতে পারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটা প্রশ্ন উঠে না, আমি এই সম্পর্কে জানিনা। রতনবাবু আপনি বক্তব্য রাখুন। হাউস চালাতে হবে কিছু করার নেই।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যে ব্যাপারটা বলছেন এ ধরনের আলোচনায় আমি ছিলাম না। কিন্তু স্পীকার ধরে হয়তো কোন একটা আলোচনা হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে যারা আলোচনা করেছেন আলোচনা করে যারা নিজেরা সমঝোতায় এসছেন। সেই সমঝোতার ভিত্তিতে গত বিধান সভা অধিবেশন শেষ হয়েছে তার আগের বিধানসভা অধিবেশন ও শেষ হয়েছে। ডেপুটি স্পীকার এর যে মামলা আছে তার জন্য তিনি চেয়ারে বসবেন না। না প্রশ্ন তাই না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সেই জন্য মাননীয় স্পীকারের রুমে আলোচনা হয়েছিল, বাজেট সেসান যাতে পাঁচফুলি হয়, সে জন্য ডেপুটি স্পীকার চেয়ারে উঠবেন না। এটা অনুসারেই গত বিধানসভা চলেছিল। কিন্তু এবার আর এটা কার্য্যকরী হচ্ছে না। উনি চেয়ারে উঠেছেন। কাজেই আমার অনুরোধ থাকবে, আপনি নেমে এসে কোন চেয়ারম্যানকে আসনে বসার সুযোগ দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি জানি না, সে সময় আপনাদের মধ্যে কি সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এখন আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি বক্তব্য রাখুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— আমি যেমন আপনাকে অবমাননা করতে পারি না, তেমনি আবার তাদের অবমাননা করতে পারি না। কাজেই আপনিই বলুন, আমি কি করব ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি বলব, হাউস যথাযথ ভাবে চলতে দিন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন সে সময়ে এই ধরনের কিছু ডিসকাশন হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই। তবে, সে সময় মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের রুমে একটি আলোচনা হয়ে সমঝোতায় আসা হয়েছিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের মামলা আছে বলে উনি চেয়ারে বসতে পারবেন এটা হওয়া উচিত নয়। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব, হাউসকে চালাতে দিন।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— প্রশ্ন তো আবার একই জায়গায় এসে গেল। হাউস চালাতে গেলে আমরা কাকে অ্যাড্রেস করব ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— চেয়ারকে অ্যাড্রেস করুন। রতনবাবু আপনি বলুন। আর আপনি না বললে মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বক্তব্য রাখতে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে ডাকতে হলে, আমাকে যে ডেকেছেন সেটা আগে বাতিল করে দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনাকে তো বলার কথা বলেছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি দুঃখ পেলেও আমাকে বলতে হচ্ছে আসনকে উল্লেখ করে। কারণ, আপনার বিরুদ্ধে স্পেসিফিক খুনের মামলা আছে আপনি নিজে নেমে এসে চেয়ারে কোন চেয়ারম্যানকে বসাতে পারতেন। কিন্তু তা না করায় আপনি হাউসকে অবমাননা করেছেন। যাই হউক এখানে আমি আলোচনা করছি মাননীয় শাসক দলীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয় এখানে একটি বে-সরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। মানিক বাবু ছাত্র আমল থেকে রাজনীতি করেছেন। কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত। বিচক্ষণ লোক, পোঁড় খাওয়া রাজনীতিজ্ঞ। বর্তমানে তিনি বিধায়ক। উনি এমন একটি প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন যা হাস্যকর। আমার মনে হয়, উনার মুখ দিয়ে অন্য কেহ কথাটা বলাচ্ছে। স্যার, কর্মচারীদের সাথে রাজ্য সরকার বঞ্চনা করছেন এটা সবাই জানতে পেরেছেন বলে কায়দা করে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ের উপর দায় চাপিয়ে দিয়ে কর্মচারীদের বঞ্চনা যাতে আরো বাড়ানো যায় সে চেষ্টা করছেন। এই কারণে, মানিক বাবুর আনা বে-সরকারী প্রস্তাবটি সমর্থন করতে পারছিনা। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আজকে এখানে বাজেট ভাষণ রেখেছেন। উনার ভাষণে কোথাও অর্থের অপ্রতুলতার কথা একবারও বলেন নি এবং মানিক বাবুও উনার ভাষণে রাজ্যে যে অর্থের অপ্রতুলতা চলছে তার স্বাপেক্ষে কোন তথ্য প্রমানাদি তুলে ধরতে পারেননি। কাজেই রাজ্যে অর্থের অপ্রতুলতা আছে কিনা তার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি একটি শ্বেত পত্র প্রকাশ করার জন্য।

কারণ বর্তমান অর্থ বছরের আর মাত্র ১১ দিন বাকী আছে। রাজ্যের কোন দপ্তরের অর্থের অসংকুলানে কোন উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। তা তো দেখি না? অর্থের অভাবে তো এক টাকাও ওভার ড্রাফট নেওয়া হয়নি। কাজেই অর্থের অসংকুলান আপনারা কোথায় দেখলেন? মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, কর্মচারীদের নয়া বেতনক্রমের টাকা কোথা থেকে আসবে সে কথা বেতন কমিশন বলে দিয়েছে। পে-কমিশনের সুপারিশের ৩৬ নং পাতায় নয়া বেতনক্রমের টাকা কোথা থেকে আসবে, কি ভাবে আসবে সেটা বলে দিয়েছে।

কাদের কাছ থেকে টাকা আসবে সে কথা কিন্তু বলা হয়নি। পে-কমিশনের টার্মস এ্যাণ্ড রেফারেন্সে উল্লেখ রয়েছে রাজ্য সরকারের অর্থ থেকে কি ভাবে কর্মচারীদের বেতন ক্রম বৃদ্ধি করা যায়। রাজ্য সরকারের অর্থ সংকুলানের মধ্যেই তাদের নয়া বেতনক্রমের প্রস্তাব করা হয়েছে। সেখানে কিন্তু একবারও কেন্দ্রের কথা বলা হয়নি। সেই মোতাবেক বেতন কমিশনের সুপারিশে লেখা রয়েছে কি ভাবে অর্থ আসবে। সব টাকা তো কেন্দ্রীয় সরকার দেন না। আজকে প্রশ্নোত্তর কালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে রাজ্যের ৮৫-৯০ ভাগ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেয়। কাজেই কেন্দ্র সরকার টাকা দেয় না এটাতো ঠিক না, টাকাতো দিচ্ছে। রাজ্য সরকার কাজ করছেন না। কেন্দ্রের টাকাই সব হচ্ছে। বর্তমান অর্থ বছরে নন-প্ল্যানে যে ২০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল সে টাকা কোথায় গেল ? লুঠপাটের জন্য টাকাগুলি রয়েছে। আপনারা চেষ্টা করছেন উন্নয়নের নামে টাকা লুঠপাট কি করে করা যায়। আপনাদের জন্য টাকা বাতাসে উড়ছে। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য তাদের কল্যানের জন্য কোন টাকা খরচ এই সরকার করছেন না। তাই মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, রাজ্যের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার কয়েকটি বিষয় জানার রয়েছে। আশা করছি উনি সেগুলি নোট করবেন এবং হাউসে প্রতিটি পয়েন্টের উপর উত্তর প্রদান করবেন। প্রথম হচ্ছে— গত ২০.১.৯৯ ইং তারিখে আপনি প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধান সভায় ঘোষণা করেছিলেন যে ১.২,৯৯ ইং তারিখ থেকে কর্মচারীরা বর্দ্ধিত হারে নগদে বেতন পাবেন। এ ব্যাপারে যাতে কেউ বিভ্রান্ত না হন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই পবিত্র বিধান সভায় আশ্বাস দেওয়া সত্বেও আপনি কেন কর্মচারীদের ১.২.৯৯ ইং তারিখ থেকে নতুন হারে বেতন দিলেন না আর এস, পি. রুলস প্রকাশিত না করে কর্মচারী এবং হাউসকে কেন বিভ্রান্ত করলেন ? এটা কি সভার স্বাধিকার ভঙ্গ হলো না, বিধান সভাকে অবমাননা করা হলো না।

দ্বিতীয়তঃ, আপনি বলেছেন দেশের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বেতনক্রম ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য চালু করা হয়েছে, তাহলে আপনি কি জানাবেন কেন ৫০০০-১০৩০০ বেতন ক্রমের কর্মচারীদের ইনক্রিমেন্টের হার কেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে যথেষ্ট কম ?

কেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ যে সমস্ত রাজ্যে নয়া বেতনক্রম চালু হয়েছে সেই সমস্ত রাজ্যের মত এখানেও কেন রাজ্যের কর্মচারীদের এরিয়ার্স-এর টাকা চুকিয়ে দেওয়া হয়নি। ত্রিপুরা সরকার কর্মচারীদের ইচ্ছাকেই বঞ্চনা করেই দেয়নি।

তৃতীয়তঃ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত অধিবেশনে স্বীকার করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নয়া বেতনক্রম চালু করার জন্য টাকা পাওয়া গিয়েছে। যদিও তিনি কথাটা অস্পষ্ট ভাবে বলেছিলেন এবং মাননীয় বিরোধী দলনেতা সেটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন তখন আপনি চুপচাপ

বসে ছিলেন। কেন স্পেসিফিক উত্তর দিতে পারেন নি? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে কেন কর্মচারীদের ভাতা প্রদান করা হচ্ছে না। কেন আরক্ষা কর্মচারীদের রেশন মানি বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে ২৬০ টাকা চালু আছে, কেন্দ্রীয় হারে ৩৮০ টাকা চালু করা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে কি বলবেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের আরক্ষা কর্মীরা বেশী খায় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জোয়ানরা কম খাচ্ছে?

কেন কর্মচারীদের স্কুটার এডভান্সের টাকা ১৩ হাজার করে দেওয়া হচ্ছে, কেন তাদের ৩৮ হাজার টাকা স্কুটার এডভান্স দেওয়া হচ্ছে না কারণ ৩৮ হাজার টাকার কমে কোন স্কুটার পাওয়া যায় না। এটা বৃদ্ধি করার কোন প্রস্তাব দেওয়া হল না কেন? রাজ্য সরকারের ঘোষণা থাকা সত্বেও রাজ্যের ২২,৫৬৪ (বাইশ হাজার পাঁচ শত চৌষট্টি জন) অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদেরকে বর্ধিত হারে পেনশন চালু করার কথা থাকলেও এখনও এই ব্যাপারে কোন রুলস্ বা অর্ডার বা বিজ্ঞপ্তি জারী কিছুই হয়নি। এই ব্যাপারে কোন গেজেট নোটিফিকেশান নেই, কেন তাদের প্রতি এই বঞ্চনা? তাদের মহার্ঘ ভাতা নিয়ে বারংবার কোর্ট কাছারী ইত্যাদি করানো হচ্ছে এবং সেখানে রাজ্য সরকার বার বার পরাস্ত হচ্ছেন, এই জন্যই কি তাদের প্রতি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বাদল বাবুর এত রাগ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতনবাবু শেষ করুন। সময়তো খুব কম।

শ্রীরতনলাল নাথ— :— এটা ঠিক হচ্ছে না কারন পেনশনার্স'দের অবদান কেউ ভুলতে পারবে না অতীতের কর্মযজ্ঞের। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি সুনির্দিষ্ট ভাবে এবং পয়েন্ট ওয়াইজ বক্তব্য রাখবেন এটা আমি আশা রাখি। সাথে সাথে মাননীয় সদস্য মানিক বাবুর প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে আপনি যে প্রস্তাব এনেছেন এটা প্রত্যাহার করুন এবং কেন্দ্রের দেওয়া ১১৬ কোটি টাকা এটা উনি জানেন, দেয়নি কেন। সেই টাকা কর্মচারীদের জন্য প্রপারলি ডিষ্ট্রিবিউশান হয়নি কেন এই ব্যাপারে আগামী শুক্রবার যে প্রাইভেট মেম্বার রিজলিউশান ডে আছে সে দিন আপনি কৈফিয়ত চান, আমরাও আপনার সাথে সাথে সহযোগীতা করব। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা। আপনি ৮ মিনিট বলবেন কারণ সময় খুব কম তবুও দুই মিনিট বাড়িয়ে দিয়েছি।

শ্রীজওহর সাহা :— এটা সত্যিই দুঃখ-জনক আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন চেয়ারের সম্মান তো দিতে হয়। চেয়ারকে অনার করে বলছি মাননীয় সদস্য ত্রৈভারী বেঞ্চ থেকে মানিক বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান যার মূল বিষয়বস্তু হলো

রাজ্যে সরকার শিক্ষক এবং কর্মচারীদের বেতন ভাতা চতুর্থ পে-কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করতে গিয়ে অতিরিক্ত যে টাকা লাগবে সেটা কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করার জন্য। আসলে আমি যতটুকু বুঝি বা যতটুকু জানি যে মানিক বাবুকে বাধ্য করা হয়েছে এই প্রস্তাবটা আনার জন্য এবং মানসিক দিক থেকে উনি এটা জানেন এবং মনের দিক থেকেও উনি এটা জানেন। এটা আনা এই রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের প্রতি একটা চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং এটা নিজে উনি ভাল ভাবে উপলব্ধি করেন কিন্তু আনতে উনাকে রুলিং দেওয়া হয়েছে সম্ভবতঃ এই কারনেই এনেছেন। অনারেবল চেয়ার, আমি এইটুকু বলব যে নির্দিষ্ট একটা সময়ে প্রত্যেক রাজ্যে কর্মচারীদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া কিংবা সমস্যা থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে পে-কমিশন গঠন করা হয়, এটা নিয়ম।

এটা আমাদের রাজ্যে জোট সরকার যখন ছিল তার আগে আপনাদের তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার এর সময়ে পে-কমিশন গঠন করেছিলেন এবং আমাদের জোট সরকার আসার পরে সেই পে-কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী করেছে। কিন্তু আমরা-ত তখন একবারও বলিনি যে এই পে-কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করতে গেলে কেন্দ্রের কাছ থেকে আরও অধিক অর্থ বরাদ্দ করতে হবে এবং কেন্দ্র থেকে যদি এই অধিক বরাদ্দের টাকা না পাই তাহলে আমরা কর্মচারীদের পে-কমিশনের সুপারিশকৃত অতিরিক্ত অর্থ সেটা আমরা দিতে পারবনা। বর্তমানে যারা বিধান সভার সদস্য আছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সেই সময়ে। আমার মনে হয় সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের এই রাজ্য একটা ব্যাতিক্রম দৃষ্টান্ত। যারা কর্মচারীদের সুখের কথা, দুঃখের কথা,ব্যাথার কথা, বঞ্চনার কথা মাঠে ময়দানে বিভিন্ন ভাবে বলতেন, আজকে আর তাদের মুখে সেই কথা নেই। আজকে তাদের বলার মত মুখও নেই, বলার মত তাদের ভাষাও নেই। শুধু একটা কথাই বলছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেনা। কিন্তু কেন্দ্র-ত একটা টাকা দিয়েছিলেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী-ত আছেন এখানে উনি বলেছিলেন গত বিধান সভায় যে, হ্যাঁ আমরা কেন্দ্র থেকে কিছু টাকা পেয়েছি। কিছু দিন সবুর করুন, আলোচনাটা শেষ হোক, আমরা কি পরিমাণ টাকা কেন্দ্র থেকে নিতে পারি দেখি এবং যদি কেন্দ্রের কাছ থেকে একটা সুপারিশ যদি পাই তাহলে আমরা কার্যকরী করব, পে-কমিশনকে আমরা নিশ্চয়ই ডিস-অনার করবনা। এই রাজ্যের শিক্ষক, কর্মচারীরা কিংবা যারা ট্রেজারী বেঞ্চে যারা আছেন কিংবা আমরা যারা বিরোধী বেঞ্চে আছি আমরা সেদিন বিশ্বাস করেছিলাম অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে। কিন্তু আজকে আর, ও, পি নিয়ে কি জালিয়াতিই না হচ্ছে। আমার বন্ধু মানিকবাবু একবারও বললেন না যে আর, ও, পি, নিয়ে এই রাজ্যে জালিয়াতি হচ্ছে, আর, ও, পি, নিয়ে এই রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের ঠকান হচ্ছে। একসময়ে বাংলাদেশে আমরা তখন ছোট ছিলাম সকালবেলা একজন মন্ত্রী, বিকালবেলা আরেকজন মন্ত্রী। সকালবেলা

যিনি মন্ত্রী ছিলেন বিকালবেলা উনার দপ্তর চলে যেত। আমি তখন ক্লাস থ্রি কিংবা ফোরে পড়তাম। আমাদের পরীক্ষায় বলা হয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রীর নাম কি? আমরা তখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমাদের যিনি গার্ড ছিলেন পরীক্ষা হলে যে স্যার, আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর নাম কি? উনি বলেছিলেন আজকে পর্য্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী হলেন নুরুল আমিন। তখন আমরা বলেছিলাম আজকে পর্যান্ত আমাদের পাকিস্থানের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল আমিন। এই ছিল অবস্থা। এখন আমাদের আর, ও, পির অবস্থাটাও সেইরকম। সকালে একটা, পরের দিন আরেকটা নোটিফিকেশন শুনলাম, এই আর, ও, পি নিয়ে সেক্রেটারিয়েট থেকে প্রেস পর্য্যন্ত গাড়ী নিয়ে যাওয়া আসার জন্য হাজার হাজার টাকার পেট্রল খরচ হয়েছে। দিস্তা দিস্তায় কাগজ নষ্ট করে দিয়েছে। একবার বেরিয়েছি, না এটা হবে না ফেলে দাও আবার করা হোক। আমরা যতটুকু জানি কেন্দ্রের কাছ থেকে যে টাকাটা পাওয়া গেছে ১৯৬ কোটি টাকা। এই টাকাটা কোথায় গেল? এই টাকাটা-ও কর্মচারীদের স্বর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপার নিয়ে। এটা পকেট ডেভলাপমেন্ট ফাণ্ডে চলে গেছে। অর্থাৎ পি, ডি, এফ। সরকারী ভাষায় এটাকে বলে পঞ্চায়েত ডেভালাপমেন্ট ফাণ্ড, কিন্তু লোকে বলে পকেট ডেভালাপমেন্ট ফাণ্ড। কাজেই, আমি অনুরোধ রাখব আজকে এখানে মানিক বাবু যে প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশানটি উত্থাপন করেছেন এটাকে প্রত্যাহার করে নিন এই রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে। এই রাজ্যে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে এর মধ্য দিয়েই পে-কমিশনকে কার্যকরী করা যায়। যদিও এই পে-কমিশনের মধ্যে অনেক বৈষম্য আছে, বিশেষ করে যারা নিম্ন শ্রেনীর কর্মচারীরা আছেন তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এটাকে যেমন সংশোধন করা দরকার, পাশাপাশি এই পে-কমিশনের সুপারিশকে পূর্ণভাবে কার্যকরী করার জন্য আমি আবেদন রাখব। এবং শুধুমাত্র কেন্দ্রের উপর দোষ চাপানোর যে প্রবনতা সেটা না করে রাজ্যের যে সীমিত আর্থিকব্যবস্থা রয়েছে এর মধ্যে দিয়ে রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের এই পে-কমিশনের সুপারিশকে কার্য্যকরী করা হোক। এই আশা আমি রাখছি।

পাশাপাশি আরেকটা কথা আমাকে বলতে হচ্ছে-স্পেশিয়েলী রাজ্যের ফার্মাসিষ্টদের ব্যাপারে এখানে ফার্মাসিষ্ট মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নেই রাজ্যের সবগুলি হাসপাতালের নতুন নামকরন করে সেগুলিকে কেশবানন্দ হাসপাতাল রাখা হচ্ছে। আগরতলায় যে জি, বি, হাসপাতাল রয়েছে সে হাসপাতালের নাম জনগণ রেখেছেন কেশবানন্দ হাসপাতাল। ঠিক তেমনি আই, জি, এম হাসপাতালের নাম রাখা হচ্ছে কেশবানন্দ হাসপাতাল ব্র্যাকেটে মহিলা। স্যার, অনেক জায়গায় যে ডিস্‌প্যানসারীগুলি রয়েছে সেগুলির বেশীর ভাগই চালাচ্ছেন ফার্মাসিষ্টরা। এই আগরতলা শহরে ৬ (ছয়) টি ডিস্‌পেন্‌সারী আছে তার মধ্যে চারটিই চালাচ্ছেন ফার্মাসিষ্ট

দিয়ে। সাউথ ত্রিপুরার মধ্যে চারটি ডিসপেনসারী রয়েছে সেখানে রিসেন্টলী ডাক্তার দেওয়া হয়েছে কিন্তু ঋষ্যমুখ এবং শিলাছড়ি ডিসপেনসারীগুলি এখনো চালাচ্ছেন এই ফার্মাসিষ্টরা। আরো দুঃখজনক ঘটনা যে এই ফার্মাসিষ্টদের মধ্যে একজন শংকর সাহা নামে একজন ফার্মাসিষ্ট তিনি রাজ্যের ফার্মাসিষ্টদের যে নিম্নতর স্কেল দেওয়া হয়েছে তার প্রতিবাদে চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ এই চাকুরীর জন্য বেকার যুবকরা কিভাবে ঘোরছেন। কাজেই, এই যে বৈষম্য যেগুলি এই পে-কমিশনে রয়েছে সেগুলিকে দূর করার জন্য রাজ্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিক্ এই ভাবে প্রস্তাবটি এলে নিশ্চয়ই আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারতাম। কাজেই, রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের বঞ্চিত না করার জন্য আমি আবেদন রাখছি এবং তাদের বিপদের মধ্যে ফেলে দেওয়ার জন্য যে চক্রান্ত এখানে হচ্ছে আমি তার তীব্র বিরোধিতা করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেটা অত্যন্ত বাস্তব সম্মত। রাজ্যের যে আর্থিক কাঠামো তাতে এ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে অনেক কথা বলার চেষ্টা করেছেন। আমি প্রথমে বলব, সারা দেশের মধ্যে কোথায় কি হয়েছে সেটা তারা নিশ্চই জানেন। রাজস্থান একটা রাজ্য যেখানে উনাদেরই দলের সরকার রয়েছে। সেই রাজস্থানের রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রী (সারা দেশের রাজ্য সরকার অর্থমন্ত্রীদের চিঠি আমার কাছে রয়েছে) আমাকে জানিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চম বেতন কমিশন চালু করার পর আমাদের রাজ্যের মত অবস্থা তাদেরও হয়েছে। এবং তিনি বলেছেন যে, এই ইস্যু নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হবে; কারণ এটা এই পঞ্চম বেতন কমিশন শুধুমাত্র রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই, মাননীয় সদস্যরা এটা খুব ভাল করেই জানেন যে, এখনো দুই চারটা রাজ্যে কংগ্রেসী সরকার রয়েছে। কয়েকদিন আগে। মুখ্যমন্ত্রীদের একটা মিটিং হলো সেখানে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদেরই একই বক্তব্য যে কেন্দ্রীয় সরকার সহযোগিতা না করলে এই পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন দেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়।

প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এই ব্যাপারে এক মত। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, যে আমরা একটি কমিটি করে দেব। সেই মিটিং-এ রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন। তারাও একই কথা বলেছেন। তারা আগামীকালই মিটিং-এ বসছেন। বলুনতো নয়া বেতনক্রম দেশের কয়টি রাজ্যে কার্যকর হচ্ছে? আসামে দেখছেনতো কর্মচারীরা কাজ করেও সেখানে বেতন পাচ্ছেন না। বেতন কমিশনের খোঁজ নেই বললেই চলে। বিহারে কর্মচারীরা বেতন কমিশনের

ব্যাপারে লাগাতর ধর্মঘট করলেন। বিভিন্ন রাজ্যে এই অবস্থা। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি না করার ফলে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন। ফলে সেখানে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। চাকুরী করেও অনেক রাজ্যেই কর্মচারীরা ঠিক সময়ে বেতন পাচ্ছে না।

সেদিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার দায়িত্ব নিয়ে এবং অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য নয়া বেতনক্রম চালু করতে সমর্থন হয়েছেন। এটা আমরা গর্ব করতে পারি।

আমি আগেই বলেছি যে, কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য প্রি-রিভাইজড্ স্কেলে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার দরকার হত। এখন নয়া বেতনক্রম এখানে চালু করার ফলে আরোও অতিরিক্ত ২৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন এখানে। এই টাকাটা আসবে কোথা থেকে? কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে যে টাকাটা অতিরিক্ত লাগছে সেটা যদি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে না পাই তাহলে সেই টাকাটার যোগান আমাদের কে দেবে? প্লেনিং কমিশনের রিপোর্ট তা প্রতি পাঁচ বছর পর পর পাওয়া যায়। এবং সেটার জন্য আমাদের ২০০০ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাহলে অতিরিক্ত টাকাটা আসবে কোথা থেকে? সেই জন্য আমাদের অন্য দিকে হাত দিতে হচ্ছে। এখানে লুকোবার মত কিছু নেই। আমরা এর আগেও বিধানসভাতে বলেছি যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এবার কিছুটা বেশী টাকা পেয়েছি এবং এটাও বলেছি যে এই টাকাটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় অনেকটাই বেশী পেয়েছি। কিন্তু বর্ধিত টাকাটা কি কর্মচারীদের নয়া বেতনক্রম চালু করার জন্য দেওয়া হয়েছে? এই রকম কিছু বলে টাকা আসে নাই। রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনৈতিক চিত্রটি মূল্যায়ন করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কিছু অতিরিক্ত টাকা আমরা পেয়েছি। অস্বীকার করার তো কিছুই নেই। সবটা টাকা দিয়ে আমরা কর্মচারীদের বেতন দিয়ে দিতে পারি না। রাজ্যের অন্যান্য খাতেও অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। এবং সেই লক্ষ্যেও আমরা খরচ করছি। সেই খরচ রাজ্যের স্বার্থে এবং রাজ্যের জনগনের সার্বিক কল্যাণে সেই অর্থ ব্যয় হচ্ছে।

মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ এই বেতন কমিশনের ব্যাপার নিয়ে অনেক কিছুই উল্লেখ করলেন। পঞ্চম বেতন কমিশনের রিপোর্ট যা সেণ্ট্রাল গভঃ-এর কর্মচারীদের জন্য চালু করা হয়েছে, তাতে কমিশনের সুপারিশ কি ছিল? ছোট স্তরের কর্মচারীদের বেতনক্রম কমিয়ে দাও এবং উচ্চস্তরের কর্মচারীদের আরোও বেতন বৃদ্ধি করে দাও। এটা ছিল আই, এম, এফের নির্দেশ। কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চম বেতন কমিশন

সেই অনুসারে তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে এবং কর্মচারী যারা নীচু স্তরে কাজ করে তাদের ছাঁটাই করার প্রস্তাব দেওয়ার পাশাপাশি নতুন করে যাতে রিক্রুটমেন্ট বন্ধ থাকে সেটাও কমিশন তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছে। ত্রিপুরা রাজ্য সেটা হতে দেওয়া হয়নি এবং হয়নি বলেই এখানের কর্মচারী যারা চতুর্থ শ্রেণীর গ্রুপে রয়েছেন তাদের ব্যাপারে আমরা উন্নতক্রমের বেতনক্রম সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছি।

কর্মচারী যারা আছে এখন তাদের ছাঁটাইর ব্যবস্থা কর, নতুন নিয়োগ বন্ধ কর এই হচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক বা আই, এম, এফের নির্দেশ। পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ তারাতো এগুলির কথাই বলছে। এই রকম যখন একটা বাধা প্রতিবন্ধকতা চলছে আমরা সেই জায়গার মধ্যে এই যে কেন্দ্রীয় সরকার তার বেতন কমিশন এর সুপারিশ কার্যকর করতে গিয়ে এই নিচু তলার কর্মচারীদের আরও বেশী বেতন কমিয়ে দাও আর উপরে যারা আছে তাদের আরও বেতন বাড়িয়ে দাও। প্রথমত: এই বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করতে গিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের যে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, সেটা আমরা আমাদের পে-কমিশনের সুপারিশের মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এটা আমরা বলতে পারি যে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে বিশেষ করে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর জন্য উন্নত বেতন কাঠামো আমরা চালু করেছি। এবং অধিকাংশ স্কেল তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আমরা বলব গত বিধানসভায় আপনাদের কাছে আমি সার্কুলেট করেছি যে, কেন্দ্রের যে স্কেলটা আছে মিড পয়েন্ট বলতে যেটা বুঝায়, দুটো স্কেলের মাঝখানে যে মিড পয়েন্ট, অধিকাংশ স্কেল হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার-এর কর্মচারীদের থেকে বেশী। মিড পয়েন্ট বেশী হওয়ার মানে হচ্ছে আমরা স্কেলটা তাদের তুলনায় বেশী দিয়েছি। এটা না বোঝার কোন কারণ নেই। এটার জন্য অর্থনীতিবিদ হতে হবে, ডিগ্রীধারী হতে হবে, এমন কোন কথা না। আপনারা তুলনা করে দেখুন আমি গত বিধানসভা অধিবেশনে আপনাদের সবার কাছে সার্কুলেট করেছি। আমরা বলেছি চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি এই যে কেরিয়ার এ্যাডভান্সমেন্ট তার প্রমোশনের ব্যবস্থা আমরা তিনটা কেরিয়ার এ্যাডভান্সমেন্ট তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য করেছি। গ্রুপ সিতে যারা আছেন তাদের জন্য দুটো আর দ্বিতীয় শ্রেণী এবং প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী যারা আছেন তাদের জন্য একটি কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলুনতো এই যে তিনটা আমরা দিলাম চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর জন্য সেটা ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে আছে, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া? এই তিনটা কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট আমরা যেগুলি এখানে দিয়েছি সুযোগগুলি এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই সুযোগ হচ্ছে অত্যন্ত সীমিত এবং অত্যন্ত জটিল। কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট শিক্ষকদের ব্যাপারে উঠেছিল। কেউ কেউ বলছেন কেন্দ্রে স্কেল আরও বেশী।

আমিতো আগের বিধানসভার অধিবেশনে বলেছি, আমরা সমস্ত শিক্ষক কর্মচারীদের কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট দিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষকদের ক্ষেত্রে দিচ্ছেন কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট ১০ শতাংশ এবং সেই কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্টের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য শিক্ষকদের পরীক্ষায় বসতে হয়, কমপিটিশন পরীক্ষায় এপিয়ার করতে হয়। চাকুরীর এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত হতে হবে, বি, এড পাশ হতে হবে, তা নাহলে সে চাকুরীতে ঢুকতে পারে না। এই সমস্ত বিষয়গুলি অতিক্রম করে তাকে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের যে স্কেল যে সমস্ত আছে সেগুলির সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। আমরা গত বিধানসভায় যখন আলোচনা করেছি সেই ক্ষেত্রেও আমরা বলার চেষ্টা করছি যে, এই জায়গার মধ্যে আমরা এতটুকু করেছি। এই ক্ষেত্রে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য আমরা আমাদের পে কমিশনের জন্য আমরা বলেছি ভারতবর্ষের যেকোন রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় যতগুলি ভাল স্কেল আছে তার মধ্যে আমাদের হচ্ছে অন্যতম। শ্রেষ্ঠ স্কেল আমি বলছি, আমরা বলছি ভাল স্কেল বলতে যে কথা বোঝায় আমি সেই কথাই বলছি। সব ক্ষেত্রে আমরা পারি না। বাকি অন্যান্য রাজ্যের প্রায় অধিকাংশ স্কেল যেসমস্ত আছে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে আমরা তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার থেকে ভাল স্কেল বলতে যা বোঝায় তার থেকে অন্যতম মানে যেটা ভাল স্কেল আমরা এখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি এইসমস্ত বাধা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— আপনি বলুন পয়েন্ট অব্ অর্ডার।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় অর্থমন্ত্রী বার বার বলেছেন উনার পে-স্কেল খুব ভাল। আমি ভাল বললে কি হবে, রাজ্যের এতগুলি কর্মচারী সংগঠন রয়েছে ইভেন শাসক দলীয় সংগঠন, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারী সংগঠন তারাতো বলছে না। বরং প্রাক্তন সাংসদ অজয়বাবু উনাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলেছেন।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয়না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমরা স্যার, এই বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করতে গিয়ে যেগুলি আমরা করেছি এই যে স্টেগনেশন ইনক্রিমেন্ট যেটা আমাদের রাজ্যে কখনও ছিলনা। আমরা অন্তত: এডুকেশনে দুটো স্টেগনেশন ইনক্রিমেন্ট আমরা দিয়েছি। ট্রেনিং ইনসেনটিভ দিলে একটা অ্যাডভান্স ইনক্রিমেন্ট মানে ট্রেনিং পাশ করলে পরে সেটাও আমরা চালু করেছি এটা ছিল না। রতনবাবু একটু জেনে রাখুন। এল, টি, সি, কি ছিল?

আমরা এখন দুটো এল, টি, সি, চালু করেছি। মোট সার্ভিস লাইফের মধ্যে দুটো এল, টি, সি দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করেছি। শুধু এই জায়গার মধ্যেই না হোমগার্ড থেকে আরম্ভ করে ডি, আর, ডাব্লিউ, মাষ্টার রুল তাদের প্রত্যেকেরই যে ওয়েজ সেই ওয়েজ আমরা বৃদ্ধি ঘটিয়েছি। এখন স্থির বেতনে-শিক্ষক কর্মচারী যারা আছেন তারা কিন্তু রেগুলার নিয়োগ পত্র পেয়েছিলেন কিন্তু ফিক্সড পেতে ছিলেন। আমরা তাদের সেই জায়গার মধ্যে রেগুলার স্কেল চালু করার সিদ্ধান্ত আমরা ইতিমধ্যে নিয়েছি এবং ১, ৪, ১৯৯৯ ইং থেকে করা হবে।

সুতরাং এই পে-কমিশন চালু করতে গিয়ে সে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি আমরা করেছি এবং আমরা বলেছি কোন অবস্থাতেই আমরা পেছনে নেই। এনামিলির ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা কিছু প্রশ্ন এসেছে। আমরা সেই জায়গায় বলেছি যে, সব এনামেলি দূর করা সম্ভব হয়নি। ১৭০ টা পদের উপর এনামেলি দূর করার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি এবং কার্যকরীও আমরা করেছি। তার পরেও আরো কিছু এনামেলি রয়েছে এই গুলিও আমরা পরে দেখব। এনামেলি নেই কখনোতো সরকার একবারও বলেনি এবং অর্থ দপ্তর এই কথা বলেনি। সেই গুলি আমরা পর্যায়ক্রমে দূর করব যে সমস্ত এনামেলি আমাদের কাছে এলরেডি চিহ্নিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত এখানে যেটা বলা হচ্ছে পেনশনারদের ক্ষেত্রে, সেই জায়গাতেও আমি পরিষ্কার বলেছি যেখানে আগে ন্যূনতম পেনশান ছিল ৬৫০ টাকা আমরা আর ন্যূনতম পেনশান করেছি ১৩০০ টাকা। পেনশনারদের ক্ষেত্রে কেস লিভ যেটা ছিল এনকেসমেন্ট, এটা আগে ছিল ২৪০ দিন। আমরা এটাকে বাড়িয়ে করেছি ৩০০ দিন। গ্রাচুয়েটি যেখানে আগে ছিল ১ লক্ষ টাকা, সেটাকে এবার আমরা বাড়িয়ে করেছি ২ লক্ষ টাকা। আমাদের আর, ও, পি, যেটা বের হয়েছে সেটাতে পরিষ্কার ভাবে পেনশনারদের ক্ষেত্রে নির্দেশ আছে। সারকুলারদের জন্য সারকুলার ও বেরিয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত কি হবে তারা কি পাবে, সে তো পে-কমিশনের সুপারিশ যখন ঘোষণা করেছি তার মধ্যে বলে দিয়েছি। সুতরাং পেনশনারদের ক্ষেত্রে যদি বলেন তা হলে আগের থেকে অনেক অনেক বেশী সুযোগ আমরা দিয়েছি। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে তো আপনারা দেখেছেন স্যার, গত পরশু দিনের মন্ত্রী সভায় সিদ্ধান্ত করে আমরা বলেছি যে আমরা ইউ, জি, সি, স্কেল এখানে চালু করব। এখানে যারা পি, এইচ, ইউ, বা গ্রেণ্ড ইন্ এইড্ এর মধ্যে যে সমস্ত সংস্থাগুলি আছে তাদের নানা রকম আর্থিক সমস্যা এবং জটিলতা আছে। এই ব্যাপারে আমরা একটা কমিটি গঠন করে দিয়েছি। এবং সেই কমিটি তাদের রিপোর্ট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেশ করবে। এবং আমি আশা করছি সেই কমিটি তাদের রিপোর্ট আগামী ২/৩ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে পেশ করবে। এবং সেই রিপোর্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহন করব। এবং

ইতিমধ্যে সরকার সমস্ত রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আরক্ষা কর্মীদের সম্পর্কে রতনবাবু এখানে বলেছেন। হঠাৎ করে রতনবাবুর তাদের জন্য চোখের জল আসছে। রতনবাবু তো ভাল করেই জানেন যে সমীরবাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন এই আরক্ষা কর্মীরাই তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছিল এবং লাগাতর ধর্মঘট-এ গিয়েছিল। আমরা আমাদের দিক থেকে যতটুকু সম্ভব আমরা সেখানে সুযোগ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছি। এলাউন্স-এর ক্ষেত্রে তো আমরা পরিস্কার বলেছি এখন যারা যে এলাউন্স পাচ্ছেন সেটাই থাকবে। সেটাই তারা পাবেন। এবং এলাউন্স তো আমাদের কম বেশী বৃদ্ধি করতে হবে। কোন এলাউন্স সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আমরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করিনি। সুতরাং এলাউন্স আমরা কিছু বাড়াব কি বাড়াবনা সেই ব্যাপারে তো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সেটা তো গোপন রাখা হচ্ছেনা। সেই এলাউন্সগুলি কোনটা কত বাড়ানো যেতে পারে সেইগুলি সম্পর্কেও সরকার সেখানে সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এলাউন্স তো আপনারা কোন দপ্তরে বাড়াননি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** আমরা তো বলেছি যে সেগুলি আমরা করিনি। অধিকাংশ এলাউন্স বাড়ী ভাড়া থেকে মেডিক্যাল এলাউন্স, সি, এ, কর্মচারীদের রেশন ভাতা সেইগুলির ক্ষেত্রে আমরা কোন রকম সিদ্ধান্ত নেইনি। এবং এখন যা আছে সেটাই চালু আছে। এখানে গোপনীয়তার কোন কিছু নেই। আমাদের যে প্রেস রিলিজ সেটাতেও উল্লেখ করেছি। তার জন্য আমাদের বৎসরে ২৪০ কোটি টাকার দরকার হবে। মাসে প্রায় ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হচ্ছে। সেই টাকার সংস্থানটা কোথা থেকে কি ভাবে করতে পারি, আর্থিক অবস্থার এই জটিলতা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি প্লেনিং কমিশনের সঙ্গে আলোচনার পর, এবারকার প্লেনিং কমিশন থেকে আমরা কি পাব। ন্যাশানেল ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিল এর মধ্যে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন না কোন ভাবে সেই সাহায্য হিসাবেই হোক বা সফট লোন হিসাবেই হোক যে ভাবেই হোক আর্থিক কিছু সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে বাকী যে গুলি সম্পর্কে এখনো সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়নি সেইগুলি সম্পর্কে আমরা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারব। আমি হাউজকে এটা বলব রাজ্যের ৭৮ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। আমাদের তাদের প্রতি দায়-বদ্ধতা আছে। সরকার কোন অবস্থার মধ্য থেকে তাদের দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করতে পারেনা।

আমরা যেমন আমাদের কর্মচারী শিক্ষক অন্যান্য স্তরে আছেন তারা তাদের সম্পর্কে যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহন করছে, এদের সম্পর্কে সরকারের দায়বদ্ধতা আছে অত্যন্ত পক্ষে তারা

ক্ষুধার হাত থেকে, দারিদ্রতার হাত থেকে, এবং তাদের জন্য স্বাস্থ্য উন্নত কর্মসূচী এই সমস্ত চালু রাখার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বাজেট পেশের মধ্যে চেষ্টা করছি। এটা চালু রাখার জন্য আমরা সেদিক থেকে বলব মাননীয় সদস্য মানিক দে যে প্রস্তাবটা এনেছেন এটা অত্যন্ত বাস্তব সম্মত এবং এটা আমরা বলছি শুধু এই লড়াই বামফ্রন্ট সরকারের আছে বলে করছি না। রাজস্থান বলেন মধ্যপ্রদেশ বলেন এছাড়া কংগ্রেস সরকার ও আছেন আজকে তারাও প্রচণ্ড বেকায়দায়। বেতন কমিশন এর সুপারিশ অনেক রাজ্যে এখনও কার্যকরি করতে পারেনি। সারা দেশ ব্যাপী সবাই মিলে চাপটা কেন্দ্রীয় সরকার সৃষ্টি করছেন। সেই খবরের সঙ্গে নিশ্চয় আপনে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ থেকে বাইরে থাকবেন না। ত্রিপুরার বিধানসভায় যে প্রস্তাবটি এখন আসছে সেই প্রস্তাবটি মাননীয় বিরোধী সদস্যরা সর্ব সম্মত ভাবে গ্রহন করবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা আমাদের প্রস্তাবটি পাঠাব।

মাননীয় সদস্য আর, ও, পি. সম্পর্কে প্রচণ্ড উৎসাহ দেখাচ্ছেন। আমি বলেছি, ভয় পাওয়ার কোন কারণ নাই কারণ আর, ও, পি-তে এমন কোন জিনিস নাই যে এটাতে গীতা, ভগবৎ বা কুরাণ যে যার কোন কিছু পরিবর্তন হয় না। আমরা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিছু ত্রুটি ধরা পড়ছে। সংশোধন করা হচ্ছে আলাপ আলোচনা হবে আবার যদি এই রকম কোন ত্রুটি থাকে কর্মচারী ক্ষেত্রে নিশ্চই সংশোধন করা যাবে। এটা এমন কিছু না যে এটা পরিবর্তন করা যাবে না সুতরাং এখানে যে ভাবে আসছে আলোচনা আমরা করছি এবং সংশোধন করার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করছি। তারপরে সবাই তো তাদের অধিকার থেকে সুযোগ একদম ছাড়ছেন না। কেউ মনে না করেন তাহলে আদালতে যান, মামলা এবং মোকদ্দমা করতে পারেন। কেউ কাউকে ছাড়েন না। সুতরাং রতনবাবুকে এত চিন্তার কোন কারণ নেই। যে, আর, ও, পি, নিয়ে একটা মারাত্মক কোন কিছু হয়ে যাচ্ছে। এবং এটা নিয়ে আমরা এই ধরনের সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি এই রকম প্রতিকুলতার মধ্যে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাদের সমালোচনা না করলে রাজনৈতিক খুরাক হয় না। যাদের খবরের কাগজ হয় না, তখন তাদের নানা রকমের কথা তুলে শিক্ষক কর্মচারীদের উস্কানী দেওয়ার জন্য মানুষকে উস্কানী দেওয়ার জন্য সেখানে তারা কোন কিছু করতে হয় আমরা অত্যন্ত দুরভাগ্য যে রতনবাবুরা আজকে এই ভূমিকা নিচ্ছেন। তাদের কাছে যে জিনিসটা ছিল অসম্ভব আমরা সেটাকে সম্ভব করেছি আমরা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছি। আজকে সেই জায়গার মধ্যে রতনবাবু এই সব কথা বলছেন আমি সেই জায়গায় অনুরোধ করব মাননীয় বিরোধী সদস্যদের মানিক বাবুর যে প্রস্তাব এনেছেন সবাই সম্মিলিত ভাবে এই রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীর স্বার্থের কথা সব চেয়ে বেশী চিন্তা করছেন আমরা সবাই

মিলিত হয়ে এবং ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাই এবং এই প্রস্তাবকে আপনারা সমর্থন করবেন।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী দে মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজিউলিউশানটি ভোটে দিচ্ছে। রিজিউলিউশানটি হলো :—

রাজ্য সরকারের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য চতুর্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকর করতে রাজ্য সরকারকে যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। রাজ্যের প্রতিকূল আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে সম্যক অতিরিক্ত ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকারের বহন করতে এই বিধানসভা অনুরোধ জানাচ্ছে। অতএব, রিজিলিউশানটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION—Negatived.

দ্বিতীয় যে রিজিলিউশানটি এনেছেন এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা। আমি এখন রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করব উনি যাতে রিজিলিউশানটি সভায় উৎথাপন করেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আমি ত্রিপুরা বিধানসভায় প্রস্তাব করছি যে, রাজ্যের গ্রাম, পাহাড়ে বিশেষত জুমিয়া অধ্যুষিত এলাকায় ব্যাপক অনাহার, অর্ধাহারের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের এলাকায় খাদ্য পীড়িত এলাকা ঘোষণা করে বিনা মূল্যে দ্বি-গুন রেশন চাউল সরবরাহ করা হোক।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার ৫ মি: সময় আছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের একদিকে খুনসন্ত্রাস আরেক দিকে অপহরণ আরেক দিকে ধর্ষন এই সমস্ত প্রতিযোগিতা দিয়েই চলছে খাদ্যাভাব। বিশেষ করে উপজাতি এলাকায় খাদ্যের আকাল গুদাম শুন্য, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা নেই, পানীয় জলের সংকট, অনাহারে মৃত্যু, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর মিছিল চলছে। তার জন্যই এই বিধানসভায় এই প্রস্তাব আনতে হচ্ছে।

স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে এই আগরতলায় বসে মন্ত্রী, বিধায়কগণের কাছে আমার বক্তব্যটা খুবই পরিতাপের বিষয় হবে। কষ্ট লাগবে আবার শুনতে খারাপ লাগবে এবং মনে মনে বলবেন যে, এটা বানানো। স্যার, আমি অনুরোধ করব প্রথমেই যে, একটু কান খোলাসা করে বক্তব্য শুনে এই বিধানসভার শেষে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে, পাহাড় অঞ্চলে গিয়ে বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় একটু ঘুরে বাস্তব চিত্রটা উপলব্ধি করার জন্য।

স্যার, একদিকে যেমন খুন সন্ত্রাস এটার সাথে পাল্লা দিয়ে খুন সন্ত্রাস যখন বৃদ্ধি পেয়েছে উগ্রপন্থী তৎপরতা যখন বেড়ে যায় ঐ সমস্ত এলাকায় প্রশাসনের কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে যায়। ছাওমনু লংতরাই ভেলীর এলাকা, রেশনের দোকান এক কেজি রেশনের জন্য তাকে সেই গোবিন্দবাড়ি, লাক্তিনমনু, তাংকারাই বাড়ি থেকে এসে ৩৫-৪০ কিমি: দূরে ছাওমনুতে এক কেজি চালের জন্য তাদের পায়ে হেঁটে আসতে হয়। স্যার, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও স্বীকার করেছেন পত্রপত্রিকায় দেখেছি গণ্ডাছড়ায় ১৮টি রেশন সপের দোকান দেওয়া হয়েছে। নিশ্চই মাননীয় সদস্য একমত হবেন অন্যরা না হলেও খগেন্দ্র জমাতিয়া একমত হবেন। কারণ উনি মাঝে মধ্যে যান। আরেকজন মন্ত্রী আপনাদের এই বামফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বোধ হয় তথা মন্ত্রী জিতেন্দ্র চৌধুরীকে, উনি প্রতি মাসে এক দুই বার যান, সেই গণ্ডাছড়ায় ডাকবাংলোয় বসে মাঝে মধ্যে সরকারী মিটিং করে চলে আসেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু পায়ে হেঁটে ভেতরে ৩ কিমি: বা আধা কিমি: ভেতরে গেছেন কি না? একবার ও তিনি ভিতরে যান নি। আমি অনুরোধ করব যে মন্ত্রী মহোদয়রা গণ্ডাছড়ায় ডাকবাংলায় বসে সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন না। হ্যাঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার গণ্ডাছড়ায় বসে জনসাধারনের সঙ্গে কথা বলেছেন। এটা উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে উনি বলতে পেরেছেন আমার মনে হয়। ১৮টা রেশন সপ সেই গণ্ডাছড়া থেকে দেওয়া হয়। কিন্তু ভগীরথ পাড়া থেকে যখন ৩৫ কিমি: পায়ে হেঁটে আসবে রেশন নেওয়ার জন্য, তখন রেশন ডিলার বলে সে তো উপজাতি না, অউপজাতি কেউ, কারণ উপজাতিদের এত পয়সা নেই সে রেশন চালাবে, তখন বলেন তোমার রেশন তো সব নেওয়া হয়ে গেছে। স্যার, ৩৫ কিমি: পায়ে হেঁটে রেশন পায় না, কোন কারণে যদিও এক কেজি চালের যোগার করতে এসে তারা খালি হাতে ফিরে যেতে হয়। স্যার, আপনি অবাক হবেন এই দিকে উপজাতি উৎসব চলছে, একদিকে অর্ধাহার, অনাহার আরেকদিকে উৎসব, লাইট, মাইকিং করে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করে নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম থেকে স্পীকারদের এনে উৎসব করানো হয়, উৎসব বিরোধী আমি নই, উৎসব মানুষ কখন করে যখন মনে আনন্দ থাকে তখনই তাকে উৎসব মানায়। এই উৎসব করা মানাবে তখন, যখন তার পেটে ভাত থাকবে, যখন তার ভরন পোষনের সমস্ত কিছু যোগার থাকবে। একদিকে অর্ধাহার অনাহারে মরছে আরেক দিকে উৎসব চলছে। এইদিকে যখন উৎসব হয় তখন সেই ২৭-০১-৯৯ ইং তারিখে জগবন্ধু ভাওসভা গণ্ডাছড়া মহকুমার।

ভিকারুং রিয়াং ৫০ বৎসর সাত আট দিনের অনাহার অর্ধাহারে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নাই সে কোথায় গেছে। দুই দিন পরে দেখা গেল তার পাশের টিলার মধ্যে জঙ্গলের

আলু খুড়তে খুড়তে হাতে খুটা নিয়ে সেখানে তার মৃত দেহ পড়ে রয়েছে, মানুষ প্রথম ধারণা করেছিল যে হয়তো উগ্রপন্থীরা তাকে মেরে ফেলেছে বা বাঘ, ভাল্লুকে খেয়ে ফেলেছে এইটাই সকলের ধারণা ছিল। সেটা আমাদের বাংলায় বলে খাত্রা, আমরা বলি লাঙা, এই লাঙা ভেতরের থাবলং, যেটা ককবরকে থাবলং বলি, বাংলায় বলা হয় জঙ্গলের আলু। এই আলু দুইটা তিনটা সেই লাঙার ভিতরে, আর হাতে আমরা যেটা বলি খনতি। এই খনতি দিয়ে আধা-মাদা কুড়ে সেখানে পড়ে রয়েছে। এটাকে অনাহার মৃত্যু বলব না? এটা অনাহারে মৃত্যু নয়? আর তখন মাননীয় জীতেন্দ্র চৌধুরী চিৎকার দিয়ে সেই উপজাতি বন্ধুদের সুখ সাচ্ছন্দের কথার গান গেয়ে উৎসব করছেন, উপজাতি উৎসব। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় স্যার, বিনা চিকিৎসায় মানুষ মারা যাচ্ছে, বার বার সেই স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে বলেও উপায়ন্তর করতে পারলাম না। রইস্যাবাড়ীতে দুইজন এম, বি, বি, এস ছিলেন এখন কোন নেই, কোন কম্পাউন্ডারও নেই কে ঔষধ দিবে। গোয়ালখালি থেকে হেমলতা ত্রিপুরা ২৭-৭-৯৮ ইং মারা গেছে। পেচাতি ত্রিপুরা ২০ বৎসর বয়স স্বামী নগেন্দ্র ত্রিপুরা গোয়ালখালির সেও মারা গেছে বিনা চিকিৎসায়। রইস্যাবাড়ীতে একটা ঔষধের দোকান আছে, তার লাইসেন্স আছে কিনা জানি না আমার সন্দেহ সে উরামরকে ঔষধ দিয়েছে ঔষধ খাওয়ানোর তিন ঘন্টা পরে এই ৯ মাসের শিশু মারা যায়। এই শিশুটির নাম কমো ত্রিপুরা। ১০-৩-৯৯ ইং তার পরে উমাপ্রসাদ জমাতিয়া বাবার নাম উত্তম দয়াল জমাতিয়া পশ্চিম কোটা ছড়া ২-৩-৯৯ ইং এই মাসে সেও মারা যায়। স্যার, ওখান থেকে একটা রোগী নিয়ে আসতে হলে তার ৩ থেকে ৪ ঘন্টা নৌকায় আসতে হয়। তার নৌকা রিজার্ভ নিতে হলে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায় আনতে হয়। এই দিক দিয়ে যদি আসতে হয় তাহলে তীর্থমুখ দিয়ে আসতে হয়। আর নৌকা যদি না পায় তাকে ৩৫ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে আসতে হয়। ঐ সব দুর্গম অঞ্চলের মানুষের জন্য সরকার কি করছে? রইস্যাবাড়ীর গোডাউনে গত তিন মাস ধরে কোন চাউল নেই। সামনে বর্ষা আসছে তখন তো আরও হাহাকার হবে। গত বছরে অধিক বৃষ্টির ফলে জুমিয়াদের ফসল সময় মত পোকা লাগাতে পারে নাই। নগেন্দ্রবাবু কৃষিমন্ত্রীর আমলে জুমে পোকার ঔষধ দেওয়া হতো। এই সরকারের আমলে তো আমরা দেখি না। সেটা দেওয়াতে ও ফসল উৎপাদন হয় নাই। যেটা আশানুরূপ হয়নি, যার কারণে সাংঘাতিক অভাব এই বার গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় মানুষের শিক্ষা দিক্ষা বন্ধ আর এক দিকে সমস্ত আই, সি, ডি, এস এখানে মন্ত্রীরা বলছে, বাস্তবে গিয়ে দেখা যায় বন্ধ। চিকিৎসা কেন্দ্র বন্ধ, পানীয় জল নেই, জল কোথায় থেকে আনতে হয় তা পত্রিকা খোললে দেখা যায় এক কিলোমিটার দেড় কিলোমিটার সেই আপনার

গোবিন্দবাড়ী সেই আপনার চিনামূলগুরীমা ঐ সমস্ত এলাকার মানুষ কোথাকার জল খাচ্ছে ? শুকা মশুমে জলের অভাব এটা আমি জানি, এটা আমার সরকারের আমলেও ছিল। কিন্তু তার জন্য একটা ব্যবস্থা ছিল। গঙ্গানগরের মত একটা জায়গা সেই আপনার আঠারমুড়ার মত জায়গা সেখানে ট্রাক দিয়ে পানীয় জল সরবরাহ করা হত।

সেই লোনাছড়া, কাকড়াছড়া তাদের কি অবস্থা ? ডিস্ট্রিক কাউন্সিলের ভেতরে ৫২৫টি গাঁও সভা আছে। এখন এই সমস্ত গাঁওসভাগুলির কাজের অভাব, খাদ্যের অভাব এই চলছে। তার জন্যই স্যার চতুর্থ কালীন ব্যবস্থা নিয়ে বিনা মূল্যে রেশন সরবরাহ করা দরকার। কয়েকটি কারণে ট্রাকের পর ট্রাক বোঝাই করে যদি রেশন পৌঁছে দেওয়া হয় ঐ ক্ষমতা কারোর হাতে নেই। এই হল প্রথমত কারণ। দ্বিতীয়ত কারণ হল রেশন কার্ড কারোর হাতে নেই। মহাজনদের কাছে অল্প পয়সায় সমস্ত বন্ধক পরে গেছে হাজারে বিজ্ঞারে রেশন কার্ড। কোন রেশন কার্ড নেই এখন। টিপ দিয়ে এখন তারা রেশন সরবরাহ করে, ক্রয় করে। অতএব এখন যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা নিয়ে এ অবস্থার মোকাবেলা করা দরকার। পানীয় জল সংকট মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া দরকার। ডাক্তারেরা বলেন পানীয় জল থেকে অসুখ বিসুখ হয়। মানুষ তো সব কিছু পায়না, জলটা তো পাওয়া দরকার। চারটা পাইপ দিয়ে টিউবয়েল বসানোর কথা। কিন্তু দেখা যায় চারটার জায়গায় দুইটা দিয়েই শেষ করে দেয়। এটাতে পাম্প দিলে বাতাস আসে কিন্তু জল আসে না। কিছু দিন পর দেখা যায় টিউবয়েলটা হারিয়ে গেছে। তার পরে পাইপটা মাটির নীচে পড়ে যাবে। এই রকম হাজারে হাজারে, টিউবয়েল, সেলোলার টিউবয়েল। তারপরে আগে স্পীম ওয়েল কাচা কুয়ো করানো হত। শুকামরশুমে জলের জন্য কাচা কুয়ো করানো হত। আজকে মিনিষ্টার কি উত্তর দিবেন জানি না। সেখানে কাচা কুয়ো অর্ডার এখনও আসেনি। কখন আসবে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার জন্য কখন যাবে, 'আষাঢ় মাসে'। যখন ঝড় বৃষ্টি হবে তখন কাচা কুয়োর অর্ডার দেবে। আর এই অর্ডারের যত টাকা সব পেটের কুয়োর চলে যাবে। এই হচ্ছে বাস্তব চিত্র। তার জন্য প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব, অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী একদিন এসেছিলেন সফরে। তখনকার উনার মেমোরেণ্ডামের নামের কপি আমার হাতে একটা আছে। উনি মেমোরেণ্ডাম কপির মধ্যে উল্লেখ করেছেন এটা পত্র পত্রিকায়ও পরবর্তী সময়ে বেড়িয়েছে এবং এই পত্রিকার কাগজটি আমার কাছে আছে। উপজাতিদের হাতে অস্ত্র দেখে বিস্মিত নন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু আজকে উনি সত্য কথা বলেছেন। আজকে উগ্রপন্থী বলে একদিকে বলা হচ্ছে। আজকে যদি কেউ পেটের ক্ষুধার যন্ত্রনায় বন্দুক নিয়ে যায় তার অপরাধটা কোথায় ? অস্ত্র হাতে নেওয়ার অপরাধ আছে। এটা বে-আইনী। কিন্তু যখন ক্ষুধার যন্ত্রনায় সরকার থেকে বঞ্চিত হবে, চাকুরী থেকে বঞ্চিত হবে, খাদ্যের থেকে

বঞ্চিত হবে, তার এলাকার শিক্ষা দীক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে, চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হবে, সমস্ত জায়গা থেকে বঞ্চিত হবে তখন দেখবে বিকল্প পথ। দেখবে সে একটা বে-আইনী রাস্তা খুলতে চেষ্টা করছে। একস্ট্রিমিশানের জন্য হয়তো অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে হচ্ছে, কেউ রাজনৈতিক মদতেও হচ্ছে। আবার কোন একটা অংশেও এইভাবে চলে যাচ্ছে। যেতে বাধ্য করছে এই সরকার। তাই স্যার অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয় উচ্ছেদ উপজাতি-দের আরেক দিকে, একদিকে খাদ্যের অভাব। আমরা তীর্থমুখে গিয়েছিলাম একটা এস, টি, কমিটি টোরে। আমাদের চেয়ারম্যান বিধায়ক খগেন্দ্র জমাতিয়াও ছিলেন। সেই এলাকায় উগ্রপনথী আক্রমন হয়েছে চারজন ইঞ্জিনীয়ারকে ধরে নিয়ে গেছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ওরা এখনও ফিরে আসেনি। ওদের মধ্যে একজন ছিলেন রবীন্দ্র দেব বলে। যিনি মারা গেছেন জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার টি, এন, ভির হতে। স্পীকার এই চেয়ারে বসে আজকেও বলেছেন অহরহর দিন এইগুলি চলছে। তাহলে তার জন্য এই প্রজেকটকে রক্ষনা বেক্ষনের সিকিউরিটির নামে আমার উপজাতিরা আবার সেখান থেকে উচ্ছেদ হবে কেন? উচ্ছেদের নোটিশ কেন পাবে? ডম্বুরে কত বিদ্যুতের উৎপাদন হয়। সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়েছে হাজারে হাজারে। প্রায় তের হাজারের মত।

পূর্ণবাসন ৭৫০-এর মধ্যে অনেকে হারিয়ে গেছে আর বাকিরা হাওয়ায় চলছে সেই সাইবেরিয়ার পাখীর মত সময়ে চলে আসে সময়ে উড়ে যায় আর এরই মধ্যে গায়ের মধ্যে নুন লাগানো হচ্ছে। সেই মন্দির-এর গান, সেই গোমতী পাড়া, বালুছড়া, পাথরছড়া তীর্থমুখ, করিছড়ার ২৫০ পরিবার এর উচ্ছেদের চোখের জল, একদিকে খাওয়া নেই আবার সেখান থেকে উচ্ছেদ হতে হবে। তারা কোথায় যাবে বলছে। এই সরকারের ভূমিকা সেখানে কি নিরব। কতবার উচ্ছেদ হতে হবে? ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলা থেকে শুরু করে ধর্মনগর ও সাব্রুম পর্যন্ত এবং ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত জায়গায় উগ্রপন্থী সন্ত্রাস চলছে।

তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষকে উচ্ছেদ করে দিলেই হয়। সেখানে ইঞ্জিনীয়া দের অপহরনের কারনে যদি সেখানকার উপজাতিদের দায়ী করে সেখানে উচ্ছেদ করা হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি-উপজাতি উভয় অংশের মানুষকে উচ্ছেদ করে দিলেই তো পারত। অতএব এটা সুরাহার পথ নয় আমি এখানে দাবি করব এই উচ্ছেদের কাজ বন্ধ করার জন্য। সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই সেখানে আগে প্রবেশ পত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হত এখন সেখানে প্রবেশ পত্র বা পরিচয় পত্র আছে কিনা দেখা হয়না। দেখার প্রয়োজন পড়ে না। যে কেউ গেলে চেক্ করে না। সংরক্ষিত এলাকা বা অঞ্চলের মধ্যে যে আইন বলবৎ আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার এর যে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেটা

সেইভাবে নেওয়া হোক। কিন্তু ওই এলাকার লোকেরা থাকতে পারবে না। এটা তো হতে পারে না। একদিকে ডম্বুরের উচ্ছেদ অন্যদিকে নিরাপত্তার কারণে উপজাতি উচ্ছেদ, এটা কোন ভাবেই মানা যায় না।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময়ের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আমার আরও দুই মিনিট সময় আছে। স্যার, টাকা ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার থেকে আসে কংগ্রেস আমল থেকে আমরা দেখছি ওই টাকাগুলির অপচয় কোন পথে হয়। সেটা কিছু ট্রাইবেলদের নামে কাজ করে আর বাকিগুলি অন্য ক্ষেত্রে চলে যায়। এটা শুধু এই বামফ্রন্ট বা দক্ষিণ পনথীদের আমলেই নয় দেখেছি একটা ডাকবাংলা ত্রিপুরার কোনে। কত জন সেই ডাকবাংলাতে থাকে কোন ট্রাইবেল ওখানে আছে। যখন মন্ত্রী খ'ত্তা খুলে সমস্ত দেখে একদিন জিজ্ঞেস করলাম যে ওই ডাকবাংলাটা কার? উত্তরে বললেন যে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্টের। সেখানে ১৪-১৫ বছর ধরে কোন উপজাতিদের আনাগোনা নেই, অথচ সেখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্ট-মেন্ট থেকে টাকা দিয়ে ডাকবাংলা দুই তালা বিল্ডিং তৈরী করা হয়েছে। রেষ্ট হাউস নাম দিয়ে আগরতলা শহরের ভিতরে কুমারী-মধুশ্রী রূপশ্রী আবাসিক যেমন তৈরী করা হয়েছে ঠিক তেমনী ওই রকম উপজাতিদের টাকা দিয়ে সেখানে ডাকবাংলা তৈরী করা হয়েছে। এই ডাকবাংলা তৈরী করতে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী টাকা দিয়েছেন যে টাকা আপনাদের চেয়ারম্যানরা লুটে পুটে নিচ্ছেন। সেখানে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হলে কোন শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে পারছেন না কারণ আপনাদেরই লোক তারা। এই জন্য আপনাদেরকে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে পকেট ডেভেলাভমেন্ট ফাণ্ড, এটাকে সি, পি, এফ বললে সুন্দর হয়। যার জন্য ভিলেজ কমিটির নির্বাচন-এর সমস্ত তথ্য তারা পান না। তাই স্যার, আমাদের আমলে যখন জোট সরকারের হাতে রাজ্যের ক্ষমতা ছিল তখন আমরা তৎকালীন খাদ্য অভাব দুর করার জন্য ১২৫ টাকা দিয়ে তুর্কী দিয়ে চাউল সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল এলাকার ভিতরে ভোট নেওয়ার সময়ে কি বলা হয়েছিল ভোট রীবাইদি ভোট রীবাইদি নগেন্দ্র, শ্যামাচরণ বরকলে ১২৫ টাকা খৈলাইসে চারিজসুং ক্ষমতা ফায়কায় মাগরা সে চারি নাই। এই মাগনা কোথায় গেল? ৬ টাকার জায়গায় আজকে ১০ টাকা। হ্যাঁ, কেন্দ্র বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভর্তুকি দিয়েছে এক টাকা? আজকে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে খাদ্য নেই। তাই আমি আবেদন করব, অবিলম্বে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা নিয়ে তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা হউক। একমাত্র জঙ্গলের আলু খেয়ে তারা বেঁচে আছে। তাদের একমুঠো ভাত দেবার জন্য আমি এখানে প্রস্তাব এনেছি। আমি বলছি না, সারা বৎসরের জন্য দেওয়া হোক।

এক, দুই কিংবা তিন মাসের জন্য ব্যবস্থা করুন। নতুবা দিনে পক্ষে ১৫ দিনের ব্যবস্থা করুন। এই আবেদন রেখে এবং দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করার আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা। মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন। তার আগে আমি একটি কথা বলে নিই। পাঁচটা বেজে গেছে। এই প্রস্তাবটা ছাড়াও আমাদের বিজনেসে আর একটি প্রস্তাব রয়েছে। কাজেই এই দুটি প্রস্তাব শেষ করতে যতটুকু সময় বাড়ানোর জন্য আমি হাউসের কাছে অনুমতি চাইছি।

(হাউসের অনুমতি প্রদান)

শ্রীঅনিল চাকমা:— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি পুরোপুরি বানানো। উনার বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমেই মাননীয় সদস্য বলেছেন শুনে মনে হবে আমি বানিয়েছি। স্যার, আমি বলব হ্যাঁ, সত্যি তিনি বানিয়েছেন। আমরা ডিট্রেস পকেটে ৯০০ থেকে ১০০০ শ্রম দিবসের কাজ দিয়েছি। ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকায় ডিট্রেস পকেটে সব চেয়ে বেশী দিয়েছি বি, পি, এল।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা:— পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, এই বি, পি, এল এর ব্যাপারে বলছি. গণ্ডাছড়া এবং অম্পিতে মাষ্টার মহাশয় (চাকুরী করেন) বি, পি, এল পান। নাম দিয়ে বহুবার বলেছি কিন্তু নাম এখনও বাতিল হয়নি।

শ্রীঅনিল চাকমা:— মাননীয় সদস্য এখানে জোট সরকারের আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি মাননীয় সদস্যকে প্রশ্ন করতে চাই, তখন রাম রাজত্ব ছিল? জোট আমলে কোন অভাব অনটন ছিল না? সুখে শান্তিতে উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করছিল? স্যার, তখন উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা কি রকম সুখে শান্তিতে ছিল তার দুই একটি উদাহরণ দিলেই আপনি বুঝতে পারবেন। স্যার, তখন ২০ টাকায় সন্তান বিক্রি হয়েছিল। দুই উরা ধান নেবার জন্য নিজের সন্তানকে বিক্রি করেছে। এটা হয়েছে তখন আপনাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। দুই কে. জি. চাল দামছড়া গুদাম থেকে হাওলাত করে নিয়ে আসার জন্য গিয়েছিল খেদাছড়া থেকে। মুখ্যমন্ত্রীর দায়বে নগেন্দ্রব বুঝিলেন। কিন্তু সেখানে তাদের পাখীর মত গুলী করে মারা হয়েছে। কিন্তু সেখানে গত পাঁচ বৎসরে একবারও কোন সংবাদ পত্রে দেখেছেন, অনাহারে একটি লোকেরও মৃত্যু হয়েছে? বামফ্রন্ট সরকার সজাগ থাকে এবং সব সময়ই সজাগ থেকে কাজ করে যাচ্ছে। একটি হিসাব এখানে দিচ্ছি। একটা কি নয় ঠিক যে সারা ভারতবর্ষে মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। আমি এখানে ১০০ টাকার একটা হিসাব দিচ্ছি যে ভারতবর্ষের গড়ে ২০ জন মানুষ ৮৬ টাকা ভোগ করে, আর ২০ জন মানুষ ১৩০ টাকা ভোগ করে। কাজেই ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থা সে ব্যবস্থা

দারিদ্র দূর করা খুবই কঠিন। সারা ভারতবর্ষের এই হিসাব রবীন্দ্রবাবু হয়তো জানেন না। যদি জানতেন তাহলে এই ভোট রাজত্বের সময়ে তারা রাবণ রাজত্ব করতেন না, রাম রাজত্বই করতেন। তিনি এখানে প্রস্তাব উত্থাপন করে ব্যাখ্যা করেছেন এটা তার বানানো। তিনি বসে বসে এটা বানিয়ে-ছেন তারপর এখানে একটা প্রস্তাব এনেছেন এবং ভেবেছেন এই প্রস্তাব বিধান সভায় এনে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চেয়েছেন এবং তিনি ভেবেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ হয়তো তার কথা বিশ্বাস করবেন। আমি রবীন্দ্রবাবুকে অনুরোধ করছি আপনি পাহাড়ে গিয়ে দেখুন উপজাতিদের খাদ্যাভাব মোকাবিলা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সদা সচেষ্ট। নানা ভাবে রাজ্যের উপজাতিদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে বামফ্রন্ট সরকার তাদের খাদ্যাভাব দূর করছেন। কাজেই মাননীয় রবীন্দ্রবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা কিছুতেই গ্রহনযোগ্য নয়। কাজেই উনার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল দাস। সময় পাঁচ মিনিট।

শ্রীকাজল দাস (কল্যাণপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি। এটা অত্যন্ত বাস্তব এবং উনি যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন অত্যন্ত গ্রহনযোগ্য। এই ত্রিপুরা রাজ্যে যারা একদিন উপজাতিদেরকে ফেলিয়ে দিয়ে ক্ষমতার মসনদে বসেছিলেন যারা একদিন ঘোষণা দিয়ে-ছিলেন আমরা একজন উপজাতিদেরকেও না খেয়ে মরতে দেব না সবার জন্য কাজের ব্যবস্থা করব, খাদ্যের ব্যবস্থা করব, ন্যূনতম পানীয় জলের ব্যবস্থা করব। আমার সময় কম। আমি এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি এ মাসের ১৩ তারিখে আমি আমার এলাকা ডুম্বুরিতে গিয়েছিলাম। আমার পূর্ববর্তী বক্তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। যে জিনিষটা বলেছেন এখানকার খেটে খাওয়া মানুষ যারা জুমিয়া তাদের জন্য উনারা কোথাও ৫০০ ম্যানডেইজ, কোথাও ১০০ ম্যানডেইজ, কোথাও ১০০০ ম্যানডেইজ কাজের ব্যবস্থা করেছেন। আমি উনাকে অনুরোধ করব বানিয়ে কথা না বলে তা সদস্যদের প্রকাশ করুন যে ত্রিপুরা রাজ্যে জুমিয়াদের বাস্তব চেহারাটা কি ?. মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে যারা জুমিয়া, তাদের চেহারা কি হয়েছে অবস্থা এবং পাহাড়ী এলাকায় যারা জুমিয়া তাদের কি হয়েছে ? মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু এখানে আছেন, আমার এলাকা থেকে উনার এলাকা বেশী দূরে নয় পাশের এলাকায়ই আছেন। এই জুমিয়াদের প্রধান কাজ হচ্ছে বন থেকে বাঁশ এবং লাকড়ী এনে বিক্রি করা। কিন্তু আজকে তারা বনেও যেতে পারছে না এবং জুম চাষও করতে পারছে না। তাদের কাজ দেওয়া হয়নি, এটা অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন মাত্র ৫০০ ম্যান ডেইজ কাজ তাদের দেওয়া হয়েছে, কারণ যাদের মাধ্যমে কাজ দেওয়া হয় তারা বাজারে বসে এবং সমস্ত টাকা ভাগ করে নেয়। ডুম্বুরিতে ডীপ টিউবওয়েল করার জন্য সেখানকার চেয়ারম্যান সোনারাম দেববর্মাকে ভার দেওয়া হয় মনিরাম বাড়ীতে জলের ব্যবস্থা করার জন্য। অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হয়, সেখানে জলের ব্যবস্থা করা হলেও এলাকার মানুষকে জল আনতে দেওয়া হয় না, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত চেয়ারম্যানের

জল নেওয়া শেষ না হয়। চেয়ারম্যানের বাড়ীর জলের সমস্ত কাজকর্ম শেষ হলে পর সাধারণ মানুষ জল নিতে পারে এই অবস্থার মধ্যে তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে। এই সমস্ত পাহাড়ী অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থার চরম অবনতি ঘটে চলেছে কারণ প্রায় সমস্ত স্কুলই বন্ধ হয়ে আছে। তেজেন্দ্র দেববর্মা, কুসম দেববর্মা, মনিরাম দেববর্মা, নন্দকুমার দেববর্মা তাদের প্রত্যেকের বাড়ীই মনিরাম পাড়ায় এবং তাদের প্রত্যেককের বয়স ৭০ বছর। তাদের ৪ জন ছেলে আছে যারা কাজ করে ঘরে চাউল আনে কিন্তু কিছু দিন আগে পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে গেছে এই অবস্থার মধ্যে তারা দিন যাপন করছে। পাহাড়ে রেশন সপেও চাউল পাওয়া যায় না, কারণ সব চাউল বাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, এটা আমার কথা নয়, সরজমিনে তদন্ত করলেই দেখতে পাবেন। তাই তাদের আজকে অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে। তাই আমার অনুরোধ থাকবে, মাননীয় সদস্যরা নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন এটা সমর্থন করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া আপনার সময় ৫ মিনিট আপনাকে আরও ২ মিনিট বাড়িয়ে দেওয়া হল, আপনি সাত মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা যে প্রস্তাব আজকে এই হাউজে এনেছেন এই প্রস্তাবকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি, কারণ এই প্রস্তাব অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রস্তাবকে পাশ করার জন্য ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখব। আমার এলাকার কথা বলি, পাহাড় এবং গ্রাম বিশেষ করে যেখানে জুমিয়া অধ্যুষিত এলাকা এটা সত্যি, তাদের অবস্থা ত্রিপুরা শহর এবং অন্যান্য সমতল গ্রাম থেকে অনেক অনেক খারাপ, সংকট অনেক অনেক বেশী। সেখানে বঞ্চনা ও অবহেলার পাহাড়। কিছুই সেখানে দেখা হয় না। এক সময় উনারা প্রকৃতির কোলে জীবন যাপন করতেন, কন্দমূল প্রকৃতির কোল থেকে আহরণ করতেন, প্রকৃতির সৃষ্টি জলাশয় থেকে মাছ আহরণ করতেন, শিকার করে মাংস সংগ্রহ করতেন জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ডিফরেষ্টেশন এই সমস্ত কারণে তারা তাদের চিরাচরিত জীবন যাত্রা থেকে সরে এসেছে প্রকৃতি যেন তাদের কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথাই বলি। আমাদের সময়ে রাজধর, মাণিধর, গোবিন্দ বাড়ীতে প্রচণ্ড খাদ্য সংকট। আমরা এখানে বসে বসে মিটিং করলাম, এস ডি ও, বি ডি ও, সুন্দর করে একটা রিপোর্ট তৈরী করে দিলেন যে সেখানে এত টাকা দেওয়া হয়েছে, আরও অনেক কিছু দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি যখন সেখানে গেলাম, গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম যে তাদের রিপোর্টের সংগে বাস্তবের কোন মিল নেই। সেখানে ৮০০ ৮৫০ জনের মত লোক অনাহারে আছে, সেখানে যেন একটা অনাহারের ঢল নামল। আমি গিয়ে তাদেরকে কি টাকা দেব নাকি খাবার দেব আগে সেটা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তারপরে ঠিক করলাম যে না তাদেরকে আগে চিড়া, মুড়ি দাও। আগে অন্ততঃ তাদের পেটে কিছু পড়ুক। আমরা তখই প্রায় তিন মনের মত চিড়া আনলাম, এনে তাদেরকে দিলাম। তারপর আর অপেক্ষা করলাম না, আমি নিজেই বললাম এখন তাদের জন্য ত্রাণ কর। সাড়ে ৮০০ জনের মত লোক, তাদের

অস্থ বাঁরা শুরু হয়ে গেল। এই হল বাস্তব চিত্র। শেষে আগরতলার ব্যবসায়ীরা ২ টনের মত চিড়া আমাকে দান করলেন এবং বললেন আপনি গিয়ে এগুলি বিলি করবেন।
আমি নিজে সেগুলি নিয়ে বিলি করে এসেছি। আমাদের সরকার প্রচুর কাজ দিয়েছে সেখানে, আমরা সেখানে সিধল, শুটকী বিলি করেছি। কাজেই সেখানে যদি আমি নিজে না যেতাম তাহলে বাস্তব চিত্রটা আমার পক্ষেও বুঝা সম্ভব হতো না। প্রশাসনের থেকে দেওয়া চিত্রের সঙ্গে বাস্তব চিত্রের কোন মিল নেই। আমি কিছুদিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছিলাম পূর্ব সরবং, অম্পি এবং বুক্সিয়াতে অনাহার চলছে। উনি আমাকে চিঠির উত্তরে বললেন যে ভালই আছে। পূর্ব সরবং-এ চার হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, ১২০০ কেজি চাউল দেওয়া হয়েছে। আমি চিঠিটা পেয়ে খবর নিতে বললাম; যদি এটুকুও পায় তাহলে অন্ততঃ পক্ষে একটা অংশের লোক অন্ততঃ একবেলা খেতে পারবে। দাতারাম রিয়াং হল চেয়ারম্যান, খবরটা পাওয়ার পর যখন উনাকে জিজ্ঞাসা করা হল, উনি বললেন, হ্যাঁ এসেছিল, কিন্তু কি করে যাই বলুন তো? এখনও যায় নাই। এর মধ্যে কিছু খরচ হয়ে গেছে। রাজেন্দ্র রিয়াং এর নামে মিনি ব্যারেজ কন্ট্রাকট দেওয়া হয়েছিল। সে অম্পিতে বসেই কন্ট্রাকট দিয়েছিল। চাল-টাল সহ প্রায় দশ বার হাজার টাকার হবে। এটা সে চার হাজার টাকায় কন্ট্রাকট দিয়েছিল। কাজ হয়েছে কিন্তু এখনও পেমেন্ট হয়নি। বলা হয়েছে নেতারা এসে চাইলে না দিয়েও পারা যায় না। কাজেই বাস্তব চিত্রটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, খুবই দুঃখ জনক যে ঐখানে পাহাড়ের মানুষ যারা তাদের খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবার কোন রাস্তা যে নেই, এমনত নয়। সেখানে খাদ্য উৎপাদন হয়না বা উপার্জনের কোন রাস্তা যে নেই, এমনত নয়। সেখানে মাছ চাষ হতে পারে, ফল চাষ হতে পারে, উপার্জনের রাস্তা-ত কম নেই। আমরা সেখানে সম্পদ তৈরী করি নাই। শুধুমাত্র ক্যাশ কিছু টাকা বিলিয়ে দিয়ে, তাদের কিছু পাইয়ে দিয়ে, তাদের সমস্ত সম্পদ সৃষ্টির রাস্তা আমার অবহেলা করেছি। এই ভাবে যদি বৎসরের পর বৎসর আমরা সম্পদ তৈরী না করি, তাদের জায়গায় উৎপাদনের ব্যবস্থা না করি, ক্যাশ টাকা মাগনা চাউল বা সাবসিডি দিয়ে কতদিন চলতে পারে? এটা কি সম্ভব? এটা কখনই সম্ভব না। কাজেই পারমানেন্ট সলিউশানের পথে সরকারকে আসতে হবে। এখানে আমার অভিজ্ঞতার কথাই বলছি। মানিকপুরে আমি দেখলাম যে বিশাল শষ্য ভাণ্ডার কিন্তু চাষ হয় না। কারোর ক্যাপিটাল নাই, কারোর গরু নাই। সাতটি পাওয়ার টিলার আমি সেখানে কিনে দিয়েছিলাম ঐ সময়। তারপর চাষ হলো, সমস্ত জমি চাষ করানো হলো। ভুট্টা ফসল ভাল হলো, ধান ফলানো হলো শুধু একটা নয়, দুই দুইটা ফসল আমরা তুললাম। কাজ ছিল, কাজের উৎস ছিল। সেখানে সম্পদ তৈরীর সমস্ত সুযোগও ছিল কিন্তু কাজে লাগানো হয়নি। এটাই হচ্ছে মূল সমস্যা, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় গলদ। এটাকে সংশোধন করার প্রশ্নে সরকার এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবেন কি না?

কিন্তু এখনতো অনাহারে আছে এটা বুঝতে হবে। আমাদের নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন খুব সুন্দর একটা কথা বলে ছিলেন যে ভারতবর্ষে যে অনাহার, অর্ধাহার আছে সেটা কোন ইস্যু হয়না। যখনই মারা যাবে তখনই রাজনীতিবিদরা হৈ-হল্লা করবে তখন পাঞ্জাব থেকে চাল এনে, কিংবা পাঞ্জাবে

চাল না পাওয়া গেলে নিউজিল্যাণ্ড থেকে চাল এনে এইটা বন্ধ করবে। কিন্তু এই যে সাধারণ মানুষের মধ্যে, অবহেলিত মানুষের মধ্যে অনাহার বা অর্ধাহার এটা কখনই ইস্যু হয়না। এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের চিত্র। কাজেই প্রথমে অনাহার, অর্ধাহার, তারপর মৃত্যুর মিছিল। এই মৃত্যুর মিছিল যখন আরম্ভ হবে, তখন হৈ-চৈ লেগে যায়। এখানে হয়তো অনাহারে মৃত্যুর মিছিল চলছে, কিন্তু সেটা প্রমাণ হচ্ছে না। এখানে বলা হচ্ছে এটা অনাহারে মৃত্যু হয়নি— রোগে মারা গেছে। প্রমাণ করা খুবই কষ্ট। অনাহারে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে যেকোন রোগে সে আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে এবং মারা যেতে পারে। এখন ডাক্তার কিভাবে সেটা প্রমাণ করবে যে সে অনাহারে মৃত্যু হয়েছে? কাজেই মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার; সত্যিই এটা ভয়াবহ অবস্থা, খুব খারাপ চিত্র। ট্রাইবেল এলাকাগুলোতে আপনি বড়মুড়ার পাদদেশ বলুন, আঠারমুড়ার পাদদেশ বলুন লংতরাইর পাদদেশ বলুন সেই ভাণ্ডারীমা এলাকা, তারপর গোবিন্দবাড়ী এলাকা, এরপর নাহিন মন্ত্র, ছামনু এলাকা, এই দিকে গণ্ডাছড়া এলাকা, এরপর অম্পি থেকে শুরু করে সেই সাক্রমের প্রত্যন্ত অঞ্চল— সবগুলিতে একেবারে শীর্ণ হয়ে মানুষ বনের আলু খেয়ে বেঁচে আছে। তারপর বনের আলু নিয়েও কাড়াকাড়ি, আলু পাওয়া যায় না— এটাও দুঃপ্রাপ্য হয়ে গেছে। কাজেই এই যখন অবস্থা তখন সরকারের কোন দায়িত্ব নাই, সরকারের কিছুই করার নাই, এটা কিছুতেই হতে পারে না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলব যে, এটা নয় — এটা বাস্তব চিত্র, মিনিস্টাররা সে সব অঞ্চলে গিয়ে দেখুন, মিনিস্টাররা গোবিন্দবাড়ী গিয়ে দেখুন ভাণ্ডারীমা গিয়ে দেখুন, মিনিস্টাররা তুলাশিখর গিয়ে দেখুন সেখানে কি অবস্থা। এছাড়া রয়েছে দলবাজী। এটা একটা বিরাট ব্যাপার। দল ছাড়া কাউকে কাজ দেওয়া যাবে না। এটা কোন ধরনের গণতন্ত্র? এটা কোন ধরনের প্রশাসন, এটা কোন ধরনের নীতি। মাননীয় প্রশান্ত দেববর্মা — তার একটা বড় পুকুর করা হবে। ভাল কথা। এক লক্ষ টাকার মত সেংকশান হয়েছে, কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু টি. ইউ. জে. এস? না, না খেয়ে মরে যাবে— কিন্তু আমি তাকে কাজ দিতে পারব না। একজন এম. এল, এ। কাজেই এই যদি হয়, তাহলে বাঁচবে কি করে মানুষ। কাজেই কাজ দিলেও তো কাজ হচ্ছে না।

কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা যে প্রস্তাবটা এনেছেন —সেটকে আমি সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করছি এবং সরকারের কাছে পুনরায় আবেদন জানাব যে, সরকার এই সমস্যাটা খুব গুরুত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি ডেপুটি স্পীকার:— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনন্ত পাল মহোদয়। সংক্ষেপে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅনন্ত পাল (মন্ত্রী):— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন সেটা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই যে জিনিষটা আমি বলতে চাই এবং যেটা আপনাদের সকলেরই জানা আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের ৭২২টি ডিষ্ট্রেস পকেট রয়েছে যেগুলিতে কাজ-খাদ্য এবং ডবল রেশনের ব্যবস্থা করেছি। মাঝখানে প্রয়োজন ছিল না বলে এই এ

ব্যবস্থাগুলির মধ্যে তখন রেশনটা চালু ছিল না কিছুদিন। তবে এর আগে যখনই এই ধরনের প্রয়োজন দেখা দিত বামফ্রন্ট সরকার দায়িত্ব নিয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেটা করেছেন। এবার আবার এই পরিস্থিতিতে এটা চালু করতে হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত নভেম্বর মাসেই এই নিয়ে বলেছেন। ঘটনা ঘটেছে এর অনেক পরে। বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যখন যা দরকার তখনই দ্রুত সেই অনুসারে পদক্ষেপ নেন।

আমি গত কাল রাজ্যের চারটি জেলার ডি এম. নিয়ে বৈঠক করেছি। রাজ্যের কয়েকটি পত্রিকায় অনাহার মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়েছে। আমি সেই অনুসারে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে জেলা শাসকদের কাছ থেকে পরিষ্কার জানতে চাই সংবাদ পড়ে কিনা। আমাকে একজন ডি. এম, বললেন, তিনি নিজে ধুমাছড়াতে গিয়ে দেখে এসেছেন এবং পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে মৃত ব্যক্তি উনাকে দেখেই বললেন-আসুন বি ডি ও, সাহেব ঘরে আসুন। তিনি আগে বি, ডি, ও ছিলেন এবং বি, ডি, ও, থাকাকালীন উনাকে চিনতেন বলেই বি, ডি ও সাহেব বলেছেন। অর্থাৎ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভাষ্যে যিনি মৃত তিনি ডি, এম এর সঙ্গে কথা বলছেন। এই ভাবে রাজ্যে কয়েকটি সংবাদ পত্র রাজ্যবাসীর কাছে বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে। জীবিত ব্যক্তিকে মৃত জানিয়ে দিচ্ছেন।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল :— পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, এই নিয়ে এ, ডি, এম, যে রিপোর্ট দিয়েছেন সেটার কপি আমার হাতেই রয়েছে। আমি এই বিষয়টি অনারেবল সি, এমকে বলেছিলাম। উনিও জানেন যারা না খেয়ে মারা গিয়েছে এ, ডি, এমের রিপোর্টে তাদেরকে আন্ত্রিকে মৃত্যু বলে লেখা হয়েছে। লেখা হয়েছে মৃত্যুর আগে তাঁদের বাড়ীতে নাকি ২০ কেজি চাল ছিল। এটা ঠিক না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, মন্ত্রী বলুন পরিষ্কার করে কোন পত্রিকায় কার মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়েছে। এবং কোন পত্রিকায় বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। স্পেসিফিকলি উনাকে সেটা বলতে হবে। না হলে এটা আমরা মানতে পারি না। স্যার; উনি নতুন নয়, পুরানো এক বছর হয়ে গেছে। কোন সংবাদ বিভ্রান্ত ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা : - স্যার, নাম বলুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ;— রবীন্দ্রবাবু বসুন, উনাকে বলতে দিন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী অনন্ত পাল (মন্ত্রী) :— নাম এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। আমি নাম সংগ্রহ করে জানাব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, উনি বলেছেন সংগ্রহ করবেন। উনি জানেন না ঘটনা উনি অসত্য সংবাদ পরিবেশন করেছেন হাউসে।

(গণ্ডগোলে)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু উনি নির্দিষ্ট করে কোন নাম বলেনি, রতনবাবু শুনুন উনি বলেছেন যে, পত্রিকা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। সুনির্দিষ্ট ভাবে কি নিউজ কি ব্যাপার উনি কিছু বলেন নি। পত্রিকা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে এই কথা উনি বলেছেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— তিনি বলেছেন এই লোকটা জীবিত। এই লোকটা কে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— উনি নির্দিষ্ট করে কোন নাম বলেন নি।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এই রকম বক্তব্য অনেক রেখেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী আপনার তথ্য জানা থাকলে সুনির্দিষ্ট ভাবে বললেন। ঠিক আছে আলোচনা করুন।

শ্রীঅনন্ত পাল (মন্ত্রী) : — এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য জওহর রোজগার যোজনায় কাজ সব জায়গায় যাতে দেওয়া যায় তার জন্য ব্যবস্থা গৃহিত হয়েছে। এবং এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত ম্যানডেইজ ক্রিয়েট হয়েছে কাজ হয়েছে তার একটা হিসাব ডিষ্ট্রিক্ট ওয়াইজ যেটা আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট ডিষ্ট্রিকটে এখন পর্য্যন্ত ম্যাণ্ডেজ জেনারেট হয়েছে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যে রিপোর্ট এসেছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ— স্যার, ঐ লোকটার নাম বলেন নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— উনি যদি বলতেন তাহলে তো নাম বলে দিতেন। মন্ত্রী সংগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা : — তাহলে উনি বলেন জীবিত আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— না, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন সংগ্রহ করে জানাবেন। বসুন সংগ্রহ করে জানাবেন বলেছেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— কোন লোক জীবিত আছে কোন পত্রিকায় এমন তথ্য উঠেছে কিছু বলবেন না ?

শ্রীসমীর দেবসরকার : — স্যার, আমার কাছে একটা তথ্য আছে পেচারথল ব্লকে দুর্জয় রিয়াং গত বছর দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় উঠেছে মারা গেছেন। পরবর্তী সময় উনি জীবিত ছিলেন। তাকে প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্লক থেকে ৬০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মি ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য বসুন, বসুন। মাননীয় মন্ত্রী আপনার বক্তব্য রাখুন। ঠিক আছে রতনবাবু বসুন। প্লিজ হেল্প দি চেয়ার।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, ডি, এম. এর রিপোর্ট ঠিক আছে। আমরা জানতে চাই কোন লোকটা মরে যাই। আপনি বলবেন তো ?

শ্রীঅনন্ত পাল (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ, বলছি, ডি, এম, সাহেবের রিপোর্ট বলছি সংগ্রহ করে বলব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি একটি পয়েন্ট তুলছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্যামাবাবু উনি বলেছেন শুনেছেন। উনি তথ্য সংগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, উনি একজন রেসপনসেবল মিনিস্টার। রিপোর্ট ছাড়া উনি এই ভাবে বলতে পারেন না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, আমি এখানে একটা ব্যাপারে মনে করিয়ে দিচ্ছি গতবছর ৯ তারিখ ছামনুতে অনাহারে মারা গেল। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেছিলাম বিষয়টা দেখার জন্য। উনি দয়া করে ডি. এমকে নির্দেশ দিলেন, ডি. এম, গেলেন এবং চাউল-টাউল দেওয়া হল এবং উনি গিয়ে ১৬ তারিখ মিটিং করলেন এবং আমাকেও দয়া করে সেই মিটিংএ ডাকলেন এবং ডি, এম, এর সামনে এস. ডি. ও, হিসাব দিল ৫৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। সুতরাং সেখানে অভাবের কোন প্রশ্নই নেই। আপনি আসার একদিন পর রেশন লুট হয়েছিল। এই ঘটনা। সুতরাং আমি শুধু অফিসারের রিপোর্টের উপর নির্ভর করলেই চলবেনা। তবে হ্যাঁ সঠিক ভাবে জেনে বলুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ শান্ত হোন। বসুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সেখানে ডি এম, যায় নি। সেখানে এ. ডি, এম. গিয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলুন।

শ্রীঅনন্ত পাল (মন্ত্রী) :— স্যার, এস. জে, আর, ওয়াই ফেব্রুয়ারী মাস পর্যান্ত যে সমস্ত মেনডেইজ সৃষ্টি হয়েছে এবং খরচ হয়েছে তার হিসাব এই রকম জেলা ভিত্তিক পশ্চিম জেলাতে ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৪৪ মেনডেইজ। দক্ষিণ জেলাতে ৬ লক্ষ ২২ হাজার ১৮০ মেনডেইজ। উত্তর জেলাতে ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯৩৪ মেনডেইজ এবং ধলাই জেলাতে ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৫২৩ মেনডেইজ। মোট এই ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত যে মেনডেইজ খরচ হয়েছে তাতে দেখা যায় ১৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩০০ মেনডেইজ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ;— সংক্ষেপ করুন। এই তথ্য দিলে তো অনেক সময় চলে যাবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, এটা না পড়ে প্লেস করে দিন, প্রসিডিং-এ চলে যাবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে প্লেইস করে দিন।

শ্রীব্রজমন্ত পাল (মন্ত্রী) :— স্যার সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। এই যে ডিষ্ট্রেস পকেটগুলি এইগুলির যে মলি সংখ্যা হচ্ছে ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৫০টি এবং এখন পর্যন্ত এভাবেক যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যায় যে ১৫ মেনডেইজ কাজ দিতে পেরেছি প্রতি পরিবারকে। এইগুলি ছাড়াও এ. ডি. সি. এলাকাতে ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটাকে লে করে দিন প্রসিডিং-এ চলে যাবে।

শ্রীব্রজমন্ত পাল (মন্ত্রী) :— স্যার, জলের ব্যাপারটা একটু বললে ভাল হতো।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— লে করে দিন, লে করলে সবটাই প্রসিডিং-এ চলে যাবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী সেটা লে করে দিন।

শ্রীব্রজমন্ত পাল (মন্ত্রী) :— ঠিক আছে স্যার, সেটা হাউজে লে করে দিচ্ছি।

Written speech of the Minister was not available from the R. D. Department and communicated vide its letter No. F. 17 (14)/RD/2000/2716 dated 15th August 2000.

(Copy enclosed) **ANNEXURE—"C"**

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : –মাননীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল দাস মহোদয়।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— আমি মাননীয় বিধায়ক এবং সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে রাজ্যে বর্তমানে এ, ডি, সি, ভুক্ত ২১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ২৭টি এ. ডি, সি, বহির্ভূত ব্লক কোটার দ্বিগুন হারে রেশনে চাউল আছে। এতে মোট ১,২১,৭৯৩টি পরিবার উপকৃত হবেন। এর মধ্যে ৭৯,১৯৫টি পরিবার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বসবাস করেন। এই স্কীমে প্রতি প্রাপ্ত বয়স্কের ক্ষেত্রে ৮ কেজি ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের ক্ষেত্রে ৪ কেজি হারে প্রতি মাসে চাউল পাচ্ছে। এছাড়া বি. পি, এল. স্কীমে দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার, প্রতি কেজি চার টাকা দরে প্রতি মাসে দশ কেজি করে চাউল পাচ্ছে। এর মধ্যে অর্ধেকের চেয়ে বেশী পরিবার স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের এলাকায় অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী যেগুলো বলেছেন এটা বাস্তবের সঙ্গে মিলছে না। এই কারণে যে বি, পি, এল, এর চাউল এবং ডাবল রেশন কার্ডের মাধ্যমে দেওয়া হয়। আর গ্রামে, পাহাড়ে সব জায়গায় রেশন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই যারা এটার ডিলার নিজেদের দ্বারা এক একজন কালো বাজারী করে বিক্রি করে দিচ্ছেন। কাজেই ডিলার যে সময় নিয়ে দিচ্ছেন এতে কালোবাজারীরা খুব বড় হয়ে যাচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে আপনি এই বিষয়টা আগে বলেছেন। কাজেই আপনি বসুন।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ এনেছেন আমরা যেখানে যেখানে থেকে এই রকম অভিযোগ পাচ্ছি আমরা তদন্ত করছি, আমাদের পুলিশ এবং এনফোর্সমেন্টের সহায়তায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রধান এবং অন্যান্য জেলা পরিষদের সহায়তায় তাছাড়া এস, ডি, ও এর সহায়তায় আমরা যেগুলো উদ্ধার করতে পেরেছি সবগুলোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই রকম যদি স্পেসিফিকেলি অভিযোগ থাকে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় নিশ্চয় আমরা ব্যবস্থা নেব। কাজেই আমাদের মাননীয় রুরাল ডেভলাপমেন্টের মিনিস্টার সেখানে বলেছেন যে এগুলো অতিরিক্ত বা বর্তমানে যে কর্ম সংস্থান প্রকল্প এর জন্য অতিরিক্ত চাউল দেওয়া হচ্ছে। যেমন আমরা ১৯৯৮-৯৯ সালে সেখানে নর্থ ইস্ট থেকে ৭০০ মেট্রিক টন চাউল পেয়েছি। এর মধ্যে সাউথ ডিস্ট্রিক্ট ২৭১০ মেট্রিক টন চাউল, ধলাই ডিস্ট্রীক্ট ২৪৪০ মেট্রিক টন এবং ওয়েষ্ট ডিস্ট্রিক্ট সেখানে ২৬৫০ মেট্রিক টন চাউল, । এ সব মিলিয়ে ৯.৫০০ মেট্রিক টন চাউল বরাদ্দ হয়েছে। এটা প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ মেনডেইজের জেনারেট করবে। এটা ডাবল রেশনের মাধ্যমে এর চাউল দেওয়া হয়েছে এই কারণে যাতে ডিস্ট্রেস এলাকাতে যে সমস্ত দুঃস্থ মানুষ আছে তাদের যাতে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের মাধ্যমে যাতে সেই বেনিফিটা নিতে পারে। কাজেই এটা ঠিক নয় যে সমস্ত লোক অনাহারে, অর্দ্ধাহারে মারা যাচ্ছে এই অভিযোগটা ঠিক নয়। স্যার রাজ্যের খাদ্য গোদামে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত চাউল মজুত আছে। এটা আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে রাজ্যে বর্তমানে আমাদের যে পরিমান চাউল মজুত আছে এটা অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে অতিক্রম করেছে। বর্তমানে আমাদের রাজ্য সরকারী গোদামে ২৩ হাজার ৩৩ মেট্রিক টন এবং এফ সি আই গোদামে ১৮ ২৯৭ মেট্রিক টন অর্থাৎ ৪১.৩২০ মেট্রিক টন বর্তমানে মজুত আছে। স্যার তারা যে মাঝে মধ্যে আষাঢ়ের গল্প বলেন এটা ঠিক নয়। যেমন রবীন্দ্রবাবু একটু আগে বলেছেন যে রইস্যাবাড়ী গোদামে ছয় মাস ধরে চাউল নেই। আমি স্যার স্পেসিফিকেলি বলছি যে রইস্যাবাড়ী গোদামে ৪৯৫ মেট্রিক টন চাউল আছে। প্রতি মাসে বিক্রি হয় মাত্র ৬৩ মেট্রিক টন চাউল। এখানে প্রায় সাত আট মাসের চাউল মজুত আছে। কাজেই চাউলের কোন অভাব নেই। আমি রইস্যাবাড়ী কথা নয় খালছড়ার কথাও বলছি সেখানে ১৩৯ মেট্রিক টন চাউল মজুত আছে, সবচেয়ে দুর্গম এলাকা যেখানে চাল যেতে অনেক কষ্ট হয়। ২৩ কিলোমিটার পায়ে· হেঁটে যেতে হয়। তবুও সেখানে চাউলের কোন অভাব নেই। এই ব্যাপারটা আমাদের সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। যাতে কোন দুর্গম এলাকাতে চাউলের অভাব না হয়। আমি মাননীয় সদস্যদের আশ্বস্ত করতে পারি যে, সেখানে সমস্ত ব্যবস্থা আছে। সেখানে আমাদের পঞ্চায়েত কমিটি আছে. সমস্ত ব্যবস্থাই সেখানে আছে. তাছাড়া আপনারা জনপ্রতিনিধি আছেন দেখবেন কোন অসুবিধা হলে ! এবং তাদেরকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আমরা সেগুলোর ব্যবস্থা নেব। তাছাড়া গণ্ডাছড়া নাকে দুর্গম এলাকা। সেখানের রেশন দোকানে বা বাছাইমন্ডু বা তার আশপাশ যেমন রাজধর, মালিধর থেকে যে

সমস্ত রেশন ব্যবস্থা আছে সেখানে কিছু কিছু অসুবিধা আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রিভিউ করেছেন এবং যথাসম্ভব যাতে তাদের কাছাকাছি রেশন দোকান নিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য সরকার বিভিন্ন কোসে'র সহায়তা চাওয়া হয়েছে। এটা সরকার চেষ্টা করছে সেই সমস্ত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা অস্বীকার করছি না। কাজেই এই বাস্তব অবস্থাতে দাঁড়িয়েই আমাদের সরকার চেষ্টা করছে যে মানুষের কাছাকাছি কত সুযোগগুলি নিয়ে যাওয়া যায়। আমরা এটা পরিস্কার ভাবে বলতে চাই যে এখানে অনেক কথা বলা হয়েছে, আমরা কোন মানুষকেই না খেয়ে মরতে দিতে চাই না। কাজেই তার জন্য সরকার সমস্ত ধরনের তৎপরতা ও উদ্যোগ নিচ্ছেন সেখানে। স্যার, এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে খাদ্য দপ্তর অগ্রিম টাকা দিয়ে এফ, সি, আই. থেকে চাল বা অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করে থাকে। বিনা মূল্যে রেশন সপের মাধ্যমে সরবরাহ রাজ্য সরকারের আর্থিক সামর্থের মধ্যে নেই ?

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শেষ করুন।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— কাজেই আমি আশা করব মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন যে বিনা মূল্যে চাল সরবরাহ করার জন্য এটা অবাস্তব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেগুলো অসত্য পরিবেশন করেছেন, এটা বাস্তব দেখার জন্য একটা সর্বদলীয় কমিটি আপনার মাধ্যমে করে ইন্টেরিয়র প্লেসে দেখা হউক এখানে বিতর্ক করে লাভ নেই। সেটা করার জন্য একটা ব্যবস্থা করা হউক।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে বসুন, আপনি প্রস্তাব রেখেছেন, এখন বসুন।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের এই সার্বিক অবস্থার উপর বিবেচনা করে আমাদের সরকার সমস্ত অবস্থার উপর নজর রাখছে এবং ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমি আশা করব মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে তিনি প্রত্যাহার করে নেবেন এবং রাজ্য সরকারের সমস্ত কর্মসূচীকে সফল করার জন্য সাহায্য করবেন।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— রবীন্দ্রবাবু আর তো সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, বাস্তবটা এখানে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং এখনও আমি অনুরোধ করব রাজ্য থেকে হাজার হাজার মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে আছে এবং কাজের সন্ধানে বাংলাদেশ, আসাম, মিজোরামে, পাড়ি দিচ্ছে। এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে এই প্রস্তাবকে সর্বসম্মত ভাবে সমর্থন জানানোর আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীদেববর্মা কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলিশানটি ভোটে দিচ্ছি।

রিজিউলিশানটি হল :— ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে রাজ্যে গ্রাম পাহাড়ে বিশেষতঃ জুমিয়া অধ্যুষিত এলাকায় অনাহারে অর্ধাহারের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র স্বশাসিত জেলা পরিষদ অঞ্চলকে খাদ্য পীড়িত অঞ্চল ঘোষণা করে বিনামূল্যে দ্বিগুন রেশন চালু করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে বাতিল হল)

তৃতীয় রিজিউলিশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবর্মণ মহোদয়কে অনুরোধ করছি— উনার রিজিউলিশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ :— আমি আমার প্রাইভেট মেম্বার রিজিউলিশানটির বিবরটি হচ্ছে, This House proposes that the State Government should adequate fund to ensure the release of the kidnapped person from the clutches of the so-called extremists.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এমনিতে তো সময় ৫০ মিনিট, আপনি ২০ মিনিট আলোচনা করুন।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ :— লাগবে না। সম্মানীয় চেয়ারে বসা ২১ নং বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী প্রার্থী।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— No, you can not address like this.

শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ :— স্যার, * * * .... বিরাজ করছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য চেয়ারকে যেভাবে এ্যাড্রেস করেছেন, ইফ ইট ইজ আনপার্লামেন্টারী ইট উইল বি একসপ্যাণ্ড।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ :— ইট ইজ নট আনপার্লামেন্টারী।

শ্রীরতনলাল নাথ :— আনপার্লামেন্টারী কোনট।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— সম্মানীয় চেয়ারে বসে বলছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আই পি, সি, আনপার্লামেন্টারী না। ৩০২ আনপার্লামেন্টারী না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ইট ইজ আনপার্লামেন্টারী। ইট উইল বি একসপ্যাণ্ড।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ :— স্যার, একদিকে যেমন চলছে নিরীহ মানুষের রক্তের হোলি খেলা, ঠিক পাশাপাশি অপহরনের নামে একটি বানিজ্য। এই অপহরনের হাত থেকে দেড় বছরের শিশু থেকে ৯০ বছরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত রেহাই পায়নি। সমাজে সকল অংশের মানুষ শ্রমিক, শিক্ষক কর্মচারী ছাত্র

* * * Expunged as ordered by the chair.

ব্যবসায়ী সবাই এই অপহরণের শিকার। এদের মুক্তির জন্য পরিবারের লোকেরা জায়গা জমি বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে টাকা দেওয়ার পরও এদের মৃতদেহ পাওয়া যায় না। যাদের ফিরিয়ে আনছে তাদের দেখা যাচ্ছে কিছু দিনের মধ্যে আবার জেলোয় পাঠাতে হচ্ছে। তথাকথিত উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যখন ওরা ছিল ওদের কাচের গুড়ো খাইয়ে ওদের পেটের বিভিন্ন ইনার অরগানগুলো ড্যামেজ করে দিয়েছে। আমি এই কথাগুলো বলতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে যোগব্রত চক্রবর্তীর কথা। এই যোগব্রত চক্রবর্তীকে আনার জন্য ২৯ লক্ষ টাকা দেওয়ার পরও উনার মৃতদেহ আজ পর্যান্ত উনার পরিবারের লোকেরা পায়নি। কিছু দিন বাদে যখন সাকসেশন সার্টিফিকেট দরকার তখন ওরা খবর পাঠায় যে যদি নিতে হয় ১০ লক্ষ টাকা আবও দিতে হবে। ঠিক তেমনি হত্যা করা হল মৃনাল কান্তি চৌধুরী আদর্শিনী চা বাগানের মালিক এবং উনার ছেলেকে এটা টোটালি চক্রান্ত। আমরা বিগত অধিবেশনে বলেছি রতনবাবুরাও বলেছেন সোশাল পাবলিসিটির মাধ্যমে চা বাগানগুলি কে সি, পি, আই (এম) পেটোয়া লোকেদের পাইয়ে দেওয়ার একটা চক্রান্ত। আজকে লার্জ সেকশন সব দিক স্কুল বন্ধ। শিক্ষকরা যেতে পারছেন না বারা যাচ্ছে এদেরকে কিডনাপ করে নিয়ে যাচ্ছে। ছাত্ররা যেতে পারছে না। কিডনাপ করে নিয়ে যাচ্ছে। আজকে দিনের আলোর মতো পরিস্কার এই প্রত্যেকটি অপহরণের পেছনে শাসক দলের লোকেরা জড়িত আমি এই কথা কেন বলছি কারণ উদ্ধারের নাম করে যারা উগ্রপন্থীদের সাথে রফা করেছে তারা বিভিন্ন এলাকায় এই সরকারের সমর্থক বলে পরিচিত। শুধু তাই নয় তৃতীয় এবং চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের মাননীয় সদস্যও এখানে আছেন। দাবী করেছিলেন উনি কিডনাপ হয়েছেন। উনাকে বাংলাদেশে ঘুরতে দেখা গেছে। জনৈক সি, পি. আই. এম, লিডার উনাকে নাকি কিডনাপ করা হয়েছিল। ঠিক নমিনেশনের দুই দিন আগে উনার আবির্ভাব হয়।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা :— স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা এখানে বলেছেন, যে অপহরণ করে নিয়ে বাংলা দেশে ঘুরতে দেখেছেন উনি নিজে দেখেছেন, না কে দেখেছেন স্পষ্ট কোথায় দেখেছেন, এটা বলা প্রয়োজন।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ :— এটা রাজ্যের সমস্ত পত্র পত্রিকায় উঠেছে এবং সবাই জানে। মাননীয় স্পীকার স্যার, জনৈক এম, পি.র ছেলে কিডনাপ হওয়ার পর ঠিক তার পরের দিন উনার দিল্লী যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। সাধারনতঃ কোন ফেমিলির কোন আত্মীয় স্বজন যদি অপহরণ হয় আমাদের কনস্টিটুয়েন্সির বিভিন্ন জায়গায় যাই তখন খাওয়া দাওয়া ঘুম নিদ্রা সমস্ত কিছু চলে যায় আমাদের। আর আমাদের এম পির ছেলে কিডনাপ হয়েছে পরের দিন উনার দিল্লী যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। মানে এটা No thing, got up case. রঞ্জিৎ ঘোষ, পূর্ণমোহন ত্রিপুরা একস এম, এল, এ, স্বপন বৈষ্ণব এদের নাকি কিডনাপ করা হয়েছিল। এদের তথাকথিত আনটাইড ফাণ্ডের থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে উগ্রপন্থীর কবল থেকে নাকি আমরা পত্রপত্রিকায় দেখতে পেয়েছি ছাড়িয়ে আনা হয়েছে। এই আনটাইড ফাণ্ডটা টোটাল এদের পকেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজে হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। উগ্রপন্থী কটা? আবার পরের দিন পত্রিকায় দেখি উগ্রপন্থী ওদের কিডন্যাপ করেছে।

শ্রীপ্রতনমান নাথ :— উনিও একজন মন্ত্রী। উনি এখানে ঝগড়া করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী অধ্যক্ষকে বলবেন যে আমি পয়েন্ট অব অর্ডার বলে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা ক্ষেত্রে পুলিশ কাউকে উদ্ধার করতে পারেনি। যে কয়েক জন ফিরে এসেছে, জায়গা সম্পত্তি, অলংকার বিক্রি করে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ওরা ফিরে এসেছে। কিছু দিন আগে ২৭ নভেম্বর লস্ট ইয়ারে দুর্গা প্রসাদ অপহৃত। An Assistant Engineer Posted in Dumbur Hydro-Electric Project along with other three colleagues were kindaped. আমি স্যার কিছু ষ্টেটমেন্ট কোয়েশ্চানগুলি পড়ছি। Sources in Goshys family its Gaity Deby ar other close relative getteng touch with the local C. P. M leadership and finaly Manpower Minister (9) Badal Choudhury is reporting in telecast. এবং আনন্দ বাজার সহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় The Minister advice us for getting touch with the militants and make the ransome payment. বাদল চৌধুরীর কাছে উদ্ধারের জন্য যাওয়ার পর এডভাইজ করেছে যে তোমরা উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ কর। এখানে টাকা দাও। সি, পি এম, এর যারা লোকজন আছে ওদের কাছে দাও ছুটিয়ে আনবে। ২০ লক্ষ থেকে, তারপরে উগ্রপন্থীরা ২৫ লক্ষ থেকে শেষ অব্দি রাজি হল ১০ লক্ষ। গায়ত্রী দেবী দূর্গা প্রসাদের স্ত্রী ৪ লক্ষ টাকা পেমেন্ট করেছে ইন দি মেইন টার্ম এই ইঞ্জিনীয়ারের মা মারা গেছে, ছাড়তে রাজী না। যদি ছাড়তে হয় উনার ছেলেকে ওদের কাছে আটক রাখতে হবে। আরো ওদের ডিমাণ্ড ৫ লক্ষ বলে দিচ্ছ তোমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে এত টাকা আছে তুমি ঐগুলি নিয়ে আস। কি ভাবে জানল। এক্সট্রিমিস্টরা কিভাবে জানল যে উনার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে এত টাকা; ব্যাঙ্কে এত টাকা। ঐ যে তারা লুকানো সি, পি আই, এম, দলের মদত পুষ্ট সমর্থক আর তাদের কাট মানি হচ্ছে এই ১০ লক্ষ টাকা থেকে তাদের পার্সেন্ট কাট মানি তাদের পকেটে যায়। কাজেই এটা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে প্রত্যেক অপহরণের পিছনে এই বামফ্রন্ট এবং রুলিং লেপ্টফ্রন্ট সরকারের মদত আছে। একটা সরকারে নির্বাচনের আগে ইস্তাহার বলে To give protection to the lives and properteis of the common people.

এই সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। কারণ যখন মন্ত্রীসভার মন্ত্রী বলেছেন যে উগ্রপন্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তোমরা এদেরকে ছাড়িয়ে আন, আমরা কিছু করতে পারব না। Govenment has failed to perform their duties, They have no moral right to continue in the Office and their duty bound to pay the ranso ne and asked to the extremist. তারা যদি মানুষের জীবন সম্পত্তির গ্যারান্টি না দিতে পারে, যারা অপহৃত হচ্ছে আর অর্থের বিনিময়ে যখন উদ্ধার করা যায়, এই ব্যয় বহন করুক সরকার। এই প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়ছে 15th January, 1999 Governor in his address by the Govrement underistand of the family members of those kidnaped and we are making ensure efforts secure to their release. How Govermment is making efforts. Don't put police. এখানে বলা হচ্ছে যে পুলিশে বলবে না। পুলিশে গেলে মারা যাবে। ওকে ফেরত পাবে না। তোমরা বরং

টাকা দিয়ে দাও। রিপ্লাই দেওয়ার সময় বলতে পারেন পুলিশ চিরুনী তল্লাসী করে আমরা উদ্ধার করব এই রকম বলতে পারেন। টাকা দেওয়া ছাড়া আর একটা কেইসও পুলিশ উদ্ধার করতে পারে নি, দৃষ্টান্ত নেই। যারা অপহরণ হয় তারা সমাজের শ্রমিক, কর্মচারী কৃষক। আজকে কর্মচারীরা যেতে পারছে না বিভিন্ন কর্মস্থলে। স্কুল কলেজ বন্ধ, ইণ্ডাষ্ট্রি বন্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে, প্রশাসন ভিতরে যেতে পারছে না। কাজেই ডেভেলাপমেন্ট ক্যান নট টেকিং প্লেইস অ্যাজ লং অ্যাজ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন। যতগুলি সাধারণ লোকের কাছে পৌছাবে। পৌছাতে গেলে কর্মচারীদের অন ডিউটিতে যেতে হবে। ছাত্রদের স্কুলে যেতে হবে। মাস্টার মশাইরা স্কুলে যেতে হবে, একটা সমাজ তৈরী হবে। এই সামান্যটুকু বলেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করার আহ্বান রেখে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মণ মহোদয় এখানে প্রস্তাব এনেছেন যে যারা অপহৃত হয়েছেন তাদের সরকারী টাকায় ছেড়ে আনার জন্য যে প্রস্তাব এখানে উনি রেখেছেন, আমি উনার প্রস্তাবকে প্রথমে সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এই প্রস্তাব কি ভাবে বিধানসভায় আসতে পারে, আমরা কল্পনা করিনা যেহেতু প্রস্তাব একেবারে অবাস্তব, অগণতান্ত্রিক এবং আমি মনে করি যে বর্তমান ত্রিপুরার মধ্যে উনি এখানে কিছু উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন যে, আমরা জানি যে সাধারণ আইন শৃংখলা ত্রিপুরার মোটামুটি ভাল। কিন্তু আমাদের এখানে মূল সমস্যা উগ্রপন্থা এবং এই বিপথগামী যুবকদেরকে কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় তার জন্য আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শপথের দিন থেকে শুরু করে আমরা সবাই চেষ্টা নিচ্ছি এবং তাদের প্রতি বারবার আহ্বান করা হচ্ছে যে উগ্রপন্থার যে পথ এই পথে ত্রিপুরার কোন সার্বিক উন্নতি হবে না। আমি বলব এতে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি বাড়বে। এই উগ্রপন্থাজনিত সমস্যার কারণে আমাদের ত্রিপুরার উন্নয়নের পথে বাধা এবং অসুবিধা হচ্ছে। বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষ এই সন্ত্রাসের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাই আমাদের প্রস্তাব রাখা উচিত ছিল বিপথগামীরা তোমরা ফিরে এস। এটা আমাদের শ্লোগান করা উচিত ছিল। দলমত নির্বিশেষে জনমতের উর্ধে উঠে আসুন, আমরা সবাই শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান জানাই। কিন্তু এটা না করে এখানে মাননীয় সদস্য সুদীপবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন তা আরো অশান্তি বাড়াবে। এই প্রস্তাব অবাস্তব। এটা হতে পারে না। আপনি বলেছেন এখানে একটি তহবিল করা হউক। এটা দুর্ভাগ্য। আমরা মর্মাহত, ১৫ মাসের মেয়ে ছেলে কিডনাপ হচ্ছে দেখে। এটা মানবতার পরিপন্থী। আমরা দেখেছি, আমাদের বিমলদাকে মারা হয়েছে। কিডনাপ হয়েছেন, আমাদের প্রনববাবু, পূর্ণবাবু দেবব্রতবাবু। বিন্দুদার ছেলে এখনও মুক্তি পান নি। গতকাল কমলাসাগরে একজন মারা গেছেন, তাকে আমি চিনতাম। খুবই ভাল ছেলে। তাই আমি বলব, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ভাল নয়। এই প্রস্তাবে

উগ্রপন্থীরা উৎসাহিত হবে। এটা আনা ঠিক হয় নি। কাজে কাজেই এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : -- মাননীয় সদস্য শ্রীবীরজিৎ সিনহা।

শ্রীবীরজিৎ সিনহা (কৈলাশহর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই সভায় মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ মহোদয় এখানে যে বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এই প্রস্তাবের সমর্থন করে আমি বলছি, ত্রিপুরার অবস্থা খুবই ভয়াবহ। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। প্রতি-নিয়ত মানুষ কিডন্যাপ হচ্ছে। যাদের টাকা পয়সা আছে তারা ফিরে আসতে পারছে। কিন্তু যাদের টাকা পয়সা নেই তারা ফিরতে পারছে না। আমরা দেখেছি বি, ডি, ও, কিংবা ইঞ্জিনীয়ারদের চলে আসতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। কমলপুরের বি, ডি, ও, জনকল্যাণের টাকায় চলে এসেছেন। ইঞ্জিনীয়াররাও সেই ভাবে চলে আসছেন। এটা অস্বীকার করলে চলবে না। একটা সরকার যেখানে জননিরাপত্তা দিতে পারে না। সেই জন্য আজকে এখানে এই প্রস্তাব এসেছে যে, যারা কিডন্যাপ হচ্ছে এবং সুদীপ -বাবুও এখানে বলেছেন যে, তাদেরকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হাত থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে যখনই কেউ কিডন্যাপ হয় শাসক দলের নেতারা দৌড়ঝাঁপ করেন। আমাদের মন্ত্রীরা যারা আছেন তারাও উগ্রপন্থীদের প্রতি একটা নরম মনোভাব পোষণ করেন। শুধু তাই নয় আগে যারা মন্ত্রী ছিলেন, নৃপেনবাবুও সব সময় উগ্রপন্থীদের প্রতি নরম মনোভাব পোষণ করতেন। কেন জানিনা। এক সময় নৃপেনবাবুকেও বলতে শুনেছি আমি যদি ট্রাইবেল হয়ে জন্মাতাম তাহলে আমিও উগ্রপন্থী হতাম। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও বলছেন যে দীর্ঘ দিনের বঞ্চনার ফলে উপজাতিরা উগ্রপন্থী হচ্ছে। তাহলে বুঝা যায় যে সরকার উগ্রপন্থীদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কাজেই গভর্ণমেন্টকে দায়িত্ব নিতে হবে, যারা কিডন্যাপ হচ্ছে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য যে টাকাটা প্রয়োজন সেটা সরকারকে দিতে হবে। যারা অপহৃত হবেন তারাও নিশ্চিত হতে পারবেন যে তারা সরকারী পয়সায় মুক্ত হতে পারবেন। কাজেই এই জন্যই আজকে এখানে প্রস্তাব এসেছে এবং এবারকার বাজেটে তাই ২ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকা রাখা হউক। অফিসার এবং সাধারণ নাগরিক যারা অপহৃত হবেন তারা কিছুটা নিশ্চিত হবেন যে তাদেরকে সরকার ফিরিয়ে আনবেন। নতুবা শাসক দলকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিকদের তারা নিরাপত্তা দেবেন। যদি না পারেন তাহলে তাদেরকে গদী ছাড়তে হবে। যে কোন একটা তাদেরকে করতে হবে। কোনটাই করবেন না এটা তো হতে পারে না। তাহলে জনগণ তো আর বসে থাকবে না আজকে হাজার হাজার মানুষ বাড়ী ঘর ছাড়া। তারা নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরছে। আজকে হিসাব করলে দেখা যায় এক লক্ষের বেশী মানুষ বাড়ী ঘর ছাড়া আজকে আপনারা এখানে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের থেকে অনেক বেশী ভাল চলছে। কোথায় ভাল চলছে? আজকে ন্যাশনাল হাইওয়েতে মানুষ ইচ্ছা মত ঘুরতে পারছে না, ডিষ্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টারগুলিতে

মানুষ যোগাযোগ করতে পারছে না। আজকে ধলাই ডিষ্ট্রিক্ট, নর্থ ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্ট আগরতলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। মানুষ আজকে চিকিসার জন্য আগরতলায় আসতে পারছে না। তারা শিলচর, কাছড়, আসামে চলে যাচ্ছে চিকিসার জন্য। আজকে রাজ্যের মানুষের লেখাপড়া, ব্যবসা বানিজ্য সব স্তব্দ হয়ে গিয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে এই সরকারকে আজকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, সরকার উগ্রপন্থী দমনে কঠোর হবেন অথবা সুদীপ রায়বর্মণ এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে গ্রহণ করতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে রক্ষা করতে হবে। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আপনাদেরকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। কাজেই মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের। কৈফিয়ৎ দিলে চলবে না। আপনারা বলতে পারবেন যে, আপনারা এসকর্ট ছাড়া নিশ্চিত মনে বাড়ীতে যেতে পারবেন। এক সময় আপনারা বলতেন কংগ্রেসের মন্ত্রীরা এসকর্ট দিয়ে গাড়ী চড়ে চলাফেরা করছে, এতে রাজ্যের পয়সা খরচ হচ্ছে। নৃপেনবাবু যখন কোয়ালিশন সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন তখন আমি দেখেছি কৈলাশহরে গিয়েছিলেন টি, আর, টি, সি, বাসে চড়ে। বর্তমানে কি অবস্থা? কোন এম, এল, এ, জনসংযোগ করতে পারেন? কোন মিনিস্টার যেতে পারেন না আর, ডি, মিনিস্টার ধুমছড়া যেতে পারবেন নিরাপত্তা ছাড়া? হ্যাঁ যেতে পারবেন যদি ওভারগ্রাউণ্ড গভার্ণমেন্টের ক্লীয়ারেন্স পান। রাজ্যে অধিকাংশ জায়গায়ই উগ্রপন্থী কবলিত। রাজধানী আগরতলার মানুষও আজকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে না। কি অবস্থা চলছে। আজকে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে গভার্ণমেন্টকে কড়া মনোভাব নিতে হবে। যারা দেশদ্রোহী, যারা জনগণের নিরাপত্তা কেড়ে নেয়, ধন সম্পত্তি কেড়ে নেয় তাদের প্রতি আপনাদের যে নরম মনোভাব, এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। কাজেই আমি ট্রেজারী বেঞ্চের সকল মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট অনুরোধ রাখছি যে এই প্রস্তাবটিকে আপনারা সমর্থন করুন। বিধায়কের ছেলে, এম, এল, এর ছেলে কিডন্যাপ হয়েছে তারা পয়সা কোথা থেকে যোগার করবেন? এম, এল, এ, কোথা থেকে পয়সা পাবেন বিশেষ করে বামপন্থী এম, এলরা। তাদের তো পয়সা নেই, তারা গরীব। যদি সরকারের একটা প্রভিশান থাকে, আজকে তো মাননীয় অর্থ মন্ত্রী হাউসে উপস্থিত নেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন রাখছি কমপক্ষে ১০ কোটি টাকার যদি একটা প্রভিশান রাখেন তাহলে মানুষ নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে যে কিডন্যাপ হলে তারা ফিরে আসতে পারবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস :— মিঃ স্পীকার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ মহোদয় একটা প্রস্তাব এনেছেন যে, অপহৃত হলে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য সরকারকে টাকা দেবার জন্য। এটাকে আমি তীব্রভাবে বিরোধিতা করছি। এটা শুনে মনে হচ্ছে যে, উগ্রপন্থীর এজেন্ট বিধানসভায়ও আছে, অপহরণকারীদের বানিজ্যকে চাঙ্গা করার জন্য এখানে ওকালতি করা হচ্ছে এছাড়া অন্য কিছু নয়। আমরা অবাক হয়ে যাই এই ধরনের একটা প্রস্তাব বিধানসভায় আসতে পারে? যেখানে দরকার অপহরণকারীদের তীব্র ভাবে নিন্দা করা, ঘৃনা করা এবং এই যে অবস্থা চলছে তার বিরোদ্ধে সমস্ত

শান্তিকামী মানুষ, দেশপ্রেমিক মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিরোধিতা করে, তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা, তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা কিন্তু সে জায়গায় এই ধরনের অবিবেচকের মত কাজ, এটার বিরোধিতা না করে আর কিছু করা যায় না। তাই আমি এই প্রস্তাবকে তীব্র বিরোধিতা করছি, এবং এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। অন্তত: বিধানসভার মত পবিত্র জায়গায় এই ধরণের কাজের জন্য ব্যবহার করা অনুচিত বলে আমি মনে করি। এটা সরাসরি উগ্রপন্থী যারা অপহরণ করছে তাদের পক্ষে ওকালতি ছাড়া কিছু নয়, এই ফ্লোরটাকে অন্তত: এই কাজের জন্য ব্যবহার না করা হোক। উগ্রপন্থীদের বিরোধিতা নিন্দা করা এবং তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য এখান থেকে প্রস্তাব নেওয়া যেতে পারে, সবাই মিলে আমরা আবেদন করতে পারি তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য। কই আমরা তো এটা দেখি না, কেউ যদি অপহৃত হয়, খুন হয়, মাননীয় সদস্যকে সেই ঘটনা সম্পর্কে নিন্দা করতে, শোক জ্ঞাপন করতে। মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মণ নামের তালিকা দিয়েছেন। কারা অপহৃত হয়। সি, পি, এমের লোকেরা। আমরা দেখেছি এর আগের বিধানসভায়ও বলেছি কোথায় কার সঙ্গে যোগাযোগ করলে অপহৃতদের উদ্ধার করা যায়। বিলোনীয়া বিভাগের একটা বিরাট এলাকা শান্তির বাজার, বাইখোরা জোলাইবাড়ী এই সব এলাকায় অপহরণ হলে কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় গৌরীশঙ্কর রিয়াং এর সঙ্গে। অপহরণ করার সময় কারা ধরা পড়ে বাঁশারাম রিয়াং এর আত্মীয়। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাদের ফিরিয়ে আনা যায়। এরা আতঙ্কে এক অপহরণ বাণিজ্যকে আরও চাঙ্গা করার জন্য এখানে বিধানসভার মধ্যে আনা হচ্ছে সরকারী তহবিল থেকে টাকা দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে আনা হোক এবং ৫০ ৬০ কোটি টাকার প্রস্তাব রাখা হোক। এটা উগ্রপন্থীদের পক্ষে বিভিন্ন ভাবে ওকালতি করা, বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা এটা রাজ্যের মানুষ জানেন এবং আজকে আবার নূতন করে এটা প্রমাণিত হল। এই বিধানসভা ফ্লোরকেও উগ্রপন্থীদের পক্ষে ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই আমি এটার তীব্র বিরোধিতা করছি এবং এই ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে, বিধানসভায় পবিত্রতাকে রক্ষা করে রাজ্যের যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সেই পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আমাদের রাজ্য সরকার যে চেষ্টা করেছেন বিশেষ করে হেড লিং সেনাবাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য চেষ্টা করছে এই পরিস্থিতিতে যাতে আরও সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে তার জন্য সমস্ত অংশের মানুষের সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ এবং এই কাজে সাহায্য করার জন্য আমি সমস্ত মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখছি। উগ্রপন্থীদের পথ সঠিক পথ নয় এটা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের বিধানসভার মধ্যে প্রমাণ আছে যারা এক সময় উগ্রপন্থার নেতৃত্ব দিতেন আজকে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। এটাই সঠিক পথ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে মূল উন্নয়নের ধারা তার সঙ্গে সামিল হয়ে দেশের উন্নতির, অগ্রগতির জন্য সামিল হতে হবে এটাই হচ্ছে সঠিক কাজ, আমাদের সকলের দায়িত্ব স্বাভাবিক জীবনে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করা। আমরা এটাও বলতে চাই

এই সমস্ত উগ্রপন্থার যে সৃষ্টি হচ্ছে তার পেছনে যে সমস্ত সঙ্গত কারণ আছে সেগুলিকে মোকাবিলা করে দূর করার জন্য আন্তরিক ভাবে প্রচেষ্টা নেওয়ার দরকার। আমরা সব সময় রাজনৈতিক দিক থেকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে যে সমস্ত বঞ্চনাগুলি আছে সেগুলিকে দূর করার জন্য আন্তরিক ভাবে প্রচেষ্টা নিয়ে যাচ্ছি। ইদানিং আমাদের এই সমস্ত সমস্যাকে সমাধান করার প্রশ্নে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২৫ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। আমরা এটা বিশ্বাস করি এই সমস্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে অনুন্নত পিছিয়ে পড়া মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে; তাদের উন্নয়নের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া যাবে। এই সমস্ত কর্মসূচী যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করা আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ। তেমনি যুক্তফ্রন্টের সময়ে দেবগৌবার নেতৃত্বে এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য উন্নয়নের যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল সেগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য সম্মিলিত ভাবে কেন্দ্রিয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত। সেই কাজ না করে উগ্রপন্থীদের মদত দেওয়ার জন্য এখানে প্রস্তাব আনা হয়, উগ্রপন্থীদের জন্য তহবিল গঠন করার জন্য। এর চেয়ে দুঃখজনক এই রাজ্যের মানুষের কাছে আর কি হতে পারে? তাই এটাকে আমি তীব্র বিরোধীতা করছি এবং এই প্রস্তাব থেকে সরে আসার জন্য আমি আহ্বান করছি। আমি আশা করব সুদীপ রায় বর্মন বাবুর শুভবুদ্ধির উদয় হবে, এই ধরণের অবিবেচক প্রস্তাবকে প্রত্যাহার করে উগ্রপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য এখন থেকে আহ্বান জানাবেন তাদের এই সমস্ত কার্যকলাপকে নিন্দা করবেন, এটুকু শুভবুদ্ধি উনার উদয় হবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এখন এই প্রস্তাবের উপর ভাষণ রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মণ মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন তাতে যারা উগ্রপন্থীদের হাতে অপহৃত হচ্ছেন প্রচ্ছন্ন ভাবে হলেও প্রস্তাবের মধ্যে উদ্বেগের আভাস হয়েছে। তার জন্য নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাব। সমস্যা সমাধানের জন্য যে পন্থা এখানে বাতলাবার চেষ্টা করেছেন এটা বিস্ময়কর। এই সম্পর্কে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই যে, উগ্রপন্থীরা তাদের যে বিভিন্ন ধরনের কর্মপন্থা তার মধ্যে অন্যতম অমানবিক পন্থা হচ্ছে অপহরণ। এটাও ঘটনা, আমরা লক্ষ্য করছি, অপহরণের ঘটনা বাড়ছে। তথ্য কথা বলে, তথ্যকে অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। সত্যকে অস্বীকার করা এক ধরনের দুর্বলতা। কাজেই সেই দিক থেকে রাজ্যের আপামর শান্তিপ্রিয় শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন গণতান্ত্রিক মানুষ উগ্রপন্থীদের এই কার্যকলাপ আমি বিশ্বাস করি, আমার সরকার সমান ভাবে উদ্বিগ্ন। এটা বন্ধ করবার জন্য আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে গিয়ে বিরোধী কিছু সদস্য বলবার চেষ্টা করেছেন সরকার উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে নমনীয় মনোভাব নিচ্ছেন। এটা বাস্তবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আমাদের সরকার এই সময়ের মধ্যে উগ্রপন্থা মোকাবেলার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন সেগুলি গোপন কিছু না। আমরা কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে ১৯৯৮

সালের ৫ই আগস্ট এই সমস্যা সমাধানের জন্য সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের যা ক্ষমতা, সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যা আমরা গ্রহণ করতে পারি সেগুলি গ্রহন করার ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টার কোন কসুর নেই। রাজ্যের ৪৪টা থানার মধ্যে ২২টা থানা পুরোপুরি উপদ্রুত ঘোষিত। আরো পাঁচটি থানা এলাকায় আংশিক ভাবে উপদ্রুত আইন ঘোষনা করা হয়েছে। স্যার, নীতিগত ভাবে এই হাউসে দাঁড়িয়ে বলতে আমার একটুও দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব কোনও সংকোচ নেই। উপদ্রুত ঘোষণা সমস্যার সমাধান না। তাহলে নাগাল্যাণ্ডের সমস্যার সমাধান অনেক আগেই হতো, আসামের সমস্যার অনেক আগেই হতো। কিন্তু আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে রাজ্যাগুলিকে আমরা শান্তির নীড় বলে সম্প্রীতিও কেউ কেউ মনে করতেন সেসব রাজ্যাগুলিতেও এই সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আমি অরুনাচলের কথা বলছি, মেঘালয়ের কথা বলছি। বিভিন্ন পত্রিকায় বেড়িয়েছে। যে পত্রিকা এখানে মাননীয় সদস্য উদ্ধৃত করেছেন, সেই পত্রিকায়ও এই সংবাদগুলি ছাপা হচ্ছে। উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের যে সভা তাতে দুইটা সভায় উপস্থিত থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল। এবং সেই সভাতে এই বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলাম এবং সভায় পূর্ব্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলির মুখ্য মন্ত্রীরা যারা উপস্থিত ছিলেন তারাও স্বীকার করেছেন যে এই সমস্যা শুধুমাত্র ত্রিপুরার সমস্যা নয়, শুধুমাত্র মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড বা মনিপুরের নয় বা আসামের নয়, এর থেকে কেউই রেহাই পাবে না। কাজেই সকল দলমতের উর্ধে উঠে যদি আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে এর বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়াতে না পারি, কার্যকরী ব্যবস্থাগ্রহন করতে না পারি এবং এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যে দায়িত্ব সেই, দায়িত্ব প্রতিপালনে কেন্দ্রকে যদি বাধ্য করতে না পারি, তাহলে পরে এই সমস্যা গভীর থেকে গভীরতর হবে এবং এটা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে। কাজেই আসুন আমরা সবাই মিলে এক সাথে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। এবং সেই প্রস্তাব পাশ হয়েছে। এটাকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা ইতিবাচক কোন সাড়া সেখান থেকে পাইনি।

সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলছি যে শুধু উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণাই এর সমাধান না। উপদ্রুত অঞ্চল মানে কি? অনেকেই বলেন যে সেনা আছে, আধা সামরিক বাহিনী আছে কিন্তু তাদের গুলী করার কোন অধিকার দেওয়া হয়নি। অনুমতি নাকি দেওয়া হয় নি। কি অদ্ভুত কথা। এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে কিছু কিছু ব্যক্তি শিক্ষিত লোক, তারাও এই সমস্ত বিভিন্ন জায়গায়, হাটে, সভাসমিতিতে বলে বেড়াচ্ছেন। উপদ্রুত অঞ্চল এই আইনটাই হচ্ছে সেনা, এবং আধা সামরিক বাহিনীর জোয়ানরা গুলী করবে মানুষ পাখীর মত মরবে, কিন্তু কেউ কোন কৈফিয়ৎ চাইতে পারবে না। যে কোন লোককে গ্রেপ্তার করবে, যে কোন লোকের বাড়ীতে ঢুকবে, তদন্ত করবে, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করা যাবে না। আমরা এই জন্যই এটার বিরোধীতা করছিলাম যে এটা যদি হয় তাহলে এলিগেশন হয়ে যাবে। একটা অংশ থেকে আরেকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। অল্প কতিপয় বিপথগামী দুষ্কৃতকারীর কার্য্যকলাপের দায়িত্ব সমগ্র উপজাতি যুব সমাজের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে পরে এলিগেশন হবে, সমস্যা গভীর থেকে গভীরতম হবে, এর থেকে বেড়িয়ে

আসা যাবে না। কিন্তু রাজ্যের বিরোধী দল জনগনের একটা অংশ তাদের অনুভূতির মধ্যে ব্যাপারটা এসেছে, তারা মনে করতে পারছেন যে এইটাই বোধহয় সমস্যার সমাধান। আমরা মেনে নিচ্ছি এবং আমরা সেটা করেছি। সর্বদলীয় যে বৈঠক হয়েছিল ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার দায়িত্ব নেবার পর আমরা তখন অনুরোধ করেছিলাম যে আমাদের কোন প্রস্তাব নেই আপনারা প্রস্তাব দিন। এর আগের সরকারের সময়েও দুইটি সর্বদলীয় বৈঠকে আমার উপস্থিত হবার সুযোগ হয়েছিল সরকার পক্ষকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে এই কথা বলার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে—আপনারা তো আপনাদের প্রস্তাবগুলি পাশ করিয়ে নেবার জন্যই এই ধরনের চিন্তা করেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার নিরিখে ৪র্থ বামফ্রন্ট আহুত এই সর্বদলীয় বৈঠকে পরিস্কার ভাবে বলেছিলাম যে— আমাদের কোন প্রস্তাব নেই. আমরা চাই এই সমস্যার সমাধান। আপনারাই বলুন। তারপরও অনেকে বলবার চেষ্টা করেছিলেন যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে উপদ্রুত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হউক। আমরা বলেছিলাম যে এটাতে কি এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু এরপরেও মাননীয় সদস্যদের আকুতি ও উদ্বেগ দেখে তাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে সারা ত্রিপুরায় না হলেও পরবর্তী পর্যায়ে অংশতঃ এবং পুরোপুরি ভাবে কয়েকটি থানা এলাকাকে উপদ্রুত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষের ধারনা ত্রিপুরা রাজ্যকে উপদ্রুত এলাকা বলে ঘোষণা দিলে এখানে সৈন্যরা সন্ত্রাসবাদীদের সঠিক ভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে এবং তাদের তৎপরতা থাকবে না। কিন্তু সে রকম সহায়; আমরা তাদের কাছ থেকে পেলাম না। আমাদের রাজ্যের এস, এল, সি, সি, একটি রয়েছে এবং এই কমিটির চেয়ারপার্সন কে হবেন তা নিয়ে বারংবার প্রশ্ন উঠেছিল। কে হবেন চেয়ারপার্সন সি, এম না কি সি, এস? মনে হচ্ছিল এটাই যেন সমস্যা সমাধানের মূল বিষয়। উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোন রাজ্যে সি, এম, রা এই ধরনের কমিটির চেয়ারপার্সন রয়েছে এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই। এখানে আর্মির যিনি সর্বোচ্চ অফিসার রয়েছেন উনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনারা যে বলেছেন এটা কোন রাজ্যে আছে কিনা? বললেন না। এখানে যে কমিটি রয়েছে সেই কাজে কেউ কি হস্তক্ষেপ করে থাকেন? আমাদের রাজ্যের এই কমিটি কি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় খারাপ কাজ চালাচ্ছেন? বললেন না, বরং অনেকটাই ভাল কাজ করছে। এখানে আর্মির নতুন ব্রিগেডিয়ার হয়ে এসেছেন মিঃ পানেয়ার। গত পরশু দিন তিনি এখানে একটি প্রেস ব্রিফিং করেছেন। সেখানে তাকে একটি প্রশ্ন বারংবার করতে চাওয়া হয়েছিল যে রাজ্য সরকার আপনাদের কাজে হস্তক্ষেপ করে কিনা? ইন্টারভেইন করে কিনা? তিনি বললেন না। এখানকার যে এস এল, সি, সি, চেয়ারড বাই আওয়ার চিফ সেক্রেটারী উনার সঙ্গে আমাদের ওয়ান্ডারফুল আণ্ডারস্টেণ্ডিং। উনি অনুরোধ করেছেন মাঝে মাঝে তো আপনিও বসতে পারেন। আমি বলেছি নো অবজেকশন এবাউট ইট। কোন অবজেকশান নেই মাঝে মাঝে আমরা এক সঙ্গে বসতে পারি। তিন, চার, পাঁচ মাস পরে পরে আমরা আর্মি, বি, এস, এফ, সি, আর, পি, এফ, এবং রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক সহ মিটিং করতে পারি। এতে আমাদের পক্ষ থেকে অসুবিধা নেই। চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আর্মির তরফ থেকে প্রস্তাব আসে যে কডিনেশান মেনারে।

এ্যাকশান নেওয়া হবে। তার মানে রাজ্যে আর্মি, বি. এস, এফ, সি, আর, পি, এফ, এবং ত্রিপুরা পুলিশ এক সঙ্গে এক-একটি এলাকায় মিলিত ভাবে কাজ করবে। ঠিক আছে, আপনারা যদি মনে করেন এটা দিয়ে কাজ হবে আমরা মেনে নেব। এটা আমরা গ্রহন করব। কাজ শুরু হল। কিন্তু দেখা গেল এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ফলে প্রথম চার পাঁচ মাস খারাপ অভিজ্ঞতা। আগে সেক্টারের ডেপ্লয়মেণ্ট ছিল তাতে এটাকে যেভাবে প্রিভেণ্ট করা গিয়েছে সেটা বরং রাইস করল। প্রিভেণ্ট করা গেল না। কাজেই তাদেরকে নিয়ে আমরা আবার বসলাম। এই সেক্টরে আর্মির সর্ব্বোচ্চ দায়িত্বে যিনি রয়েছেন তিনি সহ অন্যান্যদের আমরা আবার মিটিং-এ বসলাম। সেখানে দুটি প্রস্তাব আসল। প্রথম প্রস্তাবটি ছিল সমস্ত দায়িত্ব রাজ্য পুলিশের ডি, জি, নিয়ে নিক। আর্মি, আসাম রাইফেলস্ ব্যারাকে চলে যাক্ ওরা ল এণ্ড অর্ডার সিচুয়েশান দেখে প্রয়োজনে রাজ্য পুলিশকে সহযোগিতা করতে আসবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি হচ্ছে, যদি সেটা না হয় তাহলে আবার সেক্টরের ডেপ্লয়মেন্টে চলে যাই। তখন আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবটাই গ্রহনযোগ্য বলে গ্রহন করেছি। প্রথম প্রস্তাবের প্রশ্নই উঠেনা।

দ্বিতীয় যে বিষয়টা এখানে বলছি সেটা হচ্ছে রাজ্যের সঙ্গে যে আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে সেটাকে সীল করতে হবে। গত আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যখন মিটিং হয়েছিল সেখানে আমরা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলেছি, অবশ্য সেখানে দেশের প্রধান মন্ত্রী. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীও ছিলেন। উনাদের কাছে আমারা ম্যাপ দিয়ে বলেছি বাংলাদেশের কোথায় কি রয়েছে। উগ্রপন্থীদের ক্যাম্পের লোকেশন চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল তাদের কাছে। ত্রিপুরার বর্ডার থেকে বাংলাদেশের কত ভিতরে, কত উত্তরে কত পূর্বে, কত পশ্চিমে এবং কত দক্ষিনে কোথায় কোথায় এন. এল, এফ, টি, এ, টি, টি, এফ, (টাইগার ফোর্স) পি এস, ও এবং এন, এস, সি, এদের শিবির রয়েছে এবং তাতে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে কোন ক্যাম্পে তারা জয়েন্ট ল অপারেশন করে। ম্যাপ সহ তথ্য আমরা সেদিন তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। বাংলাদেশের কোন জেলায় কোন মহকুমায় ক্যাম্প রয়েছে সেটা পরিস্কার করে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি। এগুলি নিয়ে আমরা তো কিছু করতে পারব না। ওদের সঙ্গে কথা বলুন। এগুলি আপনাদের নিতে হবে। এদের সঙ্গে কথা বলুন, এগুলি বন্ধ করতে বলুন। আর এখানে এই ক্যাম্পগুলি যারা ব্যবহার করে আমাদের এখানে অশান্তি করছে তাদেরকে আপনাদের হাতে তুলে দিতে বলছি। আমরা তো আমাদের হাতে তুলে দিতে বলছি না। পরবর্ত্তী পদক্ষেপ এই বর্ডারটাকে বন্ধ করুন বা ফেন্সিং করুন। পাঞ্জাবে হয়েছে, আসামে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসবাদী সমস্যা নেই। কিন্তু সেখানেও বারবার ফেন্সিং হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা এতদিন জানতাম বর্ডার এরিয়া ৮৩৪ কিঃমিঃ কিন্তু এখন বি, এস, এফ হিসাব করে বলছে ৮৫৬ কি মিঃ। আমরা বলছি ৮৫৬ কিলোমিটার কাঁটা তারের বেড়া করতে। কোটি কোটি টাকা লাগবে এক সাথে এটা করা যায় না। আমরা সেখানে তিনটা ট্রেস আইডেন্টিফাই করে বলেছি ৪৪১ কিলোমিটার এই কাজটা অন্তত হাতে নিন। এটা করুন যে জায়গাগুলি তারা ব্যবহার করছে এই জায়গাগুলি করুন। এটা বন্ধ করুন। এখন আর্মি, বি, এস, এফ উভয়েই বলেছেন এটা করা দরকার। মিঃ পানোয়ারের সাথে আমার কথা হয়েছে বলেছেন ইট ইজ হেভ টু বি ডান। এটা তো আমরা করতে পারি না। প্রশ্ন হচ্ছে যদি এই প্রস্তাবগুলি আমরা না

রাখতাম বা আমরা বিরোধিতা করতাম তাহলে নমনীয় মনোভাবের প্রশ্ন থাকত। মোটেই ঘটনা তা না। মোর অভার. আমরা এই জায়গায় যেটা করবার চেষ্টা করছি সেটা কি? উগ্রপন্থীদের কার্যাকলাপ, এই কার্যাকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের নামে নির্দিষ্ট মামলা আছে তাদের নামের তালিকা করা হয়েছে, তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তাদের গ্রেপ্তারের জন্য হুলিয়া জারী করা হয়েছে। আগে তো এটা হয়নি। এবং শুধু তা না এখন তাদের মধ্যে থেকে যাদের যাদের ছবি সংগ্রহ করা গেছে সেই ছবি দিয়ে পোস্টার ছাপা হয়েছে বাংলা ইংরাজী এবং ককবরকে সন্ধান চাই বলে। এবং যারা তাদের ধরিয়ে দেবেন তাদের তিনটা ক্যাটিগরিতে ভাগ করা হয়েছে। কারোর জন্য ২ লক্ষ টাকা, কারোর জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং কারোর জন্য ৫০ হাজার টাকা। এটা কোন জায়গায় হয়েছে? এটা কি নমনীয়তার লক্ষণ হলো? পুলিশের লোক, আর্মির লোক, প্যারামিলেটারীর লোক অথবা সিভিলিয়ান যারাই এদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবেন তাদেরকে আমরা পুরস্কৃত করব। আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমরা ৪৪টা থানা তারপরেও আরও নতুন তিনটা থানা তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং এগুলির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে আমরা আশা করছি আগামী মাস ছয়েকের মধ্যে এগুলি চালু করতে পারব। তারপরেও আমরা বলছি যে আরও কয়েকটা এলাকার মধ্যে বিরাট এলাকা ছড়িয়ে একটা থানার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না সেখানে আরও থানা করা যায় কিনা? আর্থিক যে অসঙ্গতি এটা দূর করতে পারলে পরে সেখানেও আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। এগুলি কিসের জন্য? পাশাপাশি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছি যে এই মূহুর্তে আমাদের যে ফোর্স লেভেল আজ থেকে চৌদ্দ পনের মাস আগে তো বলা হয়েছিল যে পাঁচ ব্যাটেলিয়ান লাগবে। সেই পাঁচ ব্যাটেলিয়ান দেওয়ার পরিবর্তে ডেফিসিট হয়ে গেল সাত ব্যাটেলিয়ান। তিনটা আমাদের ফিরিয়ে দিল। গত ভোটের পর সি, আর, পি, এফ, তুলে নিয়ে যাওয়া হল বিরাট সংখ্যায় আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী থাকার পর পার্লামেন্টের মধ্যে যখন সমস্ত সদস্যরা এই নিয়ে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। তখন রাজ্য-সভার মধ্যে লোক সভার মধ্যে আমাদের বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যাদেরকে তুলে নিয়েছিলেন তাদেরকে ফেরত পাঠাবেন। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই তিনি একটু দেরীতে হলেও সেটা তুলে নিয়েছিলেন সেটাকে ফেরত পাঠিয়েছেন। তারপরেও কিন্তু ঐ পাঁচ ব্যাটেলিয়ান যে ডেফিসিট এটা কভার করল না। এর পরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এসেছিলেন আমার অনুরোধে সবার সঙ্গে কথা বললেন, কয়েকটা এলাকা দেখলেন, সাংবাদিকদের সঙ্গে মিট করলেন। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করল যে. রাজ্য সরকার যে দাবী করছে এটা ঠিক কিনা আপনি কি বলেন। তিনি বললেন আমরা সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছি আমরা রাজ্য সরকারকে সাহায্য করব। কেন্দ্রে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বসব আমরা এই সরকারের পেছনে আছি। পেছনে থাকার নমুনা কি. দৃষ্টান্ত কি? এক মাসের মধ্যেই দুই ব্যাটে-লিয়ান রেগুলার আর্মি উইথড্র করে নিয়ে গেলেন। আমরা জানি না। রাজ্য সরকারকে জানাবে তো, এটা ভদ্রতা এখানে তারা একটা নির্দিষ্ট দায়িত্বে ছিল। তারা এখানে পিকনিক করতে আসে নি, এরা ব্যারাকে ঘুমায় নি. এরা ডিটেইলমেন্ট ছিল। তাদেরকে তুলে নিয়েছিল যে রাজ্য সরকার জানবেনা এরা জানায় নি। এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে একবার প্রধানমন্ত্রী একবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তাদের কাছে বার বার আমরা ঘুরেছি অনেকটা ভিক্ষুকের মত। মন্ত্রীর

নিরাপত্তার জন্য না। রাজ্যের জনগনের নিরাপত্তার জন্য। নিরাপত্তা কেন? শান্তির জন্য। শান্তি কেন? উন্নতির জন্য অগ্রগতির জন্য। শান্তি এটা খাওয়ার বিষয় না। এই সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই আট মাস নয় মাস বোধ হয় ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত নেই, ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত নেই যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা সরকারের পক্ষ থেকে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে এতবার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু আমরা সাড়া সেই ভাবে পাচ্ছি না। এবং শেষ পর্যান্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমার অনুরোধ করতে হলো যে আর্মি আপনারা বলেছেন তা আমার হাতে নেই ইউ প্লিজ টক টু জর্জ। অদ্ভুত কথা বলছেন। একটা সরকার আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইন শৃংখলা দেখার আপনার বিষয়, দেশের সংহতি দেখা আপনার বিষয়। ফোর্স প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর হ তে হতে পারে। আপনি বলুন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অ পনার কথা শুনছে না কেউ বিশ্বাস করবেন? আমি ঠিক এই ভাষায় উনার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি। উনার মান সম্মান সম্পূর্ণ রক্ষা করে। উনি মৃদু হাসছেন কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারছেন না। তাই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁকে আমার বলতে হল আপনি যখন বলেছেন আর্মি আপনি পাঠাতে পারছেন না তাহলে অন্তত বি এস. এফ পাঠান। বর্ডার ফেন্স করার জন্য যেমন ১৮ ব্যাটেলিয়ানে লাগবে ৯ ব্যাটেলিয়ানে হবে না এটা আমার দাবী না, এটা বি. এস, এফ. লোকদের দাবী। এই উগ্রপন্থীদের মোকাবেলা করার জন্য কাশ্মীরে ১৫ কিমি: বর্ডারের জন্য ১ ব্যাটেলিয়ান বি, এস, এফ, আর আমাদের এখানে ৮৪ কিমি: বর্ডারের জন্য ১ ব্যাটেলিয়ান বি. এস, এফ, এবং নর্থে যখন আমি গেছি রিভিউ করার জন্য সেখানকার বি, এস এফ অফিসাররা বলেছেন ১২৬ কিমি: বর্ডার তিনি চালাচ্ছেন ১ ব্যাটেলিয়ান দিয়ে। এটা কি সম্ভব? অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু তা চলছে। এই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে বলছে ঠিক আছে আমাদের এখানে তো বর্ডার ক্রাইম সেই অর্থে বিরাট না। ঠিক আছে এখান থেকে কিছু জিনিষ আসে এবং আমাদের এখান থেকে কিছু জিনিষ যায়। সেট বন্ধ হওয়া উচিত। এর ফলে অনেক সময় বাজারে জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যায়। এটা বন্ধ হওয়া উচিত কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নিরাপত্তার প্রশ্নে কাশ্মীরে যেখানে বর্ডার ব্যাগু করার পাশাপাশি ইন্টারন্যাল সিকিউরিটির কাজে আপনারা বি, এস, এফ ব্যবহার করছেন আমাদের কেন দেবেন না সেটা নৈতিক ভাবে মেনে নিয়ে যখন কার্য্যকর করার কাজ শুরু হল তখন প্রায় ৪ মাস সময় চলে গেল। ইতি মধ্যে ১ ব্যাটেলিয়ান বি, এস, এফ, তারা আমাদের রাজ্যের মধ্যে পৌঁচেছ এবং গত কালকে পর্যন্ত আমার কাছে যে রিপোর্ট আছে ৫ ব্যাটেলিয়ান এসে পৌঁচেছে। এক ব্যাটেলিয়ান হচ্ছে ৬ কোম্পানী। কিন্তু ৬ কোম্পানী কোন সময় ডেপ্লয় হয় না। আসাম রাইফেল ৬ কোম্পানীতে তাদের এক ব্যাটেলিয়ান। কিন্তু তারা ৪ কোম্পানী ডেপ্লয় করে আর বাকী দুই কোম্পানী ডেপ্লয় করে না সি, আর, পি. এফ, তাদের ৬ কোম্পানীতে এক ব্যাটেলিয়ান। তারা ৬ কোম্পানী ডেপ্লয় করে না। তারা ৫ কোম্পানী ডেপ্লয় করে। আর বাকীরা ট্রেনিং করে। তাদের ট্রেনিং করার দরকার আছে। কিন্তু আমাদের উপায় নেই, আমরা কিন্তু টি, এস আর সবটাই ডেপ্লয় করে দিয়েছি এতে কিন্তু টি, এস, আর, বোথা হয়ে যাবে। কিন্তু উপায় নেই আমাদের। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা বলছি এই ১ ব্যাটেলিয়ান পাঠালেন কি মুখ

বন্ধ করার জন্য। এই রকম করলে হবে না। এই সংখ্যাটা বাড়াবার চেষ্টা করুন। এই সেটা আমরা করছি। আমরা তো বসে নেই। এবং এর পাশাপাশি রাজ্যের পুলিশকে মর্ডানাইজ করার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করার দরকার সেই ব্যবস্থা তো আমরা গ্রহন করেছি। ষষ্ঠ ব্যাটেলিয়নের ট্রেনিং চলছে। আমরা এসে দ্রুততার সঙ্গে দুইটি ব্যাটেলিয়ানের ট্রেনিং শেষ করে তাদেরকে রাস্তায় নামিয়েছি। যেখানে খালি জায়গা আছে সেটা পূরণ করার জন্য চেষ্টা করছি। নিয়োগের কাজ আবার চলছে। দুইটি অতিরিক্ত আই, আর, ব্যাটেলিয়ান দেওয়ার জন্য চেষ্টা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করেছি। আমাদের দাবী তারা অস্বীকার করতে পারেনি। কিন্তু ক্লীয়ারেন্স এখনো আমরা পাইনি। এবং পুলিশকে মর্ডানাইজ করার জন্য বিশেষ করে অস্ত্র তাদের যে অটমেটিক গান এটাকে ম্যাচ করার জন্য আমরা আমাদের অর্থের যে অসংগতি তার মধ্যে এখান থেকে টাকা বের করে অস্ত্র ক্রয় করার চেষ্টা করছি এবং থানাগুলিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি। কাজেই এই দিক থেকে নমনীয় বলছেন এই কথার কি কোন বাস্তব ভিত্তি আছে। আসল ঘটনা তা না এর পাশাপাশি আমরা কিন্তু শুধু মিলিটারী নয় তার উপর নির্ভর করে সমস্যার সমাধান এই কথা কিন্তু প্রথম দিনও বলিনি এবং আজকে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছি না এটা আমাদের কন্‌টেমশান না। আর্মির কথা কথা বলছেন। আর্মির অফিসার নিজে বলেছেন যে এটা সমস্যার সমাধান না। এটার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে ভূমিকা নিতে হবে। এর জন্য জনগণের সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। এবং তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। আজকে নাগাল্যাণ্ডে দেখছি তার রেসপন্স আসছে। নাগা হুহু থেকে শুরু করে এখানকার বিভিন্ন এন, জি, ও, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মিলে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন এর ফলে আজকে তাদের একটা আলোচনার টেবিলে বসানো সম্ভব হচ্ছে। এবং সেই জায়গায় সীজ ফায়ার চলছে। এখানেও আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নিয়ে আমরা বলছি আপনারা যাদের সঙ্গে সীজ ফায়ার করছেন, কথা বলছেন এরা বাংলাদেশের এন, এল, এফ, টি, কে অস্ত্রের ট্রেনিং দেওয়ায়। উলফা বাংলাদেশে টাইগার্স ফোর্সকে অস্ত্রের ট্রেনিং দেওয়ায় এবং অস্ত্র দেয়। কমলপুর ব্যাংক ডাকাতি তার উদাহরণ। কিছু দিন আগে খেদাছড়ার কাছে যে ঘটনা ঘটল তাতে আপনারা কি দেখলেন, কারা তারা? আর্মির লোকেরা বলছেন এন, এস, সি, এন, এর লোক। এটা বে কড়িডোর হিসেবে ব্যবহার করছে। এই পয়েন্টটা আমরা বলেছি, সমস্যা প্রথমে আমরা কেস করেছি। কিন্তু এই ত্রিপুরাকে কড়িডোর হিসাবে ব্যাবহার করে গোটা নর্থ ইষ্ট রিজিয়ন এর মধ্যে তারা প্রবেশ করার চেষ্টা করছে আই. এস. আই. এবং তার পেছনে সি, আই, এ। কাজেই এই অংশটি ভারতবর্ষকে যে ব্যবচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে তো আমরা মোকাবেলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোন দায়িত্ব নেই, শুধু রাজ্য সরকারের। আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি এবং বলুন আমাদের দিক থেকে কি করতে পারি। এবং ডেভলেপমেন্টের জন্য আমি বলেছি এগুলি বলে আমি সময় নিতে চাই না, পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করছি আমাদের যে প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব সম্পদ আছে তাকে কাজে লাগাবার জন্য ইনফ্রাষ্ট্রাকচার ডেভেলাপ করার জন্য আমাদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন। সেই জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া পাইনি। এই রকম একটি পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে এতগুলো কথা বলার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। নমনীয় মনোভাব নিচ্ছেন এই কথার

যদি জবাব না দেওয়া হয় তাহলে ভুল মেসেইজ যাবে, এখন থেকে এমনিতেই যে প্রস্তাব, এই প্রস্তাবটা রং মেসেইজ নিয়ে যাচ্ছে। এবং এই প্রস্তাবটা একচুয়েলি রং মেসেইজ। কাজেই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মাননীয় অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন আমি হতাস উদ্বেগের পাশাপাশি যদি এখান থেকে এই প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। যে বন্ধ করুন এই জিনিষগুলো তোমরা কিডনাপিং, কিলিং, আরসেলিং এবং এই যে টেনসন দ্যাট মিস্ টেনসন রাইস করার জন্য যে সমস্ত কাণ্ড কারখানা তোমরা করছ এবং সটাকে কেন্দ্র করে ট্রাইবেল নামে সব চেয়ে বেশী ট্রাইবেলদের বিপদগ্রস্থ করার চেষ্টা হচ্ছে। এই যে ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার এবং শিক্ষক কোন এলাকা থেকে কিডনাপ হচ্ছেন যে রিমোটেষ্ট এরিয়া, যে জায়গায় ডেভেল্যাপমেন্ট এর জন্য আমরা কর্মসূচী হাতে নিয়েছি। সমস্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে যখন সেই জায়গাতে তারা কাজ করতে যান সেই জায়গা থেকে কিডনাপ হয়ে যাচ্ছেন। ফলে এই সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কাজেই এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে এদেরকে সবস্তরে প্রতিবাদ করা দরকার, নিন্দা করা দরকার, এবং আমরা এরপরও বলছি মানুষের মনের পরিবর্তন হয় আমরা বিশ্বাস করি এবং এর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি কেউ কেউ সংখ্যায় কম হতে পারে আত্মসমর্পন করেছেন। এবং বিভিন্ন ভাবে সরকারের কাছে তারা আবেদন করেছে সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে সংখ্যায় বেশী না হলেও একজন হোক বা দুইজন হোক আত্মসমর্পন করছে। কাজেই এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে ফিরে আসবেন আমরা পেকেজ ডিক্লেয়ার করেছি। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন আসাম পেটার্ন আমরা দেখে পরীক্ষা করে তাদেরকে আমার মত পাঠিয়েছি, আজকে দুমাস হয়ে গেছে। এপার্টফ্রম দ্যাট আমরা আমাদের ষ্টেট গভার্নমেন্টের তরফ থেকে একটি পেকেইজ আগেই ডিক্লেয়ার করেছি আজ থেকে এক বছর আগে। সেই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা খুশী হতাম যে মাননীয় সদস্য উদ্বেগের পাশাপাশি, যার কারণে এই উদ্বেগ, তাদের বিরুদ্ধে যদি এই হোল হাউসকে বলতেন যে চলুন আমরা এক সাথে, এক সুরে এদেরকে নিন্দা করি, এদের সম্বন্ধে সমালোচনা করি এবং এই কাজ থেকে বিরত হতে তাদেরকে আমরা আহ্বান করি। তার অস্ত্র পরিহার করুক, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক কিন্তু তাদের বক্তব্য থাকতে পারে পারে বসুক কথা বলুক রাজ্য সরকারের কাছে না হোক কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলুক। কিন্তু না, এরা এটা না করে এরা মানুষের জীবন নিয়ে উন্নতি নিয়ে অগ্রগতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করার চেষ্টা করছে, এটা তারা বন্ধ করুক। এটা না করে এখানে যে প্রস্তাব দিলেন তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য টাকা বাড়ানো এটা রিয়েলাইস করছি আমরা। এবং এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের ইনডাইরেক্টলি রিয়েলাইস করছে। এটা কি বলল আমি ভাবতেই পারছি না। এতে উৎসাহিত হবে কারা, এতে উৎসাহিত হবে এক্সট্রিমিস্টরা। এই তো আমাদেরকে সরকারী কোষাগার থেকে টাকা দেওয়ার কথা বলেছে। শুধু তাই নয়, এক্সট্রিমিস্টদের ব্যবহার করে জনবিচ্ছিন্ন যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর হালে পানি পাবার জন্য কাকেই কোন কোন ভাবেই চেষ্টা করছেন, কাজেই এই প্রস্তাব তাদের হাতকে শক্তিশালী করবে। তারপর যে মানুষকে সাহায্য করবে না এবং এই ত্রিপুরায় শান্তি ফিরে আনতে এই প্রস্তাবটাকে সাহায্য করবে না। আমি বিনিত ভাবে অনুরোধ করব মাননীয় সদস্য যাতে বিবেচনা করার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এই প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন করতে পারলাম না। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলছি যে, যারা টাকা দিতে গিয়ে সর্বশান্ত হয়েছেন একেবারে ঘরবাড়ি. এমনকি ভিটে মাটি বিক্রি করে দিতে হয়েছে এই রকম কিছু ঘটনা তাদেরকে তদন্ত করে সাহায্য অথবা অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়া যায় কিনা সেটা সরকার একবার ভেবে দেখবেন কিনা ? এটাই আমার অনুরোধ রইল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

শ্রীমানিক সরকার :— (মুখ্যমন্ত্রী) কিডনেপ, যারা হয় বা নিহত যারা হচ্ছে এই পরিবারগুলোকে সাহায্য করার চেষ্টা আমরা করছি। এই কিডনেপ, হওয়ার পর যারা আনট্রেড, হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য আমরা কিছু চেষ্টা নিচ্ছি। কাজেই এটা যেভাবে এখানে বলেছেন সেই বিষয়ে আমি চট, করে কোন কিছু বলতে পারব না। একটা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই সরকারটি কাজ করছে। কাজেই এইরকম পরিস্থিতি আমাদের সামনে যখন আসে সেগুলোকে ভাইস টু ভাইস পরীক্ষা করে আমরা ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং ভবিষ্যতে এই রকম চেষ্টা করবনা এটা মনে করার কোন কারণ নেই।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজিউলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিউশানটি হলো :—

"This House proposed that the State Government should provide adequate fund to ensure the release of the kidnapped persons from the clutches of the so called extremists".

রিজিউলিউশানটি সভা কর্তৃক ধ্বনী ভোটে বাতিল হল। এই সভা আগামী ২২শে মার্চ সোমবার, ১৯৯৯ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

Annexure—A

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

Admitted Starred Question Nc—2

Name of M. L. A. :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১। রাজ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের স্বার্থে নূতন কোন ডিগ্রী কলেজ খোলার কথা সরকার বিবেচনা করছেন কিনা,

২। করে থাকলে খোয়াই মহকুমার তেলিয়ামুড়ায় নূতন ডিগ্রী কলেজ স্থাপন করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। আপাততঃ নেই।
২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No—9

Name of M. L. A. :— Shri Kajal Chandra Das.

Will the Hon'ble Ministerin-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কোন কোন বিদ্যালয়ে বিষয় শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

২। উক্ত বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয় শিক্ষকের শূন্য পদগুলি কবে নাগাদ পূরণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে বিধানসভা এলাকা ভিত্তিক বিদ্যালয়ের হিসাব রাখা হয় না। ব্লক ভিত্তিক হিসাব রাখা হয়। যাই হউক কল্যাণপুর এলাকায় যে সমস্ত হাই এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই সেই সমস্ত স্কুলের তালিকা সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। তাছাড়া উক্ত এলাকায় যে সমস্ত উচ্চ বুনিয়াদী ও নিম্ন বুনিয়াদী প্রধান শিক্ষক নেই সেই সমস্ত স্কুলেরও আলাদা আলাদা তালিকা সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

এছাড়া উক্ত এলাকায় অনেক স্কুলেই কোন না কোন বিষয় শিক্ষকের অভাব আছে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির তালিকা ও সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল

২। যে সমস্ত স্কুলে বিষয় শিক্ষকের অভাব আছে সে সমস্ত স্কুলে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয় শিক্ষক পোষ্টিং দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রধান শিক্ষকহীন বিদ্যালয়গুলিতেও প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে।

(Question and Answers)

প্রধান শিক্ষকহীন হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের তালিকা

১। নর্থ ঘিলাতলী (রতিয়া) হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল।
২। মোহরছড়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল।
৩। কল্যাণপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল।
৪। গয়াংফাং হাই স্কুল।
৫। কল্যাণপুর বাজার গার্লস হাই স্কুল।
৬। গৌরাঙ্গটিলা হাই স্কুল।

প্রধান শিক্ষকহীন উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের তালিকা

১। গড়িয়া দফাদার পাড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
২। গগন চৌধুরী পাড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৩। নিরঞ্জন সর্দার পাড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৪। রামবাবু সম্পাদক পাড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৫। কমলনগর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৬। দুখাই জমাদার পাড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৭। চালিতাবাড়ী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৮। দুর্গাধন পাড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়।

প্রধান শিক্ষকহীন নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের তালিকা

১। জয়বাহাদুর রামবাবু পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
২। কিরণনগর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৩। কুঞ্জবন নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৪। বেতাঘা হাওয়ার নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৫। সারভন গোলিটিলা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৬। ওয়াটিলংটিলা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৭। খামারবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৮। মোহরবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৯। কুচ্ কলোনী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।

বিষয় শিক্ষকের অভাব আছে এমন বিদ্যালয়ের তালিকা

১। কল্যাণপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
২। মোহরছড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
৩। নর্থ ঝিলাতলী রতিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
৪। গয়াংফাং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
৫। গড়িয়া দফাদার পাড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৬। উটাবাড়ী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৭। রামবাবু সম্পাদক পাড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৮। কমলনগর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
৯। মলয় সর্দারপাড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়।
১০। দুর্গাধন পাড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়।

Admitted Starred Question No—12

Name of M. L. A. :— Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য যে, উদয়পুর নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য কোন কোয়াটারস্ নেই ;

২। যদি সত্য হয়, তবে ১৯৯৮-৯৯ইং অর্থ বছরের কোয়াটার নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।
২। বর্তমানে নেই।

Admitted Starred Question No—23.

Name of M. L. A. :— Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১। গণ্ডাছড়ায় ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি না থাকে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। আপাততঃ নেই '

২। অর্থনৈতিক অপ্রতুলতা।

Admitted Starred Question No—36.

Name of the member :— Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। (ধর্মনগর) সাবাজপুর গ্রামে একটি J. B. স্কুল স্থাপনের জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হবে কিনা এবং

২। যদি দেওয়া হয় তবে কবে নাগাদ স্কুলের মঞ্জুরী দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। গত ১২-৯৯ ইং তারিখে ধর্মনগর মহকুমার সাবাজপুর গ্রামে একটি নতুন J. B. স্কুল স্থাপনের জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admited Question No—53

Name of the Member :— Sri Ratan Lal Nath.

প্রশ্ন

১। পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে ত্রিপুরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কি কি ভূমিকা নিয়েছে ?

উত্তর

১। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও মাইক্রোফোনের সীমিত মাত্রায় ব্যবহারের জন্য ১৯৯৬ সাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ব্যাপক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করছে। ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ স্বরবর্ধক বাজী, পটকা ইত্যাদি ব্যবহার ও বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে এবং

জেলাশাসকগণকে উক্ত আদেশ পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাইক্রোফোনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ একটি নির্দেশিকা প্রনয়ণ করছে। তা শীঘ্রই কার্যকরী করা হবে।

২। গাড়ীর কালো ধোঁয়ার বায়ু দূষণের পরিমাণ মাপার জন্য পর্ষদ রাজ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে গাড়ীর ধোঁয়া মাপার শিবির অনুষ্ঠিত করেছে। পর্ষদ মোট চারহাজার দু'শ চৌষট্টিটি গাড়ীর ধোঁয়া পরীক্ষা করেছে। যে গাড়ীগুলো সীমার উপরে দূষক নির্গমন করছে তাদের মালিকদের গাড়ী মেরামতের নির্দেশও পর্ষদ থেকে দেওয়া হয়েছে।

পীচ পুড়িয়ে রাস্তা সারাই উদ্ভুত বায়ুদূষণ সমস্যা নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এর একটা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৩। ত্রিপুরা রাজ্যে জল (প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৪, বায়ু (প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৮১ এবং পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮৬ বলবৎ আছে। আইনের বিভিন্ন ধারাবলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কোন ও শিল্প স্থাপনের পূর্বে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্র প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রস্তাবিত প্রকল্পের স্থান পরিদর্শন করে ছাড়পত্র দিচ্ছে। তাছাড়া পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন অভিযোগ ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে আসছে এবং যথার্থ অভিযোগ নিরসনের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

জলবাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সম্প্রতি এনভায়রো টেক নামক সংস্থাকে দিয়ে ত্রিপুরার ২৫টি স্থানের Surface Water এবং ২০টি স্থানের Ground Water এর গুণগত মান পরীক্ষা করিয়েছে।

৪। ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ "Preparation of Zoning Atlas for Siting of Industries" নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ত্রিপুরা রাজ্যের জেলা ভিত্তিক কোন্ অংশে কি ধরণের শিল্প স্থাপন সম্ভব তা জানা যাবে এবং তার ফলে রাজ্যে শিল্প স্থাপনে শৃংখলা বজায় থাকবে ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

৫। আগরতলা শহরের জঞ্জাল পরিস্কারের লক্ষ্যে আগরতলা পুর পরিষদ এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এই প্রকল্প রূপায়নে পুর পরিষদকে সর্বোতভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করছে।

Admitted Starred Question No—59

Name of the Member :— Shri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department by pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত বাঘন জুমটিলা জে. বি. মাদ্রাসার মৌলবি আবদুল্লা গত ১৯৯৫ইং থেকে ১৯৯৮ইং পর্যন্ত ৩০-৪০ জন ছাত্রের মিথ্যা নামে আনুমানিক ১৫ কুইন্টাল মিড-ডে মিলের চাউল গায়েব করেছেন।

২। যদি সত্য হয়, তবে উক্ত দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্কুল ইন্সপেক্টরের তরফ থেকে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা, এবং

৩। এরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়ে থাকলে তার কারণ,

উত্তর

১। ধর্মনগর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস থেকে ঘটনার তদন্ত চলছে।

২। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No—70

Name of the Member :— Sri Anil Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare Social Education Department be please to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধাদের পেনশন ভাতা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২। যদি না বাড়ানো হয়, তবে তার কারণ?

উত্তর

১। কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রয়োজনীয় বরাদ্দের ভিত্তিতে এই বিষয় পর্যালোচনা করা হবে।

Admitted Starred Question No—92

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কয়টি "জনশিক্ষা নিলয়ম কেন্দ্র" রয়েছে ?

২। জনশিক্ষা নিলয়ম কেন্দ্র সমূহ পরিচালনার জন্য ৯৭-৯৮ এবং ৯৮-৯৯ইং অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত এবং

৩। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে ?

উত্তর

১। বর্তমানে একটিও নাই।

২। ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ইং অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার কোন অর্থ বরাদ্দ করে নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No—97

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গত চারমাস ধরে বার্ধক্য ভাতা প্রদান বন্ধ হয়ে রয়েছে।

২। যদি সত্যি হয় তাহলে কারণ, এবং

৩। বন্ধ থাকলে কবে নাগাদ বার্ধক্য ভাতা চালু করা সম্ভব হবে ?

উত্তর

১। দপ্তরে এ ধরণের তথ্য নেই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No—101

Name of the Mamber :— Shri Anil Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে অঙ্গনওয়াদী ওয়ারকারদের রেগুলার করার জন্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা ?

২। যদি না করে থকেন তার কারণ ?

উত্তর

১। রাজ্যে অঙ্গনওয়াদী ওয়ারকারগণ একটি স্কীমের ভিত্তিতে নিযুক্ত। রেগুলার করার কোন সুযোগ সেখানে নেই।

২। প্রশ্ন ওঠে না।

Admitted Starred Question No—112

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Minister-in-charge fo the Social Welfare & Social Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই মহকুমার অফিসটিলাতে Social Education Social Welfare দপ্তরের নিজস্ব অফিসের জায়গা আছে।

২। ইহাও কি সত্য যে, নিজস্ব বাড়ী না থাকায় দপ্তরের অফিসটি দীর্ঘ ২৪/২৫ বৎসর যাবৎ ভাড়া বাড়ীতে আছে, এবং

৩। সত্য হলে নিজস্ব জায়গাতে অফিস গৃহ নির্মাণ করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। সত্য।

২। হ্যাঁ, সত্য।

৩। প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান হলেই অফিস গৃহ নির্মাণ করা হবে।

Admitted Starred Question No—141

Name of the Member :—Sri Ratanlal Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Sch. Castes & O. B. C Welfare Department be please to state :—

প্রশ্ন

১। তপশীলি জাতি সম্প্রদায়ের দুর্বল অংশের মানুষ যারা চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়াও প্রশাসনিক প্রয়োজনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজধানীতে এসে রাত্রি যাপনে বাধ্য হয়। তাদের থাকার সুবিধার্থে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি বিশ্রামাগার রাজধানী আগরতলায় ১৯৯৯-২০০০ অর্থবর্ষে নির্মাণ করা হবে কিনা ?

২। করা না হলে, এর যথার্থ কারণ কি, এবং তা কবে নাগাদ করা হবে ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের এ রকম পরিকল্পনা আছে। তবে ১৯৯৯ ২০০০ অর্থ বর্ষের মধ্যে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যাবে কিনা তা সঠিক ভাবে বলা যায় না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 161

Name of the Hon'ble Member :—Shri Padma Kr. Debbarma

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education epartment be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে স্বাক্ষরতা কর্মসূচীতে কর্মরত বেকার যুবক যুবতী স্বেচ্ছাসেবকদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা ?

২। যদি না করে থাকেন তবে তার কারণ এবং করিলে কবে নাগাদ করা হবে ?

উত্তর

১। স্বাক্ষরতা কর্মসূচীতে কর্মরত বেকার যুবক যুবতীদের আর্থিক মূল্যে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই।

২। স্বাক্ষরতা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক এবং দেশ প্রেমিকতার কাজ। সমাজ ও দেশের জন্য কাজকে অন্য কারণ দিয়ে মূল্যায়ন করা অনুচিৎ।

Admitted Starred Question No 177

Name of the Member :— Shri Dilip Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে চারিপাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীদের প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো না থাকাতে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের প্রাক্টিক্যাল ক্লাস অন্যত্র গিয়ে করতে হচ্ছে বলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে।

২। সত্য হলে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রাক্টিক্যাল ক্লাস করানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থবর্ষ থেকেই চালু করা হবে কি না ? এবং

৩। করা না হলে ঐ ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধা দূরীকরণে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

উত্তর

১। আংশিক সত্য।
২। হ্যাঁ।
৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No—187

Name of the Member :— Shri Shyamacharan Tripura

Will the Hon'ble Ministar-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। আগামী শিক্ষাবর্ষে জম্পুই পাহাড় এলাকায় মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে কি না ? এবং
২। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।
২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 219

Name of the Member— Shri Shyamacharan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের প্রত্যেক স্কুলে ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হিন্দীভাষা চালুর কোন পরিকল্পনা আছে কি ?
২। না থাকিলে কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। রাজ্যের প্রত্যেক স্কুলে হিন্দীভাষা চালু করার মতো সুযোগ সুবিধা বর্তমানে নেই। তাছাড়া প্রতিটি স্কুলে হিন্দীভাষা চালু করার জন্য চাহিদাও নেই।

Admitted Starred Question No 232
Name of the Member :— Shri Shyamacharan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজস্থানের বনস্থলী বিদ্যালয়ে ত্রিপুরা থেকে প্রতি বছর কতজন উপজাতি ছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়, এবং

২। এই সংখ্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর

১। রাজস্থানের বনস্থলী বিদ্যালয়ে ত্রিপুরা থেকে প্রতি বছর উপজাতি ছাত্রী পাঠানোর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকে না। বনস্থলী কর্তৃপক্ষ যে বছর যতজন ছাত্রী পাঠানোর সম্মতি দেয় ততজন ছাত্রী পাঠানো হয়। বিদ্যালয় পর্য্যায় উত্তীর্ণ হয়ে যে সমস্ত উপজাতি ছাত্রী সেখানে উচ্চশিক্ষা নিতে চায় তাদের সবাইকে সে সুযোগ দেওযা হয়। উল্লেখ্য ১৯৮৬-৮৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারী প্রকল্পে উপজাতি ছাত্রীদের জন্য ১৮টি এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৮৯-৯০ সালে রাজ্যে সরকারী প্রকল্পে উপজাতি ও তপশিলী জাতির ছাত্রীদের জন্য মোট ৫০টি আসন অনুমোদিত হয়।

২। সংখ্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা নাই।

Annexure—'B'

Admitted Un-Starred Question No.—9
Name of the Member :—Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department to pleased to state :—

প্রশ্ন

১। নিম্নলিখিত জুনিয়ার বেসিক স্কুল গুলির নতুন পাকা বাড়ী নির্মাণের কথা বিবেচনা করা হবে কি ?

১) খোয়াই চা বাগান জে, বি, স্কুল, ২) ধলাবিল কলোনী জে, বি, ৩) ধলাবিল কলোনী নং জে, বি, ৪) সিঙ্গিছড়া নং—২ জে, বি, ৫) সিঙ্গিছড়া কলোনী জে, বি, ৬) দ্বীপ জলেযাই জে, বি, ৭) তবলাবাড়ী তাঁতী পাড়া জে, বি, ৮) অজগর টীলা জে, বি ৯) দঃ গণকী জে, বি, ১০) চকবেড় পাড়া জে, বি, ১১) শ্রীনগর পাড়া জে, বি, ১২) হরিজন কলোনী জে, বি, ১৩) গণকী ভূমিহীন কলোনী জে, বি. এবং ১৪) উঃ চেবরী জে, বি, স্কুল।

উত্তর

১। অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা হলে পাকা গৃহ নির্মাণের কথা বিবেচনা করা হতে পারে।

Admitted Un-Starred Question No—11

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে Jr. Basic, Sr. Basic, Madhyamik, Higher Secondary বিদ্যালয়ের সংখ্যা কতটি? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য (ও, পি, ই, সি) ওপেক-এর সহায়তায় কোন কোন বিদ্যালয়ে পাকা গৃহ নির্মাণের কথা সরকার বিবেচনা করেছেন কি? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে Jr. Basic Sr. Basic ২০৬৫টি Sr. Basic ৪১৪টি, Madhyamik ৩৮৬টি, Higher Secondary ২০৫টি। (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে জুড়ে দেয়া হল)

২। পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ও,পি, ই, সি, (Organisation of Petrolium Exporting Countries) এর সহায়তায় যে সমস্ত বিদ্যালয়ের পাকা গৃহ নির্মাণের কথা প্রাথমিক ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে, ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে জুড়ে দেয়া হল।

Un-starred Q. No—11

NUMBER OF THE SCHOOLS SUB-DIVISITION WISE.

Sl. No.	Name of Sub-Division	Number of Schools (as on 1 1. '99			
		Primary/ J. B	Upper Primary.	High.	H. S (+2)
1	2	3	4	5	6
1.	Sadar	214	45	49	45
2.	Bishalgarh	155	47	67	23
3.	Sonamura	105	24	30	12
4	Khowai	204	60	38	23
5.	Udaipur	108	30	29	18
6.	Sabroom	128	16	17	13
7.	Belonia	207	52	40	16
8.	Amarpur	158	21	12	7
9.	Kamalpur	77	18	17	9
10.	Gandachara	80	5	3	1
11.	Longtherai Velly	179	17	9	5
12.	Ambassa	60	6	5	2
13.	Kailashahar	122	28	24	10
14.	Dharmanagar	98	26	28	14
15.	Kanchanpur	170	19	18	7
	TOTAL—	2065	414	386	205

LIST OF S. B. SCHOOLS AND HIGH SCHOOLS FOR CONSTRUCTION OF PUCCA BUILDING UNDER O. P. E. C. FUND

Name of District :—

SOUTH DISTRICT

Sl No.	Name of Schools	Name of Sub-Division
1	2	3
1.	Sadar Para High School	Udaipur
2.	Dudpuskarani High School	do
3.	Barabhaiya High School	do
4.	Garjanmura High School	do
5.	Khilepara High School	do
6,	Hirapur High School	do
7.	P. K. Choudhury Para High School	do
8.	Holakhet Para High School	do
9.	Tairupabari Para High School	do
10.	Sadhuram Reangbari High School	do
11.	Garjee Sim-Sima S. B. High School	do
12.	Kaluadhepa S. B. School	do
13.	Hadra S. B. School	do
14.	Fulsumari S. B. School	do
15.	Kishoregang S. B. School	do
16.	Ichacharra S. B. School	do
17.	Kusamara	do
18.	Goalgaon S. B. School	do
19.	Khupilong S. B. School	do
20.	Raiyabari S. B. School	do
21.	Laxmipati S. B. School	do
22.	Rani S. B. School	do
23.	Kali Kishore S. B, School	do
24,	Dhuchikhala S, B. Schohl	do
25.	Dalama Basanta S. B School	do

1	2	3
1.	Dakshin Amarpur Town High School.	Amarpur
2,	Ek-jatan Kumar High School	do
3.	Bampur High School	do
4.	Bankaroy Sr. Basic School	do
5.	Thakcharra Sr. Basic School	do
6.	LebaCharra Tarun Vidyalaya SB. School	do
7.	Barbarca-Tarun Vidyalaya SB. School	do
8.	Chechnabari S. B. School	do
9.	Jambukbari Chechuabrri S. B. School	do

—x—

List of Schools and High Schools for Construction of
Pucca Buliding under O. P. E. C fund.

Name of District :— SOUTH DISTRICT.

Sl No.	Name of Schools	Name of Sub-Division
1.	Betaga High School	Belonia
2.	Charakbai High School	do
3.	Paschim Pilak High School	do
4.	Nishikumar Murasinghpara High Schoo	do
5.	Santirbazar Girls High School	do
6.	Sonar Tilla High School	do
7-	Sachsndra Garo para High School	do
8.	Hirshyamukh Girls High School	do
9,	Sonapur Girls High School	do
10.	Ekinpur High School	do
11.	Chotwa Khola High School	do

1	2	3
12.	South Sonaichari High School	Belonia
13.	S. B. C Nagar High School	do
14.	Sarashima High School	do
15.	North Belonia High School	do
16.	U. B, C. Nagar High School	do
17.	Kaloma Senior Basic School	do
18.	East R. K. Ganj SB. School	do
19.	East Jolaiqari SB. School	do
20.	Munuripur SB. School	do
21.	Madhya Pilak SB. School	do
22.	Naraifuhg SB School	do
23.	Ramraibari SB. School	do
24.	Subhash Col SB. School	do
25.	Utta Kanchannar SB, School	do
26.	Uttar Takma SB. School	do
27.	Uchaibari SB. School	do
28.	West Jolaibari SB. School	do
29.	Thakurcharra SB, School	do
30.	Joypur SB. School	do
31.	Haripur SB. School	do
32.	East Rajnagar SB. School	do
33.	Debipur SB. School	do
34.	East Sarastima SB. School	do
35.	Ghosh Khamar SB. School	do
36.	Gabtali SB. School	do
37.	Jashmura SB. School	do
38.	Anantapur (D) S/B School	do
39.	Satrugnapara S/B School	do
40.	Uttar Kalabaria S/B School	do
41.	South Mirzapur S/B School	do

1	2	3
1.	Samarendraganj High School	Sabroom
2.	Gopal Ch. R. P. High School	do
3.	Ludua High School	do
4.	Fulchari High School	do
5.	Mauu Tahasil High School	do
6.	Shyamsing High School	do
7.	Chalitachari SB. School	do
8.	No. 5 Manikgarh S/B School	do
9.	Krishnanagar S/B School	do
10.	Sonaicharri S/B School	do
11.	Karima Tilla S/B School	do
12.	No. 2 Satchand S/B School	do
13.	South Hichacharra S/B School	do
14.	Joysing Para S/B School	do

—x—

LIST OF HIGH SCHOOLS AND SR. BASIC SCHOOLS FOR CONSTRUCTION OF PUCCA BUILDING UNDER O. P. E C FUND

NAME OF DISTRICT :— WEST TRIPURA

Sl. No.	Name of Schools	Name of Sub-Division
1.	Rabikumar High School	Sadar
2.	Mantala High School	do
3.	Harianakhola High School	do
4.	Gopalnagar High School	do
5.	Akhaliacharra High School	do
6.	Madhu Choudhurypara High School	do
7.	Harijoy Chow Para High School	do

1	2	3
8.	Durga Chow Para High School	Sadar
9.	Shibnagar (B) High School	do
10.	Kalinagar High School	do
11.	T. E. College High School	do
12.	Mohanpur Girls High School	do
13.	Haticharra High School	do
14.	Katachera High School	do
15.	Paschim Bhubanban High School	do
16.	Bijalghat High School	do
17.	Rangutir High School	do
18.	Kambukcharra High School	do
19.	Labour Col High School	do
20.	Tamakeri High School	do
21.	Chandmari High School	do
22.	Dairmara High School	do
23.	Paschim Noabadi High School	do
24.	Pranab Vidyabhaban High School	do
25.	Lambu Charra High School	do
26.	Shibdurga High School	do
27.	Gurucharan High School	do
28.	Belbari High School	do
29.	Mahespur High School	do
30.	Chamelia High School	do
31.	Brigudasbari High School	do
32.	Chakma para High School	do
1.	Ram Manik Sarderpara High School	Khowai
2.	Banbazar High School	do
3.	Purnima High School	do
4.	Ganki High School	do
5.	Jambura High School	do

1	2	3
6.	Lalcharra High School	do
7.	Bidya Mohan Takurpara High School	do
8.	Batali Takurpara High School	do
9.	Thaidayal Vidyaniketan High School	do
10.	East Brahmmacherra High School	do
11.	Icharbil High School	do
12.	Kalyanpur Bazar Col School	do
13.	Metherai Bazar Col School	do
14.	Karangicharra SB. School	do
15.	Office Tilla SB. School	do
16	Barabil SB. School	do
17.	Tablabari SB. School	do
18.	Rath Tilla SB. School	do
19.	Bhalabil SB. School	do
20.	Cherma Col. SB. School	do
21.	Ganki Col. SB. School	do
22.	Gournagar SB. School	do
23.	Modibari SB. School	do
24.	Purba Ramchandraghat SB. School	do
25.	Sonatala Landless Col SB. School	do
26.	Krishnamanik para SB. School	do
27.	Purnachandra Korbong Para SB. School	do
28.	Kash Kalyanpur SB. School	do
29.	Gamaibari SB. School	do
30.	Niranjan Sardar para SB. School	do
31.	Moloy Sardar Para SB. School	do
32.	Naitalim SB. School	do
33.	Utabari SB. School	do
34.	Chalitabari SB. School	do
35.	Kamalnagar SB. School	do

1	2	3
36.	Howaibari SB. School	do
37.	Saranjoy Chow Para SB. School	do
38.	West Santinagar SB. School	do
1.	Manaipathar SB. School	Sonamura
2.	Kalikrishnagar High School	do
3.	Taxapara High School	do
4.	Nalchar High School	do
5.	Kalamkhet High School	do
6.	Velurchar High School	do
7.	Matinagar High School	do
8.	Ranagamatia High School	do
9.	Rabi Gopal Para SB. School	do
10.	Nagar SB. School	do
11.	Panchnalia SB. School	do
12.	Mohanbhog SB. School	do
13.	Kachaliamara SB. School	do
14.	South Taibandal SB. School	do
15.	Garurbandh SB. School	do
16.	Manikyanagar SB. School	do
17.	Bejimara SB. School	do
18.	Melaghar Thakur Para S, B. School	do
19.	Uttar Manarchak S. B. School	do
20.	Putia S. B. School	do
1.	Champamura High School	Bishalgarh
2.	Decabari High School	do
3.	Laxmicherra RK. High School	do
4.	Purba Laxmibill High School	do

1	2	3
5.	Sutarmura High School	do
6.	Nehalchandranagar High School	do
7.	Purba gokulnagar High School	do
8.	Golaghati High School	do
9.	South Bhadharghat High School	do
10.	Chaniamara High School	do
11.	Aralia SB. School	do
12.	South Golaghati SB. School	do
13.	Barjala SB. School	do
14.	Narimangal SB. School	do
15.	Brajendranagar SB School	do
16.	Ambeddkar Medal SB. School	do
17.	Chankhala SB School	do
18.	Netaji Subhas Col SB. School	do
19.	Kanchanamala SB School	do
20.	Ananta Acharjee SB School	do
21.	Vidyasagar SB. School	do
22.	West Champamura SB. School	do
24.	Kalkalia SB. School	do
24.	Durgapur SB. School	do

LIST OF HIGH SCHOOLS AND SR. BASIC SCHOOLS FOR CONSTRUCTION OF PUCCA BUILDING UNDER O P E C FUND

NAME OF DISTRICT :—NORTH TRIPURA

Sl. No.	Name of Schools	Name of Sub-Division
1.	Paschim Panisagar High School	Dhamanagar
2.	Jubarajnagar High Schools	do

1	2	3
3,	Lal Cherra High School	do
4.	Jalebasha High School	do
5.	Laxminagar High School	do
6.	Pat Sangam High School	do
7.	Algapur High School	do
8.	Pratyekroy High Schools	do
9.	Tarapur High School	do
10.	Lalcharra High School	do
11.	Fulbari High School	do
12.	Haiflong Villege High School	do
13.	Batarasi High School	do
14.	Kshudra Kandi SB. School	do
15.	Kameswargoan SB. School	do
16.	Sowabari SB School	do
17.	Dakshin Panisagar SB School	do
18.	Uttra Padmabill BH, Col School	do
19.	Uttar Rajnagar S. B. School	do
20.	West Radhapur SB. School	do
21.	Kukinala SB. School	do
22.	Bagebassa SB. School	do
23.	Uptokhali SB. School	do
24.	Baithangbari SB. School	do
25.	Chandpur SB. School	do
26.	Amtila VN. SB. School	do
27.	Kalagangerrar VN, SB. School	do
28.	Bargul VN. SB. School	do
28.	Hurua VN. SB. School	do
30.	Kurti Col. SB. School	do
1.	Kumarghat High School	Kaliashar
2.	Jarultali High School	do
3.	Dhan Bilash Hihg School	do

1	2	3
4.	Jayanti High School	do
5.	Dudpur High School	do
6.	Sonaimuri High School	do
7.	Krishnanagar BM High School	do
8.	Kauli Kura High School	do
9.	Fatikcharra High School	do
10.	Srinathpur High School	do
11.	Gakulnagar High School	do
12.	Kailasahar SB. School	do
13.	Chantail SB. School	do
14.	Pechardehar SB. School	do
15.	Jalai SB. School	do
16.	Rajnagar SB. School	do
17.	Bhagannagar SB. School	do
18.	Chinibagan SB. School	do
19.	Saidarpar SB. School	do
20.	East Kanchaubari SB. School	do
21.	Emrapassa SB. School	do
22.	Golapur TE. SB. School	do
23.	Noyadrone SB. School	do
24.	Singirbil SB. School	do
25.	Ramkamal SB. School	do
26.	Netagi Vidyapith SB. School	do
27.	Birchandranagar SB. School	do
28.	Saidacharra SB. School	do
1.	Akhoymani Dhanichan High School	Kanchanpur
2.	Nabincharra High School	do
3.	Khedacharra High School	do

1	2	3
4.	Kanchanpur Col. Girls High School	do
5.	Gachiram para Girls High School	do
6.	Santipur para Girls High School	do
7.	Satnala Girls High School	do
8.	Krishna Tilla SB. School	do
9.	Nalkata SB. School	do
10.	Moracharra SB. School	do
11	Bahanoon Joyanti SB. School	do
12.	Andarcharra SB School	do
13	Bhaluk Chaura SB. School	do
14.	Bagaicharra SB. School	do
15.	Rachamadhabpur SB. School	do
16.	Karnajoy CP. SB. School	do
17.	Hmongpui SB. School	do
18.	Vangmun SB School	do

LIST OF HIGH AND S. B. SCHOOLS FOR CONSTRUCTION OF PUCCA BUILDING UNDER O. P. E. C. FUND

NAME OF DISTRICT :-- DHALAI

1	2	3
1.	Kamalpur Madrassa High School	Kamalpur
2.	Mohanpur High School	do
3.	Harekhola High School	do
4.	Fulchari High School	do
5.	Sridampur High School	do
6.	Panchasi High School	do
7.	Kulai Col High School	do
8.	East Dhanicharra High School	do

1	2	3
9.	Lambucharra High School	do
10.	Balaram High School	do
11.	Debicharra High School	do
12.	Choto Surma High School	do
13.	Bagai Charra SB. School	do
14.	Bhuban charra SB. School	do
15.	Chulubari SB. School	do
16.	Hatimarraicharra SB. School	do
17.	Durai Charra Shyamarai Para SB.School	do
18.	Halhali SB. School	do
19.	Avanga SB. School	do
20.	Jaharnagar Col Para SB. School	do
21.	Aparashkar Para SB. School	do
22.	Kamalacoarra SB. School	do
23.	Madhumangal SB. School	do
24.	Katalutma SB. School	do
25.	Mechuria Col No 2 SB School	do
1.	Raishyabori High School	Gandacharra
2.	Kabiguru R S V High Schcol	do
3.	Haripur SB School	do
4.	Girish Karbari SB. School	do
5.	Boal Khali SB School	do
1.	Bijoygiri DP. High School	Longthdrai Velly
2.	82 miles proper SB. School	do
3.	Kauta C P SB. School	do
4.	Madanmohan RP. SB. School	do
5.	Heza Charra SB. School	do

1	2	3
6.	West Masli SB. School	do
7.	Nanda Karbaripara SB. School	do
8.	Krishna DP SB. School	do
9.	Maslicharra SB. School	do
10.	Ratan RP. SB. School	do

TOTAL WEST DIST—114
TOTAL SOUTH DIST—89
TOTAL NORTH DIST—76
TOTAL DHALAI DIST—40

319

Admitted Un-Starred Question No.—22

Name of the Member :—Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে কতটি নতুন জে, বি, স্কুল খোলা হবে এবং (কোথায় কোথায়)?

২। রাজ্যে কতটি জে, বি, স্কুলকে Sr. বেসিক স্কুলে উন্নত করা হবে?

৩। খোয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শন অফিস এলাকায়—

১) অজগরটিলা জে, বি, ২) খোয়াই চা বাগান জে, বি, ৩) সিঙ্গিছড়া ২নং জে, বি, এবং ৪) উত্তর চেবরী জে, বি, স্কুলকে Sr Basic স্কুলে উন্নীত করা হবে কি না?

উত্তর

১। স্কুল উন্নীতকরণ বা স্থাপনের লক্ষ্য মাত্রা আর্থিক বৎসর অনুযায়ী ধার্য্য করা হয়। বর্তমান

১৯৯৮-৯৯ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট ৪০টি (চল্লিশ) নতুন জে, বি, স্কুল খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে। মহকুমা ভিত্তিক কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় না।

২। রাজ্যে মোট ২৫টি (পঁচিশ) জে, বি, স্কুলকে এস, বি স্কুলে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে।

৩। খোয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস এলাকার অজগরটিলা জে, বি, স্কুলকে এস, বি, স্কুলে উন্নীত করণের আদেশ গত ১২-৩-৯৯ইং তারিখে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য প্রস্তাবগুলি ভবিষ্যতে বিবেচনা করে দেখা হবে।

Admitted Un-Starred Question No—24

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, খোয়াই সরকারী মহাবিদ্যালয়-এর প্রথম তলায় (গ্রাউণ্ড ফ্লোর) লাইব্রেরী গৃহটির যে কোন সময় ছাদ ভেঙ্গে পড়ে বিপদ ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ?

২। ইহা কি সত্য যে, মহাবিদ্যালযটিতে প্রয়োজনীয় ক্লাশ রুম এর খুবই অভাব আছে ?

৩। ইহা কি সত্য যে, মহাবিদ্যালয়টিতে ছাত্রী এবং ছাত্রদের জন্য কোন কমনরুম নেই ? এবং

৪। সত্য হলে উক্ত অসুবিধাগুলি দূর করতে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

উত্তর

১। খোয়াই মহাবিদ্যালয়ের লাইব্রেরী গৃহটির Crack হওয়া সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট বাস্তুকারকে তদারকি ও মেরামতির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে উদ্ধতন বাস্তুকারের নিরক্ষনে আছে।

২। ক্লাশরুমের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যাধিক না থাকায় সীমিত সংখ্যক ক্লাশরুমের মধ্যেই সঙ্কুলান করিতে হয়।

৩। মহাবিদ্যালয়টিতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কমনরুমের সংস্থান আছে। তবে ক্লাশরুমের অভাবে বর্তমানে সেইগুলোতে ক্লাশ হচ্ছে।

৪। UGC-এর অর্থানুকূল্যে নূতন ভবনের নির্মাণের চেষ্টা চলছে।

Admitted Un-Starred Question No—25

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮-ইং সনের রাজ্যের কতটি বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয় নি, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২। উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যে বৈরী তৎপরতার কারণে কতটি স্কুল বন্ধ রয়েছে ?

(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব স্কুলের নামসহ) এবং

৩। ঐ সকল স্কুলগুলিতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। তিনটি বাদে (কাঞ্চনপুর-২) লংতরাইভ্যালি-১) এমন কোন বিদ্যালয় নেই যেখানে ১৯৯৮ইং সনে বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয় নি।

২। উক্ত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৯৮ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ৩১টি বিদ্যালয় বন্ধ ছিল।

(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে জুড়ে দেয়া হল)

৩। ঐ সকল স্কুলগুলির মধ্যে ৩০টি বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষার আগেই তাদের সুবিধামত নিকটবর্তী বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি করে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধুমাত্র অমরপুরের সরবংবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৯৮ সনের বার্ষিক পরীক্ষার পর স্কুল গৃহ পুড়ে যাওয়ায় পঠন পাঠন সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। নতুন স্কুল গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় অচিরেই পুনরায় পড়াশুনা আরম্ভ করা যাবে।

Un-starred Q No—25

বন্ধ বিদ্যালয়গুলির নামের তালিকা

ক) গণ্ডাছড়া মহকুমা :—

১। ভাগীরথ রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল
২। বাগাবাড়ী রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল
৩। বাতারাই বাড়ী রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল
৪। তর্জা কুমার রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল
৫। ভুবনদা রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল
৬। দুর্গাধন রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল
৭। কুবলাই রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল
৮। লক্ষনজয় রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল
৯। অফিরাই রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল
১০। রুহিদা রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল
১১। মালদাপাড়া রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল
১২। পল্টনজয় রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল
১৩ তারাময় রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল

খ) খোয়াই মহকুমা :—

১৪। তুইচা কলক রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল

গ) কাঞ্চনছড়া মহকুমা :—

১৫। কাঞ্চনছড়া রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল

ঘ) সাব্রুম মহকুমা

১৬। বাঁশীচন্দ্র পাড়া রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল
১৭। ছবিকুমার ত্রিপুরা রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল

ঙ) লংথরাইভ্যালি মহকুমা ঃ—

১৮। পূর্ব ছামনু জেঃ বিঃ স্কুল

১৯। জালাচন্দ্র জেঃ বিঃ স্কুল

২০। কর্জ কুমার জেঃ বিঃ স্কুল

২১। বীরকুমার জেঃ বিঃ স্কুল

২২। মেঝেষ্টার পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল

২৩। আনন্দকার বাড়ী জেঃ বিঃ স্কুল

২৪। যোগেন্দ্র রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল

২৫। রামকুমার রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল

২৬। রাজধর রিয়াং রোয়াজা পাড়া জেঃ বিঃ স্কুল

২৭। অভিমন্যু কে বি, জে বি, স্কুল

২৮। ত্রবলাজয় সি, পি, জে, বি, স্কুল

২৯। গেটুয়া কে, বি, জে, বি, স্কুল,

চ) অমরপুর মহকুমা ঃ—

৩০। সরবংবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়

ছ) তেলিয়ামুড়া (খোয়াই মহকুমা)

৩১। বড়ছড়া কলোনী জেঃ বিঃ স্কুল

Admitted Starred Question No—32

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be please to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই সরকারী ইংলিশ মিডিয়াম হাইস্কুলটিতে বর্তমানে কতজন ইংরাজী বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট অনার্স গ্র্যাজুয়েট, এম. এ, পাশ শিক্ষক রয়েছেন ?

২। এ স্কুলটিতে বর্তমানে কোন প্রধান শিক্ষক আছেন কিনা? না থাকিলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে কেউ আছেন কিনা, এবং

৩। বর্তমানে স্কুলটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মোট সংখ্যা কত?

উত্তর

১। ইংরাজী বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, অনার্স গ্র্যাজুয়েট, এম, এ, পাশ কোন শিক্ষক নাই। তবে ঐ স্কুলে বর্তমানে ৭ (সাত) জন বিভিন্ন বিষয়ের গ্র্যাজুয়েট ও ২ (দুই) জন এম, এ, পাশ শিক্ষক সহ মোট ১৫ (পনের) জন শিক্ষক আছেন।

২। না। ঐ স্কুলেরই প্রাথমিক স্তরের প্রধান শিক্ষক, টিচার-ইন-চার্জ হিসাবে কাজ করেছেন। তবে সহসাই প্রধান শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

৩। ১৭৩ জন।

Admitted Un-Starred Question No—34
Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Ministar-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান অর্থ বর্ষে রাজ্যে মোট কতটি দ্বাদশ শ্রেণী, মাধ্যমিক ও সিনিয়ার বেসিক স্কুলের দালান বাড়ী নির্মাণ করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছ, এবং

২। খোয়াই মহকুমার ইচারবিল হাইস্কুলটির জন্য নতুন গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কিনা?

উত্তর

১। বর্তমান অর্থ বর্ষে রাজ্যে মোট ২টি দ্বাদশ শ্রেণী ৬টি হাইস্কুল ও ১৭টি সিনিয়র বেসিক স্কুলের দালান বাড়ী নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

২। খোয়াই মহকুমার ইচারবিল হাইস্কুলটির জন্য নতুন পাকা গৃহ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা আপাতত নেই।

Admitted Un-Starred Question No—54

Name of the Member :— Shri Dilip Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বাঁধারঘাট বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার মধ্যে কোন্ কোন্ বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনীয় মেরামত, সংস্কার ও পাকা গৃহ নির্মানের পরিকল্পনা রয়েছে ?

উত্তর

১। বাঁধারঘাট বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার মধ্যে নিম্নলিখিত বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনীয় মেরামত সংস্কার করার পরিকল্পনা আছে।

ক) বেলাবর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

খ) বাঁধারঘাট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

গ) আমতলী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

ঘ) দক্ষিন বাঁধারঘাট উচ্চ বিদ্যালয়।

ঙ) সূর্যমনি নগর উচ্চ বিদ্যালয়।

বাঁধারঘাট বিধানসভা নির্বাচনী এলাকায় পাকা বিদ্যালয় গৃহ নির্মানের কোন পরিকল্পনা আপাতত নেই।

Admitted Un-Starred Question No—55

Name of the Member :— Shri Shyamacharan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা মিউনিসিপালিটি কৈলাশহর, ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েত এলাকায় হাই এবং হাইয়ার

সেকেণ্ডারী স্কুলগুলিতে শিক্ষক সংখ্যা কত

(প্রতিটি স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা পৃথকভাবে)

উত্তর

১। আগরতলা মিউনিসিপালিটি কৈলাশহর, ও ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েত এলাকার হাই এবং হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলির শিক্ষক সংখ্যা সম্বলিত তালিকা সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

আগরতলা মিউনিসিপালিটি এলাকার
সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক
সংখ্যা সম্বলিত তালিকা

১।	শিশুবিহার উচ্চতর মাধ্যমিক	৯১
২।	বিজয় কুমার বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক	৭১
৩।	উমাকান্ত একাডেমী	৮৬
৪।	রামনগর উচ্চতর মাধ্যমিক	৪৯
৫।	বোধজং উচ্চতর মাধ্যমিক	৬৩
৬।	বোধজং বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক	৫৪
৭।	অভয়নগর উচ্চতর মাধ্যমিক	৫৬
৮।	অরুন্ধুতিনগর উচ্চতর মাধ্যমিক	৫৬
৯।	রানী বিদ্যাপীঠ বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক	৭২
১০।	নিউ কুঞ্জবন টাউনশীপ উচ্চতর মাধ্যমিক	৪৭
১১।	ধলেশ্বর উচ্চতর মাধ্যমিক	৪৪
১২।	উপেন্দ্র বিদ্যাভবন	৩৩
১৩।	ডঃ বি আর আম্বেদকর উচ্চ মাধ্যমিক	২৭
১৪।	বাপুজী বিদ্যামন্দির উচ্চ মাধ্যমিক	২৮
১৫।	হরিগঙ্গা (বালিকা) উচ্চ মাধ্যমিক	২০
১৬।	নিউ মডেল বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক	১৪
১৭।	বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির উচ্চ মাধ্যমিক	১৬
১৮।	রামনগর বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক	৩৩
১৯।	এম টি বি বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক	৭৭

২০।	সখীচরণ উচ্চতর মাধ্যমিক (Non-Govt	১৯
২১।	রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যামন্দির উচ্চ মাধ্যমিক (Non Govt)	১০
২২।	মহাত্মা গান্ধী উচ্চতর মাধ্যমিক (Non Govt)	৪৮
২৩।	নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন (Non Govt)	৫৫
২৪।	স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যামন্দির উচ্চতর মাধ্যমিক (Non Govt)	২৯
২৫।	বড়দোয়ালী উচ্চতর মাধ্যমিক (Non Govt)	৪৭
২৬।	রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ উচ্চ মাধ্যমিক (Non Govt)	২৬
২৭।	রামঠাকুর পাঠশালা বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক (Non Govt)	৩৪
২৮।	শংকরাচার্য্য বিদ্যালয় (Non Govt)	১৭
২৯।	প্রাচ্যভারতী উচ্চতর মাধ্যমিক (Non Govt)	৫৫
৩০।	প্রগতি বিদ্যাভবন উচ্চতর মাধ্যমিক (Non Govt)	৪৭
৩১।	রামঠাকুর বয়েজ উচ্চতর মাধ্যমিক (Non Govt)	৩২

B) কৈলাশহর নগর পঞ্চায়েত এলাকা।

১।	আর কে আই	৪৮
২।	কৈলাশহর বালিকা উচ্চতর বিদ্যালয়	৭০
৩।	বিদ্যানগর উচ্চতর মাধ্যমিক	৫৭
৪।	কৈলাশহর বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক	৩১
৫।	কাছারঘাট উচ্চ মাধ্যমিক	২৮
৬।	রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Non Govt)	২৭

C) ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েত এলাকা।

১।	বি বি আই	৭২
২।	ধর্মনগর বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক	৯১
৩।	রাজবাড়ী বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক	৫৭
৪।	ধর্মনগর নং ১ উচ্চ মাধ্যমিক	৩৬
৫।	চন্দ্রপুর উচ্চতর মাধ্যমিক	৬২
৬।	পদ্মপুর উচ্চতর মাধ্যমিক	৫৭

(Questions & Answers)

Admitted Un-Starred Question No—56

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Ministar-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। লংতরাইভ্যালী অন্তর্গত ময়নামা গয়নামা, ছৈলেংটা, ছাওমনুর সদ্য স্বাক্ষরদের গ্রাম ভিত্তিক সংখ্যাগত হিসাব ?

উত্তর

সদ্য স্বাক্ষরের সংখ্যা

১। ময়নামা—১৯০

গয়নামা—২৫১

ছাওমনু—১৮০

ছৈলেংটা—তথ্য সংগ্রাহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No—59

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। লংতরাইভ্যালী মহকুমায় কয়টি অঙ্গনওয়াদি কেন্দ্র আছে এবং কোন কোন স্থানে অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রগুলো রহিয়াছে তবে বিবরণ।

উত্তর

১। লংতরাইভ্যালী মহকুমায় মোট ২৪৯টি অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্র আছে।

কোন কোন স্থানে অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রগুলো আছে তার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

ক্রমিক নং	গাঁওসভার নাম	অঙ্গনাদী কেন্দ্রের নাম
১।	লবনছড়া	পবিত্র রিয়াং পাড়া
২।	ঐ	বিজয় মাষ্টার পাড়া
৩।	ঐ	বাছাই হাঁ চৌধুরী পাড়া
৪।	ঐ	পুষ্পরাম রিয়াং পাড়া
৫।	লালছড়া	লালছড়া টি কলোনী
৬।	ঐ	পূর্ণলাল কারবারী পাড়া
৭।	ঐ	ধনরাম রিয়াং পাড়া
৮।	ঐ	কৃষ্ণকান্ত দেববর্মা পাড়া
৯।	ঐ	কারাপ্পা কারবারী পাড়া
১০।	ঐ	লালছড়া এন জে কলোনী
১১।	ছৈলেংটা	বীরেন্দ্র দেববর্মা পাড়া
১২।	ঐ	অফিসার পাড়া
১৩।	ঐ	এগ্রিকালচার কলোনী
১৪।	ঐ	ভাংগামুড়া সরকার পাড়া
১৫।	ঐ	মধ্য ছৈলেংটা
১৬।	ঐ	সুরেন্দ্র দাস পাড়া
১৭।	ঐ	কাছারি চৌধুরী পাড়া
১৮।	ঐ	ছৈলেংটা প্রপার
১৯।	ঐ	নিশি চৌধুরী পাড়া
২০।	ঐ	দেববর্মা পাড়া
২১।	গয়নামা	চিন্তামনি সরকার পাড়া
২২।	ঐ	চালিতা ছড়া
২৩।	ঐ	ললিকুমার চাকমা পাড়া
২৪।	ঐ	দেবপ্রসাদ রূপিনী পাড়া
২৫।	ঐ	পদ্মনারায়ন রূপিনী পাড়া
২৬।	ঐ	কালিয়া তালুকদার পাড়া

১	২	৩
২৭।	ডলুছড়া	নীলচন্দ্র কারবারি পাড়া
২৮।	ঐ	ডলুছড়া
২৯।	ঐ	আপন পল্লী
৩০।	ঐ	দুর্ব্বাজয় রিয়াং পাড়া
৩১।	ছৈলেংটা	ফিসারী পাড়া
৩২।	জামিরছড়া	খৈলা চাকমা পাড়া
৩৩।	ঐ	জামিরছড়া কালিপাড়া
৩৪।	ঐ	গান্ধী ত্রিপুরা পাড়া
৩৫।	ঐ	রামকৃষ্ণ ছড়া
৩৬।	ঐ	অনিল মারাক পাড়া
৩৭।	ধূমাছড়া দঃ	অস্তরাম রোয়াজা পাড়া
৩৮।	ঐ	বৈষ্ণবচরণ পাড়া
৩৯।	ধূমাছড়া উঃ	ধূমাছড়া প্রপার
৪০।	ঐ	কার্ত্তিক দেববর্মা পাড়া
৪১।	ঐ	মদন রোয়াজা পাড়া
৪২।	ধূমাছড়া দঃ	রতন রোয়াজা পাড়া
৪৩।	ঐ	বগাবিল
৪৪।	ঐ	বিজুধন রোয়াজা পাড়া
৪৫।	ঐ	বাসনা রোঃ পাড়া
৪৬।	ঐ	অস্তকুমার রোঃ পাড়া
৪৭।	করাতি ছড়া	সূর্যরাম রিয়াং পাড়া
৪৮।	ঐ	করাতি ছড়া
৪৯।	ঐ	কাশীনাথ রোঃ পাড়া
৫০।	ঐ	দামোদর রিয়াং পাড়া
৫১।	ঐ	শশী সংকা পাড়া
৫২।	ঐ	কান্ত চৌঃ পাড়া

১	২	৩
৫৩।	লংতরাই আর এফ	চন্দ্র হংস পাড়া
৫৪।	ঐ	বীরমনি রোঃ পাড়া
৫৫।	ঐ	ময়না কুমার পাড়া
৫৬।	বটতলা	লক্ষনজয় চৌঃ পাড়া
৫৭।	ঐ	তৈবাকলাই ছড়া
৫৮।	ঐ	জগৎমোহন রোঃ পাড়া
৫৯।	ঐ	মারাক পাড়া
৬০।	ঐ	বিন্দু কুমার রোঃ পাড়া
৬১।	ঐ	বটতলা বাজার
৬২।	ঐ	কে, বি. কুমার পাড়া
৬৩।	ডেমছড়া	ডেমছড়া এন. জে কলোনী
৬৪।	ঐ	ডেমছড়া ফরেষ্ট কলোনী
৬৫।	ঐ	দীলন্দ্র চৌঃ পাড়া
৬৬।	ঐ	মাই চা হা চৌ. পাড়া
৬৭।	ডেমছড়া	দুর্গাচরণ রিয়াং পাড়া
৬৮।	ঐ	বৃক্ষরাম রিয়াং পাড়া
৬৯।	পঃ করমছড়া	যতীন্দ্র দাস পাড়া
৭০।	ঐ	প্রফুল্লদেব পাড়া
৭১।	ঐ	বিষ্ণুপদ কলোনী
৭২।	ঐ	চাকমা পাড়া
৭৩।	ঐ	পঃ করমছড়া
৭৪।	ঐ	বীরমনি চৌঃ পাড়া
৭৫।	নইটুংগছড়া	বি, ব্লক কলোনী
৭৬।	ঐ	সুবর্ণ রোঃ পাড়া
৭৭।	ঐ	নইটুংগছড়া
৭৮।	ঐ	জয়জয় পাড়া

১	২	৩
৭৯।	পূর্ব করমছড়া	মনি চৌঃ পাড়া
৮০।	ঐ	বগিরাম পাড়া
৮১।	ঐ	উল্টাছড়া এন, জে, কলোনী
৮২।	ঐ	উল্টাছড়া
৮৩।	ঐ	উল্টাছড়া টি কলোনী
৮৪।	নলকাটা	দেবীপুর কলোনী
৮৫।	নলকাটা	নলকাটা কলোনী
৮৬।	নলকাটা	রাসমনি ত্রিপুরা পাড়া
৮৭।	নলকাটা	নলকাটা জে কলোনী
৮৮।	নলকাটা	নর্থ নলকাটা
৮৯।	নলকাটা	ব্রজেন্দ্র দেববর্মা পাড়া
৯০।	নলকাটা	নলকাটা ডার্লং বস্তি
৯১।	নলকাটা	বকাশিং পাড়া
৯২।	কাঞ্চনছড়া	কাঞ্চনছড়া ডার্লং বস্তি
৯৩।	কাঞ্চনছড়া	মধ্য কালছড়া
৯৪।	কাঞ্চনছড়া	রাইধর চৌঃ পাড়া
৯৫।	কাঞ্চনছড়া	নন্দীরাম পাড়া
৯৬।	কাঞ্চনছড়া	খেলেন্দ্র রিয়াং পাড়া
৯৭।	কাঞ্চনছড়া	ধর্মকিশোর রোঃ পাড়া
৯৮।	কাঞ্চনছড়া	কৃষ্ণজয় চৌঃ পাড়া
৯৯।	কাঞ্চনছড়া	কাঞ্চনছড়া মনিপুরী বস্তি,
১০০।	ঐ	দূর্বাসাকলা
১০১।	পূঃ কাঁঠালছড়া	পুরাতন ডাম্বলং
১০২।	ঐ	নেপালটিলা
১০৩।	ঐ	অজিত সাংমা পাড়া

১	২	৩
১০৪।	পূর্ব কাঁঠালছড়া	ভূমিহীন কলোনী
১০৫।	ঐ	রামদয়াল পাড়া
১০৬।	পঃ কাঁঠালছড়া	ধগাছড়া
১০৭।	ঐ	গঙ্গারাম চৌঃ পাড়া
১০৮।	ঐ	মধুমঙ্গল পাড়া
১০৯।	ঐ	বৈশাখী পাড়া
১১০।	ঐ	লংতরাই ছড়া
১১১।	পূর্ব কাঁঠালছড়া	পূর্ব্ব কাঁঠালছড়া
১১২।	মৈলামা	দক্ষিণ মৈলামা
১১৩।	মৈলামা	হকরি পাড়া
১১৪।	মৈলামা	মৈলামা টি আর পি সি
১১৫।	মৈলামা	সুরেন্দ্র ত্রিপুরা পাড়া
১১৬।	মৈলামা	মঙ্গল মোহন আর পি
১১৭।	মৈলামা	অশ্বিনী ডি বি
১১৮।	মৈলামা	মাধব মাষ্টার পাড়া
১১৯।	মৈলামা	অনিল ত্রিপুরা পাড়া
১২০।	মৈলামা	বলাই দাস পাড়া
১২১।	মৈলামা	তিলক পাড়া
১২২।	মনু	নেপালী পড়া বস্তি
১২৩।	মনু	মৈলামা এন জি কলোনী
১২৪।	মনু	স্বরাবিল ছড়া
১২৫।	মনু	গকুল নগর কলোনী
১২৬।	মনু	গোঠাকক্ষ সরকারী পাড়া
১২৭।	মনু	কৃষ্ণ ডি বি পাড়া
১২৮।	মনু	উত্তর মনু
১২৯।	মনু	আদর্শ পল্লী
১৩০।	এস কে পাড়া	এস কে পাড়া

১	২	৩
১৩১।	এস কে পাড়া	লালকুমার পাড়া
১৩২।	এস কে পাড়া	মরাছড়া
১৩৩।	এস কে পাড়া	উজান তারাবনছড়া
১৩৪।	এস কে পাড়া	জয়রাম পাড়া
১৩৫।	মনু	জপসামনি রোঃ পাড়া
১৩৬।	চিচিংছড়া	চিচিংছড়া কেন্দ্র
১৩৭।	ঐ	শরৎ সরকারী পাড়া
১৩৮।	ঐ	সুবইলা রোঃ পাড়া
১৩৯।	ঐ	মনাচান চাকমা
১৪০।	পূর্ব্ব মাছলি	পূর্ব্ব মাছলি
১৪১।	পূর্ব্ব মাছলি	পূর্ব্ব মাছলি মালাকার পাড়া
১৪২।	পূর্ব মাছলি	৫৭ কার্ড কলোনী
১৪৩।	পূর্ব্ব মাছলি	শিববাড়ী বাজার
১৪৪।	পূর্ব্ব মাছলি	৯০ কানি
১৪৫।	পূর্ব্ব মাছলি	সাধন দাস পাড়া
১৪৬।	পশ্চিম মাছলি	পশ্চিম মাছলি মুণ্ডা পাড়া
১৪৭।	পশ্চিম মাছলি	পশ্চিম মাছলি গোড়া বস্তি
১৪৮।	পশ্চিম মাছলি	১৩ কার্ড কলোনী
১৪৯।	দেওরিজার্ভ	ছাবানমনি রোঃ পাড়া
১৫০।	দেওরিজার্ভ	শশী কুমার পাড়া
১৫১।	দেওরিজার্ভ	বুধিচন্দ্র পাড়া
১৫২।	দেওরিজার্ভ	কোম্পানি পাড়া
১৫৩।	লালছড়া	কলেন্দ্র চাকমা পাড়া
১৫৪।	লালছড়া	পেটুয়া কারবারী পাড়া

ছামনু আই সি ডি এস প্রজেক্ট

ক্রমিক নং	গাঁওসভায় নাম	অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের নাম
১৫৫।	পূর্ব মালিধর	হাজিরাই চৌঃ পাড়া
১৫৬।	পূর্ব মালিধর	মলয়ধন চৌঃ পাড়া
১৫৭।	পূর্ব মালিধর	তক্লাজয় চৌঃ পাড়া
১৫৮।	পূর্ব মালিধর	রাংথাংগা চৌঃ পাড়া
১৫৯।	পূর্ব মালিধর	বুর্বারাম চৌঃ পাড়া
১৬০।	পূর্ব মালিধর	ছৈলেন্দ্র চৌঃ পাড়া
১৬১।	পূর্ব মালিধর	গণরাম চৌঃ পাড়া
১৬২।	পশ্চিম মালিধর	চাকবেহা চৌঃ পাড়া
১৬৩।	পশ্চিম মালিধর	বীরচন্দ্র চৌঃ পাড়া
১৬৪।	পশ্চিম মালিধর	বীরনজয় চৌঃ পাড়া
১৬৫।	পশ্চিম মালিধর	কামানজয় চৌঃ পাড়া
১৬৬।	পশ্চিম মালিধর	উত্তমজয় চৌঃ পাড়া
১৬৭।	পশ্চিম মালিধর	কৈসাংপিং রোঃ পাড়া
১৬৮।	পশ্চিম মালিধর	অভিমান্য কারবারী পাড়া
১৬৯।	পশ্চিম মালিধর	মুক্তিরাম চৌঃ পাড়া
১৭০।	রাজধর	পূর্ণদা রোঃ পাড়া
১৭১।	রাজধর	ধর্মকুমার রোঃ পাড়া
১৭২।	রাজধর	পদ্ম চৌঃ পাড়া
১৭৩।	রাজধর	নয়ন সিং রোঃ পাড়া
১৭৪।	রাজধর	থইয়া চন্দ্র রোঃ পাড়া
১৭৫।	রাজধর	কল্লমোহন রোঃ পাড়া
১৭৬।	মানিকপুর	মানিকপুর প্রোপার
১৭৭।	মানিকপুর	ধর্জকুমার রোঃ পাড়া
১৭৮।	মানিকপুর	পূর্ণদা রোঃ পাড়া
১৭৯।	মানিকপুর	ভাগ্যকুমার রোঃ পাড়া

১	২	৩
১৮০।	মানিকপুর	বক্সমনি কাঃ পাড়া
১৮১।	মানিকপুর	পূর্ণরাই রোঃ পাড়া
১৮২।	ঐ	রবি কুমার রোঃ পাড়া
১৮৩।	মকরছড়া	অর্জুনমনি কাঃ পাড়া
১৮৪।	মকরছড়া	রাম কুমার রোঃ পাড়া
১৮৫।	মকরছড়া	বিপিন কাঃ পাড়া
১৮৬।	মকরছড়া	ধন্যরাম কাঃ পাড়া
১৮৭।	মকরছড়া	সাধুরাম কাঃ পাড়া
১৮৮।	মকরছড়া	ফনি কাঃ পাড়া
১৮৯।	দেবাছড়া	কমলা কাঃ পাড়া
১৯০।	দেবাছড়া	ভক্তমনি কাঃ পাড়া
১৯১।	দেবাছড়া	গান্ধী কাঃ পাড়া
১৯২	দেবাছড়া	গেট্টিয়া কাঃ পাড়া
১৯৩।	দেবাছড়া	ভাগ্য চন্দ্র রোঃ পাড়া
১৯৪।	পূর্ব গোবিন্দবাড়ী	নাইসারায় রোঃ পাড়া
১৯৫।	পূর্ব গোবিন্দবাড়ী	সপুরাম চৌঃ পাড়া
১৯৬।	পূর্ব গোবিন্দবাড়ী	তারনা কুমার রোঃ পাড়া
১৯৭।	পূর্ব গোবিন্দবাড়ী	রাজেন্দ্র ত্রিপুরা পাড়া
১৯৮।	পূর্ব গোবিন্দবাড়ী	কাঞ্চিরাই চৌঃ পাড়া
১৯৯।	পূর্ব গোবিন্দবাড়ী	শচীন্দ্র রোঃ পাড়া
২০০।	পূর্ব গোবিন্দবাড়ী	পঞ্চধন রোঃ পাড়া
২০১।	পশ্চিম গোবিন্দবাড়ী	বিদ্যাকুমার রোঃ পাড়া
২০২।	পশ্চিম গোবিন্দবাড়ী	অন্নধন রোঃ পাড়া
২০৩।	পশ্চিম গোবিন্দবাড়ী	তাংকাই চৌঃ পাড়া
২০৪।	পশ্চিম গোবিন্দবাড়ী	সর্পকুমার রোঃ পাড়া

১	২	৩
২০৫।	পশ্চিম গোবিন্দবাড়ী	বদন চৌঃ পাড়া
২০৬।	পশ্চিম গোবিন্দবাড়ী	রাজমনি রোঃ পাড়া
২০৭।	পশ্চিম গোবিন্দবাড়ী	বুদ্ধিজয় চৌঃ পাড়া
২০৮।	পশ্চিম গোবিন্দবাড়ী	আনন্দহরি রোঃ পাড়া
২০৯।	নাতন মনু	হারিয়ামনি রোঃ পাড়া
২১০।	ঐ	বীরকুমার রোঃ পাড়া
২১১।	ঐ	আনন্দ রোঃ পাড়া
২১২।	ঐ	ঈশ্বর কুমার রোঃ পাড়া
২১৩।	ঐ	ম্যাজিষ্টার কাঃ পাড়া
২১৪।	ঐ	অরুনদা রোঃ পাড়া
২১৫।	ঐ	বানচন্দ্র রোঃ পাড়া
২১৬।	পূর্ব ছামনু	সত্যবান কাঃ পাড়া
২১৭।	ঐ	গুনসিন্ধু কাঃ পাড়া
২১৮।	ঐ	কামিনী কাঃ পাড়া
২১৯।	ঐ	কর্জ কুমার রোঃ পাড়া
২২০।	ঐ	ভানুরাম কাঃ পাড়া
২২১।	ঐ	রসিক কাঃ পাড়া
২২২।	ঐ	দেবেন্দ্র কাঃ পাড়া
২২৩।	ঐ	বুদ্ধমনি কাঃ পাড়া
২২৪।	পশ্চিম ছামনু	ছামনু প্রোপার
২২৫।	ঐ	ফেত্রি ছড়া
২২৬।	ঐ	তেজেন্দ্র কাঃ পাড়া
২২৭।	ঐ	গান্ধী কলোনী
২২৮।	ঐ	নিজচন্দ্র কাঃ পাড়া
২২৯।	উত্তর লংতরাই	বিনয় রোঃ পাড়া
২৩০।	ঐ	কৃষ্ণরায় রোঃ পাড়া

১	২	৩
২৩১।	উত্তর লংতরাই	লারাই কাঃ পাড়া
২৩২।	ঐ	রণজয় ত্রিপুরা পাড়া
২৩৩।	ঐ	বিশ্ব দেববর্মা পাড়া
২৩৪।	ঐ	ছায়া কুমার রোঃ পাড়া
২৩৫।	দুর্গাছড়া	দুর্গাছড়া
২৩৬।	ঐ	বাকছড়া
২৩৭।	ঐ	ভাংগামুড়া গোপেন্দ্র চঃ পাড়া
২৩৮।	ঐ	বৃগুমনি কাঃ পাড়া
২৩৯।	ঐ	হেরাছড়া
২৪০।	ঐ	মুণ্ডা কলোনী
২৪১।	ঐ	গঙ্গাছড়া
২৪২।	চালিতাছড়া	শুকনা ছড়া
২৪৩।	ঐ	ভাগ্যমনি রোঃ পাড়া
২৪৪।	ঐ	জয়চন্দ্র রোঃ পাড়া
২৪৫।	ঐ	চালিতাছড়া ট্রাইবেল কলোনী
২৪৬।	ঐ	নন্দ কারবাড়ী পাড়া
২৪৭।	ঐ	সাধুজান কাঃ পাড়া
২৪৮।	ঐ	রাংগাপানিছড়া
২৪৯।	ঐ	দেবেন্দ্র রোঃ পাড়া

Admitted Un-Starred Question No.—65

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the "Sports & Youth Programme" Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১লা মার্চ ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সর্ব ভারতীয় স্তরের প্রতি-

যোগীতায় অংশগ্রহণ করার পর রাজ্যের কোন কোন প্রতিযোগী কোন কোন খেলায় কি কি ধরণের পদক পেয়েছেন।

উত্তর

১। ১৯৯৩ সালের ১লা মার্চ থেকে ১৯৯৯ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত সর্বভারতীয় স্তরের প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করার পর রাজ্যের প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীনিগণ বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় নিম্নলিখিত পদকগুলি পেয়েছে।

(ক) স্কুলক্রীড়া :— ১৯৯৩-৯৪ সালে সর্বভারতীয় স্কুল ক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীনিগণের নাম, খেলার নাম ও পদক তালিকা নিম্নরূপ :—

১।	কুমারী মিলন দেববর্মা	অ্যাথলেটিকস্	স্বর্ণ	১টি
২।	শ্রীতুলাল বসাক	জিম্নাষ্টিকস্	ঐ	৪টি
৩।	শ্রীসৌরভ দাস	ঐ	ঐ	১টি
৪।	শ্রীদীপক দাস	সাঁতার	রৌপ্য	১টি
৫।	শ্রীনাথুরাম জমাতিয়া	ঐ	তাম্র	১টি
৬।	শ্রীতুলাল বসাক	জিম্নাষ্টিকস্	ঐ	১টি
৭।	শ্রীপার্থ দেব	ঐ	ঐ	৩টি
৮	শ্রীইন্দ্রজিৎ সাহা	ঐ	ঐ	১টি
৯।	শ্রীঅজয় দেব	ঐ	ঐ	১টি
১০।	শ্রীসুরেশ মিত্র	ঐ	তাম্র	১টি
১১।	শ্রীকৃষ্ণ সাহা	ঐ	ঐ	১টি
১২।	শ্রীস্বপন রায়	অ্যাথলেটিকস্	ঐ	১টি
১৩।	শ্রীপালিত বনিক	ফুটবল	ঐ	১টি
১৪।	শ্রীকানাই যাদব	ঐ	ঐ	১টি
১৫।	মহঃ সেলিম সর্দার	ঐ	ঐ	১টি
১৬।	শ্রীবীজিত দেব	ঐ	ঐ	১টি
১৭।	শ্রীসুশান্ত পাল	ঐ	ঐ	১টি
১৮।	মহঃ আনিশুর রহমান	ঐ	ঐ	১টি

১৯।	শ্রীবাহার দেববর্মা	ফুটবল	তাম্র	১টি
২০।	শ্রীদেবু দেববর্মা	ফুটবল	ঐ	১টি
২১।	শ্রীনারায়ণ দেবনাথ	ফুটবল	ঐ	১টি
২২।	শ্রীসুশান্ত দেববর্মা	ফুটবল	ঐ	১টি
২৩।	শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ	ফুটবল	ঐ	১টি
২৪।	বীর সিং জমাতিয়া	ফুটবল	ঐ	১টি
২৫।	শ্রীকাইথারমুনি জমাতিয়া	ফুটবল	ঐ	১টি
২৬।	শ্রী বিশ্বভানু জমাতিয়া	ফুটবল	ঐ	১টি
২৭।	শ্রীভবেশ জমাতিয়া	ফুটবল	ঐ	১টি
২৮।	শ্রীকর্ণেন্দু দেববর্মা	ফুটবল	ঐ	১টি

১৯৯৪-৯৫ সালে সর্বভারতীয় স্কুল ক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীনিগণের নাম, খেলার নাম ও পদক তালিকা নিম্নরূপ :—

১।	শ্রীদীপক দাস	সাঁতার	স্বর্ণ	১টি
২।	মহঃ আবুবক্কর সিদ্দিক	সাঁতার	রৌপ্য	১টি
৩।	শ্রীনাথুরাম জমাতিয়া	সাঁতার	রৌপ্য	১টি
৪।	শ্রীসুমন বসাক	জিমন্যাষ্টিকস্	রৌপ্য	১টি
৫।	মহঃ বাহার মিঞা চৌধুরী	সাঁতার	রৌপ্য	১টি
৬।	শ্রীপ্রদীপ ভৌমিক	জুডো	তাম্র	১টি
৭।	শ্রীস্বপন দেবনাথ	জুডো	তাম্র	১টি
৮।	শ্রীবীর কুমার দেববর্মা	জুডো	তাম্র	১টি

১৯৯৫-৯৬ সালে সর্বভারতীয় স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীনিগণের নাম, খেলার নাম ও পদক তালিকা নিম্নে দেওয়া হয়েছে।

১।	কুমারী মিলন দেববর্মা	অ্যাথলেটিকস্	স্বর্ণ	১টি
২।	কুমারী রূপা শীল	ঐ	স্বর্ণ	১টি

৩।	কুমারী বনশ্রী দেবনাথ	জিম্নাষ্টিকস্	স্বর্ণ	১টি
৪।	শ্রীঅরুপ দেবনাথ	ঐ	স্বর্ণ	১টি
৫।	কুমারী গৌরী দেববর্মা	কাবাডি	স্বর্ণ	১টি
৬।	কুমারী রীতা দেববর্মা	কাবাডি	স্বর্ণ	১টি
৭।	কুমারী মঞ্জু মালাকার	কাবাডি	স্বর্ণ	১টি
৮।	কুমারী খেলা রানী দাস	কাবাডি	স্বর্ণ	১টি
৯।	কুমারী সত্যবতী নোয়াতিয়া	কাবাডি	স্বর্ণ	১টি
১০।	কুমারী সীতাদেবী জমাতিয়া	কাবাডি	স্বর্ণ	১টি
১১।	কুমারী প্রানসখী সিংহা	কাবাডি	স্বর্ণ	১টি
১২।	কুমারী রুমা সরকার	কাবাডি	স্বর্ণ	১টি
১৩।	কুমারী সুখলক্ষী দেববর্মা	কাবাডি	স্বর্ণ	১টি
১৪।	কুমারী বাসনা দেবনাথ	কাবাডি	স্বর্ণ	১টি
১৫।	কুমারী রীনা দেবনাথ	কাবাডি	স্বর্ণ	১টি
১৬।	কুমারী লক্ষী রানী বসাক	কাবাডি	স্বর্ণ	১টি
১৭।	শ্রীপার্থ দেব	জিমনাষ্টিকস্	স্বর্ণ	১টি
১৮।	শ্রীঅরুপ দেবনাথ	ঐ	রৌপ্য	২টি
১৯।	শ্রীমুকেশ মিত্র	ঐ	ঐ	১টি
২০।	শ্রীসুমন বসাক	ঐ	তাম্র	১টি
২১।	কুমারী বনশ্রী দেবনাথ	ঐ	তাম্র	২টি
২২।	শ্রীপ্রদীপ ভৌমিক	জুডো	তাম্র	১টি
২৩।	শ্রীকানাইলাল যাদব	ফুটবল	তাম্র	১টি
২৪।	শ্রীরনজিত দাস	ফুটবল	তাম্র	১টি
২৫।	শ্রীবীর সিং জমাতিয়া	ফুটবল	তাম্র	১টি
২৬।	শ্রীবুটন দেব	ফুটবল	তাম্র	১টা
২৭।	শ্রীফনীভূষণ চাকমা	ফুটবল	তাম্র	১টা
২৮।	শ্রীকর্ণেন্দু দেববর্মা	ফুটবল	তাম্র	১টা
২৯।	শ্রীবিশ্বভানু জমাতিয়া	ফুটবল	তাম্র	১টা

৩০।	শ্রীপালিত বনিক	ফুটবল	তাম্র	১টি
৩১।	শ্রীনারায়ন দেব	ফুটবল	তাম্র	১টা
৩২।	শ্রীলিটন মজুমদার	ফুটবল	তাম্র	১টা
৩৩।	শ্রীতাপস দেববর্মা	ফ‚টবল	তাম্র	১টা
৩৪।	শ্রীসুশান্ত দেববর্মা	ফ‚টবল	তাম্র	১টা
৩৫।	শ্রী নুর থাংসাংঙ্গা	ফ‚টবল	তাম্র	১টা
৩৬।	শ্রীজে, লাল থান্‌পুইয়া	ফ‚টবল	তাম্র	১টা
৩৭।	মহঃ মিঠু মিঞা	ফ‚টবল	তাম্র	১টা
৩৮।	শ্রীবিজয় জমাতিয়া	ফ‚টবল	তাম্র	১টা

১৯৯৬-৯৭ সালে সর্বভারতীয় স্কুল ক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীনিগণের নাম খেলার নাম ও পদক তালিকা নিম্নে দেওয়া হয়েছে :—

১।	শ্রীঅরূপ দেবনাথ	জিম্নাষ্টিকস্‌	স্বর্ণ	৩টি
২।	শ্রীসুমন বসাক	জিম্নাষ্টিকস্‌	স্বর্ণ	২টি
৩।	শ্রীরাহুল দাস	জিম্নাষ্টিকস্‌	স্বর্ণ	২টি
৪।	কুমারী বনশ্রী দেবনাথ	জিম্নাষ্টিকস্‌	স্বর্ণ	২টি
৫।	শ্রীপার্থ বাগ	জিম্নাষ্টিকস্‌	স্বর্ণ	১টি
৬।	শ্রীরাজিব সাহা	জিম্নাষ্টিকস্‌	স্বর্ণ	১টি
৭।	শ্রীদীপেন্দু ভৌমিক	জিম্নাষ্টিকস্‌	স্বর্ণ	১টি
৮।	শ্রীঅজয় দেব	জিম্নাষ্টিকস্‌	স্বর্ণ	১টা
৯।	শ্রীসুমন বসাক	জিম্নাষ্টিকস্‌	রৌপ্য	২টা
১০।	শ্রীঅরূপ দেবনাথ	জিম্নাষ্টিকস্‌	রৌপ্য	১টা
১১।	শ্রীপার্থ বাগ	জিম্নাষ্টিকস্‌	রৌপ্য	১টা
১২।	শ্রীঅজয় দেব	জিম্নাষ্টিকস্‌	রৌপ্য	১টি
১৩।	কুমারী বনশ্রী দেবনাথ	জিম্নাষ্টিকস্‌	রৌপ্য	১টা
১৪।	শ্রীরাহুল দাস	জিম্নাষ্টিকস্‌	তাম্র	১টা

১৫।	শ্রীঅরূপ দেবনাথ		তাম্র	১টী
১৬।	শ্রীপ্রদীপ ভৌমিক		তাম্র	১টী
১৭।	শ্রীমংসাক্ষু মগচৌধুরী	অ্যাথলেটিকস.	রৌপ্য	১টি

১৯৯৭-৯৮ সালে সর্বভারতীয় স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীনিগণের নাম, খেলার নাম ও পদক তালিকা নিম্নরূপ :—

১।	শ্রী অরূপ দেবনাথ	জিম্ন্যাষ্টিকস.	স্বর্ণ	৩টা
২।	শ্রীরাহুল দাস	জিম্ন্যাষ্টিকস.	স্বর্ণ	১টী
৩।	শ্রীশান্তু দাস	জিম্ন্যাষ্টীকস.	স্বর্ণ	১টী
৪।	শ্রীঅরবিন্দ দাস	জিম্ন্যাষ্টিকস.	স্বর্ণ	১টি
৫।	শ্রীশান্তনু ভৌমিক	জিম্ন্যাষ্টিকস.	স্বর্ণ	১টী
৬।	শ্রীদীপ্তনু বনিক	জিম্ন্যাষ্টিকস.	স্বর্ণ	১টী
৭।	কুমারী বনশ্রী দেবনাথ	জিম্ন্যাষ্টিকস.	স্বর্ণ	১টী
৮।	শ্রী অরূপ দেবনাথ	জিম্ন্যাষ্টিকস.	রৌপ্য	১টী
৯।	শ্রীরাহুল দাস	জিম্ন্যাষ্টিকস.	রৌপ্য	২টি
১০।	কুমারী বনশ্রী দেবনাথ	জিম্ন্যাষ্টিকস.	রৌপ্য	১টী
১১।	শ্রীরাহুল দাস	জিম্ন্যাষ্টিকস.	তাম্র	৩টী
১২।	শ্রীদীপেন্দু ভৌমিক	জিম্ন্যাষ্টিকস.	তাম্র	২টী
১৩।	শ্রীসুমন বসাক	জিম্ন্যাষ্টিকস.	তাম্র	১টী
১৪।	শ্রীমুকেশ মিত্র	জিম্ন্যাষ্টিকস.	তাম্র	১টী
১৫।	শ্রীরাজিব সাহা	জিম্ন্যাষ্টিকস.	তাম্র	১টী
১৬।	শ্রীরাজিব কুমার সাহা	জিম্ন্যাষ্টিকস.	তাম্র	১টী
১৭।	শ্রীপার্থ বাগ	জিম্ন্যাষ্টিকস.	তাম্র	১টী
১৮।	শ্রীহ[illegible]ত সাহা	জিম্ন্যাষ্টিকস.	তাম্র	১টী
১৯।	শ্রীপ্রদীপ ভৌমিক	জুডো	তাম্র	১টী
২০।	শ্রীলক্ষণ আচার্য্য	জুডো	তাম্র	১টী

১৯৯৮-৯৯ সালে সর্বভারতীয় স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগীতার অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীনিগণের নাম, খেলার নাম ও পদক তালিকা নিম্নে দেওয়া হয়েছে :—

১।	শ্রীদীপ্তনু বনিক	জিম্নাষ্টিকস্	স্বর্ণ	২টি
২।	শ্রীপার্থ বাগ	জিম্নাষ্টিকস্	রৌপ্য	৩টি
৩।	শ্রীরাহুল দাস	জিম্নাষ্টিকস্	রৌপ্য	১টি
৪।	শ্রীদীপ্তনু বনিক	জিম্নাষ্টিকস্	রৌপ্য	১টি
৫।	শ্রীরাজীব সাহা	জিম্নাষ্টিকস্	রৌপ্য	১টি
৬।	শ্রীদীপেন্দু ভৌমিক	জিম্নাষ্টিকস,	রৌপ্য	১টি
৭।	শ্রীঅরূপ দেবনাথ	জিম্নাষ্টিকস্	রৌপ্য	১টি
৮।	শ্রীসুমন বসাক	জিম্নাষ্টিকস্	রৌপ্য	১টি
৯।	রাজীব কুমার সাহা	জিম্নাষ্টিকস্	রৌপ্য	১টি
১০।	শ্রীঅরূপ দেবনাথ	জিম্নাষ্টিকস্	তাম্র	২টি
১১।	শ্রীরাহুল দাস	জিম্নাষ্টিকস্	তাম্র	১টি
১২।	শান্তনু ভৌমিক	জিম্নাষ্টিকস্	তাম্র	১টি
১৩।	কুমারী সুতপা গোস্বামী	জিম্নাষ্টিকস্	তাম্র	২টি
১৪।	কুমারী সঞ্চিতা আচার্য্য	জিম্নাষ্টিকস্	তাম্র	২টি
১৫।	কুমারী রিংকু রায়	জিম্নাষ্টিকস্	তাম্র	২টি
১৬।	কুমারী মুনু রানী দাস	জিম্নাষ্টিকস্	তাম্র	২টি
১৭।	কুমারী ঝুমা দাস	জিম্নাষ্টিকস্	তাম্র	২টি

খ) ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৯৯ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত সর্বভারতীয় ফেডারেশন স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীনিগণের নাম, খেলার নাম ও পদক তালিকা নিম্নরূপ :—

১৯৯৩-৯৪ সালের প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীনিগণের নাম, খেলার নাম ও পদক তালিকা নিম্নরূপ :—

১।	শ্রীতাপস দাস	জিম্নাষ্টিকস্	স্বর্ণ	১টি
২।	শ্রীতাপস দাস	ঐ	রৌপ্য	১টি

৩।	কুমারী মিতালী চৌধুরী	যোগাসন	রৌপ্য	১টি
৪।	শ্রীপরিমল মল্লিক	জিম্‌ন্যাষ্টিকস্‌	তাম্র	১টি
৫।	শ্রীসৌরভ দাস	জিম্‌ন্যাষ্টিকস্‌	তাম্র	১টি
৬।	সুজিৎ দাস	জিম্‌ন্যাষ্টিকস্‌	তাম্র	১টি

১৯৯৪-৯৫ সালের প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীনিগণের নাম, খেলার নাম ও পদক তালিকা নিম্নরূপ।

১।	শ্রীঅরূপ দেবনাথ	জিমনাষ্টিকস্‌	রৌপ্য	২টি
২।	শ্রীসুমন বসাক	ঐ	ঐ	২টি
৩।	শ্রীঅরবিন্দ দাস	ঐ	ঐ	১টি
৪।	শ্রীমুকেশ মিত্র	ঐ	ঐ	১টি
৫।	কুমারী শুভ্রা দে	যোগাসন	ঐ	১টি
৬।	শ্রীবৈদ্যনাথ তলাপাত্র	ঐ	তাম্র	১টি
৭।	শ্রীঅরূপ দেবনাথ	জিম্‌ন্যাষ্টিকস্‌	ঐ	১টি

১৯৯৫-৯৬ সালের প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীনিগণের নাম, খেলার নাম ও পদক তালিকা নিম্নরূপ ঃ—

১।	শ্রীঅরূপ দেবনাথ	জিম্‌ন্যাষ্টিকস্‌	স্বর্ণ	২টি
২।	শ্রীমুকেশ মিত্র	ঐ	স্বর্ণ	১টি
৩।	শ্রীসুজিৎ দত্ত	ঐ	স্বর্ণ	১টি
৪।	কুমারী বনশ্রী দেবনাথ	ঐ	স্বর্ণ	১টি
৫।	কুমারী শুভ্রা দে	যোগাসন	স্বর্ণ	১টি
৬।	শ্রীরঞ্জন পাল	ঐ	স্বর্ণ	১টি
৭।	শ্রীঅরূপ দেবনাথ	জিম্‌ন্যাষ্টিকস্‌	রৌপ্য	২টি
৮।	শ্রীসুমন বসাক	ঐ	ঐ	২টি
৯।	শ্রীঅরবিন্দ দাস	ঐ	ঐ	১টি

১০।	শ্রীইন্দ্রজিৎ সাহা	জিম্‌নাষ্টিকস্‌	রৌপ্য	১টি
১১।	শ্রী বৈদ্যনাথ তলাপাত্র	যোগাসন	ঐ	১টি
১২।	কুমারী জয়শ্রী তলাপাত্র	ঐ	তাম্র	১টি
১৩।	শ্রীঅরূপ দেবনাথ	জিম্নাষ্টিকস্‌	ঐ	ঐ

১৯৯৬-৯৭ সালের প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীনিগণের নাম, খেলার নাম ও পদক তালিকা নিম্নরূপ :—

১।	শ্রীরাহুল দাস	জিম্নাষ্টিকস্‌	স্বর্ণ	১টি
২।	শ্রীপার্থ বাগ	জিম্নাষ্টীকস্‌	স্বর্ণ	১টি
৩।	শ্রীঅরূপ দেবনাথ	জিম্নাষ্টিকস্‌	স্বর্ণ	১টি
৪।	শ্রীরাহুল দাস	জিম্নাষ্টিকস্‌	স্বর্ণ	১টি
৫।	শ্রীঅরবিন্দ দাস	জিম্নাষ্টিকস্‌	স্বর্ণ	১টি
৬।	শ্রীদীপেন্দু ভৌমিক	জিম্নাষ্টিকস্‌	স্বর্ণ	১টি
৭।	শ্রীরাহুল দাস	জিম্নাষ্টিকস্‌	রৌপ্য	১টি
৮।	শ্রীদীপেন্দু ভৌমিক	জিম্নাষ্টিকস্‌	রৌপ্য	১টি
৯।	শ্রীরাজীব সাহা	জিম্নাষ্টিকস্‌	তাম্র	১টি
১০।	কুমারী সুতপা গোস্বামী	জিম্নাষ্টিকস্‌	তাম্র	১টি
১১।	কুমারী সুমু রানী দাস	জিম্নাষ্টিকস্‌	তাম্র	১টি
১২।	শ্রীদীপেন্দু ভৌমিক	জিম্নাষ্টিকস্‌	তাম্র	১টি
১৩।	কুমারী বনশ্রী দেবনাথ	জিম্নাষ্টিকস্‌	তাম্র	১টি
১৪।	কুমারী মিলন দেবনাথ	অ্যাথলেটিকস্‌	তাম্র	১টি
১৫।	শ্রীরাজীব সাহা	জিম্নাষ্টিকস্‌	স্বর্ণ	১টি
১৬।	শ্রীপার্থ বাগ	জিম্নাষ্টিকস্‌	ঐ	১টি
১৭।	কুমারী বনশ্রী দেবনাথ	জিম্নাষ্টিকস্‌	ঐ	১টি

১৯৯৭-৯৮ সালের প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীনিগণের নাম, খেলার নাম ও পুরস্কার তালিকা নিম্নরূপ :—

১।	শ্রীদীপঙ্কর বনিক	জিম্নাষ্টিকস্	রৌপ্য	১টি
২।	শ্রীকান্তি শর্মা	যোগাসন	ঐ	১টি
৩।	শ্রীজগদীশ বসাক	অ্যাথলেটিকস্	রৌপ্য	২টি
৪।	শ্রীদিলোয়ার হুসেন	ঐ	তাম্র	১টি
৫।	শ্রীআলমগীর হুসেন	ঐ	তাম্র	১টি
৬।	শ্রীজগদীশ বসাক	ঐ	তাম্র	১টি
৭।	শ্রীসুমন চন্দ্র রায়	ঐ	তাম্র	১টি
৮।	শ্রীশান্ত ভৌমিক	জিম্নাষ্টিকস্	তাম্র	১টি
৯।	কুমারী অর্পিতা চক্রবর্তী	যোগাসন		
১০।	কুমারী অঞ্জনা দত্ত	যোগাসন	তাম্র	১টি

১৯৯৮-৯৯ সালে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীনিগনের নাম, খেলার নাম ও পদক তালিকা :—

১।	শ্রীঅরূপ দেবনাথ	জিম্নাষ্টিকস্	তাম্র	১টি
২।	টীম চ্যাম্পিয়ানশীপ	ঐ	ঐ	১টি
৩।	টীম চ্যাম্পিয়ানশীপ	অ্যাথলেটিকস্	রৌপ্য	১টি
৪।	কুমারী পারমিতা চৌধুরী	ঐ	তাম্র	১টি
৫।	শ্রীসুমন চন্দ্র রায়	ঐ	তাম্র	১টি

প্রশ্ন

১। উক্ত সময়ে পদক বিজয়ীদেরকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কি ধরণের সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। উক্ত সময়ে পদক বিজয়ীদেরকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের ইনসেন্টিভ স্কীমের অধীনে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন

২। রাজ্যে খেলার মান উন্নয়নের জন্য সরকার কি ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

২। রাজ্যে খেলার মান উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

ক) রাজ্যের খেলাধূলা প্রসারের জন্য রাজ্যে একটি আলাদা ক্রীড়া বিভাগ রয়েছে যার অধীনে ৪টি জেলায় ৪টি জেলা অফিস এবং প্রত্যেক মহকুমায় ১টি করে মহকুমা অফিস রয়েছে। প্রত্যেক জেলাতে একজন করে জেলা (ইনচার্জ) অফিসার এবং প্রত্যেক মহকুমাতে একজন করে মহকুমা অফিসার রয়েছেন।

খ) প্রত্যেক জেলাতে জেলা কোচিং সেণ্টার এবং প্রত্যেক মহকুমাতে মহকুমা কোচিং সেণ্টার রয়েছে এবং কোচিং সেণ্টারগুলিতে নিয়মিত কোচিং পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পি, আই কোচ নিযুক্ত করা হয়েছে।

তাছাড়াও রাজ্যের সর্বস্তরে খেলার মান উন্নয়নের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে আরো মোট ৩০টি কোচিং সেণ্টার খোলা হয়েছে।

ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় রাজ্যে মোট ৪৫টি প্লে সেণ্টার রয়েছে। আগরতলা শহরের এন, এস, আর, সি. সিতে ষ্টেট কোচিং সেণ্টারটিও কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে কোচিং প্রোগ্রাম চলেছে। যেখানে জাতীয়/আন্তর্জাতিক মানের কোচগণ কোচিং পরিচালনা করছেন।

ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের অধীনে রেজিষ্টার্ড স্পোর্টস এসোসিয়েশনগুলিও খেলারমান-উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং কোচিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে থাকে। উক্ত এসোসিয়েশন-গুলি কাউন্সিলের মাধ্যমে সরকারী অনুদান পেয়ে থাকে।

গ) রাজ্যের স্কুল/কলেজগুলিতে নিয়মিত খেলাধূলা পরিচালনার জন্য ক্রীড়া দপ্তর বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে। সেজন্য কলেজ এবং হাইয়ার সেকেণ্ডারী ও হাইস্কুলগুলিতে ক্রীড়া শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

তাছাড়া স্কুল গেমস্‌ ফেডারেশনের নির্বাচিত খেলাগুলির উপর বিভিন্ন স্তরে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং তার মাধ্যমে রাজ্য দল নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত রাজ্য দলটি জাতীয় স্তর প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় স্তরে/আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ সাফল্যের জন্য রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর বিশেষ ইনসেন্টিবের ব্যবস্থা করেছে। জাতীয় স্তরে ১ম স্থান অধিকারীর জন্য ২,৫০০ টাকা, ২য়-এর জন্য ১৭৫০ টাকা এবং ৩য়-এর জন্য ১,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক স্তরের জন্য ৫,০০০ টাকা।

ঘ) রাজ্যের সার্বিক ক্রীড়ামান উন্নয়ন কল্পে স্থানীয় বাধারঘাট একটি বড় স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। যেখানে একটি সাইনটিফিক সুইমিং পুলসহ প্রায় সবকটি খেলার মাঠ, খেলোয়ারদের হোস্টেল ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে।

পাশাপাশি দক্ষিণ জেলা সদর উদয়পুরেও একটি সুইমিং পুল তৈরী হচ্ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন মহকুমায় বাস্কেটবল কোর্ট, সুইমিং পুল এবং ইনডোর হল নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

Admitted Un-Starred Question No.—67

Name of the Member :— Shri Padma Kr. DebBarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে কয়টি উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলার পরিবর্তে কক্-বরক ভাষা চালু রয়েছে?

(মহকুমা ভিত্তিক বিদ্যালয়ের নাম)

উত্তর

১। বর্তমানে ৭টি উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কক্‌বরক ভাষা চালু রয়েছে।

(মহকুমা ভিত্তিক বিদ্যালয়ের নাম)

১। বিজয়কুমার উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়—আগরতলা, সদর।

২। টাকারজলা দক্ষিণ উচ্চ বিদ্যালয়—বিশালগড়।

৩। জম্পুইজলা উচ্চতর বিদ্যালয়—বিশালগড়।

৪। রতনপুর উচ্চতর বিদ্যালয়—খোয়াই।

৫। বেহালাবাড়ী উচ্চতর বিদ্যালয়—খোয়াই।

৬। তুলাশিখর উচ্চ বিদ্যালয়—খোয়াই।

৭। বাইজলবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়—খোয়াই।

Admitted Un-Starred Question No—71

Name of the Member :— Shri Sayama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। নিউ কুঞ্জবন টাউনশীপ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বাউণ্ডারী ওয়াল দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। নিউ কুঞ্জবন টাউনশীপ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বাউণ্ডারী ওয়াল দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আপাতত নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। অর্থাভাব।

ANNEXURE—'C'

No.F.17(42)-RD/2000
Goverment of Tripura
Rural Development Department

Dated, Agartala, the 14th August, 2002.

To
The Secretary,
Tripura Legislative Assembly,
Assembly Secretariat,
Agartala.

Sub : Private Members Resolution regarding declaration of extreme food crisis especially the whole ADC area and to provide double ration to the Jhumias in these areas raised by Shri Rabindra Deb Barma, MLA.

Sir,

I am directed to refer to the letter D. O. No. F.1 (2)-LA(ED)/98-99 dated 15/9/2000. on the subject mentioned above and to inform you that we tried utmostly to find out the copy of the same in the Department, but could not locate.

This is for kind information and necessary action.

Yours faithfully,
Sd/—Illegible
(B.C. DebBarma)
Under Secretry to the
Government of Tripura.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The House met in the Assembly House, on Monday, the 22nd March, 1999 at 11 A M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the chair, The Chief Minister, 17 Ministers and 36 Members

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। প্রশ্নের নাম্বার জানালে মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। মাননীয়, সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা (রাইমাভ্যালী) :— স্পীকার স্যার, ১৯৯৪ এর পঞ্চায়েত দুর্নীতি এবং পঞ্চায়েত ইলেকশন সম্পর্কে মোশন এনেছিলাম। এইটা কি হয়েছে জানতে চেয়েছিলাম।

মিঃ স্পীকার :— এখন প্রশ্ন পর্ব শুরু হয়েছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— আমি জানতে চাই, স্যার, পঞ্চায়েতের ব্যাপারটা কি হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার :— এটার অনেকগুলো ব্যাপার আছে। কাজেই অনেকগুলি বিষয় যোগ করে দিয়েছেন এই জন্য এটা অ্যাডমিট হয়নি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— না স্যার, বিষয়টা রিজেক্ট করেছেন কি না আমি জানিনা। আমি তো চিঠি পাই নি।

মিঃ স্পীকার :— আমি তো বলেছি পান নি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— স্যার, রিজেক্ট করলে তো আমি চিঠির মাধ্যমে জানতে পারি, না এই রকম কোন আইন নেই।

মিঃ স্পীকার :— আমি বলেছি আপনি পেয়ে যাবেন।

মিঃ স্পীকার :— বলুন মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার—১৮০

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ১৮০

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, অমরপুরের নূতন বাজার থানার কর্তৃপক্ষ ৩১-১২-৯৮ ইং তারিখে বাঙ্গাল পাড়ার শ্রী নিরঞ্জন পালকে গ্রেপ্তার করেছিল ?

২। শ্রী পালের বিরোদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি কি ছিল ?

৩। আই, পি, সি, এর কোন ধারায় শ্রী পালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ?

উত্তর

১। ইহা সত্য।

২। উক্ত শ্রী পালের বিরোদ্ধে উগ্রপন্থীদের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল।

৩। আই, পি, সি, ৩৬৪ এ ধারা এবং ২৭ নং অস্ত্র আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? রাজ্য সরকারের সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মী অপহরণ হওয়ার পর মুক্তিপণ বাবদ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা উগ্রপন্থীদের দিতে হবে। এটা বলার পরে সেই অপহৃত সরকারী কর্মীর পরিবারের পক্ষ থেকে পালের হাত দুই দফায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা তোলে দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী সময় মুমূর্ষু অবস্থায় সরকারী কর্মীকে বৈরী কবল থেকে মুক্ত করার পর ঐ সরকারী কর্মী থানায় জানায় যে উগ্রপন্থীরা তাকে বেদম ভাবে মেরেছে, আর এও বলেছে যে ২০ হাজার টাকা মুক্তিপণ হিসাবে তারা পেয়েছে। কিন্তু প্রচার করা হয়েছে যে ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা নাকি দেওয়া হয়েছে। সে একথাও বলেছে যে মুক্তি পাওয়ার পর সে যখন খুব অসুস্থ অবস্থায় বাড়ীতে আসল, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে তার পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে তোমরা কত টাকা মুক্তিপণ হিসাবে দিয়েছ ? তখন ঐ সরকারী কর্মী বলেছে যে তার পরিবারের তরফ থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। নূতন বাজার থানার পক্ষ থেকে এই স্টেটমেন্টটা রেকর্ড ও করা হয়েছে এবং সেখানে তারা অভিযোগ তোলে। কিন্তু এই নিরঞ্জন পালকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

এমনি করে আরও অনেক ঘটনা, যেগুলি উগ্রপন্থীর পক্ষ হয়ে কাজ করে অনেক সংবাদ প্রচার করেছে। অনেককে মুক্তিপণ বাবদ ছাড়াই আনতে গিয়ে এ রকম লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়েছে শ্রী পালের হাতে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই তথ্য জানেন কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা যে বিষয়গুলি বলেছেন, এইগুলি সম্পর্কে আসলে আমার জানা নেই।

শ্রীজওহর সাহা:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অভিযোগগুলি তদন্ত করে দেখবেন কিনা? এইগুলি সত্য কিনা? এটা হল প্রথমত। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে নতুন বাজারের মধ্যে একজন সরকারী ডাক্তার ডাঃ সুকোমল সরকার উনার বিরুদ্ধেও একটি অভিযোগ যে উনি বিভিন্ন সময়ে বৈরীদের ডেরায় গিয়ে উগ্রপন্থীদের চিকিৎসা করে এবং এই ব্যাপারে আমরাও রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেছিলাম। আমি আলোচনাক্রমে এক সময় মুখ্যমন্ত্রীকে এই ধরনের কিছু অভিযোগও বলেছিলাম। এই বৈরীদের সাথে কিছু লোক চোখসাচুযে অমরপুরের বিভিন্ন এলাকায় প্রচণ্ড ভাবে সাধারণ মানুষের উপর বিভিন্ন ধরনের আক্রমণ সংঘটিত করেছে। এবং সেটা পরিকল্পিতভাবে সমগ্র বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা এবং সত্য হলে তাদের বিরোদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিবেন কিনা।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, সমগ্র বিষয়টি একটা ক্লেম। সুনির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তির বিরোদ্ধে যদি নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ থাকে সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে এবং যদি তদন্ত সত্য এমন প্রমাণিত হয় তাহলে তিনি যেই হন না কেন তার বিরোদ্ধে নিয়ম অনুযায়ী, আইন অনুযায়ী আমাদের দেশে যে আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যকে যে বিষয়গুলো এখানে আলোচনা উঠেছে ঠিক আছে। সুনির্দিষ্টভাবে যদি লিখে বিষয়গুলি দেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা কার্যকরীর ব্যবস্থা নেব।

শ্রীজওহর সাহা:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে নিরঞ্জন তার ভাই নৃপেন্দ্র পাল। এই নৃপেন্দ্র পাল নতুন বাজার কৃষক সভার অঞ্চলিক কমিটির সভাপতি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা এবং এটা পরিকল্পিতভাবে এখানে এই ধরনের বৈরী হামলা ও সংগঠিত করা হচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা এদের মাধ্যমে নিরঞ্জন পাল এবং তার আরও কিছু সাগরেদের মধ্যে সেখানে লেনদেন হচ্ছে। এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই তথ্য আমার জানা নেই। তিনি যেই সংগঠন, যেই সভারই মেম্বার হন না কেন যদি অভিযুক্ত হিসাবে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য থাকে তবে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার -১৬

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ১৬

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার Executive Megistrate Court গুলিতে দীর্ঘদিন ধরে সাক্ষীরা "রাহা খরচ" পাচ্ছেন না ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে। কেননা Executixe Megistrate Court গুলিতে সাক্ষীদের "রাহা খরচ" দেওয়ার কোন সংস্থান নেই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন, আমি যতটুকু জানি বহুদিন পূর্বে এক্‌জিকিউটিভ্ কোর্টগুলিতে সাক্ষীদের রাহা খরচ দেওয়ার বিধান ছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এটা খুঁজ দেখেছেন এই কারণে রাহা খরচ দেওয়ার বিধান ছিল এবং অতীতেও দেওয়া হত। সদরে এস.ডি.এম কোর্ট থেকেও ইচ্ছা করলে এর প্রতিলিপি পাওয়া যায়। ২ নং প্রশ্ন হল রাজ্যে আইন শৃংখলা প্রিভিনটিভ সেকশান হল ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১৪৪, ১৪৫। শান্তি শৃংখলা যেমন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে প্রিভিনটিভ মেজারস্ নামে একটা অফিস আছে। সেই রকম আইন শৃংখলা যাতে পিচফুল না থাকে, পাবলিকের দেওয়া পাবলিক ট্যাংকগুলি যাতে নষ্ট না হয়, শান্তি শৃঙ্খলা যাতে বিঘ্নিত হবে, কোন ব্যক্তি আপোস করার জন্য একটা এলাকায় লুকিয়ে থাকতে পারে সেই জন্য এই সেকশনগুলির বিচার আছে। কোন এক্‌জিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ বা অন্য কোন মাধ্যমে খবর পেলে তার বিরোদ্ধে নোটিশ জারী করে থাকে। এক বছরের জন্য বন্ড দেওয়ার বিধান আছে কি ? এখন প্রশ্ন হল এক্‌জিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টগুলিতে সমন যাচ্ছে।

সক্ষীদের নামে বিচার করতে হলে আইন শৃংখলা বিঘ্নিত যাতে না হয় সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি বর্গের বিরোদ্ধে তাহলে সেখানে তাকে বন্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং সেখানে স্বাক্ষীদের সমন দেওয়া হবে। এখন স্বাক্ষীরা যদি না আসে কোন একজিকিউটিভ মেজিষ্ট্রেইট বা পুলিশ যার বিরোদ্ধে রিপোর্ট দেয়, সাক্ষীরা না আসলে যদি তাদেরকে রাহা খরচ দেওয়ার বিধান না থাকে সাক্ষীরা না থাকলে কোর্ট তাকে বাধ্য করতে পারেন না। আমার বক্তব্য হল রাজ্যে যে পরিস্থিতি বর্তমান রয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। এই শান্তি শৃংখলা যাতে বিঘ্নিত না হয়, এই ধারাগুলি যাতে ঠিক থাকে, প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট হয় সেই জন্য স্বাক্ষীদের রাহাকরন ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সাধারণত এগজেকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট এর কোর্ট আছে কোর্টগুলিতে সি, আর, পি সি-১১৭, ১০৩. বা ১৪৫ ধারায় শুনানি হয় সাধারনত এবং এগুলির পক্ষ বিপক্ষ শুনানির পরেই বিষয়গুলির সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত হয়। এটা অ্যাপ্রিহেন্সের উপরই মামলাগুলি হয় কাজেই এখানে সরকার পক্ষ এখানে বাদী হননা। জেনারেলী সরকার পক্ষেও যে ক্ষেত্রে বাদী হন তাদের যখন ডাকেন তাদেরকে সেখানে রাহা খরচ দেওয়ার ব্যাপার আছে এবং এই প্রসঙ্গে বলে রাখা হল। রাহা খরচ এখন যে অংকে দেওয়া হয় সেখানে চালু আছে সেটাও যথেষ্ট নয়, এটাও আমাদের দৃষ্টিতে এসেছে। আবার কোন কোন জায়গায় টাকা পয়সা কম ছিল কোর্টের হাতে যার ফলে কিছু অসুবিধা ও হয়েছিল এবং যেগুলি বকেয়া পরে গেছে সেগুলি আমরা দেখেছি এবং দেখে আমরা বলেছি এই প্রস্তাবকে বাড়াবার চেষ্টা করব আমাদের সাধ্যমত। এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন যে এই রকম কোন সময় চালু ছিল। এখন যা আছে ব্যাপারটা আমি বলছি। কোন একসময় চালু ছিল, আমার আসলে জানা নেই। আপনি যে বিষয়গুলি এখানে বলেছেন, বিষয়টা আমি এখানে চট্ করে কমিটমেন্ট করতে পারব না। বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বোধহয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ব্যাপারটা হল ১০৭ শুধুমাত্র বাদী-বিবাদীদের প্রশ্ন নয়। পুলিশ ভাবে এই জায়গাগুলি পাবলিক টেকেল নষ্ট হতে পারে, এই জায়গায় পাবলিক প্লেস রাস্তাগুলি বন্ধ করে দিয়েছে ফর দ্যা পাবলিক এটিভ, সেইগুলির জন্য পুলিশ রিপোর্ট দেয়। এই ব্যাপারে এটা সত্য কিনা একজেকিউটিভ কোর্ট সাক্ষী নেয়। তারপর তাকে বাধ্য করে যে এই এলাকায় এক বছরের জন্য তুমি আসাযাওয়া বন্ধ কর, এই এলাকায় গণ্ডগোল করবে না এটা হল সরকার বাদী। সাক্ষী না আসলে প্রমান করতে পারে না। এই জন্য সাক্ষীরা ইদানিং আসা বন্ধ করে দিয়েছে। গত দু-চার বছর ধরে ব্যাপকভাবে বন্ধ করেছে সাক্ষীরা আসে না সুতরাং জনসাধারণের শান্তি সেটা নষ্ট হচ্ছে ব্যাপকভাবে। উগ্রবাদীরা মুখোশ পরে লুকিয়ে থাকে পুলিশ কিছু করতে পারবে না।

পুলিশ রিপোর্ট দেবে এক্সজেকিউটিভ কোর্টকে যে এখানে লুকিয়ে আছে তার বিরোদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কর। এখন সাক্ষীরা আসছে না, সাক্ষীরা বলেছে আমরা এই ব্যাপারে স্পেসিফিক্ যেহেতু এটা সরকারের নলেজে আমরা নিয়ে এসেছিলাম। এখন আমার প্রশ্ন হলো এত প্রিভেন্টিভ মের্জাস স্যার সবটা আই পি সি দিয়ে চলবে না, মাডার করে ফেললে পরে ব্যবস্থা কিন্তু এখানে কি আমি নিজেই ব্যবস্থা করতে হবে? এখানে ১৪৪ ধারা জারী করে দেওয়া হলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও বিবাদ বাড়বে তেমনি গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য লিবারেট কথা বলুন।

শ্রীরতন লাল নাথ :— স্যার, লিবারেট কথা বলছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বাদী-বিবাদী নিয়ে কথা বলছেন।

মিঃ স্পীকার :— না না উনি এই ব্যাপারটাকে বুঝেছেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সুতরাং, আমার বক্তব্য হল এটা আই, পি, সি সেকশান থেকে মোর এফেক্টিভ সেকশান আগে থেকেই ব্যবস্থা নিচ্ছি।

সুতরাং ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১৪৪ এবং ১৪৫ এগুলো ব্যাপক সেকশান। পুলিশকে আগে থেকেই কন্ট্রোল করা। সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে প্রিভেন্টিভ সেকশানে এটাকে খুব তাড়াতাড়ি নেওয়ার জন্য। আমি সঠিকভাবে বলছি সাক্ষীদের আইন শৃংখলার রক্ষার্থে এ প্রিভেন্টিভ মেজার্স ইমপ্লিমেন্ট করার এবং সাক্ষীদের রাহা খরচ চালু করা হবে কিনা।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:** - আমি এর আগেই বলেছি এই ব্যাপারটা নিয়ে কিছুটা পরীক্ষা করে দেখব এবং আইন শৃংখলা জনিত পরিস্থিতি এটাকে স্বাভাবিক রাখার জন্য এজাতীয় ব্যবস্থা যদি সরকারকে সাহায্য করে তাহলে নিতে আপত্তি কি? কাজেই সেটা পরীক্ষা করে দেখব এবং সিদ্ধান্ত করার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা মহাশয়।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (বিশালগড়) **:** — সেটা সি, আর, কেসের বিধান। আর ইন্ডিয়ান এভিডেন্স এ্যাক্ট অনুযায়ী সরকারী কেসই হউক, আর প্রাইভেট কেসই হউক, এবং যে কোন কোর্টেই হউক সেখানে সাক্ষীকে আনার জন্য এবং এমন কি যদি তাকে কোর্টে ১০টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত থাকতে হয়, তাহলে টিফিনের খরচ দিতে সরকার বাধ্য। আর মাননীয় সদস্যেরও বক্তব্য হলো, আগে দেওয়া হত। এখন কি কারণে বন্ধ হয়েছে সেটা দেখে আবার চালু করা হবে কিনা, আইনের বিধান মেনে সরকার চলবে কিনা এবং আর্থিক সাহায্য সহায়তা দেওয়া হবে কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— যদি আগে চালু থেকে তাহলে কেন বন্ধ হলো? আর বন্ধ হয়ে থাকলে নিশ্চই কোন যুক্তি থাকবে বন্ধ হবার পেছনে। এই সব পরীক্ষা করে দেখার জন্য কিছু সময় চাইছি।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা : - অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৭৬

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৭৬

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে চাল, গম ও রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২। যদি সত্য হয় তার কারণ কি? এবং

৩। এই মূল্য বৃদ্ধির পরিমান কত?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৩ সাধারণ চাউল পূর্ব্ব নির্ধারিত মূল্য ছিল, ৬ টাকা ১০ পয়সা থেকে বর্তমান মূল্য ৭ টাকা ১০ পয়সা আর ভাল চাউল পূর্ব নির্ধারিত মূল্য ৭, ৬০। এর থেকে বর্তমান মূল্য ১০ টাকা। গম পূর্ব্ব নির্ধারিত মূল্য ছিল, ৫-১০। এর থেকে বর্তমান মূল্য ৭. ২৫। চিনি পূর্ব নির্ধারিত মূল্য ছিল, ১১.৪০। এর থেকে বর্তমান মূল্য ১২ টাকা। গ্যাস সিলিণ্ডার এর পূর্বের মূল্য ছিল ১৩৯ টাকা কাউন্টার ডেলিভারি। আর হোম ডেলিভারি ছিল আরো ৫ টাকা যুক্ত হয়ে ১৪৪ টাকা ছিল। সেটা বেড়ে হয়েছিল, ১৬১. ৪৩ টাকা। বিভিন্ন ষ্টেশন অনুযায়ী কিছুটা এদিক সেদিক হয়ে থাকে। ২৮.২ ৯৯ ইং তারিখ কেন্দ্রীয় বাজেটে সেলস্ ট্যাকস্ পরিবর্তন হওয়াতে দাম গ্যাসের কিছুটা কমেছে। এখন বর্তমানে ১৫৪.৯৫ পয়সা হোম ডেলিভারি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে দাম বাড়ে। ত্রিপুরা রাজ্য সব থেকে পিছিয়ে পড়া রাজ্য। তার নিজস্ব সোর্স ও কম। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য এই মূল্য বৃদ্ধি না করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকার থেকে কোন প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে কিনা? নাম্বার টু, চাউলের দাম বৃদ্ধি হওয়াতে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী দুর্গম অঞ্চলে উপজাতি অধ্যুষিত আদিবাসীরা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে।

এই অবস্থা থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য ঐ সব এলাকায় আরো বেশী করে কম দামে ভর্তুকী দিয়ে চাল সরবরাহ করার কথা সরকার বিবেচনা করছেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় এখানে যে প্রশ্ন তুলেছেন দাম বৃদ্ধির ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দিল্লীতে গিয়ে উনি সারা রাজ্যের ক্ষোভের কথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে এনেছেন এবং আমাদের রাজ্যসরকার প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন যে, যাতে ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করে, আমাদের রাজ্যের ৬৪ পার্সেন্ট লোকের পারচেইজিং কেপাসিটি নেই, কাজেই এই বর্ধিত মূল্য ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে যেন কার্য্যকরী না হয়। রাজ্য মন্ত্রীসভাতেও এই বিষয়টি নিয়ে পর্য্যালোচনা হয়েছে এবং মন্ত্রী সভার পক্ষ থেকেও এই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে যাতে ত্রিপুরা রাজ্যকে এর আওতাভুক্ত না করা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে এখন পর্যান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আমরা কোন উত্তর পাই নি। দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা তুলেছেন যে, দুর্গম উপজাতি এলাকায় সাবসিডি দেওয়ার ব্যাপার। মাননীয় সদস্য ভাল করেই অবগত আছেন যে আমাদের নিজস্ব কোন আয় নেই। সব ব্যাপারেই আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই আমাদের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণেই এই বিষয়টি এখন বিবেচনা করা সম্ভব নয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মূল্য বৃদ্ধি কমানোর জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের রাজ্য সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে যেন কমানো হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পরবর্ত্তী সময়ে প্রেসার ক্রিয়েট করা হবে কিনা ? বিশেষ করে রান্নার গ্যাস এখন ত্রিপুরা রাজ্যে বিশালগড়ে বটলিং হচ্ছে সরবরাহ করা হয় সেটা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। এমনিতেই রান্নার গ্যাসের কোন গন্ধ নেই, সেখানে এমটা ক্যামিক্যাল মিকচার করা হয় এবং এটা অত্যন্ত বেশী পরিমানে মিকচার করা হয়। আগে গৌহাটি থেকে যখন গ্যাস আনা হত সেটাতে এই রকম দুর্গন্ধ হত না। তাছাড়া সিলিণ্ডারের মধ্যে যে কর্ড লাগানো হচ্ছে সেটা অনেক সময় লাগানো হয় না এবং এটা পালটিয়ে দেবার জন্য ভোক্তাদের পক্ষ থেকে প্রেসার ক্রিয়েট করা হয় বা অনেক সময় ঠিক ভাবে লাগানো হয় না। ফলে যে কোন সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা হতে পারে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নজরে আছে কিনা এবং গ্যাসের এই গন্ধটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এটা রোধের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী):— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন তুলেছেন মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে, সে ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পারস্থা করছি। আমরা পাশাপাশি রাজ্যের জনগনের কাছেও আবেদন রেখেছি যাতে তারাও যেন এই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন গণআন্দোলনের মাধ্যমে। আর গ্যাসের ব্যাপারে যেটা বলেছেন সে ব্যাপারে আমরা ইণ্ডিয়াম অয়েল কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছি এবং তাঁদের কাছ থেকে আমরা রিপোর্ট চেয়েছি কেমিক্যাল রিপোর্ট। সে রিপোর্ট এখনও পর্য্যন্ত আমরা তাদের কাছ থেকে পাইনি। পেলে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিশ্চয়ই জানাব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি যেমন হয়েছে তার পাশাপাশি ব্যাপক কালোবাজারীও হচ্ছে। গ্যাসের এই কালোবাজারী বন্ধ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ? অনেক সময় গ্যাসের সিলিণ্ডারের জন্য ভোক্তারা সারাদিন কার্ড নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর তাদেরকে বলে দেওয়া হয় যে, গ্যাস নেই। ভি আই পি দের জন্য গ্যাস আছে কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য গ্যাস নেই। আবার বেশী পয়সা যখন দেওয়া হয় তখন দেখা যায় পেছনের দরজা দিয়ে গ্যাস ভোক্তার বাড়ীতে পৌঁছে যায়। এবং বাইরে বিভিন্ন মেদী দোকানের মাধ্যমেও ব্লাকের মাধ্যমে গ্যাস সিলিণ্ডার বিক্রি করা হয়। এটা বাস্তব চিত্র, এটা বন্ধ করার জন্য সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন কিনা ? গ্যাস সরবোরাহ যেটা করা হচ্ছে সেটা ওজনে কম থাকে। কারণ সিলিণ্ডার তুললেই বোঝা যায় কোন কোন সিলিণ্ডারে গ্যাস কম থাকে এবং কোন কোন সিলিণ্ডারে গ্যাস ঠিকই থাকে। এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহন করা যায় সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী):— মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন গ্যাসের কালো বাজার সম্পর্কে, সে সম্পর্কে যদি কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে। সম্প্রতি বিভিন্ন কালোবাজারীর বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন গ্যাস এজেন্সীরও চেক-আপ করা হচ্ছে যদি কোন ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর একটা বিষয় হাউসের অবগতির জন্য বলছি কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দাবী এবং চাপের ফলে ৪১ হাজার যারা গ্যাসের জন্য এপ্লাই করেছিলেন তাদের নাম ওয়েটিং লিষ্টে ছিল। সেটা কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়েছেন এবং বলেছেন ওয়েটিং লিষ্ট অনুযায়ী সবাইকে গ্যাস দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে এই ৪১ হাজার গ্যাস কানেকশানের অর্ডার ছাড়ার কাজ শুরু হয়েছে। আমরা আশা করছি এপ্রিল মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং তারপর রেগুলেটার এবং গ্যাস সিলিণ্ডার দেওয়ার কাজ শুরু হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল): মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৩।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীনে কতটি" পাবলিক কল" অফিস রয়েছে, এবং

২। আরো নতুন "পাবলিক কল" অফিস খোলার পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর

১। ১৩৯ টি পাবলিক কল অফিস আছে।

২। আপাততঃ এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

শ্রীঅনিল চাকমা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন নূতন 'পাবলিক কল" অফিস খোলার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই "পাবলিক কল" অফিস যদি আরও খোলা না হয় তাহলে জনসাধারণের ভীষণ অসুবিধা হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলছি কুলাইটিলা থেকে মাছমারার দূরত্ব কিলোমিটার কিন্তু সেখানে দেখা যায় আরও ৫ কিলোমিটার কাভার করে। লালছড়ি থেকে মালাকার বস্তি ৮ কিলোমিটার কিন্তু সেখান থেকে জয়শ্রী যেতে হলে আরও ৫ কিলোমিটার কাভার করে। কাজেই নূতন "পাবলিক কল" অফিস যদি খোলা না হয় তাহলে যারা নূতন কানেকশান নিচ্ছে তাদের ভীষন অসুবিধা হচ্ছে। এই বিষয়ে পুনঃ বিবেচনা করা হবে কিনা তার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, সম্ভাবনা নেই এই কথা আমি বলি নি। নিশ্চয়ই সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে। এবং আমরা সেটা দেখছি ভোক্তাদের সংখ্যা, রাজস্ব আদায় এবং আমাদের দপ্তরের যারা কর্মচারী আছেন সেটা হিসাব নিকাশ করে আমরা নতুন করে এই ধরনের কল অফিস খোলার বিবেচনা করি। এখন এটা ঠিক যে কনজিউমার্স এবং অন্যান্য সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, দুর্গম অঞ্চলেও আমাদের বিদ্যুৎ পৌছে দিতে হচ্ছে।

শ্রীঅনিল চাকমা :— একটি কল অফিস থেকে কত কিলোমিটার ডিসটেন্সে হলে পরে আর একটা কল অফিস পাওয়া যায় তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এই রকম কোন ডিসটেন্সের ব্যাপার নয়। এগুলি ভোক্তার সংখ্যা এসব বিবেচনা করে এগুলি করা হয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিটি কল অফিসগুলিতে যে লাইনম্যান বা হেল্পার আছেন, তাদের যে বিদ্যুৎ লাইনের

একটি সারায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ইনুট্রুমেন্ট যেমন গ্লাস, গ্লাবস, তারপর বৃষ্টির দিনে রেন কোট, বোর্ড এগুলি দেওয়া হচ্ছে না। তার ফলে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের দুর্ঘটনায় পড়তে হচ্ছে। আর একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় লাইনচুতির ফলে কল অফিসে কল করার পরেও দেরী করে যায়। সেই কারণে অনেক বিপত্তি ঘটছে। কিছুদিন আগে আমার বিধানসভা এলাকায় বৈরাগীদুয়ারে একটা এস, টি লাইন মাটিতে পড়ে আছে। যতনবাড়ীতে খবর দেওয়া হল, করবুকে খবর দেওয়া হল, কিন্তু কেউই গেল না, লাইনটা অফও করা হল না। যার কারণে অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্র মারা গেছে, তার বাবা, ভাইও আহত হয়েছে এবং এখনও উনারা চিকিৎসাধীন আছে মজুমবাজার হাসপাতালে। এই ধরনের ঘটনা বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে। এটা কেন হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যেটা প্রথম প্রশ্ন তুলেছেন মাননীয় সদস্য বিদ্যুৎ কর্মীরা যারা আছেন তাদের জিনিষপত্র কোন কোন জায়গায় নাও থাকতে পারে। যেখানে যে জিনিস নেই রিকুইজিশান দিলে পরে সেই অনুযায়ী জিনিসপত্র দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ কল করার পরে অনেক সময় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা সেখানে যেতে দেরী করে, যার ফলে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। মাননীয় সদস্য তার একটা উদাহরণ দিয়েছেন। রাজ্যের যে সাম্প্রতিক অবস্থা সেটা মাননীয় সদস্য খুব ভাল করেই জানেন। বিশেষ করে মাননীয় সদস্য যে বৈরাগীদুয়ারের কথা বললেন, সেখান থেকে সবচেয়ে বেশি কিডন্যাপের ঘটনা ঘটেছে। অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ কর্মী থাকা সত্বেও নিরাপত্তা রক্ষী না থাকার জন্য তাদের পক্ষে যাওয়া অসম্ভব হয়ে যায়। তাদের নিরাপত্তারক্ষীর জন্য অপেক্ষা করতে হয়। নিরাপত্তা রক্ষী আসলে তাদের নিয়ে গিয়ে বিদ্যুৎ কর্মীরা সারাইয়ে কাজ করে আসে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহোদয়।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১০৪।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১০৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে অমর কলোনী, কৃষ্ণবন দাসপাড়া এবং ইচার বিলের শান্তিপ্রিয় জনগণের স্বার্থে গত ৭/১২/৯৮ ইং উল্লেখিত এলাকা সমূহের জনগণের সম্মিলিত দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে খোয়াই-এর মহকুমা শাসক ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) অবিলম্বে সেখানে আরক্ষা বাহিনীর ক্যাম্প বসানো হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,

২। যদি প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন তাহলে তা রক্ষা হয়েছে কি না, এবং না হলে কবে করা হবে ?

উত্তর

১। কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। তবে এলাকাবাসীর দাবীর প্রতি সম্মান জানিয়ে এবং বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে উর্দ্ধতণ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনার কথা হয়। ইতিমধ্যে ইচার বিলে এক প্লেটুন টি. এস. আর নিয়ে একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

২। উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীকাঙ্গাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত সাতই ডিসেম্বর, ১৯৯৮ ইং তারিখে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট এস. ডি ও, এস, ডি. পি. ও যখন ঐ এলাকার লোকেরা রাস্তারোকো আন্দোলন রাস্তায় বসে করছিলেন তখন সেখানে তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ''এলাকার নিরাপত্তার স্বার্থে সেখানে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হবে। যদিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে বলেছিলেন— কিন্তু তা ঠিক না। কারণ এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কি না যে, এইএলাকার মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য গত ১৪ই জানুয়ারী ১৯৯৯ ইং বৃন্দাবন দাস পাড়ায় ১২টি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৫ তারিখ তৌতাবাড়িতে ১১টি বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ? এবং গত ১৮ই মার্চ ত্রিশাবাড়ীতে রাত্রিবেলায় ৩টি বাড়ীতে ১১টি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং এই বৃন্দাবন দাস পাড়ার লোকেরা ও তোতাবাড়ী এলাকার লোকেরা তাদের পাড়া ছেড়ে এসেছে এবং কল্যাণপুর স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে এই লোকেদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের নিরাপত্তা বিধান করে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন ঠিকই এই তারিখ একটা পথ-অবরোধ-এর ঘটনা ঘটেছিল। এবং এটা প্রায় দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। সেখানে তারা বারবারই ইনসিষ্ট করেছিলেন যে, অমুক অমুক জায়গাতে ক্যাম্প দিতে হবে। স্যার, ক্যাম্প দেওয়াটা নির্ভর করে ফোর্সের এভেইলেবিলিটির উপর। এবং এই নিয়ে আমরা অনবরত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলে আসছি। ফোর্স থাকবে কিন্তু ক্যাম্প দেবনা এটা হবেনা। কিন্তু ঘটনা যেভাবে ঘটছে তাতে আজকে যে জায়গাটাকে নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে কালকে সেখানেও আক্রমণ হয়ে যাচ্ছে। ফলে নির্দিষ্টভাবে কোন একটা জায়গাতে ক্যাম্প বসানোর জন্য দাবী করলে পরে সঙ্গে সঙ্গে অফিসার বা ওই এলাকায় যিনি ভারপ্রাপ্ত প্রশাসনিক সাধারণ অফিসার তার পক্ষে চট করে বলা একটু অসুবিধা কারণ ডিপ্লয়মেন্ট উপর থেকে হয়। উপর তলায় যারা বর্তমানে আছেন তাদের নজরে আনেন এবং সেটা বিচার বিবেচনা করে অ্যাভেইলেবল ফোর্সের মধ্যে যেটা পারছেন সেটা করছেন। মাননীয় সদস্য যেগুলি বলেছেন যে অমুক জায়গাতে ঘর পুড়েছে ও অমুক জায়গাতে ঘর পুড়েছে এটা ঠিকই আছে। কিন্তু এই

দুইটা এলাকা আমরা লক্ষ্য করেছি— গত পূজোর আগে থেকেই অশান্তি সৃষ্টি করবার জন্য একটা সু-পরিকল্পিত চেষ্টা চলছে। এবং মাননীয় সদস্যদের বিভিন্ন সময় আমাদের এই সভার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এবং অন্যান্যরা সবাই মিলে যৌথভাবে সভা করে শান্তিসম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য আপ্রান চেষ্টা করেছেন। এখানে যেটা বলেছেন যাঁরা ঘরবাড়ী ছেড়ে এসেছেন তাদেরকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এবং যখনই আমরা কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফোর্স পাব তখনই এই সব জায়গাগুলিতে যেগুলি সেন্সিটিভ বলে মনে হয় সে জায়গাগুলিতে ফোর্স দেবার ক্ষেত্রে আমাদের তরফ থেকে কোন বাঁধা থাকবে না।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের এই জিনিসটা নজরে এসেছে কিনা কারণ আমার যতটুকু মনে হচ্ছে গত অ্যাসেম্বলী সেশন চলাকালীন সময়ে এই এলাকায় কল্যান দাস পাড়া এবং তেতৈবাড়ী এলাকায় গণ্ডগোল হয়েছিল এবং তখন রাস্তার উপর অগ্নিসংযোগ করার ফলে আমাদের মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতী সন্ধ্যা রানী দেববর্মা একদিন সেখানে অ্যাটেণ্ড করতে পারেননি। এইবারও এই বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলার আগেরদিন ১৮ তারিখ ঠিক এই এলাকায় যেটা মাননীয় সদস্য (শ্রী কাজল চন্দ্র দাস) বললেন যে, আগুন লাগানো হয় বেশ কয়েকটা বাড়ীতে। গত ১৮ই মার্চ ১৯৯৯ ইং তারিখে ১৯ তারিখ বিধানসভার অধিবেশন শুরু হবে। এই বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন সময় বা এইরকম কিছু গুরত্বপূর্ণ সময় এই ধরনের উত্তেজনা তৈরী করে আগুন লাগানো, কিডন্যাপিং ইত্যাদি ঘটনা হচ্ছে সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এসেছে কিনা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসরকার যা বলেছেন সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিধানসভার অধিবেশন বা কোন ডেমোক্রেটিক অর্গানাইজেশনের পাবলিক ফাংকশন এইগুলি যখন হয় ঠিক তখনই এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় এবং এই সব ঘটনা থেকে কিছু লোক সুযোগ নেবার চেষ্টা করে। তো এইগুলির বিরোদ্ধে ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি। তবে সেটা আমাদের যা ফোর্স আছে তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে আমাদের নিতে হচ্ছে। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে আমাদের ফোর্স স্ট্রেংথ সম্পর্কে পরিস্কারভাবে বলেছেন নাথিং ইজ হাইপোক্রিসি। এই তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এর বাইরে কি বলব।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা- ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কল্যাণপুরে যখন গণহত্যা হয়েছিল এর পরবর্তী সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে-কল্যানপুরে একটা টি, এস, আর, ক্যাম্প স্থাপন করা হবে এবং পরে সেটা বসানো হয়েছিল শুধু কল্যানপুরের নিরাপত্তার স্বার্থে। এখন সেই

টি, এস, আর, ক্যাম্পটা উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। আমি নিজে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে বহুবার দেখা করেছি এবং জানিয়েছি এটা। এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না যে কি কারণে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প হওয়া সত্বেও সেখান থেকে সেটা সরে গেলো ? আবার সেই ক্যাম্পটা সেখানে পুনরায় বসানো হবে কিনা ? দাসপাড়া ও তোতাবাড়ীতে অস্থায়ী টি, এস, আর ক্যাম্প বসানো হবে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য গভীর উদ্বেগের সঙ্গে যে সময়ের যে ঘটনাটার কথা বলছেন সেটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা এবং ঘৃনা কাজ। এই ঘটনার পর সরকারের তরফ থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বা কি কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল সেটা দেখতে হবে। এটা তো মাননীয় সদস্য ও ভাল করেই জানেন যে রাজ্য সরকারের হাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক ফোর্স নেই। ফোর্স যদি থাকে তাহলে কেন ব্যবস্থা করা হবে না। আর শুধু টি, এস, আর দিয়ে আমরা স্থায়ী বা অস্থায়ী ক্যাম্প বসাতে পারছি না। সেখানে টি, এস, আর না পাঠানো হলে সি, আর, পি, এফ বা অন্যদের পাঠানো যেতে পারে। কারণ আমাদের রাজ্যে সি, আর, পি, এফও কাজ করছে। টি, এস, আর, রাজ্যে মাত্র পাঁচটি ব্যাটেলিয়ন আছে। সেটা দিয়ে সম্ভব হচ্ছে না। এক একটি টি, এস, আর, ব্যাটেলিয়ন করতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুসারে আমাদের করতে হয়। এবং তাতে পরিস্কার বলে দেওয়া হয়েছে বহিঃরাজ্য থেকে ২৫ শতাংশ জওয়ান টি, এস, আর ব্যাটেলিয়নে নিতে হবে। সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনুসারে এস, টি, এবং এস, সিদের মধ্য থেকেও লোক নিতে হয়। কাজেই, সেভাবে লোক না পাওয়া গেলে নতুন করে একটি ব্যাটেলিয়ন গঠন করতেও সময় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন থাকে। এজন্যই রাজ্যের সর্বত্র টি, এস, আর, জোয়ান দেওয়া যাচ্ছে না। এই নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে। আমাদের সরকার এই ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ নিচ্ছে।

এখানে মাননীয় সদস্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমিও উনার সঙ্গে একমত। উনি এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আমিও উনার সঙ্গে কথা বলেছি এবং সেই অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলা শাসককে নির্দেশও দিয়েছি। তবে আমি মাননীয় সদস্যকে জানাচ্ছি কোথায় কোন ফোর্স বসাতে হবে এবং কোন ক্যাম্পে সি আর, পি, এফ বা টি এস, আর বসাতে হবে সেটা বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা বলে দেন না। আমি কখনই বলে দেই না 'গেট ইট ডান।' বরং আমি বলে দেই দেখুন ব্যাপারটা বিবেচনা করে কতটুকু কি করা যেতে পারে। কাজেই, 'গেট ইট ডান' বলে এই ধরনের কোন নির্দেশ আমি দেই না। আমি বলব যাতে করে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করে এবং এলাকায় গিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি যেন

দেখা হয়। আমি মাননীয় বিধায়কদের বলব উচিৎ যেন এই ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা করেন। যদিও তিনি প্রথম থেকেই সহযোগিতা করে আসছেন এই ব্যাপারে। কাজেই, ক্যাম্প বসানো ও লোকজনদের আবার ফিরিয়ে আনার বিষয়টি রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই দেখবেন মাননীয় বিধায়কও লোকজনদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উদ্যোগ চালাবেন এটা আমি মনে করতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার মহোদয়।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১২৮।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার ১২৮।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার—১২৮

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বর্তমানে Addl District Judge Court এর সংখ্যা কত,

২। আগামী বৎসরে নতুন Addl District Judge Court স্থাপনের কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনায় আছে কি না, এবং

৩। খোয়াই মহকুমায় নতুন Addl. District Judge Court স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে ৮টি এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট জাজ কোর্ট আছে।

২। সরকার নীতিগতভাবে আরো দুইটি মহকুমায় নতুন এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট জাজ্ কোর্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আশা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই ঐ সমস্ত মহকুমায় এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট জাজ কোর্ট খোলা হবে।

৩। সরকার খোয়াই মহকুমায় নতুন এডিশন্যাল ডিষ্ট্রীক্ট জাজ্ কোর্ট খোলার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যের বিভিন্ন আদালতগুলিতে বিচারকের অভাবে কোর্টের পরিকাঠামো থাকার পরও প্রচুর মামলা জমে রয়েছে এবং গ্রেড-ওয়ান, গ্রেড-

টু এবং গ্রেড-থ্রির বিভিন্ন পোষ্টে খালি আছে। থাকার পরও কেন সরকার ঐ পোষ্টগুলি ফিলআপ করছেন না? এবং হাই কোর্ট সিলেকটেড করার পরও কেন আদালতগুলিতে বিচারক নিয়োগ করা হচ্ছে না, এই ব্যাপারে মাননীয় আইনমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পোষ্টগুলি আমরা খুব উদ্যোগ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। এটা ঠিকই বলেছেন মাননীয় সদস্য, বলেছেন যে নিচের স্তরের কিছু জায়গাতে সম্ভবত ১৮টি এই রকম গ্রেড-থ্রিতে খালি পোষ্ট আছে। আমি এরমধ্যে যে রিভিয়্যু করেছি, রিভিয়্যু করে দেখেছি যে ১৮ টির মত আমাদের লাগবে না। খালি থাকলে যে পোষ্ট ফিলআপ করতে হবে ঘটনা তা নয়। এই রকম বহু দপ্তর আছে। এখানে মামলাও তুলনা মূলকভাবে রিভিউ করে দেখেছি কম আসছে। তার অর্থ এই নয় যে মামলা শেষ হয়ে গেছে, এটাও ঘটনা নয়। কিন্তু কম আসছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রপার ডিস্ট্রিবিউশান এটা হচ্ছে মূল ব্যাপার। এইগুলি আমরা পরীক্ষা করছি, পরীক্ষা করে দৃঢ়তার সঙ্গে যেখানে সংস্কার দেওয়ার দরকার সেগুলি নেওয়ার ব্যবস্থা করব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে একটা প্রশ্ন ছিল রেডিমেট উত্তর আছে অসুবিধা নেই। ১৮টা খালি পোষ্ট আছে গ্রেড-থ্রিতে। এরমধ্যে এখনই দরকার আটটি। কৈলাশহরে একটা, উদয়পুরে একটা, খোয়াইতে একটা, সোনামুড়াতে একটা, এবং আগরতলাতে তিনটা। এখন এগুলি পরিকাঠামো রয়েছে, কোর্ট আছে মিনিষ্টিরিয়াল স্টাফ বেতন গুনছে সমস্ত ব্যবস্থা আছে কিন্তু হাকিম নেই। ১৩.৮.৯৩ ইং তারিখ হাইকোর্ট চারজনকে ফাইন্যাল করে তিনজনের নাম রিকমেণ্ডেশন করছে। পরবর্তী সময় এদেরকে এখানে পোস্টিং দেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময় ১২.৫.৯৮ ইং আপনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে কতটা কেবিনেট মেমো তৈরী করেছিল আইন দপ্তর। এবং ২-৬-৯৮ ইং তারিখ কেবিনেট মেমো পাশ হয়। আমার কাছে কেবিনেট মেমো আছে গত আট বছর ধরে গ্রেড থ্রিতে পোষ্ট ফিলআপ হচ্ছে না। গত অধিবেশনের জানুয়ারী মাসে আপনি বলেছিলেন যে, আইন দপ্তর তালবাহানা করছে। কেন করছে কেন করছে না? মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত কার্যকরী হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না এটি ই বুঝতে পারছি না।

দ্বিতীয় হচ্ছে, আর একটা কথা বলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে, পোষ্ট খালি থাকলে ফিলআপ করতে হবে এটা ঠিক নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বি, কে, গোস্বামী আমাদের সেক্রেটারী উনি বনাম রাজ্য সরকারের মধ্যে একটা মামলা হয়েছিল ১৯৯২ ইং সালে। এখানে হাই কোর্ট-এর প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন—There are certain other provisions which are seriously objectionable in the light of the relevant provisions of the constitution and several decisions of the Supreme Court. We may briefly

refer to the same with a view to bring the same to the notice of the Government to enable the Government to amend the same Rules 5 (3) states, inter alia, that the Governor may leave unfilled or hold in abeyance any post once a post is sanctioned.

The Governor cannot direct any post to be unfilled or kept in abeyance. ১৯৯২ সালের সিদ্ধান্ত। সার্ভিস রুলসটাকে সংশোধন করার কথা বলে দিয়েছে এবং বলেছে বাধ্য। হাইকোর্টের নির্দেশ এটা কি অবমাননা করা হচ্ছে না ? রুলস্ সংশোধন হয়নি। সুতরাং একটা পোষ্ট ও খালি রাখার প্রভিশন নেই। দেয়ার ইজ এ ডাইরেকশান অব্ দি হাইকোর্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার বক্তব্য যেগুলি সিলেকশান করেছে গত আট বছরে প্রচুর প্রমোশন হয়েছে আমার কাছে লিষ্ট আছে। প্রচুর প্রমোশন হয়ে গেছে কিন্তু পোষ্টগুলি ফিলআপ হচ্ছে না। অতিসত্বর এই মাসের মধ্যে এই ৩টা পোষ্ট ফিলাপ করা হবে কিনা ? এবং বাকীগুলি

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন। আপনি শেষ প্রান্তে এসে আবার চলে যাচ্ছেন কেন, শেষ করে দিন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, জানুয়ারী মাসে তো উনি বলেছেন যে আমি দেখছি। যদি ফাইল না পাওয়া যায়, আমার কাছে সমস্ত কাগজপত্র আছে এটা যদিও বলা উচিৎ নয় তবু আমি বলছি। এই পদগুলি অতি সত্বর পূরণ করা হবে কিনা ? এবং বাকী পদগুলিও পূরণ করা হবে কিনা ? এইগুলি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাইছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি যে আমাদের একটিভ কনসিডারের মধ্যে আছে এবং যতদ্রুত সম্ভব আমরা এইগুলি দেখার চেষ্টা করছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, গত অধিবেশনেও আপনি বলেছিলেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— গত অধিবেশনের মধ্যে ছিল খুব সম্ভবত একটা প্রমোশানের ব্যাপার নিয়ে কোর্টে একটা মামলা ছিল এবং সেটা আমি ক্লীয়ার করে দিয়েছি। এলরেডি দিয়ে দিয়েছি। এটা ছিল খুব সম্ভবত গ্রেড-ওয়ানের ব্যাপার। আই হেভ ডান ইট এলরেডি। এবং গ্রেড ওয়ানের আরো ২টি পদ খালি আছে, তার মধ্যে হাই কোর্ট তার প্যানেল করেছে, আমরা আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি তাদের কাছ থেকে লিষ্ট পেয়ে যাব। ওটা যেমন আছে আপনি গ্রেড থ্রি-র কথা বলেছেন সব মিলিয়ে বসে আমরা ফাইনাল ডিসিশান নিয়ে নেব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, গণ্ডাছড়া এবং আমবাসা, এখানে মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র বাবু মহোদয়ের প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

মহোদয় বলেছিলেন গণ্ডাছড়াতে এখন বিচার ব্যবস্থা নেই এটা কবে নাগাদ করা হবে ? আপনি এখানে এই হাউজে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে গণ্ডাছড়াতে এবং আমবাসার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পেয়েছি এবং অবিলম্বে এটা স্থাপন করা হবে। এটা এখন কি পর্য্যায়ে আছে ? ১ বৎসর তো হয়ে গেল কিন্তু কাজতো কিছুই হয়নি। তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার শুধু গণ্ডাছড়া এবং আমবাসা না আমাদের ৫টা সাব-ডিভিশান আছে এইগুলিতে কোর্ট নেই। এইগুলি নুতন হয়েছে। এইগুলি হচ্ছে কাঞ্চনপুর, লংতরাইভেলী আমবাসা গণ্ডাছড়া এবং বিশালগড়, আর খসাই কেলাতে ডিষ্ট্রিক কোর্ট। এইগুলির জন্য আমরা হাই কোর্ট থেকে অনুমোদন পেয়েছি। একর্ডিংলি এই ৫টা সাব ডিভিশান আছে কোর্ট করার জন্য জায়গা চাওয়া হয়েছে এবং মহকুমা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন যেমন জায়গার ক্লিয়ারেন্স পেয়ে যাব আমাদের তরফ থেকে ইস্টিমেটস হাইকোর্টে সাবমিট করা হয়েছে সেই ইস্টিমেইট্স-এর ক্লীয়ারেন্স আসলে পরে জায়গা পেয়ে গেলে পরে আমরা কাজে হাত দেব ইতিমধ্যে বিশালগড় জায়গা দেখিয়ে দিয়েছে, সেটা পরীক্ষা করা হচ্ছে। যেমন যেমন জায়গা হস্তান্তর হবে তেমন তেমন কাজ শুরু হয়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় কুমার রাংখল।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল (কুলাই) :— স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নম্বর ১৭৩।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোশ্চেন নম্বার ১৭৩।

QUESTION

1. Is it fact that every District & Sub-Division has District & Addl. District & Session Judge ?

2. If so, what is the total number of District & Addl'ional District & Sessions Judges in the State ?

3. And how many pending cases are there ?

ANSWER

1. No.
2. There are 3 (three) Districat & Sessions Judges posted at present in the District Head Quarters except Dhalai District and 8 (eight) Additional District & Sessions Judges in the State
3. Materials are under collection ?

Shri Bijoy Kumar Hrangkhwal :— Supplementary Sir, Whether Hon'ble Chief Minister is aware the total number of under trial, section wise ? this is Number One.

Number Two— Is it fact that due to shortage of Judges numbers of under trial Prisoners are through in the tangle ?

Number Three— As on upto 28th February you assured the House that you are going to collect the total number of Judges ?

Now, therefore it is the great concern for the under trial prisoner were trialing inside the Jails ending of there a smooth Judgement and trial also.

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের এক সাথে অনেকগুলি প্রশ্ন হয়ে গেল ! প্রথমতঃ তো আমি আগেই বলেছি যে কপিটি এখন আমার হাতে নেই।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সাব-জুডিশিয়াল মেজিষ্ট্রেট এবং চীফ জুডিশিয়াল মেজিষ্ট্রেট এবং এডিশনাল সেশান জাজ-দেরকে কয়েকটি সাব-ডিভিশানে পোষ্টিং করা আছে কিন্তু প্রকৃতিকোন উনারা সেখানে থাকেন না। যার জন্য এক্সিকিউটিভ অথরিটি অব দি অফিস জাজেস্ এবং মেজিষ্ট্রেট ভাইকেল ডিফাবেন্ট। আই এম নট সিউর। আই এম নট শ-ইয়ার। কিন্তু অনেক নর্মাল কেইস আছে যেগুলি সাব-জুডিশিয়াল মেজিষ্ট্রেট উনি এই সব ডেফার করেন, যার জন্য অনেক আণ্ডার ট্রায়েল প্রিজনারস্ উনারা বিচার পান না। এস্ রিগার্ডিং একসারসাইজ পাওয়ার অব বেইল অর্ডার, এটা আমার এক নম্বর। এবং এই সব আণ্ডার ট্রায়েলের নাম্বারটা কি? এটা জানতে চাইছি। এবং সেকশান ওয়াইজ সেন্ট্রাল জেল, ডিষ্ট্রিক্ট জেল এবং সাব-ডিষ্ট্রিক্ট জেলগুলিতে কোন কোন ধারার আণ্ডার ট্রায়েলের প্রিজনার কত জন আছে?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি প্রথমেই বলেছি যে, এই সংখ্যাটা এখন দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এই বিষয়টা আগেও বলেছিলেন আগের উত্তরে আমি বলেছিলাম। আর জাজ-এর ব্যাপারে একটু আগে মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ প্রশ্নগুলো তুলেছেন আমরা সেই জায়গায় কাভার করার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছি। এবং চেষ্টা করছি যে সে নিজের দলের হোক বা অপর দলের হোক এই দুটো মিলে আমরা দেখব। আর পাওয়ার কমার খাতে যেটা বলেছেন এটা আইনগত ব্যাপার এটা পরীক্ষা না করে চট করে বলা একটু কঠিন হয়ে যাবে। কারণ আপনিতো আইনের লোক না আর আমি ও আইনের লোক নই। আইনের বিষয়ে যারা পারদর্শী তাদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে ব্যাপারটা দেখতে হবে কতটা পাওয়ার ডেলিগেট করা যায়।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল :— স্যার, ঠিক আছে আইনের ব্যাপার আমি ইন্টার ফেয়ার করি না। কিন্তু অনেক আণ্ডার ট্রায়েল আছে স্যার, মেজিষ্ট্রেট এর অভাবে প্রত্যেক মাসে তের দিনের পর পর নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু তাদের বিচার হওয়া প্রয়োজনীয় পুলিশের বিভিন্ন ইনফরমেশন নেওয়া প্রয়োজন আছে। এটা ঠিক ভাবে হয় নাই। কাজেই, এটার সম্পর্কে কোন নতুন সিদ্ধান্ত আছে কিনা

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যদি একটা নির্দিষ্ট পার্টিকোলার কোন কোর্টকে মেনশন করে বলেন যে, এই কোর্টগুলো যে ঘটনা হচ্ছে বা এই সাবডিবিশন তাহলে সুবিধা হয়। আপনাকে অনুরোধ করব এই হাউসের বাইরে আপনি দিতে পারেন, দিলে পরে আমি এগজামিন করব। কমলপুরের সমস্যা হচ্ছে ঐ দিক থেকে গণ্ডাছড়া তো অমরপুর ছিল। আমি এটা ভাগ করতে পারিনি। এতে একটা সমস্যা আছে। কমলপুর তো এডিশনাল ডিসট্রিক্ট জাজ কোর্ট আছে। কিন্তু ডিসট্রিক্ট জাজ সেটা নাই এটার জন্য যেতে হয় কৈলাশহরে। ওখানে তো এই রকম সরটেজের কথা আগে জানায়নি। যদি তাই হয় ঘটনা দিলে পরে আমি খোঁজ করে দেখব। যদি এর মধ্যে বিকল্প নেওয়ার কোন সুযোগ থাকে নিশ্চয় আমরা দেখব।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নপর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলোর উত্তর পত্র এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মন্ত্রী মহোদয়দেরকে অনুরোধ করছি। এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। ANNXURE—"A+B"

ADJOURNMENT MOTION

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ (আগরতলা) :— Sir, I have submitted a notice of an Adjournment Motion mentioning the subject sudden hike of tariff rate of

electricity and unmethodical system of billing procedure above the reflection in metter. এটার উপরে আমাকে একটা রিপলাই দেওয়া হয়েছে Sir, I am directed to refer to your Notice of Adjournment Motion dated 22nd March '99 and to inform you that the Hon'ble Speaker has declined to admit your notice. Sir. unde which rules last Friday an adjournment motion আনা হয়েছিল major of the opposition তখন according to rules 70 (x) একটি রুলস্-এর ব্যাখ্যা দিয়ে ঐ adjournment turn down করা হয়েছিল Sir, over here I am very estonate to see that no such of the mention এটা কি কারণে বাতিল হলো, স্যার ? আমি শুধু একটি রিফিরেন্স জায়গা পড়ে শুনাচ্ছি, আপনাকে স্যার। এটা তর্কের ব্যাপার নয় বা রাগারাগির ব্যাপার নয়, ইউ জাষ্ট হেয়ার স্যার। Subject to the provisional this would motion for adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definate matter urgent public inportance may be made with the consent of the Speaker. Sir, one merutes, provided not more than one such motion shall be made some sitting not more than one matter shall be discussed on the same motion, The motion shall be restructed to a satisfy matter of recent occurance the motion shall not the raise of question of previlage the motion shall not revive discussion on a matter which has been discussing the same session. The motion shall not anticipate matter which has been previously appointed for consideration in the meaning where the discussion is out of ground on anticipation regard by the Speaker to proverlity of the matter anticipated being before the House within a reasonable time. Summucial was not deal with any matter with under absolution by Court of law under jurisdiction in a part of India as the motion shall not ray any question which under the consideration of the rules only be track motion by notice evening writion to the Secretary. The motion shall not reality a matter which is not primer to the state government. The matter to be discussed must involve more than ordinary situation of the law Sir, 70 (x) rules বলা আছে। কিন্তু এই ব্যাপারটি মেনশান করা হয়নি। স্যার আমার বক্তব্য কি স্যার, এটা জোড়াজুরির প্রশ্ন না বা রাগারাগির প্রশ্ন না। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন একটি কলিং এটেনশন রেফারেন্স এ আনাহয়েছে।

এটার তো কারণ থাকতে হবে। এটাতো জোড়াজুড়ির প্রশ্ন বা রাগারাগীর বা অভিমানের প্রশ্ন না। দেয়ার মাষ্ট বি সাম্ জেনুইন্ রিজন্। মাননীয় মন্ত্রী বলছিল এখনি ইন্টারফেয়ার করে একটা কলিং এটেনশানে রেফারেন্স করে আনা হয়েছে। That is one a specific you publish one of the newspapers. This is not related to an adjournment motion Sir, I have submitted my intention sudden hike of tarif rate of electricity and un-mechanical system of billing procedure above the reflection in meter আর উনি যেটা বলতে চাইছেন লোডসেডিং বন্ধে চোরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপনার প্রতিশ্রুতি, অস্বীকার। এই নিউজটার ব্যাপারে স্যার, চোরদের প্রশ্রয়েতে বৈধ ভোক্তাদের পকেট কাটার সিদ্ধান্ত This subject is not related with this. This is totally separate matter. Then, why my adjournment motion which is a great public importance will be decline by this house. আমি স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় লিডার অব্ দিজ্ হাউজ্ দিজ্ ইজ্ নট্ এ মেটার যে চাপেজ ছোরাছুরির মত না স্যার, This is a great public importance. We are all affected directly or indirectly by this sudden tarif hike. And un-mechanical system, why not have a discussing over here ? We are wit-ness in the parliament Sir, this regard in the recent hike in telephone cell etc. Over testimoniel Congress CPM joined has an adjournment motion এনে স্যার, পার্লামেন্টকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল ফর দ্যা কজ্ অব্ পাবলিক। ওভার দেয়ার হোয়াই নট্ স্যার, আপনার স্যার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আশা রাখব স্যার য়্যু বি ইন দ্যা চেয়ার, আপনি পক্ষপাতি করবেন না এবং আপনি সঠিক রায় দেবেন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— এই মেটারটা পাবলিক ইম্পরটেন্স আছে। কিন্তু এত ইম্পরটেন্স নেই যেটা হাউসের সমস্ত বিজনেস সাস্পেণ্ড করে এটা আলোচনা করতে হবে দ্যাট্ ইজ, এন এডজার্ণমেন্ট মোশান, এখানে আপনার স্কোপ আছে, আপনি অন্য ফর্মে আনুন কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এই রকম না যে এখনই সেটাকে আলোচনা করতে হবে। সমস্ত সাস্পেণ্ড করে আমি এটা বুঝেছি।

শ্রীরতনলাল নাথ : - স্যার, এখানে ১লা এপ্রিল থেকে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করা হবে বলে সারা রাজ্যে পত্র-পত্রিকায় নিউজে বেড়িয়েছে। বেরোবার পর বিদ্যুৎ দপ্তরে এস. ডি ও আমার ইঞ্জিনীয়াররা দৌড় ঝাপ করছে পাবলিকরা দৌড়াচ্ছে। এত পাবলিক ইম্পরটেন্স এটা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জনগণ উদ্বিগ্ন হয়ে গেছে এটাতে। আর আপনি বলছেন পাবলিক ইম্পরটেন্স, ইজ্ দেয়ার ? স্যার, আপনি একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে কিভাবে এই কথাটা বলতে পারলেন, ইট্ ইজ্ নট্ সো ইম্পরটেন্ট এটা আপনি বলতে পারলেন স্যার। স্যার, আপনার কথাটা কিন্তু এমন ভাবে বেরোবে যেটা ক্ষতিকর এবং লজ্জাকর ব্যাপার হবে।

মিঃ স্পীকার :— না, না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এখানে সো ইমপরটেন্ট এবং শুনুন স্যার, প্রত্যেকটি মানুষ ইনভল্ভড। এখানে এমন কোন ট্যারিফ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেটা ফাণ্ডামেন্টাল রাইট কেটেল করা হয়েছে। সেটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আইন ভঙ্গ করা হয়েছে। এতে মাশুল বৃদ্ধি করে দেওয় হয়েছে উইদাউট্ কনসাল্ট এনিবোডি। এবং হাউসে ডিসকাস না করে মানুষদের উপর জোর করে কর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বে-আইনী ভাবে, আর আপনি বলছেন এটা পাবলিক ইম্পরটেন্স নয়। একটা কথা স্যার, সেই জন্যই আপনি এটাকে কোথাও কোন মুভেই বলেননি। স্যার, ঐ দিন বলেছেন অপজিশান লিডার জওহর সাহা, আমরা একটা এডজার্ণমেণ্ট মোশান এনেছিল। আপনি রুল মেনশান করে দিয়েছিলেন। আপনি বলুন এটা কোন কলে।

মিঃ স্পীকার :— এটা আপনি আনতে পারেন, বললাম তো কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এডজার্ণমেণ্ট মোশান আমি মনে করি না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এটা কি ধরনের কথা বললেন সার ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— আমার কিছু বলা উচিৎ নয় মাননীয় সিনিয়র সদস্য রতনবাবু বলেছেন। ইউ মাষ্ট মেনশান দ্য কজেন রিজন আণ্ডার কলম ১৭ এণ্ড ১০ সাব ক্লজেজ। আপনার কাউন্ট-ডাউন করতে হলে আর কিছু না ১৭ এবং ১০ ক্লজের একটার মধ্যে পরতে হবে। হুইচ্ ইউ হেড নট মেনশান্। যেহেতু কলম ১৭ দশটার ক্লজের মধ্যে এটা পারে না। ইউ কান্ট এক্ট আর্বিটেরেলী সার। সত্তরে ১০ টি কজ আছে এই কারণে আপনি টার্মিনেট করেন নি। ইউ হেভ রাইট, ইউ হেভ লিবার্টি টু কাউন্ট-ডাউন। এর একটার মধ্যে পড়েনি বলে আপনি রিজন দেখাতে পারেনি। আপনি এইগুলো কি বলেছেন আমি বুঝতে পারছি না, সার।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্যরা বিদ্যুৎতের মাশুল বৃদ্ধি সম্পর্কে যে প্রস্তাব এখানে এসেছেন সরকার এই আলোচনাকে কখনও ভয় পায় না একমাস আগে নিয়মানুসারে নোটিফিকেশন করা হয়েছে, প্রত্যেকে তাতে আলোচনা ও মতামত সহকারে লিখিত অভিযোগ জানানোর সমস্ত সুযোগ তার মধ্যে ছিল। তারপরেও মাননীয় সদস্যরা এখানে আলোচনা করতে যাচ্ছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী :— (মন্ত্রী) :— প্লিজ প্লিজ আমাকে শেষ করতে দিন সবকিছু একেবারে বুঝে ফেলবেন না আমাকে শেষ করতে দিন। যা নিয়ম আছে এক মাস আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে কোন মানুষ তার অভিযোগ আনতে পারেন।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— উনাকে বলতে দিন।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— প্লীজ প্লীজ হেলপ্ মি, প্লীজ হেলপ মি। আমাকে বলতে দিন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট যেটা আছে তার মধ্যে এটা আছে এক মাস আগে এটা নোটিশ করতে হয়। সেই অনুসারে দপ্তর নোটিশ করেছে, প্রত্যেক গেজেটে নোটিফিকেশন বেরিয়েছে। আপনি সব পত্রিকা পড়েন কিনা জানিনা। কিন্তু সব পত্রিকায় বেড়িয়েছে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলেছি। এখানে বলা হয়েছে জনগণের যদি কোন আপত্তি থাকে যে কোন সম্পর্কে অভিযোগ জানানো যাবে।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— প্লীজ প্লীজ মাননীয় মন্ত্রী বলুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমার কথা শেষ করতে দিন, এত অস্থির হওয়ার কোন কারণ নেই।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রীকে শেষ করতে দিন, তারপর বলবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমার কথা হচ্ছে স্যার, আপনারা যে কথা বলেছেন সুযোগ নেই, এই কথাটা ঠিক নয়। দ্বিতীয়তঃ রেফারেন্সের একটা অ্যাডমিট করেছেন। আমার কথা শেষ করতে দিন। তারপর ও যদি এখানে আলোচনা করতে চান এডজার্নমেন্ট মোশন তো হয় না। আপনি শর্ট ডিউরেশান আলোচনার জন্য এই বাজেটের উপরে যে কোন দিন নির্ধারন করুন আমাদের দিক থেকে কোন আপত্তি নেই।

মি: স্পীকার :— যে ম্যাটারটা এখানে আছে প্রাকটিস এটা পার্লামেন্ট প্রাকটিস A matter even of very recent occurance is not urgent. Even opportunity for a discussion will raise ordinary course of business within a reasonable short time. কাজেই এই রকম করার কোন স্কোপ আছে। তারপর দেখুন Simillerly a matter which can be raised under,

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— এইটা কোনটা স্যার, একটু পরিস্কার করে বলুন। ইংরেজী তো বুঝি না স্যার। এইটা কি করা যায় বললে ভাল হয়।

মি: স্পীকার :— আপনি বুঝেন না, আপনি তো বিদ্যাসাগর। আপনি বুঝেন না, আপনি নতুন বা উনকোটি, আপনি বুঝেননা, এই সব ইংরেজী তো খুব সহজ। আমার পক্ষে খুবই কঠিন।

আপনার পক্ষে কঠিন না। আমি তো সেটা বাতিল করে দেইনি। বাতিল করেছেন এডজর্ণ মোশন। আপনার স্কোপ আছে, এইটা আনুন আপত্তি নেই। ঐ যে কলিং এটেনশন, ইভেন শর্ট নোটিশ আনুন আপত্তি নেই। ম্যাটার ইজ আর্জেন্ট নট সো আর্জেন্ট দ্যাট।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :— প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, Without asining any reason এই ভাবে বাতিল না করে, যেখানে আপনি স্কোপ পাচ্ছেন না, রিজন দেখান সেখানে যিনি দিয়েছেন উনাকে আপনার চেম্বারে ডাকালে পারতেন।

মিঃ স্পীকার :— চেম্বারে ডাকলে তো আপনারা বলেন যে চেম্বারে কেন ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :— এখন আপনি বলেছেন শর্ট ডিউরেশন ডিসকাশন হোক এটা আপনার আপত্তি নেই। আপনি নিজেই কোন কারণ দেখাতে পারছেন না কেন বাতিল করবেন ? আপনি বলেছেন ইট ইজ নট সো ইম্পর্টেন্ট। পূর্ত্ত দপ্তরের বিশেষ করে পাওয়ারের অফিসাররা প্রতিটি এম. এল এ-র বাড়ীতে ১৫ জন ২০ জন করে ফোন করছে, আমাদের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বানাবে। ত্রিপুরার পাবলিক আমাদের চামড়া দিয়ে অফিসে এসে ডুগডুগি বানাবে। আমাদের রক্ষা করুন। ঐ সব বিষয়গুলো তুলুন আপনার এসেম্বলীতে। সিনিয়র অফিসাররা আমাদের বলেছেন আর আপনি বলেছেন ইট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট।

শ্রীরতন লাল নাথ :— এখানে টিকিটের নয় ছয়, টাকার নয় ছয়। আর উনি বলেছেন Electricity tarif which is published by Government. It is the separetely electricity tarif,

মিঃ স্পীকার :— আমি তো বলছি না যে উনারটাই মুখ্য। আমি বলছি যেটা আপনি করতে পারেন এইভাবে আনেন। এডজর্ণড মোশানে নয়। এটা আমার বক্তব্য নয়। এটা আমার চেয়ে Whether it will taken over adjourn motioned. কাজেই এডর্জনড মোশানে এটা হচ্ছে না।

Sri Sudip Roy Barman :— Sir, why not this adjourned motion ? কেন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— এটাই তো প্রশ্ন। এটাই আনতে পারছি না। আপনি শর্ট ডিসকাশন আনুন, কলিং এটেনশন আনুন, রেফারেন্স আনুন। এটা দেখব।

শ্রীসুদীপ রায় বর্ম্মন :— হাফ এন আওয়ার ডিসকাশন পরে নিলে হবে না স্যার ? এটাই পাবলিকের জন্য ইমপর্টেন্ট স্যার।

মিঃ স্পীকার :— হবে না কেন ? হাফ এন আওয়ার হাউজ যদি মনে করে তাহলে পরে সময়টাকে এক ঘন্টা বাড়াতে পারে। তাতে কি আছে ?

শ্রীরতন লাল নাথ :— তাহলে এই রকমই ভাল স্যার। বিধানসভায় গেছে আপনি দিয়ে দিন এই এই জিনিসটি আনা যাবে। আমরা ঠিক করব কোনটা আনব। এটা আপনি যাচিত করে দিবেন। পাবলিক ইন্টারেষ্ট কোনটা এটা আপনি ঠিক করে দিন। আমি যেটা আনব সেটাই পাবলিক ইন্টারেষ্ট হবে।

মিঃ স্পীকার :— রতনবাবু এটার জন্য আর সময় নষ্ট করবেন না।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— সময় নষ্ট মানে স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আপনাদের আরো গুরুত্বপূর্ণ বিজনেস আছে। আমি এটা এলাউ করতে পারছি না। প্লিজ।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— না, না, না, স্যার। আপনি স্যার অন্য বিষয়ে নিয়ে নেবেন এটা তো হতে পারে না। এই চেয়ারে বসে আপনি একটা পক্ষ হয়ে you are helping sir,

মিঃ স্পীকার :— আপনাকে বলি শুনুন। You go through the rules whether 53.

Sri Sudip Roy Barman :— I have to go through, thatswhy you could not mentioned you are the right.

মিঃ স্পীকার : না, না, এটা ঠিক নয়। আমি যেটা বলেছি এবং এই চেয়ারের পরে আর কথা থাকার কথা নয়। বলে দিলাম কলিং এটেনশন, শর্ট নোটিশ, রেফারেন্স যে কোন ধরণের। কিন্তু এটা এডজর্ণমেন্ট মোশানে করা যায় না এবং আমি বুঝেছি এডজর্ণমেন্ট মোশান হয় না। এটা এত ইমপর্টেন্ট না যেটা সমস্ত সাসপেণ্ড করে তোলা দরকার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতন লাল নাথ :— তাহলে কোন জিনিস আনতে গেলেই প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা সময় বলতে হবে স্যার, এটা কি আনব কিভাবে আনব বলে দিবেন স্যার, আপনি। এটা কি সিস্টেম।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এখানে অনেক বিজ্ঞজন আছেন অশোকবাবু আছেন, সমীরবাবু আছেন। কোন প্রশ্ন নেই। আমি যেটা বলছি দেওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— এটা ঠিক নয় স্যার। পাবলিকদের কথা নিয়ে বিচার যদি না পাই স্যার ?

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ হেল্প মি। রতনবাবু, আপনি তো ভাল আইনজ্ঞ। পরশু দিন ৩৫৩ রোলস প্রভিটা জিনিস

শ্রীরতনলাল নাথ :— যে কোন ব্যাপারে আসলে স্যার, প্রতিটারই যদি টার্ন ডাউন করে উইথ আউট এসিওরিং আনি টোটাল। এটা কিভাবে আপনি করতে পারেন। স্যার প্রত্যেকটি মেটারই আপনি একটা ফানডামেন্টাল রাইট অব্ দি মেম্বার কার্টেল করেছেন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— এটা ডিসকাশন করেন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— কোনটার ডিসকাশন ? এটা তো বাতিল করে দিয়েছি।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— কোনটা বাতিল ?

মিঃ স্পীকার :— এটা এডজর্নমেন্ট মোশানে হয় না।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ :— কেন স্যার, আপনি বলছেন কি হবে স্যার ? আপনার গায়ের জোরে হবে নাকি স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আপনাকে অনুনয় করে বলছি এবং এই রুলের পরে আর কোন বক্তব্য রাখা যায় না। you have go to right to attempted. না, না, না রুলস-এ already বলা আছে you go through to the rules and procedure.

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— কোন জায়গাতে দিয়েছেন স্যার।

মিঃ স্পীকার : কোন প্রশ্ন নয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, আপনি ভুল ব্যাখ্যা করবেন না।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, প্রশ্নপর্ব এখানেই শেষ হল। এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি একট নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার এবং শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী মহোদয়ের নিকট থেকে। আমি এখন মাননীয় সদস্য যে কোন একজনকে অনুরোধ করছি নোটিশটি উত্থাপন করতে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয় হচ্ছে "ত্রিপুরা রাজ্যের আকাশবাণী ও দূরদর্শনের সীমিত সম্প্রচার ব্যবস্থা ও প্রোগ্রাম কভারেজ এর ক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার বক্তব্য রাখার জন্য। উনি যদি আজ না পারেন তাহলে তারিখ এবং সময় জানাতে পারেন।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়ের উপর আমি আগামী ২৪ তারিখে আলোচনা করব।

মিঃ স্পীকার :— আর একটি রেফারেন্স আমি নিম্নলিখিত সদস্যদ্বয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এটার অনুমতি দিয়েছি বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য। সদস্যের নাম হচ্ছে শ্রীসুধন দাস এবং শ্রীবাসুদেব মজুমদার।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার রেফারেন্সের বিষয়টি "হচ্ছে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী আগরতলা আসার পথে বিশালগড়ে বিধায়ক শ্রীগীতামোহন ত্রিপুরার উপর আক্রমন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিষয় সম্পর্কে আগামী ২৪.০৩ ৯৯ ইং তারিখে জানাব।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি আরেকটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার করে আমি এটা উল্লেখ করার অনুমতি দিয়েছি। এই নোটিশট যিনি দিয়েছেন তার নাম হচ্ছে শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

Shri Samir Rn. Barman :— Where you are running the Show it seems, It is a party office it is not a Assembly.

মিঃ স্পীকার :— আমি কী করব? আমি বললাম তো।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— আমার বক্তব্য হচ্ছে "মুলতুবী" স্পীকার রিজেনটা দিলেন? আপনি একটা চিঠি ধরিয়ে দিবেন, আপনি রোল মানবেন না. রোল ব্রেক্ করবেন, তিন্ ,আলাউ করছেন অল রাইট।

But you must mention in the matter under which law.

Mr. Speaker :— It is a Parliamentary practice.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— সেই জন্য বলছি আপনি একটা পার্টি অফিস চালাচ্ছেন, এটা হাউস নয়।

মিঃ স্পীকার :— না না এটা হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— নগেন্দ্রবাবু না থাকাতে এটা বাতিল হয়ে গেছে। এখন আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে নোটিশ পেয়েছি, সদস্যর নাম হচ্ছে শ্রীমানিক দে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল গত ৯ই মার্চ দামছড়ায় ...।

(গণ্ডগোল)

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— এই হাউস ১০ মিনিটের জন্য মুলতবী রইল।

১০ মিনিট বিরতির পর

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটি ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে, আমরাও টি. ভি. দেখে থাকি, আপনিও টি. ভি. দেখে থাকে না পার্লামেন্টে আমি অনেকবার দেখেছি, নিজেও গিয়েছি। আর এখন টি. ভি এর সৌজন্যে সব রাজ্যেরই মোটামুটি দেখছি। এম. এল. এ, এম. পি. রা ওয়েলে গিয়ে প্রটেষ্ট করতেই পারে। কিন্তু ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের লোকেরা এম, এল, এ, দের মার ধোর করবে, হাত ধরে টানবে এটা হয় না। দিস ইজ নট এ সিস্টেম। আমাদের এখানে এমন কোন লোক নেই যারা আপনাকে মারবে। কাজেই আপনাকে ঘিরে রাখার দরকার নেই। আনফরচুনেটলি উত্তর প্রদেশে হয়ত ঘটছিল। কিন্তু এর আগে বা পরে আর উত্তর প্রদেশে ঘটে নি। পুলিশ সিভিল ড্রেসে এম. এল. এ দের ঘিরে ধরবে এটা খুব বাড়াবাড়ি। জ্যোতি বসুর কথায় বলব, এটা অসভ্যতা, বর্বরতা! এটা বন্ধ করা করা উচিত। আর আমি অপজিশান মেম্বারদের কাছে ও অনুরোধ করব, আপনারা স্পীকার কিংবা মিনিষ্টারদের দিকে তেড়ে যাবেন না। আর মাননীয় অধ্যক্ষের কাছে অনুরোধ রাখব, হাউসের ভেতরে সিভিল ড্রেসে পুলিশ রাখবেন না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- এই যদি হয়, তাহলে অপত্তি থাকবে না। কিন্তু আপনারা জানেন, আমরা বিরোধী দলে থাকার সময় আমাদের একজন মেম্বার, মাখন চক্রবর্ত্তী আহত হয়ে হসপিটালাইজড হয়েছিলেন। তবে শ্যামাবাবু যা বলেছেন তাতে আমাদের আপত্তির কিছু থাকবে না, যদি জায়গায় দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

মি: স্পীকার :— এই সিষ্টেম আজ থেকে নয়। আমি ১৯৭৭ সন থেকে এই বিধানসভায় আছি। যে দলই যখনই সরকারে থাকুন না কেন এই নিয়মই চলে আসছে। কেহ এটা তুলে নিয়েছিলেন বলে জানা নেই। তবে রুলিং পার্টি, অপজিশান পার্টি সবার উপরই নির্ভর করবে শ্যামবাবুর প্রস্তাবটি রক্ষা করার। শ্যামাবাবু এখানে যে প্রস্তাব রেখেছেন এটা যদি আমরা সবাই মেনে চলি, তাহলে আপত্তির প্রশ্ন থাকে না। তবে আমি ২৫ বছরে এরকম কিছু দেখি নি। ধন্যবাদ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মেনে নেওয়ার প্রশ্ন তখনই উঠে যদি দেখা যায়, অধিকার খর্ব না হয়। আমি প্রতিবাদ করতে পারব না এটা হতে পারে না। আমি এখানে ৩টি মোশন এনেছিলাম। একটি ছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচন, (২) আইন শৃঙ্খলাজনিত কারণে, আর (৩) ছিল বিদ্যুৎ মাশুল

ব্যাপারে। স্যার, এটা অধিকারই নয়, স্পীকারের অধিকারই খর্ব হয়নি এখানে জনগণের অধিকারকেও খর্ব করা হয়েছে। তবে আমরা বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে কোন অশালীন ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। অধিকার সবার যাতে রক্ষা হয় সেদিকটি আপনাকে দেখতেই হবে।

মি: স্পীকার :— কোন কিছু এলাউ না করলেই অধিকার খর্ব্ব হয়ে যায় এটা হয় না। রুলিং পার্টি কিংবা অপজিশান পার্টি উভয়েই মনে করতে পারে, কোন কিছুতে তাঁদের অধিকার খর্ব হচ্ছে। কনভেনশান, রুলস, প্রভিশান এ সব দেখা হয়। তবে পার্লামেন্ট প্র্যাকটিস অ্যাণ্ড প্রসিডিউরে বলা আছে, অ্যাডজর্ণমেন্ট মোশান ছাড়াও রেফারেন্স পিরিয়ডে, কলিং এটেনশানে কিংবা শর্ট নোটিশে আনতে পারে। এটা অলরেডি পার্লামেণ্টারী প্রেকটিস এ্যাণ্ড প্রসিডিউরে আছে। শ্যামাচরন বাবু এবং সমীর বাবু বয়স্ক এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি। এটা যে ফর্মে আনা হয়েছে এটা এডজোর্ণমেন্ট মোশানে হয় না। আপনাদের স্কোপ আছে আপনারা অন্য ফর্মে আসুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এটা এডজোর্ণমেণ্ট মোশান হয় না ঠিক আছে। আপনি যেভাবে উনাকে জানিয়ে দিলেন এটা রিজেকটেড, বাট আণ্ডার হোয়াট রুলস ইট হ্যাজ বীন রিজেকটেডে? ৭০ ধারার ১০ টা উপধারা আছে। আপনি কোন একটা বললেই হত। আমরা মানি আর না মানি সেটা কোন ব্যাপার নয়। ইউ হ্যাভ দ্য রাইট্ টু রিজেক্ট ইট অন এ্যান গ্রাউণ্ড। এটাই আসল হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— ৬৮ রুলস-এ সবটাই বলা আছে। এডজোর্ণমেন্ট মোশান এই ভাবে আনা যায় না। আপনারা আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পরটেন্স মোশান আনতে পারেন। ডিসিশান ইজ ডিসিশান ফ্রম দ্য চেয়ার। রুলস ৩৫৩-এ আছে ডিসিশানকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। এটাইতে রুলস।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— স্যার, এইবার এই হাউসে আপনার নূতন ট্রেণ্ড দেখলাম। আওয়ার হাউস উইল বী গাইডেড হোয়াট উই হ্যাভ গট আওয়ার রুলস। ইউ উইল বী গাইডেড বাই দ্যাট রুলস ইটসেল্ফ। রুলস এ্যাণ্ড দ্য পার্লামেন্টারী প্রেকটিস এ্যাণ্ড প্রসিডিউর ইজ নট দ্য সেইম থিং। প্রেকটিস এ্যাণ্ড প্রসিডিউর রুলস তৈরী করে না। রুলস তৈরী করে পার্লামেণ্টারী প্রেকটিস এ্যাণ্ড প্রসিডিউরকে। আমরা দেখছি আপনি এখানে রুলস রেখে প্রেকটিস এ্যাণ্ড প্রসিডিউর এর কথা বলেন। আপনি এটা প্রনিধানও করেছেন ভাল করে। উই উইল বী গাইডেড বাই আওয়ার রুলস। এই এসেমব্লীতে যে রুলস আছে সে রুলস-এর আমি আগেও বলেছি, এবং শ্যামবাবুও বলেছেন যে রুলস ৭০-এ, ১০ টা ক্লজ আছে। একটা পড়লেই হত। ইউ হ্যাভ দ্য

রাইট। আমার কথা হচ্ছে আপনি এডমিট করুন আর না করুন দ্যাট ইজ নট দ্যা মেটেরিয়েল টু মী আপনার সচিবালয় আপনাকে মিসগাইড করছে। উই ক্যান নট টলারেইট ইট। দেয়ারফোর উই আর ড্রয়িং ইউর কাইণ্ড এটেনশান। এই জায়গায়ই আমার প্রশ্ন। পার্লামেন্টারী প্রেকটিস এ্যাণ্ড প্রসিডিউর শাকদের আছে, কাউল-এর আছে। দেয়ার আর সো মেনি পার্লামেন্টারী প্রেকটিস এ্যাণ্ড প্রসিডিউর। বাট উই আর কনফাইণ্ড উইদিন আওআর রুলস ফ্রেমড বাই দিস এসেমব্লী।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— স্যার, আমরা এটা কিভাবে আনব ?

মিঃ স্পীকার :— এটা আপনি শর্ট ডিসকাশান হিসাবে আনুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমি একটু ইন্টারফেয়ার করছি। আপনি বলেছেন শর্ট নোটিশ ডিসকাশান হিসাবে আনতে। শর্ট নোটিশ ডিসকাশন আধা ঘন্টা আপনি বলেছেন আধা ঘন্টার বেশী টাইম দেবার চেষ্টা করবেন।

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, বলেছি তো।

MATTER RAISED BY MEMBER.

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— স্যার, আরেকটা ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং টি. ডি এম প্রেস কনফারেন্স বলেছেন যে আপনার রেসিডেনসিয়াল কোয়ার্টার থেকে ৪ লক্ষ টাকার আই. এস ডি বিল এর ব্যাপারে আপনি যে তদন্তের জন্য দিয়েছিলেন সেটা তদন্ত করে দেখা গেছে যে এটা সঠিক। আপনার বাড়ী থেকে বাংলাদেশ. লণ্ডন, আমেরিকা, চায়না, বিশ্বের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আপনি ফোন করেন নি। ৪ লক্ষ টাকা চার মাসে আই. এস. ডি. বিল হয়েছে। এ সম্পর্কে আজকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং টি. ডি এম সাহেব বলেছেন আমরা তদন্ত করে দেখেছি ৪ লক্ষ টাকার আই. এস ডি বিল ঠিক আছে। এটা প্রমানিত হয়েছে। টেলিফোন এ্যাকসচেঞ্জ এখন কমপিউটারইজড, কম্পিউটারেই সমস্ত বিল হয়। আমরা তদন্ত করে দেখেছি সেই বিল কারেক্ট। পরবর্তী সময় আপনি একটা চিঠি দিয়েছিলেন যে আই. এস ডির দরকার নেই এটা কেটে দিন টু সেইফ গার্ড ইউর সেলফ। আপনার বাড়ী থেকে আপনি বাংলাদেশ, আমেরিকা, চায়না, লণ্ডন সব জায়গায় ফোন করেছেন। মানুষ আজকে প্রশ্ন করছে এই ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Shri Samir Ranjan Barman :— I feel this is most objectionable সেন্ট্রাল মিনিষ্টার এসে যা তদান্তধীন সে ব্যাপার নিয়ে before the Press he can not make this

type of comments aganist our Hon'ble Speaker, so we take a resolution from this House condeming the attitude of the Central Union Minister. The resolution should be moved by the Chief Minister that this is very dangerouse things. স্পীকারের বিরুদ্ধে তদন্ত যদি আপনি করতে বলে থাকেন তবে তদন্ত রিপোর্ট should submit to the approite fourm approprite authority. He can not go the Press and public. There fore, I request the Hon'ble Chief Minisier to move a motion condeming the very attitude of the Union Central Minister and T.D.M.

Shri Shayama Charan Tripura :— There are two intimation for Minister and Speaker, যে ৪ লাখ টাকা দিতে পারব না, ১ লাখ টাকা দিতে পারব, এই রকম তো কোন নিয়ম নেই ১০ লাখ টাকা যদি হয় তাতে ক্ষতি আছে ? কিন্তু যেটা মাননীয় লিডার অফ দি অপজিশান বলেছেন সেটা ঠিকই বলেছেন They have to right to concem Hon'ble Speaker and any other personal of this House.

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, যে নিউজ আইটেমের কথা বলেছেন মাননীয় সদস্য আমার পক্ষে এটা এখনও পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়নি। Let me examine this news item first. তারপর নিশ্চয়ই যদি আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষের সম্মান হানির কোন বিষয়ে তার সঙ্গে যুক্ত কোন বক্তব্য রেখে থাকেন we will take necessery action in this House.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ : —স্যার, এটা তো জটিল প্রশ্ন নয়। আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এটাকে পরীক্ষা করে দেখবেন দ্যাট ইজ কারেক্ট। যদি পাবলিকলি এটা বলে গিয়ে থাকেন সেন্ট্রাল ইউনিয়ন মিনিষ্টার এবং টি. ডি. এম। ইট ইজ ডেনজারাস্ থিং। কাজেই এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা লিডার অব্ দি হাউসকে আমি অনুরোধ করব to move a motion condeming the Union Minister and also the T. D. M.

Shri Manik Sarkar (Chief Minister) :— I have made this point categorically clear but let the sestement be examinad first.

Shri Samir Ranjan Barman :— O. K. Thank you.

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহাশয়ের নিকট থেকে। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছে। মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটি উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) :— স্যার, নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৯ই মার্চ্চ দামছড়ার দোগংগায় আসাম রাইফেলস ও উগ্রপন্থীদের মধ্যে গুলি বিনিময় ৯ জন নিহত ও অস্ত্র উদ্ধার হওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ১৬. ৩. ৯৯ ইং তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিকট থেকে। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটি উৎথাপন করার জন্য

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ ইং তারিখে কাঞ্চনমালা ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় উগ্রপন্থীর আক্রমণে কয়েকজন নিহত ও পরবর্ত্তী সময়ে অগ্নি সংযোগের ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২৬. ৩. ৯৯ ইং তারিখ বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার :— আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহাশয়ের নিকট থেকে। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীজওহর সাহা :— মি: স্পীকার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৯শে মার্চ, সন্ধ্যারাত, আর. কে. পুর থানাধীন বাগমার বারভাইয়া গ্রামের মধ্য পাড়া কলোনীতে সশস্ত্র বৈরীদের হামলা ও গৃহদাহ এবং সুভাষ কর নামে এক ব্যক্তি নিহত হওয়া সম্পর্কে"।

মি: স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২৫.৩.৯৯ ইং তারিখ বিবৃতি দেব।

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ৯৪ নং ধারা মোতাবেক আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয়ের নিকট থেকে একটি প্রাইভেট মেম্বারস্ মোশানের' নোটিশ পেয়েছি।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "That the people and scholars of India are still in the dark about the mysterious disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose during the Second World War.

That different statements were made on the floor of Parliament at different times regarding whereabout of Netaji Subhas Chandra Bose.

That the records and documents in different contries regarding the mysterious disapperance of Netrjt Subhas Chandra Bose after alleged plane crash have not been made available to the pople and scholars of India.

This House is of the opinion—

That the report of the death of Netaji Subhas Chandra Bose on an alleged plane crash has not been proved beyoned doubt, and

that the report of the two commissions of Enquiry set up by the Government of India are not believed by the people and scholars of India.

This House, therefore, through the State Government demands that the Government of India should make necesssary arrangements for availability of records and documents in and outside India so that the scholars and people could have aceess to them and and also to institute a fresh enquiry commission in order to remove the mystery regarding the whereabouts of Netaji Subhas Chandra Bose.

উপরোক্ত নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে উহা অনুমোদন করেছি এবং উক্ত বিষয়বস্তুটির উপর এই সভায় আলোচনা করার জন্য আগামী ২৪শে মার্চ, বুধবার, ১৯৯৯ ইং তারিখ ধার্য করেছি।

Mr. Speaker :— Hon'ble Members, I inform the House that a message has been received from the Governor of Tripura as follows :—

MESSAGE

In exercise of the powers conferred by first proviso to Article 200 of the Constitution of India, I Siddheshwar Prasad, Governor of Tripura, hereby return with request to reconsider the Tripura Tea Companies (Taking over the Management of Certain Tea Units) (Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No 8 of 1998) and the Tripura Tea Companies (Taking over of Management of Certain Tea Units) (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No 2 of 1998) by the Tripura legislative Assembly for introducing the following amendments :—

(a) "In clause 2 of the Tripura Tea Companies (Taking over of Management of certain Tea Units) (Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 8 of 1998) for the words 'five years the words two years and for the words eight years the words five years shall respectively be substituted."

(b) In clause 2 of the Tripura Tea Companies (Taking over of Management of certain Tea Units) (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 2 of 1998) for the words Seven years the words five and for the words ten years the words seven years shall respectively be substituted.

Now, the Secretary of Tripura Legislative Assembly will lay before the House the copy of those two Bills along with the Message of the Governor of Tripura.

Mr. Secretary (TLA) :— Hon'ble Speaker, I beg to lay before the House (1) "The Tripura Tea Companies (Taking over of Management of certain Tea Units) Amendment Bill 1998 (Tripura Bill No.—8 of 1998) and

(2) The Tripura Tea Companies (Taking over of Management of certain Tea Units.) (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No 2 of 1998) as passed by the House in its sitting held on 01-09-98, alongwith the Message of the Governor

Mr. Speaker : — Members are requested to collect the copy of those two Bills along with the Message of Governor of Tripura from NOTICE OFFICE.

GENEREL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—1999-2000.

অধ্যক্ষ মহোদয় :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— ১৯৯৯-২০০০ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর (জেনারেল ডিসকাশান অন দি বাজেট এ্যাস্টিমেটস ফর দি ইয়ার ১৯৯৯-২০০০) সাধারণ আলোচনা।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তারা যেন তাদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চিফহুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাদের দলের যেসকল সদস্য মহোদয় অংশগ্রহণ করবেন তাদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য। আলোচনার সময় তিন ঘন্টা।

এখন আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতা মহোদয়কে অনুরোধ করছি আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কারণে যে, এই প্রথম আমি দেখেছি যে, সি, পি, এমের একজন মন্ত্রী উনার সচিবকে বাগে আনতে পেরেছেন। এটা গত ১৭ বৎসরে আমরা দেখিনি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার নিশ্চয়ই খেয়াল আছে, অর্থমন্ত্রীর-ও থাকবেই গতবারে আমাদের তরফ থেকে আমি বাজেট এট এ গ্ল্যান্স-এ সচিব মহোদয় উনার তৈরী বাজেট সচিব মহোদয় সই করে অ্যাক্সপ্ল্যানেটরী নোট। এই হাউসে এটা তিনি সার্কুলেট করেছিলেন।

আমি তখন আপত্তি জানাই। সচিব মহোদয় পরবর্তী সময়ে হাউসের বাইরে গিয়ে প্রেস কনফারেন্স করে বলেন যে না এটা উনার ক্ষমতার মধ্যে আছে এবং পার্লামেন্টেও এটা ফলো করা হয়। আমি তারও প্রতিবাদ জানাই। পার্লামেন্টের আমি আপনাকে দেখাচ্ছি স্যার, পার্লামেন্টে বাজেট অ্যাট এ গ্ল্যান্স আছে এবং এক্সপ্লেনেটরী নোটও আছে কিন্তু তাতে সচিব মহোদয়ের কোন সই থাকে না এই যে দেখুন (মাননীয় বিরোধীদলনেতা মাননীয় অধ্যক্ষকে সেটা দেখান)। সই থাকে সবার শেষে। সো, ইট ইজ প্রিজিউমড্ দ্যাট দিস্ এক্সপ্লেনেটরী নোট ইজ প্রিপেয়ার্ড বাই দ্যা মিনিস্টার হিমসেলফ। একটা গান আমরা ছোট বেলায় শুনতাম স্যার, "লেড়কার উপর লেড়কি নাচে- লেড়কি হয় দিবানা।" এখানেও এই অবস্থা হয়েছে। সচিব মন্ত্রীর ঘাড়ের উপর উঠে লাফানোর চেষ্টা করছে। তবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সচিবকে কিছুটা বাগে আনতে পেরেছেন। কিন্তু পুরোটা পারেনি এখনো। এই রাগে যেহেতু বাজেট অ্যাট-এ-গ্ল্যান্স এ এইবার কোন এক্সপ্লেনেটরী নোট দেননি। পার্লামেন্টে এবং অন্যান্য রাজ্যে বাজেট যে অ্যাট-এ-গ্ল্যান্সে দেওয়া হয় তাতে এক্সপ্লেনেটরী নোট থাকে। অথচ আমাদের বাজেটে এ্যাট এ-গ্ল্যান্সে কোন এক্সপ্লেনেটরী নোট নেই। এটা অত্যন্ত মারাত্মক যে মন্ত্রীকে উপেক্ষিত করার একটা প্ল্যান এবং মন্ত্রীর সচিবকে এই ব্যাপারে রক্ষা করতে হবে এবং মন্ত্রী হয়তো এবারেও এক্সপ্লেনেটরী নোট দেবেন। যাইহোক মাননীয় মন্ত্রী অত্যন্ত ক্ষেপেছেন॥ কাজেই যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে তার উপর আলোচনায় যাচ্ছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এ বারের যে বাজেট ভাষণ এটাকে এক কথায় ময়দানী রাজনৈতিক বাজেট হিসাবেই চিহ্নিত করা যায়। কারণ তিনি এই যে ভাষণ দিয়েছেন-দীর্ঘ ভাষণ এটা একটা রাজনৈতিক বক্তব্য ছাড়া এর মধ্যে আর কিছুই নেই। এই ভাষণে আর্থ সামাজিক এবং উন্নয়নের কোন সুস্পষ্ট ছবি প্রতিফলিত হয়নি। বিগত বছরে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যেটা পেশ করেছিলেন এবং যেটা অনুমোদিত হয়েছিল এবং আমরা আশা করে ছিলাম যে, এবারেকার বাজেটে এবং বাজেট বক্তব্যে গত বছরের যে কোটি কোটি টাকা খরচ করলেন সরকার তার সাফল্য এবং ব্যর্থতার সাফল্য এবং ব্যর্থতার ছবি কিছুটা ফেটে উঠবে। কিন্তু বাজেটে কোথাও সেটা নেই। সাফল্য ও ব্যর্থতার ছবি কোথাও ফেটে উঠেনি। আমরা শুধু পেয়েছি গত ১৭ বছরের মধ্যে এবারের বাজেট ভাষণ শুধু কেন্দ্রের বিরোদ্ধে-বিভিন্ন অসুবিধার কথা এবং কেন্দ্রের বিরোদ্ধে বিদ্রোহের কথা, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার কথা। এই অসুবিধা, বঞ্চনা এবং বিদ্রোহ এই সংস্তু যুক্তি অবাস্তব বক্তব্য আমরা এবারকার বাজেটে পেয়েছি।

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণে ফিনান্সিয়াল এচিভমেন্ট বা ফিজিক্যাল এচিভমেন্ট-এর কোন চিত্র তোলে ধরা হয়নি। ফলে রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়নের জোয়ার রাজ্যবাসী দেখতে পাচ্ছেন না। রাজ্যের চাহিদা মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ আসছে না। এই যে অভিযোগ এটাকে প্রমাণ করার জন্য যে সমস্ত পরিসংখ্যান দরকার, যে সমস্ত পরিসংখ্যান এগ্রিমেন্সটেন্স নেই, রিজার্ভ ব্যাংকের রিপোর্টে নেই এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটেও সেটার কোন উল্লেখ নেই। তারপরও অসত্য পরিসংখ্যানগুলি এখানে তোলে ধরা হচ্ছে আমি এক এক করে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

বামফ্রন্ট সরকারের তৈরী বইয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর প্রদত্ত ভাষণে সংখ্যাতত্ত্বের অসত্যতা প্রমাণ করছে। প্রথমেই আমি এর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, বিগত অর্থ বছরগুলিতে স্টেট শেয়ার অব সেন্ট্রাল ট্যাকসেস্ ক্রমাগত কমে আসছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এটা বলেছেন। অথচ বামফ্রন্ট সরকারের ১৯৯৭-৯৮, ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বছরের বাজেটে সেই তথ্য রয়েছে। স্টেট শেয়ার অব সেন্ট্রাল ট্যাকসেস্ প্রতি বছর বাড়ছে। এবং সেটা এই বাজেটেই উল্লেখ রয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ ইং সালে স্টেট শেয়ার ছিল ৪৪৭৮২ কোটি টাকা, ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থ বছরে সেটা ছিল ৪৫১'৮৭ কোটি টাকা এবং ১৯৯৯ ২০০০ইং অর্থ বছরে এর পরিমান হচ্ছে ৪৭৩'৯৮ কোটি টাকা। এই তথ্যের চিত্র রাজ্য সরকারের বাজেটে থাকা সত্বেও

মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনার বাজেট ভাষণে বলেছেন যে কেন্দ্রের কাছ থেকে শেয়ার বাবদ প্রাপ্য অর্থ দিন দিন কমে আসছে। এটা সম্পূর্ণ অসত্য, মিথ্যা, ভাওতা ও প্রবঞ্চনা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর ভাষনে আরোও বলেছেন, কেন্দ্র থেকে শেয়ার বাবদ টাকা কম আসার কারণ হলো কেন্দ্রীয় ট্যাক্স্ বাবদ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ দিন দিন কমে আসছে। এই যুক্তি অবাস্তব ও অসত্য আসল তথ্যের সাথে এর কোন মিল নেই। ১৯৯৮-২০০০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে ট্যাকস্ বাবদ রাজস্ব আদায় ও রাজ্যগুলিকে বণ্টনের চিত্র তুলে ধরছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতা, এখন রিসেস্-এর সময় হয়ে এসেছে। আপনি আফ্টার রিসেস কন্টিনিউ করবেন।

এই সভা বেলা দুই ঘটিকা পর্যান্ত মুলতুবি রইল।

AFTER ERCESS AT 2-00 PM

মিঃ ডেপুটিস্পীকার :— আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতা মহোদয়কে উনার অসমাপ্ত আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্যের সময় হাউস মুলতবী হয়ে যায়। এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন যে কেন্দ্র থেকে শেয়ার বাবদ অর্থ রাজ্য যেটা পায় সেটা কম আসার কারণ হলো কেন্দ্র ট্যাকস্ বাবদ রাজস্ব আদায় দিন দিন কমে আসছে। এই যুক্তি অবাস্তব অসত্য আসলে তথ্যের সাথে মিল নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে বাজেট এট এ গ্লেন্স কেন্দ্রের বাজেট ১৯৯৯-২০০০ এখান থেকে আমি পড়ে শুনাচ্ছি। গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া বাজেট এ্যাট এ গ্লেন্স ১৯৯৯-২০০০ এখানে উল্লেখ আছে যে, বাজেট ইস্টিমেট অনুযায়ী ১৯৯৮-৯৯ ইং সালে কেন্দ্র গ্রস ট্যাকস্ রেভিনিউ পায় ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭১১ কোটি টাকা। রিভাইজড ইস্টিমেট অনুযায়ী ১৯৯৮-৯৯ সালে গ্রস ট্যাক্স রেভিনিউ পায় ১ লক্ষ ৪৮ হাজার সাত শত কোটি টাকা। বাজেট অনুযায়ী ইস্টিমেট ১৯৯৯-২০০০ সালে কেন্দ্র গ্রস ট্যাক্স রেভিনিউ হিসাবে পাবে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮০৭ কোটি টাকা। এর থেকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের শেয়ার হলো মানে ত্রিপুরা না সারা ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির শেয়ার হলো ইনকাম ট্যাক্স থেকে ১৯৯৮-৯৯ইং সালে ১৩ হাজার ৯৪৬ কোটি টাকা। রিভাইজড ইস্টিমেট অনুযায়ী ১৯৯৮-৯৯ইং সালে ১৪ হাজার ৭৯৮ কোটি টাকা। আর ১৯৯৯-২০০০ইং সালে বাজেট ইস্টিমেট অনুযায়ী ১৬ হাজার ৯

শত ৮৭ কোটি টাকা ইনকাম ট্যাক্স অনুযায়ী। আর ইণ্ডিয়ান একস্যাইজ ডিউটি হিসাবে রাজ্যগুলো পাবে ২৬ হাজার ৯০৮ কোটি টাকা। ১৯৯৮-৯৯ইং সালে রিভাইজড ইস্টিমেট অনুযায়ী ২৪ হাজার ৬৬৫ কোটি টাকা এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে ২৭ হাজার ৫০৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ত্রিপুরার শেয়ারের হার হলো ৩৭৮। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই সম্পূর্ণ ভাওতা যে রাজ্যের রাজস্ব কমে যাচ্ছে। স্টেট শেয়ার ইনকাম ট্যাক্স-এ বাজেট ইষ্টিমেট অব ১৯৯৮-৯৯ইং ১৩ হাজার ৯৪৬। আপনার যে স্টেট শেয়ার ইনকাম ট্যাক্স এণ্ড ইউনিয়ন একসাইজ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা জিনিষ জেনে নিতে চাই মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে যে কি কারণে ১৯৯৭-৯৮ইং সনে ইনকাম টেক্সের শেয়ার রাজ্যের এবং কেন্দ্রের কি কারণে বেড়ে যায়? ইনকাম ট্যাক্সের শেয়ার, অব দি স্টেট গভর্ণমেন্ট এণ্ড দি ইউনিয়ন গভর্ণমেন্ট কি কারনে সেটা বেড়ে যায়?

স্যার, আই ওয়ান্ট টু হেল্প। আই সীক্ ইউর, হেল্প ইন দিস হাউজ। কেন ইউ হেল্প মি? ১৯৯৭-৯৮ এ শেয়ার দি ইমকাম টেক্স বোথ ইন কেস্ অব দি স্টেট গভমেন্ট এণ্ড ইউনিয়ন গভর্ণমেন্ট। হঠাৎ শেয়ারটা পক্ষে হাই হল কি কারণে? আপনি সেটা জানেন কি? জানালে, আমার পক্ষে সুবিধা হতো। স্যার, এটার উত্তর দিতে এক সেকেণ্ড সময় লাগবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার বলার সময় বলব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, এটার কারণ আমি বলছি। উনি আমাকে হেল্প করবেন না। আমি উনাকে হেল্প করছি। ১৯৯৭-৯৮ইং সালে এই ইনকাম টেক্স হঠাৎ সারা ভারতবর্ষের রাজ্যগুলিতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বেড়ে যাওয়ার কারণ হল ভলেন্টারী ডিসক্লোজার অব দি ইনকাম স্কীম -এর জন্য রাজ্যগুলির শেয়ার এবং ইউনিয়নের শেয়ার অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেক রাজ্য সরকার এই স্কীম অনুযায়ী টেক্স আদায়ের অর্থ থেকে ভাল পরিমান শেয়ার বাবদ অর্থ পান। এই সব প্রমান্য পত্র উনি সারপ্লাস করেছিলেন উনার নলেজে থাকা সত্বেও। মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনার বাজেট ভাষণে সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতে গিয়ে এইগুলিকে সারপ্লাস করে যাচ্ছেন। হাউজেও আমাকে হেল্প করবেন সেই মানসিকতা উনার নেই। মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার পে কমিশন নিয়ে সর্ব্বত্র চিৎকার করছে কর্মচারীদের অতিরিক্ত বেতন ভাতা দিতে গিয়ে পরিকল্পনা খাতের টাকা খরচ করতে হচ্ছে এবং এখানেও বলেছেন কর্মচারীদের অতিরিক্ত বেতন

ভাতা দিতে গিয়ে পরিকল্পনা খাতের টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এই সমস্ত অভিযোগ একেবারে অসত্য স্যার। এবং বিভ্রান্তিকর। বেতন ভাতার খরচ মেটানো হয় রাজস্ব আয় থেকে। পরিকল্পনা খাতের টাকা থেকে সেটা মেটানো হয় না। রাজস্ব আয় থেকে সেটা করা হয়। এবং রাজ্যের প্রতিটা বাজেটে দেখা যায় আমি ত্রিপুরার কথা বলছি, রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত থাকছে। বাজেট আপনার প্লেনিং হেড থেকে টাকা কেটে কর্মচারীদের ফিল্ডআপ করানোর কোন কথা নেই। এটা কর্মচারী সমাজকে ত্রিপুরার জনসাধারনের কাছে ছোট করার জন্য এই ধরনের বক্তব্য রাখা হচ্ছে। কর্মচারী সমাজের বেতন আসে রাজস্ব খাতের টাকা থেকে। স্যার, এটা আমার কথা নয়, স্যার, এটা এই হাউসে যে কাগ রিপোর্ট আমাদের কাছে দাখিল করা হয়েছে সেই কাগ রিপোর্ট রিজার্ভ ব্যাংক-এর রিপোর্টের কথা উল্লেখ করছি। এটা আমার মুখের কথা নয়। স্যার, ১৯৯৭-৯৮ ইং সালে সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী ত্রিপুরার রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত রয়েছে ১২১. কোটি টাকা। স্যার, এটাও আমার কথা নয়। এটা হল রিপোর্ট অন কারেন্স এণ্ড ফিনান্স অব দি রিজার্ভ ব্যাংক।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় স্যার, ২৩ নম্বর কলমে ষ্টেইটমেন্ট আন-ইনষ্টিটিউট রিভিউ ডেফিসিট অফ ষ্টেট গভর্মেন্ট ১৯৯৬-৯৭ টু ১৯৯৮-৯৯ ডেট্ ওয়াইজ ডিটেল ত্রিপুরা রেভিনিউ সারপ্লাস ১২১.৭০ উদ্বৃত্ত। স্যার, এটা বিধায়ক সমীররঞ্জন বর্মণের কথা নয় এটা রিজার্ভ ব্যাংকে যে মাত্র বই বেড়িয়েছে সেই রিপোর্ট অন কারেন্ট এ্যাণ্ড ফিনান্স ১৯৯৭-৯৮ইং থেকে ভলিঅম্ টু (২) থেকে আমি উদ্ধৃতি দিলাম। স্যার, মজার ব্যাপার আরোও আছে রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব আয় ছিল মাত্র ১০৭.৫৭ কোটি টাকা এটা গত বাজেটে যে প্ল্যান ছিল আট নম্বর কলমে ১৯৯৭-৯৮ সালে ট্যাক্স রেভিনিউ ৭১.৬৪. এবং নন্ ট্যাক্স রেভিনিউ ছিল ৩১.৯৩ এই সমস্ত কোটা মিলে ১০৭.৫৭। এই উদ্বৃত্ত টাকা ক্যাপিটাল একাউন্ট দিয়ে সরকার জমা রেখে নয়ছয় করা হয়েছে। টোটাল টাকা নয় ছয় করা হয়েছে। যারজন্য বাজেট তৈরী করতে গিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এতে টা খাটতি দিতে হয়েছে। স্যার, রাজ্যে কি নির্বাচিত সরকার আছে সেই সরকার যে সম্পদ সৃষ্টি এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি জন্য আয় করার দায়িত্ব আছে তা এই সরকার একেবারে ভুলে গেছে। একটা নির্বাচিত সরকার সাংবিধানিক দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তাও মনে হয় রাজ্য সরকার ভুলে বসে আছে। স্যার, রাজ্যের নিজস্ব আয় উৎস দিন দিন সংকোচিত হচ্ছে কি কারণে? আমি পরে আসছি বামফ্রন্ট সরকার গর্ব করেছেন এবার মিঃস্বর বাজেট করা হয়েছে, এবং জনগণের উপর টেক্স এর বোঝা যাতে না পরে, মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা আমি জানিনা রাজ্যের বিভিন্ন টেক্সের হার আমাদের রাজ্য থেকে পার্শ্ববর্তী যে রাজ্যগুলো আছে যে, কোন রাজ্য থেকে এখানকার টেক্সের হার গরীব জনসাধারণ, কর্মচারী, খেটে খাওয়া মানুষ,

শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক টেক্সের হার তাদের উপর অনেক বেশী হয়েছে এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর। এই অতিরিক্ত ভারের জন্য স্বাভাবিক ভাবে একটা ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার প্রবনতা সর্ব্ব শ্রেনীর জনসাধারণের মধ্যে আছে। স্যার, রাজ্যে টেক্সের হার সংশোধন করে কমিয়ে কর আদায় করলে আরও বেশী কর জনসাধারণ দেবে, এবং জনসাধারণ দিতেও প্রস্তুত। শুধু প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক দক্ষতা এবং প্রশাসনিক সদিচ্ছা সেটা দরকার বোধ হয় সেটা এই সরকারের নেই। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে অনিয়মিত আয় দেখানো হয়েছে ১৬৮১.৪৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে নিজস্ব আয় ১৩০ ১৮ কোটি টাকা এর ঘাটতি দেখানো হয়েছে ১৫০ কোটি। এটা আরেকটা অপূর্ব নিদর্শন। স্যার, নিজস্ব আয় ঘাটতি অনেক বেশী। এই ঘাটতি মেটানোর জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী কেন্দ্র থেকে অর্থ পাবে বলে আশা করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার যখন গত পরশু পশ্চিম বঙ্গের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত ঐ মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি বলেছেন নন ডেভেলপমেন্টের এক্সপেন্ডিচার কমানোর জন্য। বারবার রাজ্যগুলোকে বলেছে এবং গত পরশু সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, উৎপাদনমুখি উন্নয়ন মূলক খাতে ব্যয় করতে বারবার অনুরোধ জানাচ্ছে।

রাজ্যে সেখানে সরকার নির্দিষ্ট আয়ের চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ বাজেট পেশ করেন কোন সংকল্প, কোন নীতির মাধ্যমে? যেখানে বার বার কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন। স্যার আপনি শিক্ষিত কেগ. রিপোর্ট-গুলো বার বার উল্লেখ করা হয়েছে, কে শুনে কার কথা? চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী। চোর ধর্মের কাহিনী শুনবে না। কে কার কথা শুনবে? চোরের কানে ধর্মের কথা বললে "সঙ্গে স্নান থাবাপ"। চোরে ধর্মের কাহিনী শোনেন না। স্যার কেগ. রিপোর্ট-গুলো প্রতি বছর রাজ্যের অর্থ ব্যবস্থার অসংগতি-পূর্ণ ও সংবিধান বিরোধী কার্যাকলাপ এবং আর্থিক বিশৃংখলতার দিকগুলো চোখে ধরলেও ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এই ব্যাপারে অ ক পর্যন্ত সাংবিধানী ব্যবস্থা তো দূরের কথা একটি এডমিনি- -স্ট্রেটিভ স্টেপ আজ পর্যন্ত নেই। কেগ. রিপোর্ট-কে বামফ্রন্ট সরকার কেন যে ভয় পায় তা সকলেই অবগত। যার ফলশ্রুতিতে এবারের বাজেট অধিবেশন ৯৭ ৯৮ এর অর্থ বছরের কেগ. রিপোর্ট আজও বিধান সভায় পেশ করা হয়নি। আমার কাছে প্রমাণ আছে যে ৯৭-৯৮ অর্থ বর্ষ কেগ. রিপোর্ট অর্থ দপ্তরের উপর সচিবের অফিসে দু সপ্তাহ আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার এ. জি. অফিস থেকে একটি আস না রিপোর্ট এই কেগ. রিকোমাণ্ডের সঙ্গে জমা পড়েছে। এমন কি রাজ্য পালের কাছেও সরাসরি এই রিপোর্টগুলি জমা পড়েছে। স্যার, অবাক একটা রাজ্যের জনপ্রতিনিধিরা ১৫ দিন আগে সরকারের কাছে পাঠানো পরেও হাউস চলাকালীন সময়ে যেটা অন্যান্য বার দেওয়া হয়

এবার সেই কেগ রিপোর্ট দেওয়া হয়নি দুজনের মধ্যে একজন রাজ্যপাল একজন সচিব, জনপ্রতিনিধির-দের থেকে তাদের ক্ষমতা তাদের হাত অনেক দূরে প্রসারিত জনপ্রতিনিধিদের গনতন্ত্রের কণ্ঠ রোধ করার ক্ষমতা কারা বাড়ে এই সরকারের আমলে। এটা সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই ভাবে বিধানসভাকে প্রতিটি বিষয়ে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি এই কেগ রিপোর্ট সম্পর্কে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে স্পষ্টিকরন চাইব। তারপর আমার যা বলার বা দলিল দাখিল করার তা আমি হাউসে করব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন একটু আগে আমি বলেছি কর্মচারীদের অতিরিক্ত বেতন ভাতা দিতে গিয়ে পরিকল্পনা খাত থেকে টাকা আনতে হচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী তার ভাষণে আরও বলেছেন যে কর্মচারীদের নুতন বেতনভাতা দিতে ২৫০ কোটি টাকা বাড়তি বোঝা রাজ্য সরকারের উপর চেপেছে। কিন্তু এই হিসাবে ব্যায়ের হিসাব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমান বাজেট বিভাইজড বাজেটের পে-কমিশনের রূপায়নের জন্য অতিরিক্ত খরচ মেটানোর জন্য নন প্ল্যান খাতে মাত্র ৩১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকার অনুমোদন চাওয়া হয়েছে এবং প্ল্যান খাতে চাওয়া হয়েছে ৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা মোট চাওয়া হয়েছে ৩৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা।

২৫০ কোটি টাকার হিসাব উল্লেখ করে বিধানসভাকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা কেন নেওয়া হবে? কি কারণে একটা লাইন দু করে দিয়ে কোথায় কখন কিভাবে ২৫০ কোটি টাকা লাগাবে তার হিসাব নেই। এই বিভ্রান্ত করার কারণটা কি? রাজ্য উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথ্য দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে রাজ্যের উন্নয়নের হার ৯৫-৯৬ সাল থেকে ৯৬-৯৭ সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.১৭ শতাংশ। রাজ্যের মাথাপিছু আয় ১৯৯৬-৯৭ সালে দেখানো হয়েছে, ৫৪৭১ টাকা। এই গড় হিসাব জাতীয় গড় হিসাবের অর্ধেকের চেয়েও কম। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ভাল করেছেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সাথে এই হিসাবের একটা তুলনা মূলক চিত্র তোলে দিলে রাজ্যে এই যে হিসাবের মান সেটা জনসাধারণ বুঝতে পারত। কিন্তু তিনি সেই পথে যান নি কেন? উনি ইচ্ছাকৃত ভাবে যান নি। যাতে কেউ বুঝতে না পারে। এই তথ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কোন উদ্দেশ্য পূরণ হল আমি জানি। উনি বলেছেন উন্নয়নের জন্য চাই কেন্দ্রের অধিক অর্থের জোয়ার আর অন্যান্য খাতে টাকা তোলে বন্যা তার ঘরে নিয়ে যান। টাকার জোয়ার চাই আমরা কাজ হোক না না হোক কি কাজ হচ্ছে সেটা বামবর্গি নেতার কথা, পরে দেখাব, কি পরে দেখাব? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী অবশ্য এক জায়গায় স্বীকার করেছেন এটা বোধ হয় পেইজ ৪এ

উনার বক্তব্যের পেরা ১৩ হবে। ১৩ তে যে রাজ্যের উন্নয়ণ প্রক্রিয়া এটা অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। কিন্তু উনি রাজ্যের আয়ের হিসাব দিয়েছেন রাজ্যের দরিদ্র সীমরেখার নীচে বর্ত্তমান কত শতাংশ লোক আছে, তার হিসাব কিন্তু উনি দেননি।

উনার দেওয়া সেই সাহস এই মন্ত্রিসভার মধ্যে নেই। দরিদ্র সীমার নীচে কত লোক বর্ত্তমানে আছে এর হিসাব এই মন্ত্রিসভার নেই। রাজ্য সরকার তো সর্বদাই দাবী করেন, সংগ্রাম করেন, মাঠে গিয়ে বড় কথা বলেন, অসত্য ভাষণ দেন। বলেন ৭৪ শতাংশ লোক দরিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাস করেন। বি পি. এল কার্ডের পর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তাদের কর্মসংস্থান এবং সস্তা দরের খাদ্য সরবরাহের পর এই ৭৬ শতাংশের মধ্যে কত শতাংশ লোকের আর্থিক উন্নয়ন হয়েছে তার হিসাব দেওয়ার সৎ সাহস এই অর্থ মন্ত্রীর নেই। সে দিবে না, দিতে পারবে না। ৭৬ শতাংশ লোক যদি দরিদ্র সীমারেখার নীচে ত্রিপুরায় থেকে থাকে যা উনারা বলেন, তাহলে বি. পি. এল সার্বের পর দরিদ্র সীমারেখার নীচে লোকদের খাদ্য ওরা দিচ্ছে। তাহলে এই সরকারের আমলে কত শতাংশ লোক দরিদ্র সীমারেখার নীচ থেকে উপরে এসেছে? সেই হিসাব দেওয়ার সৎ সাহস এদের কোন বাজেটেই হয় নি আজও হবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মানুষের মৌলিক চাহিদার একটা নির্দিষ্ট মান পূরণ না হলে উন্নয়ন সম্ভব হবে না। এই মৌলিক চাহিদাগুলি কি? এই মৌলিক চাহিদাগুলি হচ্ছে শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য পরিবেশ, খাদ্য এবং কর্মসূচী থাকে। স্যার, এই সমস্ত ন্যূনতম চাহিদা পূরণের সুযোগ রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাসকারী মানুষের কাছে পৌছে দেবার সুব্যবস্থার কথা বাজেট ভাষণে সরকারের অর্থমন্ত্রী উচ্চারণ করেন। সারা রাজ্যে উগ্রপন্থীদের তৎপরতা চলছে, মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে। সেই সরকারের পুলিশের একটি অংশ উগ্রপন্থীদের মাসিক কর হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকা দিচ্ছে এস. ডি. ওরা. বি. ডি. ওরা টাকা দিচ্ছে, সেই সরকার কোন মুখে উন্নয়নের জোয়ারের কথা বলে সেখানে দরিদ্র সীমরেখার নীচের লোকেরা আপনার বাড়ি আমার বাড়ির কাছের পাড়া থেকে লোকেরা বেড়িয়ে আসছে। সারা রাজ্যে একই অবস্থায় লক্ষ লক্ষ লোক পড়ে আছে। মানুষ দরিদ্র সীমারেখার নীচের দিকে যাচ্ছে। সেখানে ওরা বলে উন্নয়নের জোয়ার সারা রাজ্যে সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে। এটা আমার কথা নয়। ত্রিপুরার প্রবীনতম মন্ত্রী কংগ্রেস, টি. ইউ জে, এস, সি. পি এম কে মিলিয়ে সভার প্রবীনতম মন্ত্রী বর্তমানে হাইকে উনিও ঘন্টাখানেক পরে আসে। স্যার, সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙ্গে গেছে চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, খাদ্য শস্যের গনমুখী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। এই সমস্ত চাল কে.র তিন রাস্তার উপর গোলবাজার, বটতলায় পাওয়া যাচ্ছে। মানুষে রেশন শপে

গিয়ে চাল পায় না। সেখানে সম্পূর্ণ ভাবে বিপর্যস্ত, সেখানে উন্নয়নের কাজ কিভাবে হচ্ছে? তার কোন ব্যাখ্যার আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আর কতক্ষন বলবেন? বাকিরা তো আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমি দেড় ঘন্টা বলব। বাজেট পিরিয়ডের সময় অর্থমন্ত্রীকে টাইম দিয়েছিলেন। কতক্ষণ বাজেট স্পীচ করবেন? অর্থমন্ত্রী এট দি লিডার অব দি অপজিশন বাজেট কার্য্যকরী ততক্ষণ করা হবে?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমার কোন আপত্তি নেই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— এই ব্যাপারে কথা হয়েছে। স্পীকার সাহেব পরে প্রয়োজন হলে বাই দিতে পারেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজকে তো সময় বাড়ানো যাবে না তাই।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ :— Don't try to divert by attention.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটা ডাইবার্টের প্রশ্ন নয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— আমি জানি আপনার সাথে অনেক সিনিয়র এই হাউজে আছেন। আমি আপনার থেকে অনেক সিনিয়র এই হাউজে। হাউজের ডেকোরাম রিসেপ্টলি কনভেনশন প্রবার্টিজ রুল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি বলতে পারেন। কিন্তু অন্যান্যদের সময় কাটেল হবে। আমি কিছু করতে পারবনা।

শ্রীসমীরঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে রাজ্যে মানুষের জীবন, সম্পত্তি, ধন, মান, নারীর ইজ্জত লুন্ঠিত, সেখানে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সনদ প্রতিনিধিরা ধর্ষণের দায়ে দায়ী এই সরকারের আমলে সেখানে পুলিশ অফিসাররা ধর্ষণের দায় দায়ী, সেখানে রাজ্যে আইন নিয়ে ধর্ষনের দায়ে দায়ী, সেখানে শিক্ষক অধ্যক্ষরা ছাত্রীকে ধর্ষনের দায়ে দায়ী। সেখানে খুনীরা মন্দিরে

গিয়ে আশ্রয় নিয়ে নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে পারে না। যাঁর প্রশাসনে সেই প্রশাসন যদি বলে উন্নয়নের বান চলেছে, সেখানে উনার কাজকর্মের কিছু. সেও ধর্ষন না হলেও অন্য কাজের শিকার হয়েছে। সেই রাজ্যে উন্নয়নের কথা যে সরকার মা বোনদের রক্ষা করতে পারে না, যে সরকার তিন বছরের মেয়েকে রক্ষা করতে পারে না, যে সরকার ৭০/৭৫ বছরের বৃদ্ধকে রক্ষা করতে পারে না। যেখানে পাহাড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে উগ্রপন্থীরা প্রেম সমস্ত উগ্রপন্থী অঞ্চল প্রত্যন্ত অঞ্চলকে প্রেম-পুঞ্জ পর্যবসিত করাতে পাহাড়ী মা বোনদের শ্লীলতাহানী হচ্ছে। সেখানে উন্নয়নের বান উন্নয়নের জোয়ারের কথা লিখতে হবে আমার দুর্ভাগ্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাজ্যে খাদ্যের জন্য শিশু সন্তান বিক্রি করেছে. অনাহারে লোক মারা যাচ্ছে। সারা রাজ্যে মানুষের স্বাভাবিক চলাচল সেখানে স্তব্ধ, বাজার হাট বন্ধ, কৃষক তার পতিত ফসল বাজারে আনতে পারে না। কৃষক সার পায় না, কেরোসিন পায় না। প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাহাড়ী ভাইয়েরা তাদের উৎপাদিত ফসল নিয়ে বাজারে আনতে পারে না। সেখানে শুনতে হবে উন্নয়নের জোয়ার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমার কথা নয়, আমার মাননীয় বামমার্গী বন্ধুদের কথা নয়, এমন কী কংগ্রেস, টি. ইউ, জে. এস এবং টি. এন, ভি বিধায়কদের কথা নয়। বামফ্রন্ট সরকার যে রাজ্যের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বানিয়ে ছিলেন সেই জলদ বরণ গাঙ্গুলী যিনি এখানে এবং এখানকার অনেক লোককে শিক্ষা দিয়েগেছেন।

যার কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছেন অনিল বাবু, সমীর বাবুরা। পরবর্তী সময়ে অনেকে বাম মার্গী হলেন। সেই জলদ বরণ গাঙ্গুলীর লেখা থেকে আমি কিছু পড়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

"Human dovelopments needs a peaceful environment. democratic millicu. The process of social and economic development in Tripura is being seversly impeded by the emergence of ethinic insurgency, violence and secessionist movements vitiating the process of democratic functioning of the different organs and departments including those directly involved with developmental activities, The fisal of insurgency has been also disturbing the mood of people's participation in the development process. Tripura is now involved in severe vicious circle Slow process of development is partly contributing to the rise of insurgency and disturbance of peace which in turn is further slowing down the process of development.

Bus, jeeps, trucks and other vehicles plying on the rational and state highways are being frequently attacked, passengers being robbed, kidnapped and even killed and goods from transport carries looted. These events have been severely affecting movements of persons and goods within the state as well as between other placed and the state. Costs of transporting goods have become much higher causing prices of essential commodities to rise and the functioning of the public ditribution system difficult. Growth of rural productive activities have been slowing down.

Construction activities and development of basic infrastructure are nearly deadlocked. In such disturbed conditions overseeing of process of utilization of financial grants for development projects is seriously jeopardised. This has been resulting in a market rise in the bases of misutilization of planned resources and that of different forms of corruption.

Development of forest resource and the growing stock of forest wealth were one of the success stories of Tripura's development planning. But the rise in Lawlessness on account of insurgent violonce has been resulting in growing incidence of plundering, smuggling and illegal felling of forest trees.

Functioning of the oil and Natural Gas commission and the state power sector is also severely curtailed.

But the most damaging long-run ruincus cons quences of insurgency relate to the education and health sectors the most crucial ones for the development and qualiative improvement of human resources. আমার বন্ধু অনিল বাবু, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, এই বিধানসভায় যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখতে পাই, "That a total of 1,671 junior basic schools, 278 senior basic schools, 131 high and 43 higher secondary schools in the state were being run without any headmaster or assistant headmaster. Over 223 junior basic schools, he further

stated, were now being managed by a **single teacher and** 331 schools **were being run by two teachers.**

He has also admitted that it has become difficult to send teachers and staff to interior hill areas as they are afraid of either being kidnapped or killed by militants. (The Statesman, 17 January, 1999)

This dismal scenario of the educational architecture has most disastrously affected the educational prospects of tribal children in the hill villages and also poor non-tribal children in the remote villages. Even some trible leaders have been alarmed by this situation as they apprehend that this would further put back the process of educational development of the relative educationally backward tribal children. In fact, this turn of events has been further aggregating the degree of inter-ethnic inequities in the level of educational development.

The condition of the public health services are also equally bad As a result development of the social sector as a whole is crippled. স্যার, ত্রিপুরা জ্বলছে।

Today Tripura is burning, most of the developmental activities have almost come to a stand-still. Insurgent violence has been causing untold miseries to the common people belonging to both tribal and non-tribal communities, All this has been acting as a ruinous drag on the long term prospect of Tripura's development. স্যার, আমি শেষ করে দিচ্ছি। আমি আর পাঁচ মিনিট সময় নেব। আরো অনেক কিছুই বলার ছিল।

স্যার, মোষ্ট ইম্পরট্যান্ট জায়গা, এটা আমার বক্তব্য না, শ্যামাবাবু, নগেন্দ্র বাবুর বক্তব্য না. বামমার্গী শিক্ষাবিদ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপাচার্য্য যাকে আদর করে বামেরা বসিয়েছিলেন তিনি বলেছেন— **Tripura was engulfed by the flames of ethnic riots for the**

first time in June 1980. From 1988 to the middle of 92 Tripura was relatively free from any sort of insurgency activities. কংগ্রেস এবং টি. ইউ. জে. এস এর আমলে ত্রিপুরা রাজ্যে ইনসারজেন্সী একটি ভিটিজ ছিল না। However, the environment of extremism, secessionism and ethnic hatred, distrust and killings continued to disturb peace and inter-ethneic amity until 1988 when Rajib Gandhi-Bijoy Hrangkhawl agreement was reached and a memorandun of understanding was sigred on 12th August, 1988. From 1988 and until the middle of 1992 Tripura was relatively free from any insurgent activity. But the situation become again charged with extremist violence with the appea-rance of the All Tripura Tiger Force (A T T F) as a now insurgent outfit in the last part of 1992. স্যার. ব্যাখ্যা আমি দেব না। ব্যাখ্যা ত্রিপুরার মানুষ দেবেন, সাংবাদিকরা দেবেন, মানুষেরা বুঝবেন। তবে একটা জিনিষ আমি বাজেটের মধ্যে দেখতে পাই নি বলে ২/১ টি কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। রাজ্যের ৩ লক্ষ বেকার সম্পর্কে রাজ্য মন্ত্রী সভার তরফ থেকে বাজেটে শিক্ষিত বেকারদের সম্পর্কে একটা শব্দও এত বড় বাজেট বইতে দেখতে পাই নি বেকারদের সম্পর্কে একটা কথাও নেই আমি দাবী করছি ত্রিপুরা রাজ্যে যে দলই হোক, সি. পি. আই (এম) হোক কংগ্রেস হোক এবং আমার আপনার ভাই, ওরা আমার আপনাদের ছেলে। অন্তত: কর জোরে আমি নিবেদন করছি বিরোধী দলের তরফ থেকে যে ওদের জন্য আপনারা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুন। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাদের চাকুরী বাকুরী বা অন্ন সংস্থানের জন্য কি সিদ্ধান্ত এই সরকার নিয়েছেন সেটা পরিষ্কার ভাষায় বেকার ভাইদের জানানো উচিৎ। যে ভাবে দুই বছর, আড়াই বছর আগে ইন্টার ভিউ নিয়ে টুকটুক করে জি. বি হাসপাতালে আড়াই শত লোক নেওয়া হয়েছে। যারা বেকার তারা জানেনা। যে সমস্ত বেকার ছেলে মেয়েরা দীর্ঘকাল যাবৎ ফিড পে বা জে. আর, ডাবলিউ হিসাবে কাজ করছেন তাদের ইন্টার ভিউ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের একটা লোককেও চাকুরী দেওয়া হয়নি। হায়ার সেকেণ্ডারী, বি. এ পাশ বেকার ছেলে মেয়েরা রাস্তায় ঘুরছে এই সরকারের আমলে। তাদের সম্পর্কে একটা বক্তব্যও এই বাজেটে নেই। তাদের দিয়ে আপনারা ইনক্লাব জিন্দাবাদ করাচ্ছেন। সেটা করান, কিন্তু তাদের সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে আপনারা বক্তব্য রাখুন। তথাকথিত সাড়ে পাঁচ হাজার উগ্রপন্থী যারা রাম দা, গাদা বন্দুক, টাককাল হাতে নিয়ে সারেণ্ডার করলো তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জন্য চাকুরী দেওয়া গেল, অর যারা শিক্ষিত বেকার তাদের চাকুরীর কথা এই সরকার চিন্তা করছেন

না। তাদের পোষ্টের এগেইনষ্টে এই সমস্ত খুনী, ধর্ষণকারীদের চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যে সমস্ত শিক্ষিত বেকাররা অস্ত্র হাতে নিতে পারে না তাদের জন্য কোন চাকুরী নেই।

যাদের বাড়ীর আত্মীয় স্বজনদের উগ্রপন্থীরা নিয়ে গেছে তাদের আর্থিক সাহায্যের জন্য কোন শব্দ নেই। অথচ মাননীয় রাজ্যপালকে দিয়ে বলানো হয়েছে, ''অগ্নি সংযোগ করে আস, খুন করে আস, লুঠ করে আস, ডাকাতি করে আস সমস্ত কিছু তুলে নেব।'' মাননীয় রাজ্যপালকে দিয়ে এই সব কথা বলানো হয় নি ? অথচ যে সমস্ত যুবকযুবতীরা আইন মেনে চলে তাদের জন্য একটা কথাও রাজ্যপালকে দিয়ে বলানো হয়নি, তাদের সম্পর্কে একটু চিন্তা কেউ করেনি কাজেই এই পরিস্থিতিতে আমি মনে করি সার্বিক ভাবে এই বাজেট অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক বাজেট। এই বাজেট মানুষের হতাশাকে আরও বাড়িয়ে দেবে, এই বাজেট রাজ্যের দাঙ্গা, হাঙ্গামা, খুন আরও নূতন করে বাড়াবে, এই বাজেট বেকারদের স্বার্থ বিরোধী বাজেট, এই বাজেট পাহাড়ী-বাঙ্গালীর ঐক্যের পরিপন্থি বাজেট এবং এই বাজেট হল যারা ট্রেজারী বেঞ্চে বসে আছেন মাছ, মাংস, মাখন খায় তাদের জন্য তৈরী। স্যার, ছোটবেলায় আপনিও বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজার করেছেন, আমিও বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজার করেছি। আমাদের সময়ে বাজার করার পর হিসাব দিতে হত তখন কালির বড়িগুলি কালি বানিয়ে নীব দিয়ে লিখতে হত হিসাব এবং হিসাব লিখতে গিয়ে গলদ ঘর্ম হয়ে যেত মিলাতে না পেরে অন্যান্য খরচ ৪ আনা তা মিলাতে পারেনি। পরের কথা বাদ দিন। যে বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যে পেশ করা হয়েছে ১৭ কোটি টাকার, আদার চারজেস্ ১৩ পারসেন্ট। আদার চারজেস্ মানে আন ক্লাসিফাই। অডিটর জেনারেল অডিট করতে পারেন না। ১৩ পারসেন্টের মোট অংক হল ২৮৩ কোটি টাকা। এটা প্রথমেই আদার চারজেস্ বলে প্রাথমিক ভাবে ৭ দিন খেটে ২৮৩ কোটি টাকা হাতানোর বন্দোবস্ত। আদার চারজেস্ বাজেটে থাকবে কেন ? জনপ্রতিনিধি হিসাবে কেন এই রাজ্যের মানুষ জানতে পারবে না এই ২৮৩ কোটি টাকা কেন খরচ হবে, কেন প্রতিটি পাতায়, পাতায় আদার চারজেস্ এই ১৩ পারসেন্ট টাকা রাখা হয়, কেন বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিটি বাজেটে এই ভাবে রাখা হয় ? এইগুলি একটা সীমা আছে কিন্তু এখানে সীমা হীন হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমার পক্ষে এই বাজেটকে সমর্থন করা সম্ভব নয়। অন্যান্য মাননীয় সদস্যরা তাঁদের বক্তব্যে যা বলার বলবেন তাই এই বাজেট সমর্থনের কোন প্রশ্নই উঠে না। আমি অনুরোধ করব হাউস এডজোর্ন করে সর্ব্ব সম্মত বাজেট তৈরী করুন ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের স্বার্থে আমরাও সমর্থনের হাত বাড়াব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো প্রায়ই বলেন আসুন বাজেট থেকে শুরু করি আমরা সকলে মিলে। ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করি। যদি আদার চারজেস্ বাদ দিয়ে বাজেট তৈরী করেন তাহলে আমরা সমর্থন জানাব রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য, রাজ্যের উন্নতির জন্য। এই বলে, আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয়হিন্দ, বন্দেমাতরম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে। আপনার সময় ১০ মিনিট।

শ্রীমানিক দে :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৯৯-২০০০ সনের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে, এই বাজেটের মধ্যে জনগণের কোন অংশের স্বার্থ রক্ষিত হয় একটা বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গীতে সেটা বিবেচনা করা উচিত এই বাজেট গরীব অংশের এবং আশি শতাংশ মানুষের জন্য কার্যকরী রূপ দেওয়া হয়েছে তার জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি। এই বাজেট সম্পর্কে তারাই শংকিত, এই বাজেটের বিরোধিতা তারাই করে যারা গ্লোবেলাইজেশান, প্রাইভেটশনের পক্ষে, যাদের সৃষ্ট নীতির ফলে ভারতবর্ষে সাড়ে তের কোটি বেকারের জন্ম হয়েছে, স্বাধীনতার ৫২ বৎসর পরও লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু, সঠিক বিনা চিকিৎসায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে। যে নীতিতে তারা বিদেশ থেকে ঋণ নিয়েছেন ১৯৯৭-৯৮ সনে লোকসভায় যে তথ্য পেশ করা হয়েছে তাতে ৮ হাজার ১৫০ কোটি টাকা ঋণ, ৮ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭১৭ কোটি টাকা বিদেশী ঋণ। ৯৭-৯৮ সনে সুদ দিতে হয়েছে ৪ হাজার ১৫০ কোটি টাকা। দেশটাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এত ঋণের ফাঁসে জড়িয়ে গেলেন তারা কার প্রস্তাব মেনে? ডাংকেল সাহেবের প্রস্তাব মেনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাছে নাকে খত দিয়ে সই করে আসলেন। কেন সই করে আসলেন? ওরা উদারীকরন এবং বিশ্বায়নের যে নীতি গুলি ভারতবর্ষে কার্যকরী করবে, একটার পর একটা তারা মেনে নেবে। আজকে ফলশ্রুতি কি? যারা উদারীকরনের পক্ষে উকালতি করেছেন, যারা এগুলির পক্ষে কথা বলেছেন, আমরা দেখেছি মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থাইল্যাণ্ড তাদের নিজেদেরকে দেউলিয়া ঘোষণা করার অবস্থা। এই তার উদারীকরনের ফলে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন, যেহেতু ত্রিপুরা ও ভারতবর্ষের মধ্যে ছোট একটি রাজ্য, এই বাজেট প্রতিফলন ঘটতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব বিচক্ষনতার পরিচয় দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী তাতে মূল্যবৃদ্ধির সংকেত আছে বাজেটের মধ্যে, ট্যাক্সে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার যে নীতি সেই নীতিকে অনুসরন করে আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকারের যে বাজেট সেই বাজেটে ১০ হাজার কোটি টাকা পাবলিক সেক্টর আণ্ডারটেকিংস থেকে সংগ্রহ করবেন সরকারী সম্পত্তি বিক্রী করে। আমাদের রাজ্যে এর সংকেত নেই। আতংকিত, কারণ সেখানে মনিবের নির্দেশ, মনিব যা বলবেন সেই নির্দেশে চলতে হবে। এই বাজেটে যে তারা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আছে সেগুলি বন্ধ করার কোন সংকেত নেই। একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সাড়ে চার লক্ষের মত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ১৩ কোটির মত শ্রমিক সেখানে বেকার হয়ে গেছে। মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। কিছুক্ষণ আগে বিরোধী দলনেতা যে বক্তব্য রেখেছেন এই

ব্যাপারে কোন শংকা দেখলাম না। কেন এই সমস্যাগুলি, কোথায় সমস্যার কারণ এটাকে খুঁজে বের করার পথটা কি এই সম্পর্কে উনার মুখে কোন আলোচনা শুনতে পাইনি। এখানে আমরা দেখেছি সমগ্র আলোচনার মধ্যে এটা পরিষ্কার যে ভয়াবহ অবস্থা ভারতবর্ষের যারা অর্থনীতিবিদ, যারা ভারতবর্ষের ভাল চান সবাই আজকে আতংকিত। এখানে বলা হয়েছে বেকারদের সম্পর্কে কিছুই নেই। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের বাজেটে বেকারের কথা-ত দূরের কথা, বেকারদের কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ নেই। একটা সুন্দর স্কীম বের করে নিয়েছেন ভলানটিয়ার রিটায়ারমেন্ট। ভলানটিয়ার রিটায়ারমেন্ট-এ পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য সেখানে যা টাকা লাগে, রাজ্যগুলি যা চায় সেটা দিয়ে দেওয়া হবে। চাকুরী হবে-ত দূরের কথা, যার চাকুরী আছে তাকে ভলানরিটায়ারমেন্ট পাঠিয়ে নেওয়ার জন্য সংখ্যা কমানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত পরশু দিন আমি পত্রিকায় দেখেছি যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পে কমিশন বা শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য যে রাজ্যগুলি বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, তারা সেই অর্থ সংকুলান করার জন্য তাদের সমপরিমাণ শিক্ষক কর্মচারীদের ছাঁটাই করে সেখানে তাকে টাকার সংস্থান করতে হবে। এই হল কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এই পরামর্শের পক্ষে ওকালতি করেছেন এরা (বিরোধী সদস্যরা) এখানে বসে। এই হলো তাদের দৃষ্টিভঙ্গী। কাজেই জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোন বক্তব্য বা আলোচনা তাদের নাই।

এখানে আমরা দেখেছি যেখানে উৎপাদনের দৃষ্টিভঙ্গী হয় মুনাফা সামাজিক দায়িত্ব সেখানে থাকে না। এবং আমরা দেখেছি সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজিকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার যদি করে তাহলে উৎপাদনের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ সামাজিক দায়িত্ব এবং জনগনের জন্য ম্যান পাওয়ারকে ব্যবহার করে, সেই ম্যান পাওয়ারকে বাদ দিয়ে যেখানে সমস্ত স্থান যন্ত্র দখল করে নিচ্ছে সেখানে ম্যান পাওয়ারের কোন মূল্য থাকে না, শ্রমিকদের কোন দাম থাকেনা, এবং বেকারের সংখ্যা বাড়তে বাধ্য। এবং উৎপাদনের মূল লক্ষ্য যেখানে পতিত হয়ে যায় সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে শ্রমশক্তির কোন দাম থাকতে পারে না। এবংএই দৃষ্টিভঙ্গিতে বাজেট তৈরীর জন্য যে নীতি নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে সেটা রাজ্যের বাজেটে প্রতিফলন ঘটেনি, তার জন্য তারা শংকিত এবং তার বিরোধীতা করেছেন।

আমরা দেখছি উৎপাদনের মূল যে লক্ষ্য সেটা হচ্ছে-মার্কেট। এই মার্কেট কার হাতে থাকবে, ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ। প্রায় ১০০ কোটির কাছাকাছি মানুষ। ফলে এটা একটা বিরাট বাজার কাজেই এই বাজারটাকে নিজেদের দখলে আনতে হবে। আমরা দেখছি যারা আজকে নিজেরা এই সমস্ত আর্থিক অবস্থার উদারীকরনের কথা বলছে তাদের নিজেদের দেশেও বেকারত্ব ক্রমশ বাড়ছে, মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে এবং তারা তাদের দেশের এই সমস্যাকে তৃতীয় বিশ্বের উপর

চাপিয়ে দেবার জন্য তারা আমাদের দেশটাকে বেছে নিয়েছে। কারণ, বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম জন সংখ্যার দেশ হলো এই ভারতবর্ষ। ১০০ কোটি ছুঁই ছুঁই করছে জনসংখ্যা। সে কারণে এই বাজারটাকে হাতছাড়া হতে দেওয়া যায়না। এখানে এই বাজারটাকে ক্যাপচার করার জন্য, এই বাজারটার মধ্যে তাদের উৎপাদিত মাল বিক্রী করার জন্য যে পন্থা সেই পন্থারই তারা বলছেন এই সরকারকে এবং সে ভাবেই বাজেট তৈরী করার জন্য নির্দেশ তাদের মনিবদের। যাদের থেকে ঋণ নিয়েছেন সেই ঋণের শর্ত হিসেবে মনিবদের নির্দেশ তাঁদের বাজেটের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। এবং সেই বাজেটের নিরিখেই যেহেতু রাজ্যের বাজেট সেটা অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন-ছাঁটাইয়ের কোন প্রস্তাবই নেই বাজেটের মধ্যে এবং এই বাজেটের মধ্যে কর্ম সংস্থানের জন্য সামান্যতমও যে কিছু সুযোগ সুবিধা রাখা হয়েছে তাতে আজকে তারা আতংকিত। এই কারণেই তারা এর বিরোধিতা করছেন।

আজকে যে মার্কেটের কথা বলেছেন সেই মার্কেটটার চেহারাটা কি? যদি আমাদের দেশের কল্যাণ তাদের বাজেটটা রচয়িত হতো-তাহলেতো ভালই হতো। কিন্তু সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের দৃষ্টিভঙ্গীটা কি? আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেও তো আমরা দেখেছি সমস্ত কিছু আজকে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিউটরস্-এর হাতে গেছে। কোন কিছুই আমাদের হাতে নেই। যারা বলছেন যে নতুন নতুন কল-কারখানা হবে, এই হবে, সেই হবে বলে-অনেক কিছুই বলছেন মাত্র ২০ শতাংশ মানুষের জন্য কিছু ইলেকট্রনিক্স কলকারখানা গড়ে উঠেছে এই উদারীকরনের নামে। আমাদের দেশের কাঁচামাল লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছে কোন বাঁধা নেই, কোন বাঁধানিষেধ নেই। রাবারের বারটা বাজিয়ে দিয়েছেন। মালয়েশিয়া থেকে সিন্থেটিক রাবার এনে আমাদের দেশের গোটা রাবার শিল্পকে দুর্বল করে দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিটা তারা সৃষ্টি করেছেন। অথচ এই সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ বিরোধীদের মুখ থেকে বের হয়নি।

আমরা দেখছি এই পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বিশ্ব-বানিজ্য সংস্থার চুক্তিকে কার্যকরী করার জন্য, আমাদের দেশের যে কৃষির অবস্থা এবং স্ব-নির্ভর যে অর্থনীতি সেটাকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য দেশের শিল্পগুলকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য কংগ্রেস ও বি, জে, পি এই প্যাটেন্ট অ্যাক্টকে সমর্থন করে পার্লামেন্ট এবং রাজ্য সভায় পাশ করিয়ে দিয়েছেন।

আমরা দেখেছি যে লাভজনক সংস্থা বীমা শিল্প এই বীমা শিল্পকে ১৯৫৬ সালে ন্যাশনেলাইজড করা হয়েছে এবং আমরা দেখছি যে এই বীমা কোম্পানীকে ২০০০ কোটি টাকার মত কেন্দ্রির

সরকার ঋণ গ্রহন করেছেন। এখন তাদের পূঁজি কত-এক লক্ষ কোটি টাকার মত। এটা একটা লাভজনক সংস্থা। সেটাকে বিক্রী করে দেওয়ার জন্য এই যে আই, আর, এ বিল আনা হয়েছে সেই বিলকে সমর্থন করে কংগ্রেস ও বি, জে, পি, আজকে এক সারিতে দাঁড়িয়েছে। এটা দুর্ভাগ্য জনক। থাকবে দেশের স্বনির্ভর অর্থনীতি? কোন কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে? সাড়ে চারলক্ষ খালি পদ অ্যাবোলিশ করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রিয় সরকারের বাজেটে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নতুন করে কর্ম সংস্থানের কোন সুযোগ থাকবেনা। তার প্রভাব কি রাজ্যের বাজেটের উপর পড়বে না? পড়তে বাধ্য যেহেতু ভারতবর্ষের মধ্যে এই রাজ্যটা।

আমাদের রাজ্যে আমাদের সহায় সম্পদ আছে অনেক কিছুই- এটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি। কিন্তু করার সুযোগটা তো কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করে। আমরা দেখেছি মাননীয় বিরোধীদল নেতা যে বক্তব্যটা রাখলেন-গোল বক্তব্যটা উনি কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষেই রাখলেন। কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষে উনি বক্তব্য রাখতে পারেন কিন্তু প্রশ্ন হলো এই রাজ্যের মানুষের উপর তো ট্যাক্স্ বসানোর কোন নির্দেশিকা আমাদের এই বাজেটের মধ্যে নেই। আমরাতো মানুষের উপর ট্যাক্স্ বসাতে পারিনি এবং সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের কেন্দ্রিয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়।

আজকে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে সমস্যা এই সমস্যার মূল কি কেন্দ্রিয় সরকারের ভুল নীতি। তাদের ভুল নীতির জন্যই তো আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আজকের দিনে মূল যে সমস্যা ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা এবং দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি-এই যে জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সেগুলির হাত থেকে উত্তরনের জন্য আমরা চাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে সবাই মলে মিশে একটা পথ বাছুন-যার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের স্বনির্ভর অর্থনীতিটা টিকতে পারে আমাদের দেশ স্ব-নির্ভর হয়ে থাকতে পারে। সেই দিকে না হেঁটে আমরা দেখলাম রাজ্যে রাজ্যে যারা ক্ষমতা ছাড়া হয়েছে, কেন্দ্র থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে তারা আজকে জনগণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে না। কেন হাত ছাড়া হলো তাদের ক্ষমতাটা? একটু শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। মানুষের সমস্যা সম্পর্কে বলছেন এটা রাজনৈতিক বাজেট। বড় অদ্ভুত ব্যাপার। রাজ্যের দশ শতাংশ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই বাজেট তৈরী করা হয়নি। রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগনের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এখানে এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। এই জন্য হয়ত উনাদের ক্ষোভ থাকতে পারে। যে রাজনীতি এই দেশে আরও গরীবের জন্ম দেয় যে রাজনীতি এই দেশের মানুষের অনাহার মৃত্যু ডেকে আনে সেই রাজনীতিকে আমরা সমর্থন করতে পারি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীমানিক দে :— তাহলে কি স্যার আমার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, আপনার আর সময় নেই। সময় শেষ হয়েছে।

শ্রীমানিক দে :— ঠিক্ আছে স্যার, আমি এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— মানগীনাও অক্তামা, মানগীনাও অর্থমন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী থাঙগাই ১৯ তারিখ বিধানসভাঅ যে বাজেট উপহার রীখা রাজ্যবাসিন।

অবাজেটঅ যেভাবে রাও নারীগজাগথা কিংবা যে কক্ কাতাই কাতাই সাজাগথা অম বিশ্বাস খাইজাগনানি মতয়া। তাঙগাইলে চানবা অর যেভাবে ফুনাগথা যে আগামী ২০০০ সালনি বিসিঙঅ অমতাই অমতাই খাইনানি হানাই। তাকালাই যেটা ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বৎসর চলিঅাই তঙমানি জারঅ ফুগজাগথা যে কক্ সামানি বরগ সামুঙঅ খাইয়া। কারণ বিশেষথাই অর একটা জাগাঅ স্পষ্ট ভাবে সাইজাগ তঙঅ-গ্রামীন উন্নয়ণ, ৫৩ নম্বর পেরাঅ। কাহামথাই সাইজাগ "গ্রামীন এবং শহরে জল সরবরাহ, গ্রামীন আবাসণ, গ্রামীন রাস্তাঘাট এবং গ্রামীন কর্ম সংস্থানে অন্তর্গত ১৯৯৮-৯৯ বৎসরে ৫৬টি মার্ক থ্রী টিউব ওয়েল এবং ৪৭৮ টি সেনেটারী ওয়েল ইতি মধ্যেই বসানো হয়েছে। এবং গ্রামীন এলাকায় ১৩৩৮৪ টি ডোমেস্টিক ফিল্টার বন্টন করা হয়েছে। ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালের জন্য ৬০০ টি মার্ক থ্রী টিউবওয়েল ৬০০ টি সেনেটারী ওয়েল এবং ১ লক্ষ ডোমেস্টিক ফিল্টার বন্টনের লক্ষমাত্রা রয়েছে। এগুলি অত্যন্ত মিথ্যাত্মক। অসত্য ভাষণ এটা।" খুব চায়া-সাঅ। কারণ আনি নিজিনি এলাকা গত বৎসর যে ডোমেস্টিক ফিল্টার রীজাগমানি তাবুক পর্যন্ত ৩৫০ টা তঙগাই থাঙখা-মচল। অ এলাকা বাগনানি বাগাই আঠারমুড়া গাঁওপঞ্চায়েত, আশিগড় গাঁওপঞ্চায়েত, জাকেমা গাঁওপঞ্চায়েত এই তিনটা গাঁওপঞ্চায়েতঅ বাগনানি হানাই সেমানি-সিমি রীনানাইমানি তাবুকরয়া। কারণ তাই নাজাগনা মতয়া। তাবুক পর্যন্ত হিরাঅ ২৫০ টার মত ফিল্টার কমিঅাই তঙঅ। পুইতু চাইয়া অঙখাই নিনি মারফতে অঙ রুলাল ডেভেলাফম্যান্ট মিনিষ্টারন কইনানি নাইঅ কিংবা চীফ মিনিষ্টারণ সানানি নাইঅ। ব যদি পুইতু চাইয়া অাঙখাই, কিমতি ইঙকুয়ারী খালাইদি। অ মাসনি ৮ তারিখ আও থাঙগাই হুগাইখা পাবলিক হেল্থ সেন্টারজ-আরতেম ৩০০ টা ফিল্টার। কেবকান নাইয়া, ব্যবহার খাইনানি উপযুক্তয়া। এই ভাবে হাজার হাজার, লক্ষ

লক্ষ রাঙ ক্ষতি খীলাইমানি মুগজাগ তঙখা। কাজেই তাবুকনি অবব এমন অবস্থান অঙনাই। ব সাকা ১ লাখ, একটা ফুইটারা। এক লক্ষ ডোমেস্টিক ফিল্টার বাগনাইক। অমহাইখাই অতাল সাসাআই বরকন ভুলিরিনানি অ নাইসিদি। অমবাই বরকন তাবুক ভুলিরিআই অভয়াইয়া। যদি সাহস তঙখাই ইঙকুয়ারীখাই নাইদি-মুগনাই। তাবুকফান ৩০০ টা ফিল্টার রুজ্জাগ তঙঅ মুগনাই। কীবাই, কেবপাইয়া পাইনানি থাংওয়া। ২০০০ সালনি বিসিঙঅ রীনানি হীনাই কক্ তঙমান অম আংজাক সংস্কৃত অ কক্ তঙঅ " মধু টিষ্টতি জিহ্বাগ্রে দেহু হলাহলম।" চিনি বক্অব তঙঅ সাকালনি বুথুক কীতাই। যে বরক সাকাল তাময়া বরকনি বুথুক আঙখা কীতাই। ঠিক তেমনি সবক অর কাতাম কাতাম সাআই ফুনাগলাই তঙঅ চাঙ হাইখাইনাই হাই সগনাই তামাই। কিন্তু কিচ্ছু বয়া। কিচ্ছু খাইমানয়া বরগ। কারণ ইস্কুল বাহাইখাই চলিআই তঙ চাঙ মুগাই তঙনাইঅ চাঙ পরিষ্কার মুগাই তঙখা ট্রাইবেল উন্নয়ননি ক্ষেত্রে। আনি অরব হাইন চলিআই তঙখা। অাঙ উত্রোভবাড়ী এস-বি স্কুলনি ককন সাআনা। মাত্র খরগবুরাই মাস্টার।" বি-এ পাশ মাস্টার নেই। একটা সিনিয়র বেসিক স্কুলে চারজন টিচার দিয়ে চলে এই সরকারের আমলে। এই অবস্থা চলছে সেখানে " অমহাইখে বাহাই চলিনাবা? একজন বি-এ পাশ কীরাই মাত্র খরগবুরাই। মাধ্যমিক পাশ তাই টুয়েলভ পাশ। তাইকাইসা ভইবা হাইস্কুল আরঅ মাত্র আটজন টিচার। বি-এ পাশ মাস্টাল মাত্র দুইজন। অমবাই বাহাইখাই ইস্কুল চলিনাবা? দেবতামুড়া হাইস্কুল আরব মাত্র ছয়জন মাস্টার। ববাই বাহাই ইস্কুল চলিনাবা? বাহাইখাই আনি ছাত্র পাশ খাইনাই।" এই গভমেন্ট কিভাবে আশা করতে পারে যে ছাত্র পাশ করবে, মাধ্যমিক পাশ করবে?" আর বরগ আচুগাই কক্ কতর কতর সাঅ। অমহাইখে বাউন্তা রীনাই তঙঅ। শুধু লাচিমাসিঙসায়া নবগন নিন্দা খাইজাগনানিসে অঙগাই তঙখা। নিন্দাখাইজাগনাই কক্থাইনে কীমাই থাঙনাইখা। বিনি যে তঙমাঙ চামাঙ খাকামাঙ ওয়ানসাগমাঙ বঠকয়া। তাই কাইসা তোলাসিখর জুনিয়র বেসিক ইস্কুল। আরঅ মাত্র অটজন, বি-এ পাশ দুইজন। অমবাই বাহাইখে ইস্কুল চলিসনানি অথচ নবগ সাই তঙখা" একটি বিদ্যালয়ে মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন এ ডি-সি ভুক্ত এলাকায়। এরকম ২৪৪ টি ইস্কুল আছে। আগামী ১৯৯৯ সনের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই আরও একজন করে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে করবেন কিনা হবে কিনা? আবে তাঙন অমন কোন পরিষ্কার গেরান্টি রীনাই মানয়া। এই ২৪৪ টি ইস্কুল এটা কি দশ বৎসরের জন্য। অনেক দিন রখাই অমতাই চলিনাই অঙঅ। তাবুকব চাকুরী রীআই মানয়া। অংতাই ইস্কুলরগঅ তাবুক মা পড়িয়া আহাইখে বতর বতর সানাই তঙঅ। অমহাইখে ইস্কুল চলিআইমান? মাননীয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী আরঅ একটা ইস্কুল উদ্বোধন খীলাইনানি নাইফুরু এলাকানি জনসাধারণ ডিমান্ড নারীগমানি যে, আনি অং মাস্টার কাহাম রহাদি. টেবিল চেয়ার রহাদি। চাঙাইরগান লেখাপড়ানি সুব্যাবস্থা খীলাই-

বাদি কোন মতে নগ কাভাল ভাঙগাই ইস্কুল উদ্বোধন খাইনানি নাইঅ। থাঙরাগয়া কাবণ নুগাই-তঙঅ এ-ডি-সি এরিয়ানি বিসিঙঅ ট্রাইবেলর গনি বমতাই অবস্থা অঙগাই তঙ। ব অম্ন আচগ তঙগা-ইন সিহরাই তঙঅ। এলাকানি ছাত্রছাত্রী অভিবাবক অভিবাবিকারগবাই বুমজানা কিরিআই উদ্বোদনী খাইনানি কক্ তঙমানি-থাঙরাগয়া। এমন ভাবে ফাকীরাআই তঙঅ। অমতাই আঙবাখে বাহাই:থ চানাই। বরকন অমতাই তাভাল ত্যামগাই সানানাঙ। থাঙমাই বৎসরঅ শিক্ষামন্ত্রী অনিলবাবু সাখা যে, "পাঁচশত ইস্কুল পাকা করার জন্য চিন্তাভাবনা করছে এরা। করম-তলা হাইস্কুল, জলতবাড়ী হাইস্কুল এই ইস্কুলগুলি কি পাকা করার প্রশ্ন উঠে না ? এইগুলি কি এ-ডি-সি এ্যারিয়ার মধ্যে দেবতামুড়া হাইস্কুল মুইতলাঙবাড়ি হাইস্কুল কি এ-ডি-সি এ্যারিয়াতে ছিল ?" অমতাইজাগাঅ বরক পাকা খাইমানয়া তাই প্রাইমারী ইস্কুল খাইনাই অম আঙখা কক্ কাঁভাই সামানি। বুইন বান্দিনানি কক্। 'সমানঅ অ বিধানসভাঅ সামানি তঙঅ যে, আঠারমুড়া জুনিয়র বেসিক ইস্কুল অ থাঙনাইদি আরঅ নগ কাঁরাইখা। "গত ৮ তারিখে যদি যাইতেন মন্ত্রীর নিরাপত্তা বাহিনীও মানুষকে রোধ করতে পারতেন না" ইস্কুল নাবে মত্র। বুমুঙআইজাগ তঙনা সিমিলে ইস্কুল। বেড়া পর্যন্ত কাঁরাই।" এরা পাকা করার কথা বলছেন। তাদের লজ্জা হওয়া উচিত। কাজেই অর শিক্ষামন্ত্রী পাসিআই মাতঙমানি যে আঠারমুড়া ইস্কুলনি সি-আর-পি ক্যাম্প অজাগাঅ সাসিরাআই ইস্কুলন চলিরানানি কক্। কিন্তু আবুক পর্যন্ত খীলাইয়া। সেখান বিধানসভাঅ ব সামানি কক্ তাবুক পর্যন্তসে তয়তালাফি নাইয়া। বসে সাইহঙখিখা আগামী বৎসরঅ নগ কাহাম কাহাম খীলাইমাই। কক্ তাভাল সাআই তাই ভুলিরানানি তা নাইসিদি। অমবাই চালিয়া।

মিঃ স্পীকার :— রতিবাবু কনক্লুড করুন, কনক্লুড করুন। আপনাকে সময় বেশী দিয়েছিত। অ চ্ছা আ চ্ছা ঠিক আছে আপনি আরও দুই মিনিট বলুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— ঠিক আছে তাইকাইসা কক্ মিয়াঅ নগেনবাবুনি এলাকা অম্পীঅ হাজার খানেক বরক মাইমাচায়ানি বাগাই ভুখা মিছিলখাই ১০-১২ কিলোমিটার হিমাই টাউনঅ ফাইসকাইখা। অ ভুখামিছিলন বাহচাল খাইমানি বাগাই সরকারনি দলনি বরকরগ ঠাকুরচাঁদ রুদ্র পাল বয়স ৪৮ বন বখরগঅ তগখারাই রাখা। প্রচার খীলাইখা কংগ্রেস যুব সমিতিনি মিছিলঅ তানলাই তঙঅ নরগ মিছিলঅ তা থাঙদি। নরগ তা থাঙদি, আরঅ থাঙখাখে রাঙ মানগীলাক মাই মাচগীলাক। মিয়া অমহাইখে প্রচার চলিআই তঙঅ। অম মিয়ানি ঘটনা। "অস্বীকার করতে পারবেন আপনারা।" জাগাজাগাঅ অমতাই ভুখামিছিল চলিআই তঙঅ। শুধু অম্পীঅয়া। অমসে বরক অর কাহাম কাহাম কক্ সাআই তঙঅ। অম আঙখা দুর্গাসিলে বাখাই।" মাকাল ফল আরকি।

দেখতে সুন্দর কিন্তু ভেতরে কিছুই নাই।' অবনিবাগীইন অ বাজেটন বরক পুইতু চালিয়া। ত্রিপুরা রাজ্যনি ২৮ লক্ষ পাহাড়ী বাঙালী বরগন তাই পুইতু চালিয়া। একটা দৃষ্টান্ত রীআনী পর্ণমনি গাঁও পঞ্চায়েতনি প্রধান বরগনি চেয়ারম্যান বাসুদেব কলইনি রুদ্ধ।" একশ ছুইশ মা চৌদ্দশ মেগেওইজ তারমধ্যে একশত পঞ্চাশ মেগেওইজ বাদ দিয়ে বারশ পঞ্চাশ মেগেওইজই পকেটস্থ।" তাবুক কমাণ্ডার জীপ পাঅই কয়লাশহরজ বহরাই তঙথা অমরাইথে কীবাঙমা চাঅই তঙবাইথা। অমরগবুঝি বরগ সিয়া, সিঅইব সিয়া। বাহাইথে এ-ডি-সি এলাকাঅ শিক্ষা রীআই-নানেসিনাই? বরক অব আচুগ আচুগাই কাহাম কক্ সাঅ রাস্তা রীনাই ইস্কুল রীনাই। মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেমানঅ ৯৮-৯৯ রাঙ বছরঅ কাহাম কাহাম কক্ সাকা কিন্তু বিনি ককবাই সামুঙ কীথায়া। তাইকাইসা ঘটনা বিশেষথাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারনি মন্ত্রী তাম থীলাইথা কো-অপারেটিভনি মাধ্যমে নকলি পাটম্মানি তাবুক পাইলয়া। তইহু অম্পীনি বরকরগ খুব কম দামে নকলি ফাজাই কীলাঙবাইথা। পাইম.ই কীরাই। কোঅ-পারেটিভনি মাধ্যমে পাইজাগসিয়া। মাত্র এক টাকা রগথাইসে খা ফালসিঅ। অতভাইথাই ট্রাইবেলনি ক্ষতি থাইনানি সিমিসে বরক উন্মাদ। উন্নতি থাইনানি বক্ বরকানি বথরগঅ হাবয়া। হাইথে অমতাইহাই বরকন চাঙ বাইথে উয়ানগমাননাই।

মিঃ স্পীকার :— রতিবাবু আপনাকে অনেক সময় দিয়েছি আপনি বসুন। নাহলে আমি কিন্তু এক্সপাঙ করে দেব। আপনি বসুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার আর একটা বিষয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্যার। উচ্চ শিক্ষার জন্য এখানে ২৫ জন মেধাবী ছাত্রকে বাছাই করবে। কি রকম মেধাবী ছাত্র বাছাই করবে এরা? এইবার টি-সি-এস, টি-পি-এস পরিষ্কার বুঝা গেল। যারা ছোটবেলা থেকে ইংলিশ মিডিয়ামে এম-এ পাশ করেছে, যারা অনার্স নিয়ে ইকনমিক্স পাশ করেছে তাদেরকে নেওয়া হচ্ছে না সেখানে। তাদের অপরাধ এরা করে যুব সমিতি, কংগ্রেস, টি-এন-ভি " অমদা বঙনি অপরাধ। অমতাইথাই ট্রাইবেলনি উন্নতিনি কক্ সাঅই, ট্রাইবেলন সান্দিনানি খা তা থাইদি। কাজেই আঙ আশা থাঅ অমতাইকাগন সংশোধন থাইঅই তুবুইফাইথীলাই চাঙ গসিঅই ন'ইমানানী। হাইযাথে গাসঅই নাইমানগীসাক। কারণ অমন গসিঅই নাথাথীল ই ২৮ লক্ষ জাতি উপজাতি পাহাড়ী বাঙালী বরকন ফাকী রীমানি কীলাইনাই। বরগবাই বিশ্বাসঘাতকতা থাইমানি কীলাইনাই। আসাগ সাঅইন আনি কক্ অরন মীথাকথা ধন্যবাদ।

—: বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৯ তারিখ মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেখানে শুধু সুমধুর ভাষণ দিয়ে ভোলে ধরা হয়েছে। এটা আমার কাছে বিশ্বাস যোগ্য বলে মনে হয়নি। কেননা

এখানে দেখানো হয়েছে যে, আগামী ২০০০ ইং সালের মধ্যে বিভিন্ন রকম কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। কিন্তু দেখা গেছে চলতি ১৯৯৮-৯৯ ইং সালের অর্থ বছরে তাদের যে সব প্রতিশ্রুতি ছিল তা বাস্তবায়ণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে এখানে ৫৩ নম্বর পেরায় সুস্পষ্ট করে উল্লেখ আছে যে, গ্রামীন এবং শহরে পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট, গ্রামীন আবাসন এবং গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১৯৯৮-৯৯ ইং বর্ষে ৫৬ টি মার্ক থ্রী টিউবওয়েল এবং ৪৭৮ টি সেনেটারী ওয়েল ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে গ্রামীন এলাকায় ১৩৩৭৮টি ডমেষ্টিক ফিল্টার বন্টন করা হয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ সালের জন্য ৬০০ টি মার্ক থ্রী টিউবওয়েল, ৬০০ টি সেনেটারী ওয়েল এবং ১ লক্ষ ডমেষ্টিক ফিল্টার বন্টনের লক্ষ্য মাত্রা রয়েছে। এগুলি অসম্ভব। কারণ আমার নিজের এলাকায় গত এক বৎসর যে ডমেষ্টিক ফিলটার-গুলি বিতরন করা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে ৩৫০ টি ফিলটার অকেজো হয়ে পড়ে আছে। গত বৎসর থেকে আঠারমুড়া গাঁও পঞ্চায়েত, আশিগড় গাঁও পঞ্চায়েত এবং সালেমা গাঁও পঞ্চায়েতগুলিতে ফিলটার বন্টন করার জন্য পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু এখনো বন্টন করা হয়নি। এখনও কিল্লায় ২৫০ টার মত ফিলটার অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। বিশ্বাস না হলে আপনার মাধ্যমে মাননীয় রুর‍্যাল ডেভেলাপম্যান্ট মিনিষ্টার কিংবা মাননীয় চীফ মিনিষ্টারকে তদন্ত করে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। এ বৎসর আট তারিখে আমি নিজে সেখানে গিয়ে দেখেছি যে পাবলিক হেলথ সেন্টারে ৩০০টি ফিলটার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কেউ নেয়নি এবং ফিলটারগুলি ব্যবহারের অনুপযুক্ত। এই ভাবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় হচ্ছে। কাজেই এবারের অবস্থাও তাই হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন ১লক্ষ ডমেষ্টিক ফিলটার বন্টন করা হবে। এই ভাবে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনসাধারণকে আর বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। এভাবে অল্পকাল মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় না যদি সাহস থাকে তাহলে ইনকোয়ারী করুন। এখনো ৩০০টি ফিলটার অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। ২০০০ সনের মধ্যে ফিলটার বন্টন করা হবে এটা অসত্য। সংস্কৃতে আছে "মধু মিষ্টাত জিহ্বাগ্রে দেহ্ হলাহলম" -কথায় আছে ডাইনির মুখ খুবই মিষ্টি। ঠিক তেমনি তাঁরা ও এখানে অনেক কিছু করা হবে বলে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছেন। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হচ্ছে না। গ্রাম পাহাড়ের স্কুলগুলি কিভাবে চলছে আমরা সবাই জানি। আমরা পরিস্কার ভাবে জানি উপজাতিদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে। আমার নিজের নির্ব্বাচনী এলাকায় উত্তোকবাড়ী এস, বি, ইস্কুলের কথাই বলছি। যেখানে মাত্র চারজন মাষ্টার। এরমধ্যে একজন বি-এ পাশও নেই মাত্র চারজন শিক্ষক মাধ্যমিক পাশ ও টুয়েলভ পাশ শিক্ষক দিয়েই স্কুল চলছে। একটা সিনিয়র বেসিক স্কুলে চারজন টিচার দিয়ে চলতে পারে ? এই সরকারের আমলেই হয়তো চলতে পারে। সেখানে আর একটা হাইস্কুল আছে তৈবা হাইস্কুল সেখানে আটজন শিক্ষক আছেন। তার মধ্যে মাত্র বি-এ পাশ দুইজন। দেবতামুড়া হাইস্কুল ওখানেও

ছয় জন শিক্ষক আছেন। সে ছয়জন শিক্ষক দিয়ে কিভাবে স্কুল চলবে ? এই অবস্থায় আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে পরীক্ষা পাশ করবে ? এই সরকার কিভাবে আশা করতে পারেন যে, ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করবে ? উনারা এখানে বসে বড় বড় কথা বলে ভাওতা দিচ্ছেন। শুধু লজ্জা নয় আপনাদেরকে নিন্দা করার মত ভাষা পর্যান্ত আমি ভুলে গেছি। আপনাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই। আর একটি তুলাশিখর জুনিয়র বেসিক স্কুল। সেখানে মোট আটজন শিক্ষক আছেন। তারমধ্যে মাত্র বি-এ পাশ দুইজন। অথচ এখানে বলেছেন যে "একটি বিদ্যালয়ে মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন এ, ডি, সি ভুক্ত এলাকায়। এই রকম ২৪৪টি স্কুল আছে। আগামী ১৯৯৯ সনের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আরও একজন করে দেওয়ার চিন্তাভাবনা আছে। করবেন, কিন্তু আদৌ হবে কি না ? তারও পরিস্কার কোন গ্যারান্টি নেই। এই ২৪৪টি স্কুলকি গত বৎসরের জন্য ? অনেক দিন থবেই এই অবস্থা চলছে। এখনো শিক্ষক নিয়োগ করতে পারেনি। এরকম অনেক স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শুধু এখানে বসে বড় বড় কথাই বলছেন। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। এভাবে কি স্কুল চলতে পারে ? সেখানে মাননীয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী একটা স্কুল উদ্বোধন করার কথা ছিল। এলাকার জনসাধারণের দাবী ছিল ভাল মাষ্টারমশাই এবং টেবিল চেয়ার দিয়ে লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। কোনমতে একটা স্কুল ঘর নির্মান করে উদ্বোধন করতে চেয়েছিলেন। সে ভয়ে এখন সেখানে তিনি যেতে চাইছেন না। কারণ জনসাধারণ দেখেছে এ, ড সি এরিয়ার মধ্যে ট্রাইবেলদের কি অবস্থা। উনি এখানে বসেই সব খবর নিচ্ছেন। তাই এলাকার ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের ভয়ে উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন না। এই ভাবে ফাঁকি দিচ্ছেন। এভাবে জনগনকে কেন মিথ্যা বলছেন ? গত বৎসর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অনিলবাবু বলেছিলেন যে "পাঁচশত স্কুল পাঁকা ঘর নির্মান করার জন্য চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে" করমতলা হাইস্কুল, জলকবাড়ী হাইস্কুলগুলি কোন পাঁকা ঘর নির্মান করার প্রশ্ন উঠেনা ? এগুলি কি এ, ডি, সি এরিয়ার মধ্যে ? দেবতামুড়া হাইস্কুল মুহুতুলাউ হাইস্কুইকি এ, ডি, সি এরিয়াতে ছিল এইসব জায়গাতে স্কুলগুলিকে পাঁকা ঘর নির্মান করতে পারেন না। আর প্রাইমারী স্কুলকে পাঁকা ঘর নির্মান করবে এটা হচ্ছে মিথ্যা আশ্বাস মাত্র। গত বৎসর আমি এই বিধানসভার বলেছিলাম যে, আঠারমুড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলে স্কুল ঘর নেই।" গত ৮ তারিখে যাদ যেতেন মন্ত্রীর নিরাপত্তা বাহিনীও মানুষকে রোধ করতে পারতেন না।" নামে মাত্র স্কুল। বেড়া পর্য্যন্ত নেই। তবুও তারা বলছেন পাঁকা ঘর নির্মান করার কথা। তাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ। এখানে শিক্ষামন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, আঠারভোলা স্কুলের সি, আর, পি, এফ ক্যাম্প অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে স্কুল চালু করা হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে না। আর উনি এখন বলছেন আগামী বৎসর ভাল স্কুল ঘর তৈরী করবেন। মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। এই ভাবে চলবে না।

মিঃ স্পীকার:— রতিবাবু কনক্লুড করুন, কনক্লুড করুন। আপনাকে সময় বেশী দিয়েছিতো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি আরও দুই মিনিট বলুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া:— ঠিক আছে। গতকালকে নগেন্দ্রবাবুর এলাকা অম্পিতে হাজার হাজার লোক ১০-১২ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে ভুখা মিছিল করে টাউন পর্যন্ত এসেছে। এই ভুখা মিছিলকে বানচাল করার জন্য ক্ষমতাসীন সরকারের গুণ্ডা বাহিনী ঠাকুরচাঁদ রুদ্রপালকে বয়স আনুমানিক ৪৮ বৎসর তার মাথায় আঘাত করা হলো। তারপর প্রচার করা হল যে, কংগ্রেস যুবসমিতির মিছিলে আক্রমন করা হয়েছে। অতএব আপনারা মিছিলে যাবেন না। ওখানে গেলে টাকা পাবে না ভাত পাবে না। গতকালকে এই ভাবে প্রচার চলছিল। অস্বীকার করতে পারবেন আপনারা? জায়গায় জায়গায় এই রকম ভুখামিছিল চলছে। শুধু অম্পিতে নয়। আর এখানে বসে আপনারা ভাল ভাল কথা বলছেন। এটা ই হচ্ছে মাকাল ফল। দেখতে সুন্দর কিন্তু ভেতরে কিছুই নেই। এর জন্যই এই বাজেটকে জনগণ আর বিশ্বাস করতে চাইছে না।

এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি পার্শ্বমনি গাঁও পঞ্চায়েতের প্রধান আপনাদের চেয়ারম্যান বাসুদেব কলই এর সম্বন্ধে। একশ দুইশ না চৌদ্দশ মেগেওইজ তার মধ্যে একশত পঞ্চাশ মেগেওইজ বাদ দিয়ে বারশ পঞ্চাশ মেগেওইজ পকেটস্থ। এখন কমাণ্ডার জীপ কিনেছে। এখন এই ভাবে খাওয়া খাওয়ী চলছে। এসব উনারা জানেন না? জেনেও জানেন না। কি করে এ. ডি. সি এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে। আর এখানে বসে বসে বলছেন রাস্তা হবে, ইস্কুল হবে।

গত বৎসর মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৯৮-৯৯ অর্থবর্ষে যেসব ভাল ভাল কথা বলেছিলেন তাঁর কথায় ও কাজে কোন মিল নেই।

আর একটা কথা বিশেষ করে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্বন্ধে কো-অপারেটিভ-এর মাধ্যমে ফুলঝাড়ু ক্রয় না করার ফলে ওইত অম্পির জনগনের খুব কম দামে মাত্র এক টাকার বিনিময়ে প্রতিটি ফুল ঝাড়ু জলের দরে বিক্রি হচ্ছে। এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। উন্নতি করার কথা তাঁদের মাথায় নেই। সুতরাং আমরা তাঁদের কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি?

মিঃ স্পীকার:— রতিবাবু আপনাকে অনেক সময় দিয়েছি আপনি বসুন। নাহলে আমি কিন্তু এক্সপাঞ্জ করে দেব। আপনি বসুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া:— স্যার, আর একটা বিষয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্যার। উচ্চ শিক্ষার জন্য এখানে ২৫ জন মেধাবী ছাত্রকে বাছাই করবে। কি রকম মেধাবী ছাত্র বাছাই করবে এরা? এই বার টি, সি, এস, টি, পি, এস পরীক্ষায় বুঝা গেল। যারা ইংলিশ মিডিয়ামে এম, এ পাশ। যারা অনার্স নিয়ে ইকনমিক্স পাশ তাদেরকে নেওয়া হচ্ছে না সেখানে। তাদের অপরাধ এরা করে

যুব সমিতি, কংগ্রেস, টি, এন, ভি। এটা কি তাদের অপরাধ? এভাবে ট্রাইবেলের উন্নতির কথা বলে ট্রাইবেলদের ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। কাজেই, আমি আশা করব এইগুলিকে সংশোধন করা হলে আমরা অবশ্যই এটাকে সমর্থন করব। তা না হলে সমর্থন করতে পারব না। কারণ এটাকে স্বীকার করা মানে ২৮ লক্ষ জাতি উপজাতি, পাহাড়ী বাঙ্গালী সব অংশের মানুষের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করার সামিল। এইটুকু বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য জয়গোবিন্দ দেবরায়। দশ মিনিট।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :— (রাধাকিশোরপুর) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়। গত ১৯ শে মার্চ ৯৯ ইং তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এই সভায় পেশ করেছেন আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার আলোচনা শুরু করছি। আপনারা তো বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা আসল কথা তো বলেন না, আচ্ছা যাক্। আজকে এই বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে আমি যে জিনিসটা বলতে চাইছি, আমাদের দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর যে নিয়ম এবং নীতি, সেই নিয়ম নীতি অনুযায়ী রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের আর্থিক নীতির উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। এবং কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি নির্ধারন করেন সেই নীতির উপরই নির্ভর করে রাজ্যগুলির উন্নয়নের দায়দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকেই বহন করতে হয়। বিভিন্ন রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা যে উন্নয়ন সেটাকে কেন্দ্রীয় সরকারকেই বহন করতে হয়। যেমন আমাদের রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা এতই দুর্বল যে ৫১ বছর পরে কেন্দ্রীয় সরকার গোটা উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের জন্য, আর যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য যে ন্যূনতম ধ্যান দেওয়া সেটাও তারা করেনি। করেনি বলেই আমাদের রেলের জন্য চিৎকার করতে হচ্ছে, দাবী জানাতে হচ্ছে। এত বছর পরে আগরতলা পর্যন্ত রেল, আসার একটা চেষ্টা হচ্ছে। অথচ যোগাযোগ ব্যবস্থার যদি উন্নয়ন না ঘটে তবে রাজ্যের উন্নতি হতে পারে না। আমরা বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যখন আমাদের রাজ্যের যে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, মাটির নিচে গ্যাস তেল এইগুলিকে ব্যবহার করে এবং গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কলকারখানা গড়ার জন্য যখন দাবী জানিয়েছি তখন কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, "এখানে রেল নেই শিল্প হবে না" রেলের জন্য গেলে পরে অর্থ নেই হবে না। এই যে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্লক সেট আমাদের রাজ্যকে অনেক পিছিয়ে রেখেছে। এখন যে সরকার ৯১-৯২ সাল থেকে ৯৯ সাল পর্যন্ত যে আর্থিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে চলছে বিগত যে কংগ্রেস নরসীমা রাও-এর আমল থেকে যে আর্থিক উদারী করনের নীতি গ্যাট্ চুক্তি, বিশ্ব বানিজ্য চুক্তির মধ্য দিয়ে যে আর্থিক নীতির মূল কথাটি হল অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চেঞ্জ করে দিতে হবে। নিয়ন্ত্রণ অর্থনৈতিক রাখা চলবে না। বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে আমাদের দেশে অবাধে বানিজ্য করার সুযোগ তুলে দিতে

হবে। বিশ্ব ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সেই সর্ত অনুযায়ী আমাদের দেশে গরীব মানুষ যারা রেশনে ভুর্তুকি দিয়ে রেশনের খাদ্য খায় সেই ভুর্তুকি তুলে দিতে হবে। যে সমস্ত শিল্প কারখানা আছে এইগুলিকে রুগ্ন ঘোষণা করে সেটা বন্ধ করে দিতে হবে এবং শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রকে সংকোচিত করতে হবে এবং বেসরকারীকরন করতে হবে। এই আর্থিক নীতির উপর নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকার তারা পেটেন্ট বিল পাশ করিয়েছে কংগ্রেসের সহযোগিতায়। এবং বীমা শিল্পকে বেলকো কোম্পানীকে বেসরকারীকরনের জন্য তার যে শেয়ার শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ারকে বিদেশের বহুজাতিক সংস্থাকে তোলে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত চলছে। আমাদের রাজ্যে যে গ্যাস এবং তেল আছে যে পরিমান কুটির শিল্প আছে এবং যে পরিমান বাঁশবেতের শিল্প আছে তার সারা দেশে কদর আছে। এই জিনিষগুলিকে বহন করে ও অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যে দরকার সে ব্যবস্থা না থাকাতে ব্যবসায়ীরা লাভ করতে পারছে না।

কিন্তু তার চাহিদা আছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যেহেতু যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, যোগা-যোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে রাজ্যের উন্নয়ণ হচ্ছে না। আজকে বিদায় নীতিকে অবলম্বন করে আপনারা দেখেছেন বিরোধী সদস্যদের বলব আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কয়েকদিন আগে তিনি সমস্ত রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের ডেকে বললেন যে, বিদায় নীতির মাধ্যমে কর্মচারীদের বিদায় করে দিতে হবে বললেন। গোল্ডেন হ্যান্ডশেক-এর নামে তাহলে পরে আর্থিক দিক থেকে সুবিধা হবে। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। এই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের উন্নয়নের জন্য তাদের যে পরিকল্পনাটা এটা কেন তারা করছেনা? তাদের যে জায়গায় চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন তারা সেই জায়গায় করছেনা। তাদের রাজ্যের উন্নয়নের জন্য সেখানে আরও বেশী করে টাকা আনা প্রয়োজন সেই জায়গায় এই দাবি না করে শুধু বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা এটা আসলে ঠিক হয়না। তাতে জনগণের যে মুলদাবি জনগণের যে আশাআকাঙ্খা সেটাকে আপনারা পদদলিত করছেন। আমাদের রাজ্যে যে বাজেট পেশ হয়েছে, সেই বাজেটের মধ্যে রাজ্যের মানুষের উপর কোন কর ধার্য্য করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন ১২ হাজার কোটি টাকার উপরঘাটতি বাজেট। সেই বাজেট পেশ করার আগেই তারা একদফা ঐ রেশনের চালের দাম, গমের দাম, বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ যে জিনিস ব্যবহার করে সেই দ্রব্য মূলের উপর তারা কর ধার্য্য করে মানুষের পকেট কেটে তাদের ঘাটতি বাজেট পূরণ করার চক্রান্ত তারা করেছে। বিশ্ব ব্যাংক থেকে যে অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার নিচ্ছে তার বোঝা সারা দেশের মানুষের উপর পড়ছে।

এই ঋণ করতে গিয়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী জীবিত কালে তিনিও দেখেছেন যে বিশ্ব ব্যাংক থেকে টাকা নেওয়া অর্থ দেশের মানুষকে ঋনের জালের আষ্টে পাষ্টে বেঁধে দেওয়া। এই বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে গিয়ে ব্রাজিল, মেক্সিকো, তাদের দেশে যে দুরবস্থা হয়েছে. ব্রাজিলের ৮০ শতাংশ টাকা এই বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য তাদের ব্যয় করতে হয়? মেক্সিকোর ব্যয় করতে হয় ৫৮ শতাংশ টাকা আজকে পেরুতে বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে তাদের দেশের প্রায় পাঁচ লক্ষ শিশু না খেতে পেয়ে তারা মারা গেছে। আজকে আমাদের দেশে সেই বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে সেই শর্ত গ্রহন করে আমাদের দেশটাকে দেউলিয়ায় পরিনত করার যে চক্রান্ত চলেছে তার বিরোধ আমাদের সকলের। দলমত নির্বিশেষে যে জায়গায় প্রতিবাদ করা উচিৎ সেখানে বিরোধীদের যে নীরব ভূমিকা এবং সভাকে ধামাচাপা দেওয়ার যে চেষ্টা সেটা খুবই দুঃখজনক। তাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের জন্য দরিদ্র মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেট সত্যি দরিদ্র মানুষের কল্যাণে লাগবে। এবং এটা রাজ্যের মানুষের উপকারে আসবে। এই বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় কুমার রাংখল মহোদয়। সময় ১০ মিনিট।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল (কুলাই) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৯৯ সালে ২ হাজার যেখানে বাজেটের অর্থমন্ত্রী মহাশয় পেশ করেছেন সেখানকার অনেকটা জায়গায় আমার মনের প্রশ্ন হল যে কতগুলি ডেভেলাপমেন্ট পয়েন্টগুলি এখানে নির্দিষ্ট ভাবে আলোচনা হয়নি। এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন পেজ ২, প্যারা ৪ এর মাঝখানে যে Substation and deprivation among the use and creat condition for instabiliiy in the reason. এই লাইনটা খুব ইমপরটেন্ট এবং আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রীও এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, ইন্সটেবিলিটি মনে আমাদের কোন সুস্থতা এখন নেই। সবখানে বাজেটে টাকার সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এখানে নির্দিষ্ট ভাবে কি পদক্ষেপ নিবেন এই জিনিষটার এবসেন্স আমি মনে করি। কারণ আমাদের পপোলেশন হল প্রায় ৩০ লক্ষ। তার মধ্যে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ এটা আমাদের কর্মচারীর বেতনে যায়। বাদ বাকি ডেভেলাপমেন্টের কি হবে তার কোন উল্লেখ নেই। এখন এটা কি কারণে এই জিনিষ এবিলিটি এটার আলোচনা ঠিক মত হয়নি। এখানে বলার চেষ্টা করা হল যে উগ্রপন্থী এবং কমিউনিকেশন এই সব। কিন্তু আমাদের রিসোরসেও যদি যৎকিঞ্চিৎ হাতে আসে সেগুলি যদি মেটেরিয়েলাইজ ঠিক ভাবে হয় ডেভেলাপমেন্ট হয় এবং এই পঞ্চায়েত সিস্টেম এবং রাইন সিলেক্টেড মেম্বারস এটা যদি এলিমিনেইট করিয়ে এবং সুষ্ঠুভাবে সিস্টেম ওয়াইজ যদি করা হয় তবে আমার মনে হয় এটা ঠিকভাবে কার্যকরী হবে। এখন বর্তমান যেটা সিস্টেম আছে সেটাকে কোন লাইবিলিটি নেই স্যার। কাজেই, যেখানে কোন লাইবলিটি নেই সেখানে আমি না হই বা যে কোন লোক হোক

তারা এর সুযোগ নেবে এবং এই অবস্থায় তাদের সুযোগ নেই। জনসাধারণের যা প্রয়োজন সেটা ঠিকমত বন্টন হয় নাই এবং ইনসারজেনসির ব্যাপারে এখানে আলোচনা করা আছে পেইজ ৫-১২

এখানে ইনস্যারজেন্সির ব্যাপারেও এখানে মোটামুটি আলোচনা হয়েছে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্যাকেজ এর ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন সেই প্যাকেজটা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যদি উগ্রপন্থীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে বা আত্মসমর্পণ করে তাহলে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে প্যাকেজ অনুযায়ী দেখা গেছে আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের পূনর্বাসন হোক বা বিচার হোক এই বিভেদ অন্য রাজ্যের সঙ্গে মিল নেই। এ, টি, টি এফ, এর অনেকজন আত্মসমর্পনকারীরা এখনও পূনর্বাসিত হয়নি। যারজন্য অনেকে আবার বিভিন্ন পর্যালোচনায় রেখেছে। কাজেই আমার মনে হয় যে জম্মুকাশ্মীরে, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সমন্বয়ে যে প্যাকেজ আছে আর আসামে প্যাকেজ-এর সঙ্গে আমাদের ত্রিপুরার প্যাকেজটা কি কোন মিল আছে কিনা এখানে কোন উল্লেখ নেই। এখানে বলা হয়েছে যে এত সংখ্যা আমাদের সৈন্য লাগবে ঠিক আছে, সৈন্য প্রয়োজন আছে। কিন্তু সৈন্য দিয়ে সৈন্য, অস্ত্র দিয়ে অস্ত্র শুধু হবে কিনা এটা যদি সরকারী ভাবে ধরে দেওয়া চেষ্টা করে এবং এইভাবে যদি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে টাকা নেওয়ার প্রচেষ্টা চলে তবে আমার মনে হয় সমাধান নাও হতে পারে। কাজেই কেন এই ইনস্যারজেন্সি আছে অনেকবার আলোচনাও চলে এই বিধানসভার কক্ষে। আমাদের অকিঞ্চিত অতীত অভিজ্ঞতা থেকে অজানা নয় এবং আমরা জেনে এটা অবকাশ করি কিন্তু এই সব দাবী-দাওয়া বাস্তবে ঠিকভাবে কার্যকরী হয় না। এখানে একতরফা নিজেরা যদি খেয়ালখুশি চিন্তা করা হয়ে থাকে তবে ত্রিপুরার অশান্তি আমরাই আহ্বান করছি। কাজেই আমাদের একটা গুরুদায়িত্ব যে যা কিছু আমরা করি এটা অনেষ্টলি যদি করি আমার মনে হয় এটা সমাধান হতে পারে। কিন্তু নিজের স্বার্থে এবং সরকার বা প্রার্থীর স্বার্থে যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমাদের শান্তি থাকবে না ত্রিপুরাতেও। যারফলে আমরা অশান্তির জন্য এটা আহ্বান করা সমান হবে। কাজেই আমাদের সরকারের যে রিসোর্স এবং যা কিছু আমাদের রিসোর্স আসে, সেটা যদি আমরা জনসাধারণের জন্য দেয় তাহলে আমার মনে হয় এটা খুব লাভবান হবে এবং এখানে ত্রিপুরা যে রির্জাভ ফরেষ্ট সেটা পৃষ্ঠা ১২ প্যারাতে ৩৩-এ রিজার্ভ ফরেষ্ট-এর ব্যাপারে উল্লেখ করা আছে। তাছাড়া যে সবুজ শাক শাকসজির জন্য কনডাক্টরি একটা পয়েন্ট আছে সেটা হল আর এফ-এর ভিতরে ননফরেষ্ট্রি ফিসেস করা চলে না সেটা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রিয়েলাইজ-এর জন্য কি করা আছে এখানে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ নেই। যদি ৬৩ ও ৬৭ শতাংশ যদি আর এফ হয়ে থাকে তবে এই ব্যাপারে ও যদি রাজ্য সরকার দরকার হলে সুপ্রিম কোর্ট ইত্যাদি মোভ করতে পারে যে অন্য রাজ্যের এত শতাংশ লোক কোন রাজ্যতে রির্জাভ-এ নেই। ত্রিপুরার আয়তন ও জনসংখ্যা যদি হিসাব করি তাহলে

এখানে থাকার কোন জায়গা নেই। এখানে উপজাতি জুমিয়াদের আমরা যদি ঠিকভাবে উন্নয়ণ করার চেষ্টা করি এবং যারা আর. এফ এর আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা নন্ আর. এফ-এ আনতে পারছিনা। যেহেতু জায়গা নেই।

আমরা যদি এ সব ইউজ করি, তাহলে আমাদের যে ইকনমি প্রব্লেম আছে তা দূর হবে। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বাজেটের মধ্যে তার কোন প্রভিশান রাখা হয়নি।

স্যার, তারপর আমি আসছি, পানীয় জলের ব্যাপারে। ট্রিটমেন্ট অব ওয়টারতো একসঙ্গে সব জায়গায় একই সময়ে শুরু হতে পারে না। খারাপ জল পান করে অনেক মানুষ মারা যায়। গত মাননীয় আর. ডি, দপ্তরের মিনিষ্টার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, ' না খেয়ে কেহ মারা যায়নি " তাহলে কি করে মৃত্যু হলো? বলেছেন, ডাইরিয়ার মারা গেছে। এই ডাইরিয়াতো জলের পিউরিটির অভাবেই হচ্ছে। আমাদের পাহাড়ী এলাকার বাড়ীর ভেতরে ছোট ছোট কুয়া থেকে আমরা জল পানের জন্য জল তুলি। জল পান করতেও ভাল লাগে। পরিস্কার জল। টেষ্ট আছে। এই রকম করতে পারলে আমার মনে হয় ভাল হবে। স্যার, তারপর আছে, ভিলেজ আইডেন্টিফিকেশন। এখানে ডিস্ট্রেস পকেট কোন সিস্টেমে আইডেন্টিফাই করা হয় তা আমাদের জানা নেই। এখানে অনারেবল মেম্বার প্রস্তাব এনেছিলেন, এ ডি সি. এলাকায় যদি ডাবল রেশন দেওয়া হয় কিংবা ফ্রী কষ্টে রেশন দিতে পারলে ভাল হয় অন্ততঃ লীন পিরিয়ডের জন্য সাবসিডিওয়েতে। লীন পিরিয়ড হচ্ছে, সারা বছর নয়। বছরে ৩ / ৪ মাস লবণ, চাল ও ডাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এখানে ডিস্ট্রেস পকেট করে কাজ বেশী দেওয়া হচ্ছে। ডিস্ট্রেস পকেট নিজের ইচ্ছামত করা যায়। আমবাসার মধ্যে রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায় লাইলা পাড়া বলে একটি পঞ্চায়েত আছে। সেখানে ১০০ পরিবারের মধ্যে পারসিয়েলি কিছু পরিবারকে ডিস্ট্রেস পকেটের আওতায় আনা হচ্ছে। এতে দল-বাজী হচ্ছে। নিজেদের সংগঠনের লোক দেখে নেওয়া হচ্ছে। এই ভাবে যদি আডমেনিষ্ট্রেশন চলে, তাহলে শান্তি আসবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্লীজ কনক্লুড করুন।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল :— স্যার. পরিশেষে আমি বলছি, রাবার প্লান্টেশানের ব্যাপারে। রাবার প্ল্যান্টেসনের জন্য বাইরে থেকে ফোর পারসেন্ট এবং আরো ৫ পারসেন্ট ধরে মোট নাইন পারসেন্ট করে দেওয়া হয়। এই রাবার প্ল্যান্টেশান স্কীমটি খুবই ভাল।

এখানে লাষ্টে এস. টি, ষ্টুডেন্টসদের জন্য যে হোস্টেল আছে সে সম্পর্কে বলে শেষ করছি। এই হোষ্টেলের স্টুডেন্টসদের ১৫ টাকা করে পার ডে দেওয়া হয়। এবং এই টাকা থেকে টেন পারসেন্ট কেটে নেওয়া হয়। এটা অ-জেকশেনেবল।

সবশেষে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আপীল করব যে বাজেট পেশ করা হয়েছে এটা ঠিক আছে, বাজেট থাকুক। বাজেট না থাকলে তো রাজ্যের কোন উন্নয়ণ হবে না। তবে বাজেটের কয়েকটি ক্ল্যারিফিকেশান এবং মোডিফিকেশান যদি থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা অপোজিশনের পক্ষ থেকে সাপোর্ট করব। কিন্তু এ্যাগজিষ্টিং যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেটাকে আমরা সাপোর্ট করতে পারছি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী। সময় ১০ মিনিট।

শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী (সাক্রম) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৯ শে মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে ১৯৯৯-২০০০ ইং সালের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। ত্রিপুরা রাজ্যের জন সংখ্যার যে কম্পোজিশান এখানে উপজাতি ছাড়া যারা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষ এবং বাংলাদেশ থেকে আগত উদবাস্তু এই উভয় অংশের অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়ণ, পরিকাঠামোগত উন্নয়ণ এবং সামাজিক উন্নয়ণ দীর্ঘদিন যাবৎ অবহেলিত ছিল। ওদের দিকে তাকিয়ে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনা রূপায়িত হয়নি। কেন্দ্রে যারা দীর্ঘদিন যাবৎ ক্ষমতায় ছিলেন তারাও এই রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়ণকে ত্বরান্বিত করার জন্য বা এখানে শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই ভাবে সাহায্য করেননি। এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। যার ফলে এই রাজ্যে অসম বিকাশের সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য মূলতঃ কৃষি নির্ভর রাজ্য, এখানে শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষির সাথে যুক্ত। ৭৩ শতাংশ লোক দারীদ্র সীমার নীচে বাস করছে। এই ক্ষেত্রে যেটার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ ছিল সেটা দীর্ঘদিন যাবৎ কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যারফলে এখানে শিল্প বিকাশতো দূরের কথা কৃষি ক্ষেত্রটিও দীর্ঘদিন যাবৎ অবহেলিত ছিল। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটে আমরা দেখেছি সমস্ত দিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি কিছু দিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেট ঘাটতি বাজেট। তাকে জনগনের উপর বিরাট ট্যাক্সের বোঝা চাপানো হয়েছে। সরকারী অধিকৃত সংস্থাগুলিকে বেসরকারী সংস্থার হাতে তোলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এই রাজ্য অর্থের দিক দিয়ে সীমিত, কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমরা দেখেছি এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেটা নিকর বাজেট, তাতে কোন কর ধার্য্য করা হয়নি। আর্থিক টানা পোরনের মধ্যেও আমাদের বাজেটে প্রতিটি ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। আমাদের এই রাজ্য যেখানে কৃষির উপর নির্ভরশীল, যেখানে সেচের উপর জোর দেওয়া উচিৎ ছিল সেখানে ১৯৭৮ ইং সন পর্য্যন্ত সেচের ক্ষেত্রে কোন জোর দেওয়া হয়নি। ত্রিপুরা রাজ্যে জমির পরিমাণ ২ লক্ষ

৭০ হাজার হেকটর। তারমধ্যে সেখানে সেচ যোগ্য জমি ১ লক্ষ ১৭ হাজার হেকটর আমরা দেখেছি তখন ২ পারসেন্ট জমিও সেচের আওতায় ছিল না। স্যার, এখানে বলা হয়েছে যে, এই বাজেট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত যে দল ক্ষমতায় আসে তাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাজেটে প্রতিফলিত হয়। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ যারা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে তাদের দিকে তাকিয়ে এই বাজেট তৈরী করেছে। তারমধ্যে ১ লক্ষ ১৭ হাজার হেকটর জমি যা সেচের আওতায় আনা সম্ভব তারমধ্যে এখন পর্য্যন্ত ৪৭ হাজার ৪৩৭ হেকটর জমি অর্থাৎ ১৪ পার্সেন্ট জমিকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের রাজ্যের মধ্যে মাটির উপরেও জল আছে, মাটির নীচেও জল আছে। মাটির নীচের জল বেশী করে ব্যবহার করার জন্য সরকার যেখানে উদ্যোগ নিয়েছেন তার প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করছি। গত বাজেট থেকে এই বাজেটে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা অনেকেই বলেছেন তার কোন অগ্রগতির চিত্র এখানে নেই বিস্তারিত ভাবে অগ্রগতির চিত্র না থাকলেও আমরা লক্ষ্য করেছি গত বাজেট থেকে এই বাজেটে বিকাশের হার ৬১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বাজেটের মধ্যে সেখানে আশা প্রকাশ করা হয়েছে বিশেষ করে সেচের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি গত এক বছরের মধ্যে ৬৯২ হেকটর জমি সেচের জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে ৬৯৭ হেকটর জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং এবারের বাজেটে সেখানে সেটা আশা করা হচ্ছে ৭৫ হেকটর এই ধরনের কর্মসূচী রাখা হয়েছে। যদি এগুলি সঠিক ভাবে কার্যকরী করা যায় তাহলে সেচের আওতায় আনা যাবে। কাজেই এই বাজেট জনমুখী বাজেট। এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে অংশের মানুষের উন্নয়নের কথা ভেবে করা হয়েছে, সেই অংশের মানুষের উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে করা হয়েছে কিন্তু কিছুটা প্রতিবন্ধকতা আছে। তাই সব কিছু সঠিক ভাবে করা যাচ্ছে না। যার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা অংশের মানুষ যে অংশের মানুষের দিকে তাকিয়ে করা হচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু অংশের মানুষ তাদের উন্নতি এটা চান না এই জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরী করেছেন। তাই কোন কোন প্রকল্প সঠিক সময়ে সেটা রূপায়িত করা যাচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজন ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যারা বিপদগামী হয়েছেন তাদের বিপদগামী থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং স্বাভাবিক জীবন স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করা উচিত।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন।

শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী :— বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সেখানে লক্ষ্য করেছি প্রত্যন্ত অঞ্চলের দিকে তাকিয়ে সেখানে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করার জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং এই বাজেটে তার প্রতিফলন ঘটেছে। গত ২৬ শে জানুয়ারী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে গুচ্ছ প্রকল্পের কথা বলেছেন সেদিকে তাকিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি ১৩০ টি উপজাতি এলাকায় বিদ্যুৎ সম্প্রসারন করার জন্য কিছু কর্মসূচী

নেওয়া হয়েছে। গত এক বছরের মধ্যে আমার বিভাগের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাব্রুমের কামতলী, বাগমারা ইত্যাদি এলাকার মধ্যে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করার জন্য বিভিন্ন ঝুঁকি নিয়ে সেখানে সরকার কাজ করে চলেছেন। এই বাজেট জনগনের সার্বিক উন্নয়নের দিকে তাকিয়েই করা হয়েছে। তাই এই বাজেটকে আমি সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা শ্রীমতীসন্ধ্যা রানী দেববর্মা।

(মাননীয় সদস্যা অনুপস্থিত)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী প্রণব দেববর্মা।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৯ শে মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৯৯-২০০০ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি ২ / ১ টি বিষয়ের উপর আলোচনা করছি। এই বাজেটে প্রথম লক্ষ্য করা গেছে যে, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মত একটা দুর্বল রাজ্যের যেখানে আয়ের কোন সোর্স নেই সেখানে এই বাজেটে নুতন করেরও ব্যবস্থা নেই। বাজেট আলোচনা করার আগে এই বিষয়ে বলতে হবে এটা আপনিও জানেন যে, আমাদের সারা বিশ্বের মধ্যে বিশ্বায়নকরণ যে নীতি আই, এম, এফ বিশ্ব ব্যাংকের কুফলের ফলে সারা বিশ্ব আজকে ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছে এবং আমাদের ভারতবর্ষও এই কুফল থেকে রেহাই পায়নি।

কাজেই আমাদের ভারতবর্ষও আই, এম, এফের এবং বিশ্ব ব্যাংকের কাছে যে মারাত্মক শর্তে ঋণ গ্রহন করেছেন তার জন্য আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে কুফলগুলি দেখা দিয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি গত কেন্দ্রীয় বাজেটে ১৯৯৯ এবং ২০০০ সনের যে কেন্দ্রীয় বাজেট, সেই কেন্দ্রীয় বাজেটে বলা হয়েছে এখানে বহুজাতিক কোম্পানীর জন্য এখানে আরও আমদানি অন্তঃশুল্ক কমানোর ঘোষনা করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি শিল্পে যারা উদ্যোগী তাদের জন্য এখানে কেন্দ্রীয় বাজেটে যেটা ধরা হয়েছে আবগারী কর শুল্ক এখানে বাড়ানো হয়েছে এবং আমদানি অন্তঃশুল্ক কমানো হয়েছে। যার মধ্যে আমাদের রাজ্যের ছোট, বড় এবং মাঝারী যে শিল্প কারখানাগুলি আছে সেগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের মধ্যে এই আই, এম, এফ এবং বিশ্ব ব্যাংকের কাছে শিল্প ক্ষেত্রে এবং বানিজ্যের ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার যারফলে আজকে আমাদের দেশে ৩৪৩ টি পন্য আমদানীর ক্ষেত্রে সেই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ তোলে দেওয়ার ফলে আমাদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ক্ষেত্রে ৭৪ শতাংশ ইকুইটি শেয়ার বিক্রী করার ঘোষনা করার ফলে আমাদের দেশের যে শিল্প সেখানে তারা মার খাচ্ছে যার ফলে আমরা দেখেছি, প্রায় এখন পর্যান্ত আমাদের ভারতবর্ষের ৪

লক্ষ ৭০ হাজারের মত ছোট বড় শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং তার মধ্যে কিছু রুগ্ন অবস্থায় আছে। কাজেই ভারতবর্ষের মধ্যে অল্প কিছু রুগ্ন হলে পরেই তাহলে এর আওতার মধ্যে ফেলে তাকে বেসরকারীকরন করার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যার ফলে আজকে দেশের মধ্যে লক্ষ লক্ষ নূতন বেকারের সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি প্রায় আটটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, শিল্প এবং ৬৪ টি কয়লা খনি এখন পর্যান্ত বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই এখানে একটা অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে ব্যাঙ্ক, বীমা, বিদ্যুৎ, টেলিফোন এই সমস্ত সংস্থাকে কেন্দ্রীয় সরকার আওতার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। যেগুলি রুগ্ন অবস্থায় আছে, সেগুলি ছাড়াও, যেগুলি লাভজনক অবস্থায় আছে সেগুলিও বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যারফলে আমাদের দেশের যারা শিল্পে যারা ডেভেলাপ করার জন্য উৎসাহী তারা আজকে মার খাচ্ছে। এই নীতি অনুসরন করার ফলে আমাদের ভারতবর্ষের বাইরের যারা পুঁজিপতি, শিল্পপতি এখানে সুযোগ পাচ্ছে। যার ফলে দেশীয় ছোট ছোট কলকারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আই এম, এফ এবং বিশ্ব ব্যাংকের যে ঋণের কুফল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ও আরও বেশী দুর্বল রাজ্য হিসবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

আমাদের বাজেটে এখানে শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছে যাতে আগামীদিনে আমাদের রাজ্যে দিনের পর দিন যেভাবে বেকার সমস্যা বেড়ে চলেছে অথচ দীর্ঘ বছরগুলিতে আমাদের রাজ্যের এই বেকার সমস্যায় সমাধানের জন্য শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়নি শিল্পের বিকাশ ঘটানো হয়নি। তাই এই ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য এবারের বাজেট শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্যের সহায় সম্পদ সৃষ্টি করে এবং আমাদের রাজ্যে প্রাপ্ত সহায় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন কলকারখানা গড়ে তোলার জন্য জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্যের মধ্যে সেই ১৯৭২ ইং সাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মাটির নীচে যে অফুরন্ত গ্যাস ভাণ্ডার রয়েছে সেটাকে তোলে কাজে লাগাবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের রাজ্যের মাটির নীচে ৪২০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস রয়েছে। তারমধ্যে আমরা এখন পর্যান্ত মাত্র ১৬ বি, সি, এম. গ্যাসকে কাজে লাগাতে পেরেছি। সেই ১৯৭২ সাল থেকে ড্রিলিং-এর কাজ চলছে কিন্তু এখন পর্যান্ত কেন্দ্রিয় সরকারের অসহযোগিতার ফলে রাজ্য সরকার এই গ্যাসকে কাজে লাগাতে পারছেন না। কেন্দ্রিয় সরকারের অসহযোগিতার জন্য রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে সফল হতে পারেনি। এখন এই ব্যাপারে আমেরিকা উদ্যোগী হয়েছে এবং তারা রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলেছে-কি করে এই গ্যাসকে তোলে রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের কাজে লাগানো যায়। এবং এই ব্যাপারে তারা রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুক্তিও করেছেন এবং তারা কাজ শুরু করেছেন। কাজেই আমরা এই গ্যাসকে ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প কলকারখানা যেমন-সার কারখানা ইত্যাদি গড়ে তোলতে পারি। যারফলে রাজ্যের হাজার হাজার বেকার যুবককে কাজে লাগাতে পারত কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকারের অসহযোগিতার ফলে রাজ্য সরকার কিছুই করতে পারছেন না।

তারপর এখানে রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন যে-এখানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য যেসব শিল্প রয়েছে সেগুলির মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নত করার বিশাল সুযোগ রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, টি. এস, আই,সি, বিভিন্ন ধরণের ফলের রসকে কাজে লাগিয়ে যেমন জেলি, জ্যাম, আনারস থেকে শুরু করে লেবু কামরাঙ্গা, কুল, জলপাই এর আচার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ফলের রস দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু জিনিস তৈরীর জন্য শিল্প কল কারখানা গড়ে তোলার চেষ্টা রাজ্য সরকার করেছেন। আমাদের চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার এই সব ছোট ছোট শিল্প কলকারখানা স্থাপন করে রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের সমস্যার সমাধান করার জন্য জোর দিয়েছেন। অথচ আমাদের রাজ্যের মধ্যে প্রাপ্ত যে সমস্ত সহায় সম্পদ রয়েছে সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে এই ধরনের ছোট ছোট শিল্প কলকারখানা স্থাপন করে বেকার সমস্যার সমাধান এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কোন পরিকল্পনা আগে নেওয়া হয়নি। এ ফলে আগামীদিনে আমাদের রাজ্যের বেকার ভাইবোনদের কর্মসংস্থানের বিশেষ সুযোগ ঘটবে। কাজেই ছোট ছোট শিল্প কল কারখানা গড়ে তোলে আমাদের রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমান সরকার চেষ্টা করছেন।

তাছাড়া আমরা দেখেছি ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদনের মাধ্যমেও আমাদের রাজ্যের বিরাট সংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। আমরা এখানে দেখেছি রাজ্যের চা-শিল্প অত্যন্ত লাভজনক শিল্প। এখন পর্যন্ত আমাদের রাজ্যের মধ্যে ৫৫ টি চা বাগান করা হয়েছে। সেখানে ৬, ৭৩০ হেক্টর জমিতে চা-এর চাষ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বর্তমান সরকার শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর এখানে আগামী-দিনে আরো এক হাজার হেক্টর জমিতে চা-চাষ এর আওতায় নিয়ে আসার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন। আমরা দেখেছি চা শিল্প অত্যন্ত লাভজনক শিল্প। এখন পর্যন্ত সারা রাজ্যে ১৮ টি ব্লকের মধ্যে এক হাজার হেকটর জমিতে চা-চাষের আওতায় নিয়ে আসার জন্য পরিকল্পনা রয়েছে। প্রায় এক হেক্টর চা চাষ করলে পরে একটা ফেমিলি প্রতি বছরে ১০-১৫ টাকা হাজার ইনকাম করতে পারে এমনকি তার চেয়ে বেশী ইনকাম করতে পারে। কাজেই, এই শিল্প আগামীদিনে আমাদের রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করবে।

কাজেই এটাকে কাজে লাগানোর জন্য বর্তমান সরকার চা শিল্পকে আরোও উন্নত করার বিষয়টি চিন্তা করেই বাজেট বরাদ্দ রেখেছেন।

মিঃ-চেয়ারম্যান (শ্রীনরেন্দ্র দেব সরকার) :— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা :— স্যার, ভারতবর্ষের মধ্যে রাবার উৎপাদনে ত্রিপুরা রাজ্যের স্থান কেরলের পরেই রয়েছে। সব চেয়ে বেশী উৎপন্ন হয় কেরলাতে এবং তারপরই ত্রিপুরাতে। এই রাবারকে ভিত্তি করে ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে। সেটাকে আমাদের বর্তমান

ত্রিপুরা সরকার গুরুত্ব সহকারে কাজে লাগাচ্ছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে রাবার ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠতে পারে। তাতে অনেক যুবক-যুবতির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। আমাদের সরকার সেটা দেখছেন।

স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে হস্তাঁত শিল্পের বিকাশ হচ্ছে। এখানকার জামদানি, টাঙ্গাইল এবং বালুচুরি শাড়িগুলির গুনগত মান অত্যন্ত উন্নতমানের। দেশের বাজারে এর কদর রয়েছে। আমাদের রাজ্যের তাঁতীরা সেটা এখন তৈরী করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা এতে আসবে বলে আমরা বিশ্বাস রাখতে পারি। আমাদের রাজ্যের তাঁতিরা আগে চল্লিশ কাউন্টের সুতার জনতা শাড়ি তৈরী করতেন। এখন উনারা সেটা ৬০ ৮০ এমনকি ১০০ কাউন্টেরও করছেন। এই শাড়ির গুনগতমান অত্যন্ত উন্নত হওয়ার ফলে এর কদর এখন বাড়তে শুরু করেছে। এত ভাল গুনগত মানের শাড়ি যে দেশের মধ্যে আমাদের রাজ্যের তাঁতিরা বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছেন। দ্বিতীয় স্থান দখল করেছেন আমাদের তাঁতিরা। এই তাঁত শিল্পকে উৎসাহ প্রদানের জন্য এবং তাঁতিরা যাতে ন্যায্যমূল্যে সূতা পেতে পারেন সেজন্য রাজ্য সরকার এখানে দুটি সুতা ব্যাংক তাঁতিদের জন্য খুলছেন। অগরতলা শহরের উপর বিপনন কেন্দ্র খোলার কাজ শুরু হয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান না হলেও বেকারদের সর্মসংস্থানের সুযোগকে রাজ্য সরকার আরোও সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

এই সমস্ত বিষয়গুলি চিন্তা করে রাজ্য সরকার এবারের বাজেটে ১৭.০৬ কোটি টাকার বরাদ্দ রেখেছেন। যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আরোও কিছু বরাদ্দ পাওয়া যেত তাহলে এই খাতে বাজেটে রাজ্য সরকার আরোও কিছু টাকার সংস্থান রাখতে পারতেন এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য মহোদয়। সময় ১০ মিনিট।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য (বড়দোয়ালী) :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বছরের জন্য যে বাজেট প্রস্তাব রেখেছেন সেই বাজেট প্রস্তাবের বইটি আমি মনযোগ দিয়ে পড়েছি। এবারের বাজেটে মোট ব্যয়-বরাদ্দ রয়েছে ১,৮৩১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। সত্যি কথা কি ১৯৭২ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট ছিল ১৬ কোটি টাকা এবং তখন লোক সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ মাত্র।

আর আজকে বাজেট ১৮ শত ৩১ কোটি টাকা যেখানে লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ। কাজেই সেই অনুযায়ী যে টাকার পরিমান বেড়েছে সেটা নেহাত কম নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন যে প্রদেশগুলি আছে সেখানকার অনেক জেলার অর্দ্ধেক হবে ত্রিপুরা রাজ্য আয়তনের দিক থেকে এবং লোকসংখ্যাও অনেক কম। কাজেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে যে বাজেট করা হয়েছে। আমরা যদি গত

কয়েকটি বাজেট দেখি তখন দেখা যায় যে, এটাকে সোনা দিয়ে মোরে রাখার মত টাকা এখানে খরচ করছি কিন্তু সত্যি কি তাই হয়েছে? হয়নি। হওয়ার কোন উপায় নেই। একটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল দলবাজী। সেই ট্রেডিশনাল দলবাজী চলবে। আর এখানে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা সেই সমস্যা হচ্ছে উগ্রপন্থীদের সমস্যা। আপনি যদি এই টাকাটা এই যে ১৮ শত ৩১ কোটি টাকা এই টাকাটা বিভিন্ন দপ্তরে বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই দপ্তর যদি ধরে নেই সরকারের সদিচ্ছা আছে যদিও জানি সদিচ্ছা নেই। তবুও কথার কথা আমি বলছি যদিও ধরি সরকারের সদিচ্ছা নেই। এই টাকাটা নিয়ে এলোকেটেড যে দপ্তরের মধ্যে লোকেশন করা হয়েছে সেই সমস্ত ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক যারা করবে সেই সমস্ত কর্মচারী কি ঢুকতে পারবে কাজ করার জন্য? আজকে আগরতলা শহরের কথা আপনারা চিন্তা করুন আগরতলা শহর উগ্রপন্থীদের দ্বারা ঘেরাও। উদয়পুরের মানুষ সোজা যেতে পারে না ঐ সোনামুড়া হয়ে উদয়পুর যেতে হয়। আমাদের কেশববাবু বোধহয় এইভাবে যান। কাজেই সেই জায়গাতে আজকে উদয়পুর ঘেরাও, বিশালগড় ঘেরাও, অমরপুর ঘেরাও, ধর্মনগর কৈলাশহর ঘেরাও। আপনার কর্মচারী যাবে কোথায়? আমি মনে করেছিলাম আপনারা চাইছেন সবগুলি টাকা জনসাধারনে স্বার্থে খরচ করতে চাইছেন কিন্তু সেইটাকাগুলি কি খরচ হবে? খরচ হবে না। খরচ না হলেও জানবার কোন উপায় নেই। প্রশাসনের সেখানে স্বচ্ছ বাস্তব চিত্র নেই। আমাদের জানার অধিকার নেই কোন জায়গায় কত টাকা গেছে, কোন জায়গায় কত টাকা খরচ হয়েছে।

জনসাধারনের কথা বাদ দিলাম একজন জনপ্রতিনিধিও জানার অধিকার নেই। আজকে মাননীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলতে পারবেন কি যে, গত বার বাজেটে যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেই টাকাগুলি ঠিক ঠিক মত খরচ হয়েছে? আমি বলছি না যে পঞ্চায়েতমন্ত্রীর পকেটে শতকরা ৭০ ভাগ গিয়েছে, তবে ৫০ ভাগ গেছে। আমি সেই কথা বলছি না। আমি বলছি যে কোন জায়গায় যায় কে জানে? কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে কত টাকা খরচ হবে কোন রাস্তাটা হবে এটা জনসাধারন জানে না। এমনকি গাঁও প্রধানও জানে না। জানে শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত সেক্রেটারী আর বি. ডি. ও তারা জানেন। কারণ বলে যে ঐ ট্রাইবেল এড়িয়ার মধ্যে পুকুর খনন করতে হবে, পুকুরটা কাটাও হয়ে যায় আবার বন্ধও হয়ে যায়। ঐ লেখালেখি করে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যায়, টাকা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যায়। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই অবস্থা চলছে। আমি কোন দোষাদোষীর জন্য বলছি না। আপনি যদি মনে করেন কাউকে বেকায়দায় ফেলার জন্য বলছি কিন্তু এটা বেকায়দার কথা নয়।

এটাই হচ্ছে প্রকৃত কথা। আপনি যদি মনে করে থাকেন যে কাউকেকে বেকায়দায় ফেলার জন্য এটা বলছি, এটা ঠিক নয়। আমি কাউকে বেকায়দায় ফেলার জন্য বলছি না। তাদেরকে যারন

করছেন না কেন, যেতে পারছেননা কেন? পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের উপর প্রেসার আছে যে "তোমরা এই টাকা খরচ কর।" পঞ্চায়েত সেক্রেটারীরা বলছে যে স্যার, আমাদের তো সেখানে যাওয়ার উপায় নেই।" "না, তোমরা এডজাস্টমেন্ট দাও।" ঐ পেপার এডজাস্টমেন্ট হয়ে যাচ্ছে সর্ব্বত্রই। সেই কেশববাবুর এখানে ও হচ্ছে বাদলবাবুর এখানে ও হচ্ছে, সব জায়গায় হচ্ছে। কোন ট্রেন্সফারেন্সী নেই। দেখাতে পারবেন একটা গাঁও পঞ্চায়েত। যেখানে গাঁও প্রধানরা জানেন যে সেখানে কত টাকার কাজ হয়েছে কত কি হয়েছে পারবেনা। কাজেই সেই জায়গাতে আপনার ট্রান্সফারেন্সী অব দি গাঁও পঞ্চায়েত নেই। আমরা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত তৈরী করেছি। এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে যে যেই অন্ধকার সেই অন্ধকারেই আছে। এই টাকাও খরচ হত যদি ইনসারজেন্সী না থাকত এবং কিছু কিছু কাজ হয়তো হতো। কিছু কিছু গাঁও সভার লোক কাজ পেত, কিছু কিছু জায়গার উন্নতি হত। কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছেনা এই হোম ডিপার্টমেন্টের জন্য। এই হোম ডিপার্ট-মেন্ট উগ্রপন্থীদের সামাল দিতে পারছেনা। আপনারাই তাদের উসকানী দিচ্ছেন। আপনারা বলছেন যে, "অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা, অনেক বঞ্চনার থেকে এই উগ্রপন্থীর সৃষ্টি।" কিন্তু যাদের উপর এই ব্যথা উগ্রপন্থীরা মিটিয়ে নিচ্ছে তারা যদি আবার সেই উগ্রপন্থীদের মত হাতে বন্দুক নিয়ে আবার তাদেরও ব্যথা দিতে শুরু করে এটা তো আপনাদের পুলিশির জন্য সেটা একটা গৃহ যুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হবে। কাজেই, সেই ক্ষেত্রে একটা কথা আছে যে Money without reach, Education learning without discussion and Administration without Authority. good for nothing. আপনি যদি টাকা ঘরে রাখেন ব্যবসা না করে তা হলে টাকা বাড়বে না। আপনার যত বিদ্যাবুদ্ধি থাকুক আপনি যদি ডিসকাশন না করেন বিদ্যা দান না করেন তা হলে আপনার বিদ্যা শুকিয়ে যাবে। আপনার বিদ্যা মরে যাবে। আর এডমিনিস্ট্রাশান যদি অথারিটি এক্সে সাইজ করতে না পারেন তাতে সেই এডমিনিস্ট্রাশানের কোন ইজ্জত থাকবে না জনসাধারনের কাছে। আপনারা সেই পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। কাজেই আজকে যে সমস্যা ৮ শত কোটি টাকার সমস্যা নয়। আপনাদের যারা সরকারী কর্মচারী আছেন, যারা এই সব ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করে তারা কি সেই ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক করতে পারবেন? পারবেন না। কাজেই, সেই দিক থেকে আজকে আমাদের চিন্তা ভাবনা করা উচিৎ। বাজেট প্লেস করার আগে এখানে যতগুলি দপ্তরের এলোকেশান দিয়েছেন সবগুলির সঙ্গে পাবলিকের রিলেশান রয়ে গেছে। কয়টা কর্মচারী গ্রামে গিয়ে কাজ করতে পারছে? কতজন শিক্ষক গ্রামে গিয়ে পড়াতে পারছেন? কতজন পি, ডাব্লিও ডি, গ্রামে গিয়ে কাজ করেন, কতজন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী গ্রামে গিয়ে কাজ করেন, কতজন স্বাস্থ্য কর্মী গ্রামে গিয়ে কাজ করতে পারে? সেটা যদি আপনি দিল্লী দেখিয়ে দেন তা হলে কিছু হবে না।

যদি আপনারা দিল্লীতে গিয়ে পুলিশ পাঠান, সৈন্য বাহিনী পাঠাতে এটা করলে কিন্তু হবে না। কারণ ভোটটা জনসাধারনের কাছ থেকে এই ভাবে কিন্তু বলে আনেনি। যে, আমরা দিল্লী থেকে সেনাবাহিনী এনে উগ্রপন্থার সমস্যা সমাধান করব। আমরা রাজ্যের উন্নয়ন করব, যদি দিল্লি থেকে টাকা দেয়। এই ভাবে সব সময় বলতে থাকেন তাহলে চলবে কেমন করে ? এটা বন্ধ করুন। নতুবা এই অবস্থায় গৃহ যুদ্ধের আর বাকি নেই। গৃহ যুদ্ধ চলতেই থাকবে। এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়ের বাড়ি পুড়াবে। তেমনি আরেক সম্প্রদায় নিরীহ মানুষকে তোলে নিয়ে যাবে এই একটা নিত্যনতুন ঘটনা চলতেই রয়েছে। কাজেই বাজেটাকে যদি প্রতিফলিত করতে চান এবং বাজেটকে যদি সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে চান যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার সমস্ত দিক থেকে এগুলো এদেরকে শেখাবেন না। আপনারা যারা নেতা আছেন, যারা মন্ত্রী আছেন, ওদেরকে এগুলো শেখাবেন না। শিখিয়ে লাভ হবে কি। নিজের আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করুন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাজেকে সমর্থন করার কোন প্রশ্নই উঠে না। সর্ব প্রথমে এই বাজেটের মধ্যে প্রয়োজন ছিল মানুষের সুরক্ষা, দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনা সেই রকম একটা পন্থা আপনারা অবলম্বন করা উচিৎ ছিল। ত্রিপুরার এই অবস্থা থেকে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেটা খাবে কে ? যদি লোক না থাকে, আপনি কার উন্নয়ন করবেন। যদি সেখানে ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেল না পান। পরস্পর পরস্পরের ভয়ে পালিয়ে গেছে। তাহলে বাজেটের টাকাটা কোথায় খরচ করবেন ? কোথায় জমি করবেন, কোথায় কাপড় পড়বেন, কোথায় আমাদের ক্ষুদ্র শিল্প চা বাগান করবেন ? আপনি কোথায় অর্থটা দিবেন ? কাদেরকে দেবেন। কাজেই এই সমস্ত পরিবেশে সর্বপ্রথা এবং প্রধান কাজ যেটা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে শান্তি শৃংখলার বজায় রাখা। সেটা কিভাবে করবেন এদের দায়িত্ব আপনাদের। আপনারা জনসাধারনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আমরা সাধারণ মানুষের জীবন এবং মালের রক্ষা করা কর্তব্য আপনাদের। আমরা ভেবেছিলাম গত বাজেটের আগের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় দশরথ দেব ছিলেন।

তিনি অসুস্থ ছিলেন। কাজেই, দশরথবাবু যে অসুস্থ ছিলেন এটা আমরাও জানতাম। কিন্তু আজকে মন্ত্রিসভার কি কেউ অসুস্থ নেই ? কারণ অনিলবাবু অসুস্থ হওয়ার পর বাইপাস সার্জারি করে ফিট হয়ে এসেছেন। তারপর অনন্তবাবু কমপ্লিট ফিট হয়ে এসেছেন। কাজেই অসুস্থ মন্ত্রী আর কেউ নেই। সেই জায়গাতে আজকে মানুষের পাশে এই উগ্রপন্থার সমস্যা সমাধান করার জন্য কোন এডমেনিসট্রেটিভ সর্ব শক্তি। সেটা যে কোন শক্তি কি শুভ শক্তি না অশুভ শক্তি সেটা আমি বুঝতে পারছি না। আপনারা যেভাবে মনে করেন সেই ভাবে বিচার করে আপনারা ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচান। বাজেটের টাকা সঠিক ভাবে খরচ করার জন্য রাস্তা করে দিন। তার পরিপেক্ষিতে আমি

আমি আপনাকে বলছি বাজেটের যে টাকা দেওয়া হয়েছে, যা বরাদ্দ করার জন্য চাওয়া হয়েছে তা মোটেই অপ্রতুল নয়। কিন্তু একটা বিষয় যে উগ্রপন্থী সমস্যা যদি সমাধান না করতে পারেন বা করতে যে দিনই পারবেন সেইদিন আমরা বাজেটকে সমর্থন করব। কিন্তু এই বাজেট আপনারা পাশ করতে পারেন। কিন্তু আমরা সেই দিন বাজেটকে পাশ করতে যেদিন উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধান করতে পারবেন। তখন আমরা একটা কথাও বলব না। উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানকে প্রায়রিটি দিয়ে এই বাজেটকে পাশ করা যায় না। কারণ, বাদলবাবু সেটার ভুক্তভোগী। কারণ বাজেট যেদিন পাশ করেছেন সেদিন অর্থমন্ত্রী সোনামুড়া ঘুরে বিলোনিয়া যান।

মিঃ স্পীকার :— অশোকবাবু চেয়ারের দিকে চেয়ে বললে অসুবিধা হবে না। আপনি বাধা পাবেন না।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— কাজেই, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পিকার :— না, বলুন না।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— না, আমি আর বলব না। কারণ আপনাকে অসন্তুষ্ট করে লাভ নেই। আমার বক্তব্য শুনলেই আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। কাজেই সেই জায়গাতে বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না, যতদিন না পর্য্যন্ত আপনারা উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান না করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ আসনে আসা মাত্র আমাকে দুই মিনিট টাইম দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার। আপনি বলেছেন ?

শ্রীসমীর দেব সরকার :— আজকে বলব না।

মিঃ স্পীকার :— রবীন্দ্রবাবু, আপনার তো ১০ মিনিট।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৯ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরী মহোদয় যে বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করেই আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এটা একটা দুবলামান বাজেট। এই বাজেটের জন্যই সমর্থন করা যায় না। এটা একটা লামগেটিং ফরগেটিং বাজেট, এটা টেষ্টিং বাজেট কি না জানিনা। স্যার, গতবারও আমরা দেখেছি ৯৮-৯৯ সালের বাজেট টা পেশ করা হয়েছে, স্বভাবতই একজন মানুষ যদি দিনে ৩ বেলা ভাত খায়, সে কতটুকু খায় তার পরিমাণ করে রান্না হয়। তা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের চাহিদা, পরিকল্পনা এই বৎসর আমরা কতটুকু করব, সেই হিসাবেই বাজেটটা বিধানসভায় পেশ করা হয়, ত্রিশ লক্ষের মানুষের জন্য।

কিন্তু গতবার বাজেটটা পেশ করার সময় এই কথা তো উল্লেখ ছিলনা যেসব পকেট বানানোর পরে ভিতরে চোরা পকেট একটা রাখা হবে। মূল বাজেটটার পরে সাপ্লিমেন্টারী আনা হবে আবার এই রকম কথাতো আপনার বাজেট স্পীচে বা বাজেট বইয়ে লেখা ছিল না। কিন্তু এবার যখন বাজেট আনা হল আবার ঐ চোরা পকেটের কথা আবার আসল। ঠিক আগামী বার অর্থাৎ ১৯৯৯–২০০০ সালের মধ্যে যে বাজেটটা খরচ করা হবে, কি ভাবে করা হবে? এবং কত করা হবে? এর মধ্যে লাম্ ছাম্ ধরে এর বেশী বা কম লাগতে পারে। একটা আন্দাজের উপর বাজেটটা করা হয়েছে। স্যার, এখানে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে গত বছর দশ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল এই ফ্রাস বাজেটে, কিন্তু দেখা গেল বছর শেষে মার্চ মাস আসতেই খরচ আপনি করেছেন ২৩ লক্ষ। তাহলে আপনার আন্দাজ ছিল না আপনি কত খাইবেন? তখন ছিল আপনার ১০ লক্ষ হলেই হবে। আর ১৩ লক্ষ বেশী আপনি খরচ করেছেন।

আরও ১০ লক্ষ বেশী খরচ করেছেন। এবার আবার কাজ করার জন্য পেশ করেছেন। ঠিক এই বারও আবার কমিয়ে আপনি ১০ লক্ষ টাকা করেছেন। এই রিগ্রেসর ফাঁকে ঠিক আগামী বার দেখা যাবে না হয়তো ৩০ লক্ষ টাকা হবে। অর্থাৎ আপনি অনুমান করতে পারেন না। তারজন্য বুঝা যায় টার্গেট নিয়ে খরচ করতে পারেন না এবং উন্নতির জন্য পরিকল্পনা নেই। স্যার, পুলিশের খাতে বির ট অংকের বাজেট রাখা হত এবং গতবার ও রাখা হয়েছিল এই বারও রাখা হচ্ছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করা হবে তার কারণ কি? গতবারের বাজেট ভাষণেও বলা হয়েছে পুলিশকে অত্যাধুনিকরন করা হবে। এ, কে, ৪৭, ৫৫, ৫৬ কামান গোলা কেনা হবে, তার জন্য আরও আধুনিকিকরণ উন্নত ট্রেনিং দেওয়া হবে তার জন্য খরচ করতে পারেন না ভাল কথা। কিন্তু উগ্রপন্থী কি কারনে সেটার কথা তো এক বারও উল্লেখ করেননি। আপনারা সবসময় বলে থাকেন দক্ষিণপন্থী, এর পরে হল বামপন্থী আর এখন ত্রিপুরাতে চলছে উগ্রপন্থী। এই উগ্রপন্থী দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী এখন আসছে উগ্রপন্থী এই তিনপন্থী মিলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। আপনারা কি পন্থী টন্থী বাদ দিয়ে চিন্তা করতে পারেন না? উগ্রপন্থী এখানে দমন পীড়ন, পীড়নের নীতি এখানে অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে ২২টি থানা এলাকাকে পুরোপুরি উপদ্রুত আর ৫টি থানা এলাকাকে আংশিক ভাবে উপদ্রুত ঘোষনা করা হয়েছে। সালেমা কেন্দ্রের বিধায়ক উনি মোছ রাখেন উনাকে যদি বলি আগামীকাল এক দিকে এটা কমিয়ে আসেন কেমন লাগবে চেহারাটা? কালকে আপনি একদিকে কামাইয়া আসেন সুন্দর লাগবে? নিশ্চয়ই সুন্দর লাগবে না। স্যার, এর আগে বলা হয়েছে এখানে একটা এলাকাতে একটা থানার পাশাপাশি ঐখানে উপদ্রুত এলাকাতে সন্ত্রাস করে চারিদিকে চলে যায়। ঐ এলাকাতে অপারেশান করা বা নতুন কিছু করা, যেখানে মোতায়েন ও

থাকেনা দিব্যি তারা ঘুমিয়ে থাকতে পারে। এমন কি সুনির্দিষ্ট খবর পেলেন আপনি যে বিশালগড়ের কিনারে ডান পাশে হবে না বামপাশে হবে। ডানপাশে যে ক্রস করবেনা এটা কি আপনি বলে-দিয়েছেন ? সেখানে ও তো আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারে, সেখানে উপদ্রুত নয়। আবার উপদ্রুত অর্ধেক এলাকা ঘোষনা হলে সেখানে পুলিশ থাকবে না, কোনখানে আবার বেশী করে দিয়ে রাখবে কোনখানে কম করে দিয়ে রাখবে এটা কি করে হয় ? স্যার, রাজ্যের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ অনেক বক্তাই বলেছেন। একদিকে উগ্রপন্থী তৎপরতা আর এক দিকে সাম্প্রদায়িকতা তৎপরতা আর এক দিকে বামপন্থী তৎপরতা এবং আর এক দিকে সাম্প্রদায়ীক তৎপরতা ট্রাইবেল বনাম ননট্রাইবেল লাগানো সামনে একটা নির্বাচন আসছে।

ট্রাইবেলের মধ্যে একটা কথা আছে স্যার, উতুই ওয়ানা মাইথাই কাইসং মকগ অর্থাৎ বৃষ্টি যখন আসতে চায় তখন দাউদের চুলকানী বেশী উঠে। ইলেকশন সামনে আসছে, তার জন্য এই সাম্প্রদায়িক মাথাছাড়া টা তখনই দেয়। ঠিক আগের ইলেকশন পাঁচ দিন বা ছয় দিন গভঃমেণ্ট থেকে বামপন্থীতে নির্দেশ আছে। চুপ কিছু করবে না এটা। ইলেকশত এসে গেছে সব প্রচার শেষ হয়ে গেছে, কি প্রচার চলছে ? একদিকে কাঞ্চনমালার ঘটনা হয়েছে সেখানে টাকার জলায় এলাকায়, অম্পি এলাকায়, মান্দাই এলাকায়, জিরানিয়া এলাকায়, মোহনপুর এলাকায়, বিভিন্ন এলাকার ট্রাইবেল চলে যাচ্ছে ভিতরে। ভিতর থেকে বাঙ্গালী চলে আসছে শহরের দিকে। দুই দিকে পাকিস্তান, হিন্দুস্থানের বিভাগ। স্যার, একটা কাগজ পেয়েছি এটাকে একটা কথাও লেখা নই কে বা কারা এটা প্রচার করছে তার কোন কিছু এখানে লেখা নেই। কাগজটা কোথায় ছাপানো হয়েছে তাও এখানে লেখা নেই। জানি না অন্যরা পেয়েছেন কিনা কোন কারণে আমার হাতে এসে পৌঁচেছে। এখানে কি লেখা হচ্ছে উগ্রপন্থীদের লিফলেট-এর কথা উল্লেখ সেটা তো চলছেই। স্যার, দৈনিক সংবাদের ভূমিকাতে সাংঘাতিক ভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। উপজাতিদের বিশ্বাস ঘাতকতা। উপজাতিরা চিরকালের বিশ্বাস ঘাতক তার জন্য ব্রিটিশ ভারতেও উপজাতিদের কোন সেনা বাহিনীতে নেওয়া হয়নি। ব্রিটিশরাই তখন তাদের খ্রীষ্টানভুক্ত করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বর্তমানে উপজাতি বিশ্বাস-ঘাতকতা হিন্দু, বাঙ্গালীর সঙ্গে চক্রান্ত এবং ত্রিপুরা রাজ্য কখনো উপজাতিদের ছিল না। এরা এখানে রিফিউজি। অতএব এই হিন্দু বাঙ্গালীদেরকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিতারনের একটা চক্রান্ত এটাকে প্রতিহত করতে হয়। স্যার জানি না। এটা আমার বানানো কথা নয়। পাবলিষ্ট সব জায়গায় হচ্ছে। আরো ভয়ঙ্কর স্যার।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, গভঃমেণ্ট প্রেস থেকে ছাপিয়ে এনেছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— উত্তরন এই সমস্ত বাস্তব তথ্য এবং জাতির সর্বনাশা কয়েকটি পড়ছি।

সর্বনাশা দিনগুলির আলোচনাক্রমে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে উপনীত হতে পেরেছি যে রাজ্যে হিন্দু, বাঙ্গালীদের অবস্থা খুবই করুন। তাই প্রত্যেক দিন হিন্দু, বাঙ্গালীকে স্মরণ রাখা দরকার। প্রস্তুত থাকা দরকার আরেকটি সংগ্রামের জন্য। এই সংগ্রাম হবে. সংগ্রাম করে সেটাকে রোধ করতে হবে কোন শক্তি নেই। এর জন্য আমাদের প্রত্যেকের রাজনীতির সংকীর্ণ স্বার্থ ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ করে জাতির জন্য সামান্যতম হলেও কাজ করতে হবে। এটাই হবে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী। স্যার, এখানে আরো লেখেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে নাকি বাঙ্গালীদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এখানে বাঙ্গালীদের সংখ্যা ১০ লক্ষ, উপজাতিদের সংখ্যা ১১ লক্ষ, মুসলমানের সংখ্যা ৩ লক্ষ, মনিপুরির সংখ্যা ২ লক্ষ, ওড়িয়ার সংখ্যা ১ লক্ষ. এবং অন্যান্য ২ লক্ষ। স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞরা বিশেষ করে শ্রীমতি ইলা লোধ, মায়া বৈদ্য, নির্মল দাস, ননীগোপাল রায়, এবং পার্থপ্রতিম সাহা। বেবী মজুমদার. কে রায়, ডঃ পি দাস. দিলীপ ভৌমিক ইত্যাদি। তারা বাঙ্গালী নারীদের উপরে অস্ত্র চালিয়ে সন্তান প্রসব করার শক্তি কমিয়ে দিয়ে বাঙ্গালীদের সংখ্যা লঘু করার চেষ্টা চালাচ্ছে। স্যার, এই যে একদিকে যা চলছে.

মিঃ স্পীকার :— রবীন্দ্রবাবু শেষ করুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— আরেক দিকে এটাই ত্রিপুরা রাজ্যের ভয়াবহ। স্যার, আমি কৃষ্ণনগরে থাকি। আমার মত অন্যরাও শুনেছে। এটা হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না। এখন কয়েক দিন বন্ধ হয়ে গেছে। ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম সপ্তাহের রাত্রে আড়াইটা থেকে তিনটার মধ্যে মাইক দিয়ে ঐ এলাকায়, হঠাৎ জেগে উঠলাম মাইক শুনলাম। তখন আমি অন্যান্যদেরকেও ডাকলাম আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কি ? তারা বলল "হ্যাঁ শুনেছি " পাহাড় অঞ্চলে উপজাতিরা উগ্রপন্থী বাঙ্গালীদের হটিয়ে সমস্ত শহর অঞ্চলে পাঠিয়ে দিচ্ছে। অতএব এই কৃষ্ণনগর এলাকা থেকে সমস্ত উপজাতিও অবিলম্বে উঠে তারা পাহাড়ে চলে যায়। তিন দিন প্রচার হয়েছে স্যার। থানায়ও জানানো হয়েছে। জানিনা এটা কোন অদৃশ্য শক্তি এইভাবে একটা যাদু চালিয়ে যাচ্ছে। আর সরকার নীরব। এটা হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না। এখানে বারবার আলোচিত হয়েছে ৫০০ ট্রাইবেলদেরকে যারা সরকারী কর্মচারী তাদের নাম লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগ আছে প্রত্যেক উপজাতিদের প্রতি সন্দেহ জাগিয়ে তোলা হচ্ছে।

সরকার কোনও দিন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে এখন যে ত্রিপুরার ভয়াবহ দাঙ্গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার্থে সরকারের নিশ্চয় দায়িত্ব আছে। স্যার, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ২৫ দফা কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করেছেন যেটা আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি কিন্তু আমরা কোনো লিফলেট পায়নি যে ২৫ দফা কি ? এই ২৫

দফা কমসূচীতে কোনো উল্লেখ নেই যে এটা কি স্কুল করবে নাকি রাস্তা তৈরি বা আরও অনেক কিছু করবে ? হয়তো আপনারা বলবেন যে এটা বাজেটে আছে, তার জন্য ঘোষনার প্রয়োজন কি ? প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী দেবগৌড়ার ঘোষনা প্যাকেজের মত উনিও প্যাকেজ ঘোষনা করেছেন কিন্তু দেখা গেল এটাতে নতুনত্ব বলতে কিছুই নেই। এই ঘোষনায় উল্লেখ আছে যে, তোমার স্কুল করা হবে, তোমার নালার উপর ব্রিজ বসানো হবে, তোমার ঘরটা টিনের ঘর বানিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু এটার মধ্যে কি নতুনত্ব আছে ? এটা দিয়ে নাকি সবউগ্রপন্থীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে এটা ভাওতা দেওয়া একটা সীমা থাকা উচিত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্লিজ কনক্লুড্ করুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, জম্পুই হিল ত্রিপুরা রাজ্যের বিখ্যাত কমলা উৎপাদন কেন্দ্র। জম্পুই পাহাড়ের এত সুস্বাদু কমলা শুধু ভারতবর্ষে না স্যার, এমন কি পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় যদি যান বা মনে হয় খেয়েছেন। কমলা কিন্তু আমাদের রাজ্যের মত সুস্বাদু কমলা পৃথিবীর কোনো জয়েগায় আছে বলে আমার ধারনা হয় না। এই সুস্বাদু কমলা বাংলাদেশেও চলে যায়, প্রচুর কমলা রপ্তানি হচ্ছে। এই কমলার জন্য একনয়া পয়সাও কোনও পরিকল্পনা এই বাজেটের মধ্যে নেওয়া হলনা। তার এক্স-টেনশন কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তারজন্য একটি কথাও এখানে উল্লেখ নেই। স্যার ? ট্রাইবেল এলাকার ফ্লাড কনট্রোল-এর কোন পরিকল্পনার উল্লেখ নেই। কিন্তু দেখাগেছে ট্রাইবেলরা পাহাড়ীরা এলাকায় বসবাস করে থাকে বলে পাহাড়ী এলাকায় ফ্লাড কনট্রোল নিয়ে কোনো আলোচনা হচ্ছে না এখানে।

মিঃ স্পীকার :— রবীন্দ্রবাবু আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আমার আরও দুই মিনিট সময় আছে। গত বছর ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপাটমেন্ট খরচ করেছেন ১৩ লক্ষ ২০৭ হাজার টাকা। এটা এসকাশনের জন্য কিন্তু কোথায় করেছেন কোন জায়গায়, কোন ট্রাইবেল দেখাতে পেলন। এই ১৩ লক্ষ ২০৭ হাজার টাকা কে খায় খরচ হয়েছে ? আপনারা যখন যা খুশি করবেন তার জন্য বিরোধী দলকে যথেষ্ট সাপোর্ট করতে হবে। যেমন ধরুন সেই বেহালা বাড়িতে এসকাশনের নামে টাকা আত্মসাৎ হয়েছে। সেটার জন্য বিরোধী দলকে সমর্থন চাওয়াটা অন্যায়। তাই এই বাজেটে কোন মতে আমরা সমর্থন করতে পারছি না এবং এটা প্রত্যাহার করে বাদলবাবু ৩৩ লক্ষ মানুষের কথা সুচিন্তা করে বাজেট পেশ করুন তখন আমরা চিন্তা করব সমর্থন করা যায় কিনা, এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার। আপনি বলবেন না ? ঠিক আছে, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদুর্বাজয় রিয়াং মহোদয়।

শ্রীদুর্বাজয় রিয়াং (মন্ত্রী) .— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে গত ১৯-৩-৯৯ ইং তারিখে ১৯৯৯-২০০০ সালের যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাই। এতক্ষন ধরে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের অনেক আলোচনা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। কিন্তু কোন আলোচনাই গ্রহনযোগ্য বলে মনে হয়নি। তবে আলোচনা থেকে এ টুকু বুঝতে পেরেছি, সামনে অনেক বাধা। সেই বাধা কি করে অতিক্রম করা যায়, কি করে এই বিষ নির্মূল করা যায় সে আলোচনা কেহ করেন নি। এগুলি যদি আলোচনা করতেন, তাহলে আমরা ভ্রান্ত পথিকদের ফিরিয়ে আনতে সম্ভব হতো। আর এটা করতে পারলে, সব থেকে পিছিয়ে পড়া উপজাতি অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করতে সম্ভব হতো। কিন্তু এই সব উপজাতিরা যে অন্ধকারে আছে সে অন্ধকারেই রয়ে গেছে। আজকে এ. ডি. সি এলাকায় কাজ বন্ধ হয়ে আছে। আমাদের সরকারের তরফ থেকে আমরা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি, উন্নয়ন মূলক কাজের গতি ফিরিয়ে আনতে। আমাদের প্ল্যান আছে। যেমন ধরুন, যেখানে ট্রাইবেল অঞ্চলে ছোট ছোট পুকুর আছে সেখানে যদি পাকা বাধ দিয়ে আমরা মাছ চাষ করতে পারি। আর সে জন্য চেষ্টাও চলছে। আমরা জানি, ত্রিপুরা রাজ্যে মাছের চাহিদা অনুযায়ী যোগান নেই। এটা করতে পারলে উপজাতিদের আর্থিক দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলে ধরা যাবে। আজকে স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান তুলে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। আমরা যারা রাজনীতি করি, আমাদের সকলের সহযোগিতায়, প্রচেষ্টায় এই সমস্যা থেকে ত্রিপুরা রাজ্যকে মুক্ত করতে পারি। আর এটা করতে না পারলে কোন কাজ হবে না। তাই, আমি আবেদন রাখব, বাজেটকে কার্যকরী করার জন্য সকলকে উদ্যোগ নিতে হবে। এই বলে বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা মহোদয়।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯ শে মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৯৯-২০০০ সালের জন্য করবিহীন ব্যয় বরাদ্দ এই সভায় পেশ করেছেন। আমি এই ব্যয় বরাদ্দকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন জানাচ্ছি। এই বাজেট রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ করে, কৃষি, জলসেচ, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও শিল্প সম্প্রসারণের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কৃষি কাজে, বিশেষ ভাবে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে জলসেচের অপ্রতুলতার জন্য উপজাতির আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করতে পারছে না। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি জানেন আমাদের রাজ্যে দুই ধরনের কৃষি ব্যবস্থা চালু আছে। ১নং হচ্ছে জুমিয়া যারা জুম চাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে এবং সমতলে যারা বসবাস করছেন তারা কৃষি কাজে অভ্যস্ত। আজকে উপজাতিরাও কৃষি

কাজে মনোযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করছে। স্বাধীনতার পর থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে উপজাতি এলাকাতে জলসেচের কোন ব্যবস্থা ছিল না। মরশুমী বাঁধের মাধ্যমে কিছু কিছু জল সেখানে করা হত। জুম চাষের জন্য এটা প্রয়োজন না হলেও যারা বাড়ো চাষ করেন তাদেরকে এই মরশুমী বাঁধের মাধ্যমে এই চাষগুলি করতে হত। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই রাজ্যের সর্বত্র আমি বলছি না, কিন্তু উপজাতি এলাকাতে ডিপ-টিউব-ওয়েলের মাধ্যমে, লিফট ইরিগেশানের মাধ্যমে চাষাবাদের প্রক্রিয়া এখানে শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার পর এগুলি আমরা দেখিনি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রামেগঞ্জে জলসেচ ব্যবস্থা শুরু হয়েছে এবং এটাকে আরও ব্যাপক করার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আজকে সবজী চাষে উপজাতিরা কোন অংশে কম নয়। কারণ, সবজী চাষে দেখা গেছে যে তার খরচের তুলনায় যে আয় হয় সেটা ধান চাষের তুলনায় অনেক ভাল। আশা করছি এই বাজেট তাদের আশা আকাংখা অনেকটা পূরণ হবে। স্যার, পানীয় জল, আমি আগরতলা শহরে পঞ্চাশের দশকে যখন লেখাপড়া করতাম তখন আমি সাপ্লাইয়ের নাম আমি শুনিনি। মাননীয় সদস্য বিজয় রাংখল মহোদয় উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাতে কূয়ার জল ব্যবহার করার কথা উনি বলেছেন। কিন্তু আমি বলব হ্যাঁ কূয়ার জল এমনিতে ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে উপজাতিরা পানীয় জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। আমরা তো এতদিন এই ভাবেই বঞ্চিত ছিলাম। শুধু কৃষি কাজ না পানীয় জল না, লেখাপড়া না, স্কুল বা শিক্ষা শুধু না যোগাযোগ সহ সব দিকেই উপজাতিরা বঞ্চিত ছিল স্বাধীনতার পর থেকে। কিন্তু আজকে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। আগরতলা শহরে এসে আমি বিদ্যুৎ দেখেছি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে গ্রামে গ্রামেও বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছেন। তাই আজকে উপজাতিদের প্রশ্ন আমাদের বেড়ার ঘরে, ভাঙ্গাচোড়া ঘরে বিদ্যুৎ-এর আলো জ্বলবে না কেন ? এই প্রশ্ন আমাদের প্রজাতিদের ছিল।

আমরা লক্ষ্য করেছি প্রত্যন্ত এলাকায়, দুর্ব্বল এলাকায় সেখানে বিদ্যুৎ আরও বেশী প্রয়োজন। কারণ, বিদ্যুৎ এমন একটা জিনিষ এটা দিয়ে শুধু ঘর আলোকিত করা নয়, জল সেচের জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়, পানীয় জল সরবরাহের জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। এই অবস্থাগুলির দীর্ঘদিন যাবৎ উপজাতিদের মধ্যে একটা বাসা বেঁধেছিল। আজকে এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি বিরোধী দলের যারা সদস্য উনারা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এই বাজেটের প্রতি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন কেন উনারা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। উনারা যেটা সবচেয়ে বেশী ভয় পাচ্ছেন সেটা হল কর বিহীন বাজেট এই শব্দটা দেখার ফলে। আমি উনাদের বক্তব্য খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছি উনারা এই বাজেটকে মনে মনে সমর্থন করেছেন। কিন্তু এখানে কর বিহীন শব্দটা থাকার ফলে উনাদের একটু অসুবিধা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের দরিদ্র সীমা রেখার নীচে যারা বসবাস করছে তাদের উন্নয়নের জন্য এটা নূতন কর বিহীন বাজেট নয়। কাজেই এটা তাদের উপকারে আসবে। তাই মাননীয়

বিরোধী দলের সদস্যরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। মাননীয় সদস্য অশোকবাবু যে বক্তব্য রেখেছেন তা মাননীয় বিরোধী দলনেতা সেটা সমর্থন করতে পারছেন তা ঠিক। কিন্তু তিনি সেটা অন্য দিকে ডাইভার্ট করে বা জেটের বিরোধিতা করেছেন। মাননীয় সদস্য অশোকবাবু গঠন মূলক আলোচনা করে বলেছেন এটা থাকলে ভাল হত. ওটা থাকলে ভাল হত, এটা এই ভাবে করলে ভাল হত, সেটা এই ভাবে করলে ভাল হত এই ভাবে উনি বিরোধিতা করেছেন। বিরোধী দলে যারা আছেন আমরা তা আশা করেছিলাম উনারা গঠন-মূলক বক্তব্য এখানে রাখবেন ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে যাতে এই বাজেট আরও বেশী কার্যকরী করা যায়। আমার বক্তব্য আমি আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। সবাই এই বাজেটকে সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পিকার :— এই সভা আগামী ২৩শে মার্চ, মঙ্গলবার ১৯৯৯ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

ANNEXURE—'A'

Name of the Member : Shri Jawhar Saha,

Admitted Starred Questions No. 1.

Will the Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

Question

১) রাজ্য সরকার ইউসুফ কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকর করেছেন কিনা।

২) যদি করে থাকেন তাহলে সুপারিশ অনুসারে বড়কাঠাল ও কুটনা বাড়ীর ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ১২ই ফেব্রুয়ারী. ৯৯ইং সন পর্য্যন্ত কি প্রকার ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন।

৩) কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

Answer

১) হ্যাঁ।

২) জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও বিভিন্ন সুপারিশের উপর ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পুলিশের মহানির্দেশককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred QuestionNo. 84
Name of M.L.A :— Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil supplies Department be pleased to state—

Question

১) রাজ্যে বি, পি. এল এর মাধ্যমে কত পরিবারকে রেশন দেওয়া হয় ?
২) বি. পি. এল প্রকল্পে প্রতি পরিবারকে কত কেজি করে রেশন খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয়ে থাকে ?
৩) বি, পি, এল এ রেশন বাড়াবার সরকারের চিন্তা আছে কি না ?

Answer

১) ২,৩০,৯৯৯টি পরিবারকে।
২) দশ কেজি চাউল প্রতি মাসে প্রতি পরিবারকে।
৩) না।

Admitted Starred. Question No. 108,
Name of M.L.A.—Shri Kajal Ch Das,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge-of the Food & Civil supplies Department be pleased to state—

Question

১) সরকারী নার্য্য মূল্যের দোকানগুলিতে মাথাপিছু রেশন বরাদ্দ কিসের ভিত্তিতে নির্ধারন করা হয়।
২) বর্ত্তমানে নির্ধারিত এই মাথাপিছু বরাদ্দ রেশন যথার্থ কিনা।
৩) উক্ত মাথাপিছু রেশন বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়টি রাজ্য সরকারের প্রক্রিয়ার ভূক্ত কিনা।
৪) বর্ত্তমানে উল্লিখিত রেশন সামগ্রী মাথাপিছু সাপ্তাহিক বরাদ্দ কতটুকু।

Answer

১) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মাসিক বরাদ্দ অনুযায়ী।
২) না।
৩) না। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের মাসিক বরাদ্দের উপর নির্ভর করে রেশন সামগ্রীর মাসিক / সাপ্তাহিক বরাদ্দ ঠিক করা হয়।

৪) গণবণ্টন ব্যবস্থা রেশন সামগ্রী বিলিয় মাসিক / সাপ্তাহিক বরাদ্দের পরিমান নিম্নরূপ :—

ক) চাল :— ৪ কেজি প্রতিমাসে প্রতি প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য এবং তার অর্ধেক প্রতি অপ্রাপ্ত বয়স্কের জন্য শহর ও গ্রামাঞ্চলে একই হারে।

খ) গম :— ১ কেজি প্রতিমাসে প্রতি প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য এবং তার অর্ধেক প্রতি অপ্রাপ্ত বয়স্কের জন্য।

গ) লবণ :— ৭৫০ গ্রাম প্রতিমাসে মাথাপিছু প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের জন্য শহর ও গ্রামাঞ্চলে একই হারে।

ঘ) চিনি :— ১ কেজি মাথাপিছু আগরতলা পৌর এলাকার জন্য এবং অন্যান্য এলাকায় মাথাপিছু ৩৭৫ গ্রাম প্রতি মাসে।

ঙ) কে: তেল :— ১ লিটার মাথাপিছু প্রতি মাসে শহর ও গ্রামাঞ্চলের একই হারে।

Admitted Un-Starred Question No. 109

Name of Member :— Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Power" Department be pleased to state.

—: প্রশ্ন :—

১। বর্তমানে রাজ্যে বিদ্যুৎ এর চাহিদা অনুযায়ী যোগানের অপ্রতুলতার কারণে যে লোডশেডিং করতে হচ্ছে তাহা বন্ধ করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং

২। কবে নাগাদ চাহিদা অনুযায়ী সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ এর যোগান দিয়ে এই লোডসেডিং বন্ধ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়,

৩। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার কর্তৃক কেন্দ্রিয় সরকারের বিদ্যুৎ সরবরাহের নুতন প্রোজেক্ট এর পরিকল্পনা গ্রহন না করলে রাজ্যে লাডসেডিং বন্ধ করা সম্ভব হবে না?

—: উত্তর :—

১। রাজ্যে বিদ্যুৎ এর চাহিদা ও যোগানের ঘাটতি দূর করার লক্ষ্য প্রথমতঃ নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি স্থাপনের প্রস্তাব বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন :—

ক] উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের (এন. ই. সি) আর্থিক অনুদানে খড়মুড়ায় একটি ২১ মেগাওয়াট ক্ষমতার গ্যাস থার্মল ইউনিট স্থাপন।

খ] শুল্ককমিশনের সুপারিস (যা বর্তমানে নন্ প্লেনসেবেল সেন্ট্রালপুল হিসাবে গন্য হচ্ছে) অনুসারে রোখিয়ায় একটি ২১ মেগাওয়াট গ্যাস থার্মাল ইউনিট বসানো [রোখিয়া ফেইস— ২]

গ] কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিস অনুসারে রাজ্য পরিকল্পনাখাতে রোখিয়ায় আরও একটি ২১ মেগাওয়াটের গ্যাস থার্মলসেট বসানো (রোখিয়া ফেইস— ১)

ঘ] পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিস মোতাবেক গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের পুরানো যন্ত্রাংশের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সান্ধ্যকালীন সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রকল্প (৮ মেগাওয়াট থেকে ১২ মেগাওয়াট)। নেপকো চলতি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রাঙা নদী ও দোয়াং—এর কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভিন্ন সময়ে দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়েছে।

২। রাজ্য সরকারের উপরোক্ত প্রকল্পগুলির রূপায়ন কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল। তবে অনুমোদন পাওয়ার পর ২ (দুই) বছরের মধ্যে প্রতিটি প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব ও স্বাভাবিক ভাবে আনুপাতিকহারে ঘাটতি মিটিয়ে লোডসেডিং—এর সময় কমিয়ে শূন্যে আনা সম্ভব হবে।

৩। হ্যাঁ, ইহাই সত্য।

Admitted Un-Starred Questions No. 135.

Name of the Member : - Shri Bijoy Kr. Hrangkhal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

1. Has the State Government any plan to make oneway the Master Road of the City. Agartala to avoid traffic jam and road accident ?
2. If so, when the plan will be materialised ?
3. If not so, what is the reason for ?

Answer

1. There is no Master Road in Agartala. However, the Government has already declared 7 (Seven) importent roads of the town as one-way roads.
2. This systen is already in operation.
3. Does not arise.

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Un-Starred. Question No. 136,
Name of the Member :— Shri Shyamacharan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge-of the Home Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য টি, এস, আর জওয়ানদের ভি, আই, পিদের রক্ষী (এসর্কট) হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ;

২। সত্য হলে, প্রায় অর্ধ সামরিক বাহিনীর অপব্যবহার করা হচ্ছে কিনা .

৩। কেবলমাত্র রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, ডি, জি. পি ছাড়া টি, এস, আর জওয়ানদের এসর্কট হিসাবে ব্যবহার না করে সন্ত্রাসবাদ দমনে ব্যবহার করা হবে কিনা ?

—: উত্তর :—

১। টি, এস, আর জওয়ানদের ভি, আই. পিদের এসর্কট হিসাবে নিয়মিত ব্যবহার করা হয় না।

২। না।

৩। উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করার জন্য টি, এস, আর জওয়ানদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে কখনো কখনো বিশেষ ক্ষেত্রে ভি, আই, পিদের এসর্কট হিসাবেও তাদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

Admitted Un-Starred QuestionNo. 155
Name of the Member :— Shri Dilip Sarker,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। জন স্বার্থে বাঁধারঘাট বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার মধ্যে নুতন পুলিশ ফাঁড়ি করার পরিকল্পনা আছে কিনা।

২। থাকলে কোথায় কোথায় করা হবে এবং কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়।

৩। করা না হলে, এর কারণ কি ?

—: উত্তর :—

১। বর্তমানে এইরূপ কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। উক্ত বিধানসভা নির্ব্বাচনী এলাকায় বর্ত্তমানে একটি থানা ও একটি আউটপোষ্ট সক্রীয় রয়েছে। এলাকাটি রাজধানী শহরের সংলগ্ন। তাই আইন শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে প্রয়োজনীয় সময়ে আরক্ষা দপ্তরের জেলা ও রাজ্য কেন্দ্র থেকে সহযোগিতা করা হয়।

Admitted Un-ctarred Questions No. ;— 171
Name of Member. :— Sri Dilip Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the 'POWER" Department be pleased to state.

—: প্রশ্ন :—

১। কুটির জ্যোতি প্রকল্পে বাঁধারঘাট বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার তপশীলি জাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের দরিদ্র অংশের জনগণের জন্য আগামী ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থবর্ষে কতগুলি বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়।

২। উক্ত প্রকল্পে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের স্থানীয় বিধায়ক -দের কোন ভূমিকা থাকে কি না এবং থাকলে সেটা কি ধরনের ?

—: উত্তর :—

১। কুটির জ্যোতি প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অনুদান প্রকল্প যার মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী গ্রামীণ জনসাধারণের ঘরে বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ সংযোজন করে দেওয়া হয়। এই সংযোজন দেওয়ার ব্যাপারে সম্প্রদায় ভিত্তিক কোনও বাধা বাধকতা নেই। এই প্রকল্পের অধীনে সংযোজন পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান সর্ত্ত হচ্ছে গ্রাহকের বাৎসরিক আয় অবশ্যই দারিদ্রসীমার নীচে থাকতে হবে এবং এল. টি লাইন হইতে ৩৫ মিটার দূরত্বে অবস্থান।

কুটির জ্যোতি প্রকল্পের অধীনে বাৎসরিক সংযোজন প্রদানের লক্ষ্য মাত্রা বিধানসভা নির্ব্বাচনী এলাকা ভিত্তিক নির্ধারণ করা হয় না। এই লক্ষ্য মাত্রা ব্লক ভিত্তিক নির্ধারিত হয়।

২। এই প্রকল্পের অধীনে সংযোজন পাওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিদ্যুৎ গ্রাহক চিহ্নিতকরণের দায়িত্ব সরকার পঞ্চায়েত বা ভিলেজডেভেলাপমেন্ট কমিটির উপর ন্যস্ত করেছেন। পঞ্চায়েত সমিতি অথবা ভিলেজ ডেভেলাপমেন্ট কমিটি স্ব স্ব এলাকার অন্তর্গত চিহ্নিত গ্রাহকগণের নামের তালিকা ব্লকের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকারী বাস্তুকার অফিসে পাঠিয়ে দেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে এই নামের তালিকা অনুযায়ী চিহ্নিত গ্রাহকের ঘরে বিদ্যুৎ সংযোজন করা হয়। সুতরাং এই ব্যাপারে স্থানীয় বিধায়কদের কোন সরাসরি ভূমিকা নেই।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Admitted Starred Questions No. 173.

Name of the Member :- Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "POWER" Department be pleased to state :—

—: প্রশ্ন :—

১। পূর্ব কল্যাণপুর গাঁওসভার অন্তর্গত বাতেমা, ভোতাবাড়ী, অমর কলোনী, কুঞ্জবন গাঁওসভার সুত্রধর পাড়া, গোপালনগর এবং কমলনগর গাঁওসভার অন্তর্গত মাইজভাণ্ডার ময়মন সিং পাড়ায় অসমাপ্ত বৈদ্যুতিকরনের কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন করা হবে ?

—: উত্তর :—

১। পূর্ব কল্যাণপুর গাঁওসভা, কুঞ্জবন গাঁওসভা এবং কমলনগর গাঁওসভার যে যে অঞ্চলে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প অনুসারে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে আর এখনও সমাপ্ত হয়নি, আশা করা যায়, তা আগামী এপ্রিল মে ১৯৯৯ ইং নাগাদ শেষ হবে।

Admitted Starred Question No 212

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Jail" Departmenh be pleased to state -—

—: প্রশ্ন :—

১। ত্রিপুরার নিজস্ব জেল কোড্ আছে কিনা।

২। না থাকিলে কোন রাজ্যের আইন অনুসারে জেল পরিচালনার কাজ চলিতেছে।

৩। ত্রিপুরার নিজস্ব জেল আইন তৈরীর কোন পরিকল্পনা আছে কিনা।

৪। না থাকিলে তার কারণ—

—: উত্তর :—

১। না।

২। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বেঙ্গল জেল কোড্ অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যের জেল পরিচালনার কাজ পরিচালিত হইতেছে।

৩। হ্যাঁ

৪। প্রশ্ন উঠে না

Admitted starred Questions No. ;— 235

Name of Member. : — Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state.

—: প্রশ্ন :—

২। ছাওমনু থানা অন্তর্গত মানিকপুর- মনু থানার অন্তর্গত লালছড়ায় পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

২। না থাকলে তার কারণ কি ?

—: উত্তর :—

১। আপাতত নেই।

২। মানিকপুর ও লালছড়া এলাকা দুইটিতে ছামনু থানা, মনু থানা ও ছৈলেংটা সি আর পি. এফ ক্যাম্প থেকে টহলদারীর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

Admitted Starred Question No. 240

Name of Member :— Shri Padma Kr. Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state.

—: প্রশ্ন :—

১। ইহা কি সত্য যে দীর্ঘ বৎসরের একটি পুলিশ আউট পোষ্ট আমপুরা বাজার থেকে গত বৎসর তুলে নেওয়া হয়েছে ; এবং

২। ইহাও কি সত্য যে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জানানোর পরও এখন পর্যন্ত উক্ত স্থানে ক্যাম্প দেওয়া হয় নাই ;

৩। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ কি ?

—: উত্তর :—

১। হ্যাঁ।

২/৩। বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আছে। যেহেতু বর্তমানে নিরাপত্তা কর্মী স্বল্পতা রয়েছে সে কারণে আমপুরাতে আপাতত ক্যাম্প স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী চাওয়া হয়েছে। পাওয়া গেলে আমপুরার পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের বিষয়টি পুন: বিবেচনা করা যেতে পারে।

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 5:0

Name of the Member :— Shri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

—: প্রশ্ন :—

১। নতুন ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কোথায় কোথায় স্থাপন করা হবে এবং

৩। রাজনগর ব্লক হেড কোয়ার্টারে স্থাপন করা হবে কি ?

—: উত্তর :—

১। হাঁা, আছে।

২। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে কুমারঘাট, রাজনগর, বিশ্রামগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

৩। হাঁা।

Admitted Starred Question No. 264.

Name of the Member :— Shri Gita Mohan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

—: প্রশ্ন :—

১। প্রত্যন্ত এলাকায় [জুমিয়া এলাকায়] ডবল রেশন ও বাকি কত রেশন দেওয়া সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ? এবং

২। যদি থাকে উক্ত পরিকল্পনার আওতায় কোন কোন এলাকা চিহ্নিত হইয়াছে ?

—: উত্তর :—

১। বর্তমানে এ. ডি. সির অন্তর্গত ২:৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত / পাড়া এবং ২৭টি এ. ডি. সির বহির্ভূত ট্রাইবেল সাবপ্লেন এরিয়ার অন্তর্গত বসবাসকারী পরিবারগুলিকে দ্বিগুণ হারে রেশনের চাউল বন্টন করা হচ্ছে।

বাকিতে রেশন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নেই।

২। সমস্ত এ. ডি. সি. এলাকায় ও এ. ডি. সির বহির্ভূত ২৭টি ট্রাইবেল সাবপ্লেন এরিয়ার বর্তমানে তাবল রেশন চালু আছে। বাকিতে রেশন সরবরাহ করার কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted Starred Questions No 267

Name of Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state —

—: প্রশ্ন :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন্ স্তরের আদালত কতটি বিচারপতির পদ শূন্য রয়েছে।

২। শূন্য পদগুলি পূরনের জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

৩। ব্যাবস্থা নেওয়া না হয়ে থাকলে এর কারণ কি ? এবং

৪। ত্রিপুরা রাজ্যের আদালতগুলিতে কোন স্তরের বিচারপতির জন্য কি ধরনের সুযোগ সুবিধা চালু রয়েছে ?

—: উত্তর :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যের মহকুমা আদালতগুলিতে মোট ১৮টি grade III অফিসারের পদ শূন্য আছে। এছাড়াও জেলা আদালতগুলিতে মোট ২টি grade I অফিসারের পদ শূন্য আছে।

২। Grade III অফিসারের পদ পূরনের জন্য মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্ট ১৯৯৩ ইং সনে ইন্টারভিউ নিয়ে ৩ জনের একটি প্যানাল পাঠায় নিযুক্তি দেবার জন্য এটা এখন সরকারের বিবেচনাধীন। এছাড়া ২টি grade I অফিসারের পদ পূরনের জন্য হাইকোর্ট ইন্টারভিউ নিয়েছেন। প্যানাল পাঠালে নিযুক্তি দেবার কাজ শুরু হবে।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠেনা।

৪। প্রথম সর্ব ভারতীয় জুডিশিয়েল পে কমিশনের ইনটারিম রিপোর্ট অনুযায়ী অফিসাররা বেতন পাচ্ছেন। এছাড়াও সরকারী বাড়ী, গাড়ী, টেলিফোন, লাইব্রেরীর সুবিধা ইত্যাদি আছে।

Admitted Starred Question No. —268

Name of the Member : – Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Low Department be pleased to state :—

—: প্রশ্ন :—

১। ত্রিপুরা জুডিশিয়েল সার্ভিসের Gr-I অফিসাররা গৌহাটি হাইকোর্টের আগরতলা বেঞ্চের রেজিষ্ট্রার ব্যতিত যারা রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে কর্মরত রয়েছেন, তাদের বেতনক্রম এবং ত্রিপুরা

জুডিশিয়েল সার্ভিসের Gr-1 অফিসারদের যারা আইন সচিব এবং এল. আর হিসাবে কর্মরত রয়েছেন, তাদের বেতনক্রমের মধ্যে কোন বৈষম্য রয়েছে কি না ?

২। ইহা কি সত্য যে Gr-I অফিসার যারা জেলা জজ হিসাবে কর্মরত রয়েছেন তাদের থেকে চাকুরীতে জুনিয়র হওয়া সত্বেও এল, আর এবং আইন সচিব বেশী বেতনক্রম পাচ্ছেন ? এবং

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এল, আর আইন সচিব এবং জেলা জজদের সমবেতনক্রম চালু করা হবে কিনা ?

—: উত্তর :—

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ, ইহাও সত্য।

৩। চতুর্থ ত্রিপুরা পে কমিশন ত্রিপুরা জুডিশিয়েল সার্ভিসের Gr-I অফিসারদের জন্য একটি পে স্কেল ঠিক করে দিয়েছেন এবং রাজ্য সরকারের আইন সচিব ও এল, আর পদের জন্য উচ্চতর বেতনক্রম ঠিক করে দিয়েছেন। আইন সচিব ও এল. আর. নিয়োগের জন্য গৌহাটি হাইকোর্ট একটি প্যানাল পাঠান। প্যানেল থেকে নির্ব্বাচন করে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা পুরাপুরি রাজ্য সরকারের। ঐ পদে যারাই নিযুক্ত হন, তারাই নির্দ্দিষ্ট উচ্চতর বেতনক্রম পেয়ে থাকেন। আর জেলা জজরা পে কমিশন সুপারিসকৃত বেতনক্রম পান। আপাততঃ জেলা জজদের বেতন সচিবদের সমান করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

ANNEXURE—'B'

Admitted un-starred Question No. 2

Name of the Members :— (1) Shri Jawhar Saha,
(2) Sri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে রাজ্যে বৈরীদের হাতে কতজন খুন, অপহৃত, আহত হয়েছেন ? (২৮ ফেব্রুয়ারী ৯৯) পর্য্যন্ত।

২। উক্ত সময়ে (২৮ ফেব্রুয়ারী ৯৯ পর্য্যন্ত) রাজ্যে কতটি বৈরী হামলা সংঘটিত হয়েছে ?

৩। উক্ত সময়ের মধ্যে কতজন বৈরীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং কি কি ধরনের কতটি অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ? এবং

৪। এই সময়ের মধ্যে যারা খুন হয়েছেন তাদের সকল পরিবারকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে কি না ?

—: উত্তর :—

১। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের শাসন কালে (ফেব্রুয়ারী ৯৯ ইং পর্যান্ত) রাজ্যে বৈরীদের হাতে নিহত, অপহৃত ও আহতের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

নিহত	আহত	অপহৃত
১৮৯ জন	১৪৪ জন	৪৬৮ জন

২। উক্ত সময়ে মোট ৩৯৫ টি বৈরী হামলা সংঘটিত হয়েছে।

৩। উক্ত সময়ে মোট ২৭১ জন বৈরী ও তার সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং উদ্ধারকৃত অস্ত্রের বিবরণ নিম্নরূপ :—

ক) এ কে. ৫৬ রাইফেল— ৫টি, সঙ্গে ২টি ম্যাগজিন, এবং ৪৪০টি গুলি।

খ) এ. কে. ৪৭ রাইফেল— ১টি, সঙ্গে ২টি ম্যাগজিন, এবং ২০টি গুলি।

গ) ৭, ৬২ এস. এল. আর - ১টি, সঙ্গে ৩০টি গুলি।

ঘ) ৩০৩ রাইফেল— ২টি, সঙ্গে ১৭টি গুলি।

ঙ) ৯ এম. এম পিস্তল— ১টি, সঙ্গে ৩৭টি গুলি।

চ) ৩৮টি রিভলবার— ১টি, সঙ্গে ১১টি গুলি।

ছ) বিদেশী রিভলবার— ২টি, সঙ্গে ৬টি গুলি।

জ) চাইনিজ পিস্তল— ১টি

ঝ) চাইনিজ গ্রেনেড— ৬টি

ঞ) এইচ. ই. গ্রেনেড— ২টি

ট) দেশী বন্দুক— ২৫টি, সঙ্গে ২টি কার্টেজ

ঠ) দেশী পিস্তল— ৩টি

৪। এখন পর্যান্ত ৯৫ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। বাকীদের চাকুরী দেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

Admitted un-starred Questions No— 3

Name of Member :— Shri Rabindra DebBarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state—

—: প্রশ্ন :—

১। সারা রাজ্যে কয়টি গাঁও পঞ্চায়েতে BPL চালু আছে। এবং

২। কত পরিবার BPL এর মাধ্যমে চাউল পাচ্ছে? (ব্লক ভিত্তিক আলাদা হিসাব)।

—: উত্তর :—

১। সারা রাজ্যে মোট ৯৫৫টি গাঁও পঞ্চায়েতে BPL চালু আছে।

২। মোট ২,৩১,০০০ (দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার) পরিবার BPL. এর মাধ্যমে চাউল পাচ্ছে।

ব্লক ভিত্তিক আলাদা হিসাব নিম্নরূপ :—

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	ব্লকের নাম	কতটি পঞ্চায়েতে BPL চালু আছে	BPL প্রকল্পাধীন মোট চাউল সরবরাহ করা হচ্ছে প্রতি মাসে
১	২	৩	৪	৫
১	সদর	ক) মোহনপুর	৪৭টি	৯৯৩৯০ কেজি
		খ) জিরানীয়া	৩৭টি	৬৭৭৭০ "
		গ) মান্দাই	২২টি	৫৮৬০০ ,,
		ঘ) আগরতলা পৌর এলাকা		৪২২১০ ,,
		ঙ) রাণীর বাজার নগর পঞ্চায়েত	—	৪১৭০ ,,
			—	
২	বিশালগড়	ক) বিশালগড়	৪৬টি	৯৮১৬০ ,,
		খ) ডুকলি	৩৩টি	৫৫৭৬০ ,,
		গ) জম্পুইজলা	১৭টি	৬১০৪০ ,,
৩	খোয়াই	ক) খোয়াই	২৬টি	৬৪০২০ ,,
		খ) তুলাশিখর	২১টি	৬১১৮০ ,,
		গ) তেলিয়ামুড়া	৫১টি	১১৭৬৪০ ,,

১	২	৩	৪	৫
		ঘ) তেলিয়ামুড়া নগর পঞ্চায়েত	—	৪২৬০ কেজি
		ঙ) খোয়াই নগর পঞ্চায়েত	—	৩২৫০ কেজি
৪	সোনামুড়া	ক) মেলাঘর	৭৫টি	১৪২৭২০ কেজি
		খ) সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত	—	১৪৭০ কেজি
৫	উদয়পুর	ক) কিল্লা	১৫টি	৫০৭৯০ কেজি
		খ) মাতার বাড়ী	৬০টি	১৫৭২০ কেজি
		গ) উদয়পুর নগর পঞ্চায়েত	—	৩৮৯০ কেজি
৬	অমরপুর	ক) অমরপুর	৪৭টি	৬৬২০০ কেজি
		খ) করবুক	১৭টি	৮৪.৮০ কেজি
		গ) অমরপুর নগর পঞ্চায়েত	—	১৭৬০ কেজি
৭	সাব্রুম	ক) সাতচাঁদ	৪৫টি	৯৩২৪০ কেজি
		খ) রূপাইছড়ি	২৬টি	৩৫২২০ কেজি
		গ) সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত	—	৯৪০ কেজি
৮	বিলোনীয়া	ক) বগাফা	৪১টি	১০৮৮৯০ কেজি
		খ) রাজনগর	৪২টি	৯২৫০০ কেজি
		গ) বিলোনীয়া নগর পঞ্চায়েত	—	২৮২০ কেজি
৯	ধর্মনগর	ক) কদমতলা	২৫টি	৯৭৯৮০ কেজি
		খ) পানিসাগর	৩০টি	৮১৫৩০ কেজি
		গ) ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েত	—	৬২৮০ কেজি
১০	কৈলাশহর	ক) কুমারঘাট	৬৬টি	১৪১৫৮০ কেজি

১	২	৩	৪	৫
		খ) কৈলাশহর নগর পঞ্চায়েত	—	২৫৪০ কেজি
		গ) কুমারঘাট নগর পঞ্চায়েত	—	২৫২০ কেজি
১১	কাঞ্চনপুর	ক) দশদা	২৯টি	৫৭২৭০ কেজি
		খ) পেঁচারথল	২২টি	২৫২৫০ কেজি
		গ) জম্পুইজলা ব্লক	৬টি	
১২	লংতরাইভ্যালী	ক) মনু	২৬টি	৮৪২৪০ কেজি
		খ) ছামনু	১৪টি	৪৯২৯০ কেজি
১৩	গণ্ডাছড়া	ক) ডুম্বুর নগর	১৯টি	৬৬৫২০ কেজি
১৪	কমলপুর	ক) সালেমা	২৬টি	১২১৬৫০ কেজি
		খ) কমলপুর নগর পঞ্চায়েত	—	
১৬	আমবাসা	ক) আমবাসা	২৪টি	৮৭০ কেজি
				মোট— ২৫৫টি

Admitted un-starred Questions No— 15

Name of Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। ১৯৯৭ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৯৯ ইং সনের ৩১ শে জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যে কতটি যান দুর্ঘটনা ঘটেছে ; [মহকুমা ভিত্তিক বাস, ট্রাক, অটোরিক্সার পৃথক পৃথক হিসাব]।

২। এই সময়ে উক্ত দুর্ঘটনায় কতজন হতাহত হয়েছে ? [মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব]।

১। ১৯৯৭ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৯৯ ইং ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১১৪৭টি যান দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	বাস	ট্রাক	অটোরিক্সা	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫
সদর মহকুমা	৫৪	৭২	৩৮	১৬২
বিশালগড়	২০	২০	৩	৭১
খোয়াই	১০	৩০	১	৪৬
সোনামুড়া	৯	৪	১	৬৩
কমলপুর	৫	২১	১	৩৪
লংতরাইভেলী	৩	১৭	২	১৪
গণ্ডাছড়া	—	১	—	১
উদয়পুর	২২	১৭	১১	৯১
সাব্রুম	৪	৫	—	১৫
বিলোনীয়া	১৪	৭	৬	৬৭
অমরপুর	৩	৫	২	৮
কৈলাশহর	৯	১৩	৬	৪৪
ধর্ম্মনগর	৫	২৬	৫	১৮
কাঞ্চনপুর	৭	১৭	৩	১১
মোট =	১৬৮	২৫৫	৭৯	৬৪৫

২। উক্ত সময়ে মোট ৩১২ জন নিহত এবং ১৫২৫ জন আহত হয়েছে :—

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	নিহতের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা
সদর	৯৩	৩৮৫

বিশালগড়	৩৭	১০৯
খোয়াই	৩১	৭৩
সোনামুড়া	৯	১৩৭
কমলপুর	১৮	৫৩
লংতরাইভেলী	১৩	৪৩
গণ্ডাছড়া	১	৬
উদয়পুর	২৪	১৫৯
সাব্রুম	৩	২০
বিলোনীয়া	২২	১৯১
অমরপুর	৭	১৭
কৈলাশহর	১৬	১১১
ধর্মনগর	২০	১১০
কাঞ্চনপুর	১৮	১০১
	৩১২	১৫২৫

Admitted un-starred Question No 18

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। ৩য় ও ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ এ পর্যান্ত কতজন বৈরী আত্ম সমর্পন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে।

২। তাদের মধ্যে এ পর্যান্ত কতজনকে, মাসিক কত টাকা হারে ভাতা দেওয়া হচ্ছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

৩। ১৯৯৯ ইং সনের ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত ভাতাও অন্যান্য বাবত কত টাকা, এ সকল আত্ম সমর্পন কারীদের জন্য খরচ করা হয়েছে ; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৪। উক্ত সময়ের মধ্যে বৈরীদের পুর্ণবাসন ইত্যাদি বাবত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে কত টাকা পাওয়া গিয়েছে।

উত্তর

১। ৫৪০৭ জন।

২। দুই জন আত্মসমর্পন কারীকে নিম্নলিখিত হারে মাসিক ভাতা দেওয়া হচ্ছে—

১ জনকে ৭৫০/- হারে

১ জনকে ১০০০/- হারে

৩। ৮ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সংগ্রাহাধীন)।

৪। ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।

Admitted Un-Starred Question No.— 19

Name of the Member :— Shir Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্য সরকার কিছু বৈরীকে চিহ্নিত করে, তাদেরকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য সাহায্যকারীদের উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার অর্থ মূল্য ঘোষনা দিয়েছেন ;

২। সত্য হলে, কতজন বৈরীদের চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের নাম ঠিকানা কি কি ?

৩। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ পর্যন্ত এ সকল চিহ্নিত বৈরীদের কতজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে ? (বিবরণ সহ তথ্য)

উত্তর

১। রাজ্য সরকার চিহ্নিত বৈরী ও বৈরী সহযোগীদের গ্রেপ্তারের জন্য সংবাদ সরবরাহকারীকে ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার) থেকে ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার প্রদানের ঘোষনা দিয়েছেন।

২। চিহ্নিত বৈরীদের নাম ও অন্যান্য তথ্যাদি সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

৩। ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ ইং পর্যন্ত নিম্নলিখিত মোট ৯ (নয়) জন চিহ্নিত বৈরী ও বৈরী সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে।

ক) শ্রীপুতুল দেববর্মা পিতা — শ্রীরামধন দেববর্মা, শ্রীরামপুর, কমলপুর।

খ) শ্রীঅধীন দেববর্মা, পিতা— মঙ্গল দেববর্মা, ব্রজবাসী পাড়া, জিরানীয়া।

গ) শ্রীরথীন্দ্র দেববর্মা, চানকাপ, সাংলেমা।

ঘ) শ্রীসুনীল দেববর্মা, পিতা— শ্রীমহীম দেববর্মা খোসিপাড়া মান্দাই, জিরানীয়া।

ঙ) শ্রীবিমল দেববর্মা, মান্দাই জিরানীয়া।

চ) শ্রীজগদীশ ঘোষ, পিতা মৃত জয় কুমার ঘোষ মানিক ভাণ্ডার, কমলপুর।

ছ) শ্রীমালাক চাঁদ দেববর্মা, পিতা— রাজপণ্ডিত মাতাবীর, কমলপুর।

জ) শ্রীস্নেহ কুমার দেববর্মা, পিতা মৃত— সুরেন্দ্র দেববর্মা, ছোট শরমা, কমলপুর।

ঝ) শ্রীমানবেন্দ্র দেববর্মা, পিতা— চন্দ্রনাথ, মহারানী, সালেমা।

1	2	3	4
SL. No.	NAME OF THE MISCREANTS.	Maximun amount up to which rewards admissible for informers leading to the arrest of each miscreants,	Govt. Ord No. and P. S. case referernce
1.	Naba Kr. Debbarma, S/O Shri Mancai Chandra Debbarma of Duraicherra, PS, Kamalpur.	Rs. 2.00Lakhs.	No.P,21 (17)-PD/98 Dt. 25.9,1998, Salama P.S. Caso No. 5/98 U/S 148/149/307/302/120B IPC & 27 of Arms Act & 10/13 of Unlawful Activities (P) Act.
2,	Dharma Charan Jamatia @ Dafong Dayal Jamatia S/o Lt. Santenala Jamatia of Gangiya Colony, PS, Birganj, Dist, South Tripura.	Rs. 2,00 Lakhs	
3.	Biswa Dayal Jamatia @ Dayal Jamatia S/o Sri Arma Sadhan Jamatia of Kalamkai Bari, P,S, Killa, Dist, -do-	Rs. 2.00 Lakhs	-do-
4.	Biswa Mohan Debbarma S/o Shri Braja Debbarma of Sumantapara P.S. Kalyanpur,	Rs. 2.00 Lakhs	-do-

১	২	৩	৪	৫
5.	Kamini Debbarma, S/o Shri Koirod Debbarma of Kanta-kubrapara, P.S. Jirania, West Dist.		Rs. 2.00 Lakhs	
6,	Bishnu Prasad Jamatia, @ J. Bosong S/o Sri Dhana Manik Jamatia of Hadrai, P.S. Tella-mura Dist. -do-		Rs, 200 Lakhs.	-do-
7.	Rajkanta Debbarma, S/o Sri Raidhan Debbarma of North Moohuria, P.S. Saloma. Distt. Dhalai.		Rs, 2.00 Lakhr	-do-
8.	Himangshu Das, S/o Lt. Surandra Das of North Moohuria, PS. Saloma of -do-		Rs. 1.00 Lakhs	-do-
9.	Sudhangshu Das of S/o -do- of -do-		Rs. 1.00 Lakhs	-do-
10	Satya Das S/o Sri Naba-dwip Das of Abhanga, P.S. Saloma, Dist. Dhalai.		Rs. 50.00	-do-
11.	Honuram Debbarma @ Henuchan S/o Sri Biswa Kr. Debbarma of North Mooh urai of-do-		Rs. 50.00	-do-

১	২	৩	৪
12.	Rajib Debbarma S/o Sri Jatindra Debbarma of -do-	Rs, 50.00.	-do-
13,	Swapan Debbarma S/o Sri Padma Debbarma of -do-.	Rs. 50.00.	-do-
14.	Paritosh Das, S/o Lt, Prafull Das of -do-	Rs. 50,00	-do-
15,	Ramananda Namaudra S/o Lt. Promod Nama-Sudra of -do-.	Rs. 50.00.	-do-
16.	Sanjoy Das S/o Lt. Suresh Das of -do-.	Rs. 50. 00.	-do-
17,	Dilip Das S/o Sri Chandra Mohan Das of -do-.	Rs, 50.00,	-do-
18.	Putul Debbarma S/o Sri Ramdhan D/Barma of Srirampur, Chotosurma P.S Kamalpur. (EYTNV) (Arrested)	Rs, 50.000/-	Govt. of Tripura ordor No. F.1 (78)-PD/86(L) Dt.14.2.96
19.	Sri Atharababu Halam S/o Sri Pailal (EXTNV) Sokh Halam of Jamthung PS. Salema.	-do-	KLM PS Case No 65/95U/S 306 IPC & 27 of Arms Act.

১	২	৩	৪
20.	Tapan Kalai S/o Sri Bhuban Kaloi of Kaloi Ghantachara P.S. Ambassa,	-do-	
21.	Barralal Halam @ Josulal S/o Sri (EXTNV) Donison Halam of Dagmara PS. -do-.	Rs. 10,000/-	-do-
22.	Anup Debbarma S/o Sri Nishi Kanta Debbarma of North Nachuria PS. SLM	-do- -do-	-do-
23.	Laldingshang Halam @ Athang S/o Sri Surjya Charan Halam of Jarithung.	-do-	-do-
24.	Soumon Debbarma S/o Sri Mangal Debbarma of Machuria P S. SLM.	-do-	-do-
25,	Adhin Debbarma (Driver-TR-01-A-0347) S/o Mangal Debbrma of Brajabasipara, Champaknagar. P.S. Jirania (Arrested)	-do-	-do-
26.	Rathindra Debbarma (Ex-A/R) of Chancup P.S. Salema. (Arristed)	-do-	-do-
27,	Sri Ronga Halam S/o Lt. Daroon Halam of Kuki-charra P.S, Fatikroy.	-do-	-do-

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3	4
28.	Jiten Debbarma S/o Lt, Kusum Debbarma of Lambucharra P.S. KMP.	-do-	-do-
29.	Pratap Debbarma Asstt. of TR-01-A-6347) S/o Soney Debbarma of Kalachati PS, JRN.	-do-	-do-
30,	Sri Sunil Debbarma S/o Sri Mahim Debbarma of Ghoshipara, Old Mandal, P,S. Jirania,(Arrested)	-do-	-do-
31.	Subudh Debbarma of Gaumchakumbrapara P.S. Jirania,	-do-	-do-
32.	Gaya prasad Debbarma S/o Sri Madhai Debbarma of Talrumcherra PS. KMP,	-do-	-do-
33.	Madan Debbarma @ Amit S/o Sri Monmohan Debbarma of Jampuijala	-do-	-do-
34	Bimal Debbarma (Driver) of Mandai P S JRN. (Arristed)	-do-	-do-
35.	Jagadish Ghosh S/o Lt. Joy Kr. Ghosh of Manik Bhandar P.S. Kamalpur. (Arrested)	-do-	-do-
36.	Nalak Chand. Debbarma S/o Sri Rajpandit Debbarma of Matabir P.S. Kamalpur (Arrested)	-do-	-do-

1	2	3	4
37,	Sneha Kr. Debbarma S/o Lt, Surendra Debbarma of Choto-sharma, P.S, KMP. (Arrested)	-do-	-do-
38,	Nanabendra Debbarma S/O Chandranath Debbarma of Maharani P.O Salema, (Arrested)	-do-	-do-
39,	Biswamohan Debbarma S/o Sri Brajakishure Debbarma Sumanta para, PS. Kalayanpur.	Rs. 2.00 Lakhs	Govt. of Tripura Order No. F. 21(19)-PD/98 Dt,14.1.99. Caso No. East Agt. P.S. C/No 37/98. U/S 153A/153B/ 120B/121A/ 122 IPC:& 10/13 Unlaw ful Activiti. es (P) Act.
40.	Jashuya Debbarma@ Jiman S/o Sri Shib Charan Jamatia of Bargakami (Baramaydan) P S. Kalaynpur	-do-	
41.	Binoy Debbarma S/o Sri Biswroy Debbarma of Bargacha, P,S. Sidha,	-do-	
42.	Bishnuprasad Jamatia @ Basang S/o Shridam Manik Jamatia of Hadrai P.S. TLM.	-do-	
43.	Mantu Kalai S/o Sri Sukhapada Kalai of Kalaipara, Jampuijala P.S. TKJ.	-do-	
44.	Kamini Debbarma S/o Sri Khirod Debbarma of Kanthal Khubraipara P S. JRN.	-do-	
45.	Dhano Kalai S/o Sri Sumdi Kalai of Taidu Khamarbari, P.S. Taidu,	-do-	-do-

1	2	3	4
46.	Kishure Debbarma @ Laru S/o Sri Narendra Debbarma of Bairagipara, P.S. SDI.	Rs. 1 Lakh	-do-
47,	Nayanbashi Jamatia S/o Sri Satish Jamatia, of Trishabari P,S. TLM,	-do-	-do-
48	Janabir Debbarma S/P Sri Birgagan Debbarma of Durgadas Choudhury Para P.S. East Agt.	-do-	-do-
49,	Arun Debbarma S/o Sri Kisa Debbarma of Patni P,S. Jirania,	-do-	-do-
50.	Chaknia Kalai @ S.K. Kalai S/o Prahallad Kalai of Taidu Khamarbari P.S, Taidu.	-do-	-do-
51,	Sanjit Debbarma S/o Sri Nagandra Debbarma of Latiachara P.S. Bishalghar.	-do-	-do-
52.	Utpanna Tripura S/o Sri Birat Tripura of Shivpara, Dhuma-charra P.S. Manu.		
53.	Parsuhmram Tripura S/o Unknown of Dhumacharra P,S, Manu.	-do-	-do-
54.	Tapan Kalai S/o Sri Bhuban Kalai of Candacharra, P.S. Ambassa,	-do-	-do-

1	2	3	4
55.	Baidya Shing Jamatia S/o Brindadayal Jamatia of Sandubari P.S. Birganj.	-do-	-do-
56.	Sujalan Jamatia S/o Sri Surjahari Jamatia of Puran hagroy P.S. Ampi.	-do-	-do-
57.	Atharubabu Halan S/o Sri Pailal Halam of Jamthom, P.S. Salema.	-do-	-do-
58.	Kachandra Tripura S/o Lt. Umaidhan Tripura of Padmaluchan para, Manu Bankul.	-do-	-do-
59.	Ranjit Debbarma S/o Sri Krita Debbarma of Asrai P.S. Sidhai.	Rs. 2 Lakhs,	Govt. of Tripura. Order No. 21 (19)-PD/98/Dt, 14.1.99 East Agt, P.S C/No. 38/98U/S 153A/153B/120 B/121A/122 IPC & 10/13 Unlawfull Activities (P) Act.
60.	Chitta Debbarma @ Bikash S/o Lt. Pankhiral Debbarma of Balodhum, P.S. JRN.	-do-	
61.	Upendra Debbarma S/o Lt. Manichandra Debbarma of Kritakantapara PS. Manu.	-do-	
62.	Sachin Debbarma S/o Lt. Sambhu Debbarma of Bhuban Chudhury Para P.S, SDI,	-do-	
63.	Runi Debbarma @ Takhiral S/o Unknown Kathakubra, P.S. JRN.	Rs. 1 Lakh.	-do-
64.	Sarajit Debbarma S/o Unknown of Murabari, P.S. SDI.	-do-	-do-

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1	2	3	4
65,	Brajendra Debbarma S/o Unknown of Natunbazar P S. SDI.	-do-	-do-
66,	Ajja Debbarma @ Rayal S/o Unknown ofChankhula, P.S, SDI.	-do-	-do-
67.	Maikal Debbarma @ Ratna S/o Lt. Gubindra Debbarma of Dulora PS. SDI.	-do-	-do-
68	Sampral Ibrahaiam Debbarma S/o Sri Gubindra Debbarma of Binanku-brapara PS, JRN.	-do-	-do-
69.	Jagadish Debbarma S/o Sudhan Debbarma of Rajshankarpara P.S. SDI,	-do-	-do-
70.	Ashit Debbarma @ Ajit S/o Sukuram Debbarma of Kunjabiharipara P.S. JRN.	-do-	-do-
71.	Ranjit Debbarma S/o Sri Budhurai Debbarma Dafadarbari, P,S. KHW.	-do-	-do-
72,	Bikash Debbarma S/o Sri Balai Debbarma of Vhadrai Sunapatipara P S, KLN,	-do-	-do-
73.	Ashutosh Debbarma S/o Sri Amulya Debbarma of Joynagar, West Balcherra P,S. KHW,	-do-	-do-
74,	Abhmram Debbarma S/o Ramcharan Debbarma of Tulkaibari P,S. TLM.	-do-	-do-

75.	Sudukaral Jamatia @ Mahondra S/o Sri Anta Muhan Jamatia of 1 No. Malbassa, Colony PS KLN.	-do-	-do-
76,	Hokrai Reang S/o Talbhanda Reang of Palchuhebari, Paharpur P,S. BRG,	-do-	-do-
77.	Suman Debbarma S/o Chand akanta Debbarma of Tongariya, West Baloharra, P.J. KMW.	-do-	-do-
78.	Ju'irmoy Debbarma S/o Bishnu Debbarma of Bhaktapara, P.S. SDI.	-do-	-do-
79.	Tikandra Debbarma S/o Sri Kalidhan Debbarma of Balcharra, P.S, KHW.	-do-	-do-
80.	Bimal Debbarma S/o Sri Kantamani Debbarma of Hajarai, P,S. KLN.	-do-	-do-

Admitted Un-Starred Question No.— 20

Name of the Member :— Shir Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৯৩ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৯৯ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কতটি অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। উক্ত সময়ের মধ্যে কতটি নারী-ধর্ষণ, নির্যাতন ও গৃহবধূ অগ্নিদগ্ধ হয়ে আহত ও নিহত হয়েছে। (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। ১-৪-৯৩ ইং থেকে ২৮-২-৯৯ ইং পর্যন্ত ৫২৮৮ জনের অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যু হয়। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	অস্বাভাবিক মৃত্যু
আমবাসা	৭৬ জন
কমলপুর	২৪১ জন
লংথরাইভেলী	৯৫ জন
গণ্ডাছড়া	১২ জন
সদর	১৩০১ জন
বিশালগড়	৭১৫ জন
খোয়াই	৫৫৮ জন
সোনামুড়া	২৮৫ জন
কৈলাশহর	৩৪০ জন
ধর্মনগর	৫১১ জন
কাঞ্চনপুর	১৩১ জন
উদয়পুর	৩৫৫ জন
অমরপুর	১৪০ জন
বিলোনীয়া	৪৭২ জন
সাব্রুম	৭৩ জন
	৫২৮৮ জন

উক্ত সময়ের মধ্যে মহিলাদের নির্যাতনের ঘটনা নিম্নরূপ :—

১। ধর্ষণ — ৩২৮

২। নারী নির্যাতন—৩৮৫

৩। গৃহবধূ অগ্নিদগ্ধ — ১৭

৪। গৃহবধূ হত্যা ও যৌতুকের জন্য হত্যা— ২৭

৫। মহিলা আহত— ৩৫

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমা নাম	ধর্ষণ	নির্যাতন	গৃহবধূ অগ্নিদগ্ধ	আহত	নিহত

১	২	৩	৪	৫	৬
আমবাসা	৯	৭	—	—	—
কমলপুর	১৭	৩২	২	২	—
লংতরাইভেলী	৯	৩	—	—	—
গণ্ডাছড়া	৩	২	—	—	—
সদর	৫৪	৫০	—	৭	—
বিশালগড়	২৬	২৬	—	২	—
খোয়াই	১৯	২২	—	১	—
সোনামুড়া	৩০	২৯	—	১	—
কৈলাশহর	৭	২১	—	৬	৪
ধর্মনগর	৬	২৮	—	৭	২৭
কাঞ্চনপুর	৪	৪	—	১	৪
উদয়পুর	২৭	৩২	৮	—	—
অমরপুর	১৫	১৫	—	—	—
বিলোনীয়া	৭৬	২৮	৬	—	—
শাব্রুম	২৭	১৬	১	—	—
মোট	৩২৮	৩৮৫	১৭	২৭	৩৫

Admitted un-starred Questions No— 26

Name of Member :— Sri Kajal Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে যে সমস্ত সরকারী নার্য্য মূল্যের দোকান রয়েছে সেগুলির ডিলারের নাম ও ঠিকানা কি ?

২। কল্যাণপুর বিধানসভার অধীনস্ত বিভিন্ন নার্য্য মূল্যের দোকানে মোট কত সংখ্যক বি.পি.এল. কার্ড হোল্ডার রয়েছে ? (নাম ঠিকানা সহ দোকান ভিত্তিক হিসাব।)

উত্তর

১। কল্যাণপুর বিধান সভার অন্তর্গত মোট ১৮টী ন্যায্য মূল্যের দোকানের মালিকের নাম ও ঠিকানা সংযোজিত তালিকায় দেওয়া হইল (Annexure A)

২। কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ১৮টি ন্যায্য মূল্যের দোকান রয়েছে এবং ঐ ৪টি দোকানের বি পি এল কার্ড হোল্ডারের সংখ্যা মোট ২৯৫৭। তাহাদের নাম ঠিকানা ও দোকান ভিত্তিক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহাধীন।

Annexure—A

কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে যে সমস্ত সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকান রয়েছে সেগুলির নাম ও ঠিকানা।

ক্রমিক নং	কল্যাণপুর বিধানসভার কেন্দ্রের অধীনে রেশন সপের নম্বর ও ঠিকানা।	রেশন সপ্ ডিলারের নাম।
১	২	৩
১।	কল্যাণপুর নং— ১. কল্যাণপুর সিনেমা হলের বিপরীতে	ম্যানেজার গয়াপ্রসাদ প্যাকস, কল্যাণপুর।
২।	কল্যাণপুর নং— ২, কল্যাণপুর বাজার।	ম্যানেজার কল্যাণপুর প্যাক্স্ কল্যাণপুর।
৩।	তোতাবাড়ী নং— ১ অমর কলোনী।	শ্রীমোদনমোহন পাল তোতাবাড়ী।
৪।	তোতাবাড়ী নং - ২ তোতাবাড়ী	—do— (Tagged)
৫।	এসরাই বাড়ী নং — ১ এসরাই বাজার	শ্রীহরিবন্ধু নাথশর্ম্মা কল্যাণপুর।
৬।	এসরাই বাড়ী নং — ২ এসরাই বাজার	শ্রীব্রজেন্দ্র দেববর্মা এসরাই বাজার।
৭।	পশ্চিম কুঞ্জবন	শ্রীমিলন দাস, পশ্চিম কুঞ্জবন।
৮।	ঘিলাতলী নং— ১ ঘিলাতলী (দক্ষিণ)	শ্রীবিমল দাস পশ্চিম কুঞ্জবন ম্যানেজার ঘিলাতলী প্যাক্স।
৯।	ঘিলাতলী নং— ২ দক্ষিন ঘিলাতলী	-do- (Tagged)
১০।	মোহরছড়া নং — ১ মোহরছড়া বাজার	শ্রীধীরেন্দ্র রায় মোহরছড়া
১১।	মোহরছড়া নং— ২ মোহরছড়া বাজার	শ্রীসমরজীৎ সজ্জনিঠা মোহরছড়া
১২।	লচরটিলা, চালিতা বাড়ী	শ্রীশিবব্রত সরকার চালিতা বাড়ী
১৩।	ইছারবিল	-do- (Tagged)
১৪।	খামার বাড়ী, খামার বাড়ী	শ্রী অমিয় জমাতীয়া খামার বাড়ী

১৫।	বি এম পাড়া তুকী বাজার	শ্রীপ্রবীন্দ্র দেববর্মা বি, এম. পাড়া
১৬।	হাকিম পাড়া, তুকী বাজার	শ্রীব্রজকুমার দেববর্মা।
১৭।	রাইদাসী পাড়া, তুকী বাজার	শ্রীবিশ্ব কুমার দেববর্মা।
১৮।	মোহর পাড়া, মোহর পাড়া	শ্রীকৃষ্ণ কুমার জমাতিয়া

Admitted un-starred Question No. 2

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Vigilance Organisation be pleased to state—

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৯৩ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৯৯ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত রাজ্যে কতজন সরকারী আমলা (আই-এ-এস, আই-পি-এস. আই-এফ-এস) কতজন গেজেটেড অফিসার এবং কতজন তয় শ্রেণীর শিক্ষক কর্মচারীর বিরুদ্ধে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ, নয় ছয় ও দুর্নিতির অভিযোগ উঠেছে (মহকুমা ভিত্তিক. পৃথক পৃথক বিবরন সহ)	১) ১৯৯৩ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৯৯ ইং সনের ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত ২৭ জন গেজেটেড অফিসারের (তন্মধ্যে ১ জন আই-পি-এস) বিরুদ্ধে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ নয়ছয় ও দুর্নিতির অভি-যোগ উঠেছে। নেন্ গেজেটেড কর্ম-চারীদের বিরুদ্ধে উথ্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহাধীন।)
২) ১৯৯৯ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত কত জনের বিরুদ্ধে উথ্থাপিত অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক বিবরণ সহ।)	২) ১৯৯৯ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত প্রাপ্ত উপরিউক্ত ২৭ জন গেজেটেড অফি-সারের বিরুদ্ধেই প্রাথমিক তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নেন্ গেজেটেড কর্মচারীদের বিরুদ্ধে উথ্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহাধীন।
৩) এই সকল ঘটনায় কত পরিমাণ সরকারী অর্থ জড়িত আছে এবং কতটা ক্ষেত্রে তদন্ত কার্য শেষ করে কি কি ধরনের ব্যবস্থাদি গ্রহন করা হয়েছে।	৩) চুড়ান্ত তদন্তের (Disciplenary inquirey কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত কত পরিমাণ সরকারী অর্থ জড়িত আছে তা বলা সম্ভব নয়, ১৯ জনের বিরোদ্ধে প্রাথমিক তদন্তে ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত

হয়েছে। ৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হয় নাই। ৮ জনের তদন্তের কার্য্য চলিতেছে। যাহাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে তাহাদের বিরোদ্ধে ইনকোয়ারী অফিসারের কোর্টে তদন্ত চলছে।

Admitted Un-Starred Question No.— 29

Name of the Member :— Shir Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যে কতগুলি আত্মহত্যা, নারী ধর্ষন, নারী নির্যাতন ও খুনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে থানায় রেকর্ড রয়েছে।

২। উক্ত সময়ে তথা কথিত বৈরীদের দ্বারা কত জন অপহৃত হয়েছেন এবং কত জন এখনও অপহৃত অবস্থায় রয়েছেন, (থানা ভিত্তিক হিসাব) ;

৩। উক্ত সময়ে সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের ফলশ্রুতিতে কতগুলি বাড়ী অগ্নিকাণ্ডে ভষ্মিভূত হয়েছে ? (থানা ভিত্তিক হিসাব।)

উত্তর

১। সংগঠিত ঘটনা সমুহের থানা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

থানার নাম	আত্মহত্যা	নারী ধর্ষণ	নারী নির্যাতন	খুন
১	২	৩	৪	৫
১। কৈলাশহর	২৭	৪	৮	৭
২। ফটিকরায়	১৫	৪	৫	৩
৩। ধর্ম্মনগর	৪১	২	৯	৪
৪। চোরাই বাড়ী	৭	২	১০	৭
৫। পানি সাগর	১৯	২	৯	২

১	২	৩	৪	৫
৬। কাঞ্চনপুর	১১	৩	৬	১৩
৭। পেচারথল	২	১	—	২
৮। দামছড়া	১	১	১	১
৯। কমলপুর	৩৭	৮	৬	১৮
১০। সালেমা	১৮	১	৭	১৫
১১। মনু	১৯	১	৪	১৩
১২। আমবাসা	১৪	—	১	৩
১৩। ডামছু	৫	১	—	৩
১৪। গংগানগর	১	—	—	১
১৫। গণ্ডাছড়া	—	—	—	১
১৬। রৈস্যাবাড়ী	—	—	—	১
১৭। আর কে পুর	৬৬	৭	১২	১২
১৮। কিল্লা	৪	—	—	—
১৯। শান্তির বাজার	১৩	১	৬	১০
২০। বাইখোড়া	১৯	৩	৩	৩
২১। বিলোনীয়া	৪৬	৪	১৫	৪
২২। পি, আর, বাড়ী	১৮	১	৯	৩
২৩। সাব্রুম	১৫	২	১	২
২৪। মনুবাজার	৯	—	—	—
২৫। বীরগঞ্জ	১৩	১	২	১৮
২৬। কুতুব বাজার	১৩	—	১	৬
২৭। অম্পি	—	—	—	৫
২৮। তৈদু	—	১	১	১
২৯। পশ্চিম আগরতলা	৩৭	২	৫	১৩
৩০। পূর্ব থানা	১১১	৫	৩	৩
৩১। জিরানীয়া	৩৭	—	২	১৯
৩২। বিশালগড়	৮০	৩	২	৬
৩৩। আমতলী	৩৭	১	৩	১১
৩৪। সিধাই	৪৪	২	২	১৬

১	২	৩	৪	৫
৩৫। এয়ারপোর্ট	২৬	৩	—	৫
৩৬। খোয়াই	৪১	১	—	১৯
৩৭। তেলিয়ামুড়া	৩১	২	২	২২
৩৮। কল্যাণপুর	২৭	১	২	২৫
৩৯। সোনামুড়া	১৭	৫	২	১
৪০। মেলাঘর	১৫	—	৪	১
৪১। কলমচোরা	৭	১	৪	১
৪২। যাত্রাপুর	১০	—	১	১
৪৩। টাকারজলা	১২	—	১	১৩
৪৪। ভাংমুন	—	—	—	—
মোট	৯৭৫	৭৬	১৪৪	৩৩২

২। উক্ত সময়ে বৈরীদের দ্বারা কতজন অপহৃত হয়েছেন ও কতজন এখনও অপহৃত অবস্থায় রয়েছেন (থানা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ)

থানার নাম	অপহৃত হয়েছেন	অপহৃত অবস্থায় রয়েছেন
১	২	৩
১। খোয়াই	১৪	১
২। কল্যাণপুর	১৭	১০
৩। তেলিয়ামুড়া	২৭	৮
৪। জিরানীয়া	২৭	৭
৫। সিধাই	১৫	৩
৬। পশ্চিম আগরতলা	১	—
৭। পূর্ব্ব আগরতলা	৩	—
৮। টাকার জলা	৪৭	১৫
৯। বিশালগড়	২৮	১৩
১০। কলমচোরা	৪	২

১	২	৩
১১। অম্পি	১৪	৯
১২। তৈদু	৫	৩
১৩। বীরগঞ্জ	৩৮	৯
১৪। নুতন বাজার	৪৯	৯
১৫। আর কে পুর	৩৫	১৩
১৬। কিল্লা	২০	৫
১৭। শান্তির বাজার	২৫	৫
১৮। বাইকোড়া	১৩	৭
১৯। মনুবাজার	২২	১
২০। সাব্রুম	২	১
২১। কমলপুর	১	—
২২। সালেমা	২	—
২৩। আমবাসা	৩	—
২৪। গংগানগর	১	
২৫। গণ্ডাছড়া	১	১
২৬। মনু	১৯	৭
২৭। রৈস্যাবাড়ী	৫	—
২৮। দামছড়া	৫	২
২৯। ফটিকরায়	৭	—
৩০। পেচারথল	৪	২
৩১। কাঞ্চনপুর	৬	৪
মোট	৪৬২	১৩৭

৩। উক্ত সময়ে ৪২৫টি বাড়ীঘর অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভুত হয়েছে ;
নিম্নে থানা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া গেল :—

থানার নাম	বাড়ীর সংখ্যা
আমতলী	১০৬

বাড়ীর নাম	বাড়ীর সংখ্যা
টাকারজলা	২৬৫
তেলিয়ামুড়া	৭
কল্যানপুর	১৪
সালেমা	৬৩
মোট	৪২৫

বাকী থানাতে এইরূপ ঘটনা ঘটে নাই।

Admitted Un-Starred Question No.— 30

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ ইং সালের এপ্রিল মাস হতে এখন পর্যান্ত রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে সরকার বাদী মামলায় (ফৌজদারী মোকদ্দমা) নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে (Acquittal এর বিরুদ্ধে) রাজ্য সরকার কতগুলি মোকদ্দমায় উচ্চ আদালতে আপীল দায়ের করেছেন তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব কি ?

উত্তর

১। ১৯৯৩ ইং সালের এপ্রিল মাস হতে এখন পর্যান্ত রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে সরকার বাদী মামলায় (ফৌজদারী মোকদ্দমা) নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে (Acquittal এর বিরুদ্ধে) রাজ্য সরকার সাত (৭টি) মোকদ্দমায় উচ্চ আদালতে আপীল করেছেন।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

জেলা	মহকুমা		মোট
পশ্চিম ত্রিপুরা—	সদর আগরতলা—	২টি	মোট ২টি
	খোয়াই—	নাই	
	সোনামুড়া—	নাই	
দক্ষিণ ত্রিপুরা—	বিলোনীয়া—	নাই	মোট ৪টি
	উদয়পুর—	৪টি	
	সাব্রুম—	নাই	
	অমরপুর—	নাই	

উত্তর ত্রিপুরা— কৈলাশহর— ১টি
কমলপুর — নাই
ধর্মনগর — নাই

মোট ১টি

Admitted un-starred Question No. 33

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮-১৯৯৯ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে কি পরিমাণ নতুন এল. পি জি গ্যাস লাইন সংযোগ করা হয়েছে ?

২। আগামী অর্থবর্ষে নতুন এল, পি. জি, গ্যাস লাইন সংযোগ এর লক্ষ্য মাত্রা স্থির হয়েছে কিনা ?

৩। বর্তমানে নতুন এল. পি জি. গ্যাস লাইন সংযোগের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা কত ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।)

৪। রাজ্যে গ্যাস লাইন সংযোগের জন্য নতুন এজেন্সী দেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। মোট ৩,৮২৭টি (ফেব্রুয়ারী '৯৯ পর্যন্ত।)

২। হাঁা।

৩। মোট আবেদনকারীর সংখ্যা ৪৬,০৩৯ টি। (ফেব্রুয়ারী '৯৯ পর্যন্ত।)

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ (ফেব্রুয়ারী '৯৯ পর্যন্ত) :—

কৈলাশহর— ২৬:৪ টি
ধর্মনগর— ৪৬২০ টি
খোয়াই— ২০০২ টি
উদয়পুর— ২৮৬৯ টি
বিলোনীয়া— ৪৪১৯ টি
সদর (আগরতলা)— ২৯,৫১৫ টি
পৌর এলাকা সহ)

মোট— ৪৬,৪৩৯ টি

৪। হাঁা।

(Questions & Answers)

Admitted Un-starred Questions No— 46

Name of Member :— Sri Kajal Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "POWER" Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে মোট কতগুলি পরিবার কুটির জ্যোতি প্রকল্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। (প্রতিটি পরিবারের নাম ও ঠিকানা সহ।)

২। আগামী অর্থ বর্ষে কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে কতগুলি পরিবারকে উক্ত প্রকল্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ১৫০ (একশত পঞ্চাশটি) প্রতিটি পরিবারের নাম ও ঠিকানার তালিকা সংযুক্ত করা হল।

২। এখনই নির্দিষ্ট কিছু বলা সম্ভব নয়।

পরিবারের নাম ও ঠিকানার তালিকা

ক্রমিক নং	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	নাম
১।	পূর্ব কল্যাণপুর	১। শ্রীব্রজেন্দ্র শীল, পিতা মৃতঃ শচীন্দ্র।
		২। শ্রীসুভাষ দাস, পিতা মৃতঃ ধনঞ্জয়।
		৩। শ্রীনিখিল দাস, পিতা হরবল্লভ।
		৪। শ্রীহীরামোহন পাল, পিতা ব্রজেন্দ্র।
২	শিলাতলী	১। শ্রীবীরেন্দ্র দেবনাথ, পিতা শ্যামসুন্দর।
		২। শ্রীমতি তরুবালা পাল, স্বামী অনিল।
		৩। শ্রীলক্ষ্মণ দাস, পিতা হরনাথ।
		৪। শ্রীমতি বাসন্তী দেবনাথ, স্বামী যোগেন্দ্র।
		৫। শ্রীপরিতোষ বণিক, পিতা বিশ্বেশ্বর।
		৬। শ্রীহরিপদ সরকার, পিতা রাজেন্দ্র।
		৭। শ্রীধীরেন্দ্র সরকার পিতা হরিমোহন।
		৮। শ্রীঅমূল্য ভৌমিক, পিতা ননীগোপাল।
		৯। শ্রীপ্রাণবন্ধু দাস, পিতা ব্রজলাল।
		১০। শ্রীমিন্টু সরকার, পিতা উমাচরণ।
		১১। শ্রীধীরেন্দ্র দাস, পিতা হরিশ্চন্দ্র।

ক্রমিক নং	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	নাম
৩।	পশ্চিম কল্যাণপুর	১। শ্রীবীরমনি দেববর্মা, পিতা ফেপেনগ্রাই।
		২। শ্রীগোপাল দেববর্মা, পিতা উপেন্দ্র।
		৩। শ্রীপুনিরাম দেববর্মা, পিতা গোবর্দ্ধন।
		৪। শ্রীঅমরেন্দ্র দেববর্মা, পিতা মৃত নিরঞ্জন।
		৫। শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা, পিতা সোনাধন।
৪।	গয়ামনিবাড়ী	১। শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মা, পিতা ইন্দ্রমনি।
		২। শ্রীসুনীল দেববর্মা, পিঃ জগৎ।
		৩। শ্রীরঞ্জিৎ দেববর্মা, পিঃ ব্রজেন্দ্র।
		৪। শ্রীবীরেন্দ্র দেববর্মা, পিঃ বোধিরাম।
		৫। শ্রীঅধির দেববর্মা পিঃ জগৎ।
		৬। শ্রীবিশ্বনন্দ দেববর্মা পিঃ উপেন্দ্র।
		৭। শ্রীধনচন্দ্র দেববর্মা পিঃ হরিনাই।
		৮। শ্রীসত্য দেববর্মা পিঃ হজমোহন।
		৯। শ্রীসতীশরঞ্জন দেববর্মা, পিতা নগেন্দ্র।
		১০। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেববর্মা, পিতা অর্জুন।
৫।	দারিকাপুর	১। শ্রীমতি পারুল রায়, স্বামী নৃপেন্দ্র।
		২। শ্রীনিরঞ্জন দাস, পিঃ দ্বারিকা।
		৩। শ্রীমতি গৌরী ঘোষ স্বামী অনিল।
		৪। শ্রীমতি সতী রানি দাস, স্বামী ননীগোপাল।
		৫। শ্রীগোপাল দাস, পিতা বিপিন।
		৬। শ্রীকান্তিলাল দাস, পিতা মৃত অশ্বিনী।
		৭। শ্রীনারায়ণ দাস, পিতা মৃত মহীন্দ্র।
		৮। শ্রীপীযুষ দাস, ঐ
		৯। শ্রীননীগোপাল দে, পিতা মৃত বিপিন।
		১০। শ্রীধীরেন্দ্র দাস, পিঃ পদ্মলোচন।

ক্রমিক নং	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	নাম
৬।	পূর্ব কৃষ্ণবন	১। শ্রীমতি বেনুপ্রভা শীল।
		২। শ্রীমতি রত্না রুদ্রপাল, স্বামী বীরেন্দ্র।
৭।	লক্ষীনারায়ণপুর	১। শ্রীসুভাষ দাস, পিতা নগেন্দ্র।
		২। শ্রীরতন দাস, পিতা অশ্বিনী।
		৩। শ্রীমতি হেলেন দেব, স্বামী তরুনী।
		৪। শ্রীনারায়ণ দেবনাথ পিতা ভাগবান।
৮।	তুইচ [illegible]িনব ড়ী	১। শ্রীমঙ্গলচান্দ দেববর্মা পিতা ঠাকুরাই।
		১। শ্রীবীরেশ দেববর্মা, পিতা বিদ্যারথ।
		৩। শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা, পিতা তারকচন্দ্র।
		৪। শ্রীধ্রুব দেববর্মা, পিতা জয়চন্দ্র।
		৫ শ্রীপরেশ দেববর্মা পিতা উপেন্দ্র
৯।	দুর্গাপুর	১ শ্রীহিমাংশু দাস, পিতা কা[illegible]মোহন।
		২। শ্রীপ্রফুল্ল দেববর্মা, পিতা বিগরাই।
		৩। শ্রীননীগোপাল পাল, পিতা জামিনী।
১০।	পশ্চিম দ্বারিকাপুর	১। শ্রীনরেন্দ্র দাস, পিতা যোগেন্দ্র।
		১। শ্রীপরেন্দ্র দেববর্মা, পিতা সুরেন্দ্র।
		৩। শ্রীচন্দ্রমনি দেববর্মা পিতা ব্রজকুমার।
		৪। শ্রীমধুঝরা দেববর্মা, পিতা ধীরেন্দ্র।
		৫। শ্রীমধু বর্মন, পিতা দুর্গা।
		৬। শ্রীদুলাল পাল, পিতা প্রমোদ।
১১।	দ্বারিকাপুর	১। শ্রীসম্ভু তাঁতি, পিতা সুবোধ।
		২। শ্রীমতি চিনোবালা দাস, স্বামী মৃত গবিন্দ।
		৩। শ্রীরতন শীল পিতা বাগেশ।

ক্রমিক নং	গ্রাম পঞ্চায়েত নাম	নাম
		৪। শ্রীহারাধন দাস, পিতা রামমোহন।
		৫। শ্রীরনজিৎ দেব, পিতা সুজিত।
১২।	প্রমোদনগর	১। শ্রীগনীন্দ্র সরকার, পিতা মোহিনী।
		২। শ্রীদীনবন্ধু সরকার, পিতা যামিনী।
		৩। শ্রীজগৎবন্ধু বর্মন, পিতা যোগেন্দ্র।
		৪। শ্রীজয়চান্দ বর্মন, পিতা রামসুন্দর।
		৫। শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মা, পিতা পদ্মমোহন।
১৩।	লক্ষীনারায়ণপুর	১। শ্রীনিবারন দেববর্মা, নবকুমার।
		২। শ্রীভানু দাস, পিতা রমেন।
		৩। শ্রীপ্রদীপ নমঃ পিতা ক্ষিতিশ।
		৪। শ্রীসুবোধ দাস পিতা ধীরেন্দ্র
		৫। শ্রীসুধাময় দেববর্মা পিতা রাধাচরন।
১৪।	আধরাবাড়ী	১। শ্রীপ্রমোদ দেববর্মা পিতা রাধাচরন।
		২। শ্রী[illegible] দেববর্মা, পিতা রাধবাই।
		৩। শ্রীইন্দ্র কুমার দেববর্মা, পিতা নিতাই।
		৪ শ্রীঅনিল দেববর্মা, পিতা রাজেন্দ্র।
		৫। শ্রীলক্ষীচরন দেববর্মা, পিতা চন্দ্রকুমার।
১৫।	পশ্চিম দ্বারিকাপুর	১। শ্রীসোনাচরণ দেববর্মা পিতা সুকুমার।
		২। শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা, পিতা বিশ্বেশর।
১৬।	উত্তর পিলাছলী	১ শ্রীঅজয় দেববর্মা পিতা শ্যামাচরণ।
		২। শ্রীচিত্তসুন্দর দেববর্মা পিতা নরেন্দ্র।
		৩। শ্রীনীলকুমার দেববর্মা, পিতা মহেন্দ্র।
		৪। শ্রীদশরথ দেববর্মা, পিতা চন্দ্রমোহন।
		৫। শ্রীগুপেশ দেববর্মা, পিতা গোপাল।

ক্রমিক নং	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	নাম
১৭।	দুর্গাপুর	১। শ্রীসুধাংশু দাস, পিতা কর্ণমোহন।
		২। শ্রীগপেন্দ্র দাস, পিতা উপেন্দ্র।
		৩। শ্রীবিপ্লব সুক্লদাস, পিতা বীরেন্দ্র।
		৪। শ্রীদশরথ দেববর্মা, পিতা চন্দ্রমোহন।
		৫। শ্রীগুপেশ দেববর্মা, পিতা গোপাল।
১৮।	দক্ষিণ দুর্গাপুর	১। শ্রীরমেশ দাস, পিতা তরুনী।
		২। শ্রীগনেশ দাস, পিতা জগদীশ।
		৩। শ্রীচন্দন দাস, পিতা ক্ষেত্রমোহন।
		৪। শ্রীনৃপেন্দ্র দাস, পিতা যোগেশ।
		৫। শ্রীনরেন্দ্র দাস, পিতা শশীমোহন।
		৬। শ্রীস্বপন দাস, পিতা মৃত বিনোদ।
		৭। শ্রীঅমূল্য রায়, পিতা মৃত অশ্বিনী।
		৮। শ্রীবিশ্বম্বর দাস, পিতা মৃত যোগেশ।
		৯। শ্রীরাধেশ্যাম দাস, পিতা মৃত শশীমোহন।
		১০। শ্রীশচীন্দ্র বিশ্বাস, পিতা মৃত অশ্বিনী।
		১১। শ্রীপ্রানতোষ রায়, পিতা মৃত তৃভাঙ্গা।
		১২। শ্রীনিরঞ্জন বিশ্বাস, পিতা ননী।
		১৩। শ্রীরুদ্রমোহন রায়, পিতা জয়চন্দ্র।
		১৪। শ্রীদিলীপ গিরি, পিতা মৃত ললিত।
১৯।	পাগলা বাড়ী	১। শ্রীসন্তোষ দেববর্মা, পিতা শরৎ।
		২। শ্রীবিশ্বমোহন দেববর্মা, পিতা দেবেন্দ্র।
		৩। শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা, পিতা বিনন্দন।
		৪। শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মা, পিতা নরেন্দ্র।
		৫। শ্রীনতি কুমারী দেববর্মা, স্বামী বিশ্বরাম।
		৬। শ্রীকেশব মানিক দেববর্মা, পিতা রবিচরণ।

ক্রমিক নং	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	নাম
		৭। শ্রীকৃষ্ণকুমার দেববর্মা, পিতা রবিচরন।
		৮। শ্রীপ্রদীপ দেববর্মা পিতা নরেন্দ্র।
		৯। শ্রীনরেন্দ্র দেববর্মা, পিতা বঙ্গভূষন।
		১০। শ্রীবঙ্গভূষন দেববর্মা, পিতা নিশান।
		১১। শ্রীব্রজেন্দ্র দেববর্মা, পিতা বুধুরাম।
		১২। শ্রীশ্যামাচরণ দেববর্মা, পিতা ভক্তরাম।
		১৩। শ্রীউত্তম দেববর্মা, পিতা মহন্ত।
		১৪। শ্রীনগেন্দ্র দেববর্মা, পিতা যোগেন্দ্র।
		১৫। শ্রীঅর্জুন দেববর্মা, পিতা মুক্তচন্দ্র।
২০।	দক্ষিণ রামচন্দ্র ঘাট	১। শ্রীকিশোর দেববর্মা, পিতা নরেন্দ্র।
		২। শ্রীশুখো দেববর্মা, পিতা হরেন্দ্র।
		৩। শ্রীকালিচরণ দেববর্মা পিতা দুর্গাচরণ।
		৪। শ্রীদেবকুমার দেববর্মা, পিতা সোনাধন।
		৫। শ্রীহৃদয় দেববর্মা, পিতা যোগেশ।
		৬। শ্রীজীবন দেববর্মা, পিতা ইন্দ্রকুমার।
		৭ শ্রীশচীমোহন দেববর্মা, পিতা দেবেন্দ্র।
		৮। শ্রীনরেশ দেববর্মা পিতা রমেশ।
		৯। শ্রীদিলীপ দেববর্মা, পিতা সোনাধন।
২১।	কল্যাণপুর	১। শ্রীশুধাংশু দাস, পিতা সতী দাস।
		২। শ্রীযতীন্দ্র বনিক, পিতা সুরেন্দ্র।
		৩। শ্রীযোগেশ পাল, পিতা সুধীর।
		৪। শ্রীবিজয় ভট্টাচার্যা, পিতা কৃষ্ণ।
		৫। শ্রীনিবারন দাস, পিতা পরেশ।
		৬। শ্রীবিমল রায়, পিতা ধীরেন্দ্র।
		৭। শ্রীমতি কল্পনা বনিক, স্বামী হীরালাল।
		৮। শ্রীঅধীর দেব, পিতা আনন্দ।

ক্রমিক নং	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	নাম
২১।	কল্যাণপুর	৯। শ্রীমতি বকুল বণিক, স্বামী নগেশ।
		১০। শ্রীকাজল গোপী পিতা কালীকুমার।
২২।	পশ্চিম কল্যাণপুর	১। শ্রীসোনা দেববর্মা, পিতা গয়ামনি।
		২। শ্রীস্নেহামোহন দেববর্মা, পিতা প্রসন্ন।
		৩। শ্রীযোগেন্দ্র দেববর্মা, পিতা কলিঙ্গজয়।
		৪। শ্রীঅলেন্দ্র দেববর্মা পিতা মঙ্গল।
		৫। শ্রীমতি মঞ্জুরী দেববর্মা, স্বামী রঞ্জনী।
২৩।	পিলাছলী	১। শ্রীস্বদেশী জমাতিয়া, পিতা বকাসি চন্দ্র।
		২। শ্রীমতি দোকারাই মুণ্ডা, স্বামী রামসিং।
		৩। শ্রীঅজিত বিশ্বাস, পিতা ধীরেন্দ্র।
		৪। শ্রীদুলাল দাস পিতা প্রভাত।

Admitted Un-starred Questions No— 63

Name of Member :— Shri Shayama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state –

১। ১লা জানুয়ারী ১৯৯২ থেকে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৯ পর্যন্ত উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত উপজাতি ও অউপজাতি সংখ্যা কত ? (বছর ওয়ারী পৃথক ভাবে হিসাব)

উত্তর

১। ১লা জানুয়ারী ১৯৯২ থেকে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৯ ইং পর্যন্ত উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত উপজাতি ও অউপজাতি সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল :—

বছর	নিহতের সংখ্যা	উপজাতি	অউপজাতি
১৯৯২	৯১	৪৬	৪৫
১৯৯৩	৬৪	৪১	২৩
১৯৯৪	৯৯	৬২	৩৭
১৯৯৫	১২২	৪৫	৭৭
১৯৯৬	১১৬	২১	৯৫

বছর	নিহতের সংখ্যা	উপজাতি	অউপজাতি
১৯৯৭	২০১	৬১	১৪০
১৯৯৮	২০৩	৬৫	১৩৮
১৯৯৯ জানুয়ারী পর্যন্ত	১২	8	৮
মোট	৯০৮	৩৪৫	৫৬৩

Admitted Un-starred Questions No— 61

Name of Member :— Shri Birajit Sinha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Hame Department be pleased to state—

১। কৈলাশহর থানা এলাকাধীন বিগত ১৯৯৫ ইং পর্যন্ত কয়টি খুনের মামলা রজু করা হয়েছে ;

২। রজু হওয়া মামলায় যারা খুন হয়েছে, তাদের নাম ও ঠিকানা, এবং

৩। কয়টি ক্ষেত্রে আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে এবং কয়টি ক্ষেত্রে আসামী গ্রেপ্তার হয়নি ?

উত্তর

১। বিগত ১-১-৯৫ ইং হইতে ২৮-২-৯৯ ইং পর্যন্ত কৈলাশহর থানা এলাকাধীনে মোট ৩১টি খুনের মামলা রজু করা হয়েছে।

২। রজু হওয়া মামলায় যারা খুন হয়েছেন তাদের নাম ও ঠিকানা সঙ্গীয় তালিকায় তৃতীয় কলামে দেওয়া গেল।

৩। মোট ২০টি ক্ষেত্রে আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে এবং ১১টি ক্ষেত্রে আসামী গ্রেপ্তার হয় নাই।

SL. No.	Case No.	Particular of deceased	No. of arrest,
1	2	3	4
1	Kailashahar PS case No. 23/95.	Harish Ali, S/O.Md. Taimoj of Irani.	7
2.	Do PS case No. 59/95.	Abdul Jalil. S/O. Md. Gunu Miah of Irani.	7
3.	Do PS case No, 83/95,	1. Bunchulbul Halam. S/O. Santringbul Halam, ii. Santaibul Halam. S/O Unknown of Panisagar.	

1	2	3	4
		iii, Paichangub Halam. S/O. Banmulaliym Halam, both of Jamtail Bari, iv Suku Bauri S/O. Rabindra Bauri of Kaila sahar T.E. v. Ramlal Urang S/O. Birendra Urang of Rangiung T.E.	2
4.	Do, PS case No. 85/95	1. Shashimohan Singh, S/O. Lt. Braja Lal Singh of Subashnngar.	NIL
5.	Do PS case No 115/95	1. Josiph Khachaa S/O. Uppil Khachia of Rinkhachiya para,	1
6.	Do PS case No, 182/95	Shyam Lal Sukla Baidya. S/O, Kanada Suklabaidya of Chandrapur.	4
7.	Do PS case No, 75/96	i. S. I. Bahadur Singh. ii, H/C Mauji Yadab both of 93 CRPF BN	1
8.	Do PS case No,82/96	i. Subal Suklabaidya. S/O. Sri SukamoySuklabaida of Bilashpur.	12
9,	Do PS case No, 84/96	1. Smt Noharunnecha Begam, D/O. Machaddar Ali of Sreenathpur,	1
10.	Do PS case No. 94/96	i, Moshaid Ali. S/o. Jadib Ali of East Irani,	2
11	Do PS No. 111/96	i. Abdul Matin S/O. Abdul Bari ii, Jahid Ali. S/O Abdul Ahamad	2

1	2	3	4
12.	Do PS case No, 114/96	i. Liku Urang S/O Lt. Mangal Urang of Hiracherra.	1 7
13,	Do PS case No. 124/96	i. Yeachin Ali. S/O. Lt. Askar Ali of Samrurpar.	NIL
14.	Do. case No. 192/96	i. Un-known B/d National.	NIL.
15.	Do case No. 216/96	i. Satish Sarkar. S/O. Lt Suresh Sarkar, West Goldharpur.	NIL.
16.	Do case No. 224/99	i. Badal Munda S/O Ananta Munda of Manu Velley.	2
17,	Do case No. 4/97	i. Tashid Ali S/O. Aran Ali of Bagacharra.	NIL
18.	Do case No. 5/97	i. Usha Rani Das, W/O Rabi Kumi of Dolucherra.	1
19.	Do case No. 43/97	i. Ranu Sinha S / O Sri Nidu Sinha of Jarultali,	3
20.	Do case No. 132/97	i. Newly born baby.	NIL
21.	Do case No. 199/97	i. Joy Dutta S/O Amulya Dutta of Kaulikura.	NIL
22.	Do case No. 10/98	i. Gopal Deb S/O. Lt. Aswani Deb of Pakhir-bada.	NIL
23.	Do case No. 66 / 98	i. Biswajit Mitar S / O	

1	2	3	4
		Sri Nripendra Mitra of Chantali.	1
24.	Do case No. 67 | 98	i, Babu Lal Urang S/O Akurang Urang of Kalacherra.	3
25.	Do case No. 68 | 98	i. Gauch Ali S | O Riason Ali of Chandipur.	3
26.	Do case No. 114 | 98	i. Satir Ali S | O Amir Ullah of Rangauti.	1
27.	Do case No, 132/96	i Bhabatosh Das S | O Bupendra Das of Mohanpur.	NIL.
28.	Do case No. 156 | 98	i. Abdul Karimkhan, S | O Lt. Hipankhan of Yaarzikhow/ach.	NIL.
29.	Do sase No. 5 | 99	i. Drshad Ali S | O Sikandra Ali of N | East Kanchanbari.	NIL.
30.	Do case No. 10 | 99	i. Nexur Bibi W | O Md. Molla Muhammad Aii of Sonapur Irani.	3
31.	Do case No. 11 | 99	i. Badul Miah @ Chand Miah Bagaban Nagar.	8

Admitted Un-Starred Question No.— 66

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Home Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯৯) পর্য্যন্ত কতটি বৈরী সংগঠন সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত আছে ;

২। এ পর্য্যন্ত এ সকল বৈরী সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত, (সংগঠন ভিত্তিক পৃথক হিসাব).

৩। রাজ্যে বৈরী সন্ত্রাস বন্ধের লক্ষ রাজ্য সরকার কি কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে ?

উত্তর

১। ২৮ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ ইং পর্য্যন্ত মূলতঃ দুইটি বৈরী সংগঠন যথা :—

অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এ. টি. টি. এফ) এবং ন্যাশনেল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (এন. এল. এফ. টি) রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত আছে। এছাড়া এ. টি. টি, এফ এর দুইটি এবং এন, এল. এফ টির ৯ (নয়) টি সহযোগী সংগঠন সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত রয়েছে।

২। এ সকল বৈরী সংগঠনের সদস্য সংখ্যা মোট প্রায় ১০৪৫ জন থেকে ১২৭২ জন. সংগঠন ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) এ. টি. টি. এফ.— ২৫০ থেকে ৩০০ জন

খ) এ. টি, টি. এফ দুটি সংগঠন— ৮০ থেকে ৯৫ জন

গ) এন এল, এফ, টি, — ৪০০ থেকে ৫০০ জন

ঘ) এন, এল. এফ টি, ও তার সহযোগী দল — ৩১৫ থেকে ৩৭৭ জন

৩। রাজ্যে বৈরী সন্ত্রাস বন্ধের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেন :—

ক) বিভ্রান্ত উগ্রপন্থী যুবকদের অস্ত্র সহ আত্ম সমর্পন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

খ) ২২টি থানা সম্পুর্ণ ও ৫টি থানার অংশ বিশেষ এলাকা উপদ্রুত অঞ্চল হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে ।

গ এ টি. টি. এফ, ও এন. এল. এফ. টি. বৈরী সংগঠন বেআইনী সংগঠন হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে।

ঘ) উপদ্রুত অঞ্চলে বৈরীদের মোকাবেলা করার জন্য সেনাবাহিনী, সি. আর. পি. এফ. এবং আসাম রাইফেলস এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

ঙ) ইনটিলিজেন্স শাখা নিরাপত্তা বাহিনীকে সাহায্য করে চলছে।

চ) বৈরী সহযোগীদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

ছ) সরকার ঘোষনা করেছেন যে কোন ব্যক্তিবর্গের সংবাদের ভিত্তিতে যদি কোন চিহ্নিত বৈরীকে গ্রেপ্তার করাসম্ভব হয় তবে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে নগদ অর্থ পুরস্কার হিসাবে প্রদান করা হবে। এই পুরস্কারের অর্থ মূল্য এক লক্ষ টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকা। এই ঘোষনা ব্যাপক ভাবে প্রচার করা হয়েছে।

ঞ) নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং জন সাধারণ যারা সন্ত্রাসবাদ দমনে সাহায্য করবেন তাদেরকে ও যথাযথ ভাবে পুরস্কৃত করার একটি প্রকল্প প্রনয়ণ করা হয়েছে।

ঝ) দুর্গম উপজাতি অঞ্চলে উপজাতিদের উন্নয়ণের জন্য পঁচিশ দফা'র এক ব্যাপক গুচ্ছ প্রস্তাব ঘোষনা করা হয়েছে যাতে দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিদের উন্নয়ণ ত্বরান্বিত করা যায়।

ঞ) পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ।

ট) কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা পাঠানো হয়েছে।

ঠ) অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী প্রেরনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

ড) বৈরী কার্যাকলাপ প্রতিরোধ করার জন্য গৃহিত ব্যবস্থাদি সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

Admitted un-starred Question No. 70

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "POWER" Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদার পরিমান মোট কত, এবং

২। রাজ্যের কোন কোন উৎস থেকে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে,

৩। বিদ্যুৎ এর ঘাটতি মেটানোর জন্য রাজ্যের বাইরে থেকে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ আনা হয়,

৪। রামচন্দ্র নগরের তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে কি না,

৫। উক্ত কেন্দ্রটি থেকে কি পরিমান বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যের সান্ধ্যকালীন সর্বোচ্চ বিদ্যুতের চাহিদা ১১৮ থেকে ১২৪ মেগাওয়াট।

২। রাজ্যে নিম্নলিখিত উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

রুখিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র-দৈনিক গড়ে ০'৭২৬ মিলিয়ন ইউনিট (গড়ে ৩৮'৬ মেঃওয়াট)

বড়মুড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র-দৈনিক গড়ে ০০৮৪ মিলিয়ন ইউনিট (গড়ে ৩'৮ মেঃওয়াট)

গোমতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র-দৈনিক গড়ে ০ ১৭৪ মিলিয়ন ইউনিট (গড়ে ৮০ মেঃওয়াট)

মোট দৈনিক গড়ে ০ ৯৮ মিলিয়ণ ইউনিট (গড়ে ৫০'৪ মেঃওয়াট।)

৩। দৈনিক গড়ে রাজ্যের বাহির থেকে •'৩৩ মিলিয়ন ইউনিট (সর্বোচ্চ চাহিদার সময় ৩০'• মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ আনতে হয় এবং এই বিদ্যুৎ আনতে মাসে লাগে ১'৬ কোটি টাকা. তাসত্বেও দিনের সর্বোচ্চ চাহিদার (১'২৪ মেগাওয়াট) সময় প্রায় ৪৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতি থাকে ' এই ঘাটতিকে মোকাবিলা করার জন্য এক থেকে দেড় ঘণ্টা পর্য্যায় ক্রমে লোডশেডিং করতে হয়।

৪। হ্যাঁ, রামচন্দ্রনগর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কাজ গত জুন ১৯৯৮ ইংতে সম্পন্ন হয়েছে।

৫। নিপকো রামচন্দ্রনগরে উৎপাদিত বিদ্যুৎ (৮৪ মেগাওয়াট ' এর মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাপ্ত অংশ ১৮'৪ শতাংশ (১৫'৪৫ মেগাওয়াট)। অবশিষ্ট অংশ উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য সমূহের বরাদ্দ রয়েছে।

Admitted Un-starred Questions No—77

Name of Member :—Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ন্যায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা কত ?

২। নায্যমূল্যের দোকান সমূহের কতটি সমবায় সমিতি এবং কতজন মালিকানাধীন ?

৩। ১৯৯৮-১৯৯৯ ইং অর্থবর্ষে কতটি নায্যমূল্যের দোকানের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে এবং কতটি ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।)

উত্তর

১। ১৪১০ টি।

২। ২৬৪ টি। (সমবায় সমিতি দ্বারা পরিচালিত এবং ১১৪৬ টি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন।)

৩। ১৯৯৮-১৯৯৯ ইং অর্থ বৎসরে নার্য্যমূল্যের দোকানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত ক্রমে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	মোট অভিযোগ	বিভিন্ন শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন	বাতিল	সাময়িক বরখাস্ত	বিভাগীয় শাস্তি
১	২	৩	৪		৫	৬
১	আমবাসা	নাই	—		—	—
২	ধর্মনগর	৩টি	—		১টি	২টি
৩	সোনামুড়া	২ টি	—		—	২টি

১	২	৩	৪	৫	৬
৪)	বিলোনীয়া	নাই	—	—	—
৫)	উদয়পুর	৬টি	২টি	১টি	৩টি
৬)	সদর (আগরতলা) (পৌর এলাকা)	১২টি	—	—	১২টী
৭)	অমরপুর	—	—	—	—
৮)	কমলপুর	—	—	—	—
৯)	সংক্রম	২টি	২টি	—	—
১০)	বিশালগড়	২০টি	৮টি	২টি	১০টি
১১)	সদর (গ্রামাঞ্চল)	১৬টি	৪টি	—	১৩টি
১২)	কৈলাশহর	১টি	১টি	—	—
১৩)	গণ্ডাছড়া	২৫টি	১টি	১টি	২৩টি
১৪)	খোয়াই	১৮টি	১টি	৮টি	৯টি
১৫)	কাঞ্চনপুর	—	—	—	—
১৬)	লংথরাইভালী	৫টি	৫টি	—	—
		১১১টি	২৪টি	১৩টি	৭৫টি

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Tuesday, the 23rd March, 1999 at 11-00 A.M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker. 17 Ministers and 36 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তার নামের পার্শ্বে যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— মিঃ স্পীকার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৭।

শ্রী [illegible]কুমার বর্মা (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৭

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্য সরকারের নীতি নির্দেশিকা অমান্য করে কিছু সরকারী পদাধিকারীরা তাদের গাড়ীগুলিতে যথেচ্ছ ভাবে রেড লাইট ব্যবহার করে চলেছেন ;

২। সত্য হলে সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীদের এই ব্যাপারে সতর্কীকরণ করা হয়েছে কি না ;

৩। আরক্ষা দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মীরা এই ব্যাপারে সরকারী নির্দেশ অমান্যকারী সরকারী পদাধীকারীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে লিখিত ভাবে সুনির্দিষ্ট আদেশ পেয়েছেন কিনা ?

উত্তর

১। না, ইহা সত্যি নহে। এই ধরনের কোন তথ্য দপ্তরের গোচরে আসে নাই

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কি সাপ্লিমেন্টারী করব ? এইরকম অবস্থা দেখিনি। সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ৩১-৮-৯৮ ইং তারিখে হাউসে বলেছেন রাজ্যে ভি, আই, পিদের কোন তালিকা রাজ্য সরকারের নেই। তবু ও রাজ্য সরকার যে তালিকা তৈরী করেছেন রেড লাইট অধিকারীকদের জন্য কারা কারা রেড লাইট ইউজ করতে পারবেন সেই তালিকা কিসের ভিত্তিতে ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রেড লাইট কারা কারা পাবেন এই সম্পর্কে আলোচনাক্রমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা তালিকা তৈরী করেছেন। কারা কারা পাবেন সেই তালিকা অনুসারে এটা পাবলিশডও করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য যদি জানতে চান তাহলে আমি বলতে পারি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— হ্যাঁ, বলুন।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— সরকারী নির্দেশিকা অনুসারে গভর্ণর, চীফ মিনিষ্টার, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রীগণ, চেয়ারম্যান, ষ্টেট প্ল্যানিং বোর্ড, চেয়ারম্যান, চীফ অ্যাকজীকিউটিভ মেম্বার, অ্যাক্-জীকিউটিভ মেম্বার (এ, ডি সি) চেয়ারম্যান ও মেম্বার টি, পি, এস, সি, হাইকোর্ট জাজগণ, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী, কমিশনার ও সেক্রেটারীগণ, ডি, জি, পি, ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর জেনারেল সমতুল্য সমস্ত অফিসারগণ, ডি, এম ও কালেকটারগণ, ডিসট্রিক্ট সুপারইনটেনডেন্ট অফ পুলিশ, মিলিটারী ফোর্সের ব্রিগেডিয়ার বা তার সমতুল্য অফিসারগণ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার বক্তব্য ছিল, এই যে তালিকা পড়ে শুনালেন, এই তালিকা করতে হলে কতগুলি নিয়ম পদ্ধতি আছে। নিয়ম হল, মোটর ভেহিক্যালস অ্যাক্ট ১০৮ ইউজ অফ রেড অর হোয়াইট লাইট-এ ভেহিক্যাল কেরিং হাই ডিগনেটরিস অ্যাজ স্পেশিফাইড বাই দি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট অর দি স্টেট গভর্ণমেন্ট ফ্রম টাইম টু টাইম অর এ ভেহিক্যালস্ অ্যাসকটিং সাচ্ ভেহিক্যাল্‌স্ ?

এখন প্রশ্ন হলো স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ৩১-৮-৯৮ইং তারিখে বলেছিলেন এই হাউসে যে, "আমাদের রাজ্যের ভি, আই, পি, দের কোন তালিকা নেই। তাহলে এই তালিকা কিসের ভিত্তিতে তৈরী করা হয়েছে ?

স্যার, এস, শুক্ল দাস ১৫-৮-৯৭ ইং তারিখে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে পাওয়া একটা ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্ট পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হয়েছে এবং আপনাদের এখান থেকে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে — 'আই অ্যাম ডাইরেকটেড টু ষ্টেট দ্যট দ্যাট এ ন্যুকুমারী হ্যাভ বিন রিসিভড রিগার্ডিং দ্যা ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্ট পাবলিক্ প্রোটোকল। আই অ্যাম ডাইরেকটেড

টু এনক্লোজ হীয়ার উইথ এ কপি অব দ্যা ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্ট অব দ্যা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া হোয়িচ ইজ ফলোড ইন ত্রিপুরা অনলি।" এখন নামের যে তালিকা দেখানো হচ্ছে সেখানে রাজ্য সরকার যদিও ভি, আই, পি, দের কোন তালিকা নেই বলে এই হাউসে জানিয়েছেন কিন্তু এই তালিকার সাথে সম্পূর্ণ বেমানান। এখানে দেখা যাচ্ছে যে যারা অধিকারী একর্ডিং টু দ্যা ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্ট তাদের নাম নেই। যেমন এডভোকেট জেনারেল অব দ্যা ষ্টেট-এখানে ২৫ নং সিরিয়েলে উনার নাম নেই। উমি ডেপুটি স্পীকার অব দ্যা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী ইন দ্যা ইউনিয়ন টেরিটরি, ডেপুটি চেয়ারম্যান অব দিল্লী-তার থেকে উপরে অথচ উনার নাম এই তালিকায় নেই। এই রকম অপোজিশন লিডার অব দ্যা হাউস. সেখানে ১৭ নাম্বারে উনার নাম থাকার কথা-কিন্তু সে তালিকায় সেটা নেই। তারপর ভাইস চ্যান্সেলার অব ইউনিভারসিটি,তার নামও নেই। যদিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই ব্যাপারে আমি একটি চিঠি দিয়েছিলাম ২৭ নভেম্বর ৯৮ ইং তারিখে সেই চিঠির প্রতি উত্তরে আমাকে জানানো হলো যে "আই হ্যাভ রিসিভড ইওর লেটার ডেটেড ---- আন-অথোরাইজড ইউজ অব রেড লাইটস্ ইন দ্যা ফ্রন্ট অব অফিশিয়েল ভেহিক্যালস।" এরপর কোন রকম আর কিছু হয়নি। স্যার, এই তালিকা তৈরী যথাযথ ভাবে হয়নি-নিয়ম বহির্ভূত ভাবে হয়েছে। আমার বক্তব্য রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে দেওয়া লিষ্ট অনুসারে এখানে নতুন করে একটা তালিকা দেওয়া হো আর এনটাইটেলড টু ইউজ রেড লাইটস্। এখানে দেখা যায় টি, পি, এস, সি,র মেম্বার রেড লাইট ইউজ করছেন-হাও দে আর এনটাইটেলড্। কাজেই, আমার বক্তব্য হলো এই তালিকা যথাযথ ভাবে করা হবে কিনা যেটা রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে দেওয়া হয়েছে যেহেতু রাজ্য সরকারের নিজের কোন তালিকা নেই. সেই অনুসারে এই তালিকা তৈরী করা হবে কিনা? আমার মনে হয় মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর চেয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে অনেক বেশী ওয়াকিবহাল। কাজেই, রিপ্লাইটা উনার দেওয়া উচিৎ।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন তিনি একটা চিঠি দিয়েছিলেন এবং চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার জন্য। সে পরিপ্রেক্ষিতে সেটা পরীক্ষা করে কিছু সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহন করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের যে চিঠির কথা বলেছেন সেটাও আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। আমি যেটা বলেছিলাম সেটা হলো যে আমাদের আলাদা করে নিজের কোন লিষ্ট তৈরী করিনি কেন্দ্রিয় সরকারের যে লিষ্ট সেটাকে ফলো করার চেষ্টা করছি। তবে এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে সংশোধন করে এটা অনুসরণ করছি। এখানে যাদের কথা বলা হয়েছে ঠিকই আমি চেক আপ করে দেখেছি অ্যাডভোকেট জেনারেলের নাম নেই, লিডার অব দ্যা অপোজিশানের নামটা নেই। তারপর ভাইস চ্যান্সেলার অব দ্যা ত্রিপুরা ইউনিভারসিটি-তার নাম নেই। এইগুলি সমস্ত পরীক্ষা করে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী তাঁর উত্তরে বলেছিলেন যে রাজ্যে এই ধরনের কোন খবর নেই। আমি গতকালকে প্রশ্ন আসার পরে বিভিন্ন থানার পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করেছি। আগরতলা শহরে কমপক্ষে ৬০০ গাড়ীতে যাদের অধিকার নেই তারাও রেড লাইট ইউজ করছে। আমি এখানে কয়েকটি নাম্বার দিচ্ছি টি. আর,— ০১১১১৭, টি. আর,— ০১-০৮০৯, টি, আর, জি,— ৪৭২, টি, আর, এ, ১২৮৮, টি, আর, জি, ৪৮৪৫, টি, আর, জি, ৮৮১, টি, আর, ০১-০১২০— ইত্যাদি। এখন আমার বক্তব্য হলো মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী কিভাবে বললেন। উনার দেওয়া সার্কুলার গাড়ীর ডিপার্টমেন্ট থেকে না হলেও এই ধরনের সার্কুলার মানুষ পত্রিকায় বেরিয়েছে। এটাতে কি বলছে— "Apart from the above all other vehicles using red-lights are requested to remove it with immediate effect otherwise liable will be prosecuted after a period for violation of the Government order."

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়তো পড়ে দেখেন না স্যার, উনি উত্তর দিলেন। আমার অনুরোধ, কালকেও পুলিশের সঙ্গে কথা হয়েছে তারা বলেছে যে রেড লাইট এত লোক ইউজ করছে এবং তারা সো হায়ার অফিশিয়েল আমরা যদি তাদের বাঁধা দিতে যাই তাহলে আইন শৃংখলার ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। আমরা তাই এমন ভাবে কাজ করতে যাবনা। আমার বক্তব্য এখানে এই মানিকবাবুও রেড লাইট ব্যবহার করেন উনার গাড়ীর নাম্বার আমার কাছে আছে। সে রকম অসংখ্য লোক এটা ব্যবহার করছেন হোজ হো আর নট এনটাইটেলড টু ইউজ ইট।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) : — পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য আমার সম্পর্কে যা বলেছেন তা' সম্পূর্ণ অসত্য কথা।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার উনি বলতে পারেন। আমার বক্তব্য হল, পুলিশ বলছে রাজ্যের বর্তমান আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি যা রয়েছে তাতে ক্রাইম করে রেড লাইট জ্বালিয়ে উগ্রপন্থীরা আগরতলা শহর থেকে পালিয়ে গেলে আমাদের করবার কিছুই থাকবে না। কাজেই, মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রীর কাছে আমার জানার বিষয়টি হচ্ছে যারা এই ভাবে নীতি-বহির্ভূত ভাবে সরকারী গাড়ীর রেড লাইট লাগাচ্ছে তাদের গাড়িগুলি থেকে এই মার্চ মাসের মধ্যে রেড লাইটগুলি খুলে ফেলা হবে কিনা এবং অবৈধ ভাবে সরকারী কোষাগার থেকে টাকা খরচ করিয়ে যারা গাড়িগুলিতে রেড লাইট লাগিয়ে -ছেন তাদের কাছ থেকে সেই খরচার টাকা কেটে নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, এগুলি কোন্ সময়ে হয়েছে, কোন অফিসার বা কোন্ বন্ধুরা এগুলি করেছিলেন সেগুলি আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই না। মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন হ্যাঁ, দেখা হবে এবং অবিলম্বে নীতি-বহির্ভূত ভাবে ব্যবহারকারীদের গাড়ি থেকে রেড লাইট খুলে নেওয়ার ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। কোন কোন অফিসার বা কার

রেড লাইট লাগিয়ে অপকর্ম বা অবৈধ কাজ করেছেন সেটা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই না। টাকা কেটে নেওয়ার বিষয়টি এক্ষুনি এভাবে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, এটা দেখতে হবে। আমি আবারও বলছি এক্তিয়ার বহির্ভূত ভাবে যারা গাড়িতে রেড লাইট ব্যবহার করছে এখনও যথা শীঘ্র সম্ভব তাদের গাড়িগুলি থেকে রেড লাইট খুলে ফেলা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা মহোদয়।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নম্বার-৯৪

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার— ৯৪

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার— ৯৪।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে শ্রম মজুরি কত টাকা করে দেওয়া হয়ে থাকে,

২। চলতি আর্থিক বছরে শ্রম মজুরি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা;

৩। সরকার ঘোষিত মজুরি থেকে কম মজুরি দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের কোন অভিযোগ শ্রমিকদের তরফ থেকে করা হয়েছে কিনা,

৪। হয়ে থাকলে তার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার বর্তমানে ১১টা তালিকা ভুক্ত পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য ন্যুনতম মজুরী নির্ধারন পুন: নির্ধারন করেছে। উক্ত তালিকাভুক্ত পেশাগুলির ন্যুনতম মজুরির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

রাবার বাগিচা দৈনিক ন্যুনতম মজুরি ৩৫ টাকা এবং অন্যান্য কাজের পরিমান ভিত্তিক।

রাস্তা ও দালান তৈয়ারী ক) অদক্ষ শ্রমিকের— দৈনিক মজুরি— ৪৫ টাকা।
খ) মাঝারি দক্ষ— দৈনিক মজুরি — ৫৫ টাকা।
গ) দক্ষ শ্রমিকের— দৈনিক মজুরি— ৬৫ টাকা।
ঘ) সম্পূর্ণ দক্ষ— দৈনিক মজুরি— ৭৫ টাকা।

২। টি ভাট্টা দৈনিক ন্যুনতম মজুরি ৩০ টাকা এবং অন্যান্য কাজের পরিমাণ ভিত্তিক।

৩। বিড়ি শ্রমিক ৩৯ টাকা প্রতি ১ হাজারে এবং গ্রাহক মূল্য সূচকের প্রতি ৫ পয়েন্ট এ মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয় ১০ পয়সা।

৪। কৃষিকাজ দৈনিক ন্যুনতম মজুরি— ৪০ টাকা

ষাণ্মাষিক ন্যূনতম মজুরি — ২,৮৮৪ টাকা

বার্ষিক ন্যূনতম মজুরি— ৪,৮০৮ টাকা

৬। দোকান ও সংস্থা—

ক) দক্ষ শ্রমিকের মাসিক ন্যূনতম মজুরি — ১, ৩০৮ ৫০ টাকা

খ) মাঝারি দক্ষ শ্রমিকের মাসিক ন্যূনতম মজুরি— ১, ১০০.৫০ টাকা

গ) অদক্ষ শ্রমিকের মাসিক ন্যূনতম মজুরি ৯১০.০০ টাকা

৭। চা বাগিচা —

ক) প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি - ২০ ৬৩ টাকা

খ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও শিশুদের দৈনিক ন্যূনতম মজুরী— ১০ ৩১ টাকা।

৮। চাল কল মাসিক ন্যূনতম মজুরি ১, ২০০ টাকা এবং অন্যান্য কাজের পরিমাণ ভিত্তিক।

৯। পেট্রোল পাম্প —

ক) দক্ষ শ্রমিকের মাসিক ন্যূনতম মজুরি — ১, ২৫৮ টাকা

খ) মাঝারি দক্ষ শ্রমিকের মাসিক ন্যূনতম মজুরি — ১০২৫ টাকা

গ) অদক্ষ শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি— ৯৫০ টাকা।

১০। পাথর ভাঙ্গা কাজের পরিমাণ ভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি —

ক) ১০ এম এম. পার সি, এফ, টি ৬ ০০ টাকা।

খ) ১১ এম এম থেকে ২০ এম, এম পার সি, এফ, টি — ৪ ৫০ টাকা।

গ) ২১ এম. এম থেকে ৪০ এম. এম পার সি, এফ. টি— ৩ ০০ টাকা

১১। বেসরকারী পরিবহন —

ক) ভারী যান চালকের মাসিক ন্যূনতম মজুরি— ১, ৪৭৮ টাকা।

খ) মাঝারী যান চালকের মাসিক ন্যূনতম মজুরি— ১, ০৬১ টাকা।

গ) হাল্কা যান চালকের মাসিক ন্যূনতম মজুরি— ৯৬? টাকা।

ঘ) হাল্কা ও মাঝারী যান চালকের মাসিক ন্যূনতম মজুরি — ৫০৩ টাকা।

ঙ) কনডাক্টর মাসিক ন্যূনতম মজুরি— ৬০১ টাকা।

চ) হিসাব রক্ষক দক্ষ করনিক মাসিক ন্যূনতম মজুরি — , ০২১ টাকা।

ছ) বুকিং ক্লার্কের মাসিক ন্যূনতম মজুরী — ৮৭৩ টাকা।

জ) টাইম কিপারের মাসিক ন্যূনতম মজুরি— ৬৯১ টাকা।

ঝ) পরিদর্শক, টিকেট চেকারের মাসিক ন্যূনতম মজুরি— ৯২৩ টাকা।

২নং উত্তর— চলতি আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার ১) চা বাগিচা ২) দোকান ও সংস্থা

৩) পাথর ভাঙ্গা শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরী বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৩নং উত্তর — হ্যাঁ।

৪নং উত্তর— ১ (এক টি।

শ্রীঅনিল চাকমা : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার যে সার্কুলেশনের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এই সার্কুলেটটা কবে এখানে ঘোষিত হয়েছে ?

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে এখানে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা রয়েছে। এই তালিকাতে সংবাদ পত্রের সাংবাদিকরা মজুরি কত পান এই তালিকা মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) : -- মজুরি বৃদ্ধি হয় বিভিন্ন সময়ে এটাতো আলাদা ব্যাপার। সাংবাদিকদের মজুরির ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে বলতে পারব।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে মজুরির বৃদ্ধির কথা বলেছেন ৭টি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে কোন সঙ্গতি রেখে এই মজুরি বৃদ্ধি হয় নি। কারণ যে সমস্ত শ্রম দপ্তর ওয়েজ বোর্ড বিভিন্ন কমিটি হয়েছে, সেগুলিতে আই, এন. টি, ইউ, সি, এবং সি, আই, টি, ইউ সম সংখ্যক প্রতিনিধি নেই। কোথাও সি, আই, টি, ইউর পাঁচ জন থাকলে সেখানে আই. এন টি, ইউ, সির একজন আছে এবং সেটাও মনগড়া। এইগুলি আই, এন, টি, ইউ সির সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে না। যেটা আমি গতকালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলেছি সুনির্দিষ্ট ভাবে। এই পর্যাপ্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠের জোরে শ্রমিকদের বঞ্চিত করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে মজুরি বৃদ্ধি করা হচ্ছে যাতে শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছে।

আর দ্বিতীয় হচ্ছে, এমন কিছু মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে যেমন বিড়ি শ্রমিকের ক্ষেত্রে এক হাজার বিড়ির কাজ করলে ৩৯ টাকা বৃদ্ধি করেছেন, ৩৯ টাকা সেটাও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করা হয়নি। এক তরফা ভাবে করা হয়েছে। তাও কোন কোন ফ্যাক্টরীতে সঠিক ভাবে দেওয়া হচ্ছে না পূর্বের ন্যায় দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে অভিযোগ করা হয়েছে শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছে এই ব্যাপারে আপনার কাছে কোন তথ্য আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) : — মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য প্রথমত যে প্রশ্ন করেছেন যে সংখ্যা গরিষ্ঠের জোরে এই মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে, আই. এন, টি, ইউ, সির লোক নেই। এটা সত্য নয়। এখানে যতটা কমিটি আছে প্রতিটি কমিটির মধ্যে আই, এন. টি. ইউ, সির এবং সি, আই, টি, ইউর লোক আছেন। এবং তারা এই কমিটি বসে সুপারিশ করেন, সেই সুপারিশ মোতাবেক রাজ্য সরকার বিবেচনা করে মজুরী বৃদ্ধি করে থাকেন।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে কথাটা বলেছেন আমরা সে কমিটি থেকে ইস্তফা দিয়েছি কারণ সেই কমিটিতে ৬ জনের মধ্যে মাত্র এক জন আই, এন, টি' ইউ, সির প্রতিনিধি রাখা হয়েছে। আমরা পদত্যাগ করে বলেছি যে সেখানে আমাদের কথা বলার কোন অধিকার নেই। আমাদের সেই কমিটিতে থাকার কোন যুক্তিকতা নেই। যদি সম সংখ্যক প্রতিনিধি নেওয়া হয় তা হলে আমরা আলোচনায় অংশ গ্রহন করব। আমরা সম সংখ্যক প্রতিনিধি নেওয়ার কথা বলেছি। এক তরফা ভাবে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই কমিটিতে সম-সংখ্যক প্রতিনিধি নেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি?

আরেকটা প্রশ্ন করেছিলাম ওয়েজেস বৃদ্ধি যেটা করা হয়েছিল সেই ক্ষেত্রেও বিড়ি শ্রমিকদেরকে তাদের সঠিক ভাবে মালিক প্রতিষ্ঠানগুলি মুজুরি দিচ্ছে না। এই ব্যাপারে আপনার কাছে কোন তথ্য আছে কি? উদাহরণ হিসাবে বলছি শিখা বিড়ির মালিক যিনি আছেন তিনি এখন পর্যন্ত শ্রমিক -দের নুতন হারে মজুরি দিচ্ছে না। এবং বিভিন্ন অজুহাতে তাদের হয়রানী করা হচ্ছে। সেই ব্যাপারটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভাল করেই জানেন। এই ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই। যদি স্পেসিফিক কোন তথ্য মাননীয় সদস্য মহোদয় লিখিত ভাবে জানালে আমি দেখব।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— স্যার. আমি কমিটির তো কোন উত্তর পেলাম না। কিছুই বলতে পারছেন না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীমানিক দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত সেক্টরে নুন্যতম মজুরীর আওতায় পরে ঐ সমস্ত সেক্টরগুলিতে নুন্যতম মজুরী বোর্ড গঠন করেনি, গণ্ডগোল

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়তো বলেছেন যে সেটা লিখিত আকারে পেশ করতে।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— স্যার, আমি কমিটির উত্তর চেয়েছিলাম। যে কমিটিতে আই, এন, টি, ইউ সির আমরা সকলে পদত্যাগ করেছিলাম। এই ব্যাপারে কোন উত্তর নেই। এক তরফা ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের স্বার্থে সম সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটিগুলি গঠন করা হবে কিনা? সেটাই আমি জানতে চাইছি।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা পর্যালোচনা করে দেখা হবে।

শ্রীমানিক দে :— সাপলিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত সেক্টরে নুন্যতম মজুরির আওতায় পরে ঐ সমস্ত সেক্টরগুলিতে নুন্যতম মজুরির বোর্ড গঠন করেনি এই ধরনের কোন চিন্তা ভাবনা আছে কিনা?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, সেটা দেখা হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপলিমেন্টারী স্যার,

মিঃ স্পীকার :— রতনবাবু বসুন। আপনি অনেক বলেছেন, বসুন। শ্যামাবাবু বলুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মিনিমাম ওয়েজের ক্ষেত্রেতে মাননীয় মন্ত্রী অ-প্রাপ্ত বয়স্কদের ১০ টাকা ৩১ পয়সা করেছেন। এখন লেবার আইন অনুযায়ী কোন অ-প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক নিয়োগ করা যায় না। এটা আইন বিরুদ্ধ। তা হলে উনি এটা ওয়েজেস্ নির্ধারন করলেন কি ভাবে ? মন্ত্রী এর জন্য দায়ী হবেন কিনা ? এবং উনি শাস্তি যোগ্য অপরাধ করেছেন কিনা ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সব ক্ষেত্রে তা নয়, শুধু চা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে। কোন কোন চা বাগানে কিছু অ-প্রাপ্ত বয়স্ক তাদের শিশুরা এই কাজে যোগদান করে থাকে। যেহেতু আইনগত দিক নিয়ে শিশু শ্রমিকদের ব্যাপারে অনেক আইনের বাধা বিধি আছে তবু যেহেতু তারা কাজ করে আমরা মিনিমাম ওয়েজ হিসাবে মিনিমাম ওয়েজ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১০ টাকা ৩১ পয়সা তাদের এটা নির্ধারণ করেছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু যে প্রশ্নটা তুলেছেন এটা প্রাসঙ্গিক কিন্তু আসলে এটার মধ্যে একটা জায়গায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক যারা তাদের মধ্যে কোন শ্রম স্বার্থ নিয়োগ করাটাই বাধা নিষেধ আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে বলা আছে যদি কোথাও তাদেরকে নেওয়া হয় আপ টু ক্লাশ সেভেন্ পর্যন্ত তাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাবস্থা করতে হবে। তাদেরকে হাইজিনিক একটি ব্যাবস্থা করতে হবে। আমরা আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে প্রথমত এই আইনটি আছে এই আইনটিকে শক্ত ভাবে কাজে লাগাতে যাওয়ার আগে আমরা একটা আপিল করেছি সেটা শ্রম দপ্তর থেকে বেড়োবে। এই সমস্ত যে আইনটি আছে এটা লিখে যে এটা আপনারা পারেন না করতে এটা বন্ধ করুন। এটা অমানবিক এবং নিয়ম বহির্ভূত এর মধ্যে যেখানে যেখানে সুযোগগুলো আছে এই ভাবে কার্যকরী করতে হবে। আমাদের দেশে আইন আছে বহু কিন্তু আইন সব কার্যকরী করতে পারছিনা। তার জন্য এওয়ারনেস্ দরকার আছে এবং ইউনাইটেড এফোর্ট এর দরকার আছে। ফলে সে দিক থেকে আমরা প্রথমতঃ যারা নিয়োগ করেছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এর মধ্যে জনসাধারনের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। এবং আমরা চাইব আমাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক যারা তাদেরকে শ্রম স্বার্থ্য কাজে যাতে নিয়োগ করা না হয়। তবুও যদি কোন জায়গায় করা হয় তাহলে নিয়মের যে বন্ধন আছে তার মধ্যে

থেকে তাদের যে সমস্ত সুযোগগুলো পাওয়ার কথা সেগুলোকে নিশ্চিত্ত করতে হবে এবং যারা করবেন না তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— স্যার, এড্‌মিটেড কোশ্চেন নং— ৬১।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোশ্চেন নং— ৬১।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে বৎসরে কতটি কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল ;

২। তন্মধ্যে কতটি সম্পন্ন হয়েছে।

৩। তেলিয়ামুড়া খোয়াই সড়কে কতটি কাঠের সেতু পাকা করার পরিকল্পন আছে, এবং কবে নাগাদ তা করা হবে।

৪। চেবরী আমপুরা রাস্তার ধুমাছড়াতে এবং খোয়াই বেলছড়া রাস্তায় ইছালী ছড়াতে কাঠের সেতু দুইটি পাকা করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। ১৪৯ টি কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে রূপান্তরিত করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল।

২। এই বৎসরে ৬৪ টি সেতুর কাজ সম্পনা হয়েছে।

৩। তেলিয়ামুড়া খোয়াই সড়কে সমস্ত অর্থাৎ ১৭টি কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে। তন্মধ্যে ৭টি কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। বাকী সেতুর কাজ পর্যায়ক্রমে হাতে নেওয়া হবে।

৪। চেবরী আমপুরা রাস্তার ধুমাছড়াতে এবং খোয়াই বেলছড়া রাস্তায় ইছালী ছড়ার উপর ২টি কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব বিবেচনাধীন। কবে এই কাজ হাতে নেওয়া হইবে এখনই বলা সম্ভব নয়।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিলেন প্রথম প্রশ্নের উত্তর মোটামোটি সন্তোষজনক হলো অর্থাৎ ১৪৯টি সেতু এ বছর করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে যা দেখেছি এর মধ্যে কতটা সম্পন্ন হয়েছে তার সংখ্যা যদি ৬৪ থেকে ৮৪ মধ্যে হতে হয় এটা সন্তোষজনক নয়। এটা কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বুঝা যাচ্ছে এবং সেটা সঠিক ভাবে হচ্ছে না। রাজ্যে কাঠের সেতুগুলি অর্থাৎ কাঠের যে সংকট মাননীয়

মন্ত্রী মহোদয় বা দপ্তর জানেন এই সংকট ত্বরীকরন করার জন্য এই ব্যাবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজ যে হয়েছে বলা যায় তিন ভাগের এক ভাগ কাজ যদি সেখানে অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্বেও না হয় সেটা আসলে পরবর্তী সময়ে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করব। গুরুত্ব দিয়ে যাতে যেগুলো সংকট ছিল কিন্তু কাজ হয়নি এটা যাতে তাড়াতাড়ি করা হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করছি এবং এই বিষয়টা দেখতে হবে। তারপর খোয়াই তেলিয়ামুড়া যে সড়ক, এই সড়কের গত দুই বছর যাবৎ অনেক কিছু অসুবিধার জন্য ডিসটারব্যান্স এর জন্য সড়ক গুলিতে প্রায় সময় গাড়ি, সেনাবাহিনীর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। গাড়ী থেকে শুরু করে অন্যান্য যোগাযোগ করার জন্য সাধারন মানুষের গাড়িগুলো থাকে। গত ২০/০৩/৯৯ ইং তারিখে আমরা বিধানসভা থেকে যাওয়ার যে দুটো জায়গায় একটা হলো কল্যাণপুর আরেকটা হলো দ্বারিকাপুরে এই দুটো জায়গায় ব্রীজগুলো ভেঙ্গে পড়ে আছে। কোন মাল সেখানে যেতে পারছেনা এমন কি কৃষকের তাদের যে আলুর বীজ যে কোল স্টে রে পাঠাবেন একটা নির্দিষ্ট তারিখে রওনা হয়েছে গাড়িগুলো। কিন্তু পুরো দুদিন সেখানে ব্রিজ খারাপ হওয়ার জন্য আলুর বীজগুলো সেখানে পাঠাতে পারেনি। কাজেই ট্রাকের পর ট্রাক এই যে দুর্ভোগ ভোগছেন প্রতিদিন মানুষ ভোগছেন। কাজেই এত গুরুত্ব পূর্ণ খোয়াই এবং তেলিয়ামুড়া সড়কের ব্রিজগুলো দ্রুত মেরামত করার জন্য কোন ব্যাবস্থা নেওয়া হবে কিনা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে পারব কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্যে যতগুলো কাঠের সেতু আছে সেগুলোকে আমরা পর্যায়ক্রমে আর. সি. সি ব্রিজ বা খালপাড় বা বেটে ব্রিজ সেগুলোকে রূপান্তরিত করার জন্য একটি কর্মসুচী আমরা গ্রহন করছি। এ বছরের কর্মসুচী করার সম্পূর্ণ ৬৪টি মধ্যে কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে ১৪৯ টি নেওয়া হয়েছে তার হয়েছে। এবং মার্চ মাসের মধ্যে এই কাজের অগ্রগতি আরোও ঘটবে। এর আগের বছরগুলোতে এই রকম প্রায় কয়েকশ কাঠের সেতুকে এলরোড পাকা আর. সি. সি ব্রিজ এবং অন্যান্য ব্রিজগুলো রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা চতুর্থ বার সরকারে আসার পর আমরা নীতিগত ভাবে এটা ঠিক করেছি প্রতিটি মহকুমা, ব্লক এই সমস্ত হেডকোয়াটারে সঙ্গে সমস্ত রাস্তাগুলো আছে সেগুলোকে অন্তত কাঠের সেতু যদি দ্রুত সম্ভব সেগুলো কে পাকা সেতু রূপান্তরিতকরা যায়, তার জন্য আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর কাছে একটি প্রজেকটু সাবমিট করেছি। এবং তার কাজের অনেক দুর পর্যান্ত অগ্রসর হয়ে গেছি। কনস্টিটুনসেনসি এপয়েন্ট করা হয়েছে এবং আমরা আশা করছি এই আগামী অর্থ বছরে ১৯৯৯-২০০০ এ হয়ত আমরা পারবনা কিন্তু ২০০১ সালের মধ্যে টাকা পাব বলে আশা করছি এবং এখন যে আর্থিক সংকট বা অসঙ্গতি আছে এই প্রজেকট বরাদ্দ হলে পরে এই কাজ আমরা হাতে নিতে পারব। তাছাড়া আরও কিছু গুরুত্ব পূর্ণ সেতু যেগুলো পাকা সেতুতে রূপান্তরিত করার জন্য আমরা ইতি মধ্যে উদ্যোগ নিয়েছি। নাবার্ড এর কাছে

আমরা টাকা চেয়েছি এবং নাবার্ড ইতি মধ্যে রাজী হয়েছে। তারা ২৫ কোটি টাকা ঋণ দেবে। এই সমস্ত টাকা পেলে এই সমস্ত বীজগুলিকে পাকা সেতুতে রূপান্তরিত করার কাজ হাতে নেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৮।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৮।

প্রশ্ন

১। আসাম আগরতলা রাস্তার বিকল্প রাস্তা আগরতলা হইতে পাথারকান্দি ভায়া খোয়াই, কমলপুর, কৈলাশহর, ধর্মনগর পর্যান্ত রাস্তার কাজ কতটুকু সম্পন্ন হয়েছে ?

২। উপরিউক্ত রাস্তার অসমাপ্ত কাজ কবে নাগাদ সম্পূর্ণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। উক্ত রাস্তার আগরতলা হইতে চান্দফীরা (আসাম) ভায়া মোহনপুর চেবরী-হালাহালী-ফটিকরায় কৈলাশহর ধর্মনগর চান্দফীরা (আসাম) পর্য্যন্ত রাস্তার দৈর্ঘ্য মোট ২০৪.৯২১ কিমিঃ এর মধ্যে আগরতলা হইতে ছনখোলা (খোয়াই) ৪২ কিলোমিটার ব্যতীত বাকী অংশের কাজ এন. ই. সি. প্রকল্পে রাস্তা নির্মান ও উন্নতি করনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ছনখোলা থেকে ফটিকরায় পর্যান্ত ৯৭.৭৩৭ কিমিঃ এর মধ্যে কার্পেটিং এর কাজ ৮০.৭১২ কিমি এবং বাকী অংশের মাটির কাজ শেষ হয়েছে। ১৪টি ব্রিজ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ফটিকরায় হতে চান্দফীরা পর্যান্ত ৬৭.৫৮৬ কিমিঃ এর মধ্যে ১২ কিমিঃ মাটির কাজ শেষ হয়েছে।

২। আগামী ২০০২ ইং সনের মার্চ মাস এ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :— সাপ্লীমেন্টারী স্যার. ধর্মনগর শহর থেকে এই রাস্তা কালাছড়া, লক্ষী নগর হয়ে যাবে না ধর্মনগর শহর থেকে লালছড়া কদমতলা হয়ে যাবে ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। আমি পরবর্তী সময় জানিয়ে দেব। ফটিকরায়, কৈলাশহর, ধর্মনগর হয়ে যাবে এটাই আছে।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় সদস্যর দরকার কোনটা ? এটা হল প্রশ্ন।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লীমেন্টারী স্যার. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কি নযে

খোয়াইতে চেবরী হালাহালি যে রোডটা আছে এটা এই রাস্তার আসাম আগরতলার বিকল্প রাস্তা এই রাস্তার অন্তর্ভূক্ত কি না ? এবং এর জন্য কত টাকা বরাদ্দ ছিল এই বছর এবং কত টাকা ব্যয় হয়েছে ? কেন না আমি জানি যে এখন পর্যন্ত বিরাট একটা অংশ এখন পর্যন্ত ব্যয় করা হয়নি। কারণ ভিতরে কাজ করার ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়াররা, কনট্রাকটররা যাচ্ছেন না টাকা সত্বেও। এই তথ্য আছে কিনা ? এবং সেই টাকা সঠিক ভাবে ব্যয় করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, হালাহালি থেকে চেবরী পর্যন্ত যে রাস্তা তাতে আঠারমুড়া রেঞ্জে যে অংশটা আছে তার কাজ এখন নিরাপত্তাজনিত কারণে নিতে পারছি না। এবং এটা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। এবং তারা বলেছেন সুযোগ সুবিধা মত তারা সিকিউরিটি প্রোভাইড করবেন এবং এটা হলে পরে এই কাজ আমরা হাতে নিতে পারি।

শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এখন রাস্তা ভাল ব্রিজগুলাও ভাল খোয়াই এবং অমরপুরের। এই খোয়াই এবং মানিক ভাণ্ডারে গিয়ে পৌঁছতে মাত্র ৪৫ মিনিট সময় লাগে কিন্তু তেলিয়ামুড়া খোয়াই যাইতে হইলে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। এখন শ্রীরামপুরে আসাম রাইফেল ক্যাম্প আছে এই ক্যাম্পের লোকেরা এই দিক দিয়ে চলাচল করতে বাধা দিয়েছে। এই ব্যাপারে আপনার জানা আছে কি না ? যদি জানা থাকে তাহলে এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) : — মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা ঠিকই যে খোয়াই বেলবাড়ী হয়ে আর একটা বিকল্প রাস্তা মানিক ভাণ্ডারে আছে। এটা মাঝখানে অচল অবস্থার মধ্যে ছিল। এই চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা জরুরী ভিত্তিতে রাস্তাটা চালু করেছি। এখন শ্রীরামপুরে যারা নিরাপত্তারক্ষী আছে, তাহারা রাস্তা খারাপ থাকার দরুন বাধা দিতে পারেন। কিন্তু গাড়ীর সঙ্গে এসকর্ট না থাকায় প্যাসেঞ্জাররা নানা বিপদে পড়তে পারেন, আমরা সেই বিষয়টা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে কিভাবে এটা সমাধান করা যায় বিবেচনা করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা (বীরগঞ্জ) : — অ্যাডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার— ২৭।

শ্রী নুকুরাম বর্মণ (মন্ত্রী) : — মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ২৭।

প্রশ্ন

১) অমরপুরের চেলাগাং, যতনবাড়ী, তীর্থমুখ এবং করবুকে টি, আর, টি সি বাস চলাচল করে কিনা ?

২) চললে কবে থেকে কোথায় কোথায় চলাচল করে,

৩) না চললে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) অমরপুরের যতনবাড়ী, করবুকে টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস চলাচল করে।

ক্রমশ (২)

অমরপুরের চেলাগাং তীর্থমুখে টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিস চলাচল করে না।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে।

৩) পর্যাপ্ত বাসের অভাবে সব জায়গায় সার্ভিস চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাদয় জানিয়েছেন, অমরপুর, যতনবাড়ী, তীর্থমুখে এবং করবুকে টি, আর, টি, সি, বাস চলাচল করে আবার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে উনি বলেছেন যে চলাচল করে। কিন্তু কোথায় কবে থেকে কোথায় গাড়ীটা যাচ্ছে, এটা কি আগরতলা থেকে যাচ্ছে না উদয়পুর থেকে যাচ্ছে না বাংলাদেশের ঢাকার দিকে যাচ্ছে ? এই রাস্তায় টি আর, টি, সি, চলাচল করে হয়তো মাসে একদিন। ফলে এটার সঠিক তথ্যটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ? এই রাস্তায় যদি গাড়ী চলাচল করে তাহলে সেটা কোথায় থেকে চলাচল করে ? সেটা কি আগরতলা থেকে নাকি বিলোনীয়া থেকে না উদয়পুর থেকে না ঢাকা থেকে না ঐ কলিকাতা থেকে আসে সেটা বলুন। গাড়ীটা কয়টার সময় ছাড়বে আর কোথায় থেকে ছাড়ে এটা বলে দিন।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি প্রশ্ন করেছেন অমরপুর, তীর্থমুখ, চেলাগাং, যতনবাড়ী, তীর্থমুখ এবং করবুক টি, আর, টি, সি, চলাচল করে কিনা ? আমি বলছি অমরপুর যতন বাড়ী করবুকে টি, আর, টি, সি, বাস চলাচল আছে। তারপর ২নং প্রশ্ন করেছেন কবে থেকে কোথায় কোথায় চলাচল করছে। উনি যে কথাটা বলছেন কোন দিকে সেই ভাবে না। আমি প্রথমে বলেছি স্যার, ১নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে। আর কিছু কিছু জায়গায় গাড়ী যাচ্ছে না যেমন যতন বড়ৌতে, তীর্থমুখে। আমি বলেছি পর্যাপ্ত বাসের অভাবে চলাচল করতে পারে না। উনি সাপ্লিমেন্টারী করেছেন কবে থেকে কোথায় থেকে বাস যায়। উদয়পুর থেকে গত ১৮/১ '৯৯ ইং তারিখ থেকে অমরপুর শিলাছড়ি এবং আগরতলা রোডে টি, আর, টি, সি, বাস পুনরায় চালু করার ফলে যতনবাড়ী, করবুক উক্ত সার্ভিসের সাথে যুক্ত হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার এখানে ছিল চেলাগাং এর প্রশ্ন। চেলাগাং এর কথা কিন্তু উনি একবারও বললেন না যে এখানে চলছে কি চলছে না। আর যতনবাড়ী তীর্থমুখের

কথা বললেন যে পর্য্যন্ত গাড়ী নেই। অর্থাৎ যতনবাড়ী কিংবা করবুক উনার যে তথ্য আছে যে করবুক যতনবাড়ীতে সম্ভবত টি, আর, টি, সি, উদয়পুরে চলছে। এটা বলতে চাইছেন।

স্যার, এর আগেও আগরতলা থেকে চেলাগাঙ্গ, আগরতলা থেকে শিলাছড়ি, আগরতলা থেকে তীর্থমুখ এবং উদয়পুর থেকে করবুক এই ভাবে বেশ কয়েকটি টি, আর, টি, সি, বাস চালু ছিল আগরতলা থেকে অমরপুর। কিন্তু আগে সেখানে প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচটা গাড়ি টি, আর, টি, সি, চলত। আজকে সেখানে মাসে একটা টি, আর, টি, সিও ঐ রাস্তায় চলাচল করে না। হঠাৎ কোন কোন দিন দেখা যায় উদয়পুর থেকে ছেড়ে যেত কিন্তু সেটা গন্তব্য স্থলে গিয়ে পৌঁছে নি। উনি বলেছেন যে পর্য্যন্ত গাড়ি নেই। কিন্তু চেলাগাঙ্গের সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং উনার দৃষ্টিতেও নিয়েছি। স্যার, চেলাগাঙ্গে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায় আজ থেকে প্রায় এক বৎসরের উপর সেখানে মাসের রেশনটাও যায় না। তৃতীয় সপ্তাহে রেশন যায়। ফলে চেলাগাঙ্গের সাথে রাজ্যের আগরতলা কিংবা উদয়পুরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা অমরপুরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা গাড়ি চলাচল, টি, আর, টি, সির যাতায়াত ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা সেটা করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা? আর আগরতলা করবুক এবং আগরতলা অমরপুর সরাসরি যে বাসগুলি আগে চলত সেগুলো চালানোর ব্যবস্থা কিংবা উদ্যোগ নেবেন কিনা? এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী নকুল রায় বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি যে কথাটা বলেছেন যে, শিলাছড়ি পর্যন্ত গাড়ি মাসে কয়েক দিন ছিল। আমি সেটা বলছি যে পর্যন্ত ছিল। আমি বলেছি ১৮-০১-৯৩ ইং তারিখ থেকে অমরপুর, শিলাছড়ি, আগরতলা রোডে টি, আর, টি, সি এখন চালু হয়েছে। এসকট দিয়ে সেখানে যাচ্ছে এবং এখানে যতনবাড়ী, করবুক এই সাদৃশ্যের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এটা ঠিক স্যার, আগে সেখানে এসকটের একটা প্রবলেম ছিল। এখন সেই প্রবলেমটা মোটামুটি কেটেছে। এখন গাড়ি সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করছে। চেলাগাঙ্গের প্রশ্নটা করেছেন আমি বলেছি সেখানে আমাদের পর্য্যাপ্ত বাস না থাকার কারণে আমরা চেলাগাঙ্গে বাস দিতে পারছি না। তবে আমাদের বাসগুলি মেরামত করছি। যদি মেরামত করে বাসগুলি আসে তাহলে পরে আমরা চেষ্টা করব। বর্তমানে আমি যতটুকু জানি এসকট দিয়ে সপ্তাহে তিন দিন জীপ এখানে চলাচল করছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি আগেও প্রশ্ন করেছিলাম উনি উত্তর দিয়েছিলেন গত পাঁচ বৎসরে ঐ রোটে চলে নি? নতুন একটা সংযোজন করলেন বোধ হয় ১৮-০১-৯৯ ইং উদয়পুর থেকে বাস চলছে। বোধ হয় শব্দটা আমি বুঝি না। স্যার, আমি ঐ এলাকার বিধায়ক উনাকে চেলেঞ্জ দিয়ে বলছি ১৮-০১ তারিখ থেকে আজো পর্য্যন্ত কোন বাস চলে নি। গত ছয় বৎসরেও চলে নাই। এই বৎসরও চলেনি। এটা আবারও তদন্ত করে দেখবেন কিনা? আপনি শুধু হাউজকে বিভ্রান্ত করছেন। আপনাকে আমি চেলেঞ্জ দিচ্ছি আমি কোন টি, আর, টি, সি দেখি নি এখানে।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, উনি বলছে গত ছয় মাসেও চলে নাই। ১৮-০১ থেকে আলো যায় নি। এই চ্যালেঞ্জ যদি সত্য হয় তাহলে কি হবে ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা : — ছয় বৎসরেও চলে নাই। আমি তো বললাম।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ১৮-০১ থেকে চলেছে। কিন্তু আপনি বলছেন ১০-০১ থেকে যায়নি। ইহা যদি সত্য হয় চ্যালেঞ্জে কি গ্রহন করবে আপনি বলুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— আমার প্রশ্নটা পরিস্কার হয়েছে কিনা। দাড়ান দাড়ান উত্তেজিত হওয়ার কিছু নাই তো ;

শ্রীজিতেন চৌধুরী (মন্ত্রী) :— I am also member of that constituancy. I have seen that bus goiog. Its be suddenly house.

(গণ্ডগোল)

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— স্যার, মন্ত্রী এখানে বলেছেন উনারও এলাকা শিলাছড়ি ? আমার এলাকা ক্রস' করে যেতে হয়। জানিনা উনি আবার সার্কাস দিয়ে ঘুড়িয়ে চালাচ্ছেন কিনা। স্যার আমি গত ফেব্রুয়ারী মাসে উনার এলাকাও সফর করেছি। ঐ এলাকা থেকে আমার কাছে ডেপুটেশন দিয়েছিল বাসের জন্য। উনি বলেছেন ১৮-০১ থেকে চলেছে। মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ১৮-০১ থেকে গাড়ি চলা শুরু করে। অমরপুর গিয়ে বাস নষ্ট হয়ে যায়।

সেখানে যে ইন্সপেক্টর উনি আমার ভাল পরিচত লোক এবং ওখানে অচল হয়ে যায় পরে আবার ফেরত চলে আসলে এর পরে আর আসে না যেটা শিলাছড়ি পর্যন্ত চালু আছে বা শিলাছড়ি উদ্দেশ্যে গেছে, এটা বাস্তবে দেখা গেছে এটা অমরপুর পর্যন্ত চলে আবার ফেরত চলে আসছে।

মিঃ স্পীকার :— আপনার সাপ্লিমেন্টারী বলুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— স্যার, তার জন্য মাননীয় মহোদয় আবার পরীক্ষা করে দেখবেন কিনা যে আজও চলছে কিনা বাসটা ?

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে মহকুমা পরিবহন সমস্যা চলছে সেটা নিয়ে কথা বলছি।

মিঃ স্পীকার :— দয়া করে আমার কথা শুনুন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই মহকুমায় আমি তিন বার গিয়েছি এবং এই ঘটনা শাসক দলেরই হোক বা বিরোধী দলেরই হোক যারা এই প্রশ্ন তুলেছেন যে এখানে পরিবহন একটা সমস্যা এটা উবরে গেছে অস্বীকার করলে সত্যের অবলাপ হবে এবং এর মধ্যে যেটা শিলাছড়ি যে এলাকা সেখানে সিভিউল রোড আছে কোন গাড়ি যাচ্ছে না। আমি যখন গেলাম, সেখানে কোনও গাড়ী না চলায় দেখেছি যে জিনিসপত্রের দাম অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছিল। সেখানে যেমনি অল্প লোকের বসবাস তেমনি দেখা দিতে ছিল খুব সমস্যাও। মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা সেটা বলে ছিলেন, যে চলাগাং সমস্যা নিয়ে চেলাগাং সেটা যদিও বেশী দূর না অমরপুর শহর থেকে কিন্তু চেলা-গাঙ্গে গত বছরে এখানে একটা বড় ধরনের আক্রমনে বহু সি, আর, পি. এফ লোকেরা মারা যায়। তারপর এখানকার জায়গাটা আসাম রাইফেল নামে হাতে দেওয়ার পরেও সেখানে গাড়ি ঠিকমত চালানো সমস্যা হয় এবং বিভিন্ন কারনে এখানকার লোকালিটিরা অনেকে সরে যেতে হয়েছে। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করি এবং কি করে গাড়িঘোড়া চালিয়ে একটা স্বাভাবিক আনা যায় তার চেষ্টা হয় এবং ওখানে একটা সিদ্ধান্ত হয়। চেলাগাঙ্গে যে রাস্তা, সেটার মূল সমস্যা হচ্ছে মাঝখানে একটা ব্রিজ আছে এবং এই জায়গায়টার মধ্যে গাড়িগুলি অ্যাম্বুস হচ্ছে বেশী কারণ গাড়িটা গিয়ে থেমে যায়। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিক করেছি যে এই জায়গায় আমরা বেলী ব্রিজ করব বেলী ব্রিজের অর্ডার হয়েছে এবং সেটা ইতি মধ্যে প্রায় পাতা হয়ে গেছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আশপাশে যে জঙ্গল ও গাছ আছে সেগুলো পরিষ্কার করার আর আসাম রাইফেলের সমস্যা হচ্ছে যে এলাকা সবেবেট করে তারা আরও বেশী দায়িত্ব নেন না। তারা স্টেটিক কোন ডিউটি করতে রাজি না। তারা বলবে অপারেশনের দায়িত্ব আমরা নেব। যেখানে আসাম রাইফেলস দিলাম সেখানে অন্য কাউকে দেওয়া যায় না। আসাম রাইফেলসরাও বলছে আমাদের যেখানে দিয়ে দিয়েছে, সেখানে অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না। কারণ এটা যদি ভঙ্গ করি তাহলে আমাদের মধ্যে ক্লেশ হয়ে যাবে এটা সত্যি।

এই প্রব্লেমগুলি থাকাতে তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে এবং তারা শেষ পর্যন্ত রাজিও হয়েছে। রেশন বা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে যে গাড়িগুলি যাবে তারা তাদেরকে সপ্তাহে অন্তত তিন দিন সাহায্য করবে ঘটনা হচ্ছে ওখানে টি, আর, টি, সি, দেওয়া যায়নি, প্রথমে যদি আমরা এটেমস্ট নেয় যে ওখানে গাড়ি কম আছে। আপনারা জানেন অস্বীকার করার কোন কারণ নেই যে যেখানে অন্তত এ্যাসে -ন্সিয়াল কমোডিটিস্ ইনক্লুডিং ফোর্থ আইটেম সেগুলি নেওয়া প্রথম ব্যবস্থা করা। প্রায় ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ মানুষ এই জায়গায় বাস করে। সেখানে হাসপাতাল আছে সরকারী কোয়াটার আছে এই জায়গায়টা একটা নতুন জনপদ অগ্রগতি হচ্ছে তাই ডাক্তারবাবুদের পাঠাতে পারছি না। ফলে পি. ডব্লি, ডি. এর সঙ্গে কথা বলে এই চেষ্টা হওয়া সাপেক্ষে নতুন বাজারের আমাদের বন্ধুটি দুঃখ জনক জীবন দিলেন তাঁর প্রস্তাবে একটা ভায়োলেন্স বের করা হয়েছে ৬ কিমিঃ নতুন রাস্তা করার। এটা অবশ্য হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৪ দিন বেশী সময় লেগেছে। আমার প্রশ্ন যেটা যে আমাদের

মধ্যে অহেতুক প্রশ্ন হ্যাঁ বা না এই উত্তর দিতে সমস্যা সমাধান হবে না, এই জায়গাটায় গাড়ি ঠিক ঠিক চালাতে হবে। অমরপুর সাব-ডিভিশন তার একটু বড় অঞ্চল আছে যে এলাকাটা এখনো গাড়ি চলাচলের দিক থেকে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেনি। সেটা আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করব এবং আমি পরিবহন দপ্তরকে অনুরোধ করব। আমরা শিলাছড়িতে যে টি, আর, টি, সি দিয়ে ছিলাম সেটা দেওয়ার পরে দেখাগেল যে ওই গাড়িটা ঠিক চলছে। যেটা রবীন্দ্রবাবু বলেছিলেন এবং এই ব্যাপারে আমি টি, আর, টি, সি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছি যে একটা নতুন গাড়ি দেওয়া যায় কিনা। উনি বলেছেন যে, "এটা আমাদের এবিলিটির মধ্যে নেই যে. পারছিনা দিতে।" নতুন যে ডিলাক্স বাস এসেছে সেটা সংগ্রহ করতে তাকে গৌহাটি পাঠাতে হচ্ছে, বাড়ছে সমস্যা। এই জায়গার মধ্যে বলা হয়েছে তুলনামূলক ভাবে খারাপ অবস্থা অন্তত: একটা গাড়ি দেওয়া হোক যে দূরে যাচ্ছে, রাস্তার যদি কোথাও গিয়ে ভেঙ্গে পড়ে যেহেতু নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে তাহলে যে কোন সমস্যা হয়ে যেতে পারে। ফলে মোটামুটি একটা ভাল গাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন এবং যেটা বলেছেন চেলাগাঙের ব্যাপারে ওখানেও যত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহন করা যায় তার জন্য আমরা সেখানে চেষ্টা নেওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকব না।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আমি সত্যি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে উনি আমাদের এই সাব-ডিভিশানের যথাযথ ভাবে অনুভব করেছেন। স্যার, চেলাগাং-এ যে লোক-গুলি আছে. তারা গাড়িতে করে অমরপুরে রোগী আনা কিংবা ধরুন নতুন বাজারে রোগী নেওয়া। এরই মধ্যে কয়েকটি লোক মারাও গিয়েছে, মারা গিয়েছে বাসের যাত্রী ভিরের মধ্যে এক অন্তঃসত্বা মার। মহিলা মারা গেছে। আগে চেলাগাং মুখ থেকে উত্তর চেলাগাং সমতল পাড়ায় রাস্তাও ছিল এবং সেখানে গাড়ীও চলাচল করত। তারপর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সিদ্ধান্ত হয়েছিল সপ্তাহে তিন দিন চেলাগাংয়ে গাড়ী চল চল করবে। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত গাড়ী চলেও ছিল। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব. সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থাটা একটু দেখে ব্যবস্থা নেবার জন্য।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমাদের যে মানথলি মিটিং হয় সেখানে এই ৭ দিন আগেও স্প্যাশিয়ালি চেলাগাঙের কথা বলা হয়েছে এবং ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও বলা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং- ৪৪।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার. অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ৪৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গত ৫ (পাঁচ) বছর যাবৎ ডম্বুর জলাশয় থেকে রাজ্য সরকার মাছ কালেকশন বন্ধ রেখেছে ; এবং

২। সত্য হলে, তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আমরা জানি, ঐ এলাকার মাছ ফিসারী অ্যাপেকস মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি ফিসারী ডিপার্টমেন্টের থেকে মাছ কালেকশন করত। কিন্তু গত পাঁচ বছর ধরে তা বন্ধ হয়ে আছে। আর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, কালেকশন হচ্ছে। যদি চালু হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিদিন কত পরিমাণ মাছ সংগ্রহ করা হয় এবং কোথায় কোথায় সাপ্লাই দেওয়া হয় তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই। জেলেরা বলেছে, "মাছ সংরক্ষণ করে রাখার জন্য যে আইস ফ্যাকটরি ছিল তার মেসিনও অকেজো" হয়ে পড়ে আছে। মাছ ধরতে যাবার জন্য জেলেরা অনেক বার ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন প্রতিকার পায় নি। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, কোথায় কোথায় মাছ সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে এবং প্রতি দিন কত পরিমাণ মাছ সংগ্রহ হচ্ছে ?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার কালেকশন টোটেলি বন্ধ এটা স্বীকার করছি না। তবে রেগুলার কালেকশন হচ্ছে না এটা ঠিক। আমাদের ১৯৯৩-৯৪ সালে মাছ সংগ্রহ হয়েছিল, ১৮, ৮১, ৬৭১ মেঃ টন। ১৯৯৪-৯৫ সালে, ৫, ৯৩, ২৯৪ মেঃ টন। ১৯৯৫-৯৬ সালে, ৫, ৩৬, ০৮৭ মেঃ টন। ১৯৯৬-৯৭ সালে, ১, ০৭, ৮০৫ মেঃ টন ও ১৯৯৭-৯৮ সালে, ৩, ১১, ৪৬৭ মেঃ টন। কালেকশন বন্ধ নয়। এটা ঠিক আমাদের কিছু প্রভলেম থাকায় রেগুলার সংগ্রহ হচ্ছে না। শুধু আইস ফ্যাকটরি নষ্ট তা নয়, নিরপত্তার প্রশ্নেও জেলেরা মাছ ধরতে যেতে পারছে না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আমার উত্তর ঠিক ভাবে পাই নি। আমার আরো প্রশ্ন ছিল, কালেশান সেন্টার কোথায় কোথায় আছে ? আমাদের যে বাস্তব চিত্র তা হচ্ছে, একমাত্র মন্দির ঘাটে একটা কালেকশন সেন্টার আছে। কিন্তু সেখানে ফিসারী ডিপার্টমেন্টের কোন স্টাফ থাকে না, থাকার উপযোগীও নেই। পাশে একটা সি, আর, পি, এফ ক্যাম্প আছে, স্টাফ সেখানে থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু তারা সেখানে থাকে না। বেশীর ভাগ মাছই বাংলাদেশে চলে যায় এবং কালা-

গাড়ীতে পুলিশের সহযোগিতায় আসামে চলে যায়। এটা নিউমোনিক ঘটনা। এটা বন্ধ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানাবেন কি?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের কালেকশান সেন্টার দুইটা। একটা হচ্ছে মন্দিরঘাট এবং অপরটি কালাঝারী। আমি বলেছি যে নিরাপত্তার সমস্যা আছে। পুলিশের সাহায্য নিয়ে যাচ্ছ কি ভাবে কালেকশান করা যায় সে ব্যাপারে এসেমব্লী সেশানের পরে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সেটা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

মি: স্পীকার :— শ্রীপ্রনব দেববর্মা।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) : — এডমিটেড কোচয়শ্চান নং ৩২ স্যার।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩২ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য-সোনাই নদীর উপর একটি ডাইভারশান কী ''চালু করার জন্য এম, আই, দপ্তর একটি প্রজেকট হাতে নিয়েছেন,

২) যদি সত্য হয় তবে কবে নাগাদ কাজটি শুরু করা হবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) প্রকল্পটি রূপায়নের জন্য সম্প্রতি কাজের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় কাজটি সহসাই শুরু হবে। ।.সোনাই নদীর ডাইভারশান প্রকল্পটিতে খরচ হবে ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬৮১ টাকা। এন. পি, সি, সারা ভারতবর্ষের একটি সংস্থা। তাদের হাতে কাজটি রূপায়নের জন্য দেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি দুই বছরের মধ্যেই কাজটি সম্পূর্ণ করা যাবে।

মি: স্পীকার :— প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি।

Annexures—A and B

MATTER RAISED BY MEMBERS

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী মনু ব্লকের লবনছড়ার পুষ্পরাম পাড়াতে পদ্ম।

কুমার রিয়াং এর একটি চার বছরের ছেলে নাম গদেহা রিয়াং কে মাত্র ১০ কেজি চাউলের বিনিময়ে অভাবের তাড়নায় বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। দশদা ব্লকের গছিরাম পাড়ার রিয়াং রিফিউজী যারা মিজোরাম থেকে এসেছে সেখানে এই ঘটনাটি ঘটেছে। সেখানে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

মি: স্পীকার :— এই ব্যাপারে একটি রেফারেন্স আছে, কলিং এটেনশান আছে আমি এডমিট করেছি।

শ্রীজওহর সাহা :— কলিং এটেনশানের রিপ্লাইটাতো আর আজকে আসছে না। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী বাচ্চা বিক্রী হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— আমি বলেছি তো শ্যামাচরণবাবু, একটা কলিং এটেনশান নোটিশ দিয়েছেন ওটা আমি এডমিট করেছি।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, এটা ইম্পরটেন্ট ব্যাপার। একটা বাচ্চা বিক্রী হয়েছে গত ২৮ তারিখে।

মি: স্পীকার :— এত অধৈর্য্য হলে তো আর চলবে না। আপনি বসুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আর রবীন্দ্রবাবু একটা মোশান এনেছিলাম আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিয়ম ও পদ্ধতি সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— এটা এডমিট হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, যেহেতু কাল লাস্ট ডেট। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত এর সেকেণ্ড পঞ্চায়েত ইলেকশান যেটা হচ্ছে এটাতে ব্যাপক ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আগামীকাল তার লাস্টডেট। আজকে যদি এই ব্যাপারে আলোচনা না হয় বা পরেও হতে পারে আমার আপত্তি নেই। আগে একবার ভুল ত্রুটি হয়ে বেড়িয়েছে। এখন মিনিমাম ডিসকাশন হওয়া সাপেক্ষে এই ডিলিমিটেশানের লাস্ট ডেট অব দ্য ক্লেইম এ্যাণ্ড অবজেকশন এটা যেন বাড়িয়ে রাখা হয়।

মি: স্পীকার :— এটা আগামী কাল হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— আগামী কাল তো শেষ এটা'র সময় শেষ।

মিঃ স্পীকার :— এটা আমি বলতে পারবনা, এডমিনিষ্ট্রেটাররা বলতে পারেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মি: স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে সরকার পক্ষকে অনুরোধ করছি এই ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহন করার জন্য। গভর্ণমেন্ট একবার নোটিফিকেশান দিয়েছিলেন এবং রংলি দিয়েছেন বুঝেছি। একর্ডিংলি ৭ দিন বাড়িয়েছিলেন সেটাও প্রপারলি হয় নি। সে জন্য

ডিসকাশন হওয়া সাপেক্ষে দু দিন বাড়াতে পারেন যাতে ডিসকাশনে আমরা বুঝিয়ে বলতে পারি, গঠন মূলক আলোচনা করি কেউ তো পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের বিরোধিতা করছেন না। এখানে এই ব্যাপারে সময় এ্যাকসেটনশানের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার :— কোন সরকারই এটা করতে পারেন না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, যেহেতু ৭ দিন সময় আপনাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বাড়ানো হয়েছে তাই ৭ দিন অতিবাহিত হওয়ার আগে কি করে এখান থেকে বলে দেই যে আরও তিন দিন বাড়ানো হবে, এটা হয় ? এই সময় সীমার মধ্যে দেখুন না কি হয়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— এটা গভর্ণমেন্টের নোটিফিকেশান।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— গভর্ণমেন্টের নোটিফিকেশান আগেরটাও ছিল তার ভিত্তিতেই গভর্ণমেন্ট ৭ দিনের মধ্যে কি হয় দেখুন না, এর আগে কি করে চট করে বলে দিই ?

শ্রীরতনলাল নাথ :— না, না, সেটা বলিনি। এটা তো ক্লেইম অব অবজেকশান। যখন ডিসকাশন হবে আমরা যদি গঠন মূলক প্রস্তাব রাখতে না পারি তাহলে আমাদের বক্তব্য আমরা প্রত্যাহার করে নেব।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আপনাদের কথা মত যদি কালকে সময় শেষ হয় তাহলে কালকে তো সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত সময় আছে। আমরা তো এখানে আছি সকাল বেলা কথা বলব। এর পরিপ্রেক্ষিতে তো খোঁজ খবর নেওয়া যেতে পারে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— ঠিক আছে।

REFERENCE CASES

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি রেফারেন্সের নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহাশয়ের নিকট থেকে। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রেফারেন্সের নোটিশ উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীরতন লাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের নোটিশটি হলো :—

"গত ১৯শে মার্চ্চ ১৯৯৯ ইং তারিখে স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত' সরকারী তরফে বঞ্চনার শিকার স্থায়ী বেতনের ২৬৬ জন ইঞ্জিনীয়ার "সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ মহাশয়ের রেফারেন্সের নোটিশটির পরীক্ষা-

নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী-মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আজ যদি তিনি বক্তব্য রাখতে না পারেন তাহলে তিনি সময় চাইতে পারেন আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি ৩০-৩ ৯৯ ইং তারিখ আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আর একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহাশয়ের নিকট থেকে। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রেফারেন্সের নোটিশটি উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীমানিক দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রেফারেন্সের নোটিশটি হলো : — "রাজ্যের শান্তীরাম বাড়ী সহ অন্যান্য স্থানে বাবার বাগান পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয় কর্তৃক আনীত নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন।

শ্রীনারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী) : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এ ব্যাপারে আগামী ২৬ তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আর আর একটি রেফারেন্সের নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্ম কুমার দেববর্মা এবং শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্ম কুমার দেববর্মা মহোদয়কে নোটিশটি উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীপদ্ম কুমার দেববর্মা (রামচন্দ্র ঘাট) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রেফারেন্সের নোটিশটি হলো, "ডাক বিভাগের গাফিলতির কারণে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ও কাগজ পত্র সময় মতো না যাওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্ম কুমার দেববর্মা এবং শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই নোটিশটির উপর বক্তব্য রাখার জন্য যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে কবে উনার বক্তব্য রাখবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— আমি এই ব্যাপারে আগামী ২৬/৩/৯৯ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

CALLING ATTENTION

মি: স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়ের নিকট থেকে আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "২২শে মার্চ, ৯৯ইং স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত" ১০ কিলো চালের বদলে শিশু পুত্রকে বিক্রীর চাঞ্চল্য" শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন আমি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই ব্যাপারে আগামী ২৬শে মার্চ ১৯৯৯ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার : — আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী সিন্হা মহোদয়ার নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল : 'গত ১৯শে মার্চ "ত্রিপুরা দর্পন" পত্রিকায় প্রকাশিত, কমলপুরে বহু মানুষ ক্যান্সারের শিকার হচ্ছেন; স্বাস্থ্য দপ্তর জেনে শুনেও নিশ্চুপ' এই শিরোনাম সংবাদ সম্পর্কে।

আমি মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী সিন্হা মহোদয়া কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন আমি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ৩০শে মার্চ ১৯৯৯ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার :— আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয়ের নিকট থেকে।
নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "বর্ত্তমানে খরা পরিস্থিতির ফলে সেচ ও পানীয় জলের সংকট সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ৩০শে মার্চ ১৯৯৯ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং ও শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।
নোটিশটীর বিষয়বস্তু হলো :— রাজ্যে টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতীকরণ সম্পর্কে।"

শ্রীজহরের সাহা :— স্যার, আমার একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ ছিল। আমার নোটিশটি হল" ১৯শে মার্চ কর্মস্থলে যাওয়ার পথে। ডম্বুর জলাশয়ের নৌকা থেকে সশস্ত্র বৈরী কর্তৃক রইস্যাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত ও, সি, এ, এস, আই বিমল দাসের অপহৃত হওয়া সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— পাঁচটাত অলরেডি এডমিট হয়েছে।

শ্রীজহরের সাহা :— আমি স্যার, যথাসময়ে দিয়েছিলাম।

মিঃ স্পীকার :— যথা সময়ে-ত সবাই দিয়েছে। আবার আনবেন, দেখা যাক কি করা যায়।

শ্রীজহরের সাহা :— স্যার, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন অফিসার কর্মস্থলে যাওয়ার পথে কিডন্যাপ হয়ে গেল।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা-ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, সবকিছু গুরুত্বপূর্ণ আনেন। পরবর্তী সময়ে আনেন দেখা যাক কি করা যায়।

শ্রীনুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হলো :—

"রাজ্যের টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতিকরণ সম্পর্কে।"

স্যার, টেলিফোন পরিষেবার উন্নয়নের প্রশ্নে রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তর টেলিফোন ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। টেলিফোন পরিষেবার অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য বিভিন্ন স্তরে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২১/৫/৯৮ ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় রাজ্যের টেলিফোন পরিষেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নতি করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। (যেমন কাঞ্চনপুর, লংতরাইভ্যালি, ছাওমনু, গণ্ডাছড়া, অমরপুর, সাব্রুম সহ রাজ্যের অন্যান্য প্রত্যন্ত এলাকা)। তাছাড়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় টেলিকমিউনিকেশন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কয়েকবার।

এছাড়া পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকেও বেশ কয়েকবার কেন্দ্রিয় সরকারের টেলিযোগাযোগ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রাজ্যের টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নয়নের আশ্বাস দেওয়া সত্বেও টেলিফোন ব্যবস্থার তেমন কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছেনা। এখনো কাঞ্চনপুর, লংতরাইভ্যালি, ছামনু, গণ্ডাছড়া মহকুমায় টেলিফোন ব্যবস্থা অচল অবস্থায় রয়েছে। ২১/৫ '৯৮ ইং তারিখের সভায় টি, ডি. এ. আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ৩১শে মার্চ, ৯৯ সনের মধ্যে প্রত্যেক হেডকোয়ার্টারের ব্লক এবং পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ সাধন করবেন। কিন্তু বাস্তবে তার তেমন কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। টেলি কমিউনিকেশন দপ্তরের সূত্রে জানা যায় যে, আগামী দিনে বিভিন্ন পরিসেবা চালু করার কর্মসূচী তাদের হাতে রয়েছে। সেগুলি হলো :—

১। ১৯৯৯-২০০০ সালের মধ্যে আগরতলা শিলচরের সঙ্গে অপটিক্যাল ফাইবার (ও,এফ, সি) যুক্ত হবে। ঐ সময়ে উদয়পুর ও আগরতলার সঙ্গে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে যুক্ত করা হবে

২। শেরমুনটিলা মাইক্রোওয়েভ রিপিটার স্টেশন এই বৎসরের মধ্যে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩। এই বৎসর ১১টি স্থানে আণ্ডারগ্রাউণ্ড কেবলের মাধ্যমে টেলিফোন পরিষেবা পৌঁছানো হবে। এইগুলি হলো কাঁঠালছড়া, নেপালটিলা, রাজনগর, মনু বাজার, লাম্সিংমুড়া ইত্যাদি। কাঠালিয়া, শনিছড়া, টৌটখোলা ও বাগমাতে নুতন এক্সচেঞ্জ বসানো হয়েছে। শ্রীনগর, বক্সনগর, কামালপুরেও নূতন এক্সচেঞ্জ এই বৎসরেরই চালু হবে। কৈলাশহর, তেলিয়ামুড়া ও উদয়পুরে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এর পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। ধর্মনগর অমরপুর, রানীর বাজার, মেলাঘর, সোনামুড়া ও কমলপুরের এক্সচেঞ্জ এর পরিধি এই বৎসরেই বাড়ানো হচ্ছে। আগরতলায় ৫০০০ লাইন বিশিষ্ট এবং বিশালগড়ে ২০০০ লাইন বিশিষ্ট ও, সি. বি এক্সচেঞ্জ এ বছরের মধ্যে চালু করা সম্ভব হবে বলে টেলিকমিউনিকেশান দপ্তর আশা প্রকাশ করছে।

আগরতলায় কমপিউটাররাইজড ট্রাংক ম্যানুয়্যাল এক্সচেঞ্জ চালু করা হয়েছে।

৪। মেলাঘর সোনামুড়া তেলিয়ামুড়াতেও উদয়পুরের এক্সচেঞ্জকে ডিজিট্যাল এক্সচেঞ্জ মাইক্রোওয়েভ দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। আমবাসা ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুরের এক্সচেঞ্জও এই বৎসরেই যুক্ত হবে।

৫। আশা করা যায় আগামী দুই মাসের মধ্যে আগরতলা ও অন্যান্য জেলা সদরের ইন্টারনেট ও আইনেট পরিষেবা চালু হবে।

৬। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ৯৯ অবধি আবেদনের ভিত্তিতে টেলিফোন কানেকশনের মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে।

৭। এই বৎসর ৫১টি ভিলেজ পাবলিক টেলিফোন, ১৪২টি এস, টি, ডি,-পি, সি, ও ও ৪২টি স্থানীয় পি, সি, ও বসানো হয়েছে।

৮। এছাড়া টেলিফোন ভবন নির্মাণের কাজ এবং সেটেলাইট ভিলেজ পাবলিক টেলিফোন স্থাপনের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে।

৯। টেলিফোন ভবন ইত্যাদির জন্যে প্রয়োজনীয় জমি রাজ্য সরকার হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে এবং কিছু কিছু হস্তান্তরও করেছে।

এখানে লক্ষনীয় যে, টেলিফোন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ সত্বেও দূরবর্তী অঞ্চল-গুলিতে টেলিফোন পরিষেবা পৌঁছানোর সন্তোষ জনক অগ্রগতি হয়নি। যেমন কাঞ্চনপুর, কিল্লা, দশদা, ইত্যাদি। অফেলো ভিলেজ পাবলিক টেলিফোন সারানোর কাজ আরো ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। প্রতিশ্রুতি মত ৩৪টি নতুন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের কাজ এই বৎসরেই সম্পন্ন হচ্ছেনা। সেলুলার ফোন ও পেজার পরিসেবা চালু করার ক্ষেত্রেও কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নেই। ভিলেজ পাবলিক টেলিফোন বসানোর কাজ আরো ত্বরান্বিত না হলে ২০০০ সালের মধ্যে সকল পঞ্চায়েতকে টেলিফোন পরিষেবায় আনা সম্ভব হবে না।

শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং (কাঞ্চনপুর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা ভাল করেই জানেন যে বর্তমানে রাজ্যের টেলি যোগাযোগ অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কাঞ্চনপুর সাব—ডিভিশন সহ অন্যত্র যে সমস্ত থানা, হাসপাতাল বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যালয় রয়েছে সেগুলিতে জনস্বার্থে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক বলে আমি মনে করি। তারপর আমাদের কাঞ্চনপুর সাব-ডিভিসনের থানা এবং হাসপাতালের টেলি-ফোন বিভিন্ন সময়ে দীর্ঘদিনের জন্য অচল হয়ে থাকে ফলে জরুরী পরিষেবা এতে বিঘ্নিত হচ্ছে। কিছু দিন পর পর সেগুলি অচল হওয়ার পর দীর্ঘদিন পরে আবার সচল হয়। এই হচ্ছে অবস্থা। দশদা, আনন্দবাজার ইত্যাদি স্থানেও টেলি যোগাযোগ সমস্যা রয়েছে। হাসপাতাল এবং পুলিশ স্টেশনেও দেখা যাচ্ছে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। কাজেই, এই অসুবিধা দূরীকরণে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কাঞ্চনপুর সহ রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে গত ২১/৫/৯৮ ইং তারিখে টেলিকম দপ্তরের সঙ্গে একটি মিটিং হয়। এতে টি, ডি এম নিজেও উপস্থিত ছিলেন। সেদিন মিটিং-এ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে টি, ডি এ কে বলেছিলেন রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে টেলিফোন পরিসেবা ভালভাবে চালু রাখার জন্য যাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সেই মিটিং-এ টি, ডি, এম, আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে। কিন্তু তারপরও দীর্ঘদিন কেটে যাওয়ার পরও যখন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হল না তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিন থেকে চার বার এই নিয়ে বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ করেছেন। রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের টেলিকম দপ্তরে যোগাযোগ করেছেন। এখনও করছেন। প্রতিনিয়ত এই নিয়ে যোগাযোগ চলছে। যেহেতু

বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের অওতাধীন যেহেতু বিষয়টি উনাদেরই করতে হবে এবং আমরা শুধু উনাদের এই ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এই ব্যাপারে তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হবে, এটা কেন্দ্রকে করতে হবে।

শ্রী প্রনব দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এই বছর কাজ হবে বলেছেন। সীমনাতে টেলিফোন কানেকসন দেওয়া হবে বলে গত বছর বলা হয়েছিল এবং সেই অনুসারে ৪০ জন আবেদন করেছিলেন টেলিফোনের নতুন সংযোগ পাওয়ার জন্য। সে অনুসারে তারা টাকাও জমা দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন কিছু জানেন কিনা যে এই সমস্ত আবেদনকারীকে কেন এখনও টেলিফোনের কানেকসান দেওয়া হয়নি ?

শ্রী সুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা সঠিক। কিন্তু রাজ্য টেলিফোন দপ্তর থেকে আমাদেরকে পরিস্কার ভাবে বলা হয়েছিল ৩১শে মার্চের মধ্যে নতুন করে টেলিফোনের সংযোগ দেওয়া হবে। সে অনুসারে এখনও তেমন কোন অগ্রগতি হয় নাই। টি, ডি, এম আশ্বাস দিয়েছেন তারপরও কোন কাজ হয় নাই। ওরা বলেছিল এবার আমরা এটা দেখব।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি অ্যান্ড টেলিকম এডভাইসারী কমিটির মেম্বার। যদিও এবারের টি, এ, সিতে কংগ্রেস (ই) টি ইউ, জে এস' টি, এন, ভি থেকে আমিই একমাত্র প্রতিনিধি। অন্য যারা রয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই বি, জে, পির মেম্বার। রিপিটার সেন্টার যেটা হেরমুনে তৈরী হচ্ছিল সেখানে একজন গৌহাটীবাসী অহমিয়া পেয়েছেন কাজটি। তার অভিযোগ হচ্ছে সেখানে উত্তর না দক্ষিন মাছমারা একটা গাঁওসভার আওতারে সেখানকার লোকেরা শাসকদল অথবা বিরোধী দলের তারা বাধা দেওয়ার ফলে কাজ এগুচ্ছে না। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবহিত আছেন কিনা এবং থাকলে ওই কাজে তাদেরকে সাহায্য করবেন কিনা ? এটার কাজ হয়ে গেলে ছাওমনু তারপরে গান্ধাপুরে এম, টি, ভি সুবিধা পাওয়া যাবে এবং দশদাতে এটা এক্সটেনশন করা যাবে এটা তাদের বক্তব্য।

আর দ্বিতীয়ঃ হচ্ছে, যে তেরটা পুলিশ স্টেশন আন-কাভারড টেলিফোন ফেসিলিটি নেই। এটাতে বিশেষ একটা ব্যবস্থা আছে মিটিংয়ে এটাই আলোচনা হয়েছিল যদি রাজ্য সরকার এবং পুলিশ দপ্তর এগিয়ে আসেন তাহলে ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা লাগে কেবল মাত্র থানার জন্য। এই সম্পর্কে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেছিলাম উনি এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

তৃতীয়তঃ বাদলবাবু যখন এম, পি, ছিলেন তখন উনি নিজেও মিটিংয়ে গিয়েছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে ত্রিপুরার বর্তমান যে কেপাসিটি সেটা হচ্ছে ৩১ হাজার লাইন। কিন্তু আমাদের এখানে ২৫ হাজারের মত দপ্তর ইচ্ছা করে এটার কাজ করছে না নানা অজুহাতে। প্রনববাবু বলেছেন যেটা শুধু

ঐখানেই নয় বিরাশি মাইলে বড়কাঠালিয়া সেখানে মোর দান ৪০। তারপরে আরও আছে লেম্বুছড়া, দামছড়া এগুলির জন্য অলরেডি টাকা জমা দেওয়া আছে। ট্রানজাকশন ৪৭ জনের মত আছে এটা কমিটিতে অনুমোদনও হয়েছিল আটটা জায়গাতে এগুলি করার জন্য। কিন্তু দপ্তরের খামখেয়ালির জন্য এগুলি করছে না। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী টি, ডি, এমকে অথবা দপ্তরকে অনুরোধ করবেন কিনা যে প্রত্যন্ত এলাকাতে যত শীঘ্র সম্ভব টেলিকমিনিকেশন করা হয়। তারা সব সময় একটা অজুহাত দেখায় যে সাবসক্রাইভার নেই ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে সাবসক্রাইভার অলরেডি জমা দিয়ে রেখেছে সেখানে কেন হবে না? এবং প্রত্যন্ত এলাকায় যাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেওয়া হয় এটা আমার বক্তব্য।

STATEMENT BY THE CHIEF MINISTER.

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেলিকমিনিকেশনের ব্যাপারে আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে। কিন্তু এটা অত্যন্ত জরুরী। এই নিয়ে যে সমস্যাগুলির কথা এখানে উঠেছে এগুলি সম্পর্কে সরকার সচেতন। বিশেষ করে যে রিপিটার্স সেন্টারের কথা বলেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য। এটা নর্থ ইস্টার্ন আমাদের যে ৫টা স্টেটের এটা চালু হলে পরে ওখানে এক সঙ্গে কমিউনিকেশন-এর ট্রাবল সেখানে বিযুক্ত করা যাবে। আপটু শিলচর পর্যন্ত চলে যাবে, গোহাটীর সঙ্গে কানেকট করা যাবে। এই নিয়ে আলোচনা হয়। প্রথম যে মিটিং হয়, মিটিংয়ে তারা কিছু জায়গার সমস্যা তুলেছে। শুধু এটা নয় আমি আমার মিটিংয়ে রেভিনিউ সেক্রেটারীকে রেখেছিলাম যে, বলুন কোথায় কোথায় আপনাদের জায়গার সমস্যা আছে। তারা কতগুলি জায়গার কথা বলেছে। আমরা বলছি তিন মাসের মধ্যে এগুলি সর্ট আউট করুন।

দ্বিতীয়ত: তারা বলল যে পাওয়ার লাইনের ব্যাপারে। পাওয়ারের যে দুই জন ইঞ্জিনিয়ার তাদের রেখেছি এবং বলেছি জায়গা হয়ে যাবে ঘর হয়ে যাবে যেখানে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তারা বলল যে "কোন কোন জায়গায় লাইন টানতে গিয়ে অসুবিধা হচ্ছে।" নিরাপত্তার সমস্যা আছে এটা সত্য। সেই জায়গায় আমরা বলছি সব জায়গায় এক সঙ্গে পারবেন না পর্যায়ক্রমে করুন। আমরা এটাও সাহার্য্য করার চেষ্টা করব। সেই অনুসারে প্রথম মিটিংয়ে কতগুলি প্রোগ্রাম সেখানে নেওয়া হয় আবার তিন মাসে পরে রিভিউ হয়। মাঝ খানে আমাদের অফিসাররা রিভিউ করেন। আমরা তাদের আবার ডাকি যাতে কিছু কাজ হয়। কাজেই কাজ হয় না এটা বললে পরে ঠিক হবে না।

তাহলে যে সমস্ত লোকেরা এখানে আন্তরিকতা ঝুকি নিয়ে কাজ করেছেন তাদের প্রতি এটা অসম্মান হবে এবং এই কাজটা অস্বীকৃতি হবে। কিন্তু যে স্পীডে হওয়ার দরকার ছিল সেই স্পীডে সবটা হয় না। এবং রিপিটার্স সেন্টারের প্রশ্ন যেটা আছে সেটা শ্যামাবাবু এখানে বললেন আসলে এই রকম

কোন কমপ্লেন আমাদের কাছে নেই। আমি যখন আপনার ভাংমুনের দিকে গেলাম তখন এই রিপিটার্স সেন্টারের ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাস করি পঞ্চায়েত মিটিংয়ের পরবর্তী সময়। তারা বলেছেন যে, "এখানে একটা রাস্তার সমস্যা আছে তারপর পাওয়ার লাইন টানার প্রশ্ন আছে।"

এই সম্পর্কে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। এরুডিংলি রাস্তা এবং পাওয়ার লাইন কানেকট করার সমস্ত ব্যবস্থা হয়। রাস্তাও হয়ে গেছে এবং পাওয়ার লাইনের সেখানে কানেকট করা হয়েছে। উনি যে জায়গাটা'র কথা বলেছেন সেটা আমার জানা নেই। যদি এ রকম থাকে নিশ্চয়ই খোঁজ করে আমরা দেখব। শাসক দল বিরোধী দল যেই হোক একটা পরিবারের জন্য তো গোটা রাজ্যের লোক সাফার করতে পারেনা। ঐ পরিবারের যদি কোন সামর্থ্য না থাকে এবং তার জায়গায় যদি ব্যাপারটা হয়ে থাকে তাহলে অন্য ভাবে, কি ভাবে সাহায্য করা যায় সেটা দেখা হবে। আর দ্বিতীয় যেটা বলেছেন গ্রাহক। আমি নিজ কতগুলি এলাকাকে বিধায়ক বা পঞ্চায়েত সমিতির লোক যারা আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি বলেছি আপনারা কি ২০, ২৫ জন গ্রাহকের টাকা সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? এবং রিয়েলি তারা ৪, ৫ টা এলাকায় দিয়েছেন। এবং এখানেতো আপনারা আরো কতগুলি জায়গার কথা বলেছেন। এইগুলি দেওয়ার পরও তারা তাদের দিক থেকে গতি নিয়ে যে ভাবে করা দরকার সেদিকে কিছু ঘাটতি আছে। এর পরে আমি অনেকটি মিটিং করেছি এবং একটার পর একটা দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। কিন্তু আমাদের যে পরিস্থিতি তার সঙ্গে এই স্পীড খাপ খাচ্ছেনা। আরো স্পীডে করা দরকার কারণ আমরা তো অনেক পেছনে পরে আছি। এর পর আমি দুইটি চিঠি দিয়েছি সুষমা স্বরাজ যখন মন্ত্রী ছিলেন। তাকে আমি অনুরোধ করেছি যে, আপনি আমাদের রাজ্যে আসুন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, "আমি তো তোমার রাজ্যে গিয়েছি।" আমি বলেছি তুমি এয়ারপোর্টে গেছ, প্লেইন থেকে নেমেছ, এই দিয়ে তো কিছু বুঝা যায়না। তুমি আগরতলা কি রকম দেখছ? বললেন না। তুমি ডাকলে আমি যাব।" আমি বলেছি তোমাকে আমি এখন নিমন্ত্রণ করছি তুমি আস। তারপর ভদ্র মহিলা অন্য দায়িত্বে চলে গেলেন। নূতন মন্ত্রী এসেছেন। তার আগেই আমি আরেকটা চিঠি দিয়েছি। সেই চিঠির উত্তর আমি কত্রীন্দ্র পুরকায়স্থ মহাশয়ের কাছ থেকে পেয়েছি আজ থেকে ৬/৭ দিন আগে। ক্যাটাগরিকেলি এই জিনিসগুলি আমি বলেছি। উনি বলছেন যে এখানে আমরা ইন্টার নেট করব। আমি বলেছি ইন্টারনেটের কথা বলেছেন আপনি? ব্লকের সঙ্গে আমি কথা বলতে পারছিনা। সাব-ডিভিশানের সঙ্গে আমি কথা বলতে পারছি না। ইন্টারনেট খুব ভাল, আমি তার বিরোধিতা করছিনা। এটা দরকার এটা না হলে পরে আমরা পেছনে পরে যাব কিন্তু মিনিমাম এসেনসিয়াল যে নীতিগুলি এটা কমপ্লিট না করে ইন্টারনেটের প্রশ্ন তো পরে আসছে। এই করে কতদিন চলবে? এইগুলিকে ঠিক করুন। এর জবাব দিয়েছেন, দেখছি, এ রকম করছে। আমি এ কথা বলব না যে, কিছু করছেন না তা নয়।

আপনারা এই সভায় যে প্রশ্নগুলি এনেছেন, আমাদের দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যেগুলি বলেছেন, যে সভায় উদ্বেগ সেটাকে বিবেচনায় রেখে আমাদের সুবিধা জন্য আমাদের এই সভারই একজন মাননীয় সদস্য তারা যে কমিটি গঠন করেছেন তিনি সেই কমিটিতে আছেন, তিনি এই রাজ্যের প্রতি-নিধিত্ব করছেন। এই সভার যে বক্তব্য তিনি সেটা ওখানে রাখবেন। অন্য দিকে আমরাও সরকার পক্ষ থেকে এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আবার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে এই বিষয়টা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। এবং আমি বলছি যে আমি নিজে একটা মিটিং ডেকে শুধু আমাদের এখানের টি ডি এম না তার উপরেস্তরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্কেল-এর যিনি জেনারেল ম্যানেজার আছেন তাকে আমি অনুরোধ করব মিটিং-এ উপস্থিত থাকার জন্য এবং সমস্তগুলি সর্ট-আউট করার জন্য।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, দ্বিতীয় বামফ্রন্টের সময়ে অনেক জায়গায়তে গ্রামাঞ্চলে টেলিকমিউনিকেশান দপ্তর থেকে সেটেলাইট স্টেশন করার জন্য জায়গা নেওয়া হয়েছিল এবং কিছু কিছু কন্সট্রাকশানও করা হয়েছিল। সেইগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। তার চিহ্ন মাত্র আছে। সেটা কি হল তা জানতে পারছিনা। সেটা জানতে চাইছি। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে পঞ্চায়েতগুলিকে সোলার মাধ্যমে সেখানে টেলিফোন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য অনেকগুলি পঞ্চায়েতে ব্যবস্থা ছিল। যেমন আশারামবাড়ী, করঙ্গীছড়া, মোহনবাড়ী ইত্যাদি আরো অনেক জায়গায়তে। বর্তমানে সেগুলির সব কয়টি অচল হয়ে আছে। এই গুলি সম্পর্কে জানা আছে কিনা ?

তৃতীয়ত: হচ্ছে খোয়াইতে বেশ কিছু দিন যাবৎ এস, টি, ডি. লাইন চালু রয়েছে ৩টা ৩টা লাইন করে। আসার জন্য ৩টা লাইন আর যাওয়ার জন্য ৩টা লাইন করে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। কল্যাণপুর এবং তেলিয়া-মুড়াতেও ২, ৩-দিন ধরে যোগ যোগ করা যাচ্ছে না। এই যে অবস্থা, এর পরিবর্তন করে হবে ? এই জিনিসগুলি দূর করার জন্য টেলিকম ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ? সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর কাছ থেকে জানতে চাইছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই রিলেশানে গতকালকে মাননীয় সদস্য সুদীপবাবু একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন আমি এ সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি এবং তার সম্বন্ধে বলতে চাইছি স্যার যদি আমাকে অনুমতি দিন। একটা প্রেস কনফারেন্স সম্পর্কে একটা দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলেন, আমি যা তথ্য নিয়েছি সে তথ্য থেকে দেখা গেছে গতকাল মানে ২২/০৩/৯৯ ইং তারিখে সকাল ৮ ঘটিকায় আগরতলা সার্কিট হাউসে এবং সেখানে একটা কনফারেন্স হল আছে তাতে একটা সাংবাদিক সম্মেলন হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনটি সরকারী ভাবে ডাকা হয় নি। কারণ সরকারী ভাবে ডাকা হলে পরে আমাদের আই, সি. ডি ডিপার্টমেন্ট ইনভলবড হবেন। তাদের কাছে এই ধরনের কোন তথ্য নেই। পরবর্তী সময় জানা গেল কোন একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের তরফে কেউ কেউ সাংবাদিক-

দের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই সম্মেলনে তাদেরকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানায়। সেই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের টেলিকমিউনিক্যাশানের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় কবীন্দ্র পুরকায়স্ত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন এবং যে দলের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করে সাংবাদিক বন্ধুদের এই সভায় থাকতে আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল। সেই দলের ও রাজ্যস্তরের কয়েকজন প্রথম সারির নেতৃত্ব এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তার থেকে এটা পরিস্ক'র যে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই সম্মেলনটা ডাকা হয়েছে। সেখানে প্রথমে কোন অফিসার ছিলেন না। সম্মেলন শুরুর মুখে সেই মাননীয় মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী সম্ভবতঃ তিনি টি. ডি. এম. তাকে গিয়ে বলেছেন যে, মন্ত্রী আপনাকে বলেছেন, "এখানে সম্মেলন হচ্ছে, ~~উপস্থিত থাকুন~~." তিনি এই সাথে নর্থ ইষ্টার্ন যে সার্কেল, এই সার্কেল জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এস, এ. বিশ্বনাথন, তারা ২ জনই এখানে উপস্থিত ছিলেন। তাতে কোয়েশ্চান, আপনার সেশান চলছে ইতাবৎসরে কোন এক সাংবাদিক বন্ধু আমাদের স্থানীয় একটা প্রশ্ন তুলেন যে সম্ভবতঃ টেলিফোন নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল. যে আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের একটা বিল নিয়ে কিছু প্রশ্ন ছিল এবং তিনি একটা চিঠি দিয়েছেন এবং সি, বি, আই তদন্তের দাবী করেছেন। এটা কি হলো? আমি তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে জেনেছি যে, মাননীয় কেন্দ্রীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তিনি উপহাস ছলে, না এটা হেসে যে এই রকমের বিষয়ের তো সি. বি, আই, তদন্ত হতে পারে আমার তো জানা নেই। আর বিষয়টা কি আমি তো সেই ভাবে জানি না। তখন তিনি আমাদের রাজ্যে যিনি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন টি. ডি, এম এই ভদ্রলোক তাকে বলেন যে, বিষয়টা কি একটু বলুন তো? তখন টি, ডি, এম, সাহেব মন্ত্রীর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা বলেন। মন্ত্রীর কাছে বলেন মানে এটা তো প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে সাংবাদিকদের সরিয়ে তো আর মন্ত্রীর কাছে বলার সুযোগ নেই। কারণ উনি তো এই কথা বলতে পারেন না। কাজেই মন্ত্রীর বলেছেন উনি ও বলেছেন এই হচ্ছে ঘটনা। যে, প্রতি ২ মাসে তারা বিল করেন এবং সেই বিল আমাদের মাননীয় স্পীকার সাহেবের কাছে আসে এবং তাতে গিয়ে দেখা গেছে ইনঅর্ডিনেট একটা এমাউন্ট সেখানে আসে, তাতে মাননীয় স্পীকার সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন যে, "এটা কি করে সম্ভব, আপনারা তদন্ত করুন" সম্ভবতঃ উনি সি, বি, আই. তদন্ত ইত্যাদি কি বলেছেন আমি ঠিক জানিনা। তাতে ঐ টি, ডি, এম. ওখানে উনার কমপিউটারে বিল হয় সেটা চেক আপ করে বলেছেন যে, আমাদের তো যা দেখেছি তার মধ্যে কোন রকম কোথাও ত্রুটি আমরা পাইনি। ফলে আমাদের হচ্ছে আমাদেরটা ঠিক। তখন আরেকজন সাংবাদিক বন্ধু জিজ্ঞেস করেছেন যে. তাহলে এখানে মাননীয় স্পীকার সাহেবের টেলিফোনের লাইনটি কি আপনারা কেটে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে বলছে যে, "না বিলটা ডিস্‌পিউট থেকে যায়। আণ্ডার ডিসপিউট সেই জায়গাতে লাইন আমরা কাটি না।" এবং সঙ্গে সঙ্গে রিজওনাল যিনি মেনেজার মিঃ বিশ্বনাথ তিনি বলেছেন মোর ওভার আনারেবল স্পীকার এবং আরও কিছু ডিগনেটরিস আছেন তিনি বলেন যাদের ক্ষেত্রে এই রকম বিল জমে গেলেও চট্‌ করে আমরা এগুলো কাটি না। এগুলো আউট অফ্ দিস আরবিট এটা থাকে এটা আমরা পরে করা

হয়। মেটার এনডেড্ দেয়ার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রসঙ্গটা আপনারা উত্থাপন করেছেন আমার নিজের যেটা মনে হয়েছে সেটা দলীয় হোক অথবা সরকারী ভাবে যদি কোন প্রেস কনফারেন্স ডাকা হয় মন্ত্রী কিন্তু রাজনৈতিক উর্ধে নয় রাজনৈতিক বিষয়ে কথাবার্তা বলতেই পারেন। কিন্তু এই ধরনের একটা প্রেস সম্মেলনে যখন মাননীয় স্পীকার বিষয়কে যুক্ত করে প্রশ্নটা উত্থাপিত হয়েছে সেই জায়গায় মন্ত্রী বাহাদুরের উচিৎ ছিল বিষয়টা এভয়েড করা, যে না এই বিষয়টা নিয়ে দয়া করে প্রশ্ন করবেন না। এটা আলাদা ভাবে আমরা দেখব। এটা এখানকার সাংবাদিক সম্মেলনের বিষয়বস্তু নয়। আমার অভিজ্ঞতা খুব সীমাবদ্ধ। যদি এই জায়গায় আমি থাকতাম হয়তো এটাই করতাম। এবং সরকারী ভাবে যখন প্রেস কনফারেন্স ডাকা হয়নি, আমি তো অন্ততঃ অফিসারদেরকে ডাকতাম না এই কনফারেন্স এর মধ্যে।

যেমন ধরুন এ কথা অফিসারকে মিনিষ্টার বলেছেন তিনি আমার সঙ্গে বসে আছে তাকে গিয়ে যদি বলি, ইউ প্লীজ মেক এ স্টেটমেন্ট, কেন এভ্রী বডি ডিনাই হেজ, হি গট্ দে ট্রাই। তার তো ডিনাই করার কোন সুযোগ নাই। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার যেটা মনে হয়েছে যে, আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দিক থেকে উনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করছেন। আই ডু নট্ সে সো, আমি এটা বলছিনা। ঘটনা এতো দ্রুততার সঙ্গে ঘটে গেছে, ব্যাপারগুলো হয়ে গেছে। তবে, ইট, সুড হেভ্ বিন্ এণ্ড্ কুড্ হেভ্ বিন্ এভয়েডেড্, আমি দুই দিক থেকেই বলব। এটা এভয়েড করা উচিৎ ছিল অথবা যখন আসল তখনই এভয়েড করা যেত। এটা হয়নি। এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা। এটাতো ঠিকই আমাদের স্পীকার সাহেব অথবা রাজ্যের কোন মন্ত্রী তার সম্পর্কে তো প্রশ্ন থাকতেই পারে। কাজেই এখন বিষয়টা জানিনা এবং এটা মেটার ইফ্ আণ্ডার এনকুয়েরী এবং স্পীকার সাহেব যখন সেটিসফাইড্ না ব্যাপারটা নিয়ে এবং উনি ওটাও বলেছে যে আমাদের মাননীয় স্পীকার সাহেব পরে এটা আই,এস,ডি লাইন এটা ডিসকানেক্ট করে দিয়েছি। বিষয়টা সে জায়গায় সেই ভাবে টেকেল করলে ভাল হতো। ব্যাপারটা আমার একটু মনে হয়েছে যেন সমথিং এমবারাসিং এবং অশোভন মনে হয়েছে এবং এটা হওয়া উচিৎ হয়নি।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ (আগরতলা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় লিডার অব্ দি হাউজ বলেছেন যে, পার্টির যে কোন একটা দলের সাংবাদিক সম্মেলন, আমার কথা হচ্ছে দলীয় সাংবাদিক সম্মেলনে টি ডি এম র মত একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার উনি কি ভাবে সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন? দ্বিতীয়তঃ তিনি উপস্থিত থেকে মাননীয় স্পীকার সম্পর্কে যে ইনকুয়েরী অব দি মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী যেটা বলেছেন যে ইনকুয়েরী এখনও চলছে। আমার কাছে খবর আছে এবং পত্র পত্রিকায় ও উঠেছে যে ইনকুয়েরী ইন্কমপ্লীট্ এবং এটা ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে বিলটা হয়েছে সেটাই ফাইনাল এবং মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন হি ইজ্ টু পে দি বিল এই রকমও ষ্টেটম্যান্ট উনি করে-

ছেন, যে স্পীকার ইজ টু পে দি বিল মানে স্পীকার অব স্পীকার অফিস, হি ইজ টু পে দি বিল এই রকম কথাও হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে আপনি সি, বি, আই, ইনকুয়েরী চেয়েছেন আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি এবং কালকে ডিসক্লোজও হয়েছে। এটা মানুষকে বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিভ্রান্ত হচ্ছে। যে যা উল্টোপাল্টা কথা বলছে। কোথায় কোথায় ফোন করে জনমনে মধ্যে একটা বিভ্রান্ত বা প্রচার ঘটাচ্ছে এই রকমের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে। যেহেতু আপনি সি, বি, আই তদন্ত চেয়েছেন আমার মনে হয় উই সুড প্রসিডিং দিজ, মেটার এণ্ড দেম অলসো এই যে, টি, ডি, এম যে স্টেটম্যান্ট করল এটাও একটা ইনকুয়েরী হওয়া উচিৎ। কারণ টোট্যাল একটা বিভ্রান্ত আপনার চেয়ারকে নিয়ে এবং আপনাকে নিয়ে ছড়িয়ে গেছে, এটা একটা সঠিক তদন্ত হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আমি খুব কেটাগরিকেলী সমস্ত ঘটনাটা জেনে অনুপারপেক্ষিক ভাবে বলেছি। আমি টি, ডি এম, ডিফেন্স করে কথা বলছি না। কিন্তু দুর্বলতাটা সেই জায়গায় ধরা উচিৎ, নাহলে ভুল হয়ে যাবে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে কালকে প্রসঙ্গ উঠেছে আমরা কিন্তু প্রসঙ্গ ধরে চলে যাচ্ছি তাহলে ভুল হয়ে যাবে। এখন মূল দায়িত্ব হচ্ছে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচীতে কাকে কোথায় ডাকব এবং রাখব ইন দি চিফ্ মিনিষ্টর, দি মিনিষ্টার দেট্ ইজ দ্যা পয়েন্ট। কাজেই সেই জায়গায় দেট্ ইজ্ ওয়ান আমি আর বেশী কথা বলতে চাই না। দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা হচ্ছে আমি সমস্ত পত্রিকাগুলো দেখেছি শুধু একটা পত্রিকার মধ্যে উঠেছে যে মিনিষ্টার বলেছেন তাকেই পে করতে হবে। আমি আরও পত্রিকা দেখেছি কোন জায়গাতে এ জাতীয় শব্দ পাওয়া যায়নি। এখন প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যদি হিসাব এই হয় ডিপার্টম্যান্ট যদি ডেরিগেট্ না করেন তাদের নিয়মকানুন পদ্ধতিতে যা আছে তার ভিত্তিতে কি হয়, না হয় সেটা পরবর্তী সময় দেখা যাবে। তবে মন্ত্রীর মুখ দিয়ে যেটা ঐ পত্রিকায় ছাপা হয়েছে এটা আসলে উনি বলেছেন। তাহলে তো অন্য কোন পত্রিকাগুলোতেও আসতে পারত। আমি আরও ৪টা পত্রিকা দেখেছি এবং পড়েছি। দৈনিক সংবাদ পরেছি, দর্পন পড়েছি, স্যান্দন পড়েছি, এবং ডেইলী দেশের কথাও পড়েছি। দেশের কথা পত্রিকার সাংবাদাদিকাকে এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য বোধ হয় আনুষ্ঠানিক ভাবে নিমন্ত্রন করা হয়নি। এটা কাকে ডাকবেন তাদের ব্যাপারে যারা ভাববেন বলে আমার মনে হয়। আমরা যত টুকু আলোচনা করেছি এর থেকে আমরা বড় জোর মাননীয় মন্ত্রীর কাছে বিষয়টা তার দৃষ্টিতে আনতে পারি যে, আপনার অবস্থান কালে এই রকম একটা ঘটনা হয়েছে। এটা তো এই রকম ভাবে হওয়া ঠিক হয়নি। অশুভন হয়েছে। যখন ব্যাপারটা আমাদের মাননীয় স্পীকারকে নিয়ে যুক্ত এবং আমি আশা করব ভবিষ্যতে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যেন আমরা যাতে সর্তক থাকি। এটাই যথেষ্ট এর বেশী তো যাওয়া ঠিক না। বিধানসভার সচিব সাহেবের পক্ষ থেকে এই স্পিরিটনিকে নেওয়ার প্রপ্রারলি দাবি করা হয়েছে।

শ্রীজহওর সাহা :— স্যার, আজকে সকাল বেলা বিধানসভা অধিবেশন শুরুর প্রাককালে একজন মহিলা সাংবাদিক গেট দিয়ে আসার পথে সেখানে সিকিউরিটি যারা আছেন তারা বাধা দেয়।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই ঘটনাটা আমার দৃষ্টিতে এসেছে, নীচে নাকি সাংবাদিকদের সঙ্গে কি জানি একটা অশুভন আচরন হয়েছে। আমি উনাদের অনুরোধ করে বলেছিলাম যে আপনারা ভিতরে আসুন। আমি রিসেসের সময় টোট্যাল ব্যাপারটা দেখে যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সবটাই নেব।

শ্রীজহওর সাহা :— স্যার, তারা বৈঠক করেছে।

মি: স্পীকার :— আমি সকালে তো জানি না. আমার দৃষ্টিতে যে সময় এসেছে সঙ্গে সঙ্গে এটা বলেছি।

শ্রীজহওর সাহা :— স্যার ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে দেখলে ভাল হবে।

মি: স্পীকার :— ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে

শ্রী জহওর সাহা :— স্যার, সাংবাদিকরা এখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। অনেক গুরুত্বপূর্ন বিষয় নিয়ে অথচ তারা বয়কট করলেন ব্যাপারটা কি ?

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

মি: স্পীকার :— আমি তো অনুরোধ করেছি উনারা ভিতরে আসুক। আপনাদের ব্যাপারটা দেখা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বিধানসভার কার্য পরিচালনার বিধি ৯৪ নাম্বা মোতাবেক আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা এবং শ্রীরতনলাল মহোদয় কর্তৃক যুগ্ম ভাবে আনীত একটি প্রাইভেট মেম্বার মোশন এর নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হল ত্রিপুরায় অসম বিস্তর পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জিলা পরিষদ এর সীমানা নির্ধারন ও সংরক্ষনের নিয়ম নীতি সম্পর্কে জিলা নোটিশটি পরীক্ষান্তে অনুমোদন করেছে এবং উক্ত বিষয় বস্তুর উপর এই সব আলোচনা করার জন্য আগামী ২৪শে মার্চ বুধবার ১৯৯৯ ইং তারিখে দিন ধার্য্য করা হয়েছে।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1999-2000

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল ১৯৯৯-২০০০ ব্যয় বরাদ্দ সভায় সামনে পেশ করা।

সুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার আমার তো সংক্ষেপে এই বিষয়ে আলোচনা ছিল।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, কালকে তো নির্দেশ মতো করা হল। আগামীকাল প্রথমে আপনি সিদ্ধান্ত আনবেন।

মিঃ স্পীকার :— আর্থিক সালের সাধারণ আলোচনা হবে। কালকে আমি যাদের বক্তার লিষ্ট পেয়েছিলাম তাদের থেকে শুরু করা হবে। এখন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে অনুরোধ করব উনার বক্তব্য রাখার জন্য সময় ১৫ মিনিট।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজেট তো একটা সত্যের অপলাপ বলব না কি বলব আমি সোজাসোজি কথাই বলি উনার অনেক খারাপ ও লাগতে পারে কিছু করার নেই। প্রথমতঃ যে সমস্ত নিয়ম যেমন ইকনমিক রিপোর্ট কেন্দ্রে প্রত্যেক বিধানসভায় বিফোর প্রেজেন্টেশন অব বাজেট বিধানসভায় দিতে হয়, সেটা এখানে হয় না। এখানে অংশ করা হয় না। কিন্তু আমি রিসেন্টলি আমাদের বন্ধু সরকার কেরালায় গিয়ে দেখে এসেছি, এখানে তারা খুব রেগুলার করে থাকেন। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টান্ট কারণ এই গ্রোথ রেট, ইংপ্রেশন তারপরে ইনকাম এইগুলি সম্পর্কে তথ্য সম্বলিত থাকে। এখানে আমাদের পৃথক পৃথক ভাবে খুঁজতে হয়। এগুলি থাকলে পরে অনেক কাজ হতো।

এটা ফিনান্সিয়াল ডিপার্টমেন্টের কাজ। তবে কোন কোন রাজ্যে সেক্রেটারিয়েটের প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট প্লেনিং বোর্ড এটা করে থাকেন। এটা অনায়াসে করা যেত। উনি করতে দেন নি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের বাদলবাবু করতে দেন নি কারণ তিনি নিজেও করেন নি। এটা আন-ফরচুনেইট। অর্থমন্ত্রী তথা পি ডব্লিউ ডি মিনিষ্টার এবারেও আবার ঐ গত বারের মত গত বার না হয় তাড়াহুড়া ছিল, এবার তো তাড়াহুড়া নেই। সিডিউল অব ওয়ার্ক এটা তিনি সার্কুলেইট করেন নি। এখন পি. ডব্লিউ. ডি কি কাজ করবে এটা আমরা জানি না এবং এটা না জানলে পরে আমরা কি করে দাবী করব যে এই বাজেট হচ্ছে এই বাজেট হচ্ছে না। আর এটা দেওয়া না দেওয়ার অবশ্য কোন বাধ্যবাধকতা নয়। কারন গত বারে উনি অনেক চাপাচাপি করে একেবারে বিধানসভার শেষ দিনে সিডিউল ওয়ার্ক এটা প্রেইজ করলেন। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখতে পাই সিডিউল ওয়ার্ক অনুসারে আমার এলাকায় অন্তত একটি কাজও হয় নি। আমি আশা করব অন্যান্য এম. এল. এদের এলাকাতেও তাই হয়েছে। তবে কাজ হয়েছে। হয় নি তা নয়। কাজ হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এলাকায়, বাদলবাবুর এলাকায়, ডেপুটি স্পীকারের এলাকায়। কারণ সোনামুড়া এবং বিলোনীয়া। এটা ভুলে গেলে চলবে না। কিন্তু সামুরু, কাঞ্চনপুর, ধর্মনগর ঐ জায়গাগুলিতে কিছু হবে না। আমি খুব উৎকন্ঠিত হয়েছিলাম। এখানে অধিবেশন শেষ হবার পরে গত বৎসর, ১৯৯৮ সালের ২০শে এপ্রিল হঠাৎ করে বাদলবাবু আমাকে বাড়িতে টেলিফোন করলেন যে, "আপনি মিটিংএ আসুন।" কিসের মিটিং ? বললেন যে "আমি স্টেপ ওয়াজ কোথায় কি আছে না আছে আগামী দিনে কি পরিকল্পনা করব এইগুলি নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই।" ইলেকটেড মেম্বার এবং অফিসার এদের সঙ্গে। আমি গেলাম কুমারঘাটে এবং শুনলাম উনার ভাষণ। হেড অফ ডিপার্টমেন্ট ও এসেছেন। তাদের বক্তব্যও শুনেছিলাম। উনিই জানতে চাইলেন যে এই উত্তর ত্রিপুরা ধলাই

ডিস্ট্রিক্টে কাঞ্চনপুর, ছাওমনু ঐ যতগুলি ব্লক আছে। ঐখানে যেমন ডিপ্ টিউবওয়েল ছাওমনুতে কয়টা আছে, একটা, কাঞ্চনপুরে কয়টা আছে একটা, পানিসাগরে কয়টা আছে ৩৯ টা। তার পরে ওয়াটার সাপ্লাই পানীয় জলের। ছাওমনুতে একটা, কাঞ্চনপুরে একটা, কৈলাশহরে ৪২টা, ধর্মনগরে ৫৩টা। উনি বলেছিলেন তখন তাহলে এরা উগ্রপন্থী কেন হবে না। এই উপজাতিরা কেন উগ্রপন্থী হবে না। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে রাজস্থানে খাবার জল নেই, তাদের সেচের জল নেই, তারা তো উগ্রপন্থী হয় নি এক দিন এটাই সাংঘাতিক। আমি খুব বিস্মত হয়েছিলাম কথাটা শুনে। ভেবেছিলাম যে যাই হোক আমরা এবার একটা ডাইনামিক চিফ্ মিনিস্টারের হাতে ডাইনামিক পি, ডব্লিউ, ডি মিনিস্টার দিয়েছি এবং আমাদের দুঃখের অমনিষার অবসান ঘটবে। রাস্তা হবে খাবার জল পাব, সেচের জল পাব। এর মধ্যে দেখেছি যা আছে এটাও সরিয়ে নিয়ে আসছে। লালছড়াতে একটা লিফট্ ইরিগেশন স্কীম আছে। এটা বাদলবাবু মন্ত্রী হওয়ার পড়ে হোলে নেন মাত্রে হঠাৎ করে। এটা লালছড়ায় ট্রাইবেল এলাকায়। ঐ একটাই নিয়ে এল। উন্নয়নের যে বন্যা কিভাবে শুরু হয়েছে। মানিকপুরের রাস্তায় চিফ্ মিনিস্টার গেছেন। চিফ্ মিনিস্টার অবশ্য ভাল কাজই করেছেন। ঐখানে মানিকপুর হাই স্কুলটা পাঁচ বছর ধরে বন্ধ। অনিলবাবুর কোন দোষ নেই। তার অফিসাররা বলেন যে মাষ্টার আসে ছাত্র আসে ক্লাশ হয়। কিন্তু বাস্তবে কিছু নেই। চিফ্ মিনিষ্টার গিয়ে দেখলেন নেই। চিফ্ মিনিষ্টার যাওয়ার পরে এখন স্কুলটা আবার শুরু হয়েছে। It is a good thing. I am Praise Him. উনি চেষ্টা করেছেন এবং বাদলবাবু বলে দিয়েছিলেন যে, সেখানে চারটি ব্রিজ সবটাই মিনি ব্রিজ হবে। হ্যাঁ দুটো করে দিয়েছেন। কিন্তু দুইটা ব্রিজ যে কথা আর দুইটা তৈরী না করলে তো যাওয়া যায় না বাজারে। এটা কি লাফ দিয়ে যাবে নাকি? না পাখির মত উড়ে যাবে। এই অবস্থাই আছে। করলে করেন না করলে করবেন না। এটা অন্য জায়গায় করেন। তার পরে ঐখানে আমরা দেখলাম যে অনেকগুলো সড়ক হচ্ছে। ট্রাইবেল এলাকাতে আরো নাকি ২৭ টা ২০০০ সালের মধ্যে হবে। কিন্তু এটার আর্থিক সংস্থান কোথায়? আমি তো পি. ডাব্লিউ, তে দেখেছি বোটস্ এবং ব্রিজ এর মধ্যে। কোথাও তো টাকার সংস্থান নেই। সব টাকা গত বাবের বাজেটের ২০ শতাংশ বাদ দেওয়া হল। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টকে বলা হল যে তোমরা পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ কর। করতে গিয়ে দেখা গেল যে সমস্ত ভেহাদহ স্কীম যে সমস্ত অত্যন্ত জরুরী কোন কাজই করা হয় নি। কাজেই, বাদলবাবুর প্রশংসা না করে আমি পারি না।

ত্রিপুরা রাজ্যে সবচেয়ে ভাল কমলালেবু সাভসেরমুন এ যেটা লালডেঙ্গা সেরমুনের কাছাকাছি, সেখানে জম্পুই থেকেও ভাল কমলা ফলন হয় এবং গতবছরে সেখানে সবচেয়ে ভাল কমলা ফলন হয়েছিল কিন্তু সবচেয়ে কমদামে তারা কমলা বিক্রি করতে হয় কারণ ৩০ কিঃমি রাস্তা পায়ে হেঁটে বিক্রেতেরা কমলা আনতে হয় যেমন, তেমনি কমলা বিক্রি করতে হয়। পায়ে হেঁটে যার ফলে গত বছর কমলা প্রতি/২ টাকায় বিক্রি হয়েছিল সেই কারণে এই বছর কমলা প্রতি/৫০ পয়সায় বাড়িয়ে

বসে বিক্রিয় করতে হয়েছে। ছৈলেংটা থেকে লালডেঙ্গা দূরত্ব ১১ কিঃমি রাস্তা। এই রাস্তা সলিং অথবা পিচের রাস্তা হলে পরে তাঁরা হাজার হাজার টাকা লাভবান হতো, এটা করতে দেবেন না। এটা করলে পরে উগ্রপন্থী হতোনা, উগ্রপন্থী না জন্মালে পরে কেন্দ্র থেকে টাকা পয়সা পাওয়া যেতনা, এই নামে নানা নামে টাকা আনতে পারব। সেখানে তাই সলিং রাস্তা বা পিচের রাস্তা না করাই ভাল কিংবা বন্ধ থাকুক। ছৈলেংটা বাজারের কাছে একটা এগ্রি গোডাউন আছে, দুর্ভাগ্যবশত যদুমোহন ত্রিপুরা বাড়ি যেতে না পারে বলে সেখানে ব্রিজটা অচল করে রেখেছে। যদুমোহন ত্রিপুরা হয়তো অন্য রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে পারে কিন্তু ওখানে যে ট্রান্সফরমেশন হবে কি করে? রাজনৈতিক স্বার্থপরতা যদি দৃষ্টিভঙ্গী হয় তাহলে এই সমস্ত ভাষণ দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। স্যার, আমাকে আরও ৫-৬ মিনিট সময় দিতে হবে মনে হচ্ছে। উনি এখানে বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোদ্ধে নানা কথা যে ঘাটতি বাজেট টাকা নেই, ন্যাশন্যাল ডেভেলপমেন্ট কমিশনের মিটিং-এ স্থির করা হয়েছিল যে প্রত্যেক রাজ্য সরকারের বাজেটকে জিরোতে নামিয়ে আনার চেষ্টা হবে এবং সেজন্য একটা সাব-কমিটি করা হয়েছে। এই সাব-কমিটির মিটিং হয়েগেছে কিছু দিন আগে এবং এই সাব-কমিটি আরও একটা কমিটিতে করে দিয়েছে প্ল্যানিং কমিশনের সেক্রেটারীকে হেড করে এবং রাজ্য সরকারের যে ফিনান্স সেক্রেটারী উনি এটার সদস্য। আপনি এই বিষয়ে অস্বীকার করতে পারেন এবং এটা ঠিক হয়েছে এবং এই এপ্রিল মাসেই কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত সহায়তা আসে এটা এপ্রিল মে দুই মাসের এককালীন অগ্রিম দেওয়া হবে যাতে অন্যান্য মিনিমাম নীড-গুলি পাঠানো যায়। যেটা এর পূর্বে করা হতো না। এটাই প্রথম এবং আগামী ২০০০ সালের মধ্যেই সব রাজ্যেই জিরো বেইচ যাতে বাজেট করতে পারে সেই সুযোগ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করেছেন। অথচ আপনি আমাদের এই হাউসকে বিভ্রান্তি করছেন। গত ২১শে মার্চ আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। স্যার, রাজ্যের আইন শৃংখলা ভাল ভাল কথা শুনালেও কচুছড়া, চামপা হাওয়ার এবং খেদাছড়ায়, ওখানে ৩টি থানা স্থাপন হবে কিন্তু যে সব উগ্রপন্থী কবলিত এলাকায় কেন থানা স্থাপন হবে না? আমি শুধু ছাওমনু বা আশপাশের কথা বলছি না। সব চাইতে উগ্রপন্থী কবলিত হচ্ছে সদরের বড়কাঠালিয়া, সোনাই এবং বনপুকুর এবং আশপাশের এলাকায় দিনের বেলায় তারা বন্দুক হাতে নিয়ে রাস্তার উপরে চলাফেরা করে বাজার করে চলে যায়। চঁচু বাজারে যদি একটা থানা স্থাপন করা যেত এবং ব্রজবিনোদিনীপুরে যদি একটা আউট পোস্ট হত তাহলে পরে সেখানে অনেকগুলি লোক নিয়োগ করা যেত।

আর আমার ছাওমনু কথা বলে কোন লাভ নেই। মানিকপুরে দিনের বেলায় যখন খুশী তখন আসে। ছাওমনুর থেকে গোবিন্দবাড়ী ৩৬ কিঃ মিটার দূরত্ব। একটি আউট পোষ্ট সেখানে নেই। ৫টি টি, এস, আর, কোম্পানী আছে। একটি কোম্পানী হেড কোয়ার্টারে রেখে বাকী ২০ জনকে ২২টি জায়গায় দেওয়া যায়। কল্যাণপুরে নেই, কাঞ্চণপুরে ও নেই। কোথাও নেই। আছে কোথায়?

আগরতলায় ভি আই, পি, দের এসকর্টে। স্যার, টি. এস, আর আমাদের গর্বের বস্তু। ঠিক কত সনে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেল গঠন করা হয়েছিল সেটা আমার মনে নেই। তবে ২/১টি ঘটনায় কিছুটা দুর্নাম হলেও পুরো বাহিনীর কিন্তু দুর্নাম হয় নি। আসাম রাইফেল্‌স্ প্যারা মিলিটারী ফোর্স। আমরাও টি, এস. আর. কে প্যারা মিলিটারী ফোর্স করতে পারতাম কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য খারাপ। তাই আমরা সি আর পি, এফকে প্রয়োগ করেছি। সি, আর, পি এফ কি করছে তা এখানে বলে লাভ নেই। আপনারা সবাই জানেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে উগ্রপন্থী কার্য্য-কলাপ বন্ধ করার জন্য পুলিশ বাজেটে ১২৯ কোটি থেকে বাড়িয়ে এবার ১৪৮ কোটি করা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় এই টাকা বাড়ানো হয়েছে উগ্রপন্থীকে আরো বেশী সহায়ক করার জন্য। স্যার, পঞ্চায়েতে ত্রিস্তর প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম স্টেট যে এটা ইমপ্লিমেন্ট করেছে এটা অনেক রাজ্যেই এখনও হয়নি। করা হয়েছে খুবই ভাল কথা। কিন্তু আমরা গত কাল পত্রিকায় দেখেছি আগরতলা পুর পরিষদকে অনেক কম টাকা দেওয়া হয়েছে। আগরতলা পুর পরিষদকে দেওয়া হয়েছে ৬ লক্ষ টাকা। আগরতলার লোক সংখ্যা ১ লক্ষের উপর। আর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী ক্ষেত্র সোনামুড়ার লোক সংখ্যা ৮, ৯০০ জন। সেখানে দেওয়া হয়েছে ৯ লক্ষ টাকা। এটা কি জাস্টিস? স্যার, আর একটু বলেই শেষ করছি। আমি কেরালায় অনেক কষ্ট করে গিয়েছি। সেখানে ১৫টি ডিস্টিক্ট আছে। এই ১৫টি ডিষ্টিক্টের মধ্যে একটি জায়গা মল্লপুরাম মাত্র কংগ্রেসের হাতে। বাকী ১৪টি ডিষ্টিক্টই বামফ্রন্টের দখলে। তাঁরা আমাকে বলেছে, "আমাদের এখানে সবাই সমান ভাবে পায়।" সেখানে যদি পেতে পারে তাহলে আমাদের এখানে এ রকম হবে কেন? আগরতলাকে ডিপ্রাইভ করে অমরপুর নগর পঞ্চায়েত ৪ লক্ষ পাবে কিংবা সোনামুড়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী ক্ষেত্র বলে সেখানকার নগর পঞ্চায়েত ৯ লক্ষ পাবে কেন? আগরতলা থেকে দেড় গুন বেশী। এ রকম কাজ কেন হবে?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি শেষ করুন। ১টা বেজে গেছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— ঠিক আছে। এখন শেষ করে দিলাম। রিসেসের পর আবার বলব।

মিঃ স্পীকার :— আপনি ১৫ মিনিট বলে ফেলেছেন। আর কত বলবেন?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আছে। শুনতে ভালই লাগবে। আমাকে রিসেসের পর কিছুটা সময় দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা বেলা ২ (দুই) ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT—2·000 P. M.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। সময় ১০ মিনিট।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই বিধান সভায় ১৯৯৯-২০০০ ইং সালের জন্য যে আর্থিক বরাদ্দ রেখেছেন এটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমরা সবাই জানি যে আমরা সবাই বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ লগ্নে এসে পৌঁছেছি। আর কিছু দিন বাদেই আমরা এক বিংশ শতাব্দীতে পা দিতে যাচ্ছি এর মধ্যে ১৯৪৭ ইং সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার সুবাদে আমরা অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম করেছি। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিতে আলাদা আলাদা বাজেট প্রনয়ণ হয়। অভিজ্ঞতার মধ্যে এটা দেখা গেছে যে কেন্দ্র এবং রাজ্যের যে যে সরকার আছে বাজেট প্রনয়ণের মধ্যেই তাদের দৃষ্টিভংগী প্রতিফলিত হয়। বিশেষ করে আমাদের শাসন ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো হওয়ার জন্যই অর্থনীতির দিক থেকে কেন্দ্রের প্রভাব মুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য ছোট রাজ্য। এটার নিজস্ব আয় বলতে কিছুই নেই। মূলতঃ কেন্দ্রের উপরই নির্ভরশীল। সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রের যে অর্থনীতি তার প্রভাব এখানে পড়তে বাধ্য। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে বাজেটের উপর সাধারন আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে গিয়ে কেন্দ্রের অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলি আসছে। ১৯৪৭ ইং সালের পর থেকে আমাদের রাষ্ট্র নায়কেরা ভারতবর্ষের সরকারের দায়িত্বে ছিলেন তারা নানা ভাবে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের সামনে তাদের মঙ্গলের জন্য, গরীব অংশের মানুষের কল্যাণের জন্য অনেক কথা বলেছেন। প্রথমতঃ তারা বলেছেন আমাদের দেশের অর্থনীতি কি হবে ? সেটা বলতে গিয়ে বলতে হয় ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণয়নের সময় আলোচনা হয় যে সমাজতান্ত্রিক ধাচে এখানে সরকার গঠিত হবে এবং তার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু পাঁচশালা পরিকল্পনার কথা বলেছেন। সেই কথা বলে সাধারণ মানুষের ধোঁকা দেবার জন্য সমাজতান্ত্রিক ধাচের অর্থনীতির দিকে না গিয়ে বুর্জোয়া বড়লোকদের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা বাজেট প্রনয়ন করেছেন। এই দেশের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য মিশ্র অর্থনীতি তৈরী করেছেন। এই মিশ্র অর্থনীতি মূলতঃ বড়লোকদের স্বার্থেই ৫২ বছর ধরে চলে আসছে। তার প্রতিফলন সারা ভারতবর্ষে হচ্ছে। কি প্রজাতন্ত্র দিবসে, কি স্বাধীনতা দিবসে মাননীয় রাষ্ট্রপতি যখন ভাষণ দেন, সেই ভাষণে আমরা শুনি আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনীতি যে ভাবে প্রণয়ন হচ্ছে ৫২ বছর ধরে তার ফলশ্রুতিতে গরীব মানুষ দিন দিন গরীব হচ্ছে এবং মুষ্টিমেয় কিছু বড়লোক সম্পদের পাহাড় বানিয়ে চলেছেন। সুতরাং, তাদের রচিত বাজেটকে বিশ্লেষন করলে দেখা যাবে কোন দৃষ্টিভংগী নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার চলেছেন। দিল্লীর সরকার ভারতবর্ষের বুর্জোয়া সামন্ত তান্ত্রিক প্রথায় রচিত বাজেটকে দিনের পর দিন তারা অনুসরণ করে আসছেন। ভারতবর্ষের প্রতি ১০০ জন লোকের মধ্যে ৮০ জন লোকই হচ্ছে কৃষির উপর নির্ভরশীল। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামের উন্নয়ন না করে ভারতবর্ষের উন্নয়ন কি করে আশা করেন ? এটা

সম্ভব না। কাজেই, ভারতবর্ষকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে গেলে, সবচেয়ে আগে প্রয়োজন গ্রামোন্নয়ন। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে সৃষ্টি কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত বাজেট গ্রাম আর শহরের দূরত্ব দিনের পর দিন বাড়ছে, ধনী আর দরিদ্রের ব্যবধান দিনের পর দিন বাড়ছে। প্রতিটি জায়গায় বৈষম্য তৈরী হচ্ছে।

এই যে আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের নানা রাজ্যে বিভিন্ন সমস্যা তৈরী হয়েছে তার মূলত কারণ হচ্ছে অসমতার বিকাশ। অর্থ বণ্টনের ক্ষেত্রে এই অসমতা আমরা দেখছি এর প্রতিফলন ঘটছে আজকে রাজ্যে রাজ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ এইগুলি তৈরী হচ্ছে। রাজ্যে সামাজিক বৈষম্যের ফলে মানুষ নানা দিক থেকে বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদী তারা এবং তাদের স্বার্থবাহী রাজনৈতিক দলগুলি এমন কি ভারতবর্ষের শত্রুরা, সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষকে খণ্ড-বিখণ্ড করার জন্য স্বাধীনতা এবং সংহতিকে বিনষ্ট করার জন্য তার সুযোগ খুঁজে আমাদের দেশে এই অসন্তোষ সৃষ্টি এবং বেকার যুবকদের থেকে শুরু করে অসন্তুষ্ট মানুষ তাদের ক্ষেত্রে বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে তারা সেখানে আই, এস, আই, সি, আই, এ দ্বারা এখানে আমাদের সংহতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে যখন আমরা আমাদের এই বাজেটগুলি দেখছি, বিগত দিনে বামফ্রন্ট সরকারের যে বাজেটগুলি আমরা লক্ষ্য করেছি, গত বছর এবং এই বছর যখন আমরা করহীন বাজেট দেখছি শুধু করহীন বাজেট নয় এই বাজেটের সবচেয়ে বড় জিনিষ যেটা হচ্ছে সেটা হল মূলত পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ভারতবর্ষের যে ত্রুটিগুলি আছে দীর্ঘ ৫২ বছর যাবৎ জাতীয় সরকার, সমাজ উন্নয়ন, দেশ উন্নয়ন এবং দেশের স্বয়ম্ভরতার ক্ষেত্রে যে ত্রুটিগুলি তারা সেখানে করে আসছেন সেই ত্রুটিগুলি মুক্ত হয়ে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে, একটা যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে পুঁজিপতি শ্রেণি এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এই জগাখিচুরী ব্যবস্থার মধ্যে পরিচালিত একটা রাষ্ট্রে ছোট একটা অঙ্গ রাজ্য সরকার সেখানে কিছু চেষ্টা করছেন তার প্রতিফলন গ্রামে অর্থনীতিতে স্বয়ংভরতা আমরা দেখি এই বাজেটের মধ্যে। স্যার, এটা বলা প্রয়োজন যে, এখানে গ্রামের অর্থনীতির উপর জোর দেওয়া নয়, হাঁ, পঞ্চায়েতের আর্থিক বরাদ্দ গত বারের চেয়ে অনেক বেশী বেড়েছে আমি সেই তথ্যের দিকে যাচ্ছি না। প্রশ্ন হচ্ছে সেই বরাদ্দ কার্যকরী ভাবে কাজে করার জন্য প্রথমতঃ যেমন এখানে একটা অর্থ কমিশন গঠিত হয়েছে। মাননীয় সদস্য বলেছিলেন এখানে খুব এফেকটিভগুলি এবং অনেক আগে অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে তুলনা মূলক ভাবে সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়েছে। শুধু চালু করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় কারণ এখানে আমরা দেখেছি ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করার জন্য সেখানে পঞ্চায়েত ডেভেলাপমেন্ট ফাণ্ড যা নিয়ে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলতেন আগে যখন আনটাইড ফাণ্ড ছিল তখন নানারূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে কথা বলতেন। এইগুলি যে কি ভাবে কাজে লাগছিল সেটা এখানকার গ্রামের মানুষ, এখানকার পঞ্চায়েত এবং যারা কৃষির কাজ করেন তারা এইগুলি স্বচক্ষে

দেখেছেন। যদি মাননীয় বিরোধী সদস্যরা অন্ধ হয়ে থাকেন তাহলে আলাদা কথা এ'টা কথা আছে জানেন সবাই আমাদের সমাজের মধ্যে আমরা দেখেছি কিছু পশু পাখী আছে বিশেষ করে পেঁচক জাতীয় ওরা পাখী রাত্রে দেখতে পায় এবং দিনের বেলায় আলো ওদের সহ্য হয় না। বিধানসভার মধ্যে এই রকম পেঁচক জাতীয় প্রানী আছেন যাঁরা এই বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী যেমন তার পঞ্চায়েত ডেভলাপমেন্ট কাণ্ড, করাল ডেভলাপমেন্ট কর্মসূচী এইগুলির মাধ্যমে গ্রামের কাছে যখন আলোর বর্ত্তিকা পৌছে দিচ্ছে তখন সেখানে তারা (বিরোধী সদস্যরা) বিরোধী ভূমিকা পালন করছেন। কাজেই, দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এটাই তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় এর বেশী তো আমরা আশা করতে পারি না। কারণ উনারা নানা ভাবে প্রশ্ন তুলছেন এবং বলছেন সঠিক ভাবে কাজ হচ্ছে না। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে তাঁদের দৃষ্টিতে আনতে চাই শুধু আমাদের রাজ্যে নয় সারা রাজ্যেই দেখছি বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আপনারা জানেন গ্রামের জন্য যে পয়সা গুলি খরচ করা হচ্ছে তার হিসাব প্রতিনিয়ত হিসাব দাখিল করার ব্যবস্থা আছে। স্যার আমি আপনার মাধ্যমে কয়েকটি পুস্তিকা এখানে মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টিতে আনতে চাই। খোয়াই ব্লকের পূর্ব্ব রামচন্দ্রঘাট গাঁও সভার গত বছর বাজেট প্রকাশ করেছিল। আমি ডিটেলস্ বলতে যাব না। ধনবিল গাঁও সভা পঞ্চায়েত তারাও সাধারণ সভা করে, সংসদ করে তারা তাদের বাজেট প্রকাশ করেছেন ছাপান বই হাজার হাজার বই। কংগ্রেস কমিউনিষ্ট নির্বিশেষে সবাইকে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় সদস্য রতনবাবুকে গত মিটিং-এ অনুরোধ করেছিলাম আসার জন্য. জিজ্ঞাসা করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার মাননীয় সদস্য বিউটিফুল বক্তব্য রেখেছেন উনার সঙ্গে আমি এক মত। পঞ্চায়েত বাজেট প্রেইস হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে পঞ্চায়েত এত টাকা দেবেন কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে কেটে দেওয়া হয়েছে, দেয়নি।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার কি হয় সেটা মাননীয় সদস্য জানে। এই গুলি তো উনাদের সহ্য হবে না। আমি আপনাকে নিমন্ত্রন করেছিলাম বিধান সভায় বলছি এগুলি শুধু আমরা নই প্রত্যেকটি গ্রামের পঞ্চায়েতের যারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি এবং আপনাদের বিরোধী দলের লোকদেরকেও জিজ্ঞাসা করুন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, জাস্ট, এ, ওয়াই প্রকল্পে কারা ঘর পেয়েছেন? শরৎ দেববর্মা পিতা বিশরথ দেববর্মা উদয় তাঁতী, পিতা রবি তাঁতী, কুলমনি তাঁতী, আটি তাঁতী, অনিল দেবনাথ। এর মধ্যে আপনাদের কংগ্রেসেরও লোক থাকবে যদি সত্যিকারের গরীব অংশের লোক হয় আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন। গ্রাম সংসদ করে বেনিফিশারীর নাম সহ বইয়ে ছাপিয়ে গত বৎসর কি কাজ করা হয়েছে, কারা কি পেলেন এগুলি খোলাখুলি গ্রামের মানুষের সামনে বই ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। সততা আছে বলেই বামফ্রন্টের পঞ্চায়েতগুলি ছাপানো বইয়ের মধ্যে বেনিফিশারীর নাম সহ উল্লেখ করে সেখানে প্রকাশ করেছেন। আমরা দেখেছি আপনাদের আমল দীর্ঘ ১৮ সাল পর্য্যন্ত শচীনবাবুর

আমল সুখময়বাবুর আমল পঞ্চায়েতের কাজের কথা বলে লাভ নেই। লেভীর জুলুম, খাজনার জুলুম, ঘটি. বাটি বেচা বেচা ছাড়া আপনাদের আমলে পঞ্চায়েতের কোন কাজ ছিলনা। আমরা দেখেছি জোট জমানার সময় জঙ্গলের রাজত্ব, লুটপাট কমিটি হয়েছিল। ওদের মুখে পঞ্চায়েত উন্নয়নের কথা, গ্রামের মানুষের স্বার্থে হচ্ছে কিনা বামফ্রন্টের আমলে সেটা শোভা পাচ্ছে না।

শ্রী জওহর সাহা :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, উনি যে লুটপাট কমিটির কথা বলেছেন, আমাদের আমলে লুটপাট কমিটি গঠন করা হয়েছে স্যার, তখন আমি গ্রামীণ উন্নয়নন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলাম, এই ধরনের কোন কমিটি করা হয়নি। এটা উনি কোথা থেকে পেলেন, এই ধরনের কোন কমিটি নেই, কোন অফিস রেকর্ড নেই স্যার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, ওদের আমলে শুধু পঞ্চায়েতে লুটপাট কেন, বাটাবী কেলেংকারীর কথা রাজবাড়ী কেলেংকারী কথা, বই কেলেংকারীর কথা, এমন কি হাসপাতালের রঙীন টি, ভি পর্যান্ত নিয়ে গিয়েছিলেন মন্ত্রী মশাইরা। অনেক কেলেংকারীর কথাই জানা আছে। তখন রাজটা ছিল লুটপাটের। এগুলি বলে লাভ নেই। এর থেকে ত্রিপুরাকে মুক্ত করে সঠিক ভাবে গ্রামীণ মানুষের কাছে অর্থ পৌছে দেওয়ার জন্য গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়ন হবে এই দৃষ্টিতে বামফ্রন্ট সরকার বিশ্বাসী এবং আমি মনে করি আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের যে দৃষ্টি -ভঙ্গী সেটা হচ্ছে গ্রামের মানুষ তারা যেন সত্যিকারের বামফ্রন্টের কর্মসূচীর সুযোগ পান।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— মি: স্পীকার স্যার, চাঁদের নিজস্ব কোন আলো থাকেনা, সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়, বামফ্রন্ট এই নীতিতে বিশ্বাসী। টাকাটা কেন্দ্রেরও নয় রাজ্যেরও নয় টাকাটা হচ্ছে রাজ্যের জনগণের, ভারতবর্ষের জনগণের। সেই টাকা গ্রামে গঞ্জের মানুষ যারা আছেন তাদের জন্য। তারা যদি আলোকিত হন, সেই আলোকে বামফ্রন্ট সরকার আলোকিত হবেন। সেই ভাবে বাজেটের মধ্যে গ্রামের গরীব অংশের মানুষের কাছে উন্নয়নের কর্মসূচী পৌছে দেওয়া, বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে নিজেকে যুক্ত করার যে কাজ সেখানে সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছেন। গ্রাম, পঞ্চায়েত এবং গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমেই বামফ্রন্ট সরকার তার কাজ করে যাচ্ছেন, গনতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার জন্য এই জিনিসটা গণতন্ত্রের শত্রু যারা তারা সহ্য করতে পারছেন না। কাজেই, তারা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। গণতন্ত্রের স্বার্থে, গ্রামীণ উন্নয়নের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— আমি অপোজিশান মেম্বারের কাছ থেকে ৬ জনের নাম পেয়েছি শ্যামাচরণবাবু বলেছেন। আপনাদের ৮ মিনিট দেওয়া হল, আর ট্রেজারী বেঞ্চের ১০০ মিনিট। আপনারা প্রত্যেকে ১২ মিনিট করে পাবেন। এখন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বাজেট নিয়ে আলোচনা চলছে। আমি জানিনা সরকার পক্ষের অর্থমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী কোন কাজে ব্যস্ত আছেন। এই আলোচনায় অন্ততঃ তাদের উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটের বিভিন্ন দিক আমি তোলে ধরতে চাই, যেদিকগুলির জন্য এই বাজেটকে বিভ্রান্তি-কর বলা যায়। এটার মধ্যে গোজামিল আছে, এটা আমার কথা নয় স্বয়ং অর্থমন্ত্রীও তার বক্তব্যে স্বীকার করেছেন যে, "কেন্দ্র প্ল্যান গ্রান্টসে কত টাকা দেবে।" এবং আরো অন্যান্য খাতে কেন্দ্রের যে সাহায্য যেমন— স্টেটস্ শেয়ার অব্ একসাইজ্, এইগুলি কত পাওয়া যাবে এখনো উনি বুঝে উঠতে পারেননি। কাজেই, এটা যে গোজামিল দিয়ে করেছেন সেটা পরিস্কার বুঝা যায়।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে বাজেট এটার একদিকে রিসিট্ এবং আরেক দিকে এক্সপেন্ডিচার রয়েছে। রিসিটের মধ্যে পরে সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্স এবং একটা বড় হচ্ছে ঋণ। বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে। এই ঋণের মধ্যে রয়েছে ১৪ কোটি টাকা। আর ইন্টারন্যাল-সেন্ট্রাল থেকে ২৩ কোটি এবং ৩৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা।

মিঃ স্পীকার স্যার, গতবার যে বাজেট উনারা পেশ করেছেন তার মধ্যে ছিল প্রাইম মিনিস্টার প্যাকেজের ১২ কোটি টাকা। কিন্তু রিভাইজড্-এ এবার দেখা গেলো জিরো।' গোজামিল-প্রথম দিকে লুকিয়ে রাখলেও পরে রিভাইজড্-এ ধরা পড়েছে এবারের বাজেটে ধরা পড়েছে এবং অনেক জায়গায় দেখা গেছে ইন্টারেষ্ট পেমেন্ট, পুলিশ ফোর্স, এইগুলিতেই বেশী টাকা চলে যাচ্ছে। শুধু পুলিশ ফোর্স বাবদ ১৪৮ কোটি টাকা ফুড বাবদ ৩০ কোটি টাকা। তারপর সুদ এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে বহু টাকা সুদ দিতে হয়, তারপর রিপেমেন্ট অব লোন, এইগুলিতেও বহু টাকা চলে যাচ্ছে। কাজেই, দেখা যাচ্ছে ১৮৮১ কোটি মোট বাজেট ধরলে অধিকাংশ টাকাই পুলিশ ফোর্স এর জন্য ঋণের সুদ এবং ঋণ পরিশোধের জন্য চলে যাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে বাজেটের কয়েকটা দিক। আর যে প্রশাসন এই বাজেট কার্যকরী করবে এটা কতকগুলি নমুনা আমি তুলে ধরছি যেমন ডাইভারসন স্কীম এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ট্রাইবেল এলাকাতে কৃষি উন্নয়নের কথা বলেছেন। ডেফিনিট্লি আমাদের রাজ্যের প্রথমেই হচ্ছে কৃষি তারপর হচ্ছে অন্যগুলি। আমাদের রাজ্যের অর্থনীতি প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই কৃষির উন্নয়ন করতে হলে জলসেচ অবশ্যম্ভাবী এটা ছাড়া চলে না।

গতবারও মন্ত্রী বলেছিলেন যে হ্যাঁ, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ডাইভারসান স্কীম হবে। উনি

সিডিউল অব ওয়ার্কে এই ব্যাপারে ১৫ লক্ষ টাকাও বরাদ্দ রাখলেন। তারপর গামাকাবাড়ীর বুড়-বুড়িয়াতে গিয়ে উনি শিলান্যাস করার জন্য জনসভা ডাকালেন। তিনি তখন বলেছিলেন যে, "কাজটা যথা সময়ে শেষ করা হবে।" এটা ছোট আমলের ডাইভারসান স্কীম ছিল। জহুরবাবু এবং মন্ত্রী নিরঞ্জনবাবুও ছিলেন। বললেন হবে, সবই হবে, এবং কোন রকমের বাধা থাকবে না। অর্থেরও অসুবিধা হবে না। এত সবের পর এবারের রিভাইজড বাজেটে দেখা গেল এক পয়সাও খরচ হল না। ১৫ লক্ষ টাকা উনি খরচা করতে পারলেন না। এই ধরনের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থাকাতে বাজেটে সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, উপজাতি এলাকায় জলসেচের প্রকল্পগুলি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কাজেই উৎপাদন বাড়বে কি করে? তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আসবে কোন পথে? এবার দেখছি উনারা বের করলেন 'ওয়টার শেড ম্যানেজমেন্ট ইন জুমিয়া।' ছোট আমলে আমরা উপজাতি এলাকায় সব্জিচাষের জন্য ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলাম। প্রচুর আলুর এবং অন্যান্য সব্জি ফলন ফলত। সেখানে পাওয়ার টিলারগুলিকে কাজে লাগিয়ে সব্জি উৎপাদকদের সাহায্য করা হয়েছিল। এবার যেখানে জল সেচের ব্যবস্থা নেই সেখানে 'ওয়াটার শেড ম্যানেজমেন্ট' সব্জি চাষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এখানে উনি দুই নম্বর প্যারাতে উল্লেখ করেছেন যে জুমিয়া এলাকাতে ছড়ার পাশে আধুনিক পদ্ধতিতে সব্জি চাষ করা হবে। যেখানে কমলালেবু, লেবু বা আনারস চাষ হতে পারত জল সেচ ছাড়া সেখানে নাকি এখন সব্জি চাষ হবে। এটা মিস ইউস ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই এই প্রকল্প থেকে বুঝা যাচ্ছে এখানে বাস্তবমুখী কোন পরিকল্পনা উপজাতিদের জন্য রয়েছে বলে আমি দেখছি না।

মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী রোড এণ্ড ব্রিজ নিয়ে অনেকগুলি কথা বলেছেন। আমাদের কৈতুর জমুকছড়াতে যে কাঠের সেতুটি ছিল গত এপ্রিল মাসের ২৭ তারিখে সেটা ওয়াস্ট-আউট হয়ে গেল। টাকা ছিল, সিডিউল অব ওয়ার্কে কাজটা ধরাও ছিল। কিন্তু তারপরও যখন কাজটা শুরু হচ্ছিল না তখন বিধানসভার এস্টিমেট কমিটি বলার পর কাজটা শুরু হল। এই নিয়ে আমি নিজে প্রায় গোটা পনের চিঠি দিয়েছি।

কাজটা শুরু হওয়ার পর ২৫ শতাংশ কাজ করার পর দেখা গেল ১ মাসের জন্য কাজ বন্ধ হয়ে রইল। আবার দুই মাস পর কাজ শুরু করার পর দেখা গেল কিছু দিন পরই কাজ আবার বন্ধ হয়ে যায়। এই ভাবে নয়টি মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে ব্রিজটি সেখানে নির্মাণ করা হল সেটাও আবার পূর্বের যে ব্রিজটি ছিল তার থেকে তিন ফুট ছোট করে দেওয়া হল। মনে হচ্ছে, এই ব্রিজটিও বন্যার জলে ভেসে যাবে। কাজেই উপজাতি এলাকায় এই ভাবেই কাজগুলি হচ্ছে। শুধু মাত্র বাজেট বরাদ্দ করলেই চলবে না। পাশাপাশি থাকতে হবে প্রশাসনের উদ্যোগ।

মিঃ স্পীকার স্যার, এ. ডি. সিকে বঞ্চনা করার ব্যাপারটা এখনও শেষ হয়নি। রাজ্য সরকারের

বাজেট বরাদ্দের মধ্যে এ, ডি, সির জন্য রাখা হয়েছে এবার মাত্র ৫৩ কোটি টাকা। আমরা আশা করেছিলাম যে এবার হয়ত এ, ডি, সির জন্য ন্যায্য বরাদ্দ থাকবে এবং সেটা অন্তত: ১০০ কোটি টাকা এ, ডি সিকে বরাদ্দ দেওয়া হবে।

সেখানে বেশ কিছু কার্যনির্বাহী সদস্য আছেন, অফিস এ স্টাব্লিমমেন্ট আছে, সাব জোনাল অফিস আছে, এবং জোনাল অফিস আছে। এরপরে উন্নয়নের প্রশ্ন আছে। ৫৩ কোটি টাকা ছোট একটা দপ্তরের মতও তাকে বরাদ্দ দেওয়া হয়না। কাজেই ট্রাইবেল এলাকা যে অন্ধকারে থাকবে সেটা বলা বাহুল্য। এই বাজেটে কোন অবস্থাতেই ট্রাইবেল এলাকাতে উন্নয়ন আনতে পারবে না। কারণ সেই সংস্থান এখানে নেই। মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই শ্যামলদাও উল্লেখ করেছেন যে ধর্মনগরে পানীয় জলের ব্যবস্থা একরকম আর কাঞ্চনপুরে আর এক রকম। সেখানে ৪৭টা ডিপ-টিউবওয়েল আর কাঞ্চনপুরে আছে একটি ঐ কৈলাশহরে ৩৯টা আর ছামনু ব্লকে একটা। এই যে বৈষম্য এটার কারণটা কি? আমার মনে হচ্ছে যারা শাসন ক্ষমতায় মেজরটি থাকে তারা তার পক্ষের কাজ করে, তাদের উন্নয়নেই কাজ করে তাদের প্রতি তাদের দরদ নাই থাকুক এটা শুধু মুখে মুখে। ঐ সংখ্যা লঘু উপজাতিদের এই সমস্যা কথা হল কথার কথা। কাজেই এই যে উপজাতি তারা কেন পিছিয়ে যাচ্ছে বার বার বলা হচ্ছে তারপরও কেন পিছিয়ে যাচ্ছে? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে প্রশাসনে তাদের কোন অংশ নেই, তারা শরীক হতে পারছে না এই কারণে তারা পিছিয়ে আছে। অতএব, প্রশাসনে যতক্ষন পর্যন্ত এদের দিয়া উপজাতিদের হাতে থাকবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত উপজাতিদের উন্নয়ন বহু দূরে এটা কখনই হবে না। কাজেই এমন একটা ব্যবস্থা আমাদের নিতে হবে যাতে প্রশাসনটা তাদের হাতে যায়, তাদের হাতে উন্নয়নের ক্ষমতা থাকে এর জন্য আমরা বলছি এ, ডি সিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে যাই বলুন এ ডি সির হাতে যদি টাকা না দেয় তাহলে এগুলি হবে না। কাজেই এ, ডি, সি গঠন করলে হবে, যদি তাকে টাকা বরাদ্দ না দেওয়া হয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বাদলবাবু বলেছেন যে, নর্থ-ইস্টার্ন, নর্থ ইস্টার্নের একটা রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরাকে গন্য করা হচ্ছে। তার জন্য গুজ্রা কমিশনের রিপোর্ট তুলেছেন। এটা হচ্ছে এক দিক।

কিন্তু আর একটা দিক হচ্ছে আভ্যন্তরীন ব্যাপার। সেখানে বৈষম্য হচ্ছে এটা দীনেশ সিং কমিটি সঠিক মূল্যায়ন করেছেন। উনারা বলেছেন যে, ত্রিপুরার পূর্ব ভাগটা অনেক বেশী পশ্চাদপদ আর পশ্চিম ভাগ অনেক বেশী উন্নতি হয়েছে। ট্রাইবেল এলাকাতে সব পরিকাঠামো বন্ধ রেখে নন-ট্রাইবেল এলাকাতে এগুলি সব কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এটা দীনেশ সিং কমিটি বলেছে। কাজেই এর প্রতিকার কি?

প্রতিকার একটাই সেটা হচ্ছে উপজাতিদের হাতে আরও বেশী ক্ষমতা দিতে হবে। এছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার এখানে শুধু পেরাগ্রাফের পর পেরাগ্রাফ শুধু এ, বি, সি, এস, সি, এবং এস, টি এইসব ছড়াছড়ি। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, এরা সব সময় বৈষম্যের শিকার। কাজেই এটা সংশোধন হওয়া দরকার। এখানে আর একটা ব্যাপারও দেখছি যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যে বহু বছর এখানে একটা শাসক গোষ্ঠী ছিল যে রাজাই হোক, সম্রাট হইক আর বাদশাই হউক খাদি আসছে। এই আগরতলাও আজকে সবচেয়ে বেশী কার অবদান? এখনও আমরা বলতে পারি বীরবিক্রমের উপরে আর কেউ নেই। কেউ নেই ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও বীরবিক্রমের বাইরে আর কাউকে বলা যায় না। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে নেতাজী এসে এখানে বানিয়ে দিয়ে গেছে, স্থাপন করে গেছে ত্রিপুরাকে, শ্রী বিবেকানন্দ এসে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছে এই রকম। আগরতলা যেন তক্ষ কারো নয় তাঁরা সব কিছু করেছে। এই রকম ভাবে তাঁদের মূর্তি এখানে সেখানে বসাও। এই যে বীরবিক্রম তাঁর একটা মূর্তিও বসানো হয়নি। কাজেই এখানকার যে অতীত তাকে ক্রমশঃ বিলীন করতে চায়, এটাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। এটা বোধয় উচিৎ হবে না।

এখানকার অতীত যে ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকা উচিৎ এবং ভালবাসাও উচিৎ। এরপরে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে বাজেটে যে ১৫০ কোটি টাকার ঘাটতি দেখিয়েছে এটা কি হবে আমি জানি না। কারণ আয় কতটা ব্যয় কতটা এটা ঠিক নেই। কাজেই ১৫০ কোটি টাকা ধরেই বলেছেন যে হয়ত ভারত সরকার আরও টাকা দিতে পারে তখন এটা কমে যাবে। এখানে বলা আছে যে, আগে খরচ করে পরে টাকা তুলতে হয়। এই রকম কতগুলি প্রজেকট আছে দেখা গেছে কেন্দ্রীয় সরকার যত টাকা দিতে চাইছে এরা সেই ভাবে আনতে পারে না।

এই যে ৫০ লক্ষ দিয়েছিল শিল্প দপ্তরে, মিঃ পিল্লাই ১২ তারিখে এখানে এসেছিলেন উনি বলেছেন যে "আমরা তো ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছি কিন্তু তারা সেই টাকা খরচ করতে পারছেনা। আমরা ১৫ কোটি টাকা রেখে দিয়েছি দেওয়ার জন্য, কিন্তু খরচ করছেনা তো।" কাজেই যে পথে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা পাওয়া যাবে তারা সেই পথগুলি বন্ধ করে রেখেছে। এখানে শিল্প দপ্তরের কথা বলেছিলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন। আপনি অনেক সময় নিয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আর কৃষি ক্ষেত্রে আমি দেখছি উৎপাদনমুখী সমস্ত প্রকল্পগুলি কমিয়ে দিয়েছে। যেমন ওয়েল সীড, এখানে সর্ষের তৈল বীজের উৎপাদনের খুব সম্ভাবনা আছে ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে। এই সর্ষা দিয়ে প্রচুর ফলন আনা যায় জুমিয়া এলাকাগুলিতে। কিন্তু দেখা গেছে

ওয়েল সীডে টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরেকটা হচ্ছে আখের চাষ, এটারও বিরাট সম্ভাবনা আছে কিন্তু এইগুলিতে সবই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই উন্নয়নের যে বিপরীত মুখী চিন্তা ভাবনা এবং সেই ভাবে বাজেট তৈরীর পরিকল্পনা এর ফলে রাজ্য অনেক পিছিয়ে যাবে। এটা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। কাজেই আমি এই বাজেটকে আবার সংশোধন করে পেশ করার জন্য অনুরোধ রেখেছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ মহোদয়।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৯৯-২০০০ ইং সালের জন্য এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। বাজেটের সব টাকাই জনগনের জন্য খরচ করা হবে। এখানে গতকাল মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় বলেছেন যে এই বাজেট আন্দাজী করা হয়েছে। স্যার, বাজেট তো আন্দাজী করা হয়েছে ঠিকই। কারণ বে-আন্দাজী তো আর বাজেট করা যায়না। আন্দাজী বাজেটই করতে হয়। এখানে তিনি আরো বলেছেন যে কম্পুইয়ের মত কমলা ভারতের আর কোথায় কোথায় হয়, তিনি তা জানেন না। এই রকম কমলা হয় আসামের জাফলং, মেঘালয়ের দাউকিতে। স্যার মাননীয় সদস্য অশোকবাবু বলেছেন, "উগ্রপন্থী সমস্যা, খুন খারাপির আগুন বন্ধ হলে তারা বাজেটকে সমর্থন করবেন।" আমরা জোট আমলে দেখেছি রাজ্যে ৭৩৯ জন খুন হল, ২২৯ জনকে গুম করা হল, দুই শতাধিক নারী ধর্ষন হল, ৩, ৪ হাজার বাড়ী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হল, ২০ হাজার মিথ্যা মামলা দায়ের করা হল, ৩০ হাজার আসামী জেলে গেল ৬০০ মানুষ উপবাসে মরল, এখন করা করেছিলো এই সমস্ত ঘটনা। এখন তারা একেবারে ধুয়া তুলসিপাতা। বিষ্ণুর চরণে নিবেদিত হইবেন মাত্র। স্যার, তাই প্রাণী সম্পদ দপ্তরের উপর কিছু কথা বলছি। ১৯.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জোট আমলে যে সমস্ত পশু খামারগুলি উজার করা হয়েছে সে সমস্ত খামারগুলি গড়ে তোলার জন্য। জোট আমলে তখন বিল্লাল মিয়া ছিলেন পশু পালন মন্ত্রী। তিনি বিবাহ করেন ঢাকাতে। ঢাকা, বড়িশাল, খুলনা, দিনাজপুর, রংপুর, নোয়াখালি, কুমিল্লা এবং ত্রিপুরার মানুষ সহ মোট ৬ লক্ষ মানুষ এই বিবাহে নিমন্ত্রন ছিলেন। বিবাহের জন্য আর, কে নগর এর ফার্ম একেবারে উজার। গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মোরগ কোট ৮০ কুইন্টাল মাংস, এছাড়া ৪০ কুইন্টাল মাছ ৫০ বস্তা দুধ ৫০ কে, জি, ঘি-এর ব্যবস্থা হয়েছিল। পরে তিনি রিপোর্ট দিলেন যে ফার্মে মরক দেখা দিয়েছিল, অতএব সব মরে গেছে। স্যার, রাজ্যে ১৫টি মহকুমা আগরতলা, সোনামুড়া, বিলোনীয়া, সাব্রুম, উদয়পুর, অমরপুর, খোয়াই, কৈলাশহর, ধর্মনগর, কমলপুর, গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর, লংতরাই ভ্যালি, বিশালগড় এবং আমবাসা এই ১৫টি মহকুমাতে সব প্রানী সম্পদের উন্নতি করা হবে। রাজ্যে আটটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রকে ভেটেনারী ডিসপেনসারিতে উন্নীত করা হবে। রাজ্যে ৫,৫০ লক্ষ

পশুর চিকিৎসা করা হয়েছে। ৪,১৫ লক্ষ পশুর টিকা দেওয়া হয়েছে। স্যার, ফিসারী দপ্তরকেও মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিয়া উদ্ধার করেছেন। সরকারী ফিসারী হইতে ৪০ কুইন্টাল মাছ, ফিসারী অফিসারস দেওয়া সত্বেও তার ভাই সেলিম মিয়াকে ফাসাইয়াছেন নগদ আরোও এক লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য পরে সেই অফিসার আত্মরক্ষার জন্য বাংলাদেশ পারি দেন। জানিনা তিনি এখন পর্যন্ত ফিরে এসেছেন কিনা? স্যার, রাজ্যে ২৯টি ব্লক আছে যেমন— মেলাঘর,, বিশালগড়, ডুকলী, মান্দাইনগর, জিরানীয়া, তুলাশিখর, মাতাবাড়ী, ডম্বুরনগর, বগাফা, রাজনগর, কদমতলা, পানিসাগর, জম্পুইজলা, মোহনপুর, তেলিয়ামুড়া, অমরপুর, সাতচাঁদ, সালেমা, খোয়াই, মনু, ছামনু, কুমারঘাট, পেঁচারথল, দশদা, এমন আরোও নয়টি ব্লকের নাম আছে। স্যার সব ব্লক এলাকায় অসংখ্য ফিসারী করে দিয়েছেন ফিসারী দপ্তরে এর জন্য ৮'৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্যে এখন মাছ উৎপাদন হয় ২৭,২৭০ মেট্রিক টন, কোট আমলে স্যার, অর্ধেক ও উৎপাদন হতো না। রাজ্যে ফিসারী কো-অপারেটিভ্ আছে ১২৭টি। আগরতলায় আছে হেড অফিস ১৯৯৩-১৯৯৭ ইং তারিখ পর্যন্ত ফিসারী মেনদেরকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। তারপর ছিটা জাল দেওয়া হয়েছে ৩২৪২ জনকে, ফাঁস জাল দেওয়া হয়েছে ১৪২০ জনকে. বের জাল দেওয়া হয়েছে ১৬০ জনকে। মিনি ব্যারেজ করে দেওয়া হয়েছে ৭৪৪ জনকে জলাশয় মেরামত করা হয়েছে ৭৮০ জনকে, জলাশয় করে দেওয়া হয়েছে ৫৯৮কে জনকে। পোনা ও চুন দেওয়া হয়েছে ৩২,১৯১ জনকে। স্যার ৩০০০ ফুট উচু জম্পুই পাহাড়ের সাবুরাল ফিসারী করে, সেখানে মাছ উৎপাদন হচ্ছে। ভারতবর্ষে ছোট বড় ৩২টি রাজ্য আছে যেমন অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম অরুনাচল প্রদেশ, বিহার, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, চন্ডীগড়, দিল্লী, লাক্ষাদ্বীপ, পন্ডিচেরী, দমন দিউ, দাদরানগর হাবেলী, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, কেরালা, জম্মু ও কাশ্মীর, মনিপুর, মহারাষ্ট্র, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, রাজস্থান, গুজরাট, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ। ভারতের ছোট বড় ৩২টি রাজ্যে ৯০ কোটি মানুষ আছেন স্যার বলব বিশেষ? বিধানসভাকে জানায় ভারতবর্ষে কোন শহরে অতি উচু পাহাড়ে মাছের পোনা নাই। স্যার ত্রিপুরার ডম্বুরের মাছ, রুদ্রসাগরের মাছ, উদয়পুরের এত বড় দীঘির মাছ প্রসিদ্ধ। স্যার ধর্মনগরের কুর্তী বিল এর মাছ প্রসিদ্ধ। স্যার, প্রবাদ আছে কমলপুরের মোদন কচু অমরপুরের মাছ, সোনামুড়ার ফুলকফি উদয়পুরের পাছ। স্যার, প্রবাদ আছে মাছলি বাজারে মাছ নাই গরু ছাগল মিলে, মাছ ধরিতে জেলে যায় আমাদের ধর্মনগরের কুর্তী বিলে।

স্যার, আজ যারা আমাদের বাজেটকে সমর্থন করেননি তাদের কথা বলি, তারাই দেশ এবং রাজ্যকে অর্থনৈতিক দিক থেকে ধ্বংস করে গেছেন। এইতো হাওলা কেলেংকারীর কথা তাদের কি মনে নোই? মাননীয় স্পীকার স্যার বলিতাম আবার কংগ্রেস (আই) এর কারবার। হাওলায় চলেছে ব্যাবসা বানিজ্য, এই ব্যাবসার ফলে কংগ্রেসের দলের বহু মন্ত্রী এম. পি, জেলে। কেউ নিয়েছেন ঘুষ, করেছেন তারা দোষ, কেলেংকারীতে আছে যুক্ত কামান কেলেংকারী রাজীব গান্ধীর

বাহাদুরী, পার্লামেন্টে হয়েছিল অভিযুক্ত। কিনছিলেন এয়ার বাস খরিদ করে সর্বনাশ। এখন মানুষ উঠলে মরে, যত এরোপ্লেন ছিল সব খরিদ করে নিল। এখন এই প্লেনগুলিতে উঠলে পরে মানুষ মরে। চিনি কেলেংকারী, সার কেলেংকারী আবার শুরু হলো হাওলা কেলেংকারী। এই তো কেন্দ্রের বাহাদুরী। কংগ্রেস আর বি, জে, পি, নেতা আস্তে আস্তে কয় কথা, এই কথা বিধানসভাতে জানায়। হাওলায় রাজীব গান্ধী নরসীমা রাও করে পন্থি, রক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগ নাই। ভজন লাগে ভজন করে, দয়াল গুরু বাঁচাও আমারে। আছেন প্যাটেল কমলনাথ রায় জেলে ভাই ভি সি, শুক্লা আছেন সঙ্গে আর, কে ধাওয়ান ঘরে বসে করে গান, জীবন যাবে নাতো প্রেমতো রঙ্গে। মাধব রাও সিন্ধিয়া জেলে ছিল বান্দিয়া এখন মরে কান্দিয়া, তেওয়ারী শিবশংকর, জাফর শরীফ পুচ ধার কমলনাথ, অর্জুন সিং আর মতিলাল চান্দলাল আর বিজয় কুমার মালহোত্রাজানা গেল তারা আছে গোত্র ছাড়া, হাওলায় পত্র পত্রিকায় নাম উঠিয়াছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :— ঠিক আছে স্যার, আমার বক্তব্য শেষ করছি স্যার, বিশেষ করে এই বাজেটকে সমর্থন করে সবাইকে ধন্যবাদ জ নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এটাকে বাজেটের অংশ হিসাব এ গ্রহন করা হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৯শে মার্চ রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর কর্তৃক উত্থাপিত বাজেটের উপর বক্তব্য রাখছি। আমি বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না এই কারনে আপনি জানেন এই সভায় গত দিনে মাননীয় সদস্য মানিক দে ১ টা বেসরকারী প্রস্তাব এনেছিল, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের বাঁচতে গেলে ব, বাঁচাতে গেলে কেন্দ্রকে সেটা রক্ষা করতে হবে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর শিক্ষিত বেকার রয়েছে। শিক্ষিত বেকার কিন্তু তারা এই রাজ্যের সরকারের বু বাড়ু থেকে সরকারী চাকুরির জন্য অপেক্ষা করে আছে, কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে। স্যার, এই বাজেটে বেকার তাদের সম্পর্কে কোন কথা নেই। বেকাররা কি ভাবে চাকুরি পাবে, তারা কিভাবে দিন কাটাবে, কিভাবে সংসার চলবে তাদের কোন উল্লেখ নেই। বিশেষ করে এই বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিস্থিতি হয়েছে চারদিকের মানুষ তাদের পিতৃপুরুষের দীর্ঘদিনের ভিটেমাটি ছেড়ে যারা আজকে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়ি ঘরে থাকতে পারেনা ওরা পুনর্বাসন হিসাবে এরা রয়েছে কোন স্কুলে, বা গাছের তলায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। অভাবে কোন আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এদের সম্বন্ধে এই বাজেটে কিছু উল্লেখ নেই। এদের কিভাবে রক্ষা করা হবে। ওরা কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে ? এদের বাচ্চারা কোন স্কুলে গিয়ে পড়বে ? এদের সংসার কিভাবে চলবে এবং তাদের জন্য কি পরিকল্পনা তা বাজেটে কোন উল্লেখ নেই। এখানে এই বাজেটে

মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে স্থায়ী নিরাপত্তা না করে, একটা উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা নিয়েছে। আমরা মানুষের জন্য এই করব সেই করব, রাস্তাঘাট করব, হাসপাতাল করব, ডেভেলাপ করব, কিন্তু বাস্তবে জিনিষটা সেখানে আজকে মানুষের নিরাপত্তা নেই, যেখানে ইমপ্লীমেন্টিং অফিসাররা যেতে পারেন সেখানে মানুষের নিরাপত্তার জন্য সুনির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনা নেই, যে মানুষের নিরাপত্তার জন্য আমরা কাজ করব এই টাকাটা ব্যয় করে। কি আছে? এখানে পুলিশের জন্য ধরা আছে পুলিশকে আমরা অত্যাধুনিক অস্ত্র দেব এর মাধ্যমে আমরা উগ্রপন্থীর মোকাবেলা করব। স্যার, এখানে পুলিশ বাজেটে বলা হয়েছে এন্যুয়েল ফিনান্সিয়াল ষ্টেটম্যান্টের বই রয়েছে সেটা দেখবেন যে ১৯৯৯-২০০০ সালের জন্য ১৩২'২৮ কোটি টাকা দরকার, এখানে বাজেট এট্ এ গ্ল্যান্স, সেখানে দেখানো হয়েছে ১৪৫'৮২ কোটি দরকার। কিন্তু আমাদের অর্থমন্ত্রী সেখানে বলেছেন যে এখানে আমরা এই রাজ্য পুলিশকে যদি শক্তিশালি করতে হয় তাহলে আমাদের ১৬৮'৪৪ কোটি দরকার। এই যে ষ্টেটম্যান্ট্ এর মধ্যে অনেক ফাঁক, আমাদের বর্তৃক বাজেট পেশ করা হয়েছে তার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন, এই কারণ আপনি জানেন গত জানুয়ারী মাসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই পবিত্র বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, আমরা 'সরকারী কর্মচারীদের জন্য ফেব্রুয়ারী থেকে ৫র্থ বেতন কমিশন চালু করব।" সেখানে মানুষ মিথ্যা কথা বলে না' মানুষকে বিভ্রান্ত করে না বলে শপথ নিয়েছি। আমরা কি দেখতে পেয়েছি আজকে মার্চ মাস চলে যাচ্ছে, এপ্রিল মাসেও তার পাবে কিনা আমরা জানি না। যে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে অর্থমন্ত্রী মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন তারপর উনার কর্তৃক গৃহিত বাজেট আমরা সমর্থন করতে পারিনা। এর মধ্যে দেখেন যে মানি আসে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে। এখানেও তিনি একটা ভুল তথ্য দিয়েছেন। উনি বলেছেন দিন কি দিন এটা আমাদের কমে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ১৯৯৮-৯৯ সালে সেটা ৩৬৩,৭৪ কোটি টাকা। সেটা হয়েছে ৯৯ সালে ৪১৭.১৫ কোটি টাকা।

এই ভাবে একটা মিথ্যা ষ্টেটম্যান্ট দিয়ে, গোজা মিল দিয়ে বাজেট যেটা করবে তা নয়, শুধু কেন্দ্রকে টাকা দিতে হবে ভর্তুকি দিতে হবে, সেই ধরনের বাজেট আমরা সমর্থন করতে পারি না। বিশেষ করে পে-স্কেল সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, কিছু আমলার জন্য রিভাইজড বাজেট পেশ করা হয়েছে। এখানে কর্মচারীদের জন্য দেওয়া হয়েছে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে অক্টোবর থেকে মার্চ অবধি ৩৩ কোটি টাকা দরকার। ৩২,৮৯ লক্ষ টাকা সেটাকে যদি আমরা প্রতিবছরে নেই তাহলে ৬৫ কোটি টাকা দরকার। ১৯৫ কোটি টাকা দরকার তিন বছরে। উনি যে ডি, এ দিয়েছেন, এখানে যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন কর্মচারীদের জন্য আমাদের অতিরিক্ত ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ

করতে হবে, সেটা একটা মিথ্যা ষ্টেটমেন্ট। এখানে নাকি আমরা সেই বাজেটকে সমর্থন করব যে, বাকী টাকাটা উনি কোথায় সরিয়ে রাখবেন, এটা কার জন্য রাখা হবে? শুধু এই নয় স্যার আমরা কিছুক্ষন আগে ও আমাদের একজন মাননীয় সদস্য আমার খোয়াই মহকুমা থেকে এসেছে শ্রদ্ধেয় দাদা বলেছেন, অনেক ভয় দেখিয়েছেন পদ্মবিল, পূর্ব্বরামচন্দ্রঘাট পঞ্চায়েতে ভাল কাজ হয়। এখানে বলেছেন জোট আমলে নাকি লুটপাট হয়েছে। আমি খোয়াই বিধানসভা এলাকা কেন্দ্র থেকে নির্ব্বাচনে জয়ী হয়ে এসেছি। উনি আমার মার্ক্সিষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টির খোয়াই বিভাগীয় সম্পাদক ও। আমার গাঁও সভাতে এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই এক বছরে তিন জন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী সাসপেণ্ড হয়েছে স্যার। এটা কি জন্য হলো? স্যার, আমি বলতে চাই, তাহলে এখানে কি হচ্ছে? স্যার কল্যানপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কুচপাড়া একটা বালোয়ারী সেন্টার আছে, সেখানে স্যার পঞ্চায়েতের টাকা গায়েব করেছে। কল্যাণপুর পঞ্চায়েতের লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেট হয়েছে। সেখানে নেতৃত্বের নেতাদের মধ্যে বন্টন হয়েছে। তারপর যখন আমরা অভিযোগ করেছিলাম দেখা গেল পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর চাকুরী নেই। স্যার, কিছু দিন আগে আমাদের তেলিয়ামুড়া ব্লকের একজন স্থানীয় জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ারের কথা উঠিয়ে উনাকে সাময়িক কালের জন্য বরখাস্ত হয়েছে। আমি ও সেখানে গিয়ে ঘটনা শুনেছিলাম, এটা রাম দয়াল বাড়ীর গাঁওসভায় আমি ও উনাকে জিজ্ঞাসা করে ছিলাম যে আপনি কাজটা না করে এই ভাবে এডজাস্টমেন্ট দিলেন কেন? তিনি বললেন যে, "আমি ওখানে যাবার জন্য পুলিশ চেয়েছি, বিডিওকে বলেছি, সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেনি। আমার কাছে ভার্বেলি বলল যে, "প্রধানকে দিয়ে কাজ করতে হবে।" আমার দাদা যে জিনিসটা বললেন যে পঞ্চায়েতে খুব ভাল কাজ হয়।" অনেক কিছু লুট পাট করে খেয়েছে। রামদয়াল বাড়ীর গাঁওসভা উনি ওখানকার সম্পাদকও বটে। আমি উনাকে অনুরোধ করব দাদা হিসাবে খবর নিয়ে দেখতে? আমি মিথ্যা কথা বলছি কিনা, বলতে পারবেন।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার দুইটা জিনিস যেটা আমি বলতে চাইছি, মাননীয় সদস্য খোয়াই মহকুমারই একজন প্রতিনিধি যে সভাগুলি হয়েছে সে সভাগুলোতে উনারা যাওয়ার সুযোগ ছিল। কাজেই সে ক্ষেত্রে যা বলে বিভ্রান্ত করতে চাইছে, তার সুযোগ নেই। বরঞ্চ আমরা বলব কোথায় যদি সামান্যতম ত্রুটি কারোর দিক থেকে হয়ে থাকে তার জন্য তার বিরোদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা বলেছি, কিন্তু উনি বলেন নি। যদি পঞ্চায়েতে কোন অভিযোগ থাকে আমরাও অভিযোগ করেছি উনিও অভিযোগ করেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— কাজল বাবু বলুন।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ— স্যার, পঞ্চায়েতের দুর্নিতী কিভাবে চলছে, তারপরও যদি আমরা পঞ্চায়েত বাজেট সমর্থন করি তাহলে এই টাকাটা সাধারণ মানুষের কাছে যাবে না। সাধারন মানুষের জন্য সেই বাজেট তৈরী হয়নি। আমরা কিছুদিন আগে একটাবেসরকারী প্রস্তাব এনেছিলাম, রবীন্দ্রবাবুও এনেছিলে যারা পাহাড়ে জুম চাষ করেন তারা কাজ করতে পারেন না, উগ্রপন্থীর জন্য, বাঁশ কাটতে পারেন না, বাজারে যেতে পারেন না, তাদের জন্য ফ্রি রেশনের ব্যবস্থা করার জন্য। আজকে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করব নতুন করে বাজেট তৈরী করুন যে বাজেটে থাকবে বেকারদের কথা যে বাজেটে থাকবে পুনর্বাসনের কথা, বাড়ী ঘর ছেড়ে চলে এসেছে তাদের কথা, তাদেরকে বাঁচাবার কথা এবং যারা জুমিয়া যারা চাষ করতে পারে না তাদের কথা। আর সেখানে জল সেচের ব্যবস্থা করবে, রাস্তার ব্যবস্থা করবে, স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে তখনই আমরা সেই বাজেটকে সমর্থন করব।

আবার আরেকটা জিনিস রয়েছে এখানে। গতকাল এখানে আমার পূর্ব বক্তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিরঞ্জন বাবু বলেছেন যে, "বিরোধীরা এই বাজেটকে অত্যন্ত ভয় পান। কারণ কর বিহীন বাজেট"। ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি বলেছেন "কর দেওয়া বাজেট।" এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী দেখিয়েছেন ১৫০ টাকা ঘাটতি। আমি জানিনা এই টাকা কোথা থেকে আসবে, কি করে আসবে। উনি বলছেন যে আমরা আরো কেন্দ্র থেকে অর্থ পেতে পারি। সেটা মিনিমাস হয়ে যাবে। তবে এটা আমার বিশ্বাস হয় তো বা কিছুদিন পরে মানুষের কাধে কর চাপবে। করের বোঝা বইতে হবে আমাদেরকে। আর একটা জিনিষ আমি বিশ্বাস করি এই টাকাটা হয়তোবা ওরা মেনেইজ করতে পারবে। উনাদের বিরাট বড় একটা সোর্স রয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই রকম দেখা গেছে আমরাও দেখেছি যে বিভিন্ন এলাকার উগ্রপন্থীরা অপহরন করে নিয়ে গেছে এবং উনারাই ছাড়িয়ে এনেছে। এর মধ্যে একটা মিনিমাম ফাণ্ড তৈরী হয়। তবে সেই ফাণ্ড থেকে ভেবে চিন্তে মেটানো হয়। আমি জানিনা সেটা মেটাতে পারে অথবা কর বিহীন বাজেট। আমি জানিনা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। সেই জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। সেই অনুরোধ রেখে এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ নতুন করে বেকারদের যারা আজকে বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে আসছে তাদের এবং যারা জুমিয়া যারা কাজ করতে পারে না, যারা কাজ পায় না, পঞ্চায়েত থেকে যারা বঞ্চিত হচ্ছেন, রেশন পাচ্ছেন না এদের জন্য যদি নতুন করে বাজেট তৈরী করে সেটাকে তবে আমি সমর্থন করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি বৈজন্তী কলই।

শ্রীমতি বৈজন্তী কলই (টাকারজলা) ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি কক্বরকে বাজেটের উপরে আলোচনা করব।

ককবরক

গত ১৯শে মার্চ ১৯৯৯-২০০০ হাবাক সালনি বাগাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটনি উপর যে ভাষণ মারীগমানি মন আঙ খাবাইন সমর্থন খাইঅ। কারণ অবাজেট অওখা পঞ্চায়েত রাজনি উপর কক্ সীনামজাগখা। অম্ রাজ্যনি শ্রমিক কৃষক ভাই মেহনতী বরকনি ফাইসিও সকল কাইচমাইন অবাজেট সীমামজাগখা। তাবুকনি ব্যয়বরাদ্দ ৭৮'৫২ কোটি রাঙ বকসা-জাগখা। চাঁও আগে মুগঅ যে গ্রামগঞ্জনি বরক কোন দাবি দাওয়া মানাহীনখাই আগরতলা ডি-এমনি থানি ফাইআইসে দরখাস্ত জমা খরীইঅ। রাঙ পয়সানি অভাবনি ফলে গরীব বরকরগ অ সুযোগ সুবিধা গ্রহন খাইমামরা। শুধু অম সিমিয়া আকুরুনি রাইদা অওখা ডি-এম আগরতলা অচোগাইসে জনসাধারননি বুমুও লিষ্ট খাইঅ। ফলে ব বিনি সুবিধামত বরক রীঅ। অমতাই অসুবিধা দূর খাইনানি বাগাই ১৯৯৮ সাল ত্রিপুরা রাজ্যঅ বামফ্রন্ট সরকার ফাইলনি লগে লগেন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন খাইআই প্রয়োজনমত বেনিফিসারী সিলেকসন খাইনানি বাগাই পঞ্চায়েতনি রাগঅক্ষমতা রাফারীই সামুড তাংজকগাই তঙঅ। আঙ আশা খাইঅ যে, মাননীয় বিরোধী সদস্যরগ কীরাই বরকনি বাগাই সামুও তাঙনানি ক্ষেত্রে কোন প্রতিযোগিতা খাইয়াআই সহযোগিতা রীআন। অমতাইখাইসে চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি ফুলে ফুলে শোভিত অঙনাই আসীগ সাআইন আনি ককন অরন শেষ খাইখা ধন্যবাদ।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯শে মার্চ ১৯৯৯-২০০০ সালের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি আলোচনা শুরু করছি। কারণ এই বাজেট পঞ্চায়েতরাজ ভিত্তিক শ্রমিক, কৃষক মেহনতী মানুষের প্রতি দৃষ্টি রেখে করা হয়েছে। এই বাজেটে ৭৮'৫২ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আগে আমরা দেখেছি গ্রামগঞ্জের দরিদ্র লোকেরা সরকারের নিকট কোন দাবি দাওয়া নিয়ে আসলে আগরতলায় ডি এম এর কাছে দরখাস্ত জমা দিতে হতো। ফলে দেখা গেছে টাকা পয়সার অভাবের কারণে অনেক সময় সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা তারা গ্রহণ করতে পারে না। শুধু তা না তখন প্রচলিত নিয়ম ছিল ডি এম আগরতলায় বসে বেনিফিসারী লিষ্ট তৈরী করে তার পছন্দ মত লোকদের দিতেন। এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য ১৯৯৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন করে সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বেনীফিসারী সিলেকশন করার ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে হস্তান্তর করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমি আশা করছি মাননীয় বিরোধী সদস্যগন জনগনের সার্থে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। তাহলেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে পুষ্পে গন্ধে শোভিত হয়ে ফুটে উঠবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ আপনি ১৫ মিনিট বলুন। ৩ মিনিট সময় আমাদের দিক থেকে দিয়ে দিলাম।

শ্রীরতন লাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯শে মার্চ, ১৯৯৯ ইং তারিখে রাজ্যের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বছরের জন্য যে বাজেট প্রস্তাব এখানে পেশ করেছেন সেটাকে পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে কোন অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারছিনা। গত একটি বছরে সম্পূর্ণ আমলাতন্ত্রের বিশ্বাসী এই চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা রাজ্যবাসীর সামনে প্রতিনিয়ত যে ধরনের ব্যর্থতা বিদর্শন রেখে চলেছেন এবং অন্য কয়েক মন্ত্রীর অপরিনাম দর্শিতা তথা অপরিপক্ক বুদ্ধির কারণে রাজ্য প্রশাসন পরিচালনায় যে ধরনের অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাতে আগামী বছরগুলিতে কি হবে তা নিয়ে রাজ্যবাসী আতংকিত হয়ে রয়েছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার অনুমতি ক্রমে আমি আমার লিখিত বক্তব্যটি পাঠ করে শুনাচ্ছি।

প্রথমেই আমি মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুকুমার বর্মণ মহোদয়ের দুটি দপ্তর নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করছি। গত ১৯৯৮ ইং তারিখে বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে একটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে সুকুমার বাবু বলেছিলেন, আগরতলা শহরে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত টাউনবাস সার্ভিস চালু রয়েছে। এরমধ্যে টি, আর, টি, সি বাসগুলি রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আগরতলা শহরে চলাচল করলেও বেসরকারী টাউনবাসগুলি রাত্রি নয়টা পর্যন্ত চলাচল করে।" এই একই অধিবেশনে সুকুমার বাবু অপর একটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, আগরতলা শহরে বিভিন্ন বাজারে রাজ্যে মৎস্য দপ্তরের যে সমস্ত মৎস্য বিক্রয়ের কাউন্টারগুলি রয়েছে সেগুলিতে প্রতিদিন ক্রেতাদের কাছে মাছ বিক্রি করা হচ্ছে।' স্যার, হাউসে দাঁড়িয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী সুকুমার বাবুকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। বিধায়কদের নিয়ে তিনি আজই আগরতলা শহরে চলুন এবং তিনি যদি দেখাতে পারেন যে উনার বক্তব্য অনুসারে বাসগুলি চলছে এবং মৎস্য দপ্তর থেকে বাজারগুলিতে মাছ বিক্রি করা হচ্ছে তাহলে আমি আজই বিধায়কের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষনা করব। অন্যথায় উনি আজকেই রাজ্যের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার ঘোষনা দিতে রাজী আছেন কিনা সেট্য আমি উনার মুখ থেকে শুনতে চাই।

পবিত্র মন্ত্রগুলি পাঠ করে মন্ত্রিত্ব নিয়ে পবিত্র বিধানসভায় দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন

সুকুমার বাবু হাউসটাকে অবমাননা করে যাবেন, হাউসকে বিভ্রান্ত করবেন এটা কোন অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায়না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে একটি রুলিং চাইছি। টি আর, টি সি পরিচালনা দায়িত্ব পেয়ে মাননীয় মন্ত্রী সুকুমার বাবু এই টি, আর, টি, সি-র অগ্রগতি যাত্রা শেষ পর্যন্ত শুরু করেই ছাড়লেন। দপ্তর পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তিনি এখন পর্যন্ত রাজ্যবাসীকে যা উপহার দিয়েছেন তাতে উনার অজ্ঞতা, অকর্মণ্যতা ও ব্যর্থতা ক্রমশই পরিস্কার হয়ে উঠছে রাজ্যবাসীর কাছে। এখন তো দেখা যাচ্ছে কর্মচারীদের বেতন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে টি, আর, টি, সি-তে। পূর্বে যে রুটগুলিতে টি, আর টি, সি বাস সার্ভিস চালু ছিল সেগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৭ উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৯৯৮ ইং তারিখে মাননীয় মন্ত্রী সুকুমার বাবু জানিয়েছিলেন, জোট রাজত্বে পাঁচটি বছরে টি, আর, টি, সিতে ১১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা আয় হয়েছিল এবং ঐ সময়ে টি, আর, টি, সিতে ০১-৩-৯৩ ইং তারিখ পর্যন্ত ১০৫টি বাস এবং ৩৭টি ট্রাক কেনা ছিল।

তার পরেও মন্ত্রী বলেছেন যে, বাসের স্বল্পতার কারণে টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিসগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। নতুন করে টি, আর টি, সি, বাস কেনা হলেই পুনরায় বাসগুলি বিভিন্ন রুটে বাস চালু করা যেতে পারে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, গত পাঁচটি বছরে যেসব বাস কেনা হয়েছিল সেগুলি গেল কোথায় ? সবগুলিই অচল হয়ে রয়েছে ? জোট আমলে ১০৫টি বাস এবং তার কেনা আরও পঞ্চাশটি বাসের মধ্যে সচল বাসের সংখ্যা বর্তমানে কত সেটা কি মাননীয় মন্ত্রী হাউসে জানাবেন ? তবে এই ব্যাপারে গত ২৮-৮-৯৮ ইং মন্ত্রী হাউসে জানিয়েছিলেন, সচল বাস ৫০টি এবং অচল বাস ৮০টি। আর আজকে জানিয়েছেন সচল ৪৭টি। পাঁচ মাসের মধ্যে ৫টি বাস উধাও ? তাহলে দেখা যাচ্ছে, টি, আর, টি, সি, থেকে ৫৫ প্লাস ৫ মোট ৬০টি বাস অদৃশ্য হয়ে গেল।

আগরতলা থেকে মন্দিরঘাট, টাকারজলা, মান্দাই, কিল্লা, ডুম্বুরশিখর, রূপাইছড়ি, কদমতলা, মেলাঘর, চামনু এবং করবুক ইত্যাদি ব্লক হেড কোয়ার্টার সহ বিভিন্ন রুটে টি, আর, টি, সি, পুনরায় কবে নাগাদ চালু করা হবে বা সুকুমার বাবুর মন্ত্রিত্বকালে আদৌ চালু করা হবে কিনা সেটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এই হচ্ছে সুকুমার বাবুর দুটি দপ্তর পরিচালনার

বাস্তব চিত্র এবং উনার এই কার্য্যকলাপের ফলে রাজ্যবাসী অতিষ্ট হয়ে উঠেছেন।

স্যার, এবার আসছি, আই, সি, এ, টি, দপ্তরে। স্যার, ভাবছিলাম, আই, সি, এ, টি, সম্পর্কে কিছু বলব। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী এখানে উপস্থিত নেই। কাজেই আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলছি না।

স্যার, তারপর আসছি শিক্ষা দপ্তর সম্পর্কে। শিক্ষা দপ্তরের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পরিচালিত হচ্ছে এমন একজন মন্ত্রীর দ্বারা যিনি গত বেশ কিছুদিন থেকে শারিরীক অসুস্থতায় ভুগছেন। বলতে দ্বিধা নেই, এত বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরটি পরিচালনা ক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদের চেয়ে খারাপ চালাচ্ছেন সেটা আমি বলতে যাচ্ছি না। বরং কিছুটা ভালই চালাচ্ছেন তুলনামূলক ভাবে। ত্রিপুরা রাজ্যে ৩০৬১টি বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। এদের জন্য রয়েছে ৩৬ হাজার ৪১৬ জন শিক্ষক কর্মচারী। মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরের অধীনে রয়েছে হায়ার এডুকেশন ও। বর্ত্তমানে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকগুলি খতিয়ে দেখে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টিতে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরছি এবং আশা করছি উনি এগুলি ভেবে দেখবেন।

১) দীর্ঘদিন থেকে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি পড়ে রয়েছে এবং এর সংখ্যাটা সম্ভবত ২১২৪। এই ২১২৪টি প্রধান শিক্ষকের পদ খালি থাকাতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসে স্বীকার করেছেন যে এর ফলে বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশুনা ছাড়াও প্রশাসনিক অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। আমি খোজ নিয়ে দেখেছি, কিছু সংখ্যক প্রধান শিক্ষকের পদপূরণের চেষ্টা দপ্তর থেকে করা হয়েছিল। কিন্তু যাদেরকে পদোন্নতি দিয়ে প্রধান শিক্ষক করা হয়েছিল তাদের অধিকাংশ চাকুরী থেকে অবসর নেওয়ার ঠিক দুই বা তিন বছর পূর্বে তাদেরকে পদোন্নতি দিয়ে বদলী করার ফলে তারা প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করতে ইচ্ছুক নয় বলে দপ্তরকে জানিয়ে দিয়েছেন। এই সমস্যাটাকে কিভাবে সমাধান করা যায় সেটা দপ্তরকে নতুন করে চিন্তা করতে হবে এবং অচিরেই এই সকল প্রধান শিক্ষকের পদগুলি পূরণ করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে দপ্তরকে।

২) গত ১১-৩-৯৯ ইং তারিখে মাননীয় মন্ত্রী জানালেন যে, পিওর সায়েন্স এবং বায়ো সায়েন্সের শূন্য পদ রয়েছে। কিন্তু সংরক্ষিত পদের উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া যাওয়ার ফলে পূরণ করা যাচ্ছে না, আমি মনে করি, চাকুরী প্রার্থীদের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে এই

পদগুলি এই ভাবে বছরের পর বছর ফেলে না রেখে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এক্ষুণি ঐ সমস্ত শিক্ষকদের শূন্য পদগুলিকে প্রয়োজনে অসংরক্ষিত করা হউক এবং সেই ভাবে শূন্য পদে লোক অর্থাৎ শিক্ষক নিয়োগ করা হউক।

৩) রাজ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া বিদ্যালয়গুলিকে আপাততঃ খোলা সম্ভব না হলেও ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করতো তাদেরকে পড়াশুনার সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪) শিক্ষা দপ্তরে নির্দিষ্ট কোন বদলী নীতি না থাকার ফলে কেবল মাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টি কোন থেকেই বদলী করা হচ্ছে বলে সর্বত্র অভিযোগ ও ক্ষোভ রয়েছে। শিক্ষকদের নিয়ে এটা করা কিন্তু উচিৎ নয়। কারণ সমগ্র বিষয়টির প্রভাব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পড়ছে এবং এটা মোটেই বর্তমান সমাজে কাম্য হতে পারে না। এই ধরনের ৮ হাজার ৫৬৪ জন শিক্ষককে বদলী বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করতে গিয়ে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষা দপ্তরের কোষাগার থেকে ৪৮ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৪২ টাকা অনর্থক ব্যয় হয়েছে। কেন এই অপচয়? এই টাকাটা অনগ্রসর ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা উন্নয়নে ব্যয় করা যেত। আশা করি, বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চিন্তা করে দেখবেন।

৫) রাজ্যের ২ হাজার ৪৭৮ জন পুরুষ ও ৬২৪ জন মহিলা কে, বি, টি, রয়েছেন। মূলত কক্-বরক্ ভাষায় উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের উপজাতি শিক্ষার্থীদের তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারনের জন্য এই সমস্ত কে, বি, টি, দের সরকারী চাকুরীতে নিযুক্তি। কিন্তু, কালক্রমে তাদের একটি অংশ আগরতলা শহরাঞ্চলের বিভিন্ন নন-কে বি, টি, বিদ্যালয়ে বিভিন্ন আই, এসে এবং শিক্ষা অধিকর্তার মুখ্য কার্যালয়ে পোষ্টিং নিয়ে চলে এসেছেন। ফলে একদিকে যেমন নন-কে, বি, টি, স্কুলে অধ্যায়নরত ছাত্রছাত্রীরা উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব বোধ করছেন অন্য দিকে এই সমস্ত কে, বি, টি,-রা শহরাঞ্চলের নন-কে, বি, টি, বিদ্যালয় সহ অন্য এ পোষ্টিং নিয়ে চলে আসার ফলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ থেকে চূড়ান্তভাবে বঞ্চিত হচ্ছে ঐ সকল কচি কাঁচা উপজাতি শিক্ষার্থীরা। এই ধরনের বঞ্চনার ফলে পরবর্তী সময়ে সৃষ্টি হতে পারে উপজাতি যুবকদের ক্ষোভ। হয়ত ক্ষোভ থেকেই পড়াশুনা ছেড়ে অশুভ শক্তির সংস্পর্শে ও মদতে উপজাতি ছাত্ররা বৈরীতার পথে অনগ্রসর হলে আমরা কি সেটুকু অস্বাভাবিক বলে মনে করতে পারব?

আপনারাইতো বলেছেন যে উপজাতিরা বঞ্চনার থেকে বেরী হয়েছেন। তবে কেন আবার তাদেরকে মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি যেন এক্ষুনি সক্রিয় পদক্ষেপ নেন। কাদের স্বার্থ রক্ষায় এই সমস্ত কে, বি, টি,-দের শহরাঞ্চলে বদলী করে নিয়ে আসা হচ্ছে এটা আমার প্রশ্ন না। অবিলম্বে কে, বি, টি,-দের উপযুক্ত স্থানে উপজাতি শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার জন্য বদলী করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন কিনা সেটা যেন উনার বক্তব্যে হাউসে জানিয়ে দেন। স্যার, হাউসে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী নেই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও নেই। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আপনার মাধ্যমে বলছি রেকর্ড থাকবে, আশা করি উনারা বক্তব্য রাখার সময় বলছেন। আমি প্রথমেই যে প্রসঙ্গটি নিয়ে বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বোর্ডিং হাউসের আবাসিকদের জন্য দৈনিক স্টাইপেণ্ড বরাদ্দ রয়েছে মাথাপিছু মাত্র ১৫ টাকা। সরকারী হাসপাতালের ভর্তি হওয়া রোগীদের খাওয়ার জন্য দৈনিক মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ১৬ টাকা অনাথ আশ্রমের আবাসিকদের জন্য সেই বরাদ্দ হচ্ছে মাত্র ২০ টাকা। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে কুখ্যাত সমাজদ্রোহী তথা অপরাধী জেল কয়েদীদের পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ার জন্য দৈনিক মাথাপিছু বরাদ্দ ২৩,৪৫ টাকা। জেল কয়েদীদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয়ে থাকে যাতে করে তারা জেল থেকে ফিরে এসে পুনরায় তাগড়া শরীরে গুণ্ডা গর্দি করতে পারে এবং অন্যদিকে নাবালক ছাত্রছাত্রী আবাসিকদের যেখানে পুষ্টিকর খাওয়ার বরাদ্দ করা হচ্ছে দৈনিক ১৬ টাকা করে মাথাপিছু বরাদ্দ অপুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে হাসপাতালে ভর্তী হওয়া রোগীদের। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই এটাই কি একটা সভ্য রাজ্য সরকারের ভূমিকা হওয়া উচিৎ?

অনুরূপভাবে রাজ্যের ২৩,৫০০ বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বিধবা কৃষি মজুর, জুমিয়া ও ঠেলা রিক্শা চালকদের মাসিক ১০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রির কাছে জানতে চাইব, অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে মাসিক মাত্র ১০০ টাকা দিয়ে এই সকল অসহায় মানুষগুলিকে বেঁচে থাকার অধিকার বামফ্রন্ট সরকার কি ভাবে রক্ষা করতে চাইছেন? আসলে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার বামফ্রন্ট কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে রাজ্যে বসবাসকারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। রাজ্যের ৬৭৯ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর মধ্যে ৪৬৬ জনকে রাজ্য সরকার মাসিক ১৫০ টাকা করে ভাতা প্রদান করছেন। এই টাকা দিয়ে তাদের হবেটা কি? এটা অত্যন্ত অমানবিক

ব্যাপার। গত ১১শে মার্চ প্রশ্নোত্তরে মাননীয় মন্ত্রী জানালেন, 'বার্ধক্য ভাতা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নেই।" রাজ্যবাসীর কল্যাণে যদি না আসে তাহলে কেন আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করব ? এই টাকা দিয়ে কি হবে ? এগুলিকে পুনরায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে মূল্যায়ণ করতে হবে।

ত্রিপুরা রাজ্যের ৩৩ হাজার ২২৫ জন ভূমিহীন এবং ১৬ হাজার ৩১০ জন গৃহহীনদের জন্য রাজ্য সরকার আগামী অর্থ বছরে বাস্তব সমস্ত কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা যেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সভাকে অবহিত করান।

স্যার, ও, বি, সিদের সংরক্ষনের ব্যাপারে রাজ্য সরকার দিনের পর দিন তালবাহানা করে চলেছেন। কি বলব এই ব্যাপারে রাজ্য বাসী তাদের এই সমস্ত কার্যকলাপে হাসছে। এই হাউসটা হচ্ছে একটা ফাস। দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসে উপস্থিত থাকবেন না আমরা প্রশ্ন কার কাছে প্রশ্ন রাখব ? তাদের কিছু বললে তাঁরা বলেন, 'জোট আমলে লুটপাট হয়েছে।" এই ভাবে রাজ্যবাসীর কোন উপকার হবে না।

স্যার, মাননীয় মুখমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আরও একটি বিষয় আনতে চাইছি। সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রশাসনিক কাজে জনগনের বিড়ম্বনা, দূর করার জন্য "পাবলিক রিলেশান কাম গ্রিভেন্সস সেল" প্রতিটি দপ্তরে থাকার কথা ছিল। কিন্তু সেটা আজও হয়ে উঠল না। কাজেই রাজ্যবাসীর এই বিড়ম্বনা দূর করতে রাজ্য সরকার কতটুকু আগ্রহী সেটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। অথচ এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বার বার এই হাউসকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন যে প্রতিটি দপ্তরে এই সেল খোলা হবে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও জানেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে ১০-৪-৯৩ ইং থেকে ২০-৪-৯৮ ইং পর্যান্ত বামফ্রন্ট শাসিত ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থীদের দ্বারা ৬৪১ জন খুন এবং ১ হাজার ১৯১ জন অপহৃত হয়েছিলেন। এটা আগের হিসাব। গতকালও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে উত্তর দিয়েছেন ১৮৯ জন এবং ৪৬৮ জন অপহৃত হয়েছে। এগুলি যারা করেছে সেই তথাকথিত বৈরীদের সদলীয় কাজে লাগাতে বামফ্রন্ট সরকার তাদেরকে দিয়ে আত্ম-সমর্পনের নাটক করিয়ে তাদের পুনর্বাসনের নামে ৮ কোটি ৮০ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা খরচ করেছেন। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে এই ব্যাপারে সাহায্য বাবদ অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। বর্তমানে ৫৭ জন বৈরীকে মাসিক ৭০০ টাকা করে এবং একজন বৈরী নেতাকে ১০০০ টাকা প্রতি মাসে ভাতা দিচ্ছে রাজ্য সরকার। অবশিষ্টদের অধিকাংশকেই তাদের পছন্দ অনুসারে সরকারী চাকুরী দিয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি কমক্লুড করুন। আর সময় দেওয়া যাবে না।

শ্রীরতন লাল নাথ :— আমি এক মিনিটও নষ্ট করছি না। আমার সময় ১৭ মিনিট।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনাকে ৩' মিনিট বেশী দেওয়া হয়েছে। আপনি ৪ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীরতন লাল নাথ :— রাজ্যে বৈরী সন্ত্রাসের কারনে কেন্দ্রীয় সরকার গত অর্থ বছরের ৬ কোটি ১০ লক্ষ ৭১ হাজার ১১৭ টাকা বিশেষ অনুদান হিসাবে দিয়েছেন। এই টাকা দিয়ে রাজ্য সরকার আরক্ষা দপ্তরের কর্মীদের জন্য গাড়ী ও আধুনিক অস্ত্র কেনা বাবদ বরাদ্দ দিয়েছেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার আরো ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা রাজ্য সরকারকে দিয়েছেন। এই টাকা কি ভাবে খরচ হয়েছে ? প্রত্যন্ত এলাকায় বিভিন্ন থানাগুলি যেখানে গাড়ীর স্বল্পতায় ধুকছে এবং থানার আরক্ষা কর্মীরা যেখানে বৈরী মোকাবিলায় আধুনিক অস্ত্র পাচ্ছে না সেখানে কেন্দ্রের টাকায় কেনা গাড়ীগুলি ব্যবহার করছে আই, পি, এস, অফিসারদের জন্য। তাদের সিকিউরিটি দিয়ে কি হবে, তাদের সিকিউরিটি কিসের জন্য ? আরক্ষা কর্মীরা যারা বিভিন্ন থানাতে আছে তাঁদের কাঁধে ঝুলছে অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং এগুলি নিয়ে পুলিশ চলছে আগরতলা শহরে। পাশাপাশি বৈরী মোকাবিলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের পুলিশ সহ আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা নিজেদের বিপন্ন বোধ করছেন।

স্যার, অবাক হয়ে যেতে হয় আই, পি, এস অফিসারদের বাড়ীতে ব্যবহৃত টেলিফোনের বিল দেখে। সরকার থেকে তাদের বাড়ীতে যে সমস্ত টেলিফোন লাইনের সংযোগ দেওয়া হয়েছে সেগুলিতে কেন এস, টি, ডি, আই, এস, ডির সুযোগ থাকবে ? কোন দপ্তরের অফিসারের বাড়ীতে সেটা থাকা উচিত নয়। সরকারী টেলিফোন সংশ্লিষ্ট অফিসারের পরিবার-পরিজন কারনে-অকারনে ব্যবহার করে চলেছেন। লক্ষ লক্ষ টাকা টেলিফোন বিল উঠছে এবং সরকার তার কোষাগার থেকে এই টাকা দিয়ে বিল মেটাচ্ছেন। বিধানসভায় পরিবেশিত একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে গত ১-৪-৯৩ ইং থেকে ৩১-৩-৯৮ ইং তারিখ পর্যন্ত আই, পি, এসদের শুধু মাত্র আই, পি, এস নয় অন্যান্য অফিসারদের জন্য ও বাড়ীতে ব্যবহৃত টেলিফোন বিল মেটাতে ১৫ লক্ষ ৩১ হাজার ১৯২ টাকা দিতে হয়েছে এবং রাজ্য সরকারের কোষাগার ফাঁকা হয়ে গেছে। কি জনকল্যাণ কাজে আই, পি, এস, এবং অন্যান্য অফিসারদের বাড়ীতে ব্যবহৃত টেলিফোনের বিল পেমেন্ট করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে ৪ লক্ষ ০১ হাজার ২৮৫ টাকা গচ্চা গিয়েছে ?

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ, রাজ্য সরকারের কোষাগার যেহেতু কারও ব্যক্তিগত কোষাগার নয়, আই, পি, এস অফিসার হোক বা অন্য কোন অফিসার হোক। বাইরে এস, টি, ডি, আই, এস, ডি করার বুথ সেন্টার আছে। মুখ্য সচিব বা এই ধরনের পদাধীকারীদের জন্য সেটা থাকতে পারে প্রশাসনিক কাজে। কিন্তু অন্যদের কেন এই সুবিধা ? তাদের যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে সেটা তো অফিসে এসেই ব্যবহার করতে পারেন বা বাড়ীতে প্রয়োজন হলে ট্রাংকল বুক করতে পারেন। সরকারী কাজে ট্রাংকল হলে রাজ্য সরকার খরচটা দেবেন। এতে এক দিকে যেমন প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন হবে অন্য দিকে সরকারী টাকা জনকল্যানে ব্যয় করা যেতে পারে। ডিপার্টমেন্টের পারিবারিক কারনে কেন এত লাখ লাখ টাকা দেওয়া হচ্ছে ? তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি প্রশাসনের ব্যয় সংকোচ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। এবং সাথে সাথে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর কাছে একটা কথা বলব এটা আপনার কাছে বিরাট ক্লেইম। আজকে এক ভদ্রলোক জনৈক বীরবল্লভ সাহা সভাপতি ত্রিপুরা এমপ্লয়ীজ কমিটির। উনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা খোলা চিঠি দিয়েছেন কর্মচারীদের বঞ্চনা করার জন্য দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মানিক বাবুর একটা গোপন চুক্তি হয়েছে যে এমপ্লয়ীজদের জন্য টাকা দিতে হবে না, অন্য টাকা দাও। ডাইরেক্ট অভিযোগ কি গোপন চুক্তি ? ওপেনলি প্রকাশ করা উচিত আদার ওয়াইজ এটা কি হবে ? কর্মচারীদের স্বার্থে এটা খোলা চিঠি, এটা নিউজ আইটেম নয় খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন। এটার যথাযথ উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন এটা অপজিশান লিডার বলেছেন বাজেটে অর্থ মঞ্জুর কিসের জন্য করা হয় ? গায়ের জোরে পাশ করানো যায় না এটা। এই টাকা জনসাধারনের ডেভেলাপমেন্টের জন্য খরচ করা হয় না। সুতরাং এইগুলির যদি যথাযথ উত্তর দিতে না পারেন তাহলে আমরা কাট মোশানের জন্য বাকী অস্ত্রগুলি রেখেছি। বিদ্যুৎ দপ্তর, পূর্ত দপ্তর এবং অন্যান্য দপ্তরের যদি উত্তর দিতে পারেন তাহলে বাজেটকে সমর্থন করব নতুবা প্রত্যাহার করে নিন। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্ম কুমার দেববর্মা।

শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১১শে মার্চ ১৯৯৯ ইং তারিখে এই হাউসে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের জন্য যে কর বিহীন বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

এই বাজেটকে সমর্থন জানাচ্ছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনিও জানেন, আমরা সবাই জানি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে পশ্চাদপদ। এই রাজ্য নানা সমস্যার মধ্যে জর্জরিত এবং তার মধ্যে দিয়ে এই অঞ্চলের পরিকাঠামো এবং মৌলিক পরিষেবার ক্ষেত্রে শুক্লা কমিশনের সুপারিশ এখন পর্য্যন্ত কার্যকরী হয়নি। এই পশ্চাদপদ রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের দীর্ঘদিনের যে বঞ্চনা, অবহেলা, তার মধ্য দিয়েও এবারের যে বাজেট এই রাজ্যের সমগ্র মানুষের স্বার্থে, সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সাহায্য করবেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার উপজাতি প্রভাবিত এলাকা মানুষের কল্যানে নিয়োজিত স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের ভূমিকার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি। জাতি উপজাতিদের মিলনভূমি এই ত্রিপুরা রাজ্য ঐতিহাসিক কারনে আজকে ত্রিপুরার উপজাতিরা সংখ্যালঘুতে পরিনত হয়েছে। তাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি সংস্কৃতি একদিন ছিল সেটা এখন ধ্বংসের পথে। কিন্তু এই রাজ্যে যে দিন থেকে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেদিন থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের সাধারন মানুষের দীর্ঘ আন্দোলন এবং ১৯৮৫ সনের ১লা এপ্রিল ৬ষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী স্বশাসিত জেলা গঠন হয়েছিল। রাজ্যের মোট আয়তনের ৮০ শতাংশ এবং জনসংখ্যার দিক থেকে ৩২ শতাংশ মানুষকে নিয়ে গঠিত ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়নের অঙ্গীকার বদ্ধ এই জেলা পরিষদ। আমি একজন এ, ডি, সি এলাকার উপজাতি অংশের মানুষ এবং নাগরিক। তাই এটা আমার মনকে নাড়া দেয়। উপজাতি জনগন ও উপজাতি ভূক্ত এলাকার মৌলিক চাহিদা পূরনে, শিক্ষা, অর্থনীতি, সংস্কৃতির পরিকাঠামোর বিষয়ে নানাবিধ প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে উপজাতিভুক্ত এলাকায় উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২৫ দফার গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি ১৯৯৬-৯৭ ইং সনের অষ্টম, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এ, ডি, সির কর্তৃপক্ষ যে হিসাব বের করেছেন তাতে দেখা যায় এ, ডি, সির উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের অন্ন, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষার সমস্যার সমাধানের জন্য এই পাঁচ বৎসরে রাজ্য সরকার এ, ডি, সিকে সরাসরি অথবা বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রায় ২০০ কোটি টাকা দিয়েছেন। এটা একটা রেকর্ড এবং নজীরবিহীন। এর একটাই উদ্দেশ্য, এ, ডি, সি, এলাকায় ১০ লক্ষ লোক যার ৭৫ শতাংশ উপজাতি এবং প্রায় ২৫ শতাংশ অনু-পজাতি তাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই অর্থগুলি ব্যয় হয়েছিল। তারা সবাই পাহাড়ে, সমতলে বসবাসকারী গরীব মানুষ, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। বিশেষ করে আদিবাসী, জুমিয়া, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীসহ সকলেই যাতে আর্থিক, সামাজিক, বাসস্থানের সার্বিক উন্নয়নের ত্বরান্বিত করে মাথা তোলে দাঁড়াতে পারেন এবং যারা ছাত্র, যুবক তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করে আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাও প্রশংসনীয়।

কিন্তু উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার নাম করে সারা রাজ্য যেভাবে উগ্রপন্থী তৎপরতা শুরু হয়েছে তাতে সারা রাজ্যের বিশেষ করে এ, ডি সি, এলাকার উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে। চাঁদার জুলুম, অপহরণ, খুন সন্ত্রাসমূলক কার্য্যকলাপের ফলে আজকে সারা রাজ্যের মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। অথচ এই উগ্রপন্থীদের যারা মদতদাতা তারা আজকে এই বিধানসভায় বসে রয়েছেন এবং তাদের পক্ষে ওকালতি করছেন। রাজ্যের জাতি-উপজাতি অংশের মানুষের এবং আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্বেও এই উগ্রপন্থীদের দমন করা করা যাচ্ছে না সেটা আজকে বুঝা যায় বিধানসভায় বিরোধী বন্ধুদের উত্থাপিত প্রস্তাব থেকে। কিন্তু মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। রাজ্যের শান্তিপ্রিয় মানুষ সংঘবদ্ধ ভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করবে। আমরা দেখেছি এই বিধানসভায় আমাদের বিরোধী বন্ধুরা উনাদের সময়ের অর্থাৎ জোট জমানায় যে সব অপকীর্তি তারা করেছেন সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠলে তারা ভয় পেয়ে যান। ওদের সে কীর্তিকলাপ আজকে সকলেই জানে। কিন্তু আমরাতো বলে থাকি রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার আমাদের সমস্ত উন্নয়নমূলক কার্যসূচী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। আমরা এটা বলে থাকি এবং বলব। কিন্তু ওরা মানুষের কাছে যেতে ভয় পায় কেন? ১৯৮৮-৯৩ সাল পর্যন্ত এই এ, ডি, সি, এলাকায় কি ছিল? রাস্তাঘাট, স্কুল আগের বামফ্রন্ট সরকার যা করে দিয়েছিলেন সে সমস্ত তারা ধ্বংস করে দিয়েছিল। সেজন্য আজকে এই এ, ডি, সির কথা বললে উনারা আরো বেশী ভয় পান। এ, ডি, সির উন্নয়নের জন্য উনারা কিছুই করে যাননি। তাই আমি আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বছরের জন্য যে উন্নয়নমূলক বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা। আপনার সময় ১২ মিনিট।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় চেয়ার, গত ১৯শে মার্চ ১৯৯৯ ইং তারিখে এই যে বাজেট পেশ করেছেন বাদলবাবু, আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী আমি যেটুকু দেখেছি এবং উনার যে বক্তব্য এবং বাজেট বইতে যেভাবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের উপর বিশেষ করে উপজাতি কল্যাণ এবং তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর এবং নগর উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত সহ বেশ কিছু দপ্তরের উপর উনি ছুরি চালিয়েছেন এবং এই ছুরি চালানোর পরেও উনার দপ্তর ঐ সব দপ্তরের মন্ত্রীদের বাগে আনতে পেরেছেন এবং বিশেষ করে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি আদায় করতে পেরেছেন। কাজেই এতে আমার মনে হয় উনার নাম বাদল চৌধুরী

না রেখে সাকুসেন্দ্‌ফুল চৌধুরী রাখা উচিত।

স্যার, এখানে আমি প্রথমে যে জিনিসটা বলতে চাই সেটা হলো যে আমাদের রাজ্যের সব চাইতে বড় সমস্যা যেটা সেটা হলো আইন-শৃংখলা-স্বরাষ্ট্র দপ্তর।

সেই উন্নয়নের লক্ষ্যে যদি পৌঁছতে হয় এবং সরকারের কর্মসূচী যদি রূপায়ণ করতে হয় তাহলে সব চেয়ে আগে দরকার হচ্ছে রাজ্যের আইন-শৃংখলা ব্যবস্থাটা। এখানে সরকার পক্ষের মাননীয় সদস্যরা উনাদের বক্তব্য রেখেছেন। আমার একটা কথা মনে পড়েছে স্যার, সেটা হলো একজন পকেট মার কোন একজন লোকের পকেট মেরে দৌড়ে পালাচ্ছে। যার পকেট কাটা গেল তিনি চিৎকার শুরু করলেন ঐ লোকটা আমার পকেট মেরেছে। উপস্থিত সবাই তখন ঐ লোকটার পিছনে ছুটছেন ধরার জন্য। পকেট মার এত বেশী দৌঁড়েছে যে সে হাফাচ্ছিল। সে ভাবল আর দৌড়াতে পারবে না। আর দৌঁড়াতে না পারলে সে ধরা পড়ে যাবে। এমনি সময়ে ওর সামনে দিয়ে একট মিছিল যাচ্ছিল কার মিছিল, কিসের জন্য মিছিল সেটা ভাবার তার অবকাশ ছিল না। সে ভাবল, বাঁচব যদি আমি মিছিলটিতে ঢুকে যাই। মিছিলে মিছিলকরীরা কি সব বলছে সেটা সে আর বুঝতে পারছে না। সে বলছে, যখন যেমন তখন তেমন, যখন যেমন তখন তেমন। আসলে মিছিলটা ছিল মহরমের মিছিল। যারা মিছিলে যাচ্ছে তার বলছে হায় হাসান হায় হুসেন। হায় হাসান হায় হুসেন। কিন্তু সে বলছে যখন যেমন তখন তেমন।

আমি যা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে, আপনাদের বক্তব্যটাও অনেকটা সেরকমই হচ্ছে। যে যেভাবে পারছেন সেই ভাকেই চালিয়ে যাচ্ছেন। যেমন মাননীয় সদস্য উমেশদা কবিতার বই পড়েই শেষ করে দিলেন। মাননীয় সদস্য পদ্মকুমার বাবু কেবল 'ভোট' 'ভোট' করেই কাটিয়ে দিলেন। কাজেই যে যেমন পারে সেভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সব সময়েই আমাদেরকে সাহায্য করার কথা বলেন। আমরাও উনাকে সাহায্যের কথা বলি। আজ আমি উনাকে জিজ্ঞাস করতে চাই এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগনের নিরাপত্তার প্রশ্নে আইন শৃংখলা রক্ষা করতে গিয়ে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন সেই টাকাটাই বাজেটে ধরা হোক। প্রয়োজনে অন্যান্য দপ্তরের টাকা কাট-ছাঁট করে হলেও। আগে রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা দিতে হবে। সাধারণ মানুষ থেকে মন্ত্রীরা এই রাজ্যে নিয়মিত খুন হচ্ছেন। সাধারণ মানুষ থেকে পুলিশ কর্মী-অফিসার এমনকি মন্ত্রী-বিধায়করাও অপহৃত হচ্ছেন। এই ব্যাপারে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই হাউসে বলেছিলেন এটা এই রাজ্যের দৈনন্দিন ঘটনা, এটাকে গুরুত্ব দেওয়ার কি আছে। উনার কথাটার গুরুত্ব ছিল।

এই রাজ্য এইভাবে চলছে এই ভাবে চলবে আর একটা বন্ধ করার জন্য কোন উদ্যোগ নেই। ফলে আমার অনুরোধ থাকবে যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়ে যে এই রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তার জন্য কত কোটি টাকা লাগবে বাজেটে? সেখানে বরং তার সংস্থান রাখুন। কেন্দ্র পুলিশ দেয় না, সি, আর, পি, এফ দেয়না, বি, এস, এফ দেয়না। একটা রাজ্য সরকার যখন থাকে রাজ্যের মানুষের উন্নতি করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া এটা রাজ্য সরকারের ব্যাপার। কেন্দ্রের মধ্যে কোন দলের সরকার থাকতে পারে সেখানে তার দলের সরকার নাও থাকতে পারে এটা হতেই পারে। এবং সেখানে তারা বৈষম্য করতেই পারে এটা অস্বীকার করার মত নয়। যেমন আপনারা এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আছেন। আগরতলা পৌরসভায় আছেন কারা? সেখানে কংগ্রেস পরিচালিত আছে। আমার কাছে তথ্য আছে সেখানে কি ধরনের বৈষম্য হচ্ছে কাগজ আছে সেগুলি বলব। অমরপুর নগর পঞ্চায়েত আছে সেটা কে পরিচালনা করছে? কংগ্রেস করছে। সুতরাং আপনারাতো বৈষম্য করছেন। যেখানে আমাদের পঞ্চায়েত আছে সেখানে কি হচ্ছে? পাশের পঞ্চায়েত যদি এক মাসে তিনটা ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয় সেখানে কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এসের পঞ্চায়েতে তিন মাসেও একটা ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয় না। ফলে এটা একটা বৈষম্য। এটা আমি বলতে গেলে আমাদের একটা জন্মগত দোষ, আমরা সবাই দোষী। এরমধ্যে কেউ বাদ যাবেনা। আপনারাও বাদ নয় আমরাও বাদ নয়। আমি এই জন্য কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে দোষারোপ করতে চাই না। কিন্তু এটা সত্যি কথা যে, রাজ্য যখন যিনি থাকবেন তার দায়িত্ব থাকবে এই রাজ্যের মানুষকে রক্ষা করার। ঐ রইস্যাবাড়ী থানা, সেই থানায় পুলিশ অফিসাররা চাঁদা দিয়ে সেখানে থাকতে হয়। রইস্যাবাড়ী থানায় যারা কর্মরত আছেন পুলিশ তারা থানার মধ্যে ডিউটি দিতে পারে না। সন্ধ্যার পর যার যেমন পালিয়ে সিভিল ড্রেসে থাকতে হয়। আমি বলছি এখন ঐ থানার মধ্যে এ, কে ৪৭, এ, কে ৫৬ এগুলি কোথায় গেল, এগুলি এখানে আসছে না কেন?

রাজ্য সরকার পুলিশের আধুনিকরনের জন্য আমরা প্রস্তাব দিয়েছি, আমরা এইজন্য টাকা দিয়েছি, বাজেটে টাকা ধরেছে, কেন্দ্রের কাছে আরও টাকা চেয়েছে। এ, ডি, সিতে পুলিশ বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের হাতিয়ার কি? লাঠি থাকবে। যেখানে এ, কে ৪৭, এ, কে ৫৬ সেগুলিও কাজ করছে না, সেগুলি দিয়ে উগ্রপন্থীদের মোকাবেলা করা যায় না আর সেখানে লাঠিয়াল দিয়ে সেখানে উগ্রপন্থীদের মোকাবেলা হবে? তাহলে বলুন কি কারনে আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি? আমি বরং বার বার এই কথাটা বলব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে এই রাজ্যটাকে রক্ষা করুন, এই রাজ্যের মানুষকে

রক্ষা করুন। আমি প্রশ্ন করেছিলাম এই রাজ্যে এই পর্যন্ত উগ্রপন্থীদের সন্ত্রাসের ফলে কত মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে? এরমধ্যে কতজন উপজাতি, কত জন তপশীলি জাতি এবং কতজন অন্যান্য সম্প্রদায়ের? উত্তর কি দিয়েছেন তথ্য সংগ্রহাধীন। অর্থাৎ আপনারা এই তথ্যটা জানাতে চান না এটা গোপন রাখতে চান। কারন এটাতো প্রতিদিনের ঘটনা। কিন্তু আমি একটা নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত চেয়েছিলাম। আমি আজকে পর্যন্ত বলিনি ফেব্রুয়ারীর ২৮ তারিখ পর্যন্ত বলেছিলাম। স্যার, আমার যেটা বলার যে, আমরা দিল্লী যাব আমরা প্রয়োজনে ধর্না দেব কিন্তু এই রাজ্যটাকে রক্ষা করার জন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নেই। উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে এই রাজ্য সরকার কি দৃষ্টি ভঙ্গি আছে, কি নীতি আছে কি নির্দেশিকা আছে সেটা বের করুন সেটা বলুন আমরা আপনাদের সাহায্য করব। আমরা চাই এই রাজ্যটা যাতে আর ধ্বংস হয়ে না যায়। এই দায়িত্ব আপনার। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না, কেউ ক্ষমা পাবেনা। আপনিও পাবেন না আমরাও পাব না। ইতিহাস তার গতিতে চলবে। কিন্তু এই রাজ্যের যে সর্বনাশ হতে চলছে, হচ্ছে এই ধ্বংসের হাত থেকে যদি রাজ্যটাকে রক্ষা না করেন তাহলে ক্ষমা কেউ করবে না। ইতিহাস সেটা অত্যন্ত স্বর্নাক্ষরে লিখিত থাকবে। মাননীয় চেয়ারম্যান, আমার এটা বলতে হয়।

মাননীয় চেয়ার স্যার, এটা আমার বলতে হয়। এখানে আর, ও, পি, নিয়ে কর্মচারীদের ব্যাপার নিয়ে কি চলছে? একজন ফার্মাসিস্ট এই আর, ও, পি, নিয়ে যে তালবাহানা হয়েছে তার ফলে উনি চাকুরী থেকে রিজাইন করেছেন। তার নাম হল শংকর সাহা সে ৮২ মাইল পি, এইচ, সি,র ফার্মাসিস্ট। স্যার, এই রাজ্যের ফার্মাসিস্টদের অবস্থা কোথায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়। শুধু ফার্মাসিস্টই নয় অন্যান্য কর্মচারীদের অবস্থাও তাই। এই পে-কমিশনের সুপারিশকে পাশ কাটানোর জন্য তারা বিভিন্ন কৌশল নিয়েছেন যারা ইঞ্জিনিয়ার আছেন তাদেরকে বিশেষ ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। শটারদের ক্ষেত্রে কি করা হয়েছে? শটারদের আগে একটা নির্দিষ্ট স্কেল ছিল। এই পে-কমিশন শটারদের কে গ্রুপ সি থেকে নামিয়ে তাদেরকে গ্রুপ-ডি-তে করা হয়েছে। এই কারনটা কি? তাদেরকে কেন গ্রুপ-সি- থেকে নামিয়ে গ্রুপ ডি করা হল? এর পরে আছে বিভিন্ন অংশের কর্মচারী। এখানে রতন বাবু বলেছেন এবং আজকের পত্রিকাতেও উঠেছে বিষয়টা, যে, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য আপনাদেরকে টাকা দিয়েছেন। কিন্তু আপনারা এই টাকাটা অন্যখাতে ঘুড়িয়ে দিলেন। আর আপনারা বার বার বলছেন যে আপনারা কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা পাননি। আমরাতো জোট সরকারের আমলে তৃতীয় পে-কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করেছিলাম। কিন্তু কোথাও তো আমরা একবারও বলিনি যে কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা না

পেলে আমরা তৃতীয় পে-কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করতে পারবনা। আমরাতো আর, ও. পি. নিয়ে জালিয়াতি করিনি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনি এই হাউসে বলেছিলেন যে আমি খুব সহসা এই আর, ও, পি. কার্যাকরী করব। কিন্তু কি হচ্ছে আজকে? একবার বলা হচ্ছে ফার্ষ্ট ফেব্রুয়ারী আরেক বার বলা হচ্ছে ফার্ষ্ট জানুয়ারী, আরেকবার বলছেন সামনের মাস। এই নিয়ে চলছে জালিয়াতি স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুন। আপনার সময় শেষ হয়েছে।

শ্রী জওহর সাহা :— ঠিক আছে স্যার,। অল্প সময় নিচ্ছি। স্যার, বিদ্যুৎ এর অবস্থা কি? হুক লাইন দিয়ে যারা বিদ্যুৎ চুরী করছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেই। এই রাজ্যের সাধারণ মানুষ যারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তাদের উপরে সেখানে শর্ত লাগানো হল। কি পয়েন্ট ভিত্তিতে নাকি তাদেরকে বিদ্যুৎতের বিল দিতে হবে। বাড়ী বাড়ী গিয়ে পয়েন্ট হিসাব করা হবে তার হিসাব অনুযায়ী গ্রাহকদের বিদ্যুৎতের বিল দিতে হবে। একজনের বাড়ীতে তো অনেক পয়েন্ট থাকতে পারে কিন্তু সে সবগুলি পয়েন্ট ব্যবহার করে কিনা সেটা না দেখে তাদের বিল অনুযায়ী টাকা দিতে হবে। কিন্তু এটা কোন ধরনের নীতি? আমার তো মনে হয়না যে ভারতবর্ষের কোথাও এই নীতি আছে বলে। যদি কোথাও বিদ্যুৎতের মাশুল বৃদ্ধি করতে হয় সেটা আলোচনা করে করুন। এখানে আপনারাই বলেছেন যে এই রাজ্যের শতকরা ৭৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। তা হলে আজকে এই বিদ্যুৎতের মাশুলটা এই ভাবে বাড়ালেন কেন?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন।

আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় আছেন আমি দিয়েছি। আমাদের ইউনিভার সিটি আছে আমরা অনেক লড়াই সংগ্রাম করে ইউনিভারসিটি স্থাপন করেছি। আজকে সেই ইউনিভারসিটির অবস্থাটা কি? আমি বার বার চিঠি দিয়েছি। কারণ সেখানে ভর্তি হতে গেলে একটি নির্দিষ্ট মার্ক পেতে হয়। তাহলে পরে সে সাইন্স কিংবা অন্যান্য কোর্সে ভর্ত্তি হতে পারবে। রিয়া. উনি সার্কুলারটি এভয়েড্ করলেন। কেন এটা ভর্ত্তি হতে পারবে না। আমরা চার্ট দিয়ে দিয়েছি। এই যে চার্ট দেখুন। এবং আমি যে নাম দিয়েছি এই নামটা কেটে আরেকটা নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই ভাবে জালিয়াতি করেছে বছরের পর বছর। শুধু তাই নয় বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে জালিয়াতি হচ্ছে। এবং ইউনিভারসিটির কিছু কর্মচারী যোগ সাজসে নাম কাটিয়ে টাকার বিনিময়ে কম নাম্বার পাওয়া ছেলেটার নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে। এবং

আমি অনেক চিঠি দেওয়ার পর সেই ছেলেটাকে ভর্তি করে দিলেন। অথচ যারা টাকার বিনিময়ে ভর্তি হচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এটা ভুল ক্রমে উঠেছে।

শ্রী জওহর সাহা :— এটা চট করে কেটে দেওয়া হয় কেন? যেহেতু সই করা কাগজটা কিভাবে কেটে দেওয়া হয়? ঠিক আছে যদি নাম কাটা হয় তাহলে কাটা জায়গার পাশে তো ইনিশিয়েল থাকার কথা। এই ভাবে তো প্রতি বছর চলছে। কোন কোন স্কুলে হেডমাষ্টার নেই কিংবা কি হচ্ছে সেটা বলতে চাই না। আরেকটা কথা আমি বলি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— জওহর বাবু শেষ করুন। প্লিজ না না অনেক সময় নিয়েছেন।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, শেষ করছি, আমাকে এক মিনিট সময় দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে তাহলে আপনার এক মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে।

শ্রী জওহর সাহা :— আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো আমাদের রাজ্যে ক্রিড়া দপ্তর ইনফরমেশন দপ্তর এবং কালচারেল এ ফেয়ার্স দপ্তর যার দায়িত্বে আছেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী যাকে আমরা বলতে পারি তড়িৎ কর্ম চৌধুরী। এই ভারতবর্ষে এ প্রথম কায়দা কানুন এই রাজ্যে চালু করতে চাইলেন সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে।

যে তোমরা নাকে খর দিয়ে, পন দিয়ে তারপরে সরকারের পাবলিসিটি পাবে। আজকে আদালতে পর্যন্ত গিয়েছে, হাইকোর্ট থেকে বলা হয়েছে যে কোন পত্রিকা তাদের এডভারটাইজ-মেন্ট বন্ধ করা যাবে না। স্যার, চার মাস যাবৎ পত্রিকাগুলো বিজ্ঞাপন দিতে বলছে না। চলছে এই সংবাদপত্রগুলোতে কত হাজার কর্মী আছেন তাদের সংখ্যা কত? আর যারা ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এই বিধানসভা ভবনে যে, তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং অধিকার দেওয়া হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— জওহর বাবু আপনি বসুন; না না অনেক সময় হয়েছে।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, আর একটু সময় দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে একটু সময় দিলাম।

শ্রী জওহর সাহা :— কারণ কমিশনের পর কমিশন হচ্ছে। কিন্তু ওয়াকিং জার্নালিষ্টদের জন্য কোন উন্নতি করা হবে কিনা, সেটা পর্য্যন্ত আজও হয়নি। এবং উনাদের জন্য রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত নেয় নি। ভবিষ্যতে নেবে বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। সংবাদ পত্রগুলোর যে বকেয়া বিল ছিল তা আজকে চার মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এবং কোন কোন জায়গায় বৈষম্যমূলক এড,ভারটাইজমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। এই বিধানসভার মধ্যে তথ্য দেওয়া আছে। আমার প্রশ্ন আছে নিশ্চয় সামনে পাব। এই ভাবে ভুল করা হচ্ছে।

আগরতলা পৌরসভার যেখানে লোক সংখ্যা ১, ৬১, ২০৬ সেখানে বরাদ্দটা ৬ লক্ষ টাকা। অমরপুরে যেখানে লোক সংখ্যা ৯.৬৮০ জন সেখানে দিলেন ৪ লক্ষ টাকা। আর এছাড়া যেখানে লোকসংখ্যা কমলপুরে ৩,৯২০ সেখানে দিলেন ৪ লক্ষ টাকা। তাছাড়া বিলোনীয়া বলুন, উদয়পুর বলুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে, আপনি বসুন। প্লীজ আপনি বসুন।

শ্রী জওহর সাহা :— এদের ক্ষেত্রে কেন বৈষম্য হবে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বাসুদেব মজুমদার।

শ্রী জওহর সাহা :— এটা কি বললেন আপনি ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি বলেছিনা এটাতো হয় না। আপনি ঘড়ির কাটা দেখুন। আপনি ১৫ মিনিটের জায়গায় ২০ মিনিট টাইম নিয়েছেন। না, আপনাকে আর সময় দিতে পারি না, আপনি বসুন। মাননীয় সদস্য শ্রীবাসুদেব মজুমদার

এটা স্পীকারের চেয়ার আপনি যা খুশি তা করতে পারেনা। যখন তখন সময় নিতে পারেন না।

শ্রী বাসুদেব মজুমদার :— ১৯শে মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— আপনি কোনটা এক্সপাঞ্জ করলেন, উনার সমস্ত বক্তব্যটা এক্সপাঞ্জ করলেন ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, না আমি এটা বলিনি।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— কিন্তু এই ভাবে এক্সপাঞ্জ করবেন কেন ? এই ভাবে যে এক্সপাঞ্জ করা যায় না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ব্যাপারটা শুনুন রতিবাবু, আমি শেষ করার পরে যেটা বলেছে সেটাই এক্সপাঞ্জ করার জন্য বলছি। আমিতো আর কিছু বলিনি বলেছি তার পর বললে এক্সপাঞ্জ হয়ে যাবে। একথাই বলেছি।

শ্রী বাসুদেব মজুমদার (বলোনীয়া) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, সেই বাজেটকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই জন্য, এই বাজেট এই রাজ্যের গরীব মানুষের, শ্রমজীবী মানুষের যে আকাঙ্খা, যে প্রত্যাশা এই বাজেটের মধ্যে সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে। আমি সমর্থন করছি এই জন্য এই বাজেটের যে দৃষ্টিভঙ্গি যে অভিমুখ তার সঙ্গে আমি একমত। তবে আমি বিশ্বাস করি এই বাজেটের বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়েই এই বাজেট গরীব অংশের মানুষ শ্রমজীবী অংশের মানুষ স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কাজ করে যাবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাও জানি এই বাজেট সমর্থন করতে পারিনি যারা গনতান্ত্রিক চিন্তা চেতনা, গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা আই, এম, এফ, এর কাছে, বিশ্ব ব্যাংকের কাছে বন্ধক রেখেছেন, তাদের কাছে এই বাজেটের সমর্থন করা খুবই কঠিন। আমি এটা জানি বিরোধীদের মধ্যে এমন কিছু মাননীয় সদস্য রয়েছেন যারা গণতান্ত্রিক পথে রাজ্য পরিচালিত হোক তা চায়। তাদের মনের মধ্যে চিন্তার মধ্যে এটা থাকলেও, যেহেতু এই চিন্তা তারা বন্ধক রেখেছেন গনতন্ত্রের কাছে, পুঁজিবাদের কাছে বা সাম্রাজ্যবাদের কাছে স্বাভাবিক ভাবে তাদের ইচ্ছা থাকলেও সে চিন্তার সৎব্যবহার তারা করতে পারছেন না। কারণ আমরা জানি বন্ধকীবাজ এখন যিনি মালিক তার ইচ্ছা ব্যবহার করা যায় না, ব্যবহৃত হয় যার কাছে বন্ধক দেওয়া হয়েছে তার ইচ্ছার উপরই সেটা ব্যবহার করা নির্ভর করে। স্বাভাবিক ভাবে যাদের সদ্ইচ্ছা আছে তারা ও কার্য্যকরী করতে পারছেন না। যেহেতু সেটা বন্ধক রেখেছে। আমি লক্ষ্য করেছি এই বাজেটে যে বিষয়টার প্রতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এই রাজ্যের এ, ডি, সি, এলাকার অন্তর্ভুক্ত অনগ্রসর এলাকাগুলিকে যাতে সচল করা যায়।

অনগ্রসর এলাকায় যারা বসবাস করছেন তাদের দুই বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা যাতে করা যায় এই বিষয়ের উপর যথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ২৫ দফা গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহন করেছেন এবং এই প্রকল্প এবং বাস্তবায়নের জন্য যখন এই বাজেটে যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তখন এই বাজেটকে নিয়ে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করার চিন্তা করছেন।

আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও জানেন ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে স্বশাসিত জেলা পরিষদ যাতে না হতে পারে তার জন্য কারা ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তারা সেই দিন আকাশ, বাতাস স্তম্ভিত করার শ্লোগান তুলেছিলেন 'রক্তদেব স্বশাসিত জেলা পরিষদ হতে দিব না।' রক্তদেব জমি যাতে পুনর্বাসন না হয় তার জন্য কোন সুযোগ করে দিব না, এই কথাও তারা বলেছিলেন। এরা এখানে আছেন, অতএব এ ডি সি এলাকায় কাজ হবে। এ ডি সি এলাকায় বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিটা সিদ্ধান্ত যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত হবে। এটা তাদের পক্ষে খুব কঠিন। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ খুব ভাল ভাবে জানেন। আমি শুধু একটি কথাই বলব বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর এ, ডি, সি যখন গঠিত হয়েছে, এ, ডি, সি গঠিত হওয়ার আগে দাঙ্গা শুরু করেছিলেন, এ, ডি, সি যাতে না হতে পারে। প্রথম এ. ডি, সি নির্বাচনের কংগ্রেসের কোন প্রার্থী ছিল না। কারন একটাই এ, ডি, সির বিরোধীতা যারা করেছিলেন নির্বাচনে যদি তারা দাঁড়ায় এর পরিনাম কি হবে তা বুঝতে পেরেছেন। অতএব দুটি বাটি নিয়ে প্রার্থী হয়েছিল কংগ্রেস দলের কিছু লোক, জনগন তাদের উচিৎ জবাব দিয়েছিলেন। এই জন্য এই বাজেটের বিরোধে তাদের বেশী ক্ষোভ। এই বাজেট গৃহীত হবে, বাজেটকে নিয়ে যদি কার্যকরী কোন উদ্যোগ গ্রহন করা হয়, তাহলে গোলা জলে মাছ স্বীকার করা বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত আমি এই বাজেটে স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে পুনর্গঠিত করার জন্য আধুনিক ভাবে সজ্জিত করার জন্য এখানে যে বাজেট ধরা হয়েছে এটাকে ভাল সংখ্যায় ধরা হয়েছে। গতবারের তুলনায় ভাল। আমি অভিনন্দন জানাই এই জন্যই এক কথায় বলা যায় ডিমাণ্ড অব দি আওয়ার। সময়ের চাহিদা এইটাই বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সর্বদাই যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করতে দেওয়া হচ্ছে না। স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে নতুন করে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিটা সিদ্ধান্ত যাতে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করা যায় তার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আমি যখন ছাত্র আন্দোলনের কর্মী এই হাউসের যিনি লিটার অব দি হাউস, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আজকের বাজেটের যিনি উদ্বোধক মাননীয় অর্থমন্ত্রী তখন রাজ্য ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন আমরা সেটা বিশ্বাস করতাম। আমাদের যে মূল শ্লোগান ছিল তার মধ্যে অন্যতম শ্লোগান ছিল পুলিশি খাতে ব্যয় কমাও, শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়াও, এবং গ্রাম উন্নয়ন শহর উন্নয়ন খাতে ব্যয় বাড়াও। তখন আমরা এই কথা বলেছিলাম। এটা সবারই জানা কিন্তু আজকে এই অবস্থা কোথায় গেছে কেন এই ধরনের বাজেটকে সমর্থন করতে হচ্ছে। এটা আজকে বুঝা দরকার সমর্থন করতে হচ্ছে এই জন্য বাজেটকে যাই হোক এটা যাতে কার্যকরী না হয় তারজন্য একটা সুগভীর ষড়যন্ত্র এখানে আছে। সেই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য সবদিক থেকে রাজ্যের মানুষ যাতে এগিয়ে যেতে পারে সেই

জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার আজকে রাজ্যের মানুষ অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে।

বিরোধী দলের অর্থ ক্ষেত্রে বিরোধিতা নয়, রাজ্যের বিরোধিতা নয়, মানুষের বিরোধিতা নয়। বিরোধী দলের গুরুত্ব আমাদের রাজ্যের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী। কিন্তুটা দুর্ভাগ্যের। এই রাজ্যের বিরোধী দল সেই গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন না। সমালোচনা স্বীকার করার জন্য যে সর্বনাশের আগুন নিয়ে খেলার চেষ্টা করছেন তাঁরা। এই আগুনে তাঁরাই ছারখার হয়ে যাবেন। অতএব আমাদের আবেদন থাকবে যে জনমুখী বাজেট এখানে উত্থাপন করা হয়েছে। এই বাজেটকে কার্যকরী করার জন্যে, এই বাজেটকে গ্রহণ করার জন্যে, সবাই মিলে এগিয়ে আসুন। ত্রিপুরা রাজ্যকে নতুনভাবে সংগঠিত করার জন্য, নতুনভাবে নতুন উদ্যমে সফলতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে সবাই মিলে কাজ করলে পরে এই বাজেটকে সামনে রেখে নতুন ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্যে, সমৃদ্ধি ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্যে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। এই কয়েকটি কথা বলে আমি এই বাজেটকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মন। সময় ১২ মিনিট।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ (কৃষ্ণনগর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয় ১৯৯৯-২০০০ সালের যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন সেটার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করেছি। সময় ১২ মিনিট। আমি সম্পূর্ণ সময় নেব না। আমি কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট নিয়ে বলব। প্রথমে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ডিপার্টমেন্ট পি, ডব্লিউ ডি। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই এন, পি, সি, সি একটা সংস্থা। প্রচুর টাকা, প্রচুর কাজ এই সংস্থাকে দিয়ে করানো হচ্ছে। যে সংস্থার একটি খন্তি কিংবা কুড়াল অবধি নেই, সেই সংস্থাটিকে কিভাবে এত টাকার কাজ দেওয়া হচ্ছে। সেটা আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী পি, ডব্লিউ, ডি মিনিষ্টারের কাছে ব্যাখ্যা চাইছি। আমি জানি আমার কাছে তথ্যও আছে ১২০ শতাংশ টেন এভাব ডি, এস, আর। একে Same nature of work N.P.C.C. কে দেওয়া হচ্ছে, 12% above same nature of work C. P. W. B কিংবা পি ডব্লিউ, ডি কে দেওয়া হচ্ছে ৬০ শতাংশ, ৫০ শতাংশ, ৪০ শতাংশ এর বেশী দেওয়া হচ্ছে না। এটার রহস্যটা কি? এরা কি করছে? ১২০ শতাংশ এভাব এর ডি, এস, আর ওরা একটা কাজ নিল। আমি কনট্রাক্টর। আমাকে টেন্ডার দিতে বলল। আমাকে বলে দেওয়া হল ভাই, তোমায় ১০ শতাংশ দে দও বাকি পারসেন্টা আমাদের কমিশন হে। মানে ৩০ শতাংশ

তাদের কমিশন। এটা কোন দোনিয়ার নিয়ম ? এটা কি ভাবে সম্ভব ? মাননীয় পি, ডব্লিউ, ডি মিনিষ্টারের কাছে আমি জানতে চাই। শুধু উনাকে বলছেন এখানে আইন শৃংখলা। যেখানে একটা দেশ উন্নয়ন বা রাজ্য উন্নয়ন করতে গেলে আইন শৃংখলার পরিবেশ দরকার। সেটা আমি বলছি না কারণ মাননীয় স্পীকার সাহেব এখানে বলেছেন প্রত্যেক দিনই তো ৫/৬ জন করে খুন হচ্ছে। সবগুলোর মধ্যেই কি রেফারেন্স আনবেন নাকি, সবগুলোর মধ্যেই কি কলিং এটেনশন। ঐ সমস্ত দিক দিয়ে আমি যাচ্ছি না। এই সরকার যে টোটেলি করপ্টশান জর্জরিত সেটাই আমি আজকে তোলে ধরতে চাইছি। যে সংস্থাকে প্রত্যেক বছর দেখা যাচ্ছে 7 Crores 8 Crores there out-come, there income. How is it possible ? যে সংস্থানের পি, জি, পি সংস্থা একটা দাউ, একটা কুড়োল, একটা খন্তি পর্যন্ত নেই। এই সংস্থাকে প্রত্যেক বছর Eight crore, of Rs more than eight crore 15 crore. অবদি আমি ওদের অফিসে গিয়ে চার্ট দেখে এসেছি। পনের কোটির উপরে প্রত্যেক বৎসর ওরা আয় করে নিয়ে যাচ্ছে কেন ? Same nature of work বলতে পারেন মাননীয় মহোদয় ওদের কাজ ভাল।

They would demand, they working securited by P. W. D & C. P. W. D. It is not up to the work, Same nature of work ওদেরকে দেওয়া হচ্ছে ১২০ শতাংশ উপরে টি, এস, আর এবং পি, ডব্লিউ ডি ও সি, পি, ডব্লিউ, ডি করছে ৪০ শতাংশ, ৫০ শতাংশ ও ৬০ শতাংশ। কোটি কোটি টাকা ওরা নয়ছয় করছে এমন তথ্য আছে, এমনও চ্যালেঞ্জ খবর আছে বলে দিতে পারব, মাননীয় মন্ত্রী যদি জানতে চান প্রমাণ করে দিতে পারব। টেণ্ডার বেরিয়ে গেছে, জয়নগর ঠিকেদার চন্দন সেন যিনি এন, পি, সিতে কনট্রাকটর এবং স্বপন দে যিনি তিনি ও এন পি, সি, তে কনট্রাকটর। উনারা কাজটা বন্ধ করে পুনরায় এন, পি, সি কে দিয়ে করিয়েছে যেটা লেম্বুছড়াতে হোষ্টেল হচ্ছে। এ কাজটা পি, ডব্লিও, ডি পেয়েছিল। চন্দন সেন ও স্বপন দে ওরা যারা তাদের সমর্থক। এই নামগুলি সবাই জানি আমরা। কী মামলা হচ্ছে ঐ এলাকার বিধায়কেরা জানেনা। আর বাজেটের পক্ষে কথা বলুন এটা আপনারা মেনে যান, আপনাদের দলের সম্মতি এই সব প্রশ্নের সম্মুখীন যেন আপনাদের মাননীয় সদস্যরা হয়। কোটি কোটি টাকা নয়ছয় হচ্ছে ত্রিপুরার টাকা। দ্বিতীয়টি হল আর, ডি ডিপার্টমেন্ট মাননীয় কমিশনার অনিল মিশ্র উনার একটা সারকিউলার আমি কেবল এগারতম প্রশ্নে নিয়ে যাচ্ছি All worked involving total cost of more than Rs. 1 lakh shall have an officer not below the rank of Junior Engineer

and implementing officer. While all work involving cost of more than Rs. 2 lakh 50 thousand shall have an officer not below the rank of Asistant Engineer and implementing officer. Govt. of Tripura officers the Block Deptt. B.D.O to R. D Block west Tripura Dated 7-3-99 brick solling road from baishnab tilla P. W.D Kanchanpur P. W. D. that tilla under Sidhiashram G. P. lenth. total involvement 2 lakhs 50 thousand 9 hunderd 40 rupees. Who is the implementing officer Sri Chira Kr. Talapatra. Who is the panchayet Secretary. How cape Shri Chira Kr. Talapatra panchayet Secretary.

যেটা জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারের এক্তিয়ারের বাইরে। কারণ এটা ইদানীং ২ লক্ষ ৫০ হাজার অধিক যেটা এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অফিসার থাকার কথা, সেখানে তলা কুমার পাত্র যিনি পঞ্চায়েত সেক্রেটারী কীভাবে সেই কাজের ইমপ্লিমেন্টিং অফিসার হয়েছেন। ব্রিক সলিং-এ আছে ৯৮ হাজার ১ শত এট্ দি রেইট ২'২৪ পেইস্যা ইদানীং পরবে ২৫০ লক্ষর উপরে। ব্রিক সোল আগে টিকেইস আছে, টিকেট নং আছে ৯৮ হাজার ৮ শত সহ মোট খরচ হচ্ছে ২ লক্ষ ৫১ হাজার সমগ্র ইনভলভমেন্ট ২ লক্ষ ৫১ হাজার ৯ শত ৪০ টাকা Same brick solling from P W. D road back side of R. K road to Bikalata Colony under Madhuban J. B road. Samir Rn. Roy Secretary total involvement 2 lakhs 78 thousand 8 hundred 32 rupees how bury Assistant Engineer an implementing officer come a panchayet Secretary which memurandum issued by Anil Mishra commissioner of R. D Deptt. পরিষ্কার মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় দিনের আলোর মত পরিষ্কার সি, পি, এম এজেন্ট এবং উদের পেটুয়া লোকদের দিয়ে অর্থ নয়ছয় করার একটা চক্রান্ত।

এবার আসছি, হেলথে। এখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছেন। স্যার, হেলথের কথা বলে লাভ নেই। আমারই দুর্ভাগ্য এই জি, বি, হসপিটাল আবার আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে পড়ে। এখানে মুমূর্ষ রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে রেখে লক্ষ লক্ষ টাকার বাণিজ্য হয়েছে ব্লাড ব্যাঙ্কের সামনে রেখে। এখানে ১০ জনের একটি টীম আছে যারা রক্তের পরীক্ষা করে। আর কোন রোগী যদি একা আসে, তাহলেতো কথাই নেই, বলবে, ৮,০০০ (আট হাজার) টাকা লাগবে রক্তের জন্য। আর নিগেটিভ গ্রুপের রক্ত হলে তো আরো গলা কাটার ব্যবস্থা।

স্যার, অনেক টাকা খরচ করে আমাদের এখানে ডায়েলেসিস মেসিন ক্রয় করে মাননীয় মন্ত্রী বিমল-সিনহা মহোদয় বসিয়ে গিয়েছিলেন। কিডনি রোগীদের ডায়োলেসিস হাই। কিন্তু সেই মেসিন ৭/৮ মাস ধরে অকেজো। ৫ জন কিডনীর পেসেন্ট আছে এখানে, ২টি কিডনিই ডেমেজ মৃত্যুর সঙ্গেই লড়াই করছে। এখানে ডায়েলেসিস হচ্ছে না। আমার কন্সটিটিউয়েন্সির সপ্তম ভট্টাচার্য বলে একটি ছেলে রেফার না করেই বাইরে চলে গিয়েছিল। আমরা এনে অনেক কষ্ট করে রেফার করিয়েছি। এই মেসিনগুলো ইন্সটোলেশন হয়। স্যার, আমাকে কিছুটা সময় দিন। আমি ভেজাল করে ফেলি। স্যার, এটাও এম. পি, সি, সি, করে। সবই বাণিজ্য হচ্ছে। মাকিং স্যার। স্বাস্থ্য মন্ত্রী আরো মোটা হচ্ছেন। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

স্যার, এইডস্ রোগ। নর্থ ইষ্টে এই রোগের ছড়াছড়ি। এই ব্যাপারে কোন কথায়ই এখানে উল্লেখ নেই। আশ্চর্য্যের ব্যাপার। তারপরে আরো টাকা দাও, আরো অধিক বরাদ্দ করে আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করা হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— কনক্লুড করুন।

স্যার, আমি তো বললামই না। আমাকে আর দু মিনিট সময় দিন। যাতে সবগুলি একটু টাচ করে যেতে পারি। স্যার, স্কুল গেমস। মিনিষ্টারতো এখানে নেই। তবু বলছি এখানে লেখা আছে, 'During 1998-99 Tripura won 13 medals including 2 gold, 5 silver and 6 bronges in the 44th National Schools Games. Our Government has given importance to the development of infrastructure related to sports.' কিন্তু স্যার, মনিপুরে আমরা কি দেখেছি ? সেখানে আমাদের ২৩ জনের টীম গেল সবাইকে ইন্ডিভিজুয়েল আইটেমে নাম লিখেয়েছে। কোন টীমওয়াইজ গেমে যেমন, খো খো, ভলিবল, ইত্যাদি ইত্যাদি খেলার নাম দেওয়া হয়নি। নীট ফল কি ? শূন্য। কেহ একটা ব্রোঞ্জ নিয়ে এসেছে ? সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাই কেবল শূন্য হাতে এসেছে। আর সব রাজ্যই কিছু না কিছু পেয়েছে।

অথচ উনি দাবী করেন আই এ্যাম দা মোষ্ট সাকসেসফুল মিনিষ্টার সাইন্স টেকনোলজি এ্যাণ্ড এনভারমেন্ট সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। এটার সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রবেষ্ট রবেষ্ট সম্পর্কে এখানে লেখা আছে। The corporation has so far raised over 10,000 Hectares of rubber plantation. It is also initiating steps to raise rubber plantation on 1500 Hectares of degraded forestland

for rehabilitation of Jhunias, স্যার, আপনারা যা খুশী বলেন তাই উনারা করেন। নিজেদের প্রেজেন্স অব মাইণ্ড, কমনসেন্স এপ্লাই করতে হয়। দেয়ার ইজ এ স্পেসিফিক রুল যে টোট্যাল কত স্কোয়ার কিলো মিটার এরিয়া হলে এত হেক্টার জমির উপর রাবার প্ল্যান্টেশান করতে পারে। এর বেশী পারে না। আমাদের প্রকৃতি ডে বাই ডে চেঞ্জ হচ্ছে। স্যার, এবার শীতই পড়েনি আবার দেখবেন গরমের সময় অত্যন্ত গরম পড়বে। একটার সাথে আরেকটা জড়িত। আমাদের ত্রিপুরাতে জমি কম। তার মধ্যে এতটুকু জায়গায় রাবার প্ল্যানটেশান করতে হবে। এর বাইরে করা যাবে না। অথচ উনি করেই চলেছেন। আমি মাননীয় বনমন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে উনি যেন সাইন্স টেকনোলজি এ্যাণ্ড এনভাইরনমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে কো-অরডিনেশান রেখে কাজ করেন। কারণ বোথ অব দীস আর কো-রিলেটেড আমি রাবার প্ল্যানটেশান করেই গেলাম এর ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় তাহলে লাভটা কি ? তার পর স্যার আমি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি মিউনিসিপ্যালিটিতে দশম অর্থ কমিশনের অর্থের যে বণ্টন তার সাথে এড হওয়া দরকার পপুলেশান এ্যাজ ওয়েল এ্যাজ এরিয়া। সব দিক থেকেই আগরতলা বেশী। পপুলেশানের দিক থেকে এবং এরিয়ার দিক থেকেও বেশী সেখানে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ? মাত্র ৬ লক্ষ টাকা। পপুলেশান কত ? ১ লক্ষ ৬১ হাজার ২০৬ জন ৯১ সেনসাস অনুযায়ী। সামনে পৌরসভার ইলেকশান, মানুষ তাদেরকে ভোট দেবে। কাজেই এটা ফেল করাতে হবে অর্থ কারটেইল কর। এই যদি চরিত্র হয় একটা নির্বাচিত সরকারের একটা পৌরসভা নির্বাচনকে নিয়ে এর থেকে লজ্জার আর কি আছে ? ওদের চরিত্রতো এর মধ্যেই প্রকাশিত হয়। স্যার, পৌরসভার অর্থের পরিমান সম্পর্কে আমি এখানে পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। ১৯৯৫-৯৬ ইং সালে ২ কোটি ৮২ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা, ৯৬-৯৭ ইং সালে ৩ কোটি টাকা, ৯৭-৯৮ ইং সালে ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং ৯৮-৯৯ ইং সালে ২ কোটি টাকা। ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকাই কম। প্রয়াত বিমল সিন্‌হা মহোদয় যখন পৌরমন্ত্রী ছিলেন তখন তো পৌরসভার সাথে কোন ঝামেলা হয় নি। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে উপস্থিত নেই, দপ্তরের মন্ত্রী উপস্থিত নেই। উই আর হেডিং ফর দ্যা ইলেকশান। আমরা এতটুকু বলে দিতে পারি যে এটা তো আর গ্রাম পাহাড় না, এটা আগরতলা শহর। উগ্রপন্থী দিয়ে আপনারা এখানে ভোট করাতে পারবেন না। আগামী নির্বাচনে আমরা ১৭টা সীটের মধ্যে ১৭ টাই জয়ী হবো। আপনারা একটা সীটও জয়ী হতে পারবেন না। আপনারা অর্থ আরও কমিয়ে দেন। স্যার, আমি দুইটা ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে করাপশানের চার্জ আনছি। একটা হলো আর. ডি, ডিপার্টমেন্ট

এবং অপরটি পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেন্ট। এই ডিপার্টমেন্টগুলিতে কোটি কোটি টাকার নয়ছয় হচ্ছে। বিদ্যুৎ দপ্তরে কি হারে যে টাকা চুরি হচ্ছে তা বলে আর শেষ করা যাবে না। বিদ্যুৎ দপ্তরের চীফ ইঞ্জিনীয়ার ৮ লক্ষ টাকা খরচ করে ইন্টারনেশান্যাল মেম্বার শীপ করেছেন। ক্রম হোয়ার হি হ্যাজ গট দিস মানি ? মানে ভেকেশনের সময় ইন্টারনেশন্যাল দেশে গিয়ে ফাইভ ষ্টার হোটেলে থাকার জন্য মেম্বারশীপ করে। স্যার, ৮ লক্ষ টাকা দিয়ে মাননীয় চীফ ইঞ্জিনীয়ার ইলেকট্রিকেল। এত টাকা উনি কোথায় পেলেন ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে, বসুন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— কাজেই এই সরকার যে চূড়ান্ত ভাবে টাকা নয়ছয় করছে এই দুটি ডিপার্টমেন্ট দেখলেই তা বুঝা যাবে এবং অন্যগুলির কথা বাদ দিলাম। একটা হচ্ছে পি. ডব্লিউ. ডি, দপ্তরের আর একটা হচ্ছে বিদ্যুৎ দপ্তরের এটা তো এখন ওপেন সিক্রেট হয়ে গেছে যে চীফ মিনিষ্টার কে ত্রিপুরা রাজ্যের মানিক সরকার না ভি তুলসী দাস।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি বসুন।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মণ :— এই বাজেট জন স্বার্থ বিরোধী বাজেট, এই বাজেট মানুষের উন্নয়নের বাজেট নয়, বেকারদের জন্য এই বাজেট নয়। কারণ তাদের কর্মসংস্থানের জন্য এই বাজেটে কিছু বলা হয় নি। এই বাজেট হচ্ছে দলীয় কেডারদের কিছু পাইয়ে দেওয়া অর্থাৎ যে সমস্ত আমলারা ওদের কথায় উঠে বসেন তাদের জন্য পাইয়ে দেওয়ার বাজেট, ইন্টারন্যাশনালের মত রঞ্জিত লোধকে মেম্বারশীপ পাইয়ে দেওয়ার বাজেট এবং এই বাজেট গরীবদের পেটে লাথি মারার বাজেট ; এই টুকু বলে এই বাজেটের আমি পুরো বিরোধিতা করছি। এখনও সময় আছে সংশোধন করে আবার সর্ব্ব সম্মতিক্রমে একটা বাজেট যদি পেশ করা হয় তাকে আমরা সমর্থন করব। আপাততঃ এইটুকু বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। স্যার, অনেক কথা বলার ছিল আমার তো সময় নেই তাই এইটুকু বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ৫টার মধ্যে শেষ করতে হবে, বক্তা তো অনেক ছিলেন, সময় খুব বেশী বাড়ানো যাবে না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (বিশালগড়) :— স্যার, সময় কি করে বাড়াবেন, আপনি কারেক্ট। এই জন্যই যখন বিজনেস এডভাইসারী কমিটির মিটিং হয় তখন আমাদের মেম্বাররা বলেছিলেন যে বাজেট শেসান একটু সময় বাড়িয়ে করুন। ওদের দলীয় সদস্য আপনাদের গোপন ম্যারেজ এর খবর ফাস হয়ে যাবে সে জন্য বাড়ান হবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সঠিক সময়ের মধ্যে আলোচনা শেষ করলেই হয়ে যায়।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— এটা দুর্ভাগ্য জনক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। সময়ের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, পয়েন্ট-ওয়াইজ বলবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— রতন বাবু কথা বলতে হবে না। উনি শুনেছেন এবং উত্তর দেবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বাজেটের উপর মাননীয় সদস্যদের বেশীর ভাগ যারা গঠন মূলক আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা আমাদের সরকারের কিছু কিছু কাজের দুর্বলতার দিকে তারা দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন এবং এটা নিশ্চয়ই কাটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের সাহার্য্য করবেন এবং আমরাও আমাদের কাজের মধ্যে সেগুলি সংশোধন করার চেষ্টা করব।

প্রথমত: বাজেটটা আমাদের যে অবস্থার মধ্যে করতে হয়েছে এটা মাননীয় সদস্যদের কাছে একটু বলে রাখি। আমাদের দেশে এখন যা চলছে অর্থনীতিতে বিশেষ করে কিভাবে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ তাদের যে বহুজাতিক সংস্থাগুলি আছে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিভাবে দ্রুত তোলে দেওয়া যায় তার এখন একটা প্রক্রিয়া চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন কিভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা যে সমস্ত আছে, সেগুলি তোলে দেওয়া যায়, এবং বেসরকারী মালিকদের হাতে কিভাবে তোলে দেওয়া যায়। এটা তারা নীতি হিসাবে এখানে গ্রহন করেছেন। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা, বিশেষ করে কংগ্রেস বেঞ্চে যারা আছেন নেহেরু যখন দেশে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন রাশিয়ার অর্থনীতির অগ্রগতি দেখে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা তিনি গ্রহন করেছিলেন এবং তাতে

এটা—তিনি বলেছিলেন বেসরকারী যে সকল সংস্থাগুলি আছে সেগুলিও থাকবে, পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার এই সমস্ত সংস্থাগুলি গড়ে তুলবেন। যার মাধ্যমে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন, ইস্পাত কারখানা. সার উৎপাদন এগুলি সরকারী ব্যবস্থাপনার মধ্যে থাকবে। তাকে গর্ব করে বলতেন মিশ্র অর্থনীতি। আজকে অবস্থাটা কোন জায়গার মধ্যে ? এই সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা যেগুলির সাফল্য অনেক বেশী, আমাদের দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা তারা পালন করেছে সেগুলিকে পরিকল্পিত ভাবে ধ্বংস করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তারা পরিকল্পনা মাফিক তারা সেখানে অগ্রসর হচ্ছেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে, আজকে দেশের স্বাধীনতা ৫২ বৎসর হল হয়েছে। এমন একটা বৎসরও যায়নি, জিনিস পত্রের দাম বাড়েনি, বিশেষ করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। গত বাজেটে বিশেষ করে বি জে, পি'র নেতৃত্বে সরকার আসার পর এই যে জিনিস পত্রের দাম সেটা অতীতের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যে অবস্থার মধ্যে নিয়ে গেছে। রাজ্যগুলি এখন তীব্র আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছে। বিশেষ করে এই সমস্ত জিনিসপত্র, তার পরিবহন, তার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কষ্ট বা তার সঙ্গে অন্যান্য যারা যুক্ত আছেন সেগুলির খরচ মেটাতে, এগুলি নিয়েই আজকে সব থেকে বেশী আলোচনা হচ্ছে। সে বি, জে, পি হোক, কংগ্রেসই হোক বা যুক্তফ্রন্ট হোক একটাই হচ্ছে কেন্দ্র যে নীতি অনুসরণ করেছে রাজ্যগুলির অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ করে একটার পর একটা ঋণের জালে জড়িয়ে রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যেভাবে শুকিয়ে মারার চেষ্টা করছে। সেই জায়গার মধ্যে রাজ্যগুলি নিজেরা আরও অনেক অনেক বেশী সেখানে প্রতিবাদ করছেন এবং এই অবস্থাগুলি আজকে সেখানে বেশী বেশী করে আমাদের সামনে আসছে। এই যখন রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থা, সে দিন থেকে আমরা যখন একটা চরম সংকটের মুখোমুখি সেই সময়ে আমরা আমাদের এখানে বাজেট পেশ করেছি। এই বিধানসভার মধ্যে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাটা কোন জায়গায় ? যেখানে একটা স্পেশ্যাল ক্যাটাগরীর স্টেট, কেন্দ্রীয় সাহায্যের উপর মূলত আমাদের নির্ভর করতে হয় আমাদের বাজেট তৈরী করতে গিয়ে, সেখানে যখন কেন্দ্রীয় সরকার এই আর্থিক নীতি গ্রহণ করেন, তখন রাজ্যগুলির পক্ষে বাজেট করা, গরীব মানুষের জন্য কর্মসূচী রূপায়ণ করা, তার উন্নয়নমূলক কাজকে অব্যাহত রাখা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আমরাও এই অবস্থার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের রাজ্যও এর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে মজার কথাটা কি ? যার জন্য বিশ্বায়ন, উদারীকরণ এই ব্যাপারগুলি নিয়ে গত দুদিন ধরে বিভিন্ন সদস্যরা আলোচনা করতে গিয়ে এখানে এই কথাগুলি উল্লেখ করেছেন।

... এবং সবচেয়ে এপার কথাটা কি ? এটা যারজন্য জায়গাটা হচ্ছে বিশাল উদারীকরণ। এই কথা গত দুইদিন বিভিন্ন সদস্য আলোচনার মধ্যে এই কথাগুলি উল্লেখ করেছেন। এটা প্রথম শুরু করা হয় কংগ্রেসীরা যখন সরকারে ছিলেন। বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বের শেষদিকে এবং রাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন থেকে তার শুরু। বি, জে, পি, তখন এই সমস্ত নীতিগুলির বিরোধিতা করতো। এবং আমরা বামপন্থীরাও তার বিরোধিতা করতাম। কাজেই আজকে সম্মিলিতভাবে এটার প্রতিরোধ করা যেত। এই যে প্যাটেন্ট বিল, গ্যাট, চুক্তি এই সমস্তগুলি ঠেকানো যেতো। এবং কংগ্রেস তখন ক্ষমতার মধ্যে ছিল। আজকে বি, জে, পি, সরকার, এবং বি, জে, পি, সরকার আসার পর আমেরিকা থেকে যখন চাপ আসছে, এন, আর, আই যারা বিদেশে থাকেন তাদের থেকে চাপ এসেছে। এখন তারা এই সমস্ত বিল একটা একটা করে আনছেন। ইনস্যুরেন্স রেগুলেটেড বিল, প্যাটেন্ট বিল, এই সবই একটার পর একটা পার্লামেন্টে আনছে আর দেশের স্বার্থ বিরোধী, রাজ্যগুলির স্বার্থ বিরোধী, আমাদের অর্থনীতিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে বন্ধক দেবার জন্য কংগ্রেসীরা দুই হাত তুলে এই সমস্ত বিলকে সমর্থন করছে।

শ্রীরতনলাল নাথ **:—** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, প্রায়ই দেখছি এবং আজকেও দেখছি বাজেট আমাদের রাজ্যের মানুষের জন্য, সেই বাজেট আলোচনায় কেন্দ্র, রাশিয়া, আমেরিকা নিয়ে বলছেন এসব-কি এগুলি কি বাজেট সম্পর্কিত, রাজ্যের মানুষের স্বার্থের জন্য বলছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা **:—** পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমার একটাও অভিযোগের উত্তর মাননীয় অর্থমন্ত্রী দেননি। তিনি এখানে যা বলেছেন সেগুলিতো এর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, দিজ্ আর্ ট্ রিলেটেড।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমেরিকার কথা বললে উনাদের গায়ে এত লাগে কেন ?

শ্রীরতনলাল নাথ **:—** পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমরা যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেছি এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী সে সম্পর্কে উত্তর দেবেন। কিন্তু তিনি সেটা না করে রাশিয়া আমেরিকার কথা বলেছেন। তাতে আমার মনে হয় স্যার, হাউসটা

বোধ হয় ঠিকমত চালাতে আপনি পারছেন না। আমার বোধহয় পশ্চিমবঙ্গে বা অন্য কোন রাজ্যে গিয়ে আপনাকে ট্রেনিং নেওয়া উচিৎ। এটা কি কথা। রাজ্যের কথা বলবেন-সেখানে আমেরিকা, রাশিয়া নিয়ে আমি কি করব!

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এখন আমেরিকার কথা বললে যদি উনাদের গায়ে লাগে আমি কি করতে পারি। আমেরিকার জন্য উনাদের এত দরদ।

আজকে এটা অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক যে আজকে এই যে সমস্ত দেশ বিরোধী আইন করে যাচ্ছে কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে বি, জে, পি, একটার পর একটা বিল পাশ করিয়ে নিচ্ছে। এবং এর ফলে এটাই আমাদের দেশের অর্থনীতি সর্বনাশের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তার জন্য দায়ী কংগ্রেস বি, জে, পি, উভয়েই। আজকে এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমার আলোচনার মধ্যে এটাকে না রাখি সামগ্রিক ভাবে আমরা যে বাজেট তৈরী করেছি এটা তৈরী করা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন।

এই বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই বলেছেন যে, বাজেট আমাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে না। বিকল্পটা কি ? একটা প্রস্তাব তারা দিয়েছেন। বিকল্প কি হতে পারে-সে ব্যাপারে একটা প্রস্তাবও তাদের কাছ থেকে আমাদের কাছে আসেনি। অপেক্ষা করে লাভটা কি হবে ? আলোচনার তো অনেক সুযোগ ছিল একটা বিকল্প প্রস্তাব-তো তাদের থেকে আসেনি। এটাতে যে তারা যুক্ত আছেন সেটা তো বলার অপেক্ষা রাখেনা। বার বার তারা বলার চেষ্টা করেছেন যে তিন লক্ষের মত বেকার আছে।

এখানে আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দল নেতা তাত্বিক আলোচনা করে কিছু প্রশ্ন তুলেছেন, সেগুলি আমি একটা একটা করে বলছি। প্রথমত তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে সি এণ্ড এ, জি রাজ্য সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। আমরা ভয়ে নাকি সেটা এখানে উপস্থাপন করিনি এই নিয়ে আমি মাননীয় বিরোধী দল নেতাকে দোষ দিতে চাই না। সব সময়ই তিনি এই ধরনের কথা বলেন। সি এণ্ড, এ. জি রাজ্য সরকারকে রিপোর্ট জমা দিলে রাজ্য সরকার বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশনেই সেটা উপস্থাপন করে। ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বছরের রিপোর্ট এ, জি থেকে আমাদের কাছে গত এপ্রিল মাসে জমা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বিধানসভার অধিবেশনেই সেটা উপস্থাপন করেছি। সমীরবাবু বলছেন যে ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বছরের সি, এণ্ড, এ, জির রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে জমা পড়েছে। আমি অন্তত জানি না। তিনি এই তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছেন ?

তিনি বললেন সি এণ্ড, এ, জির রিপোর্ট জমা হওয়া সত্ত্বেও আমরা নাকি বিধানসভায় এটা উপস্থাপন করিনি। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, সমীরবাবু যদি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন বলেন তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ নিতে রাজি আছি। সি, এণ্ড, এ জি, রাজ্য সরকারের কাছে কোন রিপোর্ট এখনও পাঠান নি এই ব্যাপারে সমীরবাবু কথা বলার আগে এ, জির লোকদের সঙ্গে কথা বলে নিলেই পারতেন। সেটাতো নিজে জিজ্ঞেস করেন নাই। এখানে সি, এ, জির রিপোর্ট উপস্থাপনে কিসের ভয়? ভয়ের কোন কারণই নেই।

তিনি এখানে শেয়ার অব্ সেন্ট্রাল ট্যাকসেস্ নিয়ে অনেক তথ্যের অবতারনা করতে চাইছিলেন। কিছু কিছু তথ্য ঠিকই আছে এবং এটা নিয়ে দ্বিমতের কোন কারণ নেই। সম্মুখ বিষয় সম্পর্কে ধারনা না থাকাতে, আমি জানিনা উনার মাষ্টারমশাই কে ছিলেন বা কে এটা লিখে দিয়েছিলেন। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ইনকাম ট্যাকস্ সেন্ট্রাল এক্সাইজ্ড ডিউটিজ, এডিশন্যাল সেন্ট্রাল একসাইজ্ড ডিউটিজ এবং ঋণ আদায় বাবদ যা উঠে সেগুলি থেকে আমরা টাকা পেয়ে থাকি। ইনকাম ট্যাক্স থেকে সংগ্রহীত অর্থের ৭৭.৫ শতাংশ টাকা রাজ্য সরকারগুলি পায়। ত্রিপুরা রাজ্যের শেয়ার রয়েছে সেখানে .৩৭৮ শতাংশ। সমীরবাবু এটা ঠিক জানেন। সেন্ট্রাল একসাইজ্ ডিউটি রাজ্য সরকারকে ভাগ করে দেওয়া হয় ৪০ শতাংশ টাকা। মোট টাকার মধ্যে ত্রিপুরা পায় .৩৭৮ শতাংশ। এডিশন্যাল সেন্ট্রাল একসাইজড্ ডিউটিস-এর জন্য ৭৫ শতাংশ টাকা পাই। এটা অর্থ কমিশন আলাদা করে সব সময়েই রাখেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া রাজ্য-গুলির মধ্যে এই টাকা বরাদ্দ করেন। আমরা ২৮৬ শতাংশ অ্যাডিশন্যাল একসাইজ ডিউটি থেকে পাই। টেন ফিনান্স কমিশন আমাদের ৫ বছরের জন্য রাজ্য সরকারগুলো ইয়ার ওয়াইজ যে টাকা বরাদ্দ করেছে তাতে ত্রিপুরার জন্য যেটা বরাদ্দ করেছে এই সমস্ত ট্যাক্স বাবদ এখানে ১৯৯৮-৯৯ ইং সালে আমাদের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ৫৬৮.০৭ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে ১৯৯৮-৯৯ ইং সালে বাজেট তৈরী করেন তিনি যেটা বলেছেন ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ ইং পর্য্যন্ত ৪৯১.৭৮ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার যে টাকা পেয়েছে সেই টাকার পরিমাণ হচ্ছে ৩৭৪.০৭ কোটি টাকা। এবং সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সার্কুলার দিয়ে পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে মার্চ মাসে আমরা সেই জায়গার মধ্যে আমরা ৩৭ কোটি টাকার বেশী আমরা পাবনা। সব মিলে আমাদের হচ্ছে ৪১২.২৭ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৮-৯৯ ইং সালে আমাদের জন্য যে বরাদ্দ করেছেন তারা বলেছেন সেন্ট্রাল ট্যাকস্ কালেকশান কম হয়েছে ইনকাম ট্যাক্স তারা যতটুকু আশা করেছিলেন কালেকশান হবে ততটুকু হয়নি। সেই কারণে

আমাদের টাকা কম পেতে হয়েছে। এবারও যখন আমরা এই বাজেট প্রস্তাব তৈরী করি টেন ফিনান্স কমিশন ১৯৯৯-২০০০ সালে আমাদের জন্য বরাদ্দ করেছেন ৬২৫'৮৮ কোটি টাকা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট পার্লামেন্টে উত্থাপন করেছেন সেখানে তাঁরা আমাদের জন্য ধরেছেন ৫০০ কোটি টাকা আমরা পাব। ১৯৯৯-২০০০ সালে আমরা আমাদের বাজেটের মধ্যে ধরেছি যে একচুয়েল আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা দেখছি যে ১৫ শতাংশ-এর বেশী এই ক্ষেত্রে টাকা বাড়ে না। আমরা সেই ১৫ শতাংশ টাকা ধরে এবার আমরা বাজেটের মধ্যে ৪৭৪'১০ কোটি টাকা এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি আমাদের প্রস্তাবের উপর। সমীরবাবুর যদি কোন রকম সন্দেহ থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের লেটেস্ট যে সার্কুলার এটা আমার সঙ্গে আছে উনি যদি চান তাহলে একটি কপি আমি দিতে পারব।

সুতরাং সেন্ট্রাল স্টেট শেয়ার সম্পর্কে, ট্যাক্স সম্পর্কে তিনি যে যুক্তি বা তথ্য এখানে তোলে ধরেছেন সেই তথ্য কোন অবস্থার মধ্যে সত্য নয়। তিনি পরবর্তী সময় যে কথা সেখানে বলার চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে রাজস্ব ঘাটতি মানে সারপ্লাস, আমাদের ১২১ কোটি টাকার উপর উদ্বৃত্ত ছিল। রিজার্ভ ব্যাংকের সেই সমস্ত ভোলিয়াম ১৯৯৭-৯৮ ইং তারিখের উত্থাপন করে তিনি এটা বলেছেন যে আমাদের এত টাকা সারপ্লাস আছে কেন আমাদের ঘাটতি হল। আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য উনি কোথায় কিভাবে এটা পেয়েছেন এটা আমার পক্ষে বলা মুস্কিল। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্বশেষ বছর শেষের দিকে তারা যে নির্দেশ পাঠিয়েছেন কাগজ যা পাঠিয়েছেন আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে যা আছে এই সবগুলি আমার সঙ্গে এখানে আছে যদি বিরোধী দলনেতা চান তাহলে আমি উনাকে একটা ফটো কপি দিয়ে দেব। ওই যে, ১৯৯৮ ইং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া তারা তাদের যে ক্লোজিং ব্যালেন্স আমাদের যে ক্লোজিং ব্যালেন্স যেটা তারা ইস্যু করেছেন। এটা সবাই জানে যে ১৪শে এপ্রিল পর্যন্ত স্টেট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলো খোলা থাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে। তার পরে তারা একটা সময় গিয়ে এগুলো ক্লোজ করেন। ৩১শে মার্চ ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত যখন ইয়ার এণ্ডিং তাতে আর, বি, আই ডেবিট এবং ক্রেডিট মেমো যেটা এখানে আছে আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে দিয়ে দেব। সেই ক্রেডিট এবং ডেবিট মেমোর মধ্যে আমাদের টাকা ছিল ১২৯ কোটি টাকা।

আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের তা দিয়ে দেব। সেই ক্রেডিট এবং ডেবিট মেমোর মধ্যে আমাদের এক সময় ছিল ১২৯ কোটি টাকা এবং ক্রেডিট এ যখন জমাছিল ৭৪ কোটি টাকা, আমাদের ডিফিসিয়েট হচ্ছে ৫৫ কোটি টাকা। কিন্তু ট্রেজারী মিলে আমাদের

রাজ্যে সরকারের ইনভেস্টমেন্ট ছিল ৪৫ কোটি টাকা। ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আমাদের ঘাটতি ছিল ১০ কোটি টাকা। এই ঘাটতি ১০ কোটি টাকাকে হাতে নিয়ে গত বারের বাজেট আমাদের করতে হয়েছে। সুতরাং আজকে এখানে বিরোধী দল নেতা যে বলেছেন সেটা ১২০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত ছিল এবং সেই জায়গার জন্য আমরা নাকি সেই টাকা নয়ছয় করেছি। কর্মচারীদের বেতন কম দিচ্ছি। মানুষকে ভুল তথ্য আমরা দিচ্ছি এবং এখানে আমরা মিথ্যা তথ্য আমরা পরিবেশন করছি আমি সেই জায়গায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ১৮ই এপ্রিল ওয়েজ এণ্ড মিনস এর ক্ষেত্রে আমাদের যে টাকা, তারা দেখিয়েছে সেই টাকা সেই রিজার্ভ ব্যাংক এর সেই কপি এডভান্স আউটস্ট্যাণ্ডিং তার ১৮ই এপ্রিল এর সই করা কাগজ আমাদের এখানে আছে। সেখানে আমাদের এডভান্স যেটা আউট স্ট্যাণ্ডিং ছিল সেটা আমাদের মেক্সিমাম লিমিটের বেশী টাকা আমরা তুলতে পারিনা, নিতে পারিনা। এর বেশী করতে গেলে আমাদের ওভার ড্রাফট হয়ে যাবে। সেই জায়গায় হচ্ছে ১৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা আমাদের ড্র করতে হয়েছে তাহলে টাকা যদি উদ্বৃত্ত থাকত তা কেন করতে যাব? এটা আমাদের দরকার ছিলনা। এতো রিজার্ভ ব্যাংক-এর গভারমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার যে সার্কুলার উনি বলছেন ১২১ কোটি টাকা আমি বলব সভাকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি এই ভুল তথ্য এই সভার মধ্যে পরিবেশন করেছেন। মাননীয় বিরোধী দল নেতার উত্থাপিত তথ্য এটা কোন অবস্থার মধ্যে ঠিক ছিল না। তিনি এখানে আরো কিছু কিছু তথ্য তোলে সভাকে ভুল বুঝাতে চেষ্টা করেছেন আদার চার্জেস এর উপর। আদার চার্জেস বলে কোন কিছু নেই। আমরা যেটা বলেছি মেজর ডিপার্টমেন্টগুলি খরচ এবং আদার ডিপার্টমেন্ট, মেজর ডিপার্টমেন্টগুলি বাদ দিয়ে বাকী সব দপ্তরগুলিকে এক জায়গার মধ্যে এনে আমরা বরাদ্দের কথা বলেছি ১০ পারসেন্ট। যেটা এখানে মাননীয় বিরোধী দল নেতা তুলেছেন ধরেছেন। আমি এখানে এটা বুঝার জন্য এখানে বলব, বাজেট এট-এ-গ্লেন্স তার যে ৫ এবং ৬ নং পাতা এটা আপনারা দেখতে পারেন সেখানে পরিষ্কার ভাবে দেখা আছে। পঞ্চায়েত পর্যন্ত ১২টা দপ্তর তার জন্য যে বরাদ্দ প্লেন এবং নন্ প্লেনে সেটা দেখানো হয়েছে সেই ১২টা আলোদা ডিপার্টমেন্ট তাদের জন্য এখানে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। সুতরাং আদার চার্জেস বা আদার ডিপার্টমেন্ট বলে আলোদা আমরা নাকি টাকা রেখেছি নয় ছয় করার জন্য। তৃতীয়তঃ তিনি দাবী করছেন যে আমাদের টাকা কমে যাচ্ছে। আমাদের আয় কমে যাচ্ছে। এটা বলেছেন যে এই রাজ্যের নিজস্ব আয় কমে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আমি বলব যে এটা ঠিক নয়। বাজেট এট এ গ্লেন্স তার ১০ পাতার মধ্যে এটা আমরা দেখিয়েছি এবং তার যে শেষ লাইনটা আছে

১০ পাতায়, সেখানে আমরা বলেছি কম্পাউণ্ড গ্রোথ রেইট এটা যেটা আছে রিসিটের ক্ষেত্রে, এটা হচ্ছে ১১.৭৪ শতাংশ। প্লেনের ক্ষেত্রে আমাদের কম্পাউণ্ড গ্রোথ রেইট ১০.২৭ শতাংশ মানে এক্সপেণ্ডিচার প্লেনের ক্ষেত্রে। নন প্লেন এক্সপেনডিচার ১০.৪৭ শতাংশ। মোট গ্রোথ ১২.২৬ শতাংশ। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা কোথায় পেলেন যে রাজ্যের আয় কমে যাচ্ছে?

এই বইটা যদি তিনি ঠিক মত দেখতেন তাহলে বোধ হয় এই ধরনের ভাষণ এই সভার মধ্যে রাখতেন না। এই সমস্ত ভুল তথ্য দিয়ে এখানে উত্থাপন করে সভাটাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তিনি আরেকটা অভিযোগ এনেছেন যে, আমরা আমাদের নিজস্ব আয় থেকে ঘাটতি বেশী দেখিয়েছি। আমি বলব নিজস্ব আয় থেকে ঘাটতি কোথায় আমি যদি বলি ১৯৯৮-৯৯ সালের কথা আমাদের রাজস্ব আয় দেখিয়েছি ১০৭.৬২ কোটি টাকা। এটা হচ্ছে আমরা টোট্যাল যে রাজস্ব পাই তার থেকে। এবং টোট্যাল সেটা ছিল ১৯৯৮-৯৯ সালেতে আমাদের ছিল ১৪৯৯ কোটি রিসিবড ইষ্টিমেটের পর আবার যেটা আমরা করছি ১৯৯৯-২০০০ ইং সালে আমাদের ষ্টেট অন রিসোর্সেস মানে আমাদের রাজস্ব খাতে, যেটা আমরা পাব আমরা সেটা দেখেছি ১০০.১৮ কোটি টাকা এবং টোট্যাল রিসিভড আমরা দেখেছি ১৬৮১.৪৬ কোটি টাকা। ঘাটতি যেটা সামগ্রিক আয় এবং সামগ্রিক খরচের মধ্যে যে ব্যবধান আছে সেটাকে দেখে। এবং বাজেটের যে প্লেস আছে ৯ পাতায় সেই নয় পাতার মধ্যে বাজেটের এট এ গ্ল্যাস আছে সেটাতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, আমাদের ইনকাম এক্সপেনডিচার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মাননীয় বিরোধী দল নেতা তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে, নন্ ডেবলাপমেন্ট খাতে আমরা খরচ বৃদ্ধি করছি, সেখানে এই অভিযোগ এনেছেন। এখানে নন্ ডেবেলাপমেন্ট বলতে তো যেমন বেতন, ঋণ, পরিশোধ এগুলো আছে। এখন কর্মচারীর বেতন না দিয়ে তো পারব না। চতুর্থ বেতন কমিশন সুপারিশ যতটুকু আমরা কার্যকরী করতে পারি ততটুকু কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তার জন্য যে টাকার দরকার সেই টাকা না দিয়ে পারব না। আমরা ঋণ এনেছি আমাদের এখন সর্বশেষ ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ১৬২ কোটি টাকার মত, তার জন্য তো ইন্টারেষ্ট এবং আজকে ইনষ্টলমেন্টের টাকা সব মিলে প্রায় ১৭০-১৭৫। আমাদের বাজেটের মধ্যে দেওয়া আছে সেটা আমাদের দরকার হবে। এবং যেটা বলতে চেষ্টা করেছি যে বাজেটের যে এট গ্লেন্স এবং তার যে গ্লেন্স এটা ১৯০০-২০০০ ইং সাল। ১৯৯৮-৯৯ ইং সালে এই দুটো বাজেটের মধ্যে দেখানো হয়েছে নন্ ডেভলাপমেন্ট যে সমস্ত খাতে আছে ১৯৯৮-৯৯ ইং সালে ২৮৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ছিল, ১৯৯৯-২০০০ ইং

সালে—আমরা এটাকে প্রায় ২৫৫°০ কোটিতে নিয়ে গেছি। আমাদের এডমিনিসট্রেটিভ কসট বা অন্যান্য যতগুলো সংকোচন করা যায় সেগুলোকে কমিয়ে দিয়েছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমি বলছিলাম পুলিশ খাতে ব্যয় বাড়ছে, সুদের ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়ছে এবং এই যে ইনটারেষ্ট পেমেন্ট এগুলোতে অনেক অনেক বেশী বাড়ছে। উনারা প্রায় সময় অভিযোগ আনে যে, আমরার সময় সেটাকে রেখে দিয়েছি, বহু টাকা দেনা করে রেখে গেছি। আজকে আমাদের ১৬৩ কোটি টাকা। আপনি শুধু ইনটারেষ্ট পেমেন্ট আমাদের সময় কতটা ছিল এটা ৫০ কোটি টাকার বেশী ছিল না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় সদস্য তো ভাল করে জানেন। যে, আমরা তো ঋণ বেশী নিয়েছি, আমাদের উন্নয়ন মূলক কাজ অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের চাহিদা আছে। সেই চাহিদা মেটানোর জন্য যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অন্য কোন টাকা পাওয়ার অন্য কোন উপায় নেই। ঋণ গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের কাছে তো কোন উপায় নেই, সেই জন্য আমি প্রথমে সুদ দেব বলেছি। কেন্দ্রীয় সরকার এমন একটি নীতি গ্রহন করেছে যে, রাজ্য সরকারগুলি সম্পর্কে অনুসরণ করেছেন। সেখানে রাজ্যগুলোকে গেপ এবং টেপের মধ্যে ফেলে দিতেছে। এবং স্বাভাবিক কারণে রাজ্যের অবস্থা আরোও তীব্রতর হচ্ছে আমরা সেই সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি এবং বাজেটের মধ্যে প্রতিফলন করার চেষ্টা করেছি। এবং আমরা সেই জায়গার মধ্যে তোলে ধরার চেষ্টা করেছি। আরেকটা প্রশ্ন যেটা মাননীয় বিরোধী দল নেতা এনেছেন যে, বাজেটের যে প্লেন্স তার মেটারে যে নোট আছে অত্যন্ত তিন চার বছর ধরে। বিশেষ করে এবার আমরা দেইনি তার জন্য তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এটা ঠিকই গত তিন চার বছর ধরে আমরা দিয়ে আসছি। বিশেষ করে কমপিউটারের মধ্যে যেখানে আমরা হিসেব করতে পারি। বিশেষ করে নিউ ফর্মেসাস যখন বাজেট তৈরী করতে এবং যাতে তাড়াতাড়ি সদস্যরা বুঝতে পারে, তার জন্য এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বাজেটে এট এ গ্লেন্স এটা আমরা সদস্যদের কাছে দিয়েছি, যে, সামগ্রিক ভাবে বাজেটের ভিতরে কি আছে বা না আছে তিনি যাতে একটা নজরে তাড়াতাড়ি বুঝতে পারেন। কিন্তু এটা বাজেটের কোন দিন অঙ্গ না। এবং বাজেটের অঙ্গ হিসাবে এটা কোন দিন ঠিক হয় না। এখানে এক্সপ্ল্যানাটরি নোট কোন সরকার দেয় না। আমার কাছে দুটো গর্ভমেন্টের প্রমাণ আছে। যেমন পাঞ্জাব, হরিয়ানার, এক্সপ্ল্যানাটারি খুব তাড়াতাড়ি এবং মোটামুটি ভাবে বাজেটের প্লেনটা কি আছে সেগুলো তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয়।

মোটামুটি ভাবে বাজেট এট এ গ্ল্যান্স কি আছে তারা দেয়। তামিলনাড়ু সরকার এখন

আরও সরকার আছে তারা দেয়। আমরা এবার এক্সপ্লানাট্যারি নোট দেই নি। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা যদি এটা চান যে এই রকম একটা নোট থাকা ভাল এটা দিয়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন। এখন কোন কঠিন কাজ না এটা দিয়ে দেওয়া যায়। এটা নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় আর কত টাইম নেবেন? সময়তো ৫টা পর্যন্ত তাহলে বাড়াতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— যে তারিখের যে সময় প্রয়োজন হলে টাইম এক্সটেনশন করা, আমরা যদি কোন মেম্বার কতগুলি পয়েন্ট নিয়ে বলতে গেলে কিছু সময় বেশী নিতে হচ্ছে। জওহর বাবুর সঙ্গে তো আজকে দুরব্যবহার করা হল, ২ মিনিট টাইম চেয়েছিল কিন্তু উনার স্পীচ এক্সপাঞ্জ করে দেওয়া হল।

মিঃ স্পীকার :— না, শুনুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— উনার বক্তব্য যেটা রেখেছিলেন সেটা এক্সপাঞ্জ করে দেওয়া হল। আর গেদারিং এর যে অবস্থা তাহলে আগামী কালকে হোক স্যার।

মিঃ স্পীকার :— না, না, শুনুন প্রশ্নটা হচ্ছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— না, না, তাহলে আমরা ওয়াক আউট করব। ওদের সময় হবে আমাদের সময় হবে না। আমাদের অনারেবল মেম্বার এর স্পীচ এক্সপাঞ্জ করে দেওয়া হল।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমার কোন আপত্তি নেই স্যার, মাননীয় সদস্যরা অনেকগুলি প্রশ্ন তুলেছেন, তারা যদি মনে করেন তাহলে এইগুলি উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, উনি রাশিয়া, আমেরিকা সমস্ত খবর নেন, আমাদের কি হল?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য উনি একবার রাশিয়া গেছিলেন আমি তো বলেছি যাওয়ার জন্যে নাও করেছি। আমি তো বলছি যাবেন না। যাননি তো আর।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমার নাম বোধ হয় আছে বলতে এখানে।

মিঃ স্পীকার :— আছে, আছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলব আমার সময়টাও অর্থমন্ত্রী বলবেন। মাননীয় সদস্যরা যদি সময় বাড়াতে না চান তাহলে উনাদের আমরা কষ্ট দিতে চাই না। কাজেই আমি আমার টাইমটা দিয়ে দিলাম।

শ্রীরতনলাল নাথ :— তখন তো আপনি বললেন আপনারা ৮০ মিনিট হিসাব করে দিলেন ৬ জনের ৬ × ১২ = ৭২ তাহলে আমাদের বাকি কথাটা হয়নি।

মিঃ স্পীকার :— বসুন না, বসুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৫ বছর ধরে আমি এখানে আছি এই হাউসে, এখানে দেখছি জেনারেল ডিসকাসশনের পরে অর্থমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী দুই জনই সবসময় বক্তব্য রাখেন এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবার কাছে হয়। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলবনা, আমরা তো বলতে বাধা দিচ্ছি না, আমি বলছি টাইম কালকে নিয়ে যান। মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হবে কারণ আমরা এত প্রশ্ন তুলছি তার জবাব নিশ্চয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী দেবেন। আমরা ও চাই যে সমস্যাগুলি তোলেছি এই গুলির সমাধানের পথ তারা তোলে ধরবেন। আমরা খুশি হব, আমরা সন্তুষ্ট হব এই বাজেটের দোষক্রুটি গুলি সারবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আমি ১৮০ মিনিটকে ভাগ করে অপোজিশানকে ৮০ মিনিট, রুলিং পার্টিকে ১০০ মিনিট দিয়ে পার্টিকুলার যারা বক্তা তাদের এগেইনস্ট এ দশ বার মিনিট করে দিয়েছি। এখন বক্তারা ঠিক ঠিক সময় বললে পরে ফিনান্স মিনিষ্টার ২৫ মিনিট, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২৫ মিনিট থাকার কথা এখন আপনারাতো এটা আগেই নিয়েছেন, আমি কি করব ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— আপনার সময় হলে, আমাদের কেন দশ ?

মিঃ স্পীকার :— না, না, ঘড়িটা তো এই ভাবে নষ্ট হয়নি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ভাবে দশ মিনিট সময়টাকে নষ্ট করে লাভ নেই। হাওএভার যদি উনারা এলাউ করেন তবে আমি সাত-দশ মিনিটের মধ্যে বলে শেষ করে দেব। যদি না হয়, তাহলে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর আলোচনার উপরই শেষ হবে। এটা আপনি নির্ণয় করুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এই ধরনের আরও অনেক-

গুলি অবাস্তব অযৌক্তিক এখানে প্রশ্ন তুলেছেন। সেইগুলি যদি সময় পাওয়া যেত তাহলে সব ব্যাপারগুলি তুলে ধরা যেত। আজকে এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা আলোচনা করতে গিয়ে কতগুলি ভুল তথ্যে অবতারনা করেছেন। আমি বলব পরবর্তী সময় নগেন্দ্র বাবু তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। লংতরাইভ্যালিতে মাত্র একটা লিফট ইরিগেশন তাও তোলে আনা হয়েছে। কাঞ্চনপুরে একটা, কৈলাশহরে ৪১ টা, ধর্মনগরে ২৭টা তাতে মনগড়া যুক্তি উৎত্থাপন করেছেন। শুধু আমি ওনাকে বুঝাবার জন্য আমি বলি লংতরাই ভ্যালিতে এখন এল, আই স্কীম আছে একটা, ডিপটিউবয়েল আছে একটা সেচের জন্য কাঞ্চনপুরে সেখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সবমিলে কাঞ্চনপুরে এল, আই ২০ টা ডিপটিউবওয়েল নেই এবং এই বছরে কাঞ্চনপুরে আরও ১০টা স্কীমের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আমরা এটাও বলে এসেছি যে ট্রাইবেল এলাকাতে আমাদের কাজ কম সেখানে হিসাব করলে কম হবে। চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আমরা এটা আলোচনা করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে সমস্ত দপ্তরগুলিকে শতকরা ৫০ ভাগ হবে মিনিমাম সেটা ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে সেচের যে সমস্ত প্রজেক্ট হবে সেইগুলি সেখানে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেচের জন্য কিছু কিছু কথা বলেছেন। এই মৌলোকচড়া নগেন্দ্রবাবু নিজের গর্ব বোধ করেন যে, আমরা আমাদের সময় এটা শুরু করেছি। তা কি আটকে রেখেছিলাম ? আমরা জানি যেসব দুর্গম এলাকা সেখানে যারা কাজ করবে, তাদের কিছু টাকা না দিলে পরে কাজ করতে যাবে না। তারা এই রকম অসুবিধার সম্মুখীনে কাজ করতে হচ্ছে। তাও আমরা বেসরকারী সংস্থার উপর হাত দেইনি। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা এম, পি, সি, সি, তার মধ্যেও আমরা কাজ এখানে পাঠিয়েছি, আর মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মন সেখানে বলেছেন এম, পি, সি, সি তো কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা এটা তো কোন বেসরকারী সংস্থা না। এখানে আমরা আমাদের যে সমস্ত কাজ করতে গিয়ে দেখি গুরুত্ব বড় বড় কাজ যেখানে কতগুলি অর্ডার টেকিং পশ্চিম বাংলা সরকারের আছে, কেন্দ্রীয় সরকারের আছে, আমরা তাদের ডেকে এনে এম, পি, সি সি, এখানে কাজ পাচ্ছে। এই যে একটা কামাগড়া ঘাট মাননীয় সদস্যরা খুব ভাল ভাবে জানেন ৮ বার টেণ্ডার কল করতে হয়েছে কেউ টেণ্ডার দেয়না। এখানে কাজ পাওয়া যায় না যে কাজটা ইচ্ছা করলে আমরা আরও ৬ থেকে ৭ মাস আগে শুরু করতে পারব। আমাদের ইচ্ছা থাক বা না থাক শেষ পর্যন্ত ওয়ান টেণ্ডারে কাজ করাতে হচ্ছে। কেউ আসছে না, কোন সংস্থার দ্বারা সেখানে কাজ হচ্ছে না, সেই জায়গার মধ্যে আমরা তাকে কাজ দিতে

হচ্ছে। এটা বড় সংস্থা যদি কোন দুর্নীতি থাকে কেন্দ্রীয় সরকার দেখবে। আমরা আমাদের নিয়ম মেনে কমপ্লিশনের মাধ্যমে সেখানে কাজ করছি। এদের কোন বেসরকারী বা অন্য কোন সংস্থা নেই। এছাড়া আমরা এটাও বলতে পারি, এই বাজেট এই রকম একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে ও বিশেষ করে গ্রাম ত্রিপুরার যে পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলি ভোগছে সেই অঞ্চলগুলির প্রতি আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। আমি এটা বিশ্বাস করি যে বিরোধী দলের সদস্যরা তারা যে বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন ভুল ধারণার মধ্যে আছেন, এই আলোচনার পরে তাদের ভুল ধারনা কেটে যাবে এই বাজেটকে তারা পুরোপুরি সমর্থন করবেন এবং ত্রিপুরার অগ্রগতির ক্ষেত্রে আমরা যে কাজ করছি, সেটার দিকে যাতে এগিয়ে যেতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— সমীরবাবু মুখ্যমন্ত্রী কি বক্তব্য রাখবেন? এটা তো একদিকে হয় না এটা তো সুদের কারবার নয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, মুখ্যমন্ত্রী বলবেন কি? এটা হয় না। কেন আসছে?

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— স্যার, একটু টাচ করে গেলে ভাল হতো। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কিন্তু একটা লেপচেপ দিয়ে গেলেন। আমি তো ডাইরেক্ট বলছি। এখানে এম, পি, সি, সির লোক এই এম, পি, সি, সির লোক কেন পি, ডব্লিউ, ডির কাজ করছেনা ?

আমার কথাটা ছিল এই উনি বলেছেন ঐখানে উগ্রপন্থীর ভয়। যে কারণেই হোক ঐখানে কনট্রেক্টর যেতে চাইছে না ! তাই N P. C C. not directly involve in this word. Through the contractor there doing this work. এই কথাটা বলছেন না। আমার কথা হল স্যার, এই ১২০ শতাংশ এভাব টি, এস, আর কি ভাবে কাজ করে? সেই হিসাব পি, ডব্লিউ, ডি ৬০ শতাংশ. ৪০ শতাংশ এ কাজ করছে। এন. পি, সি, সি, ১২০ শতাংশ টি. এস, আর কিভাবে কাজ করে। আমার প্রশ্ন হল এটা স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কথা ছিল এটা বিভিন্ন পয়েন্ট এসেছে অপজিশন থেকে মাননীয় মন্ত্রী ও চান কাজ করতে।

মিঃ স্পীকার :— যতটুকু সম্ভব কাজ করবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী

উনার বক্তব্যে এখানে বিরোধী দলের বন্ধুদের তরফ থেকে যে সমস্ত প্রশ্নগুলি তোলবার চেষ্টা করেছেন বিধানসভা সেগুলোর উত্তর দিয়েছে। আমি উত্তরটি পরিষ্কারভাবে বলতে চাইছি। আমি সংক্ষেপে এক দুইটি বিষয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করব। আমাকে যদি কেউ সরাসরি জিজ্ঞেস করেন আপনি কি এই বাজেটে খুশি ? আমি এক কথায় বলব না খুশি নই। যদি বলেন এখন খুশি না তাহলে বলব আমাদের যা প্রয়োজন, আমাদের যা চাহিদা, আমাদের যা হোল, টার্গেট যা হওয়া তার সাথে মিলিয়ে এগুলি করতে গেলে বরাদ্দ যা থাকা দরকার সেই বরাদ্দ অসংগতিপূর্ণ। এই কারণেই আমি খুশি হতে পারছি না। স্বাভাবিক কারণে প্রশ্ন আসবে বরাদ্দের সংগতি আছে তার পরেও কি বরাদ্দ কম ? আমি বলব না। বরাদ্দের সংগতি যা আছে সেই সংগতির মধ্যে দাঁড়িয়ে সর্বাধিক চেষ্টা করা হয়েছে এই যে ক্যাম্প ডিমাণ্ড এণ্ড সাপ্লাই এর মধ্যে এই ক্যাম্পটাকে কাবার করেছে এবং এই দিকে এটা হঠাৎ করে একদিনে চলে এল। চাহিদা, সমস্যা, প্রয়োজন বাস্তব অবস্থা এটা একদিনে আসে'ন। দীর্ঘ দিন ধরেই চলে এসেছে। আমি এই কাহিনী আলোচনায় যেতে চাই না। যেগুলো আগেই আলোচনার মধ্যে এসেছিল। আমরা কি চাইছি। আমরা আকাশ কুসুম কিছুই চাইছিনা। আমরা বার বার একটা কথাই বলার চেষ্টা করছি আমাদের রাজ্যের যে মানুষ ৭৪ শতাংশ দারিদ্র সীমা রেখার নীচে বাস করে তাদের জীবন ধারার মান নিয়ে ব্যক্ত করতে চাইছি। আমি বিশ্বাস করি না, আমি দাবী করবনা গতাচরের মত এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই ৭৪ ভাগ মানুষ যারা তিলে তিলে এই দরিদ্র সীমার নীচে এসে দাঁড়িয়েছেন। ৫ বৎসরের মধ্যে তাদেরকে আমরা একটা আকাশ চন্দ্রের অবস্থার মধ্যে নিয়ে যেতে পারব।

This is imposible not imposible চেষ্টা তো একটা জায়গা থেকে শুরু করতে হবে। এটাকে বিবেচনায় রেখেই মানুষের জীবন যাত্রার মান এখন যেখানে আছে সেখানে ৭৪ ভাগ দরিদ্র সীমারেখার নীচে সেখান থেকে তোলতে হবে। কোন জায়গাটা আমরা হাতে নেব সেই জায়গাটা আমরা আইডেনটিফাই করেছি। সেটা কৃষি। যেমন কৃষি সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত বিষয়বস্তু বিষয়াবলী সেই জায়গাটা আমরা বেছে নেওয়ার চেষ্টা করছি আমাদের রাজ্যের যা পরিস্থিতি আমরা হিসাব করে যা দেখেছি ৮৫ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং ল্যাণ্ড হোলডিং যা এটা সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে কম। জমির মালিক অর্থাৎ ব্যক্তিগত যা মালিকানা, জমির যা আয়তন সম্ভবত: এটা ভারতবর্ষে'র মধ্যে আমাদের রাজ্যের মানুষের সবচেয়ে কম। দীন দরিদ্র এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা এখানে যেটা বলেছি যে মাননীয় সদস্য নেই। এখান থেকে যা বক্তৃতা করছিলেন রাংখল সাহেব সঠিক ভাবে বলছি যে ফরেষ্টের হাতে যে জমি, ভারতবর্ষের অন্য অনেক রাজ্য যদি আমাদের রাজ্যের ফরেষ্ট এভারেজ বেশী

এবং ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স মেনটেন করার জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এর যা নির্দেশিকা তাদের ৩৪ থেকে ৩৫ যা ফরেষ্ট দেখবে আমি আমাদের এখানে ৬০ শতাংশ এর উপরে। এই জায়গাটার মধ্যে সম্ভবত: শাসকদল বিরোধী দল আমাদের কারোর কোন আপত্তি থাকবে না যে এইটা আমাদেরকে ভুগাচ্ছে। এখানে আমরা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলছি রিগেড এড়িয়া আমাদের ছেড়ে দিন এবং বি, এফ প্ল্যান বলে যেটা সেটা ছেড়ে দিন এই জায়গাটাতে আমরা উচুই ক্ষেত মজুর যারা, জুমিয়া যারা তাদের পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করে দেই এবং এদের যদি একটা বন্দবস্ত না দিতে পারি ব্যাঙ্ক কোন রকমের সাহায্য করে দিতে পারে না। তারা চাইলেও আমরা দিতে পারব না। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে এই রকম ব্যবস্থা চলছে, এটা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একটা লড়াই চলছে অপর দিকে যে জায়গায় জমিটি আছে কারণ সেখানে তো কৃষি ক্ষেত্রে তো সম্পূর্ণ বেসরকারী হাতে, সরকারী হাতে তো কিছুই নেই। সরকার তো নিজে চাষ করে না, সবটাইতো প্রাইভেট সেক্টর কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর হলেও এই জায়গায় সরকার নিজে বসে থাকতে পারেনা, তারজন্য আমরা সবচেয়ে নজর দেওয়ার চেষ্টা করছি সেচের দিকে। সেচ সম্প্রসারণ শেষ করতে গেলে বিদ্যুৎ দিতে হবে এবং এর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বাড়াতে হবে এবং এর সঙ্গে শুধু কৃষি বা বিদ্যুৎ দিলেই হবেনা, জল দিলে হবে না ভাল বীজ লাগবে। আমাদের এখানে বীজ সার্টিফিকেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। সে জন্য আমরা সেখানে হাত দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং ফার্টিলাইজার সেটাও আমরা সেখানে দিতে হবে তার পরে হচ্ছে সেখানে মার্কিটিং এর প্রশ্ন। এই বিষয়গুলির উপর নজর দিয়ে আমরা বলছি এখানে সবচেয়ে বেশী টাকা বরাদ্দ করতে হবে। চাহিদা যা এই গ্যাপগুলি পূরণ করতে গেলে যেভাবে আমাদের এখানে নজর দেওয়া দরকার সেই টাকা আমাদের হাতে নেই। কমিটেড এক্সপেণ্ডিচার, এই এক্সপেণ্ডিচার তো অস্বীকার করা যাবে না। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য বন্ধুরা বলবার চেষ্টা করছেন আর, ও, পি ভুল কতদিন সময় লাগে, উনাদের সঙ্গে আমরা একমত এত সময় লাগছে, ভুল হয়ে গেছে সংশোধন তো করতেই হবে। সেগুলি করানোর জন্য যদি ভুল হয় তাহলে সংশোধন করার জন্য একটু অপেক্ষা করতেই হবে। আর, ও, পি যদি দুমাস দেরীও হয় কিন্তু যে ডিক্লারেশন সরকার করেছে তার বেতন হয়তো এই আর, ও, পি সংশোধিত হলে পরে যে টাকাটা আজকে পাবেন হয়তো আজকে একসাথে নাও পাবেন একমাস পরেও সেই টাকাটা পাবেন, এটা উদ্বেগের কোন কারণ নেই। ডিক্লারেশন যেহেতু হয়েছে পাবেন সবাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কমিটেড এক্স-পেণ্ডিচার বেড়ে গেছে জিনিসের দাম বাড়ছে। প্রাইজ ইনডেক্স-এর উপর নির্ভর করে শ্রমিকের মজুরী ভাতা বাড়ছে, তাদের সকল ভাতা নিয়ে আমরা কথা বলছিনা। আমাদের

মাননীয় শ্রমমন্ত্রী প্রশ্ন করেছিলেন এবং দীপকবাবু বিরোধী বেঞ্চ থেকেও বলেছিলেন সেটা সঠিকভাবে বলেছিলেন। জিনিসের দাম যেভাবে বাড়ছে এবং মজুরী যেটা আমরা নির্ধারণ করছি একটা সঙ্গতি রক্ষা করতে পারছিনা, আরও বেশী হওয়া উচিত। কাজেই এই দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে মিলিয়ে এই ব্যাপারটা সেখানে বাড়ছে এবং এটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে কমিটেড এক্সপেণ্ডিচার-এর ব্যাপার। কেন্দ্রীয় সরকার যে হারে বেতন দেবে সে ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারও সেই হারে দিতে পারতো হয়তো কেন্দ্রীয় সরকার তুলনায় রাজ্য সরকারের মধ্যে দেরিতে হোক বা আগে হোক পার্থক্যটা থাকবে শুধুমাত্র। কাজেই এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনারা দেখেছেন আমাদের বাজেটের মধ্যে বরাবরি কমিটেড এক্সপেণ্ডিচারগুলি স্বভাবতই শুধু আমাদের রাজ্যের বাজেটে না বা এটা বছরের বাজেটে না বা গত বছরের বাজেটে না যে কমিটেড এক্সপেণ্ডিচার সেটা বরাবরই বেশী থাকে এবং প্লেন কম থাকে। কিন্তু প্লেনের ক্ষেত্রে যে টাকা সেই টাকাটা ধরে রাখার কঠিন হয়ে গেছে এবং আমাদের এই বছরের সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে দশম অর্থকমিশনের এ্যাওয়ার্ড যেটা আমরা পেয়েছি সেটা এমন ভাবে ক্যালকিউলেশন হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতার সময় এটা রেফার করার চেষ্টা করেছেন। তার প্যারা-গ্রাফে দশম অর্থ কমিশন আমাদের আয় এবং খরচ কি হতে পারে রেভেনিউ কালেকশন কি হতে পারে একটা এ্যাসেসমেন্ট তারা করেছিলেন। এ্যাসেসমেন্টটা আনুমানিক এটা একটা এ্যাপ্রিহেন্সের উপর করেছেন, এটা যদি আমরা এচিভ করতে পারতাম আমরা সবাই খুশি হতাম। কিন্তু ঘটনা হলো তার একটা অংক হিসেবে পেলে দিয়ে ব্যাপারটাকে একটা জেনারেল গ্রুপে দেখে এমন একটা জায়গায় এনে ব্যাপারটা শেষ করেছেন তা থেকে আমরা যেন লক্ষ্য করছি। আপনারা দেখেছেন, বাজেটের মধ্যে দেখিয়েছে এই যে বারবার আমাদের অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে বাজেট এট এ গ্লেন্স, তার মধ্যে আমরা কেন্দ্র থেকে বা বাইরে থেকে যে সমস্ত টাকাগুলি পাচ্ছি তাদের একটা হেড আছে এই টেন্থ ফিনান্স কমিশন তাতে আবার দেখা যাচ্ছে সাড়ে ১০ কোটি টাকা কমিটেড এক্সপেণ্ডিচারকে মিট করতে গেলে পরে যে গ্যাপটা থাকে গ্যাপটাকে পূরন করার জন্য গতবছরে যে টাকা দিয়েছিল যে টাকা কিন্তু এই খাতের ২৮ কোটি টাকা আমাদের হাতে এখন এক পয়সাও নেই। আমাদের ২২৫ কোটি টাকা বেশী খরচা হয়েছে। ৪র্থ পে কমিশনের রিকমেণ্ডেশন কার্যকরী করতে গিয়ে। মাননীয় বিরোধী দলের বন্ধুরা নিশ্চয়ই বলবেন না, বেতন না দিতে। আমরা যতই তর্ক-বিতর্ক করি, বাজেটের বিরোধীতা করি, কিন্তু বেতন দেওয়ার বেড় বিরোধীতা করতে পারবেন না আমি জওহর বাবুর বক্তব্য শুনছিলাম, আর, ও, পি, ভুলের জন্য অনেক ক্লাস থ্রি কর্মচারী ক্লাস ফোর হয়ে গেছেন। সংশোধন নিশ্চয়ই করতে হবে। আর এটা করতে গেলে তার

স্পেফিকেশন বাড়াতে হবে। এর জন্য টাকা বাড়াবে। অন দি আদার হ্যাণ্ড, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট তার যে ডি-ভ্যালুয়েশান মানি করেছে, যে পলিসি এ ডপট করেছে তাতে. সর্বনাশ হয়ে যাবে। এটা শুধু আমরা বলছি, তা নয়। রাজস্থানের সদ্য নির্বাচিত বন্ধুটি যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন কংগ্রেস দলের সেই মিঃ গিলন, উনার কথা। লাষ্ট যে এন, ডি, সি, মিটিং হলো তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা হয়নি। তবে তিনিও বক্তৃতা রাখছিলেন, আমরাও রাখছিলাম। তিনি বলেছেন, মশাই, কেন্দ্রীয় সরকারের ফিফথ পে কমিশনের পরিপ্রেক্ষিতে এত বেতন আমি কোথা থেকে দেব? আমিতো সরকারে এসে অথৈ জলে ডুবে গেছি। আমি কি করে বেতন দেব এবং তিনি, মিঃ গিলন, সারা ভারতের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন, আসুন, আমরা সবাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাপ সৃষ্টি করি" পে কমিশনের রিকমেণ্ডেশন ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে রাজ্যগুলির প্রানান্তকর অবস্থা তাদের টাকা কেন্দ্রকে দিতে হবে এই দাবী মিঃ গীলনের। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে চাপে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার গত ২০ তারিখের মিটিংয়ে বলেছেন, ঋণ দেবেন। আমার বন্ধু নগেন্দ্রবাবু এখানে বলেছেন, আমাদে ঋণ বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন, টাকা দেবেনা। ঋণ দেবেন। আমাদের সেচ করতে হবে, বিদ্যুৎ আনতে হবে, হাসপাতাল করতে হবে কিন্তু টাকা নাই কাজেই ঋণ আমাদের নিতে হবে। ঋণ মন্ত্রীর বেতন বাড়াবার জন্য না। ঋণ, এম, এল, এদের বেতন বাড়াবার জন্য না। ঋণ উন্নয়নের জন্য। কাজেই সেই জায়গায় এই ধরনের ঋণ আমরা একশত বার নেব। আমরা পেছনে পড়ে আছি. সেখান থেকে এগিয়ে যাবার জন্য আমরা ঋণ নেব। এই সাহসী সিদ্ধান্ত ৪র্থ বামফ্রন্ট নিয়েছে এ কথা আমি বলব। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যা বলেছেন তার মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় ঠিক পয়েন্ট আউট করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আন-প্রটেকটিভ এরিয়ায় খরচা কমাতে। আমি এটা এগ্রী করি। খুব সঠিক কথা বলেছেন। আমরা ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে ডাক-ঢোল পিটানোর জন্য একথা বলিনি। আমরাও চাইছি, বেশী খরচা যে জায়গায় না করলে চলে সেটা বন্ধ করার জন্য। টেলিফোন থেকে শুরু করে গাড়ীর খরচা কমাবার চেষ্টা করতে বলেছি। তবে এটা ঠিক, মাননীয় সদস্যরা যা বলেছেন তা। প্রত্যাশা অনুযায়ী আমরা তাতে সাড়া পেয়েছি বলা যায় না। তবে কমবার সুযোগ নেই, একথাও আমি বলব না। কমাবার সুযোগ কি করে বের করা যায় এটা অবশ্যই আমাদের দেখতে হবে। আবার আমার অফিসারদের মধ্যে কেহ কেহ এটা কমাবার চেষ্টা করছেন না এটাও মনে করার কারণ নেই। আমরা তথ্য চেয়েছি, গত বছরে এই পর্য্যন্ত এবং এই বছরের এই মাস পর্য্যন্ত কত টেলিফোন বিল হয়েছে তা পাঠাতে। এর জন্য কিছুটা সময় লাগবে। হিসাব পেলে আমরা বুঝতে পারার চেষ্টা

করব, কেন হয়েছে ? তবে আপনাদের এই ব্যাপারে যে উদ্বেগ সেটা আমার বিবেচনার মধ্যে আছে। এবং এটা আমাকে সাহায্য করবে। এখানে অপ্রয়োজনীয় যা খরচা তা আমাদের কমাতে হবে মন্ত্রী থেকে অফিসার পর্যান্ত। আমি এখানে ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারীদের কথা বলি না। তারা তো পয়সা খরচ করেন না। তারা আদেশ তামিল করেন। কাজেই এই জায়গা সঠিক ভাবে চিহ্নিত করতে হবে। তার দ্বিতীয়তঃ, মাননীয় সদস্যরা কতগুলি দপ্তরের কথা বলার চেষ্টা করেছেন। গতবার যেগুলির করার কথা ছিল কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, অনেক ক্ষেত্রে আমরা পেঁছনে পড়ে আছি। সেটা কেন করা গেল না তার পর্যালোচনা করা হচ্ছে। শুধু হিসাব দিলে চলবে না। কেন হল না, কি কারণে হল না ? মেটেরিয়েলসের অভাব, না কন্টাকটর পাওয়া যায়নি ? না, শুধু উগ্রপন্থী সমস্যা ? সব জায়গায় উগ্রপন্থীর সমস্যায় কাজ করা যায় না এটা ঠিক নয়। এব্যাপারেও আমি মাননীয় সদস্যদের সঙ্গে একমত। কোন জায়গায় উগ্রপন্থীদের জন্য হয়ত কাজ করা যায় না আবার কোন কোন জায়গায় উদ্যোগ গ্রহনের অভাবেও কাজ করা হচ্ছে না। প্রশাসনের অভ্যন্তরে কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ না করার একটি প্রবণতা রয়েছে। সেটা আমি ভবিষ্যতে বলব। আমি সেই কারণের এখনই কোন ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি না। কিন্তু সেই অনীহা আগে দূর করতে হবে।

আমি সেগুলি ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি না। সেই জায়গায় আমাদের শক্ত হতে হবে। আমি আমার মন্ত্রীসভার সহযোগীদের বন্ধুদের অনুরোধ করব যার যার দপ্তরের এই যে বিষয়গুলি আছে সেগুলি সম্পর্কে আরও গভীর অভিনিবেশ নিয়ে ভিতরে ঢুকে এই দুর্বলতা থেকে বেড়িয়ে আসার ক্ষেত্রে আমাদের আরও কার্য্যকরী ভূমিকা নিতে হবে। কতগুলি দপ্তর এই সময়ের মধ্যে আমরা দারুন ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছি। এমন ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছি যে আমরা এগুলি সংযত করতে পারছি না। দপ্তর যা কিছু আছে সেগুলির আরও কাজ করার আছে। যা আমরা করলাম এটাকে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় এটাকে পরিচালনা করার জন্য যেখানে ভূমিকা গ্রহণ করা দরকার সেটা আমরা সমন্বয় করতে পারছিনা। এটাই আমাদের সমস্যা। এই গুলিতো রেমিনিশানস অব প'ষ্ট। হাউ ক্যান উই ইগনোর অল দিস থিংগস। এইগুলি সবগুলি তো ওভার নাম করা যাবে না। এই গুলি করার জন্য আমরা ধীরে ধীরে চেষ্টা করছি। আমরা গত এক বছর ধরে যা কাজ করছি সমস্ত গুলিই নির্ভুল এবং যা যা আমাদের করতে হবে সবগুলিই আমরা করে ফেলেছি সেটা আমরা বলব না আমি শুধু এই টুকুই বলব যে আমাদের অনেক কিছু করার বাকী আছে। সামর্থে আমাদের ঘাটতি আছে, সমস্যা আমাদের থাকবে। দেশে যা পরিস্থিতি সামনের দিনগুলি আরও খারাপ আসছে। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের সাহস করে ধরতে হবে। আমাদের যার যা দায়িত্ব আছে যে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমাদের আরও

অনেক ঐকান্তিক সদিচ্ছা নিয়ে সে কাজে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। সেখানে আমি প্রত্যাশা করব মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়দের কাছে যে বাজেট তাঁরা সমর্থন করবেন না করবেন সেটা তাদের বিবেচনার ব্যাপার, তাঁরা গঠন মূলক সমালোচনা করে আমাদের সাহায্য করবেন। এটাই আমাদের কাম্য। এটা যদি কেউ ইগনোর করার চেষ্টা করেন এটা তাঁর দুর্বলতা হবে এবং এটা করে কেউ এগিয়ে যেতে পারবেন না। যে জায়গায় মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা যারা আলোচনায় অংশ গ্রহন করেছেন গঠন মূলক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের ফাঁক ফোকরগুলি ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন সে ব্যাপারে আমাদের দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীরা আমি নিজেকে নিয়ে বলছি নোট নিয়ে ভবিষ্যতে তার থেকে যাতে বেড়িয়ে আসতে পারি তার জন্য আমরা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করব। গঠন মূলক যে এপ্রোচ, সে এপ্রোচের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। আর আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কে যেটা বলেছেন আগরতলার মিউনিসিপ্যালিটির মাননীয় চেয়ারম্যান আমার দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন এবং আমি পরীক্ষা করে দেখেছি এবং আমি বলব এটা ঠিক হয়নি। উনি প্রথম দিনে মুখে কথা বলেছেন। আমি বলেছি মুখে কথা বললে তো কোন কাজ হবে না, আপনি লিখিত ভাবে দেবার ব্যবস্থা করুন। উনি সময় নিয়েছেন। ৬/৭ দিন সময় নিয়েছেন লিখে পাঠিয়েছেন। আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা বলেছি। তিনি আমার সাথে এক মত হয়েছেন যে হ্যাঁ, সাবডিভিশান লেভেলে নগর পঞ্চায়েতগুলির সাথে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিকে মিলিয়ে এক করে দেখা যায় না। দিস ইজ ইম ম্যাটেরিয়েল। এটা কোন দল চলায় কংগ্রেস না কম্যুনিষ্ট দিস ইজ ইমম্যাটেরিয়েল। আজকে দিল্লী যে সুন্দর হচ্ছে তার জন্য কি আমরা ঈর্ষা করছি? দিস ইজ আওয়ার ক্যাপিটেল। উই আর প্রাউড অব ইট। আমাদের কাছ থেকে তো টাকা নিয়ে দিল্লী সাজচে। কি করা যাবে। কাজেই আগরতলাকে তো সুন্দর করতে হবে। কে চালাচ্ছে না চালাচ্ছে দিস ইজ ইমম্যাটেরিয়েল টু আস। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিকে একটা ছোট সাবডিভিশানের নগর পঞ্চায়েতকে মিলিয়ে দেখলে চলবে না। এখানে ডিমোক্রিশানের প্রশ্ন না, এটা গ্রান্টের উপর চলছে। কেন্দ্র থেকে যেটা পাচ্ছি সেটা বন্টন করার ক্ষেত্রে এটা ঠিক হয়নি। আমার এই জায়গাতে বলতে কোন সংকোচ নেই। যারা দেখছেন তাদেরকে রেকটিফাই করার চেষ্টা করতে বলেছি। ভবিষ্যতে এই ধরনের যাতে না হয়। এটা যদি অমরপুরের ক্ষেত্রে হয় সেখানে এটা প্রযোজ্য। আমরা এখানে প্রবঞ্চনা করতে আসিনি, কাজের জন্য এসেছি। দুর্বলতা যদি থাকে তাহলে স্বীকার করব। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট প্লেস করেছেন সেই বাজেটকে নতুন করে সমর্থন করার প্রশ্ন উঠে না। কারণ আমি এই মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রীসভার

অনুমোদন নিয়েই এটা হয়েছে। এখানে তর্ক বিতর্ক থাকবে। সব ব্যাপারেই আমরা একমত হব না। আমি এখানে যে সমস্ত বিষয়গুলি বললাম, যে সমস্ত বিষয়গুলি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা উৎথাপন করার চেষ্টা করেছেন তার মধ্যে যতটুকু গঠন মূলক আছে সেটা নিশ্চয়ই আমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করব। এর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করব। আমাকে কথা বলার সুযোগ দেবার জন্য বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়দের এবং মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার মধ্যে যে দুটি জিনিষ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই একটা হচ্ছে ১৯৯৮-৯৯ সালের রিসিভ ১৪ শত ৯৯ কোটি ৪ লক্ষ আর একটা হচ্ছে ১৪ শত ৮৩ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার মত সারপ্লাস থাকে। এই সম্পর্কে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কিছু বলবেন কিনা। ২ নং হচ্ছে ডাঃ জি, সি, চাওলা তিনি পিলাক সফর করেছেন এবং রাজর্ষী গেষ্ট হাউসে এসেছিলেন তখন তিনি বক্তব্য রেখে বলেছিলেন এবং পয়েন্ট তুলেছিলেন ফাষ্ট হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যেগুলি সারপ্লাস থাকবে, আন স্পেণ্ড থাকবে এইগুলি তারা নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিয়নকে ভাগ করে দেবেন। ১৫ শত কোটির মত টাকা এতএব এটা নিশ্চয়ই ত্রিপুরা রাজ্যের শেয়ারেও থাকবে এই সম্পর্কে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কিছুই বলেননি। তারপর আর একটা আমি তুলেছিলাম শিল্প দপ্তর সম্পর্কে কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন শিল্প দপ্তরের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা রয়েছে কিন্তু আমরা চাইছি শিল্প দপ্তরের জন্য আরও ৫০ কোটি টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সেই টাকা খরচ করতে পারেননি উনারা। তাই কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে অতএব ১৫ কোটি টাকা ষ্টেটের যে টাকা ষ্টেটের পাওনা ওটা আমরা দিতে পারব না-ইউ আর ফিষ্ট ওয়েটিং।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— ফাষ্ট পয়েন্ট যেটা এক সর্টফ্রমেন্ট রিলেটেড এই একসপেণ্ডিচার তো সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে বিভিন্ন রাজ্য সাবমিট করে, আমরাও করি। আমরা এই খাতে যে টাকা পাই সেই টাকা পাওয়াতে আমাদের এখানে প্লাস হয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এটা এক একসর্ট্রিমেন্ট নয়। এটা হচ্ছে রিসিভ এ্যাণ্ড একসপেনডিচার ১৪ শত ৯৯ কোটি ৪ লক্ষ হচ্ছে রিসিভ আর এক্সপেণ্ডিচার হচ্ছে ১৪ শত ৮৩ কোটি ৯৩ লক্ষ। ১৫ শত কোটি টাকা ইট হেজ নট বীন মেনশান ইন দি বাজেট। সেভিংস ১৫ শত কোটি টাকা।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি যেটা বুঝেছি সেটা বলছি আমাদের এই যে ১৫ শত কোটি টাকা অতিরিক্ত হলো এটা কোথা থেকে এসেছে? জেনারেল অর্থ দপ্তরের তরফ থেকে

তো এক্সট্রিমিষ্টস্ রিলেটেড কতগুলি টাকা খরচ হয়। এই টাকা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার চাইছি অনেক দিন সময় নিয়ে শেষ পর্যন্ত ২৮ কোটি কিছু টাকা তাঁরা দিয়েছেন। এই যে টাকা সেই টাকা থেকে যেটা উদ্বৃত্ত রয়েছে সেটাই এখানে দেখানো হয়েছে। সেকেণ্ড যেটা পিল্লাই বলেছেন সেটা আমাদের চাপে নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিলের প্রথম মিটিং হয় তখন শুক্লা কমিশনের যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন প্রথম মিটিং-এ চাপ দিয়েছিলাম, দ্বিতীয় মিটিং-এ চাপ দিয়েছিলাম কিছুই হল না। সেই সময়ে প্রাইম-মিনিষ্টার দিল্লীতে একটা মিটিং ডাকলেন এবং সে সময় মিঃ যশোবন্ত সিং প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন। সেই সময়ে প্রাইমমিনিষ্টার ডিক্লেয়ার করেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত ডেভেলাপমেন্টাল দপ্তরগুলি আছে এই এলাকাতে তাদের পয়সা দেওয়া হয়। যেমন ওশেন ডেভেলাপমেন্ট নামে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, কিন্তু আমাদের এখানে তো সমুদ্র নেই এটার পয়সা এখানে আসবে না। আবার যে ডিপার্টমেন্ট-গুলির ডেভেলাপমেন্ট আছে তার জন্য যে টাকা ধরা হচ্ছে টেন (১০) পারসেণ্ট তারা দিচ্ছেন ওটা দিয়ে তাঁরা একটা করপাস ফাণ্ড করেছেন এবং ঐ করপাস ফাণ্ড থেকে আমাদের ইমপরটেন্ট যে প্রজেক্ট আছে তার জন্য টাকা দিচ্ছেন বিভিন্ন ষ্টেটে। একর্ডিংলি আমরা আমাদের রাজ্য থেকে এই ধরনের ২০টির মত আমরা প্রজেক্ট সাবমিট করেছি কিন্তু মাত্র একটা প্রজেক্টের জন্য টাকা স্যাংশান করেছেন সেটা হচ্ছে পাওয়ার প্রজেক্ট।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ২৪শে মার্চ, বুধবার, ১৯৯৯ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

ANNEXURE—"A"

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No. 15.

Name of the Member :— Sri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state.

QUESTIONS

১। ইহা কি সত্য রাজ্য সরকার রাজ্যের জলাশয়গুলি পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ?

২। যদি না করে থাকেন, অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিনা; এবং

৩। যদি করে থাকেন, তবে কবে নাগাদ সিদ্ধান্তটি কার্য্যকরী করা হবে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ, সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার ও অনুসন্ধান খামার ব্যতীত অন্যান্য জলাশয় হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ইত্যবসরে এই সিদ্ধান্তটি কার্য্যকরী করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 20

Name of the M. L. A. :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Water Rescurce, P. W. D. be pleased to state—

QUESTIONS

১। বর্তমান অর্থবর্ষে জল সেঁচের জন্য রাজ্যে মোট কতটি D. T. W. মঞ্জুর করা হয়েছিল ?

২। তন্মধ্যে কতটি খনন করা হয়েছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। বাকি মঞ্জুরীকৃত D. T. W. এর খনন কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। বর্তমান অর্থবর্ষে জল সেচের জন্য মঞ্জুরীকৃত ৪০টি ডি, টি, ডব্লিউ খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

২। উক্ত সংখ্যক ডি, টি, ডব্লিউ মধ্যে এ পর্যন্ত ৪টির খনন কার্য সম্পন্ন হয়েছে।

ব্লকের নাম	খননের স্থান
মেলাঘর	১। লচোম্বিবাড়ি
কুমারঘাট	২। সমরুর পাড়
বিশালগড়	৩। বীরেন্দ্রনগর বুড়াবাড়ি
ঐ	৪। গোপীনগর

১০। অবশিষ্ট ডি. টি. ডব্লিউর খননের কাজ আগামী অর্থবর্ষে হাতে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

Admitted Starred Question No. 22

Name of M. L. A :— Sri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be pleased to state—

QUESTION

১। ধর্মনগর মহকুমার প্রেমতলা হইতে কুর্তি পি. ডব্লিউ. ডি. রাস্তার কার্পেটিং-এর কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণ কি ?

২। যদি উক্ত রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হয়ে থাকে তবে কবে পর্যন্ত শেষ করা সম্ভব হবে।

ANSWER

১। রাস্তার মেটেলিং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কার্পেটিং-এর কাজ সময়মত শেষ করা সম্ভব হয়নি।

২। উক্ত রাস্তার ২.৭৫ কি. মি. থেকে ৫.৫০ কি. মি. এর অন্তর্গত অংশে কার্পেটিং-এর কাজ এই অর্থ বছরের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা নেওয়া হবে। ২.৭৫ কি. মি. রাস্তার কাজ আগামী অর্থ বৎসরে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No :— 30

Name of M. L. A. :— Sri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

QUESTION

১। গণ্ডাছড়া বাজার হইতে কালাঝরী বাজার পর্যন্ত রাস্তা তৈরী করে গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

২। না থাকিলে তার কারণ কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ, আছে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No. :— 34

Name of Member :— Shri Jawhar Shaha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্য 'স' মিলের সংখ্যা কত ? (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ পর্য্যন্ত হিসাব)।

২। বর্ত্তমানে উক্ত 'স' মিলগুলির মধ্যে কয়টি চালু আছে এবং কয়টি বন্ধ আছে এবং

৩। রাজ্যে 'স' মিলে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

৪। ঐ সকল শ্রমিকেরা বর্ত্তমানে কতটাকা মজুরী পাচ্ছে ?

ANSWER

১। রাজ্যে মোট ৯৬টি 'স' মিল আছে।

২। বর্ত্তমানে উক্ত 'স' মিলগুলির মধ্যে ৮২টি চালু আছে এবং ১৯টি বন্ধ আছে।

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৪। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. :— 35

Name of M. L. A. :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state ;—

QUESTION

১। বর্তমানে রাজ্যে পূর্ত্ত দপ্তরের কতটি ডিভিশন অফিস এবং কতটি সাব-ডিভিশন অফিস আছে ?

২। রাজ্যে নতুন কোন ডিভিশন অফিস খোলা হবে কিনা এবং খোয়াই মহকুমায় কোন নতুন ডিভিশন অফিস খোলার কথা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

৩। নবগঠিত তুলাশিখর, পদ্মবিল ও কল্যাণপুরে ব্লক ভিত্তিক নতুন কোন সাব-ডিভিশন অফিস খোলার ব্যাপারে বিবেচনা করা হবে কিনা?

ANSWER

১। পূর্ত দপ্তরের অধীনে (সড়ক ও ইমারত, জলসম্পদ এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরী শাখা সহ) মোট ৩৪টি ডিভিশন ও ১০৮টি সাব-ডিভিশন অফিস আছে।

২। আপাততঃ এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted Starred Question No. 48

Name of the M. L. A. :— Sri Jawahar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W Department be pleased to state—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে হালাহালি ফটিকরায় রাস্তায় ধলাই নদীর উপর স্টিলের সেতুর একটা অংশ কয়েক মাস পূর্বে ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে ঐ অঞ্চলের লোকদের চলাচলের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে?

২। সত্য হলে কবে নাগাদ উক্ত স্টিলের সেতুটি মেরামত করে যান চলাচলের উপযোগী করা হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER

১। হ্যাঁ, গত ২৫-৬-৯৮ ইং তারিখে পেচারথল, ফটিকরায়, হালাহালি এবং চেবরী রাস্তায় মানিক ভাণ্ডারের কাছাকাছি বামনছড়ায় ধলাই নদীর উপরে অবস্থিত স্টিল ট্রাস ব্রীজের ৩৩মিঃ দৈর্ঘ্যের একটি স্প্যান ভেঙ্গে যায়, ফলে ঐ ব্রীজের উপর দিয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়।

২। আগামী আর্থিক বছরে এই ব্রীজের মেরামতের কাজ শেষ করে যান চলাচলের উপযোগী করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 65

Name of M. L. A :— Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state—

QUESTION

১। অমরপুর মহকুমার ও সাব্রুম মহকুমার করবুক, শিলাছড়ি এলাকাকে নিয়ে নূতন মহকুমা করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি?

১। না থাকলে তার কারণ কি ?

ANSWER

১। না, নেই।

২। আর্থিক সঙ্গতি, পারিপার্শ্বিকতা এসমস্ত বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখার পরই সরকার এব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

Admitted Starred Question No :— 69

Name of the M. L. A. :— Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

QUESTION

১। আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাজারে রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তরের যে সমস্ত মৎস্য বিক্রয়ের কাউন্টার রয়েছে সেগুলি থেকে প্রতিদিন মৎস্য বিক্রয় হচ্ছে কিনা এবং হলে কোন্ কোন্ সময় সেটা খোলা থাকে ?

২। উক্ত মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্রগুলি থেকে মৎস্য বিক্রয় বন্ধ থাকলে সেটা কবে থেকে বন্ধ রয়েছে এবং পুনরায় কবে থেকে এই মৎস্য কেন্দ্রগুলি চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। প্রতিদিন মৎস্য বিক্রয় হচ্ছে না। নিয়মানুসারে সকাল ৬.০০ টা থেকে যতক্ষন মাছ থাকে ততটুকু সময়ই মাছ বিক্রয় হয়ে থাকে।

২ ডুম্বুর জলাশয় এবং মৎস্য দপ্তরের জলাশয়ের মাছ বিক্রয় করার জন্য আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাজারে মৎস্য বিক্রয় কাউন্টার নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ডম্বুর জলাশয়ের মাছ সরবরাহ না থাকায় প্রতিদিন উক্ত কাউন্টার থেকে মাছ বিক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না।

কিন্তু ১লা বৈশাখ ও বিজয়া দশমীতে উক্ত কাউন্টার গুলি থেকে সরকারী পর্যায়ে মাছ বিক্রয় করা হয়ে থাকে।

ডম্বুরের মাছের নিয়মিত সরবরাহ শুরু হলেই পুনরায় শহরের সকল কাউন্টারগুলি থেকে মাছ বিক্রয় করা শুরু করা হবে।

Admitted Starred Question No. :— 89

Name of the Member :— Shri Kajal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারী এবং অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদানের জন্য ১৯৯৮-১৯৯৯ ইং অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন খাতে কত টাকা করে বরাদ্ধ পাওয়া গিয়েছিল ?

২। ৩০-৯-৯৮ ইং পর্য্যন্ত কত টাকা বেতন ভাতা প্রদানে খরচ হয়েছে ? এবং

৩। ১৯৯৮-১৯৯৯ ইং অনুমোদিত রাজ্যে বাজেটের কত শতাংশ কর্মচারীদের বেতন ভাতা খাতে খরচ হয়েছে ?

ANSWER

১। ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থ বছরে ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারী এবং অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদানের জন্য নির্দ্দিষ্ট খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন অর্থ রাজ্য সরকার পায়নি ।

২। ৩০-৯-৯৮ ইং পর্যন্ত আনুমানিক মোট ৩৪৯.২০ কোটি (তিন শত উনপঞ্চাশ কোটি বিশ লক্ষ) টাকা বেতন ভাতা প্রদানে খরচ করা হয়েছে ।

(উল্লেখ থাকে যে September মাসে দুই বার রাজ্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান করা হয়েছিল ।)

৩। ৩০-৯-৯৮ ইং পর্যন্ত অনুমোদিত বাজেটের আনুমানিক ২১.২৫ শতাংশ বেতন ভাতা প্রদানে খরচ হয়েছে ।

Admitted Starred Question No. :— 91

Name of M. L. A. :— Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

QUESTION

১। আগরতলা থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তর দিয়ে কলিকাতা পর্যান্ত পণ্য ও যাত্রী চলাচলের জন্য ট্রানজিট রুটের বিষয়টি কি পর্য্যায়ে রয়েছে তা রাজ্য সরকারের জানা আছে কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ, রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে অবগত আছেন। আগরতলা থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তর দিয়ে কলিকাতা পর্য্যন্ত পণ্য ও যাত্রী চলাচলের জন্য 'ট্রানজিট রুট' চালু করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্রমাগত অনুরোধ করে আসছে। এখনও এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

Admitted Starred Question No. 95.

Name of the M. L. A. :— Sri Kajal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Water Resource, P. W. Department be pleased to state.

QUESTIONS

১। কল্যাণপুর বিধানসভার অন্তর্গত কুঞ্জবন পুর্ব কল্যাণপুর, ঘিলাতলি ও জগন্নাথ বাড়ীতে নতুন কোন এল, আই, স্কীম চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে কিনা ?

২। থাকলে কবে নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। চালু না করা হলে এর কারণ কি ?

ANSWER

১। আপাততঃ নেই।

২। উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। 'ঐ'।

Admitted Starred Question No. 105

Name of M. L. A. :— Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state.

QUESTION

১। চলতি আর্থিক বছরে নতুন টি, আর, টি, সি, ষ্ট্যাণ্ড খোলার পরিকল্পনা আছে কি ?

২। তার মধ্যে পেঁচারথল ও শান্তিপুরে নতুন টি, আর, টি, সি ষ্ট্যাণ্ড করা হবে কিনা ?

৩। না করা হলে তার কারণ কি ?

ANSWER

১। চলতি আর্থিক বছরে নতুন T. R. T. C ষ্ট্যাণ্ড খোলার কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না ?

৩। 'ঐ'

Admitted Starred Question No. 133.

Name of the Member :— Sri Prakash Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১। চতুর্থ ত্রিপুরা বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে নয়া বেতন ক্রম নগদে কার্য্যকর করার জন্য ১-১০-৯৮ ইং থেকে গড়ে প্রতি মাসে কত টাকা পূর্ববর্ত্তী মাসের তুলনায় অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে ?

২। বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে নয়া বেতনক্রম কার্য্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থ বর্ষে কত টাকা প্রদান করেছে ?

৩। বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের মেডিকেল, এইচ, আর, সি, এ ইত্যাদি ভাতাগুলি কবে নাগাদ নগদে প্রদান করা হবে ?

ANSWER

১। আনুমানিক প্রতিমাসে ২০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে। তবে এখনো কমিশনের কাজ শেষ হয়নি।

২। চতুর্থ বেতন কমিশনের জন্য অতিরিক্ত যে ব্যয় হচ্ছে, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত কোন টাকা পাওয়া যায়নি।

৩। বর্ত্তমান প্রদেয় ভাতাগুলি চালু আছে। চতুর্থ বেতন কমিশনের ভাতা বৃদ্ধির সুপারিশ সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 139

Name of M. L. A. :— Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state.

QUESTION

১। উত্তর ত্রিপুরা জেলার হেড কোয়ার্টার কৈলাশহরের সঙ্গে রেল লাইনে সংযোগ করার কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকার ভারত সরকারের রেল দপ্তরে দিয়েছেন কিনা ?

২। যদি না দিয়ে থাকেন তবে ভবিষ্যতে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা?

ANSWER

১। না, কৈলাশহরের সঙ্গে রেল সংযোগের কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি।

২। আপাততঃ এ রকম কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. :— 142

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state.

QUESTIONS

১। ত্রিপুরার পত্র পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বাচোয়াৎ কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী হয়েছে কি?

২। না হলে তার কারণ?

৩। সাংবাদিকদের নিয়োগপত্র দেওয়ার ব্যাপারে মালিকপক্ষকে বাধ্যতামূলক করা হবে কিনা?

৪। হলে কবে থেকে দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় এবং না হলে তার কারণ কি?

ANSWER

১। এখনও হয়নি।

২। বাচোয়াৎ কমিশনের সুপারিশ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সংবাদপত্রের মালিকগনকে ঐ রিপোর্ট কার্যকরী করার জন্য বলা হয়েছে।

৩। আইন মোতাবেক সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৪। সময় সাপেক্ষ।

Admitted Starred Question No. :— 152

Name of M. L. A. :— Shri Dilip Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. H. E. Department be pleased to state :—

QUESTION

১। বাধারঘাট নির্বাচনী এলাকার জনগণের পানীয় জলের সংকট নিরসনে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এবং কবে নাগাদ এই ব্যবস্থাগুলি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়?

২। নেয়া না হলে এর যথার্থ কারণ কি?

ANSWER

১। বর্তমানে বাধারঘাট নির্বাচনী এলাকায় ১৪টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। সেগুলি হল—

১। বেলতলী	৮। শ্রীপল্লী
২। বেলাবর	৯ রাণীর খামার
৩। গঙ্গারীয়া	১০। আমতলী (I)
৪। তিনটিলা	১১। আমতলী (II)
৫। চারিপাড়া	১২। সিদ্ধি আশ্রম
৬। হাপানীয়া	১৩। সূর্যমনীনগর
৭। ডুকলী (III)	১৪। বাধারঘাট (II)

আরও বেশী পরিমান পানীয় জল সরবরাহের জন্য ডুকলী (ii) এবং বিবেকানন্দ পল্লীতে বর্তমান বছরে ২টি গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে। এই নূতন দুইটি ডিপ-টিউব-ওয়েল আগামী বছরের মাঝামাঝি নাগাদ চালু হলে পানীয় জলের সমস্যা অনেকটা লাঘব হবে। তাছাড়া প্রয়োজনানুযায়ী over head tank করার জন্য পরিকল্পনা আছে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No :— 154

Name of the M. L. A. :— Sri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

QUESTION

১। আমবাসা-বগাফা সড়কটি সংস্কার পূর্বক গাড়ী চলাচল যোগ্য করার পরিকল্পনা আছে কি?

২। না থাকিলে তার কারণ?

ANSWER

১। ১৪০ কি. মি. দৈর্ঘ্যের আমবাসা-বগাফা সড়কটির আমবাসা হইতে দাঙ্গাবাড়ী পর্য্যন্ত ৪৫ কি. মি. রাস্তা বর্তমানে সব রকম যান চলাচলের উপযোগী। বাকী অংশটি অর্থাৎ দাঙ্গাবাড়ী হইতে বগাফা পর্য্যন্ত রাস্তাটি যান চলাচল যোগ্য করার পরিকল্পনা এখনও হাতে নেওয়া হয় নাই।

২। আর্থিক অপ্রতুলতা ও যথাযথ নিরাপত্তার অভাবে এই কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

Admitted Starred Question No. 159

Name of the M. L. A. :— Shri Birajit Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state—

QUESTION

১। ৭৬ জন শ্রমিকের বোনাসের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কালীশাসন চা-বাগানের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রম দপ্তর থেকে দায়ের করা মামলার চূড়ান্ত রায় হয়েছে কিনা?

২। না হলে তার কারণ কি?

ANSWER

১ হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 162

Name of M. L. A :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state—

QUESTION

১। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য তেলিয়ামুড়া, মোহনপুর, ফটিকরায়, দামছড়া, শান্তির বাজার ও করবুকে মহকুমা স্থাপনের পরিকল্পনা এবং ধর্মনগর সহ আরও কয়েকটি নতুন জেলা স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২। থাকিলে কবে কার্য্যকরী হইবে?

৩। না থাকিলে তার কারণ?

ANSWER

১। বর্তমানে মহকুমা বা জেলা স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। আর্থিক সঙ্গতি পারিপার্শ্বিকতা বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখার পরই সরকার এ ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

Admitted Starred Question No. 163.

Name of the Member :— Sri Dilip Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র চট্‌কলের শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ন্যায় নয়া বেতনক্রম কবে থেকে কি ভাবে চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২। রাজ্যের এই চটকল নিয়ে বহিঃরাজ্যের বে-সরকারী সংস্থা "রাজ ইন্টারন্যাশন্যাল" এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সম্পাদিত চুক্তি কতদিন পর কিসের ভিত্তিতে বাতিল করা হয়েছে ?

৩। উক্ত চট্‌কলটিকে লাভজনক অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য রাজ্য সরকারের শিল্প দপ্তর কি ধরনের প্রচেষ্টা নিয়েছেন ?

ANSWER

১। ত্রিপুরা জুট মিলস্ লিমিটেড-এর শ্রমিক এবং কর্মচারীরা রাজ্য সরকারের ন্যায় বেতনক্রমের আওতায় আসে না।

২। "রাজ ইন্টারন্যাশন্যাল" এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল হয়নি।

৩। ত্রিপুরা জুট মিলস্ লিমিটেডকে লাভজনক অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিয়েছেন।

ক) রাজ্য সরকার প্রতিবছর ত্রিপুরা জুট মিলকে শেয়ার ক্যাপিটেল দিয়ে থাকে। গত ৫ (পাঁচ) বৎসরে দেয় মূলধনের পরিমাণ নিম্নরূপ।—

১৯৯৩-৯৪ ইং—৩৫০.০০ লক্ষ টাকা
১৯৯৪-৯৫ ইং—৩৭০.০০ ,, ,,
১৯৯৫-৯৬ ইং—৫০০.০০ ,, ,,
১৯৯৬-৯৭ ইং—৫৮২.০০ ,, ,,
১৯৯৭-৯৮ ইং—৪৭০.০০ ,, ,,
১৯৯৮-৯৯ ইং—৩৭৬.০০ ,, ,,

খ) মিলের কার্য্যকরী পুঁজির অভাব থাকায় কনভারসন পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে

পশ্চিমবঙ্গের বিরাট শিল্পপতি মেসার্স অশোক কুমার গোয়েল এবং বি: ডি: বিড়লার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

গ) ত্রিপুরা জুটমিল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে এবং ফিনানসিয়েল ইংষ্টিটিউট থেকে রাজ্য সরকারের গ্যারান্টির ভিত্তিতে ঋণ নিয়েছিল। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে সম্পূর্ণ ঋণ সুদ সমেত মকুব করা হয়।

ঘ) মিলের উৎপাদিত সামগ্রী রেল যোগে পরিবহন করা লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রেলের বগি সরবরাহ করার জন্য মাননীয় কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 175

Name of M. L. A. :— Shri Padma Kr. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই রামচন্দ্রঘাট থেকে আমপুরা যাওয়ার রাস্তাটি প্রয়োজনীয় মেরামতের অভাবে বেহাল অবস্থায় আছে ?

২। যদি সত্য হয় তাহলে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

ANSWER

১। রাস্তাটি মেরামতের দরকার আছে।

২। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 208

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

QUESTION

১। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য চতুর্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বাড়ী ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, সহ অন্যান্য ভাতাগুলি সংশোধিত হারে কবে থেকে চালু করা হবে ?

২। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের মত ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা নগদে প্রদানের জন্য ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থবর্ষে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে কিনা এবং কত টাকা এই খাতে রাখা হয়েছে ?

৩। সংস্থান রাখা হয়ে থাকলে সেই অর্থের পরিমাণ কত ?

ANSWER

১। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য বাড়ী ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা সহ অন্যান্য ভাতা চতুর্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। নীতিগত ভাবে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকারের আছে আর্থিক ক্ষমতা অনুসারে রাজ্য সরকার মহার্ঘভাতা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রদান করে থাকে।

৩। ২ নং পূর্ব প্রশ্নের উত্তরে এই প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :— 233

Name of the M. L. A. :— Smt. Sandhya Rani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

QUESTION

১। চাম্পাহাওর থেকে আগরতলা অবধি যাত্রীবাহী মিনিবাসটির হঠাৎ করে বন্ধ হলো কেন ?

২। মিনিবাসটির পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা আছে কি ?

৩। যদি চালু করার পরিকল্পনা থাকে, তবে কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। চাম্পাহাওর থেকে আগরতলা অবধি কোন মিনিবাসের পারমিট দেওয়া হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। 'ঐ'

Admitted Starred Question No. 242

Name of the Member :— Sri Prasanta Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

QUESTION

১। চতুর্থ বেতন কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞপ্তি আর. ও. পি.

গ্রুপ 'সি' ভুক্ত শর্টারদের, গ্রুপ 'ডি' কর্মচারীর পে-স্কেল প্রদান করায় যে গুরুতর বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, তা অবিলম্বে দূর করতে সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ? এবং

২। শর্টার পদের বেতন ক্রমে গ্রেডেসন এর সংস্থান করার বিষয়ে বিবেচনা করবেন কি ?

ANSWER

১। বিজ্ঞপ্তি ১৯৯৯ বেতন পুনর্বিন্যাস অনুসারে শর্টার পদটি গ্রুপ 'সি' থেকে গ্রুপ 'ডি' শ্রেনী-ভুক্ত হওয়ায় কোন গুরুতর বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে বলে অর্থ দপ্তরের জানা নাই। তবে এই ব্যাপারে কোন দপ্তর থেকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে সরকার বিবেচনা করে দেখবেন।

২। ১৯৯৯ বেতন পুনর্বিন্যাস অন্তর্গত CAS অনুসারে একজন লোক ৮৫০-২১৫০ বেতন ক্রমে সরাসরি নিযুক্ত হওয়ার পর কোন পদোন্নতি না হলে ১০ বছর পর প্রথম পরবর্তী উচ্চতর বেতনক্রম এবং আরও ৭ বছর পর দ্বিতীয় পরবর্তী উচ্চতর বেতনক্রম পাবেন। গত ১৯৮৮ বেতন বিন্যাসে শর্টার পদের বেতনক্রম ছিল ৮৫০-২১০০।

Admitted Starred Question No. 247

Name of M. L. A :— Shri Gita Mohan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state—

QUESTION

১। কোয়াইফাং এলাকায় উপনগরী করার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২। যদি পরিকল্পনা থাকে কবে নাগাদ করা হবে ?

৩। শান্তির বাজার এলাকায় শান্তির বাজার মহকুমা করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ? এবং

৪। যদি থাকে কবে নাগাদ করা হবে ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 248

Name of M. L. A. :— Sri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য বিলোনীয়ার বনকর কাঠের ব্রিজটি ধ্বংসের পথে ?

২। যদি সত্য হয় তবে এই কাঠের ব্রিজটি পাকা সেতু অথবা বেইলী ব্রীজ করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা ?

ANSWER

১। না, ইহা সত্য নয় তবে উপর্যুপরি বন্যার প্রকোপে মুহুরী নদীর বনকর ঘাটের (বিলোনীয়া) এস, পি, টি ব্রিজ-টির প্রভূত ক্ষতি হয়েছে, প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজ ইতিমধ্যেই হাতে নেওয়া হয়েছে।

২। এই ব্রীজটিকে পাকা অথবা বেইলী ব্রীজে রূপান্তরিত করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

Admitted Starred Question No. 249.

Name of the M. L. A. :— Sri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

QUESTION

১। পাইখোলা হইতে বিলোনীয়া রাস্তা ভায়া পশ্চিম পাইখোলা উত্তর ভারতচন্দ্র নগর রাস্তাটি কার্পেটিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে নাগাদ রাস্তাটির কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। বর্ত্তমানে নেই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 251.

Name of the M. L. A. :— Sri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state.

QUESTION

১। বিলোনীয়া মহকুমার কাঠালিয়া কাকড়ি নদীর উপর ব্রীজটি পাকা ব্রীজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত ব্রীজটির কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। বিলোনীয়ার কাঠালিয়া কাকড়ি নদী বলে কিছু নেই। সোনামুড়ার কাঠালিয়ায় কাকড়ী নদীর উপরে পাকা সেতু করার পরিকল্পনা আছে।

২। এই কাজের Tender accept হয়েছে আশা করা যায় শীঘ্রই কাজটি শুরু হবে।

Admitted Starred Question No. :— 252

Name of the M. L. A. :— Smt. Baijayanti Koloi.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

QUESTION

১। টাকারজলায় একটি যাত্রী নিবাস বা বিশ্রামাগার তৈরী করার জন্য সরকারের কোন উদ্যোগ আছে কি ?

২। যদি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ তা তৈরী করা হবে ?

ANSWER

১। আপাততঃ এধরনের কোন পরিকল্পনা নেই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 253

Name of the M. L. A. :— Smt. Baijayanti Koloi

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

QUESTION

১। জম্পুইজলা বাজার থেকে গুরুদয়াল পাড়ায় যাবার পথে বিজয় নদীর উপর পাকা অথবা কাঠের পুল তৈরী করার জন্য সরকারের কোন উদ্যোগ আছে কিনা ?

২। যদি উদ্যোগ গ্রহন করা হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ তা তৈরী করা হবে ?

ANSWER

১। আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না

Admitted Starred Question No :— 254

Name of the M. L. A. :— Smt. Baijayanti Koloi

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

QUESTION

১। জম্পুইজলা থেকে দ্বারকাই কলই বাড়ী পর্যান্ত রাস্তা তৈরী করার জন্য সরকারের কোন উদ্যোগ আছে কি ?

২। যদি উদ্যোগ থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ তা তৈরী করা হবে ?

ANSWER

১। না, এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 261

Name of M. L. A :— Sri Gita Mohan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

QUESTION

১। বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত কোলাই বাড়ী, জাতীয় সড়ক হইতে জলেয়া ভায়া কোয়াইফাং রাস্তাটি এবং দেবদারু হইতে বাগমারা ভায়া পূর্ব পিলাক পর্য্যন্ত রাস্তাগুলি সংস্কারের কোন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তাগুলি সংস্কারের কাজ শেষ করা হবে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ উক্ত রাস্তাগুলি সংস্কারের পরিকল্পনা আছে।

২। রাস্তাগুলি সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং পর্য্যায়ক্রমে শেষ করা হবে।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Starred Question No. 1.

Name of M. L. A. :— Shri Jawhar Shaha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্যে ৩য় এবং চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে, বৈরীদের অত্যাচার ও নির্যাতনের কারণে কতটি পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে, (৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৯ ইং পর্যন্ত) বছর ও মহকুমা ভিত্তিক পৃথক হিসাব।

২। বাস্তুচ্যুত এ সকল পরিবারের মধ্যে কতটি উপজাতি, কতটি তপশিলী জাতি, কতটি ও, বি, সি এবং কতটি সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত ? এবং

৩। এ সকল বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলিকে রাজ্য সরকার কি কি ধরনের সাহায্য করেছেন ?

ANSWER

১। তথ্য সংগ্রাহাধীন আছে।

২। 'ঐ'

৩। 'ঐ'

Admitted Un-Starred Question No. 6.

Name of M. L. A. :— Shri Jawhar Shaha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্যে T. R. T. C-তে মোট বাস ও ট্রাকের সংখ্যা কত ? (পৃথক হিসাব)।

২। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ ইং পর্যন্ত কতটি বাস ও ট্রাক সচল আছে। (পৃথক হিসাব)।

৩। ১৯৯৩ সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৯৯ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কতটি বাস ও ট্রাক কেনা হয়েছে ? (বছর ভিত্তিক হিসাব)।

৪। উক্ত সময়ের মধ্যে T. R. T. C-তে আয় ও ব্যায়ের পরিমাণ কত ?

ANSWER

১। রাজ্যে T. R. T. C-তে বর্তমানে বাস ও ট্রাকের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ—

বাস	ট্রাক
৯৫টি	২৮টি

২। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ পর্যন্ত সচল গাড়ীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

সচল বাস	সচল ট্রাক
৪৫টি	২০টি

৩। ১৯৯৩ সন থেকে ১৯৯৯ সন পর্যাস্ত বাস ও ট্রাক ক্রয়ের বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো :—

বৎসর	বাস	ট্রাক
১৯৯৩—৯৪	১০টি	—
১৯৯৪—৯৫	২ ,,	—
১৯৯৫—৯৬	১৫ ,,	৫টি
১৯৯৬—৯৭	৫ ,,	—
১৯৯৭—৯৮	১০ ,,	—
১৯৯৮—৯৯	৮ ,,	—
	মোট— ৫০টি	মোট— ৫টি

৪। ১৯৯৩-৯৪ সন থেকে ১৯৯৮-৯৯ সন পর্যন্ত T. R. T. C-তে আয় ও ব্যায়ের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

বৎসর	আয়	ব্যয়
১৯৯৩-৯৪	১৭৫·২২ লক্ষ টাকা	৫০৭·৬৬ লক্ষ টাকা
১৯৯৪-৯৫	১৯৭·২৮ ,,	৬৩১·৮৮ ,,
১৯৯৫-৯৬	১৬৬·৪০ ,,	৫৮৯·৫৭ ,,
১৯৯৬-৯৭	২৫৫·৪১ ,,	৬৬২·৯৬ ,,
১৯৯৭-৯৮	২৭৭·০৮ ,,	৬৮৮·৭৫ ,,
১৯৯৮-৯৯	২৩৫·০০ ,,	৮০৪.৭৫ ,,

এখানে উল্লেখ করা যায় যে ১৯৯৩-১৯৯৪ ও ১৯৯৪-৯৫ সনের আয় ও ব্যায়ের হিসাবে

মূলধনী সুদ ও Depreciation ধরা হয় নি। উল্লেখিত বৎসরগুলোর আয় ও ব্যায়ের হিসাব সম্পন্ন হয়েছে তবে A. G. কাছে পরীক্ষা নীরিক্ষার জন্য রয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ থেকে ১৯৯৮-৯৯ বৎসরের আয় ও ব্যায়ের হিসাবের কাজ (Balance sheet) চলছে। এগুলোর আয় ও ব্যায়ের হিসাবে ও মূলধনী সুদ Depreciation ধরা হয় নি।

Admitted Un-Starred Question No. 13

Name of M. L. A.:— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

QUESTION

১। ১৯৯৩ ইং এপ্রিল থেকে ১৯৯৮ ইং মার্চ পর্যান্ত কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় ওয়াকেফ্ বোর্ড রাজ্য ওয়াকফ্ বোর্ডকে কি কি স্কীমে মোট কত টাকা দিয়েছে?

২। ১৯৯৩ ইং এপ্রিল থেকে ১৯৯৮ ইং মার্চ অব্দি পাঁচ বছরে রাজ্য ওয়াকফ্ বোর্ড কোন কোন স্কীমে মোট কত টাকা ব্যয় করেছে?

ANSWER

১। ১৯৯৩ ইং এপ্রিল থেকে মার্চ, ১৯৯৮ ইং পর্যান্ত কেন্দ্রীয় ওয়াকফ্ বোর্ড/সরকার কর্তৃক প্রদেয় টাকার পরিমাণ নিম্নরূপ :—

সন/তারিখ	টাকার পরিমাণ	স্কীম/উদ্দেশ্য
১৭-৮-৯৩ ইং	৫,০০০ টাকা	মাদ্রাসা উন্নয়ন/ছাত্র বৃত্তি
১৭-৬-৯৪ ইং	৫,০০০ ,,	ঐ
১৯৯৪-৯৫ ইং	৫,০০০ ,,	লাইব্রেরীর জন্য অনুদান
১৯৯১-৯৬ ইং	১,০৫,০০০ ,,	ঐ
১২-৯-৯৫ ইং	৫,০০০ ,,	মাদ্রাসা/ছাত্র বৃত্তি
৩০-৮-৯৬ ইং	৭,২৯,৬০০ ,,	মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকীকরনের জন্য।
২-৬-৯৭ ইং	১৫,০০০ ,,	মাদ্রাসা/ছাত্র বৃত্তি
২৫-১১-৯৭ ইং	৩৭,৬৪.৮০০ ,,	মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকীকরনের জন্য।

মোট—৪৬,৬৪,৪০০, টাকা

২। ১৯৯৩ ইং এপ্রিল থেকে ১৯৯৮ ইং মার্চ পর্যন্ত ত্রিপুরা ওয়াকফ্ বোর্ড বিভিন্ন প্রকল্পে মোট ৯৩,৩১,৯৫২, টাকা ব্যয় করেছে। স্কীম ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

প্রকল্পে নাম

বৎসর	মুসলিম ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান	মসজিদ ও ধর্মীয় স্থানের মেরামত	স্বনির্ভর কর্মসূচী	রোগীদের আর্থিক সাহায্য	গৃহ মেরামত	মোট টাকার পরিমাণ
	১	২	৩	৪	৫	৬
১৯৯৩-৯৪ ইং	৫,৭৫,০০০	১,৫০,০০০	—	১,১৫,০০০	১,২০,০০০	৯,৬০,০০০
১৯৯৪-৯৫ ইং	৫,৮৫,০০০	৭৫,২০০	২,০০,০০০	২,০৭,৫০০	—	১০,৬৮,৭০০
১৯৯৫-৯৬ ইং	৪,৬৭,২৫০	২,০০,০০০	৪,৪৪,১১০	৫২,৫৫০	—	১১,৬৯,৯১০
১৯৯৬-৯৭ ইং	৬,০১,০০০	৪,০০,০০০	১,৩৮,১৮০	৪,৬৪,০০০	২,৫০,০০০	১৮,৫৩,১৮০
১৯৯৭-৯৮ ইং	১৫,৪৯,০০০	৫,০০,০০০	১০,১১,৬৫৯	৭,২৮,৫০০	৫,০০,০০০	৪২,৯০,১৫৯
	৩৭,৭৩,২৫০	১০,২৫,২০০	১৭,৯৪,৯৫২	১৬,৬৮,৫৫০	৮,৭০,০০০	৯৩,৩১,৯৫২

Admitted Un-Starred Question No. 14.

Name of M. L. A. :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্যে বর্তমানে দেশী ও বিলেতী মদের লাইসেন্স দোকানের সংখ্যা কত? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২। এদের থেকে লাইসেন্স ফি সহ অন্যান্য খাতে কত টাকা আয় হয়?

৩। গত ১৯৮৮ ইং থেকে ১৯৯৩ ইং পর্য্যন্ত এবং ১৯৯৩ ইং থেকে ১৯৯৮ ইং পর্য্যন্ত প্রদত্ত লাইসেন্স এর সংখ্যা কত? (পৃথক পৃথক ভাবে)।

৪। নিয়ম না মানায় কতটি লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকানের বিরুদ্ধে দপ্তর গত পাঁচ বছরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন?

ANSWER

১। রাজ্যে বর্তমানে ৪৯টি দেশী এবং ৯১টি বিলেতী মদের লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান আছে। লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানের সংখ্যা মোট ১৪০টি। মহকুমা ভিত্তিক হিসেব নিম্নে দেওয়া হলো :—

	মহকুমা	দেশী মদের দোকান	বিলেতী মদের দোকান
১।	সদর	৭টি	৩৩টি
২।	খোয়াই	৪টি	৬টি
৩।	বিশালগড	৫টি	৫টি
৪।	সোনামুড়া	৩টি	৫টি
৫।	কৈলাশহর	৬টি	৭টি
৬।	ধর্মনগর	৮টি	৭টি
৭।	কাঞ্চনপুর	০টি	২টি
৮।	উদয়পুর	৫টি	৪টি
৯।	অমরপুর	১টি	৩টি
১০।	বিলোনীয়া	৩টি	৮টি
১১।	সাব্রুম	২টি	৩টি

১২।	কমলপুর	১টি	২টি
১৩।	আমবাসা	১টি	২টি
১৪।	লংতরাইভেলী	—	২টি
১৫।	গণ্ডাছড়া	—	১টি
		মোট-৪৯ টি	মোট-৯১টি

২। ১৯৯৭-৯৮ ইং সনে আয় হয় ১৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ১২ হাজার ২২২ টাকা। ১৯৯৮-৯৯ ইং সনে আয় হয় ১২ কোটি ৭২ লক্ষ ১ হাজার ১৬৬ টাকা। (ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত)।

৩। ১৯৭৮ ইং থেকে ১৯৯৩ ইং পর্য্যন্ত দেশী ও বিলেতী মদের প্রদত্ত লাইসেন্স এর সংখ্যা হলো ১০টি ১৯৯৩ ইং থেকে ১৯৯৮ ইং পর্য্যন্ত দেশী ও বিলেতী মদের প্রদত্ত লাইসেন্স এর সংখ্যা হলো ৮টি।

৪। নিয়ম না মানায় ১৫টি লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকানের বিরুদ্ধে দপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

Admitted Un-Starred Question No. 35

Name of M. L. A.:— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the 'Finance' Department be pleased to state.

QUESTION

১। ১৯৯৮-১৯৯৯ ইং অর্থ বছরে ত্রিপুরা সরকার বাজেট বহির্ভূত কোন্ কোন্ খাতে কি পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পেয়েছে।

২। উক্ত অর্থের কি পরিমাণ অর্থ এখন পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ খাতে খরচ হয়েছে ?

ANSWER

১। বাজেট বহির্ভূত খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন খাতে কি পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে তার উপর ভিত্তি করে রাজ্য সরকারের বাজেট তৈরী করা হয়?

২। ১ নং পূর্ব প্রশ্নের উত্তরে এই প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 37.

Name of M. L. A. :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৯৮-৯৯ ইং বর্ষে রাজ্যে কতজন বেকার যুবক-যুবতী পি, এম. আর, ওয়াই, স্কীমে

ঋণ পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত

২। তন্মধ্যে কতজনকে এ পর্য্যন্ত কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক ও ব্যাঙ্ক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)?

ANSWER

১। ১৯৯৮-৯৯ ইং বর্ষে DIC-র Task Force 1672 জন যুবক-যুবতীকে ঋণ দেবার জন্য বিবেচিত করেছে। তার মধ্যে ফেব্রুয়ারী, ৯৯ ইং পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 237 জন যুবক-যুবতীর ঋণ মঞ্জুর করেছেন এবং তার মধ্যে ২ জনকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। DIC ভিত্তিক তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো :—

Name of DIC.	Target	Spon-sored	Amount	Sanc-tiond	Amount	Dis-buseal	Amount
DIC (W)-	754	913	682·94	53	34·25	2	1·465
DIC (S)-	252	344	206·26	23	15·72	—	—
DIG (N)-	168	236	145·82	102	62·76	—	—
DIC (D)-	126	179	112·45	54	33·45	—	—
Total—	1300	1672	1147·47	237	146·18	2	1·465

২। ১৯৯৮-৯৯ ইং বর্ষে পি, এম, আর. ওয়াই, স্কীমে প্রদেয় ঋণের পরিমাণ মহকুমা ও ব্যাঙ্ক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।—

মহকুমার নাম	ব্যাঙ্কের নাম	প্রাপকের সংখ্যা	ঋণের পরিমাণ
সদর মহকুমা	S. B. I.	2	1·465 লক্ষ টাকা।

Admitted Un-Starred Question No :— 39

Name of the M. L. A. :— Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্যে গরীব কৃষকদের মধ্যে কতজনকে কোন ব্লকে কত জমিতে চা বাগিচা করে দেওয়া হয়েছে? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

ANSWER

১। রাজ্য সরকারের সহায়তায় গড়ে উঠা চা বাগিচার সংখ্যার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	জমির পরিমাণ	উপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা
১) সালেমা	১০২ হেক্টার	৫০৯ জন।
২) মোহনপুর	২০০ ,,	২০০ ,,
৩) আমবাসা	৩ ,,	২৫ ,,
৪) বিশালগড়	৮৩.৫ ,,	১৪০ ,,
৫) খোয়াই	২২.২৪ ,,	৪৬ ,,
৬) জিরানীয়া	১১.২ ,,	২৮ ,,
৭) ছামনু	৫০ ,,	৫০ ,,
৮) মনু	২০০ ,,	২০০ ,,
৯) কৈলাশহর	৩৫০ ,,	৩৫০ ,,

১০। সাতচাঁন্দ	উপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা ও জমির পরিমাণের তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
১১। রূপাইছড়ি	
১২। বগাফা	
১৩। রাজনগর	
১৪। তেলিয়ামুড়া	

Admitted Un-Starred Question No. 41.

Name of M. L. A. :— Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Water Resource, P. W. Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে সেচের আওতাভুক্ত কৃষি ভূমির পরিমান কত? (কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২। আগামী আর্থিক বছরে কত পরিমান কৃষি ভূমিকে সেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে? (কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

৩। আগামী আর্থিক বছরে (১৯৯৯-২০০০) উক্ত খাতে কত টাকা ধার্য্য করা হয়েছে?

ANSWER

১। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ ইং পর্য্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী পর্য্যায়ে রাজ্যে মোট ৪৬,২১৪ হেঃ কৃষি জমি (১৬.৬%) স্থায়ী জলসেচের আওতায় এসেছে। ব্লক ভিত্তিক বিবরণ দেওয়া হইল।

২। আগামী আর্থিক বছর ১৯৯৯-২০০০ এ মোট ২০০০ হেঃ কৃষিজমিকে জল সম্পদ বিভাগ দ্বারা জল সেচের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য হয়েছে।

প্রকল্পের ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা
ক) লিফট ইরিগেশন—	১০০০ হেঃ
খ) ডীপ টিউব ওয়েল—	১০০ হেঃ
গ) গোমতী খোয়াই মাঝারি সেচ প্রকল্প—	৬১০ হেঃ
	মোট - ২০০০ হেঃ

ব্লক ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের কাজ চলিতেছে।

৩। প্রাথমিক পর্য্যায়ে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বর্ষে উক্ত খাতে ৫৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট হয়েছে। এরমধ্যে ৪০ কোটি টাকা AIBP-তে ধরা আছে। যদিও planning Commission MI-তে ও AIBP অনুমোদন করেছে কিন্তু এ ব্যাপারে এখনও কোন সরকারী আদেশ বাহির হয় নাই যারফলে এই খাতে বরাদ্দ এখনও অনিশ্চিত।

Admitted Un-Starred Question No. 42.

Name of the M. L. A. :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

QUESTION

১। বর্তমানে রাজ্যে মোট কতটি পাকা সেতু নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

২। তেলিয়ামুড়া, খোয়াই সড়কে করইলং, কল্যাণপুর মোটর স্ট্যান্ট এবং জ্যোতি সিনেমা হল সংলগ্ন সেতু তিনটিকে পাকা সেতুতে রূপান্তরিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ? এবং।

৩। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত সেতু তিনটির নির্মাণ কার্য্য শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। ৩৬১ টি। জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :

১। উত্তর ও ধলাই জেলা—	৯১ টি
২। পশ্চিম জেলা—	৫৬ টি
৩। দক্ষিণ জেলা—	২১৫ টি
	মোট—৩৬২ টি

২। হ্যাঁ উপরোক্ত সেতু তিনটিকে পাকা সেতুতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে।

৩। মঞ্জুরী পাওয়া গেলে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংকুলান হইলে উপরোক্ত সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met on the Assembly House, Agartala on Wednesday, the 24th March, 1999 at 11 - A.M.

P_R_E_S_E_N_T

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker, 17 Ministers and 39 Members.

Questions & Answers

মি. স্পীকার ঃ- আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্ত্তক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তার নামের পার্শ্বে যে কোন নম্বর জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) ঃ- মি.স্পীকার স্যার,আমার অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী)ঃ- স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং- ৫ ।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে,গন্ডাছড়া মহকুমার রইস্যাবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন এম,বি,বি,এস ডাক্তার নেই,

২। সত্য হলে তার কারণ?

উত্তর

১। স্যার,আপাততঃ এখন ওখানে,মেডিক্যাল অফিসার নেই। মেডিক্যাল অফিসার পোস্টেড

ছিল। কিন্তু ওখানে থাকার অসুবিধার জন্য উনি থাকতে পারেননি। ডাঃ রনবীর মজুমদার রইস্যাবাড়ীতে পোস্টেড ছিল। ওখানকার পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে থাকতে পারননি বলে উনি গন্ডাছড়া মহকুমার হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় ছিলেন। আমরা এর মধ্যে চেষ্টা করছি এবং আমি দপ্তরকে বলেছি ওখানে মেডিক্যাল অফিসার থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। সিকিউরিটির ব্যবস্থা সেখানে আছে। সুতরাং তিনি যেন সেখানে যান।

ককবরক

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আনি, সৗংথাই যে রইস্যাবাড়ী বেলাই বলং বিসিংঅ অএলাকান যতন সাঅৗইমান চারিদিকে তৗই থাংনানি লামা কৗরৗই, রুঙবাই মাথাংঅ। অরনি বরগনি অসুখ-বিসুখ,বহগ দেরাঅ, বৗসাক দেরামা হৗনখে কাইসা টেবলেট ব'মানথকয়া,হৗনখে নাইনাইব কৗরৗই। জোট আমলব অজায়গাঅ একটা ডিস্পেনসারীন ছয়টা বেড্ খৗলগৗই একটা হসপিটালনি সামৗং যাতে খৗলাইমান, এই ব্যবস্থা খৗলাই রৗমানি। আফৗরৗ ডাক্তার দুইজন তংমানি। তাবুক সাখা যে ডাক্তার অর তংমানিব তাবুক কৗরৗই। বৗসুক দিন জরা কৗরৗই অমন মন্ত্রী সানাইদা? তেই অর বরগ কৗবাংমা প্রায় আট জনের মত থৗই থাংখা, চিকিৎসা মাইয়ানি বাগৗই। হৗনখে অবনি তাম্ ব্যবস্থা নাহরনাই মন্ত্রী সানাইদা?

বঙ্গানুবাদ

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার,আমার প্রশ্ন যে রইস্যাবাড়ী,সেটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে,এই এলাকাটাকে সকলেই জানেন যে চারিদিকে জল, রাস্তা নেই, নৌকা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। এই জায়গায় লোকদের অসুখ বিসুখ,পেট খারাপ, শরীর খারাপ হলে একটা টেবলেট ও পাওয়া যায় না। তাছারা দেখার ডাক্তার নেই। জোট আমলে এই জায়গায় একটা ডিস্পেনসারীতে ছয় শয্যা বিশিষ্ট একটা হসপিটাল যাতে করা যায় এই ব্যাবস্থা করা হয়েছিল। তখন দুইজন ডাক্তার ছিলেন। এখন এখানে বলা হয়েছে যে সেখানে ডাক্তার ছিলেন এখন নেই। কিন্তু কতদিন পর্য্যন্ত ডাক্তার নেই তা মাননীয় মন্ত্রীবাহাদুর বলবেন কিনা? তাছাড় ওখানে অনেক লোক প্রায় ৮ জনের মত চিকিৎসার অভাবে মারা গিয়েছে। তাহলে তার কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কিনা?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এটা ঠিক যে, রইস্যাবাড়ী হল একটা পাবলিক হেলথ সেন্টার। নিয়ম অনুযায়ী মাননীয় সদস্য যা বলেছেন ৬টা বেডেই এই পি,এইচ,সি চলার কথা। স্যার, এটা সকলেই জানেন, দুইজন মেডিক্যাল অফিসার আগে ছিলেন, তারপরেও একজন ছিলেন,

তিনিও থাকতে পারেন নি। মেডিক্যাল অফিসারকে পিটিয়ে ওখান থেকে অর্ধমৃত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছিল। তারপর উনাকে কোনমতে উদ্ধার করা হয়েছে। সে জন্য বলছি সেখানে সিকিউরিটির প্রশ্নে এটা হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু সেখানে সিকিউরিটি পোষ্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে, পুলিস দেওয়া হয়েছে, তার জন্য ওখানে আমরা পাঠাবার চেষ্টা করছি। একজন মেডিক্যাল অফিসার গেছেন, কিন্তু উনি থাকতে পারেননি,ভয়ে ওখান থেকে চলে এসেছেন। যদিও এই ধরনের কোন আক্রমণ ইদানিং ঘটেনি। সেজন্য দপ্তরকে বলেছি সেখানে মেডিক্যাল অফিসার পাঠানোর জন্য। এটা ঠিক, এখানে শুধু রইস্যাবাড়ীর প্রশ্ন নয়, রইস্যাবাড়ী থেকে বোয়ালখালি, রতননগর এই সমস্থ অঞ্চলগুলির সবটাই আছে। এর একদিকে জলাভূমি,অন্যদিকে বনভূমি আছে,অন্যদিকে বাংলাদেশ। ওখানে যদি আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা না করতে পারি,তাহলে মানুষের অসুবিধা হবেই। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা চেষ্টা করছি যত তারাতাড়ি এটাকে পুরোপুরিভাবে চালানো যায় সেটা আমরা দপ্তর থেকে করছি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- স্যার,আমরা কক্‌বরক সাপ্লিমেটারী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভাল করে বুঝতে পারেননি, তাই আমি বাংলায় পরিষ্কার করে বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা জোট আমলে এটা ৬ শয্যা বিশিষ্ট হওয়ার কথা ছিল, এজপার পপুলেশান হেল্‌থের নরম্‌স অনুযায়ী। সেই কারণে সেখানে ৬টি বেডের কবা যায়নি। সেটা আপনাদের হেল্‌থের নরম্‌স অনুসারে। কিন্তু জোট আমলে দুর্গম এলাকায় জনসাধারণকে মেডিক্যাল ফেসিলিটি দেওয়ার জন্য তখন ৬ টি শয্যার ব্যবস্থা সেখানে করা হয়েছিল এবং সেজন্য এম.বি.বি.এস. ডাক্তার ও নার্স দেওয়া হয়েছিল। যে,আইনের কারণে মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পাবেনা-এটাতো হতে পারে না। সে জন্য এটা করা হয়েছিল । সে সময় যে, ৬টি বেড দেওয়া হয়েছিল এখন সেগুলি আর নেই। এইগুলি এখন কোথায় আছে? ডাক্তারও নেই। স্যার, আট জন রোগী চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে। আমি তাদের নাম ধাম গত সেশনেও দিয়েছিলাম এই সেশনেও দিয়েছি। স্যার, আপনারা জানেন যে, এই এলাকাটা ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকা, তারপর ডাইরিয়াও হয় এই সময়। গন্ডাছড়া থেকে ৩৪-৩৫ কিমি. দূরে তিন ঘন্টার জার্নি সেখান থেকে রোগীকে নিয়ে আসাও সম্ভব নয়। ফলে সেখানে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করা দরকার। এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ব্যাপকভাবে মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কাজেই সে ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিস্কারভাবে জানাবেন কি

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ মি. স্পীকার স্যার, আমি পরিস্কার করেই বলেছি যে, ইমেডিয়েট্‌লি অমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। ডাক্তার পাঠানো হয়েছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, যেখানে যেখানে পি.এইচ.সি আছে সেখানে অন্তত দুই চারটি বেডের ব্যবস্থা করা হবে। এবং রইস্যাবাড়ী সেখানে আপাতত ছয় শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল চালানোর জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি। তারপর

ছয় বেড দশ বেড বিশিষ্ট যে সমস্ত পি,এইচ,সি, রয়েছে সেখানে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে,ইমিডিয়েটলি তিনজন মেডিক্যাল অফিসার পাঠানো হবে। আমরা একজন করে দিয়েছি আরো মেডিক্যাল অফিসার পাঠাব। গন্ডাছড়া, অমরপুরে হাসপাতাল আছে কিন্তু সেখানে এত দূর থেকে এসে চিকিৎসা করানো কষ্টকর। তাই অমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সব জায়গাতেই যাতে পি,এইচ,সি, চালানো যেতে পারে সে ব্যবস্থা আমরা নেব। আর সেখানে যারা মারা গেছে তারা কি ধরণের রোগে মারা গেছে সে তথ্য এ্খন আমার কাছে নেই। তাই বলতে পারছি না। তবে এটা ঠিক যে, ম্যালেরিয়া প্রোন্ এলাকা হিসেবে অমরপুর এবং গন্ডাছড়া চিহ্নিত। তারজন্য আমরা বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছি যাতে মানুষ বাঁচতে পারে। তাছারা শুকা মরশুমে আরো রোগ যেমন ডাইরিয়া ইত্যাদির প্রকোপ হতে পারে তারজন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। এবং সেজন্য এই হাসপাতালটা যাতে চালু হতে পারে তারজন্য ব্যবস্থা নিয়েছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর)ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার,মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে স্বীকার করেছেন যে,জোট অমলে সেখানে এম,বি,বি,এস ডাক্তার,২ জন নার্স ছিলেন এবং ৬ টি শয্যাও ছিল। স্যার, জোট আমলে আমরা দুর্গম এলাকার মানুষের জন্য কাজ করেছি। এখন এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে আজকে উগ্রপন্থীদের খুশী করার জন্য কাজ করছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না -যে, সেই রইস্যাবাড়ীতে কি আর অন্য কোন কর্মচারী থাকেন না, ভি.এল.ডবলিউ. কি নেই, তহশীলদার কি নেই, বা অন্যান্য কর্মচারীরা কি নেই? যদি তারা থাকতে পারেন তাহলে ডাক্তাররা সেখানে থাকতে পারবেনা কেন? কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার,আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে জানতে চাই যে, সেখানে কতদিনের মধ্যে ডাক্তার পাঠানো হবে?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মি.স্পীকার স্যার, আমরাতো প্রয়োজনীয় ফোর্স দিচ্ছি। এখন কারোর সাহস বেশী কারোর কম। তবে আমরা মেডিক্যাল অফিসার পাঠিয়েছি,অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীও আমরা দিয়েছি এবং মেডিক্যাল অফিসারও এখানে থাক্ছেন। স্যার, এটা মাননীয় সদস্য জানেন যে ডাঃ ভুষন নামে একজন ছিলেন। তাকে পিটিয়ে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় রাস্তার পাশে ফেলে রেখেছিল। একজন ডাক্তারের দোষ থাকতে পারে বা অন্যদেরও দোষ থাকতে পারে। কিন্তু এটা ঠিক নয় যে আইনটা নিজেদের হাতে নিয়ে পিটিয়ে তাকে এইভাবে ফেলে রাখা হবে। সুতরাং সেইজন্য এই ঘটনা থেকে ভয়ভীতি আছে। তা সত্তেও আমি চেষ্টা করছি কি করে ওখানে ম্যাডিকেল অফিসার বা ঐ হাসপাতালটিকে পুরোপুরি চালানো যায়,আমরা এরমধ্যে এপ্রিল মাসের মধ্যে পোস্টিং দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার,

মি: স্পীকার ঃ- আর নয়,অনেকগুলো প্রশ্ন আছে, আর হবে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- এটা লাস্ট স্যার, কারণ যে অঞ্চলে আমরা সাফার করি । উনি বলেছেন যে, এর আগে কোন ডাক্তার বিভুষনকে নাকি মারধোর করে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে। এই যে ঘটনা, সেই ঘটনায় কয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আসামী কতজন এটা জানাবেন কিনা?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এটা আমার কাছে নেই। আর এটা স্বাস্থ্য দপ্তরের বিষয় নয়। আমরা অভিযোগ থানায় করেছি। এখন কতজনকে গ্রেপ্তার করেছে আমি সেটা জানি না।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল চাকমা।

শ্রী অনিল চাকমা (পেচারথল) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১২৩।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা কথা বলছি যে, আমাদের এখানে অনেক রিপোর্টার আছেন কিন্তু কোন সময় একজন রিপোটারকেও আসতে দেখি না। আমরা যখন ককবরককে বলি তখন সেটা রেকর্ড হয় কিনা? যখন প্রোসিডিংস হয় তখন দেখি উল্টাপাল্টা, টেপে ভাল করে শুনে না, সব সময় কারেকশন করে দিতে হয় । যেহেতু এখানে তাদের নিয়োগ করা হয়েছে তারপরও কেন ককবরক রিপোর্টার আমরা দেখি না, এটা জানাবেন কিনা?

মিঃস্পীকার ঃ- ককবরক রিপোর্টার নয় তারা হলেন ট্রান্সলেটর। ককবরক বক্তব্য পরবর্তী সময়ে ট্রান্সলেট করা হয়। এখানে ককবরক রিপোর্টার নেই ।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- সরি, ট্রান্সলেটর।

মিঃ স্পীকার ঃ- ককবরক বক্তব্য রেকর্ড করে তারপরে ট্রান্সলেট করা হয়। এখানে কোন ককবরক রিপোর্টার নেই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- স্যার, ককবরক রিপোর্টার থাকবে না কেন?

মিঃ স্পীকার ঃ- থাকবে না কেন? আপনারাওতো ছিলেন তখন কেন আপনারা নেন নি? আপনারাওতো ছিলেন অতীতে তখন কি নেওয়া হয়েছে? কেউ নেয় নি। কাজেই সিস্টেম হচ্ছে, ককবরক বক্তব্য রেকর্ড করা হয় তারপর সেটা ট্রান্সলেট করা হয়।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- স্যার, আপনি হলেন জার্জ,আপনি বলেছেন আমরা করিনি কেন,এটা কি বলা হল?

মি: স্পীকার ঃ- না,আমি বলছি যে, এখানে ককবরক রিপোর্টার নেই। এখানে ককবরক ট্রান্সলেটার আছে। ট্রান্সলেট শুধু করা হয়। এই সিস্টেমটা নগেন্দ্রবাবুরও জানা আছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- ট্রান্সলেটরের কাজ আর রিপোর্টারের কাজ কি এক? আপনি বললেন যে আমরা নেই নি কেন? আমি কি বিধানসভা চালিয়েছি?

মি: স্পীকার ঃ- না,না, ককবরক রিপোর্টারের নেওয়া আপত্তি নেইতো। কিন্তু বিষয়টা এখন এইভাবে হচ্ছে।

(গন্ডগোল)

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- এখানে ককবরক রিপোর্টার নেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ- সেটা আপনারা দাবী করতে পারেন,তুলতে পারেন।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- ইউ টেক স্টেপ, আমি কেন করব? আমরা তুলতে পারি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- স্যার,ককবরক ভাষা হলো রাজ্যের দ্বিতীয় ভাষা।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখানে বক্তব্যগুলো রেকর্ড হচ্ছে। রেকর্ডে কোন অসুবিধা নেই, রেকর্ড হচ্ছে। এটা প্রশ্ন নয় । এই ব্যাপারটা নিয়ে পরে আলোচনা করুন না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- তাহলে এখানে কারোর থাকার দরকার নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ- নগেন্দ্রবাবু আপনি আজকে বিধানসভায় নতুন আসেন নি,আপনি দীর্ঘদিন ধরে আছেন। এখানে ককবরক বক্তব্যগুলো রেকর্ড হচ্ছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- ককবরককে যেভাবে নেগলেট করছেন এটা ঠিক নয়।

মি: স্পীকার ঃ- না,না, এটা নেগলেটের প্রশ্ন নয়।

শ্রী মানিক সরকার (মখ্যমন্ত্রী) ঃ- ককবরক ভাষাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে তার বিকাশের জন্য একটা উদ্যোগ আছে। এটা ঘটনা সব জায়গায় সমানভাবে উদ্যোগ নেওয়া যাচ্ছে না। মাননীয় সদস্যরা যেটা তুলেছেন আমিও মাননীয় অধ্যক্ষকে অনুরোধ করব ভবিষ্যতে রিপোর্টার নিয়োগের ক্ষেত্রে ককবরক ভাষী রিপোর্টার নিয়োগ করার সুযোগ যাতে সেখানে থাকে সেটা দেখবার এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যাতে করা হয় তাতে আমরা সবাই খুশী হব।

শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা (কৈলাশহর) ঃ- স্যার,ককবরক রিপোর্টার নেওয়া হবে ঠিক আছে। কিন্তু ককবরক ভাষা শিখানোর ব্যবস্থা করুন সদস্যদের। ঐ পার্লামেন্টেও হিন্দি ভাষা শেখানো হচ্ছে।

মি: স্পীকার ঃ- আমি রাজ্যসরকারের কাছে অনুরোধ করব স্কুল খোলার জন্য যাতে আপনাদের শেখার ব্যবস্থা করেন।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- স্যার,এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৩।

প্রশ্ন

১) ল্যাম্পস ও প্যাক্সে - ওয়েটম্যান ও সেলস্‌ম্যানদের বেতন কত টাকা করে দেওয়া হয়।

২) তাদের চলতি আর্থিক বছরে বেতন বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা আছে কিনা: এবং

৩) না থাকলে তার কারণ কি?

উত্তর

১) প্রতিটি ল্যাম্পস ও প্যাক্সের সেলস্‌ম্যান ও ওয়েটম্যানদের উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলী দ্বারা অনুমোদিত বেতন দেওয়া হয়। সুতরাং বিভিন্ন ল্যাম্পস ও প্যাক্সের সেলস্‌ম্যান ও ওয়েটম্যানদের বেতন বিভিন্ন প্রকার, ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স এ ওয়েটম্যান ও সেলস্‌ম্যানদের সর্ব্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের হার নিম্নে দেওয়া হইল ঃ-

		সর্ব্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
ল্যাম্পস্	সেলস্‌ম্যান	১৩৯০ টাকা	৫০০ টাকা
	ওয়েটম্যান	১১০০ টাকা	৩৫০ টাকা
প্যাক্স	সেলস্‌ম্যান	১০৩৫ টাকা	৩৫০ টাকা
	ওয়েটম্যান	১১৫০ টাকা	২৫০ টাকা

২) তা এ অফিসের জানা নেই।তবে বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারটি পরিচালক মন্ডলীর এক্তিয়ার ভুক্ত এবং সমিতিগুলোর আর্থিক সংগতির উপর নির্ভর করে।

৩) প্রযোজ্য নহে।

শ্রী অনিল চাকমা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার,বোর্ড অনুমোদিত তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। তাদের সর্ব্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন যে বেতনের হার দেওয়া হয়েছে বর্তমানে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতিতে এই বেতনে তাদের পরিবার এবং পরিজনদের নিয়ে চলতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তারা অনেকেই মহাজনের কাছে ঋণ গ্রস্ত। তাদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করবেন কি? বোর্ড যদি তাদের অবস্থা খারাপ হয় তা হলে তাদের রেগুলার করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- মি: স্পীকার স্যার,আমি আগেই বলেছি বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারটা পরিচালক সমিতির এক্তিয়ার ভুক্ত। এবং সমিতির আর্থিক সংগতির উপর নির্ভর করে। যে সব সমিতি আর্থিক কারণে পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে আমরা যতটুকু সম্ভব মেনেজারিয়েল সাবসিডি এবং শেয়ার কেপিট্যাল দিয়ে থাকি । সুতরাং সমিতির যে বাই-ল আছে সেই বাই-ল অনুযায়ী তারা বেতন বৃদ্ধি অথবা তাদের ব্যবসা বানিজ্যকে আরো অগ্রসর করার জন্য উনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। আমাদের তরফ থেকে যতটুকু সাহায্য করার শেয়ার কেপিট্যাল, মেনেজারিয়েলের সাবসিডি সেটা আমরা সাহায্য করার চেষ্টা করব।

শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি; শ্রম দপ্তরের অনুমোদিত যে রেট আছে এই রেট ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সগুলির কর্মচারীদের উপর প্রযোজ্য কিনা?

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,আমি তো আগেই বলেছি এটা বোর্ড অব ডিরেক্টরের এক্তিয়ার ভুক্ত। উনারা যদি মনে করেন যে শ্রম দপ্তরের যে রেট আছে তারা তা করতে পারেন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার,মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যেখানে ল্যাম্পস্ এবং পেক্সের মাধ্যমে প্রতি বছরই অর্জুন ফ্লাওয়ার ক্রয় করা হয় এটা এবার কতটুকু করা হয়েছে? স্যার, এক সঙ্গে করছি দুটো প্রশ্ন যে, সেলস্ ম্যান এবং ওয়েটস্ম্যান তাদের বেতন খুব কম মাননীয় সদস্য অনিল বাবু বলেছেন। স্যার আমাদের জানা আছে সব ল্যাম্পস্ এবং পেক্সের ব্যবসা বানিজ্য এক রকম নয়। সব ল্যাম্পস্ এবং পেক্সস্গুলো লাভজনক ব্যবসা করছে না। যেখানে লাভজনক ব্যবসা আছে যেখানে ডাকচিপ পেক্সস কিছুটা লাভজনক, তারপর আপনার বাগমাতে আছে লাভজনক, এই রকম আরোও কয়েকটা জায়গাতে লাভজনক আছে। ঐখানে সমহারে অন্যান্যদের মতো বেতন দেওয়া হচ্ছে। যার কারণে যেখানে লাভজনক হচ্ছে সেখানে যেন তাদের বেতন বাড়ানোর জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন নির্দ্দেশ দেওয়া হবে কিনা? আমি দেখেছি ল্যাম্পস্ প্যাক্সের সেলস্ম্যান শেষ পর্য্যন্ত বেতন কম হওয়াতে বিক্রি করতে করতে ল্যাম্পস্

ও প্যাক্সস্ই সেল করে, ফলে শেষ পর্য্যন্ত তালা লাগিয়ে দিতে হয়। এটা আমিও জানি কারণ এই দপ্তরে তো আমি ছিলাম। এটার দুর্দশা থেকে রেহাই করার জন্য কী ব্যবস্থা সরকারের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান দিয়ে ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা?

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ- আলাদা প্রশ্ন করলে পরে আমি উত্তর দেব। কিন্তু ল্যাম্পস্-প্যাক্সগুলোকে সক্রিয় করার জন্য এটা মাননীয় সদস্য উনি এই দপ্তরে মন্ত্রী ছিলেন নিশ্চয়ই তিনি জানেন। এটার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কি? এখানে প্রশ্ন আছে যে, শেয়ার ক্যাপিটাল যেটা বলা হয়েছে সেটা প্রত্যেক ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স্ দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে যে সব বা কৃষকদের স্বার্থে,পঞ্চায়েত কমিটি গঠন করার জন্য বা কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন থেকে সেমিনার, সভা করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি ল্যাম্পস্ প্যাক্স্ এদিকে উৎসাহিত হচ্ছেন। তাছাড়া আমরা চেষ্টা করছি যেগুলো ি ডফলটার হয়ে আছে সেগুলো দূরী করণের চেষ্টা করছি। মাননীয় সদস্য তো এক সময় মন্ত্রী ছিলেন যে, পেক্স্গুলো ডিফলটার না আমরাও গর্ভমেন্টের ডিফলটার হয় যাই করুন এন.সি.ডি.সি. বা অন্যান্য নার্ভাডি থেকে টাকা পয়সা আনতে গেলে উনারা ঐটা চান যে.ডিফলটার কিনা? যার ফলে আমাদের যে অর্থ সংগতি খুব খারাপ এটা মাননীয় সদস্য জানেন। আমরা চেষ্টা করছি এন.সি.ডি.সি.বা নাভার্ড থেকে কিছু টাকা পয়সা এনে এগুলো সাহায্য করার জন্য। দেখা যাবে কতটুকু করা যায়। কারণ ল্যাম্পস্ প্যাক্সস্ কে আমাদের জীবিত রাখতে হবে। এটা জুমিয়াদের স্বার্থে বলুন আর কৃষকদের স্বার্থেই বলুন।

মিঃ স্বীকার ঃ- মাননীয় সদস্য উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ (কদমতলা) ঃ- এড্মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ঃ ১৩।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার,এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নং ১৩।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমার কদমতলার নুতন মঞ্জুরীকৃত হাসপাতাল বিল্ডিং - এর কাজ না করার কারণ কি?

২) যদি কাজ শুরু না হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে?

উত্তর

১) আর্থিক সংগতির অভাবে কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেওয়া হয় নাই।

২) এব্যাপারে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। স্যার, আর্থিক সঙ্গতি বাড়লেই আমরা কাজ শুরু করব।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার,আর্থিক সঙ্গতি নেই,কাজ ও নেই। কদমতলা পি.এইচ.সি. কে রুরাল হসপিটাল করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- কদমতলা পি.এইচ.সি. কে রুরাল হসপিটাল করার পরিকল্পনা আমাদের নেই। আমরা আগেও বলেছি ওখানে ২ টি হসপিটালকে রুরাল হসপিটাল হিসাবে ডিক্লেয়ার করেছি। সেই গুলিকে আগে স্ট্রেংদেন করে তারপরে।

মিঃ স্পীকারঃ- মাননীয় সদস্য রতন লাল নাথ।

শ্রী রতন লাল নাথ ঃ- এডমিটেড কোয়েশ্চান্ নং ১৯০।

শ্রী সুধীর দাস(মন্ত্রী) ঃ- এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৯০।

প্রশ্ন

১) আগরতলা শহরে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য কি কি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে?

২) আগরতলা পুর এলাকায় পানীয় জলের সংযোগের অপেক্ষায় কতজন আবেদনকারী রয়েছেন এবং উক্ত আবেদনের ভিত্তিতে তাদেরকে কবে নাগাদ পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) আগরতলা শহরে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হয়েছেঃ

(ক) বাধাঁরঘাটে ৪০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন জল পরিশোধন প্রকল্প নির্মাণ ও অরুন্ধুতিনগরে ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ।

(খ) এম,বি,বি কলেজের ছাত্রাবাসের নিকট ও এম,সি,বি, কলেজের বিজ্ঞান ভবনের নিকট ৩০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন জল পরিশোধন প্রকল্প নির্মাণ, কলেজটিলাতে ১লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন, দূর্গাচৌমুহনীতে ১.৫ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন এবং রাজবাড়ীতে ১.৫লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন জলাধার নির্মাণ।

(গ) প্রগতি স্কুলের নিকট ২০ হাজার গ্যালন নূতন আই,আর, পি,

(ঘ) পাইপ লাইন পুর্ণ নবীকরণ ও সম্প্রসারণের কাজ।

২) ১৯৯৯ সাল পর্য্যন্ত আগরতলা পুর পরিষদের নিকট ৪১৬৫ টি জলের সংযোগের আবেদন জমা আছে এবং রাজ্যের পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসে ৭৪২ টি জলের সংযোগের আবেদন জমা আছে। আগরতলা পুর পরিষদ থেকে ১৯৯৮ - ৯৯ সালে ১৩০৪ টি জলের কানেকশনের দরখাস্ত পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ১ নং ডিভিশনে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৫৯২ টি কানেকশান দেওয়া হয়েছে এবং বাকী ৬৭৩ টি কানেকশনের জন্য এষ্টিমেট দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পি,এইচ,সি এবং আগরতলা পৌরসভা ১ টা যৌথ মিটিং সেপ্টেম্বর ৯৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়। সেই যৌথ মিটিং-এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে ১৬৫০ টা ডোমেষ্টিক্ লাইনের কানেকশান দেওয়ার জন্য এ,এম,সি, যেন লিষ্ট পাঠায়।

একর্ডিংলি ৩ টা ফেইস্-এ ৪র্থ এপ্রিল পর্য্যন্ত মোট ১৩৩৪ টা সিরিয়ালী মেনটেইন করে এবং ২১৬ টা স্পেসাল কেটাগরীর মধ্যে। কিন্তু দেওয়ার পর ২১ শে অক্টোবর আরবান্ ডেভেল্যাপমেন্টের সচিব মহোদয় এক চিঠি দিয়ে পি.এইচ.সিকে বলে দেয় যে এইগুলি লাইন দেওয়া যেন বন্ধ থাকে । এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী কি বললেন?

শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এটা পত্রিকায় এই জলের কানেকশন দেওয়ার ব্যাপারে একটা অভিযোগ উঠে, একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যাক্তি অভিযোগ করেন যে জলের কানেকশন দেওয়াব ব্যাপারে যে সমস্ত লাইন নিয়মকানুন, সেই নিয়মকানুনের বাইরে গিয়ে নিয়মের বহির্ভুত ভাবে জলের কানেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন পৌরপরিষদ। এই রিপোর্টের ভিত্তি থেকে আমরা আমাদের দপ্তর থেকে এইগুলি তদন্ত করি এবং এটা মুলত দপ্তরের প্রধান হিসাবে সেক্রেটারী তদন্ত করেন। তদন্ত করে উনি রিপোর্ট দিয়েছেন যে, এই কানেকশনের অভিযোগ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গেছে এটা সত্য কি মিথ্যা তার রিপোর্ট শেষ হয়নি। কিন্তু এটা ঠিক যে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে,এই অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে টোট্যাল বিষয়টাই পাবলিক্ হেলথ কে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল যে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্তি যাতে আর কানেকশন যেন না দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী সময় আমরা আলোচনা করে দপ্তরের সেক্রেটারীকে বলেছি যে,তদন্তে যেগুলি হবে তো হবেই কিন্তু বাকী কাজগুলি যাতে বন্ধ না থাকে তার জন্য ব্যবস্থা করেন।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- স্যার, এই সচিব তো সি,এস,চট্রোপাধ্যায় উনি কোনও একদিন আগরতলায় পৌরসভায় অ্যাডমিনিস্টেটর ছিলেন। এই যে লিস্ট মাননীয় মন্ত্রী জানেন কি ১৩৩৪ টার মধ্যে ৭৮ সালের ৮০ সালের এবং ৮১সালের পিটিশনও রয়েছে? ১৩৩৪ টির মধ্যে এই যে ৭৯,৮০,৮১

সালের এখন বলেন যে,আবার মাঝখানে ৫৬৫ টা লাইন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই যে তদন্তটা আগরতলা পৌরসভার সাথে আলোচনা না করে আগরতলা পৌরসভাকে ঘুমে রেখে গোপনে পাবলিক হেলথ্‌কে চিঠি দিয়েছে টু স্টপ দি ম্যাটার এবং নিজেরা আবার লাইন ও দিয়েছে। এখনও দিতেছে পাবলিক হেলথ্‌এর ইঞ্জিনিয়াররা তাহলে ইনকোয়ারী যার বিরুদ্ধে তদন্ত হবে তার কোন কপি সে পেলনা এবং কি ভাবে তদন্ত হচ্ছে? এই ব্যাপারে পৌরসভার চেয়ারপার্সন দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং উনার কাছে উদ্বেগের কথা জানিয়ে মাননীয় মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। টু ইন্‌চার্জ এট দি ম্যাটার অব দি সি ,এস চট্টোপাধ্যায় পরবর্ত্তী সময় যখন মিটিং হয়েছে উনার চেম্বারে বলছে ঠিক আছে আপনারা একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দেন। দিয়ে দিয়েছি এর পরও এখনও কেন লাইনগুলি দিয়ে দেওয়া হয়নি? কারণ এখানে প্রয়াত মন্ত্রী যখন বিমল বাবু ছিলেন তখন ও বলা হয়েছে যে উনি সাপ্রেস্‌ করে যাচ্ছেন বোধ হয়। স্পেসাল ক্যাটেগরিতে মেডিকেল,ফ্যাসিলিটি, ক্যানসার রোগি এবং যারা ফ্রিডমফাইটার। তারপর যারা ৬৫ বছরের উপর এক্সসার্ভিসম্যান এটার জন্য বিধান রয়েছে এবং মন্ত্রী এম .এল. এদের কোটা আবেদন করলে তাড়াতাড়ি কানেকশন দেওয়া হয়। এইগুলি তো স্পেশাল কোটা। ইচ্ছা করে উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে সি এস চট্টোপাধ্যায় এই গুলি বন্ধ করে রেখেছেন। এখন আমার বক্তব্য শুধু এটাই নয় স্যার,এখানে মিউনিসিপ্যালিটির আরবানের টাকা বোধ হয় চলে যাচ্ছে। পরবর্ত্তী সময় বলব। .

মি: স্পীকার ঃ- সাপ্লিমেন্টারীর উত্তর পাওয়া যাবে না। এই ইতিহাস বলতে থাকবেন কোন্‌ উত্তর পাওয়া যাবে না।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- দূষিত পানীয় জল খাচ্ছেন শতকরা ৪.২৬ ভাগ। এই পরিস্থিতিতে কালকে থেকে আজকে এখানে হাউস শেষ হওয়ার পর এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী উদ্দ্যোগ নেবেন কিনা? যে লিস্টগুলি দেওয়া হয়েছে এইগুলি যেন অবিলম্বে ৮৯ ইং থেকে পেনডিং পড়ে রয়েছে তাদের লাইনগুলি এবং কানেকশনগুলি যেন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আসলে তো ক্যানেকশন দেওয়া হবে তারপর কে পাবে আর না পাবে এটা সিলেক্‌শন করে মূলত আগরতলা,পৌরসভা। আমাদের দপ্তরে যদি কোন ইন্‌ডিভিজিউয়্যালি কোন পিটিশন আসে এটাও আমরা তাদের কাছে পাঠিয়ে দেই। এখানে সমস্যাটা তৈরী হয়েছে তদন্ত করতে গিয়ে সি. এস. চট্টোপাধ্যায় সাহেব চিঠি দিয়েছেন পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারকে যে তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আর যাতে কোন ক্যানেকশন না দেওয়া হয়। এটা বন্ধ রাখুন আমরা বলেছি। এই ভাবে এটা হবে না। তদন্তের কাজ তদন্ত চলবে তার জন্য নতুন করে যারা আবেদন করবে তারা পাবে না, এটা তো হতে পারে না। কাজেই ক্যানেকশন দেওয়া হোক। যারা বিষয়টা আনছেন আমি আশা করি আলাচনার মাধ্যমে যাতে ক্যানেকশনটা তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তার জন্য ব্যবস্থা করা হোক। এখানে মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব আসছেন এবং কথাবার্তা

বলেছি। আর আপনার মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলার চেষ্টা করছেন ইচ্ছাকৃত ভাবে আমরা এটা আট্‌কিয়ে রাখার চেষ্টা করছি, এটা ঠিক নয়। এর মধ্যেই বলি স্যার, বিধানসভা শেষ হওয়ার পরে আমরা বসে আলোচনা করব।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- আপনি বিধানসভায় প্রশ্ন উঠান। প্রশ্ন উঠলে তো বসে থাকব। কেন কালকে হবে না?

শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী)ঃ- না, না, আমরা তো এটার উদ্যোগ নিয়েছি। এমন তো না যে বন্ধ হওয়ার পরে আমাদের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। তা কিন্তু নয়। আমরা উদ্যোগ নিয়েছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- এই গভঃর্মেন্ট পদে পদে বাঁধা দিচ্ছে। এটা একটা ইন্টারফেরেন্স্।

শ্রী জওহর সাহা (বীরগঞ্জ) ঃ- স্যার, আগরতলা মিউনিসিপ্যলিটির কোয়াটার ফিনিসিং দেওয়া। স্যার, এটা কম্‌প্লিট কিনা? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন উইথ্ ইন্ একস্‌পিয়ার। আগরতলা পৌর পরিষদের এবং পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের এবং সেখানে কোন অভিযোগ নেই কি কারণে কি উদ্দেশ্যে এটাকে স্টপ করে দেওয়া হল আজ থেকে প্রায় দেড় বছর আগে এটা করা হয়েছে। স্যার, এখানে আর একটা জিনিষ করা হয়েছে সেটা বলা হয়েছে মাননীয় সদস্য রতনবাবু যে কেটাগরি মিটারেও একটা রেট দেওয়া আছে। সেখানে একটা লোক মারাও গেছে। একজন ফ্রিডম ফাইটার যিনি ওয়াটার কানেক্‌শানের জন্য প্রেয়ার করেছিলেন। উনি কিন্তু পান নি। এই কানেক্‌শান পাওয়ার আগেই তিনি মারা গেছেন আজ থেকে প্রায় দেড় দুই মাস আগে এবং আরেক জন অসুস্থ রোগী হার্ড প্রেসার উনিও মারা গেছেন। উনার বাড়ির আশে পাশে জল নেই দূর থেকে আনতে হয়। ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছেন কিন্তু জল আনা যায় নি। ফলে সমগ্র ঘটনাটা তদন্ত করা হবে কিনা যে আগরতলা পৌর পরিষদের উন্নয়ন-মূলক কাজকে স্তব্ধ করার জন্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরে উচ্চ পদস্থ অফিসাররা। আমি বলছি এটা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা। আরো উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে আগরতলা পৌর পরিষদের ডাক্তার বাঁধা দিচ্ছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এখন পর্য্যন্ত আমাদের দপ্তরে কোন ব্যক্তি পিটিশান করে স্বাধীনতা সংগ্রামী হন। বা ক্যান্সারের রোগীই হন। এই জাতীয় কোন অভিযোগ আমাদের দপ্তরে নেই। যে জলের জন্য পিয়াসী রাখা হয়েছে। এই ধরণের কোন অভিযোগ নেই। আপনাদের কাছে যদি থাকে তবে দেখাতে পারেন।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- সে পিওন কাম্ উইথ্ রেফারস্ লেখতে পারে একজন অফিসার। সেখানকার অফিসারদের কি ব্যবহার। মনে হচ্ছে স্যার, এখানে সেক্রেটারী আছে সি. এস. চট্টোপাধ্যায়

উনি বলেন ফাইল পত্র নিয়ে চলে আস। এইভাবে কি বলতে পারেন? সিলেকশন্ অব্ বেনিফিসিয়্যারীর ডিউটি হল আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি। তারা কে? কোন তরফ থেকে যদি অভিযোগ থাকে মে ইনকোয়ার দি মেটার। আগরতলা পৌরসভার কাজ বন্ধ করার জন্য বিরাট একটা চক্রান্ত। এটা হয় নাকি?

মিঃ স্পীকার ঃ- বলতে দিন না মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে দিন।

শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, প্রশ্নটা হল মাননীয় সদস্যরা যেভাবে বলার চেষ্টা করেছেন দুই, তিনজন করে আসলে জিনিষটা যদি না বুঝি তাহলে কিভাবে উত্তর দেব? আমি এই কথাটা বলেছি যে, আমাদের দপ্তরে জলের জন্য কোন ক্যান্সার রোগী, কোন স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রেয়ার করেছেন কিন্তু পান নি এই রকম কোন তথ্য আমাদের দপ্তরে নেই। যদি থাকে উনারা যদি দেন তাহলে নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব ও ব্যবস্থা নেব। এই রকম কোন পিটিশন নেই আমাদের কাছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য রতন বাবু, নগেন্দ্র বাবু বসুন আর নয় অনেক হয়েছে। আর তো প্রশ্ন পাবেন না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- আপনি তো বলেছেন যে, মাননীয় মিনিষ্টার বলার পরে যাতে প্রশ্ন করি।

মিঃ স্পীকার ঃ- তাহলে অন্য কোন আলোচনা হবে না।

শ্রী সমীর দেবসরকার (খোয়াই) ঃ- স্যার, কোন অবস্থাতেই এইগুলির গুরুত্ব কম নয়। স্যার, একটার উপরে কয়টা সাপ্লিমেন্টারী চলতে পারে এটা ঠিক করে দিন। এইভাবে যদি চলে আমাদের কোয়েশ্চান আছে হাউজে একটা থেকে আরেকটার গুরুত্ব কম নয়। একটার উপরে কয়টা সাপ্লিমেন্টারী হবে সময় ঠিক করে দিন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন ১৩৩৪ টি দরখাস্ত সেটা তদন্ত সাপেক্ষে বন্ধ রাখতে হয়েছে এবং নতুন যে দরখাস্তগুলি আসবে এগুলি যাতে তদন্তের সাপেক্ষে বন্ধ না রাখা হয়। এটা কী ধরনের বক্তব্য এটা শোভা পায়না, যদি তদন্ত হয় তো সবটাই হওয়া উচিত। এটার অর্থ হচ্ছে যে পৌরপরিষদ যেহেতু কংগ্রেস শাসিত সেটার কারণে এখানে হাত করতে দেওয়া হবেনা। এই পরিস্থিতির মধ্যে পানীয় জলের সংকট চলছে, এরজন্য দায়ী মন্ত্রী মহোদয়।

(গন্ডগোল)

শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, না আমার বক্তব্য হচ্ছে যে কিছু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে,

আগরতলা পৌরপরিষদ জলের সংযোগ দেওয়ার যে নিয়ম নীতি এই নীতির বর্হিভূত কাজ দিচ্ছে। তারপরে এই পত্রিকায় যখন আমাদের কাছে কাটিং করে আসল আমি সেক্রেটারীকে ঘটনাটির তদন্তের জন্য বলেছিলাম। উনি তদন্ত করলেন। এত দিন যা জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং কত দেওয়া হয়েছে সবকিছু তদন্ত করেছেন। তদন্ত করে উনি অর্ডার করেছেন যে এটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জলের সংযোগ বন্ধ থাকবে এই ব্যাপারে তদন্ত করতে গিয়ে কিছু ক্ষেত্রে জলের সংকটও হয়েছে এবং এটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জলের কানেকশন বন্ধ থাকবে।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মহোদয় আপনি ওদিকে কথা বলবেন না। আপনি এদিকে তাকিয়ে বলুন।

শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ- তারপর আমি সেক্রেটারীকে বলেছিলাম যে আপনি একটাই তদন্ত করবেন। সবটাই বন্ধ করলেন কেন? ইন্ দি মিন্ টাইম্ অব্ চেযারম্যান সহ আমাদের সঙ্গে চেম্বারে বসে, আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে এবং ফাইনাল হয়েছে। একটা তদন্ত করতে গিয়ে সবটাই বন্ধ থাকবে এটা হতে পারেনা। সেই অনুযায়ী আমরা সেই দিন বলেছি যে. যেটা তদন্ত যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্রিকায় উঠেছে যে নির্দিষ্ট একটিতে বন্ধ থাকতে পারে কিন্তু বাকীগুলি বন্ধ থাকতে পারেনা। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা ১৩৩৪ টি এটা ঠিক নয়। একটার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে এটাই তদন্ত করছে। তদন্ত করতে গিয়ে কোন একটা ইনফেনেটিভ্ যে চিঠি অর্ডার হয়েছে যেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এটা ঠিক। আপনার কথা ঠিকই আছে। তারপর আমরা বলেছি যে. না এটা এই ভাবে হতে পারেনা। যে জলের ব্যবস্থা করে দিতে একই সঙ্গে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা ঃ- স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৫।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৫।

(প্রশ্ন)

১) ইহা কি সত্য যে, আগরতলা ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের শিশু বিভাগ. প্রসূতি বিভাগ ও মাতৃসদন ওয়ার্ডে রোগীদের স্থান সংকুলান হয় না;

উত্তর

১। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে কোন কোন সময় যখন রোগীর ভীড় বাড়ে তখনই এই ওয়ার্ডগুলিতে স্থান সংকুলান হয় না।

২। আগামী আর্থিক বছরে শিশু ওয়ার্ড সম্প্রসারণের জন্য কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আরো ৪০ টি সীট এখানে বাড়ানো হবে। এর জন্য স্যাংকশান হয়ে গেছে। এই বছরই কাজ শুরু হবার কথা ছিল। হচ্ছে কিছু কিছু।

৩। আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ ১৯৯৯—২০০০ সালের মধ্যে করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেমন, আমাদের এখানে একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, শত শয্যা বিশিষ্ট একটি কন্সট্রাকশন করা যায় তার জন্য আমরা আর্থিক সংকুলানের জন্য ইলেভনথ ফিন্যান্স কমিশনের কাছে অর্থ বাড়ানোর জন্য বলেছি। এর আগে টেনথ ফিনান্স কমিশনের কাছেও চেয়েছি। আর আধুনিক চিকিৎসার বর্তমানে যেসমস্ত সুযোগ আমাদের এখানে আছে তা হচ্ছে, আলট্রা সনোগ্রাফি আছে। অ্যাকস-রে মেশিন আছে। ব্লাড ব্যাঙ্ক ট্রান্সফিউশানের ব্যবস্থা আছে। যেসব নবজাতকরা জন্মের পর অসুবিধার সম্মুখীন হয় তাদের জন্য আর্টিফিসিয়েল রেসপেকটরি সিস্টেম চালানোর ব্যবস্থা আছে। প্রি-মেচিউরড চাইল্ড বা লো বার্থ হলে সেসব নব জাতকের জন্য যা যা আধুনিক চিকিৎসা থাকা প্রয়োজন তা আমাদের এখানে আছে। যে সব নবজাতক কামেলা রোগে আক্রান্ত হয়, তাদের জন্য সেসব আধুনিক চিকিৎসা ফটোথেরাপির কাজ আমাদের এখানে আছে। এবং আরো সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর জন্য চেষ্টা হচ্ছে। নুতন নুতন জিনিষ আবিস্কার হচ্ছে। নিউ কন্সট্রাকশনের জন্য অর্থ পেলে আধুনিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগই নেব।

শ্রী জওহর সাহা ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্যে একমাত্র শিশু এবং প্রসূতি মায়েদের চিকিৎসার জন্য আই. জি. এম. হসপিটাল আছে। এই হাসপাতাল ২০ বছর আগে যে অবস্থায় ছিল এখনও ঠিক সেই অবস্থা। কিন্তু বর্তমানে লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় রোগীর সংখ্যাও বেড়ে গেছে। কিন্তু পরিকাঠামোর পরিবর্তন না হওয়াতে রোগীদের প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চাওয়া হয়েছে, পেলে পর ধরা হবে? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা পাওয়া না যায়, তাহলে কি, পরিকাঠামোর উন্নয়ন হবে না? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব, এই অসুবিধার কথা চিন্তা করে, এই আর্থিক বছরের মধ্যে কিছুটা সম্প্রসারণের কাজ যাতে হাতে নওয়া হয়। এটা বিবেচনা করে দেখবেন কিনা?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি এখানে যা বলেছি আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য হয়ত বুঝতে পারেন নি। শিশুদের স্থান সংকুলান করার জন্য শিশু বিভাগের পাশে যে খালি জায়গা আছে সেখানে ৪০ টি বেড বাড়ানোর জন্য টু ষ্টোরেজ বিল্ডিং করা হচ্ছে। কেন্দ্র টাকা না দিলেও করা হবে। আগে আইসোলেসন ওয়ার্ডটি আই.জি.এমেই ছিল। বর্তমানে সেটাকে হাফানিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কারণ, আই জি.এম. হাসপাতালে অফিস রুমও রাখতে হয়। আমার ঠিক মনে নেই, কোন সালে আমরা স্কীম করেছিলাম। তবে বামফ্রন্ট সরকারই ১৪/১৫ বছর আগে স্কীম

করে, প্ল্যান তৈরী করে সম্প্রসারণের জন্য ৪ কোটি টাকার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু টাকার সংকুলান করতে না পারায় ঠিক ভাবে কাজ এগুচ্ছে না। তবে টাকার সংস্থান না থাকলেও গভর্ণমেন্ট চুপ করে বসে থাকে নি। অসুবিধার জন্য আমরা সচেতন নই তা ঠিক নয়। সচেতন থাকলেও সব করা যাচ্ছে না। স্যার, আমাদের রাজ্যের আয় কত সেটা মাননীয় সদস্য মহোদয় নিশ্চয়ই জানেন। তিনি আগে মন্ত্রীও ছিলেন। আমরা যদি সিষ্টেমেটিক টাকা না পাই আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাড়াবার জন্য তাহলে এটাতো আমাদের রাজ্যের আয় থেকে বাড়ানো সম্ভব নয়। সেই জন্য আমরা স্কীম পাঠাচ্ছি এবং আশা করছি আমরা পেয়ে যাব। যদি পাই তাহলে ইমিডিয়েট আমরা কাজ হাতে নেব। এখন কতটুকু সামর্থ্য আছে সেই অনুসারে বাড়াবার জন্য চেষ্টা করছি।

শ্রী জওহর সাহা ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সম্প্রসারণের ব্যাপারটা সময় সাপেক্ষে সেটা ঠিক আছে। রাতারাতি তো কিছু করা যাবে না। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, হাসপাতালগুলিতে ভীষণ দুর্গন্ধ নাকে আসে। অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। সেটা আই. জি.এম. হাসপাতালের শিশু বিভাগই বলুন আর মাতৃসদনই বলুন বা জি.বি. হাসপাতালই বলুন। এগুলি পরিস্কার করার জন্য আমার মনে হয় খুব বেশী পয়সা খরচ করতে হবে না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই হাসপাতালগুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তিনি যেন উদ্যোগ গ্রহন করেন। দ্বিতীয়তঃ রোগীরা হাসপাতালে ভর্তি হয় তারা বেশীর ভাগই গরীব। যেমন আমার এলাকা থেকে আগুনে পোড়া একটা বাচ্চা ছেলে ভর্তি হয়েছিল কিছু দিন আগে। কিন্তু তার মলম কিনবার মত পয়সা নেই। হাসপাতাল থেকেও দেওয়া হয়নি। তখন মাননীয় চীফ মিনিস্টারের কাছে দরখাস্ত করার পর তিনবার তাকে ৩০০ টাকা এবং ৫০০ টাকা করে দিয়েছেন। সেই টাকা দিয়ে তার মলম কেনা হয়। কাজেই অধিকাংশ রোগী যারা হাসপাতালে ভর্তি হয় তারা গরীব, পয়সা দিয়ে ঔষধ কেনার সামর্থ তাদের নেই। কাজেই তাদেরকে ঔষধ বিশেষ করে জরুরী ঔষধগুলি গরীব রোগীদেরকে হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, হাসপাতালগুলিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আমরা অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। হাসপাতালগুলিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আমাদের বিশেষ কর্মী আছে। কিন্তু যত পরিমাণ কর্মী থাকার দরকার তত পরিমাণ কর্মী আমাদের নেই। তা সত্বেও যত সংখ্যক কর্মী আছে তাদেরকে আমরা পুরাপুরি কাজে লাগাচ্ছি। এর মধ্যে একটা বিষয় আছে আমি রাত ১১ টার সময়ও হাসপাতালে গিয়েছি, তার পরেও গিয়েছি এবং তার আগেও গিয়েছি, দিনের বেলায়ও গিয়েছি। আমাদের এমন একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছে যে এই হাসপাতালগুলিতে অনেক লোক বিছানা করে শুয়ে থাকেন। আমাদের মেডিক্যাল অফিসার এবং স্বাস্থ্য কর্মী রাউন্ডে গিয়ে আপত্তি জানালেও তারা মাঝে মাঝে তাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। এতে করে চিকিৎসার পরিবেশ নষ্ট হয়। আমরা চেষ্টা করছি এই রাশ কমানো যায় কিনা। আমি এই হাউস

থেকে মাননীয় সদস্য মহোদয়ের তথা রাজ্যের জনগণের কাছে আবেদন রাখব হাসপাতালের ভিতর যাতে বেশী ক্রাউডেড না হয়। তাহলে চিকিৎসকদের চিকিৎসা করতে অসুবিধা হয়। সেই জন্য আমি আবেদন করব স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে তারাও যেন সাহায্যের হাত বাড়ান। এই হাসপাতাল পরিস্কারের বিষয়টি আমরা অন্য কোন এজেন্সীকে দিয়ে পরিস্কার রাখার কথা ভাবছি এবং তার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। আর ঔষধ সম্পর্কে যেটা এখানে বলা হয়েছে, ঔষধের উপর আরও একটা কোয়েশ্চান এখানে আছে। সারা রাজ্যে ঔষধের জন্য প্ল্যান এবং নন প্ল্যানে গত বছর ছিল ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। এইটাকা হচ্ছে ঔষধের জন্য বরাদ্ধ। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যার মাথাপিছু প্রতিদিন যদি হিসাব করি তাহলে দেখা যাবে ওদের জন্য দেড় পয়সা করে ঔষধের জন্য খরচ করতে পারি। ঔষধের জন্য আমাদের এই ব্যবস্থা আছে। সারা বছর আমাদের যে রোগী হয় এটা তো সব লোক রোগী হোক এটা আমরা চাই না। প্রত্যেক বছর হায়েষ্ট হচ্ছে ১৫০ টাকা থেকে ১৭৫ টাকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক রোগীর জন্য আমরা খরচ করতে পারি। এর বেশী আমরা খরচ করতে পারি না। সাধারণ মানুষের যে ঔষধগুলি দরকার হয় সেগুলির সব ঔষধ আমরা দিতে পারব না। আমরা নির্দিষ্ট কিছু মেডিসিন হাসপাতালে রেখেছি যাতে গরীব মানুষরা পায়। সেই ব্যবস্থা করেছি। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা সরকারের চিন্তা আছে।

শ্রী সুদীপরায় বর্মণ (আগরতলা) ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার,

মিঃ স্পীকার ঃ- আর সময় নেই।

শ্রী সুদীপরায় বর্মণ (আগরতলা) ঃ- আরও দু মিনিট সময় আছে। স্যার, আমার মেয়ে কিছু দিন আগে হাসপাতালে ভর্তি ছিল সেই সুবাদে আমি বলছি সেখানে মশার ডিপো। সারা রাত মায়েদের জেগে রুমাল দিয়ে শিশুদের জন্য মশা তাড়াতে হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় হলো একই সূচ দিয়ে শিশুদের একের পর এক ইনজেকশান দেওয়া হচ্ছে। আমি নার্সকে জিজ্ঞাসা করেছি আপনি এটা কি করছেন? তখন তিনি বললেন " কি করব আমাদের উপায় নেই" ঐটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, এইগুলি ঠিক নয়।

শ্রী সুদীপরায় বর্মণ ঃ- স্যার, আমি নিজে দেখেছি, এটা চেলেঞ্জ দিয়ে বলছি একটা সূচ দিয়ে কয়েক জন রোগীকে ইনজেকশান দেওয়া হয়।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- সিরিঞ্জ দুই রকমের একটা হচ্ছে ডিসপোজাল আর একটা হচ্ছে কাঁচের সিরিঞ্জ। কাঁচের সিরিঞ্জ ষ্টেরিলাইজ করে নিলেই একটা সূচ দিয়ে অনেককে ইনজেকশান দেওয়া যায়। সুনির্দিষ্ট ভাবে যদি অভিযোগ দেওয়া হয় তাহলে আমি তদন্ত করে দখব।

মিঃ স্পীকার ঃ- প্রশ্ন পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্র এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURES- A & B

MATTER RAISED BY MEMBERS

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ- আজকে এই হাউসে পুরুত্বপূর্ণ মাত্র ৫ টি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে একটা প্রশ্ন এবং উত্তরের জন্য ১২ মিনিট করে সময় নিয়েছে। মাননীয় সদস্যদের যাদের প্রথম দিকে নাম আছে এবং যাদের শেষের দিকে নাম আছে সবারই কাছে এই প্রশ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি মাননীয় স্পীকারের নিকট দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি প্রতিদিন এই ভাবেই হচ্ছে একটা প্রশ্ন এবং উত্তরের জন্য ১৫ থেকে ২০ মিনিট চলে যায়। আমি জানিনা, পার্লামেন্টেও এভাবে চলে কিনা? প্রতিদিন এভাবে চলছে। আমি সবাইকে বলব আপনার মাধ্যমে সবাইকে অনুরোধ করব এভাবে যদি হয়, ১৫ মিনিট, ২০ মিনিট করে যদি একটা কোয়েশ্চানের রিপ্লাই দিতে লাগে, মাননীয় সদস্যরা যদি এভাবে বাধ্য করেন তাহলে হাউসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে বঞ্চিত হবেন রাজ্যের মানুষ। গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে পারবেন না। প্রথম যে মাননীয় সদস্যরা রইলেন, তাদের কোয়েশ্চানগুলি গুরুত্বপূর্ণ, শেষের দিকে যাদের কোয়েশ্চানগুলি তাতে সবাই যদি সাহায্য না করেন, এবং আপনি যদি চেয়ারে বসে এটাকে সাহায্য করতে না পারেন বা সবাইকে যদি না মানাতে পারেন, এটা হয়না। একটা নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি হবে, যা আমরা সবাই মেনে চলব। এই জায়গায় যেতে হবে।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- আপনি কি সদস্যদের বলেছেন?

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ- না, আমি স্পীকারকে বলেছি।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- তাহলে রিপ্লাই দেওয়ার সময় স্পেশিফিক রিপ্লাই দেওয়া উচিত।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি এ ব্যাপারে আপনাদের সাথে বসব এবং আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত চাইব।

শ্রী সুদীপরায় বর্মণ ঃ- স্যার, একটা জিনিস আপনার নলেজে আনতে চাই যে প্রাইভেট মেম্বারস্ মোশান এখানে আনা হল, রুল্স অফ প্রসিডিউরে দেয়ার ইজ নো সাচ্ প্রাইভেট মেম্বারস্। প্রাইভেট মেম্বার্স মোশান বলে কোন কিছু নেই। আমি সেক্রেটারী সাহেবকে একটি চিরকূট দিয়ে

জানালাম যে আন্ডার হোইচ রুল ইজ প্রাইভেট মেম্বারস্ মোশান। উনি আমাকে একটি চিরকূট দিয়ে জানালেন রুল ৯৪-৯৫ অনুযায়ী এটা আনা হয়েছে। কিন্তু স্যার রুল ৯৪ এবং ৯৫ ইজ নট ফর প্রাইভেট মেম্বারস্ মোশান। সেখানে এইভাবে কোন প্রাইভেট মেম্বারস্ আসতে পারে বলে কোন উল্লেখ নেই। মাননীয় সদস্য এখানে যে ইস্যুটা তুলেছেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে আকারে উনি এনেছেন যদি রুল ৯৪,৯৫ প্রযোজ্য হয় তাহলে এভাবে আনার কোন মানে হয়না, এইভাবে আনার কোন প্রশ্ন থাকতে পারেনা। কারণ **(1) It shall be restricted to a matter of recent occurance; (2) It shall not contains arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements. (3) It shall raise substantially one definite issue;**

এখানে কয়টা ইস্যু? হাউ ইট ইজ অ্যাডমিস্যাবল? আন্ডার ৯৪ এবং ৯৫-এ দেয়ার ইজ নো সাচ প্রাইভেট মেম্বারস্ মেশান। স্যার, যখন তখন একটা ওয়ার্ড ইনসর্ক্ট করা যায়না, কিন্তু এটা কি করে অ্যাড্মিসিব্ল্ হল? এই টপিক নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই। কারণ এটা একটা ইমপর্টেন্ট ইস্ু।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া যখন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নিয়ে এনেছিলেন তখন আপনি রিজেক্ট করে দিয়েছিলেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- আচ্ছা, ঠিক আছে এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের নিয়ে আমার চেম্বারে বসব। এটা কিভাবে আনা যায় আপনাদের অভিমত চাইব। এটাতে-ত নেতাজীর মূর্তির ইনষ্টলেহনের ব্যাপারটাও আছে।

শ্রী সুদীপরায় বর্মণ ঃ- না, না, মূর্তির ব্যাপার নয় ত স্যার,

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- স্যার, প্রাইভেট মেম্বারস্ মোশান বলে কোন কিছু নেই।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- বুঝেছি, এটা হচ্ছে অ্যানকোয়ারী। যদি কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে আপনাদের পরামর্শ চাইব।

শ্রী সুদীপরায় বর্মণ ঃ- স্যার, নেতাজী সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নেই। মূর্তির ইনস্টলেহনের এখানে কোন ব্যাপার নয়া।

মিঃ স্পীকার ঃ- বুঝেছি।

এটা অন্যভাবে আসতে পারে। কিন্তু প্রাইভেট মেম্বারস্ মোশান বলে

কোন কিছু নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ- এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে কিভাবে আনা যায় তার পরামর্শ আপনাদের কাছে চাইব।

(গন্ডগোল)

শ্রী সুদীপরায় বর্মণ ঃ- স্যার, নেতাজী সম্পর্কেতো আমাদের কোন প্রশ্ন নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে বসুন বসুন।

শ্রী সুদীপরায় বর্মণ ঃ- স্যার, আমার কথা আগে শুনুন না।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে আমি এটা দেখব।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- স্যার, একজন নতুন মেম্বার, তিনি কি বলতে চাইছেন সেটা শুনতে আপত্তি কোথায়? উনার কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছুই শিখার আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি তো বলেছি এই ব্যাপারে পরে জানাব। প্রয়োজন হলে আমার চেম্বারে সেটা নিয়ে আলাপ আলোচনা হতে পারে।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (বিশালগড়) ঃ- ঠিক আছে স্যার, আফ্‌টার রিসেস্‌ এটা নিয়ে এই হাউসের মধ্যে ডিস্‌কাসন হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- না হাউসে নয়, আমার চেম্বারেই হবে।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ ঃ- এখানে করতে অসুবিধাটা কোথায়?

মিঃ স্পীকার ঃ- এই ব্যাপারে আমি পরে আপনাদের জানাব।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এটাকে প্রাইভেট মেম্‌বার্স মোশান না করে শুধু মোশান মুভড্‌ বাই অমূক (মেম্বার) বল্‌লেও আমাদের কোন আপত্তি নেই।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ ঃ- ঠিক আছে, এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ- ঠিক আছে আপনারা যদি সবাই একমত হন তাহলে এটাকে 'প্রাইভেট মেম্বারস্‌' না বলে শুধু মোশান হিসেবেই ধরা হবে। একটা ইস্যু তোলা হয়েছে, একটাই শেষ। আর কেন করছেন? আপনারা জানেন কোন প্রশ্ন নেই। একটা ইস্যু আপনারা রেইজ করেছেন এটা হয়েছে।

শ্রী সুদীপরায় বর্মণ ঃ- এটা হবে না কেন স্যার? এটার মধ্যে তিনটা ইস্যু আছে। কেন হবে না?

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লীজ, বসুন, বসুন এটা উঠতে পারে না। একটা ইস্যু আলোচনা হয়েছে। আপনাদের সকলের সিদ্ধান্ত নিয়ে হয়েছে। কাজেই, জিরো আওয়ারে একটাই তোলা যায় , জানেনতো। কনটেইন যাই থাকুক এটা আপনারা স্বীকার করে নিয়েছেন, গ্রহণ করে নিয়েছেন।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- আমরা কেউ শিখতে রাজী নই। আমাদের অপরাধ নতুন সদস্য। একটা ইস্যু তুলছে একটা শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে সমস্ত হাউসকে।

মিঃ স্পীকার ঃ- ভাল হয়েছে।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। প্লীজ হেলপ মি।

(গন্ডগোল)

শ্রী জওহর সাহা ঃ- স্যার, আমার বক্তব্য শুনুন।

মিঃ স্পীকার ঃ- আপনার কোন বক্তব্য শুনছি না। জওহরবাবু বসুন বসুন। আপনার কোন বক্তব্য আমি শুনছি না।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল চন্দ্র দাস আপনার রেজিউলিউশানটা তুলুন।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- জওহরবাবুর বক্তব্য সব একস্‌পাঞ্জ হয়ে যাবে। কাজলবাবু বলুন।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- প্লীজ বসুন, বসুন, উনার সমস্ত বক্তব্য একস্‌পাঞ্জ হয়ে যাবে।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) ঃ- স্যার শুনতে পারছিনা।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- স্যার, গায়ে লেখা আছে সাত টাকা আর আমাদের কিনতে হচ্ছে আট

টাকা করে। রেইটটা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলছে। এখানে সরকারকে সহযোগিতা করছে।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ- কাজলবাবু বলুন।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ- আমি কিছুই শুনতে পারছি না স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ- আপনার বন্ধুরাই করছে।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ- স্যার, সবাই আমার বন্ধু। স্যার আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো ''গত ১৬ই মার্চ,১৯৯৯ ইং তারিখে ''দৈনিক সংবাদ'' পত্রিকায় প্রকাশিত পার্টি ক্যাডারের ভূমিকায় মাঠে নামলেন নগর উন্নয়ণ সচিব সংবাদ সম্পর্কে।''

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময়চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ২৬শে মার্চ, ১৯৯৯ ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি আজ আরেকটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মহোদয়ের নিকট থেকে। সেই নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উহার গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলে '' গত ১৯শে মার্চ কর্মস্থলে যাওয়ার পথে ডুম্বুর জলাশয়ের নৌকা থেকে সশস্ত্র বৈরী কর্তৃক রইস্যাবাড়ী থানায় কর্মরত এ.এস. আই বিমল দাস অপহৃত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মহাশয়কে উঠে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি সভায় পড়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী জওহর সাহা ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয় বস্তু হলো গত ১৯শে মার্চ কর্মস্থলে যাওয়ার পথে ডম্বুর জলাশয়ের নৌকা থেকে সশস্ত্র বৈরী কর্তৃক রইস্যাবাড়ী থানায় কর্মরত এ.এস. আই বিমল দাস অপহৃত হওয়া সম্পর্কে''।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি এখন বিবৃতি দিতে না পারেন তাহলে সময় চাইতে পারেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজই এই ব্যাপারে বিবৃতি দেব। " গত ১৯.৩.৯৯ ইং আনুমানিক বেলা ১১টা ৩০মিঃ সময় ৮ সদস্য একটি সশস্ত্র উগ্রপন্থী সবুজ পোষাক পরিহিত এক দল উগ্রপন্থী অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ডুম্বুর জলাশয়ে ডাউড নং-এক-এর কাছে একটি যাত্রীবাহী নৌকা আটকায়। উক্ত নৌকাটি মন্দিরঘাট থেকে রইস্যাবাড়ীর দিকে যাইতেছিল। নৌকাটিতে রইস্যাবাড়ীর থানার এ.এস.আই. বিমল দাস চার দিনের আকস্মিক ছুটি কাঠিয়ে রইস্যাবাড়ীতে ফিরিতেছিলেন। উক্ত উগ্রপন্থীরা বন্দুকের মুখে এ.এস.আই. বিমল দাসকে অপহরণ করিয়া দক্ষিণ দিকে জঙ্গলে চলিয়া যায়। জানাযায় উগ্রপন্থীরা এ.এস.আই. বিমল দাসকে লইয়া বাংলাদেশের দিকে লইয়া যায়। আরো জানা যায় যে, উগ্রপন্থী দলটি বাংলাদেশের তানাবনছড়ায় অবস্থান করিতেছে। উগ্রপন্থী দলটিকে এ.টি.টি.এফ. দল বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। উক্ত ঘটনার সংবাদ পাইয়া ও.সি. রইস্যাবাড়ী থানা, টি.এস.আর. সহ তক্ষুনি ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং তল্লাসী অভিযান চালান। উচ্চ পদস্থ্য পুলিশ আধিকারিকগণ ঘটনা স্থলে ছুটে যায়। উক্ত এ.এস.আই. বিমল দাসকে উদ্ধারের জন্য বি.এস.এফ.দেবকে বাংলাদেশের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ঘটনা নিত্য কুমার ত্রিপুরা, পিতা মৃত নিরঞ্জন ত্রিপুরা সাং এফ.কে পাড়া, থানা রইস্যাবাড়ী আভিযোগ মূলে রইস্যাবাড়ী থানাতে নথীভুক্ত করা হয়।

শ্রী জওহর সাহা ঃ- পয়েন্ট অব ক্ল্যরিফিকেশান স্যার, এ.এস.আই. বিমল দাস, তাকে ১৯৯৫ ইং সালের প্রথম দিকে রইস্যাবাড়ী থানাতে ট্রান্সফার করা হয়। এর পরে ১৯৯৬ ইং সালে তাকে আমবাসা থানাতে আনা হয়। এবং সেখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে আবার আগরতলা ট্রাফিকে আসেন সেটাও ১৯৯৬ ইং সনের শেষ ভাগে। আবার ১৯৯৮ ইং সনে তাকে প্রথমে ধলাই জেলায় পরে সেখান থেকে আবার পুনরায় রইস্যাবাড়ী থানাতে বদলি করা হয় এবং ১৯৯৮ এর ডিসেম্বরে তাকে ধলাই জেলা থেকে দক্ষিণ জেলাতে বদলি করা হয়। বদলি করেন আমাদেরডি.জি.পি. সাহেব। কিন্তু স্যার, ১৯৯৮ ইং সালে তাকে বদলি করা হল কিন্তু সেখান থেকে তাকে রিলিজ করা হলোনা। পরবর্তী সময়েও ডি.জি.পি. অফিস থেকে এস.পি. ধলাইকে চিঠি দেওয়া হল যে, ইমিডিয়েটলি তাকে সেখান থেকে বদলি করার জন্য। কিন্তু সেটা করা হল না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই তথ্যটা আছে কিনা? এবং এটা অত্যন্ত প্রতিহিংসা মূলক ভাবে বিমল দাসকে সেখান থেকে কিডন্যাপ হবে কিংবা তাকে মেরে ফেলা হবে সেটা বিমল দাস তার অফিসারকে জানিয়ে ছিলেন এবং তার দপ্তরও সেটা জানে। কিন্তু তাকে সেখান থেকে কেন ডি.জি. সাহেবের বদলির অর্ডার থাকার পরও তাকে বদলি করা হয়নি? এই ব্যাপারটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবে কি?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- এই সমস্ত তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় একজন

এ.এস.আই বিমল দাসকে অপহরণ করে নিয়েছে। মানে ঐ এলাকাটা পুরোপুরি বাংলাদেশের বর্ডার এক নাম্বার ডাইক থেকে শুরু করে নয় নাম্বার ডাইক পর্যন্ত। এই ঘটনার পর রইস্যাবাড়ী পুরোপুরি আইসোলেইট হয়ে গেছে এবং একটি রাস্তা এবং সেই রাস্তা দিয়ে খাদ্য সামগ্রী রইস্যাবাড়ীতে পৌঁছায়। তাছাড়া এই ঘটনার পর থেকে কোন মানুষ যাতায়াত করে না। যার কারণে আকাশ ছোঁয়া দামঃ দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারজন্য কি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সরকার থেকে নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- রইস্যাবাড়ীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা রক্ষা করার জন্য আমাদের সাধ্যের মধ্যে যতটুকু করার চেষ্টা আমরা করব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন যে তীর্থমুখ মেলার আগে ঐ রাস্তাতেই একটি বড় ধরনের ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে ১৩ জনের মত যারা গেছে, আবার ডেম্ সাইডের কাছেও একটি ঘটনা হয়েছে। বরং ঘটনার ফলে ঐ এলাকাটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কোন কর্মচারী যেতে চান না, ফুড সরটেইজ হয়ে গেছে, এসেনসিয়েল কমোডিটিজ আর পাওয়া যায় না। মাছের কালেকশন, মাছ তারা ধরে তাদের সংকট দেখা দিয়েছে, আবার চিকিৎসার সংকটও দেখা দিয়েছে মানে সব দিক থেকে সংকট দেখা দিয়েছে। তারপরও দেখা গেছে এখানে ঘটনার কোন বিরাম নেই। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা। যে এই ধরনের ঘটনার বার বার পুনরাবৃত্তি রোধের কেন সরকার বার বার ব্যর্থ হচ্ছে এবং আগামি দিনেও এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার চিন্তা করছেন কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ- এই বিষয়টা আমরা চিন্তা করছি যদিও মাননীয় সদস্যদের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকে পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য আমি অনুরোধ করব যে, আপনারা প্রস্তাব দিন, আমাদের সাধ্যের মধ্যে যদি প্রস্তাব বাস্তবায়ণে কোন সুযোগ থাকে নিশ্চয়ই আমরা করব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- স্যার, আমরা যে প্রস্তাব দেই এই প্রস্তাব কি একটাও রক্ষা করেন। আমি বলেছিলাম যে, চান্দিই ছড়াতে একটি সুইচ্ গেইট হবে। যদি আমাদেরকে তিন মাস সময় দেয় তাহলে এক মাসের মধ্যে শেষ করব। ময়লাক ছড়াতে বলেছে যে, তিন মাস সময় দিলে আমরা কাজ শেষ করতে পারব। কিন্তু কোথায় উনি মানছেন? আর এদিকে রইস্যাবাড়িতে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র বাবু বহু বার মলছেন যে, সেখানে পেট্রোলিং বাড়ান। পেট্রোলিং বাড়ালেই হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে কোন পেট্রোলিং দেননি। জনগণ দাবী করলেও দেওয়া হবে না। প্রস্তাব দিয়ে কি হবে, প্রস্তাব শুনবার লোক আছে প্রস্তাব দেবার লোক আছে কিন্তু দেওয়া হচ্ছে না। জনগণইতো সবকিছু জানেন কোন দিক দিয়ে এক্সট্রিমিষ্টরা আসে যায়। এবং আমি লোক্যাল পপোলেশন এর সাতে কথা বলেছি এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোন দিক দিয়ে উগ্রপন্থী আসা যাওয়া করে তারা

বলল-যে এই দিক দিয়ে আসে আবার এই দিক দিয়েই যায়। জনগণই তো ভাল বুঝতে পারে। তাদের কোন প্রস্তাব কি শুনবার লোক আছে সেই প্রশাসনে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব এলাকার মানুষের সাতে গিয়ে তাদের বক্তব্য শুনুন এবং শুনে সেই জায়গার যথোপযুক্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিৎ করা স্বাভাবিক।

শ্রী স্পীকার ঃ- ক্লেরিফিকেশন হয়েছে চারটি, আর নয়।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এলাকার মানুষের সাথে গিয়ে আলোচনা করেছি, মিটিং করেছি শত শত মানুষ এসেছেন তাদের সঙ্গে বসে কথা বলেছি দরকার হলে আবার যাব, একবার কেন ১০০ বার যাব। ত্রিপুরার যেকোন জায়গায় যাওয়ার জন্য আমার নৈতিক দায়িত্ব। আমি শুধু সবার সহযোগিতা চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ- আরেকটা নোটিশ আমি মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে পেয়েছি, মাননীয় সদস্যের নাম শ্রী সুধন দাস।

শ্রী সুধন দাস (রাজনগর) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার রেফারেন্সের বিষয়বতু হলো " আগরতলায় পৌরপরিষদ এলাকায় বি.এম.এস. প্রকল্পে ঘর তৈরী ও লো-কষ্ট স্যান্‌টেশন্‌ স্কীম কার্য্যকরী করা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। উনি যদি না পারেন তাহলে পরে তারিখ এবং সময় জানাতে পারেন।

শ্রী সুধীর দাস (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি ২৬শে মার্চ, ১৯৯৯ ইং তারিখে উত্তর দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী পেয়েছি। সদস্যের নাম হলো শ্রী রতনলাল নাথ। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "ত্রিপুরা রাজ্যে ও.বি.সি. ভুক্ত সম্প্রদায়ের জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্য সরকার কর্তৃক অবিলম্বে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা সম্পর্কে। আমি শ্রী নাথ মহোদয় কতৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। উনি যদি আজ না পারেন তাহলে তারিখ ও সময় জানাতে পারেন।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ২৬শে মার্চ ১৯৯৯ ইং তারিখে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। সদস্যের নাম হলো প্রশান্ত দেববর্মা এবং খগেন্দ্র জমাতিয়া। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ''এন-জি-ও পরিচালিত শিকারী বাড়ীর গার্লস হোস্টেল পরিচালনার ক্ষেত্রে অব্যবস্থা সম্পর্কে''। আমি শ্রী দেববর্মা এবং জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আর্কষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য, যদি আজ না পারেন তাহলে সময় জানাতে পারেন।

শ্রী অঘোর দেব্বর্মা ঃ- স্যার, আমি ৩০/০৩/৯৯ ইং তারিখ উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি নিম্নলিখিত সদস্যের কাছ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশ পেয়েছি। সদস্যের নাম হচ্ছে নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো '' ২২শে মার্চ, ৯৯ইং দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত অম্পিতে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।'' মাননীয় সদস্য শ্রী জমাতিয়া কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণীয় প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ না পারলে তারিখ সময় জানাতে পারেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- সময় লাগবে একটু সংগ্রহ করতে, আগামী ৩০শে মার্চ, ১৯৯৯ ইং তারিখ বিবৃতি দেব।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ- আজকের কর্মসূচী ২টি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি মাননীয় সদস্য শ্রী সমীরদেব সরকার ও শ্রী গৌড়কান্তি গোস্বামী কর্তৃক গত ২২/০৩/৯৯ ইং তারিখে উল্লেখ্য উৎথাপিত নিম্ন লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর তথ্য সংস্কৃতি পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় তথ্য, সংস্কৃতি পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়টির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়টি হলো '' ত্রিপুরা রাজ্যে অকাশবানী ও দূরদর্শনের সীমিত সম্প্রচার ব্যবস্থা ও প্রোগ্রাম কভারেজের দুর্বলতা সম্পর্কে।

শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সমীরদেব সরকার এবং শ্রী গৌড়কান্তি গোস্বামী মহোদয়দের কতৃক আনীত রেফারেন্সটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি। বিষয়বস্তুটি হলো ত্রিপুরা রাজ্যে আকাশবানী ও দূরদর্শনের সীমিত সম্প্রচার ব্যবস্থা ও প্রোগ্রাম কভারেজের দুর্বলতা সম্পর্কে যে দৃষ্টি দিয়েছেন সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আমি এই সভার আবগতির জন্য তোলে ধরেছি। উক্ত বিষয়গুলি যদিও সরাসরি কেন্দ্রীয় তথ্য বেতার মন্ত্রকের অধীন তবুও

রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বামফ্রন্ট সরকার বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে নিয়েছেন এবং অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটি গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান মিশ্র সংস্কৃতির বিচরণ ও ভাষাগত বৈচিত্রের কারণে আকাশবানী ও দুরদর্শনের ভূমিকা অত্যন্ত অপরিসীম। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে আকাশবানী দুরদর্শনের মত দুটি শক্তিশালী প্রযুক্তির মাধ্যমে যখন সাধারণ মানুষের আরও সহজলভ্য ও প্রয়োজন তখনই ত্রিপুরা রাজ্য আকাশবানী আগরতলা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ৩০ কি.মি. দুরে শোনা যায়। বিলোনীয়া ও কৈলাশহরে যে দুটো এফ.এম. ষ্টেশন রয়েছে সেইগুলির অনুষ্ঠানও দশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বাইরে শোনা যায় না। আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্রের ও একই অবস্থা। যদিও দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ দাবী করেন্ যে ৭৫ কিমিঃ পর্যন্ত্য তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকেন। প্রকৃত ঘটনা হল আগরতলা দুরদর্শনের প্রোগ্রাম ৪০ কিমিঃ বেশী দুরে পৌছায় না। উপরন্তু সপ্তাহে ৫ দিন অর্থাৎ সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন এক ঘন্টার স্থানীয় অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকেন। তাও অত্যন্ত নিম্নমানের গতানুগতিক ও বিচিত্র্যহীন। শনিবারে স্থানীয় কোন অনুষ্ঠান প্রচার হয় না। তবে প্রতি রবিবার দিন বিকাল ৪টা থেকে ৬.৩০ মিঃ পর্যন্ত বাংলা সিনেমা দেখানো হয়ে থাকে। অথচ্ বাংলাদেশ দুরদর্শনের ট্রান্সমিটারগুলি এত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন যার ফলে ত্রিপুরায় যে কোন জায়গা থেকে বাংলাদেশের অনুষ্ঠান দেখা যায়। একদিকে আকাশবানী ও দুরদর্শনের কম ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সমিটার ও অপর দিকে পাহাড় ঘেরা ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক অরস্থান্ দুরদর্শন ও আকাশবানীর ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধক, তারপর প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মী ও আনুসঙ্গিক পরিকাঠামোর অভাব সম্প্রচারের ক্ষেত্রে এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিককালের দু-একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি। বই মেলা উপলক্ষ্যে আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকি ভবনে শচীন দেববর্মনের দিবস উৎযাপনের উপলক্ষ্যে শচীন দেববর্মনের মূর্তি আবরণ উন্মোচন করেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু উক্ত অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শচীন দেববর্মন স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়, সঙ্গীত ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য প্রয়াত অনাথবন্ধু দেববর্মন এই পুরস্কার পান এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে প্রয়াত দেববর্মনের সহধর্মিনী উক্ত পুরস্কার গ্রহণ করেন। এই অুষ্টানে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ থেকে আগত প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আগাম জানানো সত্বেও আগরতলা দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ তার কাভার করেনি। এছাড়া মনিপুর, উরিষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবিদের দিয়ে দুই দিন ব্যাপী কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। তাও দুরদর্শন কর্তৃপক্ষ কাভার করেনি। সম্প্রতি স্থানীয় হাই কোর্ট চত্বরে ইউ.কো. ব্যাংকের একটি শাখা উদ্বোধন করেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। দুরদর্শন কর্তৃপক্ষকে আগাম জানানো সত্যেও তা কাভার করেন নি। আগরতলা বই মেলা সমাপ্তী দিবসে রবীন্দ্র শতবাষিকী ভবন প্রাঙ্গনে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কৃর্তির জন্য পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ প্রকাশনার জন্য পুরস্কার সহ অন্যান্য বই পুরস্কার অনুষ্ঠান তারা কাভার করেন নি। জাস্ট্ গতকাল সকাল বেলা উমাকান্ত একাডেমী প্রাঙ্গন থেকে দুরপাল্লার একটি সাইকেল অভিযান শুরু হয়েছিল যা শহীদ ভগৎ সিং এর স্মরণ সভা উৎসব পালন করা হয়েছে তাও করার প্রয়োজন

মনে করেনি দুরদর্শন কর্তৃপক্ষ। প্রকৃত অর্থে বলতে গেলে দূরদর্শন আগরতলা শহরের বাইরে নিবন্ধ হয় না। আগরতলা শহরের মধ্যে মাঝে মধ্যে কদাচিৎ প্রোগ্রাম করলেও রাজ্যের জনজীবন প্রবাহমান সম্পর্ক উন্নয়নের আশা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা থেকে এই কেন্দ্রটি বহুদূর। আকাশবানী আগরতলা কেন্দ্র, বিলোনীয়া এবং কৈলাশহরের সম্প্রসারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বারবার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া আকাশবানী কেন্দ্রের ১০ কিলোওয়াট শ্যার্ট ওয়ে চ্যানেল এবং এফ.এম. চ্যানেল অবিলম্বে চালু করতে আমি অনুরোধ করেছি। ককবরক সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠির অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যাপারে প্রাকতন প্রধানমন্ত্রী একটা পৃথক চ্যানেল করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তা অবিলম্বে চালু করতে আমরা অনুরোধ করেছি। শিকারীবাড়ী ও ধর্মনগরে প্রস্তাবিত আকাশবানী কেন্দ্রর কাজ অবিলম্বে সম্পূর্ণ করে জনস্বার্থে চালু করতে বিশেষ অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের সমস্ত এলাকা থেকে যাতে আকাশবানীর অনুষ্ঠান শোনা যায় তারজন্য নুতন বাজার, সাব্রুম, কল্যাণপুর এবং কাঞ্চনপুর কমিউনিটি রেডিও স্টেশন চালু করতে এবং আকাশবানী আগরতলার কেন্দ্রের একটি স্বয়ং সম্পুর্ণ ড্রামা স্টুডিও অবিলম্বে চালু করার জন্য আমরা বার বার অনুরোধ জানিয়েছি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে এখন বলতে হচ্ছে, রাজ্য সরকার আকাশবানী কতৃপক্ষের পছন্দ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমি ও গৃহ নির্মাণ করে দিতে রাজি হলেও আজ অব্ধি নতুন বাজার কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপিত হয়নি। কারণ হিসাবে জানানো হয়েছে ফ্রিকোয়েন্সি এলোকেশনের জন্য কেন্দ্রীয় স্তরে যে স্টেন্ডিং কমিটি আছে তারা অনুমোদন করছে না। কারর হিসাবে জানানো হয়েছে সীমান্তবর্তী এলাকায় ১ কিলোওয়াট মিডিয়া ট্রান্সমিটার স্থাপন করা সম্বম নয়। আকাশবানী কতৃপক্ষের একান্তই যদি অসুবিধা হয় সেই শ্যাট ওয়েব অথবা এফ.এম. চ্যানেল চালু করতে পারেন। কিন্তু সীমান্তবর্তী এলাকা বলে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া মোটেই ঠিক হয়নি। আগাশবানী এবং দূরদর্শনে এখন যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আছেন, তাদের তরফে থেকে। কাজেই তারা বলছেন যে, শিকারী বাড়ীতে আকাশবানী কেন্দ্রের নির্মাণের কাজ চলছে। আমরা বহুদিন ধরে শুনে আসছি। গতকালও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বলছে এটার কাজ চলছে। তারপর ধর্মনগরে ১ কিলোওয়াট সম্পূর্ণ ট্রান্সমিটার স্থাপনের জন্য জমি অধিগৃহীত হয়েছে। এখনও নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি। আকাশবানী আগরতলা কেন্দ্রের ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পূর্ণ এফ.এম. চ্যানেল এবং আপনি গিরির কাজ শুরু হয়েছে এবং তারা শান্ত এটা নাকি মঞ্জুর করে দেয় এবং তারা কাজ শুরু করবে জানিয়েছে। বর্তমানে আকাশবানী আগরতলা কেন্দ্র থেকে ককবরকে নিম্নলিকিত অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। প্রতি শনিবার ৩০ মিনিট যুবক-যুবতীদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান। প্রতিদিন বিকালে সকালে সংবাদ ও অন্যান অনুষ্ঠান ১৫ মিনিট করে। দুপুরে ৫৫ মিনিটের অনুষ্ঠান। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৪৫ মিনিটের অনুষ্ঠান, সংবাদ সহ অন্যান্য বিষয়াদি ককবরকে হয়। অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ভাষা ঠিক সেই রকম ভাবে নিয়মিত এখন হয়নি। আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্রের সম্প্রসারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় তথ্য বেতার মন্ত্রকের কাছে বারংবার অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে বগাফা ও কুমারঘাটে উচ্চ ক্ষমতা সম্পূর্ণ দুটি রিলে ট্রান্স মিটার স্থাপন

সহ আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্রের ট্রানসমিটারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। যাতে রাজ্যের সকল অংশের মানুষ আকাশবানী দূরদর্শনে কেন্দ্রে অনুষ্ঠান দেখতে পারেন। সপ্তাহে প্রতিদিনই অন্ততঃ তিন ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য ও আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি। সারা দেশের অন্যান্য রাজ্যের রাজধানী শহরের মত সব ফ্যাসিলিটি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ স্টুডিও ফ্যাসিলিটি দেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করেছি। এছাড়া পোর্টেবল সেটেলাইট নিউজ গেদারিং সিস্টেম অধুনিক যুগে এই নিউজ ট্রান্সমিশনে বা বুলেটিনের জন্য খুব জরুরী এবং সম্পূর্ণ উইভেন রেগুলেটার আর্ট স্টেশন স্থাপনের জন্য আমরা অনুরোধ করেছি ডি.ডি. সহ অতিরিক্ত চ্যানেল।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আর কতক্ষণ লাগবে।

শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- অনেক সময়ে দরকার আছে স্যার। প্রাক্তন কেন্দ্র তথ্য বেতার মন্ত্রকের সচিব এন্.পি. নোয়ানী গত ৯৭ ইং সালে রাজ্য সফর কালে আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে অবিলম্বে সংবাদ পরিষেবা চালু হবে বলে আশ্বাস দিয়ে গেলেও আজ সন্ধ্যায় চালু হয় নি। অত্যন্ত পরিতাপের সহিত আমি এই সভাকে জানাচ্ছি যে, রাজ্য সরকার দেশের অনুরূপ শক্তি ও দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ জয়ন্তী দিবস উপলক্ষ্যে এই সংবাদ পরিষেবা চালু করতে সক্ষম হন নি। কারণ হিসাবে বার বার বলা হচ্ছে কর্মী স্বল্পতা এবং যন্ত্রপাতির অভাব থাকার জন্য। স্যার, ১৯৯৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তথ্য মন্ত্রীদের ২৩ তম সম্মেলনে দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে রাজ্যের আকাশবানী দূরদর্শনের প্রয়োজনীয় পরিমাঠামো গড়ে তোলে যাতে অভিলম্বে রাজ্যের প্রতিটি এলাকাতে আকাশবানী দূরদর্শনের সম্প্রচার আওতায় আনা যায় তার জন্য তৎকালীন মন্ত্রীর কাছে ব্যাক্তিগত ভাবে এবং সেই সম্মেলনে-রাজ্যের তরফ থেকে আমরা জোড়ালোভাবে উথাপন করেছি। তাছাড়াও গত ৭ই এপ্রিল ১৯৯৪, ১০ই মে ১৯৯৮ এবং এই মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়তে আমরা আবার রাজ্য সরকারেরতরফ থেকে চিঠি দিয়েছি আমাদের এই প্রয়োজনের কথা। কিন্তু বারবারই আমানের চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে তার বেশী দূর কাজ কিছু এগুচ্ছে না। বিষয়টাকে একটু কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন রাজ্য সরকার বারংবার সংস্কৃত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জানিয়ে আসছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোন কিছু থেকে যাচ্ছে না। স্যার, আমি আশা করি যে, সীমান্ত পরিবেষ্টিত রাজ্যের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থানের কথা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সংস্কৃত কেন্দ্রীয় মন্ত্রককে এই সভার পক্ষ থেকে এই বিষয়ে বেশী যত্নবান হয়ে আন্তরীকতার সঙ্গে আসল সমস্যাগুলি সমাধানে এগিে আসতে অনুরোধ জানালে ভাল হত।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ- স্যার, পয়েন্ট অব্ ক্ল্যায়ারীফিকেশন।

মিঃ স্পীকার ঃ- আর কি ক্ল্যায়ারীফিকেশন। বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছে ১৫ মিনিট ধরে।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ- আর একটা স্যার, আমি জানি যে স্টাফের সেখানে সংকট আছে। আকাশবানী দূরদর্শনের বিশেষ করে যদিও এখানে যেমন একজন ফুল টাইম রিপোর্টার দূরদর্শনে নেই। এমনকি পার্ট টাইম সাব্-ডিভিশনগুলো থেকে আকাশবানীগুলো কোনো নিউজ কাভার করার ক্ষেত্রে যদি পার্ট টাইম রিপোর্টার রাখার যে স্কোপ আছে সেটাও এখানে নেওয়া হচ্ছে না। নানান দিক থেকে ষ্টাফের এই অসুবিধা আছে। এই ফান্ড থাকা সত্বেও পি.জি.পি. ফান্ড থাকা সত্বেও আকাশবানীর স্থানীয় যে কতৃপক্ষ তারা এই কাজগুলি করতে পারছে না। এই সমস্ত কিছু দুর্বলতা স্টাফ নেই, রিপোর্টার সেখানে কাজ করছে না বা রিপোর্টার দেওয়া যাচ্ছে না এইগুলি জানা আছে কিনা? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং এর জন্য কতৃপক্ষকো ব্যবস্থা নিতে বলা হবে কিনা। সঙ্গে যেটা বলে আমি শেষ করতে চাইছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজেও বলেছেন যে আসলে খুম পুরুত্বপূর্ণ এই দূরদর্শন এবং আকাশবানী। রাজ্যের সর্বত্র যাতে তার সম্প্রচার পৌঁছে দেওয়া যায় স্থানীয় নিউজ এবং প্রোগ্রামগুলিকে কভার করা যায় তার জন্য যে সময় সীমা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আজকে এই হাউজটাকে একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষকে পাঠানো যাবে কিনা আকাশবানী কতৃপক্ষের কাছে এবং কমীদপ্তরকে । স্যার, আপনার মাধ্যমে যদি পাঠানোর স্কোপ থাকে আমি বলব যে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য সহ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই প্রস্তাবটাকে যেন আমরা গ্রহণ করতে পারি তাতে রাজ্যের সার্বিক কল্যাণ হবে।

শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, কোন কেন্দ্রই বা কোন সংগঠন বা সংস্থাই প্রথম থেকে সম্পূর্ণ হয়ে এটা উঠা সম্ভব হয় না। তবে সেটা ব্যক্তিগত আলাপ এখনকার আকাশবানী দূরদর্শনেও অফিসারদের সাথে তারার জানার সুযোগ হয়েছে। এখানে এখনই প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা যে সংবাদ সম্প্রচারের জন্য সুযোগ পরিকাঠামো অর্থাৎ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। শুধু এদের অসুবিধা হল প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক এখানে দেওয়া হচ্ছে না। এখানে নিয়োগ করা হলেও তাদেরকে এখানে পাঠানো হচ্ছে না। সে কারণে আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্র যে আরো বেশী সম্প্রচার, আরো ভাল সেখানে সেখানে বিভিন্ন প্রোগ্রাম দিতে পারলেও সেই লোক না নিয়োগ করার জন্য ঠিক সেইভাবে ডিপ্লয় করার চিন্তা করা হচ্ছে না। এই দিকে আকাশবানী বলা যেতে পারে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটা অন্যতম কেন্দ্র অন্যদিকে থেকে এটা আধুনিক। কিন্তু এখানেও দীর্ঘদিন ধরে একজন স্টেশন ডিরেক্টর নেই। একজন কম্পিডেন্ট াফিসার না থাকার কারণে এখানে যারা আছেন তারাও গুছিয়ে কেট সুন্দরবাবে টীম ওয়ার্ক আকাশবানী থেকে হচ্ছে না। এই কারণে আমাদের রাজ্যে এখানকার সংস্কৃতি. একানকার উন্নয়ণ বা সাধারণ মানুষের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রেতে এটা হচ্ছে স্বাভাবিক যে মাননীয় সদস্য বলেছেন গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে আমরা সকলে যৌথ ভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রককে জানাতে পারলে ভাল হয়।

শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোরপুর) ঃ- দুরদর্শন এবং আকাশবানীর কথাটা মাননীয়

মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ওদের কর্মীস্বল্পতা আছে। কিন্তু কর্মী স্বাল্পতার জন্যই কি মাননীয় মন্ত্রীরা যে প্রোগ্রাম বা বিভিন্ন যে প্রোগ্রামগুলি কভার করেনি?

শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- না সেটাই না বললাম তো যন্ত্রপাতির দিক থেকে আগরতলা দুরদর্শন কেন্দ্র তাদের যে সমস্ত ক্যামেরা, সরঞ্জামকারী ইত্যাদি আগে ছিলনা এখন এসে গেছে। কিন্তু যখনই তাদেরকে বলা হয় কেন এই সরঞ্জাম ব্যবস্থা হচ্ছে না? ওরা বলছেন আমাদের কর্মী নেই, প্রযোজক নেই নানারকম অজুহাত তারা তুলছেন। কাজেই এখানে যারা অফিসার আছেন দে আর নট্ কনফিডেন্ট্ বা সেরকম হলেও ঠিক যত্নবান হয়ে আমাদের রাজ্যের এই সম্প্রসারণ ক্ষেত্রেতে তাদের দূর্বলতা তারা পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী আই.কে. গুজরাল গত মে-জুন মাসে ত্রিপুরা সফর কালে রাজভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা দিয়ে ছিলেন যে সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ ইং দূরদর্শন আগরতলা কেন্দ্র থেকে ককবরক সম্প্রসারণ করা হবে। বর্তমানে প্রধান মন্ত্রী নেই তাই বলে উনার যে প্রতিশ্রুতি সেটা কেন কার্যকরী হবেনা? এটা হাউস থেকে এবং মাননীয় মন্ত্রীকে এটা পুনরায় চালু করার জন্য চেষ্টা করবেন কিনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি। দ্বিতীয়তঃ বিলোনিয়া এম.এফ. সেন্টার থেকে কিছুদিন আগেও ককবরক প্রচার হচ্ছে না, হয়তো এখন আমি জানিনা। এই অজুহাত যে সেখানে ককবরক ভাষী নেই অথচ বিলোনিয়া, সাব্রুম, অমরপুর, উদয়পুর সবটাই ককবরক ভাষী। বোধহয় সেখানে ককবরকভাষী ৪০ শতাংশের উপর হবে। যদিও ৩০ শতাংশ অভার অল্ ত্রিপুরা ওইদিকে ৪০ শতাংশ হবে সেখানে কেন কক্বরক প্রোগ্রাম চালু করা হচ্ছে না? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দপ্তরের আকাশবানীকে পুনরায় চালু করার জন্য চেষ্টা করে দেখবেন কিনা?

শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, আমি বরাবরই বলেছি এই রাজ্যের মানুষের দাবি এবং আমাদের এ্যাংগার আমরা এক্সপ্রেস্ করেছি। এটা পুনরায় এই হাউসে আমরা সবাই সহমত পোষণ করেছি। এটাকে আবার বিধানসভার তরফ থেকেই বা যেভাবেই হোক এটা গুরুত্ব পাবে এগুলি ভাল হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- উল্লেখ্য দ্বিতীয় বিষয়টি হল ২৩/০৩/৯৯ ইং মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস ও মাননীয় সদস্য শ্রী বাসুদেব মজুমদার মহোদয় আপনাদের তিনটা হয়েছে এরমধ্যে দুইজনে দুইটা করেছেন।

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ- স্যার, আপনার মাধ্যমে যেটা বলা হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন, শ্যামাবাবু বলছেন আমরাও বলছি যেটা প্রস্তাব পাঠানোর জন্য আপনার মাধ্যমে এটা হবে কিনা স্যার, আপনি জানালেন না কিছু।

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা আলোচনা হয়েছে।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ ঃ- স্পীকার সাহেব এই ব্যাপারে জানেন কাজেই এইভাবে হয়না।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

উল্লেখ্য দ্বিতীয় বিষয়টি হল গত ২৩/০৩/৯৯ ইং মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস ও শ্রী বাসুদেব মজুমদার কর্তৃক উত্থাপিণ করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বারাস্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো "গত এই ফেব্রুয়ারী বিশালগড়ে বিধায়ক শ্রী গীতামোহন ত্রিপুরা আক্রান্ত হওয়া সম্পর্কে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৭/২/৯৯ ইং রাত্রি আনুমানিক সাড়ে ১১ টার সময় মাননীয় বিধায়ক শ্রী গীমামোহন ত্রিপুরা ও সঙ্গে অন্য ৫ জন সহ একটি কমান্ডারে জীপ - টি.এ. ০১/৪২৬১ গাড়ীতে করে বিলোনীয়াস্থ পিলাক উৎসব হতে ফিরার পথে আগরতলা উদয়পুর রাস্তার কাছে বিশালগড়ের সৎসঙেঘ আশ্রমের কাছে পৌঁছান তখন কিছু সংখ্যক অজ্ঞাত পরিচয় দুস্কৃতকারী গাড়ীর আরোহীদের দৈহিক ভাবে জখম করে। দুস্কৃতীকীরা মাননীয় বিধায়কের নিরাপত্তার কাজে নিয়জিত কনেস্টবল শ্রী গোপাল চৌধুরীর সার্ভিস পিস্তলটি গুলি সহ ছিন্তাই করে নেয়। দুস্কৃতিকীরা একটি ভি.ডি.ও. ক্যামেরা এবং অন্যান জিনিষপত্র আরোহীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। এই পরিস্থিতিতে আক্রান্তকারীদের মধ্যে একাধিক আরোহী কোনও না কোন ভাবে বিশালগড় থানায় ছুটে এসে এই ঘটনার প্রাথমিক বিবরণ দেয়। এই ঘটনার সংবাদ জানার সাথে সাথে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে ছুটে যায় ও ছিন্তাইকৃত সার্ভিস পিস্তল ৯ এম.এম. নাম্বার ১৫১৭৫৫৪৬ এবং ১১ টি বুলেট, ভি.ডি.ও. ক্যামেরা যার আনুমানিক মূল্য ৭৫ হাজার টাকা উদ্ধার করে। এছাড়াও ৯ এম.এম. পিস্তলের একটি স্পেয়ার ম্যাগজিন ও ১১টি বুলেট ও দুটি ক্যামেরা উদ্ধারের এখনও চেষ্টা চলছে। বিশালগড় থানাধীন রাউতখলা সাকিনের শ্রীযুক্ত গোপাল সাহার পুত্র শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ সাহা ওরফে বিশুকে পুলিশ উক্ত ঘটনার সাথে যুক্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার করে। এ ব্যাপারে মানীয় বিধায়ক শ্রী গীতামোহন ত্রিপুরার অভিযোগ মূলে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৯৪ ধারায় ১৪/৯৯ নং মামলা বিশালগড় থানায় নথিভুক্ত করা হয়। বর্তমানে ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রী সুধন দাস ঃ- পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান, বিশ্বজিৎ সাহা ছাড়া আর কেহ গ্রেপ্তার হয়েছে কিনা তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা? আর দ্বিতীয়ত বিধায়ক শ্রী গীতামোহন ত্রিপুরাকে

খুন করার জন্যই পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে এই ঘটনা করা হয়েছে কিনা তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়রে কাছে খবর আছে কিনা? তৃতীয়তঃ এই বিশ্বজিৎ সাহা নির্বাচনের সময় বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছেন তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- আমি আমার স্টেটমেন্টে বলেছি, একজন গ্রেপ্তার হয়েছে। আরো যদি কেহ গ্রেপ্তার হতো, তাহলে আমি অবশ্যই বলতাম। অভিযোগ থাকতে পারে। পুলিশ খুঁজে দেখেছে। যিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের কিনা তা আমার জানা নেই। তৃতীয়তঃ বিধায়ককে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবেই হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হয়েছিল এটা আমার মনে হয় না। কারণ আনুমানিক রাত ৭.৩০ মিঃ থেকে ৮ টায় তাঁরা পিলাক উৎসব শেষ করে আগরতলায় ফিরছিলেন। এবং সেই উৎসব কাভার করার জন্য এখান থেকে যারা ভি.ডি.ও. রেকর্ডিং করতে গিয়েছিলেন পরদিন সম্ভবতঃ বন্ধ ছিল সেই কারণে রাতেই তারা ফিরে আসতে চাইছিলেন। কাজেই এটা কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে। রাত সাড়ে দশটা এগারটার সময় তারা খুব স্বাভাবিক ছিল বলে জানা যায় নি। কাজেই এই গাড়ীতে বিধায়ক ছিলেন এটা তাদের জানার কথা নয়। আমার মনে হচ্ছে, নির্দিষ্ট ভাবে হত্যা করার জন্য আক্রমণ নয়। আমি কথা বলেছি, বিধায়কের সঙ্গে ঘটনার পর। যখন পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তিনি নিজের পরিচয় দেন নি। তাঁর সিকিউরিটি বলেছিল, আমি চাকুরী করি, উনার সিকিউরিটি তখন লক্ষ্য করা গেছে, বিধায়কের উপর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে পূর্ব পরিকল্পিত এটা ঠিক নয়।

শ্রী রতন লাল নাথ ঃ- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিধায়কের সঙ্গে আরো ৫ জন ছিলেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই পাঁচ জন কারা? দ্বিতীয়তঃ, বাকী ভি.ডি.ও. ক্যামেরা উদ্ধারের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? কারণ ফটোগ্রাফার গরীব লোক। তার জিনিষ উদ্ধার না হলে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়বে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- সঙ্গে যারা ছিলেন তাদের নাম এই স্টেটমেন্টে নেই। কাজেই আমার পক্ষে চট করে বলা সম্ভব হচ্ছে না। দিতে পারলে ভাল হত। আর উদ্ধারের কাজে পুলিশ ব্যস্ত রয়েছে। উদ্ধার হলে বলা যাবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ- আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার ও শ্রী পদ্ম কুমার দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্মোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ- " স্বনির্ভর প্রকল্পে ঋণ প্রদানে ব্যাংক কর্তৃক্ষের অনীহা সম্পর্কে"।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার মহেদয় এবং শ্রী পদ্ম কুমার দেববর্মা মহোদয় "স্বনির্ভর প্রকম্পে ঋণ প্রদানে ব্যাংক কর্ত্তৃপক্ষের অনীহা সম্পর্কে "যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ এনেছেন সে সম্পর্কে আমি এখন বিবৃতি দিচ্ছি -

স্থানীয় শিক্ষিত যুবকযুবতীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বছর থেকে সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতে ও চালু করা হয়। ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থান, অর্থ সামাজিক অস্বচ্ছলতা ইত্যাদি প্রসঙ্গিঁকতা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তোলে ধরা হয়। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সীমিত সম্পদ, ক্রমবর্দ্ধমান বেকারী এবং সরকারী চাকুরীর অপতুলরাজনিত কারণে এই প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। মূলতঃ ১৯৯৬-৯৭ ইং সালে সেই লক্ষ্যমাত্রা ত্রিপুরার জন্য দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রকল্প রুপায়ণে ক্ষেত্রেও এই রাজ্যে তৎকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাগেছে। ব্যাংকগুলো সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু বিগত ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছর থেকে বিভিন্ন বানিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদানে শৈথিল্য দেখা যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৩০ শতাংশের কম হওয়া জনিত বিষয়টিকেই ব্যাংকের তরফ থেকে যুক্তিদেখানো হচ্ছে। কয়েকটি বৃহৎ রাজ্য বাদ দিলে ঋণ আদায়ের সর্বভারতীয় চিত্র আশানুরুপ নয়। এতৎসত্বেও রাজ্যের লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে আগের মতই অপরিবর্ত্তিত আছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিচারে এবং রাজ্যের প্রয়োজনে এখনও পি. এম. আর. ওয়াই নামক স্বনির্ভর প্রকল্পের প্রযোজনীয়তা ফুড়িয়ে যায় নি। লাভলোকসানের চুলচেরা বিচারে না গিয়ে সম্পূর্ন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীঁ মাথায় রেখেই রাজ্যের ব্যাংক গুলিকে এই বাস্তাবমুখী প্রকল্পটি রুপায়ণ করতে হবে।

ইহা সত্য যে ব্যাংকের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ যদিও উদার দৃষ্টিভঙ্গিঁ সম্পন্ন তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংকের শাখা সঞ্চালকদের অতীব দৃঢ় মনোভাবের জন্য বহুসংখক উদ্যোগী যথা সময়ে ঋণ পাচ্ছেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে সময় সীমা (৩১শে মার্চ) শেষ প্রান্তে এসে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করার জন্য নোটিশ দিয়ে থাকে। যার ফলে উদ্যোগীরা বহু টাকা খরচ করেও অন্তিম মুহুর্ত্তে সময়সীমাজনিত কারণে বহু উদ্যোগী ঋণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা মোটেই কাংখিত নয় ।

কিছু কিছু ব্যাংকশাখার কার্যপ্রণালী অতীব উদ্বেগজনক যার মধ্যে সেন্ট্রাল ব্যাংক এটার তিনটি শাখা , পাঞ্জাব এ্যান্ড সিন্ধ ব্যাংক অন্যতম। এই ব্যাংকগুলির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৪৮ এবং ১৬ । কিন্তু গত ১৯৯৭-৯৮ ইং সালে সেন্ট্রাল ব্যাংক মাত্র ২ টি এবং পাঞ্জাব ব্যাংক মাত্র ১ টি ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করেছে। সেন্ট্রাল ব্যাংক আগরতলা শাখা মার্চ মাসের শেষ প্রান্তে সবগুলো প্রকল্প

ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। এই ব্যাংকের হরিগঙ্গা বসাক শাখা শুধু মাত্র দুটো ক্ষেত্রে ঋণ দিয়েছে যাও প্রকল্পের তুলনায় অপ্রতুল। যেমন প্রকল্পের জন্য এক লক্ষ টাকা আছে, কিন্তু ওরা দিয়েছে ২৫/৩০ হাজার টাকা। এই ব্যাপারে আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট লেভেলে মনিটারিং কমিটি আছে, স্টেট লেভেলে মনিটারিং কমিটি অছে। সেখানে এই বিষয়গুলি নিয়ে বিভিন্ন ভাবে আলোচিত হয়েছে এবং রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে।

বর্তমান বছরে পি.এম. আর.ওয়াই এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩০০ টি ধার্য্য হয়েছে। এ পর্য্যন্ত মাত্র ২৮৯ টি প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে যা বিগত বৎসরগুলোর অনুপাতে মাত্র ২৮ পার্সেন্ট। ১৬৯০টি প্রকল্প যদিও অনেক দিন অগেই ব্যাংকে পাঠানো হয়েছিল, তবু নানাহ কাজের চাপের অজুহাত দেখিয়ে অনেক ক্ষেত্রে মঞ্জুরী প্রদানের কার্য্যকরী ব্যবস্থা এখনও ব্যাংক থেকে দেওয়া হয় নি। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে, বিপুল পরিমাণ প্রদেয় পূর্ব ঋণ বর্ত্তমানে অনাদায়ী থাকায় ব্যাংক বর্ত্তমানে নূতন ঋণ দিতে অনীহা প্রকাশ করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং এতে গত দুই বছরে সুফল পাওয়া গেছে। এটা প্রায় ২৭ ভাগের মত ঋণ আদায় হয়েছে। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কিছু উদ্যোগী তারা নিজেরা জিনিষপত্র বিক্রি করে দিয়েছেন ইচ্ছা থাকা সত্বেও এবং তারা ঋণগুলিও ফেরৎ দিচ্ছেন না। এর প্রতিকারের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে মিটিং করছি এবং ঋণ আদায় করার জন্য উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিজেও এই ঋণআদায় করার জন্য একটা আবেদন প্রকাশ করেছেন। আমরা পাক্ষিক এবং মাসিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যাংক কর্ত্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা অব্যাহত রেখেছি।

যে সব ঋণ গ্রহীতা ইচ্ছাকৃত ভাবে ঋণ ফেরত দিচ্ছেন ঋণ অদায়ের জন্য তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা তাও ভাবা হচ্ছে। ব্যাংক কর্ত্তৃপক্ষ এবং জনপ্রতিনিধির যুক্ত প্রচেস্টার মাধ্যমে যাতে ঋণ আদায় করা যায় এবং সাকসেস হয় তার জন্য রাজ্যসরকার সর সময় নজর রাখছেন।

এই প্রকল্পটির মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৩৩৫৬ জন শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীকে ১৯ কোটি, ৩৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এটার বর্ষ ভিত্তিক হিসাব আছে যদি বলেন এবং সময় থাকে তাহলে আমি দিয়ে দিতে পারব।

শ্রী সমীরদেব সরকার ঃ- পয়েট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন তাতে পরিষ্কার হয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনীহা আছে ঋণ মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয় জয়েন্ট সাভে হয়েছে এ বছর যে মঞ্জুরী দেওয়ার কথা আমাদের যে টার্গেট মার্চ মাস শেষ হয়ে গেল তবু মঞ্জুরী পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু যেগুলির মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রেও বেকার যুবক যুবতীরা যখন ব্যাংক-এ যাচ্ছেন তাদের বলা হচ্ছে এখন না মার্চ মাসের পরে আসবেন এবং

এইভাবে অজুহাত দেখিয়ে ঋণ দিচ্ছেন না। সিরিয়াল ব্রেক করছেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং নিজেদের খেয়াল খুশি মত ১ নং থেকে ৫০ নং বাদ দিয়ে ৫২ নাম্বার, ৫৪ নাম্বারের সিরিয়াল যাদের তাদের ঋণ দিচ্ছেন। এই যে বেকাররা ঋণ পেলেন না কেন তারা পেলেন না এটার কারণ দর্শানোর ন্যূন্যতম ভদ্রতাটুকুও তাদের নেই। জয়েন্ট সার্ভে হল স্যাংশান হল তবুও কেন তারা ঋণ পাবেনা। বেকাররা তার জন্য পয়সা খরচ করছেন, দৌড়ঝাপ করছেন কিন্তু ঋণ পাচ্ছেন না। তাই বলছি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কেন কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নয় এই রকম কোন প্রভিশান আনা যাবে কিনা তাহলে মনে হয় অনীহা কিছু দূর হবে।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় সদস্য যেটা বলেছন সেটা সঠিক । আমি আমার স্টেটমেনটে বলেছি এই প্রক্রিয়াটা যদি আরও ভাল ভাবে করা যায় বছরের শুরুতে আমি যাদের নিয়ে মিটিং করেছি সেই ভাবে ব্যাংকের যে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তারা আমাদের খুব ভাল ভাবে বলে থাকেন। এটা রূপায়ন করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের নয়, এটার রাইট রিজার্ভ ব্যাংকের । আমরা রাজ্য সরকার সেখানে সহযোগিতা করছি বেনিফিসিয়্যারী সিলেকশান করে যাতে প্রজেকট্ করা যায়। ঋণ আদায়করার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গেঁ অমাদের অফিসারদের পাঠাচ্ছি যাতে ঋণ অদায় করা যায়। আমরা ঋণ আদায়ের জন্য ক্যাম্প করেছি এবং আমরা ঋণ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও আবেদন করেছেন । সেই জায়গায় উনারা এটা করছেন না, শুধু এই ক্ষেত্রে বলব না আমাদের আই.আর.ডি.পি একটা স্বনির্ভর প্রকল্প যেটা বি.পি.এল-এর যারা লোক তাদের দেওয়া হয় সেই জায়গায় আমরা বিষয়টি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের নজরে নিয়েছি । আমারা চিঠি দিয়েছি আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে রিজার্ভ ব্যাংকেও আলাদা ভাবে চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং রিজার্ভ ব্যাংকের নজরে দেওয়া হয়েছে । এই ব্যাংকগুলি পরিচালনা করেন রিজার্ভ ব্যাংক এবং এই ব্যাংকগুলি আমারা কন্ট্রোল করতে পারি না। আমরা এটা করতে পারি ব্যাংকের কাছে যে ডিপোজিট হয় এটা আমরা তুলে নিয়ে আসতে পারি কিন্তু সেই দিকে যাওয়াটা ঠিক হবে না। এই বিষয়টা যাতে ভাল ভাবে করা যায় তার জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী ব্যাংকের আরও উপরের লেভেলে যারা আছেন তাদের সঙ্গেঁ আলোচনা করেছেন। আপনারা যারা আছেন আপনাদের আমি বলব এলাকার মধ্যে যে ব্যাংকগুলি আছে আপনারা নিজেরা আমাদের কাছে লিষ্ট দিয়ে দিতে পারেন। আপনারা চাপ দিন যাতে করে এটা অদায় হয়। আমরা চাই বেকার যুবকযুবতীরা এই সাহার্য্য নিয়ে স্বনির্ভর হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ- এই সভা ২(দুই) ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2-00P.M.

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মন মহোদয়ের নিকট থেকে" শর্ট ডিস্‌কাশান অব্ মেটারস্ অব্ আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স এর উপর একটি নোটিশ পেয়েছি এবং জনজীবনের গুরুত্বের পারিপ্রেক্ষিতে সেটির অনুমোদন দিয়েছি।

উক্ত নোটিশটির বিষয়বস্তুটির উপর আগামী ৩০শে মার্চ, মঙ্গলবার ১৯৯৯ ইং তারিখ এই সভায় আলোচনা হবে।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ- "Sudden hike of tarif rate of electricity and unmethodical system of Dilling procedure above reflection in meter."

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- স্যার, শিল্পমন্ত্রী-ত নেই। শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান-ত শেষ হয় নি।

মিঃ স্পিকার ঃ- এটার আলোচনা শেষ হয়েছে। আমি শেষ করে দিয়েছি।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ- আপনি বলেননি।

মিঃ স্পীকার ঃ- এটা অলরেডী শেষ হয়েছে, আমি বলেছি, আপনি হয়ত ফলো করেননি।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- আমি ফলো করেছি। আপনি দেখবেন স্যার, প্রসিডিংসটা।

মিঃ স্পীকার ঃ- দেখবেন? দেখুন।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- পড়ে শুনাতে বলুন।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি-ত বললাম, এটা শেষ করে দিয়েছি। এই-ত বললাম।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- এখন বললেন স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন না, তখনই বলেছি। পরে দেখবেন।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- আমি ওভারসিওর হয়ে বলছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি য়াওয়ার সময় বলে দিয়েছি এটা শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী রতনলাল নাথ ঃ- হাউস এডজর্ন করার পরে বলেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- না, না আপনি যখন জিজ্ঞাসা করেছেন, তখনই বলেছি যে না, এটা শেষ করে দিয়েছি। আর এটা-ত বলতে হয়না এই ইস্যু শেষ। রিপ্লাইয়ের টাইমও শেষ। কাজেই, এই ইস্যুও শেষ। এটা কি বলে দিতে হয় যে এই ইস্যু শেষ। ইউ আর নট মীয়ার্ চাইল্ড।''

শ্রী সুদীপরায় বর্মণ ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা যে ৩০ তারিখে দিয়েছেন, এটা ইমপ্লিমেন্ট হবে ১ তারিখ থেকে। এটা যদি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমাদের যে অ্যাজেন্ডা এর মধ্যে কোন ফাঁক নেই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- আপনি বলেছেন ৩০ তারিখে হবে। আমি জানিনা সেদিন কোন্‌টা ইমপর্টেন্স দেবেন বেশি আর কোন্‌টা কম দেবেন। কলিং এটেনশান, রেফারেন্স সবগুলিই ৩০ তারিখে যাচ্ছে। এছাড়া বিজনেস্ অ্যাডভাইসারী কমিটির যে রিপোর্ট তাতে ঠাসা প্রোগ্রাম। কোন গ্যাপ রাখা হয়নি। কোন সময় বেশি রাখা হয়নি। আপনি ৩০ তারিখে কি করে সময় দেবেন?

মিঃ স্পীকার ঃ- আমরা-ত কোনটা বাদ দেইনি। সবটাই গ্রহন করেছি। আপনারা সহযোগিতা করবেন। আপনারাই ঠিক করে নেবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- সেজন্যই বলছি হাউস আর একদিন না বাড়লে পরে বাদ পড়ে যাবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোন্‌টাকে বাদ দেবেন। কোনটাকে বাদ দেওয়া যায়না।

শ্রী সুদীপরায় বর্মণ ঃ- স্যার, এটা ২৬ তারিখ করা যায় কিনা দেখবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ- দেখি চলতে থাকি, কি হয় পরে দেখা যাবে।

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1999-2000

মিঃ স্পীকার ঃ- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ- '' ১৯৯৯-২০০০ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উপস্থাপন, আলাচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহন।''

আজকের কার্যসূচীতে মোট ২৫(পঁচিশ)টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলাচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়ের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান্স) পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত যেসমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর

উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মেশান্‌স) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো । এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাটমোশানস্‌) উপর আলোচনা শুরু হবে। অলোচনা শেষে আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাটমোশানস্‌) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করব তারা যেন তাদের আলোচনা ব্যয় বরাদের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনার সময় হচ্ছে দুই ঘন্টা।

মিঃ স্পীকার ঃ- আলোচনা দুই ঘন্টার হবে। তবে ট্রেজারী বেঞ্চের কয়েকজন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আলোচনায় অংশ নেবেন তাই বিশ-পঁচিশ মিনিট সময় বেশী লাগতে পারে । এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি দফাওয়াড়ি আলোচনার শুরুতেই আসছি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট নিয়ে । পুলিশ ডিপার্টমেন্টের জন্য এই বাজেটে ১৪৮ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। যদি হোম মিনিস্টার বলতে পারেন, যে আমি এই টাকা ধরেছি রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা বিধানে এবং এই রাজ্যের মানুস আর কোনভাবেই খুন হবেন না, অপহৃত হবেন না, কখনই গাড়ির উপর বৈরী আক্রমণ হবে না - সেই কারণে এই টাকা ধরা হয়েছে, তখনই আমরাও এই বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন করতে পারতাম । কিন্তু দেখা যাচ্ছে গত বছর ১৩৩ কোটি টাকা খরচা করার পরও কোন একটি ঘটনারও প্রতিরোধ করতে পারে নি। বরং প্রতিদিন ঘটনা বাড়ছে। কাজেই, এই ১৩৩কোটি টাকা কিন্তু কম নয়। এই টাকাদিয়ে রাজ্যের বেকারদের একটা অংশের চাকুরী হতে পারত,জল সেচের ব্যবস্থা করা যেত । যারা গৃহহীন তাদেরকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া যেত । জুমিয়া পুনর্বাসণ হতে পারত । খাদ্য দেওয়া যেত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যেত । এইগুলি সব বাতিল করে আমরা সব টাকা পুলিশের জন্য নিয়ে এসেছি । এবার এই টাকার পরিমাণ হচ্ছে ১৪৮ কোটি টাকা । মাত্র ২৮ থেকে ৩০ লক্ষ লোকের জন্য পুলিশ দপ্তরের খাতে ১৪৮ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, এত টাকা বরাদ্ধ করেও আধ পেট খেয়েও আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছেনা। ঐ তৈদুতে দেখা যাচ্ছে পুলিশ একদিকে, সি.অর.পি.এফ এক দিকে এবং মাঝখানে আসাম রাইফেলস্‌ জওয়ানরা রয়েছে। এরই মধ্যে একটি গ্রামে হামলা হল। জালিয়ে দিল তিনজনকে । বিরোধী দলের নেতা সহ সেখানে গিয়ে আমরা সেটা দেখে এসেছি। পুলিশ এবং সি.আর. পি.এফ.থাকা সত্বেও রক্ষা হয় না জনগণের নিরাপত্তা। এরপর আবার বাজার আক্রমণ হয়েছে। অপহরণ হয়েছে । কাজেই, এই বরাদ্ধকে সমর্থন করার মত কোন রাস্তাই আমি দেখতে পাচ্ছি না। একটি ঘটনাতেও পুলিশ অসামী ধরতে পারছে না। আর যদিও-বা ধরা হয় তাহলে ধরা হয় তাদেরকেই যারা কংগ্রেস(ই),টি.ইউ.জে.এস করে । পলিটিক্যালি ভায়েক্ট হয়ে করছে। কাজেই, ১৪৮কোটি টাকার যে বরাদ্ধ এখানে রাখা হয়েছে সেটাকে আমরা কার স্বার্থে সমর্থন করব? এটা

করে কি কাজে আসবে? কেন সমর্থন করব? কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্যই এই টাকা। এতে রাজ্যের জনগণের কোন কল্যাণ হচ্ছে না। মিঃ স্পীকার স্যার, কুটনাবাড়ীর ঘটনায় জাতি উপজাতির অনেকেই মারা গিয়েছেন। টি.এস. আর. যদি উগ্রপন্থীদের ঠিকভাবে ঘেরাও করত তাহলে উগ্রপন্থীরা ধরা পরত। ঐ দিকে না গিয়ে উপজাতি জনবসতিতে আক্রমণ হল। তিনজনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন ঐ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকারীদের কি শাস্তি হবে? কোথায় এই শাস্তি? কমিশন বসিয়ে কেবল টাকা খরচা করা হয়। আবার এটা বসাতে গেলেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোক ডেকে এনে বসাতে হয়। এই কমিশনের নাম শুনলেই আমার ভয় হয়। কারণ, এতে সরকারী কোষাগারের টাকা ফালতু খরচা হয়। টাকা অপব্যবহার হয় এতে।

মিঃ স্পীকার স্যার, খাদ্য নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। অম্পিছড়াতে খাদ্যের অভাবে তিন জন মারা গিয়েছেন। এছাড়া সংবাদে জানাগেল মাত্র ১০ কে.জি চালের বিনিময়ে নিজের সন্তান বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন জনৈক মহিলা। সব দিকে চলছে অনাহারের ব্যাপকতা। অনাহারের চিৎকার। মাননীয় সদস্য রতিবাবুকে নিয়ে আমি নিজে গিয়েছিলাম। আমরা পরিস্থিতি বাস্তবে পরিদর্শন করে এসেছি। আমাদের কাছে অভাবি মানুষের এপ্লিকেশানগুলি রয়েছে। এক্ষুনি চাইলে আমি দেখাতে পারি। সবাই লিখেছেন, আমরা অনাহারে রয়েছি। কাতারে কাতারে মৃত্যুর মিছিল শুরু হবে। এতে আর কোন দ্বিমত নেই। তাদেরকে দেখার লোক নেই।

স্যার, আমি এখানে সেকেন্ডারি এডুকেশানের উপর কাট মোশান এনেছি। উগ্রপন্থার কারণে নাকি কিছু স্কুল চলছে না। ত্রিপুরা রাজ্যের দুটি প্রজন্ম শিক্ষার অধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়েছে। এটার কি কোন উত্তর আছে? আপনারা যদি বলেন যে উগ্রপন্থার জন্য এসব স্কুল বন্ধ রয়েছে, এটা কিন্তু কোন জবাব হতে পারে না। ৯ থেকে ১২ বছরের উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা কি শিক্ষার সুযোগ সেভাবে পাচ্ছে? ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন মহারাজা ১৯২৭ সালে সোনামূড়া এবং উদয়পুর ভিজিট করে ছিলেন। সেখানে অনেক উপজাতি উনার সঙ্গেঁ বিভিন্ন ব্যাপারে দেখা করেছিলেন বলে উনার ডাইরীতে লেখা রয়েছে। তারমধ্যে একজন জমাতিয়া সর্দার উনার সঙ্গেঁ দেখা করে উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বলে উনার ডাইরীতে উল্লেখ ছিল। কাজেই, উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ তখনও যে ছিল সেটা কিন্তুএর থেকে পরিস্কার। এবার আমাদের রাজ্যে শিক্ষা দপ্তরের খাতে যে পরিমাণ টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে তাতে শুধু মাত্র সেলারী খাতে রয়েছে ৬ কোটি ৫৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। অপর দিকে স্কুলগুলি শ্বসানের মত রয়েছে। শিক্ষকরা সব শহরে চলে অসছে। কাজেই, কাদের স্বার্থে কথা চিন্তা করে এই বাজেট বরাদ্ধকে আমরা সমর্থন করতে পারব? যারা স্কুলের শিক্ষা থেকে বা শিক্ষার সূযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের কাছে কিন্তু এই জবাব গ্রহণযোগ্য হবে না। মাত্র গোটা কয়েক উগ্রপন্থীর জন্য অপনারা গোটা উপজাতি সমাজকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন এটা কিন্তু ঠিক নয়। এটা কি কোন একটা সরকারের জবাব হতে পারে? এর জন্যই

এটাকে কোন অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারছি না।

আর এটা হচ্ছে উপজাতি অঞ্চলে উৎপাদন কম হচ্ছে। এটা সব সময়ে হয়। আগামী জুন-জুলাইয়ের মধ্যে এটা ব্যাপক আকার ধারণ করবে। এখন সন্তান বিক্রি শুরু হয়েছে। এখন শূকর বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ২০ টাকা দরে ঐ ছেচুয়াতে । সেখানে মোরগ বিক্রি হয়না, সব্জি বিক্রি হয় না, কলা বিক্রি হয় না পড়ে রয়েছে টালে টালে। এই যে ফুলঝাড়ু রতিবাবু সেইদিন দেখে এসেছেন তৈদু বাজারে এগুলি বিক্রি হয় না। সবাই বিক্রি করার জন্য আসছে কিন্তু ক্রেতা নেই। কারণ ব্যবসায়ী নেই, ব্যবসায়ী যদি না থাকে তাহলে কার কাছে বিক্রি করবে? ঐ ফুলঝাড়ু এনে যদি বিক্রি না হয় তাহলে চাউল কিনবে কি করে ? কাজেই, সেখানে মৃত্যুর মিছিল হবে না কে বলছে? কি করে এটা রোধ হবে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এরজন্য বলছি উৎপাদনমুখি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সব্জি প্রকল্পে এবার দেখা গেছে যে একদম নিল। ১৯৯৭-৯৮ ইং সালেও ছিল সব্জি প্রকল্পে ৩৫ লক্ষ টাকা। ১৯৯৮-৯৯ ইং সালে ছিল নিল। এবার ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা মাত্র ধরা হয়েছে ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু আপনার সময় শেষ।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- তারপর ওয়াটার স্রেড, আমি বার বার বলেছি ওয়াটার সেড প্রকল্প আপনারা বাতিল করুন করে যেখানে সব্জি হবে সেখানে নিয়ে আসুন। যেখানে ফুল উৎপাদন হবে, প্লেনটেশন হবে, চা প্লেনটেশন হতে পারে, রাবার প্লেনটেশন হতে পারে, ফলের প্লেনটেশন হতে পারে সেখানে সব্জি প্রকল্প নেবেন না? অথচ ওয়াটার সেড ডেভেলাপমেন্ট শিফটিং কালটিভেশনে ৮৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ধরেছেন। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এগুলি খুবই দুঃখজনক এগুলিতে ট্রাইবেলদের উন্নয়ন হবে না। ওয়েস্টেজ অব্ মানি হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- আমার আর একটা ছিল ফিসারী। ট্রাইবেল এলাকায় ফিসারী একটা বড় ব্যাপার। কারণ, এই সময়তে যাদের পুকুর আছে লেক আছে তারা মাছ বিক্রি করবে। মাছের এখন প্রচন্ড দাম। অথচ এই খাতে টাকা কমিয়ে দিয়েছে, উৎপাদন মুখী কাজ কমিয়ে দিয়েছে । যদি ঠিকমত ফিসারী করা যায় শুধু পুকুর কেটে নয়। আমি বলছি এই যে পাহাড় অঞ্চলে যে ছড়াগুলি আছে সেখানে বাঁধ দিন। বাঁধ দিয়ে দিলে এক দুই কিমিঃ পর্য্যন্ত জল হবে, সেখানে চর্তুদিকে জুমিয়াদের বসতি করেন। তারা সেখানে মাছ চাষ করবে, হাঁস পালতে পারবে, তারপরে শূকর পালতে পারবে, স্নানের জলও হয়ে যাবে এবং সেখানে একটা গ্রোথ সেন্টার হবে। এটা জোট সরকারের আমলে শুরু হয়েছিল । তখন আমরা মৈলাক ছড়াতে একটা বাঁধ দিয়েছিলাম। এটা কেবল ইরিগেশন না এটা মাল্টিপারপাসে আমরা করেছিলাম। কিন্তু এগুলি সব বন্ধ করে কি

করেছেন বলা মুশকিল।

মিঃ স্পীকার ঃ- শেষ করুন প্লিজ।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়াঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি দেখছি এই মন্ত্রিসভার মধ্যে যারা কার্যকর করবেন তাঁদের মধ্যে একতা নেই।

মিঃ স্পীকারঃ- শ্যামাবাবু একটু সাহায্য করুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়াঃ- শেষ করছি। এই যে নগর উন্নয়ন, এখানে পৌরসভার সঙ্গে বৈষম্য করা হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন না। উনি বলছেন উনাকে না জানিয়ে ঐ ফিনান্স মন্ত্রী এটা করেছেন । একতা আছে, নেতৃত্ব আছে, নেতৃত্বকে একবিন্দু দাম দেয়? একটা বাজেট তৈরী হচ্ছে অথচ মুখ্যমন্ত্রী জানেন না এখানে বৈষম্য করা হচ্ছে। আগরতলা পৌরসভা আজকে বিরোধীদের আলোচনার মুখে তাঁর নজরে এসেছে। কাজেই, এটার মধ্যে আরও শৃংখলা দরকার। মানিক সরকার নাম শুনলে এখানে কয়েকজনের মুখ কালো হয়ে যায় আমরা লক্ষ্য করছি। কাজেই, এই শৃংখলাহীন এটাও রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষতিকারক। যাই হউক, আমি এইসমস্ত কাট মোশান সমর্থন করে অমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ- শ্যামাবাবু বলুন।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ- স্যার, আমি সময় নেব। আমার তিনটা কাট মোশান আছে ১০,১১,১৯। বিরোধীদের সমস্ত কাট মোশানকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমার এখানে মূল বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাপার সেপার ছিল। উনি নেই অবশ্য শুনছেন কিনা জানি না, শনলে ভাল হত। কতগুলিতে কাট মোশান নেই। তাই উনি উত্তর দিতে বাধ্য নন। কিন্তু একটা কাট মোশান আছে ২০৭০ ডিমান্ড নং ৩ এটা হচ্ছে সার্কিট হাউস, ত্রিপুরা ভবন কলকাতা। সেখানে ২০টা আছে ভি,আই,পি রুম ৮টা আছে স্যুইট আর বাকি আছে ১২টা রুম। এখানে স্যুইট এবং ভি,আই, পি রুম কি ব্যবধান কে কে এনটাইটেল এটা বলা মুশকিল। স্যুইট সাধারণত মন্ত্রীরা থাকবেন সেই রকম হয়। যেহেতু এটার নিয়ম নেই বা কোন সার্কুলেট করা হচ্ছে না। কাজেই, এটা নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠছে। আর এখানে রাজ্যপালের একটা স্যুইট রির্জভি আছে এবং সি,এমের একটা স্যুইট রির্জভি আছে চীফ্ সেক্রেটারীর ছিল এখন নেই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে গভর্নর এবং মুখ্যমন্ত্রী সারা বৎসরের জন্য এই সুইটের ভাড়া দেন কিনা? ভাড়া না দিলে তারা ভাড়া দিতে বাধ্য কিনা? দ্বিতীয় হচ্ছে, সেখানে বাকী যে ৬টা সুইট আছে, যখন মন্ত্রীরা থাকেন তখন নিশ্চয়ই তারা পাবেন কিন্তু সেক্রেটারী থাকলে পাবে অথচ এম.এল. এরা পাবেনা, তাতো হতে পারেনা আমার মনে হয়। আমি পি.এ.সি.র চেয়ারম্যান হিসাবে গিয়েছি, আমাকে সুইট দেয়নি। পি.এ.সি.র চেয়ারম্যান কোন অংশ সেক্রেটারী

থেকে কম নয়, আমার মনে হয়। এটার একটা ব্যাখা করার দরকার আছে। আমি কাউকে দূষারোপ করছিনা। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী দিলীপ সরকারের একটা প্রশ্ন ছিল পাবলিক রিলেশান কাম গ্রিভেন্স সেল এটা করা সম্পর্কে। এটা হতে পারে। আমরা গত বৎসরের ডিসেম্ভর মাসে যখন পশ্চিম বাংলায় যাই তখন দেখেছি যে পশ্চিম বঙ্গ সরকার খুব আনুষ্ঠানিক ভাবে একটা কম্পিউটারাইজ সেল খুলেছেন। তা আমরা গোয়াতে গিয়েও দেখেছি। এটা খুব ভাল জিনিস। জনগণ সব সময় মন্ত্রীকে পান না। এমনকি এম.এল.এ-রাও আমাদের মন্ত্রী মহোদয়দের সব সময় পাইনা। যখন দরকার তখন ঐ গ্রিভেন্স সেলে গিয়ে তাদের বক্তব্য রাখতে পারে, সেটা কম্পিউটারাইজ হবে, সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কম্পিউটারের মাধ্যমে সেটা জানিয়ে দেবে এবং সেটা কম্পিউটারের মধ্যে এসে যাবে। তখন সাধারণ লোক বা এম. এল .এ.-রা বুঝতে পারবে যে এটা হবেনা, এটা হবে। পশ্চিমবঙ্গে বন্ধু সরকার করেছে। আমাদের এখানে করতে অসুবিধা কি আছে? তা আমি জানি না। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় করবেন কিনা, সেই অনুরোধ আমার রইল। এখানে আমি গতকালকে প্যারা ওয়াইজ ক্যাটাগরিকেলি প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু বাদল বাবু সবগুলি প্রশ্নই উল্টা পাল্টা করেছেন এবং উত্তর দেন নি । আমি বলেছি ছামনুতে এল. আই. এর কথা, উনি দেখিয়ে দিলেন দিল্লী। আর লংতরাই ভেলী বল্লেন। লংতরাই ভেলী আর ছামনু এক নয়। আপনি এই ভাবে সভাকে মিসলেড করবেন না। আমি স্পেসিফিক উত্তর চাই। এখানে কেউ অর্থনীতিতে বিসারদ নয়। অপনারা যা জানেন আমরাও তাই জানি। বরং একটু বেশীই জানি। আমি এখানে বলছি মনিপুর ত্রিপুরা কেডারে ১০৭ টা কেডার পোস্ট আছে। এটার গেজেট নটিফিকেশান হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৯ই ডিসেম্ভর ১৯৯৩ইং সালে এবং এর নাম্বারও আছে। এর মধ্যে মনিপুরে ৫২ টা আর ত্রিপুরায় ৫৫ টা। ত্রিপুরায় কি কি পোস্ট আছে? চীফ সেক্রেটারী ১টা, কমিশনার ৪টা, রেভেনিউ কমিশনার ১টা, চীফ এক্সজিকিউটিভ এ.ডি.সি. ১টা, সেক্রেটারী ১০টা। এই রাজ্যে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারীর পোস্ট নেই। অথচ প্রিন্সিপাল সেক্রেটারীর পোস্ট ক্রিয়েট করতে গিয়ে আরো এক্সট্রা ১০হাজার টাকা করে দিতে হয়েছে এই কমিশনারকে । কেন? এটা কি করে হল? তার পরে এ.ডি.সি-র কথা বলেন, এখানে পরিস্কার ভাবে বলা আছে এ.ডি.সি-র সি.ই.ও, সে কমিশনার রেংকের হবে। অথচ একজন জয়েন্ট সেক্রেটারী দিয়ে রাখছেন। একজন জয়েন্ট সেক্রেটারী কখনো একজন সেক্রেটারীর কাছে গিয়ে দাবীও করতে পারবেন না, আবদারও করতে পারবেন না। যার ফলে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ২৭ কোটি টাকা পাবে। এবং এ.ডি.সি বা অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট পাবে ১৮ কোটি টাকা। দিজ ইজ থিং। এটা কেন হবে? কোন আন নেসিস্যারি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী যদি সেন্ট্রাল গর্ভমেন্টের এপ্রোভেল হয় তাহলে নিশ্চই ফান্ড প্লেস করত । এখানে যেহেতু এপ্রোভেল করার ব্যাবস্থা নেই, ফান্ড প্লেস্ ও দিয়েছে না ত্রিপুরা রাজ্য সরকার থেকে। এই গরীব সরকারকে বহন করতে হচ্ছে। স্যার, আমি আর বেশী দুরে যাচ্ছি না, সময়টা কম, কম বলতে দিচ্ছেন আপনি। এখানে একটি ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্টের প্রশ্ন বলব ডিমান্ড নাম্বার ১৯, ২২২৫, ০২১০, ২২৭২, এটা হচ্ছে সাব হেড আর মেজর হেড

টি.এইচ. পি.২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা এয়ার মার্ক করা হয়েছে প্রভিশন ফর দ্যা ব্লক প্লেন আন্ডার আরটিকেল ২৭৫১। সংবিধান আমি খুলে দেখেছি, গড়েছি এবং লিখেও এনেছি সংবিধানে এটা ব্লক গ্রেন্ট না। এখানে লিখেছে দেয়ার শেল্ বী পেইড আউট অব্ কন্সলিডেট্ ফান্ড ফর দ্যা পারপাস অন প্রমোশন দ্যা ওয়েল ফেয়ার অব্ এস.টি .ইন দিজ স্টেট আর রেইজিং দ্যা লেভেল অব এডমিনিসস্ট্রেশন সিডিউল এরিয়া। অর্থাৎ এটাতো এ.ডি.সির টাকা। সুতরাং এটা এ.ডি.সি তে যাবেই। এটা কেন ব্লকে যাবে? এটা মিস প্লেস হচ্ছে। তবে এই টাকাটা খরচ করা উচিৎ নয়।

আরেকটা বিষয় হলো রাজ্যে টি. এস. আর সম্পর্কে আমি গতকালও তুলেছিলাম, যেহেতু বাদলবাবু বাজেটে উল্লেখ করেছেন এই জন্যই আমি উনাকে ইনফর্ম করেছিলাম। এখানে তিনি আমার কথাটা এড়িয়ে গেছেন যে, আমি তো হোম মিনিষ্টার নই। কিন্তু আপনি যেহেতু বাজেটে বলে ছিলেন ইউ আর সাপোর্টি টু রিপলাই টি. এস. আর একটি আমাদের মতো এবং এটা ত্রিপুরার গর্ব হওয়া উচিৎ এবং এটাকে একটি প্যারা মিলিটারী বাহিনী করে গড়ে তোলা দরকার। যাতে বি.এন.পির মতো লোক যাতে না বলে, বিহারের মিলিটারী পুলিশ, শুনলেই যাতে ভয় পায়। তেমনি ত্রিপুরা রাজ্যের ফাস্ট ত্রিপুরা রাইফেল বাহিনী নিয়ে লোক গর্ববোধ করে। বার্মা যুদ্ধ করেছে। আরোও অনেক অনেক জায়গায় গিয়েছে। তাদের জন্য ব্রিটিশ গর্ভমেন্ট পুরুস্কৃত করেছেন। রাজ্যের টি.এস.আর বাহিনী যাতে এই রকম হতে পারে । এই বিষয়ে না গিয়ে শুধু ভি.আই .পি. খাতে বা চীফ মিনিষ্টারের এস্কট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যাইহোক এই ক্ষেত্রে হতেই পারে। ডি.জি.পি. ক্ষেত্রে হতেই পারে। কিন্তু দেখাগেল যে আমার সাথেও এই টি. এস. আর. দেয়। আমি পি. এ.সির চেয়ারম্যান হিসাবে যখন যেখানে যাই সেখানেই টি.এস. আর দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কোন ত্রিপুরা পুলিশ কি নেই। তাদেরকে দিলেই পারেন। আরেকটা বিষয় হলো রাজ্যে পুলিশের আধুনিকীকরণ । এব্যাপারে আমি একমত । কারণ জামা কাপড় কিনে দিলে তো মর্ডারনাইজেশন হয় না। আবার প্যারেড অনেকেই ভুলে গেছে । অন্ততঃ পক্ষে বছরে একবার প্যারেড করার অভ্যাশ করলে ভাল হতো । কারণ অনেকের বন্দুকের মধ্যে মরিচা পড়ে গুলিই বের হয় না। এগুলো পরিস্কার করার দরকার আছে। তবে পুলিশের যা আছে তা দিয়েই অনেক কিছু করা যায়। এই রকম একবার ঘটনা হয়েছিল। একজন মন্ত্রীর সিকিউরিটি হাবিলদার, তাকে বলা হয়েছিল যে ঐ জায়গাতে একটা গুলি করেন। তখন মারল কিন্তু দেখা গেল যে বন্দুক থেকে কোন গুলিই বের হলো না। কাজেই, মর্ডানাইজেশন ইজ ভেরী নেসিস্যারি। কিন্তু এগুলো তো মর্ডারনাইজেশন হয় নি। কাজেই, দিজ্ সুড বী প্রপারলি ডান। থেংক ইউ ভেরী মাচ।

শ্রী জওহর সাহাঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটের উপর বিরোধী দলের তরফে যে সকল মাননীয় সদস্যারা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন আমি বিরোধী দলের সদস্যদের কর্তৃক আনীত সকল ছাঁটাই প্রস্তাবের পক্ষকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, অনেকগুলো ডিপার্ট মেন্টের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব আছে, সর্ট মোশন আছে, আমি সব গুলো বলছি না। বিশেষ করে

আমি বলতে চাই আমাদের হোম্ ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে। স্যার, এই হাউসে এটা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। তবে আমার কিছু বলতে হয়। স্যার, আমাদের পুলিশ হেড্ কোয়াটার আগরতলায় এবং এটা পরিচিত, এবং আমাদের রাজ্যে পুলিশের হেড্ যিনি তিনি হলেন ডি. জি. পি। রাজ্যের পুলিশের উনি সরচেয়ে বড় পদাধিকারী। উনার অধীনেই থাকেন যারা এ.ডি.জি. অথবা এস.পি., ড়ি.আই.জি, আই.জি.পি. এগুলি সবই উনার অধীনে স্যার, আমরা যখন আজকে পুলিশের আধুনিকীকরণের কথা বলছি। এই রাজ্যের উগ্রপন্থী সন্ত্রাসের ব্যাপারে পুলিশকে আরও বেশি ভাবে সক্রিয় করানোর কথা বলছি। যেটা একটু আগে আমাদের মাননীয় শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন যে, আধুনিকীকরণের জন্যে আমাদের আর কিছু পদক্ষেপ নেওয়া। স্যার, যেখানে আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, স্যার গত ডিসেম্বর ৯৮ ইং পুলিশ হেড্-কোয়াটার থেকে ডি.জি.পি. সাহেব রইস্যাবাড়ি থানার অপহৃত এ.এস.আই. বিমল দাস তাকে বদলির আদেশ দিলেন। ধলাই জেলা থেকে দক্ষিন জেলা আর.এস.পি. ধলাই উনি আদেশ দিলেন। কি কারণে? এখানে মেসেজ ও আছে, মেসেজ-এর কপিটা এই যে স্যার। মেসেজ-এর কপি পি.বি. রায়, উনি মেসেজ পাঠালে রইস্যাবাড়ি পি.এস.এ এস.ডি.পি.ও. গন্ডাছড়াকে,ওকে রিলিফ করা যাবে না, ওর উপর এই কিছু দায়িত্ব দাও, ও এক্সস্ট্রিমিষ্ট মোভমেন্ট যেগুলি আছে। সেগুলির উপর সে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় কোমবিং করবে। স্যার, ডি.জি.পি. বললেন তাকে বদলী কর, এস.পি.কে দিলেন অর্ডারটা। এস.পি. বললেন হবে না। উনি মেসেজ টা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার পরে ৩ দিনের মাথায় উনি এস.ডি.পি.ও.কে দিলেন, গন্ডাছড়া এস.ডি.পি.ও.কে এবং দিলেন রইস্যাবাড়ি থানার ও.সি.কে যে তার উপর দায়িত্ব দিয়ে দাও। এর পর স্যার, আবার গত জানুয়ারী মাসে তাকে রিমাইন্ডার দেওয়া হল ডি.জি.পি. অফিস থেকে, তারপর তাকে রিমাইন্ডার দেওয়া হল এস. পি.অব ধলাই থেকে যে তাকে ইমিডিয়েট রিলিজ কর। করলেন স্যার, কি হযেছে? সেই উগ্রপন্থীদের দ্বারা গত ১৯ তারিখ অপহৃত হয়েছে, এই মাসেই। স্যার, বলুন এই রাজ্যের ক্ষমতাটা হোম- ডিপার্টমেন্টের, না পুলিশ ডিপাটলমেন্টের কাছে আছে, এটা কার হাতে আছে? এটা কি ডি. জি. বা এস. পি. এর আন্ডারে চলছে?

এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী উনি এটা বলুন যে একটা এস. পি একটা আই .জি .পি. কি করে একটা ডি.জি.পি.এর আদেশকে লঙ্ঘন করতে পারে? সেখানে সে এস. পি. এর বিরুদ্ধে, সেই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি না? আজকে যদি ডি.জি.পির নির্দ্দেশ মানা হত তাহলে বিমল দাস অপহৃত হত না। তাহলে কার নির্দ্দেশ কে মানে? হোম ডিপার্টম্যান্টের যিনি এই রাজ্যের সর্বাধিনায়ক, তার নির্দ্দেশ তার অফিসাররা কি মানছে? স্যার, জবাই হচ্ছে সাধারণ পুলিশরা, সাধারণ পুলিশ অফিসাররা তারা জবাই করছে এস. আই. বলুন , এ. এস. আই. বলুন , ইনস্পেক্টর বলুন, কনস্টেবল ,হেড্ কনস্টেবল বলুন তাদের জবাই করা হচ্ছে। কারা করছে? তার উপরের লেভেলে যারা আছেন তারা করছে। স্যার, এই ভাবে তো চলতে পারে না। তাহলে রাজ্যের আইন শৃংখলা কি ভাবে ভাল হবে? স্যার, আমি এর আগেও

বলেছি যে তৈদু এটা ইন্টেরিওর। তৈদু থানাতে কতজন কনস্টেবল আছে? রইস্যাবাড়ি থানাতে কতজন কনস্টেবল আছে? ঠিক এমনি করে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় সেখানে কন্‌স্টেবল পুলিশ ফোর্সের অবস্থা কি? সত্য কথা আজকে অপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, স্যার? এই এসেম্বলীতে ১৯৮৩ ইং থেকে প্রতিনিধিত্ব করছি। এর আগেও আমাদের আছেন মাননীয় বিরোধী দলের নেতা কিংবা মাননীয় সদ্‌স্য নগেন্দ্র বাবু, রতি বাবু আছেন, যাঁরা এর আগে থেকে এখানে আসছেন। স্যার, পুলিশের এত কড়াকড়ি এত বারাবারি কখনো হয়নি। স্যার, মনে হয় উগ্রপন্থীরা বিধানসভার চারদিকে ঘেরাও হয়ে রয়েছে।

স্যার, আমার মনে হয় এই পুলিশে ব্যাবস্থা দেওয়ার পর আপনি নিশ্চয়ই কোন ইন্‌ফরমেশন পেয়েছেন যে উগ্রপন্থীরা এই রাজ্যের বিধানসভা দখল করবে। আমার মনে হয় এই কারণে চারদিকে পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করে রেখেছেন । অথচ স্যার, তৈদু থানায় গিয়ে দেখুন কনস্টেবলের অভাব। রইস্যা বাড়ীর থানায় গিয়ে দেখুন কনস্টেবলের অভাব,। শিলাছড়িতে গিয়ে দেখুন সেখানে মরু ভুমি । সেখানে পুলিশ নেই, এই হল রাজ্যের অবস্থা, আইন শৃঙ্খলা । আমি মাননিয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গত কালকেও বলেছিলাম, আজকেও আমি অনুরোধ রাখব। স্যার, এই বাজেটকে সমর্থন করব সমস্ত বিরোধী তরফ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগে পরিকল্পনা নিন যে কত টাকা লাগবে এবং কি পরিকল্পনা নিলে পরে এই রাজ্যের উগ্রপন্থী তৎপরতা সম্পুর্ণ ভাবে নির্মুল করা যাবে। সেই দিকে লক্ষ রেখে পরিকল্পনা করা হোক । তাদেরকে টাকা দিয়ে বস করা হবে না তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্যার, মিজোরামে উগ্রপন্থী তৎপরতা ছিল, মনিপুরে ছিল ,এবং আসামে ও ছিল। আজও কোথায় কোথায় আছে? উত্তরপূবাঞ্চলের মধ্যে আমি ত্রিপুরার কথা বলব। পাঞ্জাব, কাশ্মীরের কথা তো আপনিও জানেন।

মিঃ স্পীকারঃ- মাননীয় সদস্য আর দুই মিনিট বলতে পারবেন।

শ্রী জওহর সাহাঃ- স্যার, আমি তো একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ- আপনার জন্য ১০ মিনিট।

শ্রী জওহর সাহা ঃ- স্যার, পাঞ্জাব কাশ্মীরের সমস্যাটা কিছুটা দেখতে হবে, এটা কিভাবে সমস্যা সমাধান হল । স্যার, আমাদের এখানে ত্রিপুরা একটা ছোট রাজ্য যেখানে লোক সংখ্যা প্রায় ৩২ লক্ষ সেখানে উগ্রপন্থী তৎপরতা এটাকে আটকানো যাচ্ছে না? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার অনুরোধ আমাদের পরিকল্পনাটা যেখান থেকে আসুক এই যে কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বার বার বলেছিলেন যে আমারা এখান থেকে এগিয়ে যেতে চাই । আর আমরা তাকে সর্মথন করব। আমরা উনার প্রতি পূর্ণ আস্থা দেব, বাজেটকে আমরা সর্মথন করব। আগে এই রাজ্যের উগ্রপন্থী তৎপরতা এটা কিভাবে বন্ধ করা যায়, এটাকে দমন করা যাবে, এটাকে বন্ধ করে কিভাবে রাজ্যের মানুষের

নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যাবে সেই দিকে লক্ষ রেখে এই বাজেট যদি তৈরী হয় তাহলে আমাদের সর্মথন করতে বাধ্য নেই । আমি বলব মাননীয় সদস্য জয়গোবিন্দ বাবু এখানে আছেন । স্যার, ভারতবর্ষে আর কোথাও নিয়ম নেই এম-এল-এ থাকলে এক রকম ভাড়া, এম. এল. এ. -এর স্ত্রী, এম এল এর মেয়ে থাকলে আর এক রকম ভাড়া। স্যার, একটা রুমে এম-এল-এ দের সিট ভাড়া আছে সেই সিটে এম এল এ ঘোমাবে একটা রুমে দুইটা সিট জিজ্ঞাসা করুন । আমি কমপ্লেন করেছি। আমার কাছে রসিদ আছে । মাদ্রাজ ত্রিপুরা ভবনের কথা মাননীয় পি. এ.সির চেয়ারম্যান আছেন এখানে আমাদের বাসুদেব বাবুরা আছেন কিংবা আরও সেই দিন যারা কমিটির টোরে গিয়েছিলেন প্রশান্ত বাবুরাও আছেন । স্যার, আমাদের বলা হল আমরা যারা এম.এল.এ যে একটা সিটে এম.এল.এ থাকবেন সেখানে ৩৫ টাকা আর এম.এল.এ বা এম.এল. এর স্ত্রী বাচ্ছা যেখানে ঘুমাবে তাদের জন্য ১৫০ টাকা। স্যার, বলুন ১৭৫ টাকা কোন্ দেশে আছে পৃথিবীতে আমাদের ভারতবর্ষের কথা নয়। পৃথিবীর কোন রাজ্যে এমন কোন্ নিয়ম আছে যে কারোর স্বামীর স্ত্রী, এম.এল.এ এবং উনাদের মিসেজ্ তাদের বাচ্চা নিয়ে সেখানে থাকবে তার ৩৫ টাকা আর সেখানে ১৭৫ টাকায় থাকবে এম.এল.এর স্ত্রীরা স্যার, এইতো রেকারের গেষ্ট হাউজ। স্যার, ক্যাল্‌কাটা ত্রিপুরা ভবন, দিল্লীর ত্রিপুরা ভবন। স্যার, আমাকে একটু সময় দেন বাস্তব সমস্যাটা একটু তোলতে দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ- আর দুই মিনিট ।

শ্রী জওহর সাহা ঃ- আমাদের অনান্যদের সময়টা নেব দরকার হলে। স্যার, এখানে কি এম.এল. এরা এখন থাকেন ? তাদের রোম সার্ভিস হবে না। লোক কোথায় ডাইনিং রোমে যেতে হবে। স্যার, আমাদের কোন লজ্জাও নেই, আপত্তিও নেই। যদি লোক দেখে স্যার, আমরা লাইন দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তার জন্য লোক আগে গিয়ে খেতে বসেছে আমাদেরকে দেখে টেবিল থেকে উঠে যায় স্যার এটা তো সিস্টেম হতে পারে না। আর এই যে রোমের গ্লাসগুলোর কি আবস্থা কিংবা এই যে রোম সার্ভিস আমরা তো ভাড়াটা দিচ্ছি স্যার, নিশ্চয়ই ভাড়া যদি কম হয়ে থাকে এটা বাড়াতে পারে। আর একটা কথা স্যার, এই গেষ্ট হাউজগুলিতে আগের সাংবাদিকের জন্য যারা এই ক্যাটাগরী সাংবাদিক কিংবা কোন পত্রিকার সম্পাদক তাদের সেখানে ফেসিলিটি ছিল। তারা থাকতে বাধ্য কিন্তু এখন সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্যার, এখন এটা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তারা কি এই রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক না? সুতরাং এটা যাতে পূর্ণবিবেচনা করা হয়। স্যার, আর একটা কথা বলে আমি সেটা শেষ করতে চাইছি । সেটা হল পঞ্চায়েত রাজ। এটা বিস্তৃতভাবে রতন বাবু বলেছেন। স্যার, প্রথম সাধারণ নির্বাচন বলে নোটিফিকেশন হয়েছে। স্যার, এটার বর্তমান যে নিয়ম এই নিয়ম পাঁচ বছর আগে ইলেকশন হয়ে গেছে ৯৪ ইং সালে । ৯৪ ইং এ হল সেটা বর্তমান নিয়মকে মেনে। এখন যে আইনে চলেছে সেই আইনের মধ্য দিয়ে । স্যার, ভোটে যদি প্রথম নির্বাচন সেটা কিন্তু তখনও বলা ছিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। কিন্তু আজকে পাঁচ বছর পরে সেই নিয়ম মেনে যখন এই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে এটাকে আবার বলা হচ্ছে

প্রথম নির্বাচন। কাজেই ফাঁকি দেওয়ার জন্য এখানে রহস্যটা কি, চুরির পথটা কোথায়, ষড়যন্ত্রটা কোথায়, কিভাবে করা হচ্ছে স্যার। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী আছেন উনি সরল সোজা মানুষ। আমি জানি আসলে উনাকে টুপি পড়াচ্ছেন। যে টুপিটা পড়িয়েছেন আমাদের নগর উন্নয়ন মন্ত্রীকে। একটা টুপি মাথায় দিয়েছেন উনি বলেছেন মহাত্মা গান্ধীও টুপি পড়ত। অন্যরাও টুপি পড়ত। আমার মাথায়ও একটা দিয়েছে। এটা মন্দ নয়। যারা টুপি পড়ে মনে হয় তারা ওজনদার মানুষ। ঠিক সেই রকম একটা টুপি আমাদের পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে পড়িয়ে দিলেন তার দপ্তর থেকে। স্যার, এটা কি করে হয়? এলাকার নির্বচিত প্রতিনিধিরা এখানে জানতে পারে না কোথায় কিভাবে ওয়ার্ডগুলো ভাগ হল। কোন পঞ্চায়েতের সীমানা কিভাবে নির্ধারণ করা হল। স্যাব, একটা সিট মহিলা রিজার্ভেশন। এখানে রোলস্টা নেই স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রী জওহর সাহা ঃ- স্যার, সারা রাজ্য এক রুলসে হবে নকি? ব্লক ভিত্তিতে হবে না পঞ্চায়েত ভিত্তিতে হবে? সেই রোলস্টা যদি ১ নম্বর রিজাভেশনে আসে তাহলে ২ নম্বর ৩ নম্বর ওয়ার্ড রিজার্ভেশন আসতে পারে না। স্যার, এইগুলো নেই, এইগুলো সব চুলোয় গিয়েছে। স্যার, আমার অনুরোধ এই রাজ্যের মানুযের অবস্থার দিকে চিন্তা করে পঞ্চায়েত মন্ত্রীকেও এটা সংশোধন করা উচিৎ এবং যে কথা বলা হয়েছে আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি। বাড়িয়ে দেওয়ার অর্থটা কি তারপরে নিজেরা ঘরে বসে পার্টি অফিসে বসে লিষ্ট অনুসারে নির্বচিন হবে। আমিও স্যার, এক সময় প্রধান ছিলাম। উনাদের আমলে ৭৮ সালে যখন প্রথম নির্বাচন হয়, উনারা যখন প্রথম ক্ষমতায় আসেন,

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শেষ করুন, শেষ করুন।

শ্রী জওহর সাহা ঃ- কিন্তু স্যার, একটা বৈষ্যম্য যে বিরোধীরা যাতে পঞ্চায়েতে আসতে না পারে আর তাদের দলীয় ক্যাডারদের ঐ পাকা পথে পঞ্চায়েতগুলিতে নির্বাচনের নাম করে বাঁকা পথে তাদেরকে সেখানে বসিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারী অর্থ লুটপাট করার জন্য এই ষড়যন্ত্রটা এখানে করেছেন। স্যার, আমার অনুরোধ যে রাজ্যের এই বাজেট্ এটা যাতে বাস্তব মুখী। এই রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষের স্বার্থের দিকেও দৃষ্টি রেখে যাতে বাজেট্টা করে এবং বিশেষ যে সমস্যাগুলির কথা তুলে ধরেছিলাম কিংবা মাননীয় সদস্যরা তুলে ধরেছেন সেগুলি যদি যথাযথ ভাবে রূপায়ণ করার যদি কোন প্রতিশ্রুতি রাজ্য সরকার তরফ থেকে আসে তা নিশ্চয়ই আমরা সর্মথন করব। আমাদের বিরোধী দলের আনীত সকল ছাঁটাই প্রস্তাবগুলিকে পূর্ণ সর্মথন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেবর্বমা মহোদয়।

শ্রী রবীন্দ্র দেব্বর্মা ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অর্থ মন্ত্রী দ্বারা মূল বাজেটটিকে বিরোধিতা করে বিরোধী দলের আনীত সমস্ত কাট মেশানগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার মোট আটটি কাট মোশান আছে। ডিমান্ড নাম্বার ৯ ম্যাজর হেড ৩৪৫৪। এখানে সেন্সাস একটা দপ্তর আছে। এই সেন্সাসে প্রতি বছর টাকা ধরা হয় কিন্তু আমরা দেখি কি কাজ করা হয় লোক গণনা ক্ষেত্রে? রাজ্য সরকার তরফ থেকে বিভিন্ন গণনা করে যে সংখ্যা দেওয়া হয় এটার মধ্যে ভুলে ভরা। যেমন স্যার, একটা উল্লেখ করব কিছু দিন আগে একটা বই ওদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সেখানে দেখলাম সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা উচুই জাতি আছে । সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই উচুই জাতির সংখ্যা হবে ১৯ জন । অথচ এই বইটিতে ৩০০০ মত উচুই জাতি আছে । টাকা খরচ করা হয় লোকগণনার জন্য সেই টাকা কোথায় খরচ করা হয়? অনেক সময় দোকানে বসে সেই হিসাবটা নিয়ে আসে কতজন লোক আছে ১৯ জন বা লিখে দেওয়া হল সেই পেয়ে গেল। তারপর এই সমস্ত বই লিখে এক-একজন ডক্টরেট হয়ে যায়। এখানে মাননীয় সদস্য অনিল চাকমা মহোদয় আছেন। এখানে যে বই বেরিয়েছে সেন্সাসে অনেকে সমস্ত রিসার্চ করে বই লেখেন। এই বইয়ের মধ্যে চকমারা যে ডিনোনেন্ হাড়ি, যেটা রিগ্নাই বরক বলে কক্বরক-এ। এটার ওজন নাকি ১৫ কেজি। উপজাতিরা এই ১৫ কেজি রিগ্নাই পরে থাকা তাহলে তার দেহ কতটুকূ বড় হতে হবে? এটা একটা কল্পনা করলে অবাক হয়।' এই সমস্তের জন্য কত টাকা ধরা হয় এটা খুবই লজ্জাস্কর ব্যাপার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমান্ড নাম্বার ১০ মেজর হেড ২০৫৫। অনেক বক্তা এখানে বলেছেন টি.এস.আর সম্পর্কে । আমি একটু সংশোধন করতে চাই ত্রিপুরা রাজ্য পঞ্চম ব্যাটেলিয়ান পর্যন্ত হয়েছে। তারপর আরও ৬,৭,৮, নানা রকম করবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়দের থেকে আমরা অনেক বক্তব্য শুনেছি। স্যার, ১০০ ব্যাটেলিয়ন করা হলেও আপত্তির কিছু থাকবে না। কিন্তু তাদের মরালিটি কি? স্যার, এই বিধানসভায় বার বার দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, টি.এস.আর.এর ভুমিকা নিয়ে। ত্রিপুরাকে কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? স্যার, ট্রাইবেলরা টি.এস.আর. চায় না। তারা সি.আর.পি. চায়। আবার বাঙালীরা চায় টি.এস.আর। দূ'এক জন টি.এস.আরের জন্য গোটা বাহিনীর বদনাম হচ্ছে। আজকে রাজচন্তাই শ্বশানে পরিণত হয়েছে। আমপুরায় বিভিন্ন ঘটনার। কত বলব? মর্মান্তিক। উগ্রপন্থীদের দ্বারা হলে বুঝতে পারতাম, উগ্রপন্থীরা করেছে। কিন্তু পুলিশের দ্বারা হলে তো তা মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশ হচ্ছে, জনসাধারণের জীবন ও ধন-সম্পত্তির রক্ষার দায়িত্বে। আর পুলিশই এ সব কাজ করছে । আর এই পুলিশের জন্য কোটি কোটি টাকা ধরতে হবে? তাই এই বিধানসভায় প্রস্তাব রেখেছিলাম, মানুষের কাজে ব্যর্থতার দায়ে পরীক্ষা করে এই ব্যপারে সংশোধন করা হউক । ডিমান্ড নাম্বার ১৯ মেজর হেড-২২২৫ নিউক্লিয়াস বাজেট। এই নিউক্লিয়াস বাজেটে কতটি রোগীকে সাহায্য করা হয়েছে? কিংবা যারা দুঃখ দুর্দ্দশায় আছে, যারা এবারও পরীক্ষা দিতে পারেনি মাধ্যমিক পরিক্ষার সময় ঘর ভাড়া করে, তাদের সাহায্য দেওয়া হয়েছে? কিন্তু এই টাকা কোথায় খরচ করা হচ্ছে? খরচ করা

হচ্ছে, উপজাতি মেলায়, উপজাতি সেমিনার করে কিংবা উপজাতি উৎসব করে মারা হচ্ছে। পায়খানা হয়ে সেই টাকা শেষ। এই টাকা কোন কাজে আসেনা। লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয় হচ্ছে। এটা তাদের পার্টির ক্যাডারদের নূতনত্ব ফান্ড হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। তারজন্য অবিলম্বে একটি তদন্ত কমিটি করে দেখা হউক এই টাকা কোথায় গেছে? আঘোর বাবুর বাড়ী চলে গেছে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ ঃ- আগেরগুলির জন্য তদন্ত করা হবে তো?)

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবগুলিই করুন। আমরা শিলংয়ে ট্রাইবেলদের পড়ার জন্য বাড়ী করে দিয়েছি। আপনাদের শিক্ষামন্ত্রী অনিলবাবু এটাকে হানিমুন প্ল্যাস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। ট্রাইবেলদের হোস্টেল করলে চলবে না। আমি যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলাম তখন এডুকেশনের টাকা দিয়ে বানিয়ে নিয়েছি। ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। এটা যদি ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের হাতে না থাকতো, তাহলে কবেই চলে যেত। ট্রাইবেলরা শিলংয়ে পড়লে তাঁদের এলার্জি হয়। আপনার ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে না পড়িয়ে অন্য স্কুলে পড়াব। ঐ প্রগতি, প্রাচ্যভারতী স্কুলে। তাহলে দেখা যাবে কি হয়? স্যার, ট্রাইবেল এলাকায় কোন ওয়ার্ক নেই। কাজ সব হবে প্রপার এলাকায়। ট্রাইবেল এলাকার একটি দোষ, 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' ট্রাইবেলদের দোষ।

উগ্রপন্থীর সংখ্যা ত্রিপুরা রাজ্যে ৫০০ থেকে ৭০০ জন হবে। আর ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের সংখ্যা ৮ থেকে ১০ লক্ষ হবে। এই ৫০০ উগ্রপন্থীর কারণে কাজকর্ম না করার কারণ দেখানো একটা কায়দা মাত্র। আসলে আপনারা উপজাতি এলাকায় উপজাতিদের উন্নতি চান না। সে কারণে আপনারা দোষ দেখিয়ে সমস্ত কাজ বন্ধ করে রেখেছেন। তারপর স্যার, স্পেশ্যাল নিউট্রেশান প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে চাউল, ডাল রান্না করে অপুষ্টি কর শিশুদেরকে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো হয়। কিন্তু আদৌ কি তা করা হয়? সব চলে যায় ক্যাডারদের বাড়িতে। যিনি চাউল, ডাল দেবেন এবং যিনি রান্না করবেন সবই সি.পি.আই.(এম) এর লোক। সুতরাং সবই ক্যাডারদের বাড়ীতে চলে যায়।। কখন খাওয়ানো হয়? যখন সি.পি.আই (এম)-এর সম্মেলন হয় তখনই এই চাউল, ভাল ব্যবহার করা হয়। তারপর স্যার, হ্যান্দলুম ইন্ডাষ্ট্রি। স্যার, ত্রিপুরাতে কয়টা লুম আছে আমার জানা নেই। তবে লুম টুম সব উঠে গেছে। তারপর স্যার, ওয়াইল্ড লাইফ প্রিভেনশান। স্যার বন মন্ত্রী নূতন। উনি বলেন- আমি নূতন হয়েছি আমি কিছু জানি না। তবে জঙ্গলে কতটা বাঘ আছে এটা উনি জানতে পারেন। ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংকচুয়ারী একটা হচ্ছে তৃষণা, একটা খোয়াইতে আছে, একটা সিপাহী জলায় এবং আরেকটা ডম্বুরে । স্যার, ডম্বুরে কি করা হয়েছে? বিড়ল প্রজাতির চশমা বাঁদর। এই চশমা বাঁদরের জন্য এলাকার সাড়ে তিন হাজার উপজাতিকে উচ্ছেদ করতে হবে। যারা একবার ডম্বুর থেকে উচ্ছেদ হয়েছে তাদেরকে আবার চশমা বাঁদরের জন্য উচ্ছেদ করতে হবে। স্যার বাঁদরের দাম মানুষের দাম থেকে বেশী । স্যার, আপনার থেকে যদি বাঁদরের দাম বেশী হয় তাহলে এটা শুনে আপনি রাগ করবেন। তবে বাঁদরের কাছে স্যার যদি

বাঁদরের দাম বেশী হয় তাহলে আমার আপত্তি নেই। আমি মনে করি এখানে যে সমস্ত খাতে টাকা ধরা হয়েছে সেগুলি লুটপাট হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। এই বরাদ্ধ ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির কোন কাজে আসবে না, জনসাধারণের কোন কাজে আসবে না। অতএব অপনারা এখানে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থিত করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার কাটমোশানের পক্ষে আলোচনা আরম্ভ করার আগে আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট একটা ব্যাপারে জানতে চাই। এখানে একটা গোলমাল হয়ে আছে। ডিমান্ড নং ১৯-ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট মেজর হেড ২২২৫, এখানে ধরা আছে ৫৩ লক্ষ ৫হাজার টাকা। এই বইতে ধরা হয়েছে ৫৩ লক্ষ ৫ হাজার ডিমান্ড নং ১৯ ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার এখানে ধরা হয়েছে ১৯ লক্ষ ২৬ হাজার টোটাল ১শত ৫৬ কোটি ৭২ হাজার। ডিমান্ড নং ১৯ মেজর হেড ৪৪২৫ এখানে ১৯০৭ এর জায়গায় ১৬ লক্ষ ২৬ হাজার আর যেখানে ৫৩ লক্ষ ৫ হাজারের জায়গায় ৫০ কোটি ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা তাই বলছি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যখন রিপ্লাই দেবেন তিনি যেন বুঝিয়ে বলেন তাহলে আমার পক্ষে সুবিধা হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার যে ৭টি কাট মোশান আছে এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন সবগুলি কাট মোশানকে সমর্থন জানিয়ে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য পেশ করছি । কারণ আমি তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও বার বার বলেছি বিশেষ করে ট্রাইবেল এরিয়াতে যে ফটোগুলি দেওয়া হয়েছে ইলেকশান পারপাসে এখানে ডিমান্ড নাম্বার ৪ মেজর হেড ২০১৪ পলিসি অব্ ফটো আইডেনটিটি-এর জন্য মোটামুটি বিস্তর টাকা ধরা হয়েছে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা । এই টাকাগুলি অনর্থক খরচ হয়ে গেল । কিভাবে হচ্ছে সেটা বলছি । কারণ এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে ফটো তোলা হয়েছে সেখানে দেখা গেছে ছেলের জায়গায় মেয়ের ফটো উঠেছে, মেয়ের জায়গায় ছেলের ফটো উঠেছে। একজনের নামের কার্ড নাম্বার আর এক জনের নামে চলে গেছে। আমার এলাকায় বিধানসভার ভোট কেন্দ্রে ৯০০ জন ভোটার আছে কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ২০০ জন আইডেনটিটি কার্ড পেয়েছেন। এই রকম অনেক বিধানসভা কেন্দ্র আছে যেখানে ১০০ জন ভোটার আছে সেখানে মাত্র ৩৬ জন আইডেনটিটি কার্ড পেয়েছে। এমন অনেক বিধানসভা কেন্দ্র আছে যেখানে ৭০০ জন ভোটার আছে সেখানে মাত্র ৪৬ জন আইডেটিটি কার্ড পেয়েছে। এমনও বিধানসভা কেন্দ্র আছে যেখানে ৫০ জন ভোটার আছে কিন্তু মাত্র এক জন আইডেনটিটি কার্ড পেয়েছে। এই রকম বহু এলাকা আছে। আমি যখন আমার আইডেনটিটি কার্ড আনতে গিয়েছিলাম তখন দেখেছি আনেকেই কার্ড পায়নি বিশেষ করে কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতির যারা সমর্থক। এই ক্ষেত্রেও যে পলিটিকস্ করা হবে এটা ধারণা করা যায় না। কিন্তু এটা করলেন উনারা।

স্বয়ং আমার নিজের ভাইদের, আমার নিজের কার্ড আছে, নাম্বার আছে, আমার স্ত্রীকে পর্যন্ত কার্ড দেওয়া হলনা, নাম্বার দেওয়া আছে। আমি মাননীয় এস, ডি, ও সুখরাম দেববর্মাকে বললাম, আমার-ত এইরকম অবস্থা। তখন উনি বললেন, "ঠিক আছে পাঠিয়ে দেবেন"। পাঠিয়ে দিলাম; তখন বলা হল এখন-ত পাওয়া যাবেনা, অমুক দিন আসবেন এইরকম নানা অজুহাত দেখিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমার ছেলের ৩৩ বৎসর বয়স হয়ে গেল সেও কার্ড পায়নি। আর একজন মেয়ে আছে ২২ বৎসর বয়স। আমি গত ৯৮ইং সনে তার আইডেনটিফিকেশান কার্ড, স্কুলের রেজিষ্ট্রেশান কার্ড সমস্ত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সুখরাম-বাবু বললেন যেহেতু এম,এল,-এর মেয়ে তাকেই ভোট দেবে। সুতরাং, তাকে দেওয়া হলনা। এইভাবে চলছে ইলেক্শান। সুখরামবাবুর কথায় বোঝা যায় তিনি সেখানকার কতিপয় সি,পি,এমের নেতার নির্দেশে চলেন। এইভাবে হাজার হাজার ভোটারের নাম থাকা সত্ত্বেও বাদ পড়েছে। পূর্ব খুমলুং, পশ্চিম খুমলুং সেখানে ট্রাইবেল একজনও নেই, সেখান থেকে বেছে যারা কংগ্রেসী তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের কার্ড দেওয়া হলনা। যা দেওয়া হয়েছে তাও ছেলের নামে বাবার, বাবার নামে ছেলের। এভাবে দেওয়ার অর্থ কি? আমার এলাকায় ২৭ হাজার ভোটার আছে, অ্যাকাউন্ট করে দেখা গেছে ২০ হাজারের মত এখনও পায়নি। অথচ নাম্বার দেওয়া আছে, কার্ড নেই। তাদের জন্য টাকা? কাজেই, এটার জন্য আমার কাট মোশান এনেছি কাজেই এই ব্যয় বরাদ্দকে পুরোপুরিভাবে সংশোধন করে আনার জন্য অনু-রোধ করছি। আর একটা আছে, এখানে ভুল উঠেছে ডিমাণ্ড নং ১৯ মেজর হেড ৪৪২৫ আঠারমোড়া, নিত্যবাজার। বিশেষ করে নিত্যবাজার আমার এলাকাতে ১২ থেকে ১৩ হাজারের মত লোক বাস করে। ১৬টি থেকে ১৭টি গ্রাম আছে। এখানে ল্যাম্‌স করার জন্য আগে থেকে আমরা অ্যাপিল করেছিলাম। গত ৫ বৎসরেও হলনা। সেখানে যদি ল্যাম্‌স তৈরী করে দেওয়া হল তাহলে ভাল হয়। কিন্তু দেবেনা। আর একটা ক্ষেত্রে ডিমাণ্ড নং ১৯ মেজর হেড ২২২৫ এখানে যে রিসার্চ নিয়ে ধরা হয়েছে। সেখানে ট্রাইবেলদের নিয়ে গবেষণার কথা বলা হয়েছে। ট্রাইবেলদের কীর্তি কাহিনীগুলি রিসার্চ করে তুলে ধরা হবে। এমন কতগুলি জায়গা আছে যেখানে কোন খোঁজ খবর নেওয়া হয়না। এখানে যে মহারাজার বংশধর আছে তাদেরকে অবহেলা করা হচ্ছে। কারণ, সি,পিএমরা রাজাদের গায়ে নাকি দুর্গন্ধ পায়। সেজন্য এখানে যে রিসার্চ করার প্রয়োজন সেগুলি করতে চায়না। সহদেব কর্ত্তা একদিন দুঃখ করে বলেছেন "আমার কাছে পুরানো অনেক কীর্ত্তি-কাহিনী আছে সেগুলি রিসার্চ করার জন্য গভর্ণমেন্ট থেকে কোন ব্যবস্থা করেনি। আমি অনেক বলেছি।" তারপরে এই গবেষণা করে রিসার্চ করে কি লাভ হবে? এখানে ২২৩২ প্রাইমারী স্কুলের কথা বলা হয়েছে। এটা নিয়ে অনেকবার আলোচনা হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অনিলবাবু পরিস্কার বলেছেন "অনেক স্কুল আছে বৃষ্টি যদি আসে, চুরমার হয়ে যাবে। পাকাবাড়ীতে সি,আর,পি,এফ-কে দিয়ে আর একটা জায়গায় শেড তৈরী করা হয়েছিল সেটাও শেষ। বিগত ছয়টা বৎসর চলছিল, কাজেই এ,ডি,সি এরিয়াতে ট্রাইবেল যেসমস্ত স্কুলগুলি আছে সেখানে পড়ার মত জায়গা নেই। একদিকে ওরা বলছে উগ্রপন্থীর যন্ত্রনা আর একদিকে এক-একটা

স্কুল একজন করে শিক্ষক। এবং এই সবের জন্য বিস্তর টাকা চাওয়া হয়েছে তারজন্য আমাদের টাকা দিতে হবে এটা কি করে সম্ভব হবে ? আপনিই বিচার করুন স্যার, এটা দেওয়া যায় কিনা ?

এরপর ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন— ট্রাইবেল এরিয়াতে ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন বা নির্মূল করার জন্য প্রকল্প আছে আগে থেকেই। এই প্রকল্প অনুযায়ী সব এরিয়াতে ডি, ডি, টি, ছড়ানোর কথা কিন্তু গত ৬ (ছয়) বৎসর হয়ে গেলো কিছুই দেওয়া হয়নি। অথচ তারজন্য টাকা ধরা হয়েছে। কাজেই, এই সমস্ত কতকগুলি কারণে আমরা কাট মোশান এনেছি-ছ'টাই প্রস্তাব এনেছি এবং এই ছ'টই প্রস্তাবগুলিকে উনারা গ্রহণ করবেন এই আশা রাখছি। সমস্ত-কিছু চিন্তা করে এই বাজেটকে সংশোধন করে আর : প্রেস্ করার জন্য অনুরোধ রাখছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকাজলচন্দ্র দাস মহোদয়।

শ্রীকাজলচন্দ্র দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের বিরোধীদলের পক্ষ থেকে যেসকল কাট মোশান আনা হয়েছে তার সবগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমরা যারা ত্রিপুরায় বসবাস করি বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, সেই গ্রামাঞ্চলের মানুষ সবচেয়ে বেশী খুশী হতেন যদি এই বাজেটে তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেওয়া হতো। এই রাজ্যের মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে অনেক কিছুই পাওয়ার আশা করেছিলেন। কিন্তু এখন এরা সবাই সবকিছু ভুলে গেছেন একমাত্র নিরাপত্তার জন্য আরো ভীষণ চিন্তিত ! এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে পুলিশের জন্য যে বাজেট ধরা হয়েছে এটা সত্যিই যদি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কাজে ব্যবহার করা হতো তাহলে আমি নিশ্চয়ই এটাকে সমর্থন করতে পারতাম বা বলতে পারতাম আজকে পঞ্চায়েতের যে টাকা নয়ছয় করা হচ্ছে সেখান থেকেও টাকা কেটে নিয়ে পুলিশের জন্য খরচ করা হোক।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উনি গত বাজেটের সময় বলেছিলেন যে, "কেন্দ্র থেকে ২৯ কোটি টাকা পেয়েছিলেন পুলিশের মডানাইজেশন এর জন্য। এবারও উনি পুলিশকে নতুনভাবে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করার জন্য তাদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য নতুনভাবে বাজেট তৈরী করা হয়েছে" ! আমি আগে দেখেছি স্যার, গত বাজেটের টাকায় যাদেরকে নতুনভাবে এ, কে,— ৪৭, বা ৫৬ দেওয়া হয়েছিল, তাদেরকে আবার নতুন করে শিক্ষা দিতে হবে। এবং সেই টি, এস, আর , আজকে তাদেরকে কারা ইউজ করছে ? গ্রামে যেসব মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তারা কিন্তু তাদের পাচ্ছেনা। যারা অত্যাধুনিক অস্ত্রে শিক্ষিত তাদের কিন্তু গ্রামের মানুষ পাচ্ছে না : এদের এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন— তাদের মন্ত্রীদের সিকিউরিটি গার্ড করার একটি বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ! আবার কিছু অংশকে ভি, ভি, পি, র সিকিউরিটি বাহিনী, কোথায় বা এস, পি, র সিকিউরিটি বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু গ্রামের মানুষ তাদের পাচ্ছেনা। কাজেই, এখানে যে

সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিধানের জন্য পুলিশ বাহিনীকে আভ্যাধুনিক অস্ত্রে শিক্ষিত করে তোলার জন্য বলা হয়েছে উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করার জন্য আসলে এটা সাধারণ মানুষের জন্য করা হচ্ছে না। তাই আমি এই রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলতে চাই এই বাজেট সাধারণ মানুষের স্বার্থে আসবেনা।

দ্বিতীয়ত স্যার, জলসেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে, আমরা দেখেছি গত বছরে ৬১৯ হেক্টর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করেছেন। এবার নাকি উনারা আরো ২৯৭৫ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করবেন। আমি জানি না গতবছরে কোথায় কোথায় জলসেচের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতায় বলছি গ্রামের মানুষ, গ্রামের বাইরে কোথাও যায় না। এখানে আমি দেখেছি স্যার, ১৯৭২ ইং সালে যে একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল সর্বংছড়াতে বাঁধ দেবার জন্য ১৯৭৬ ইং সালে সেটা স্টার্ট করা হয়েছিল। আর এরা যখন ক্ষমতায় আসলো ১৯৭৮ ইং সালে তখন থেকে এটা বন্ধ হয়ে আছে। তারপর আবার ১৯৮৯ ইং সালে কিছুটা করা হয়েছিল ১৯৯০ ইং সাল অবধি, তারপর আবার বন্ধ। এখানকার প্রায় ৩০০ ফেমিলি যারা ট্রাইবেল জুমিয়া, যারা বড়মুড়া পাহাড় থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে তারা সংসার চালাতো এই জলসেচের ব্যবস্থাটা পুরিপুর্ন ভাবে কাজে লাগাতে পারলে এখানকার মানুষকে আজকে জুম চাষ করতে হতনা। এই হচ্ছে স্যার, তাদের জলসেচের অবস্থা। আর এখন যে অবস্থার মধ্যে ডিপ্ টিউব-ওয়েলগুলি রয়েছে এল, আই, স্কীমগুলি রয়েছে যেগুলির কথা আমি বলতে পারি যেমন বাজ্যারগাঁও এল, আই, স্কীম এটা পুরোনো এখানে উগ্রপন্থীর কোন ভয় নেই এখানে সবসময় গিয়ে কাজ করা যায়, সেখানে সরকারী কর্মচারীরা সব সময় গিয়ে দেখাশুনা করতে পারেন। এই ধরণের বহু স্কীম বন্ধ হয়ে আছে। আজকে তারা বলছেন যে, ২৯৭৫ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করবেন। গত দিনে যেগুলি চালু ছিল সেগুলি বন্ধ হয়ে আছে আবার এখানে নতুন করে করার কথা বলছেন, তারমানে হলো নতুনকরে তাদের যে কন্ট্রাকটররা আছে তাদের কিছু পাইয়ে দেওয়া। যেখানে জল সেচের আদো কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না। তাই আমি বলব যে সব জলসেচে মাধ্যমে কৃষকরা উপকৃত হবে সেদিকে লক্ষ্য রেখে যেন বাজেট করা হয়।

আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার। এখানে রবীন্দ্রদা কিছুক্ষণ আগে বলে গেছেন- বিরাট আকারে বড় বড় যুব উৎসব হয়েছে এই আগরতলা শহরে। কিন্তু উপজাতিরা যেখানে বসবাস করছে যাদের জন্য এই যুব উৎসব, আপনি স্যার, কখনো দেখেছেন ? আপনিতো তেলিয়ামুড়া ব্লকে দেখেছেন কোনদিন হচ্ছাইতে এই ধরণের উৎসব হতে ? কখনো কল্যাণপুরের ভেতরে সেই কুঞ্জমুড়াতে বা অন্য কোন উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় এই ধরণের যুব উৎসব হতে ? দেখেছেন কখনো গণ্ডাছড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোন যুব উৎসব হতে ? যেখানে এই যুব উৎসব দেখি- কোন আউট পুট বেরিয়ে আসবে। তাইলে কিভাবে এই যুব উৎসবের নামে এই ওয়েলফেয়ার- এর নাম করে লক্ষ লক্ষ

টাকা খরচ করা হয়েছে ? এবারেও বাজেটে ৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। আমরা শুনি এই দপ্তরের যিনি মিনিষ্টার আছেন তিনি হচ্ছে সায়েন্স স্কুল মিনিষ্টার। কাদের জন্য এই উৎসব। তারপরেও কি আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি ?

শিক্ষা দপ্তর :— মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এখানে নেই। উনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল কিছুদিন আগে। তিনি অত্যন্ত বাস্তবোচিত কথা বলেছেন যে, "আমরা সবার জন্য শিক্ষা চাই। আমরা এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই শিক্ষার পরিবেশ যাতে নষ্ট হতে না পারে"। এইবারের বাজেটেও আমরা দেখেছি শিক্ষার জন্য অনেক স্কুলগৃহ নির্মাণের জন্য টাকা ধরা হয়েছে। স্কুল নির্মাণ কবে হবে ? এ, ডি, সি, এলাকাতে ২৪৪টি স্কুল গৃহ পাকাবাড়ী করা হবে ? স্যার, আমার এলাকায় আপনার নির্বাচনী এলাকা থেকে বেশী দূরে নয়- হত্রাই থেকে শর্ট কাট গেলে সাড়ে তিন কিলোমিটার হবে কোয়াইফাঙ স্কুল। যেখানে গত বছর ২০৪২ লক্ষ টাকা সেংশান করা হয়েছিল এবং অ্যাডজাষ্টম্যান্ট ও দেওয়া হয়ে গেছে যে স্কুল গৃহ নির্মাণ করা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যদি স্যার, আপনি কোনদিন সেখানে যান- তাহলে দেখবেন সেখানে এই স্কুলের কোন চিহ্নই নেই। তারপর রামধন পাড়া বড়মুড়া হাইস্কুল- সেখানেও স্যার, কাজের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কোন কাজ হয়নি। এরকম আরো অন্যান্য জায়গায় স্কুল সংস্কারের নামে বা স্কুলগৃহ নির্মাণের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন এই ক্যাডার বাহিনীর লোকেরা। এই দুর্নীতির জন্য এই শিক্ষা দপ্তরের জন্য যে বাজেট করা হয়েছে সেটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। স্যার, আজকে এই ইলিটারেসীর সুযোগ নিয়ে উপজাতি যুবকরা উগ্রপন্থার দিকে ঝেঁকেছে। এটা এই সরকারের একটা পরিকল্পনা। যদি মানুষ শিক্ষিত হতে না পারে, বুদ্ধিজীবী হতে না পারে তারজন্য সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেবার জন্য নতুন করে পরিকল্পনা করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার এবং উগ্রপন্থীদের হাতে সেই টাকা পৌঁছে দেবার জন্য এই বাজেট। এজন্যই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারি না। কাজেই, আজকে এখানে কাটমোশানস্ আনার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যাতে এই বাজেটকে সংশোধন করে জনগণের কাজে ব্যয়িত করা হয়।

তারপর খাদ্য দপ্তর, ফুড অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাইজ : আমি গত বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের সময় মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। উনি সঠিক পদক্ষেপই নিয়েছিলেন উনি আমাকে একটি চিঠিও দিয়েছিলেন। রূপরাই গাঁওসভার এবং পূর্ব কল্যাণপুর রেশনশপ গুলি সম্পর্কে চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে জানালেন যে এই ব্যাপারে সেখানে যিনি এস, ডি, ও আছেন তিনি দেখবেন। তিনি আমাকে এস, ডি, ও, র সঙ্গে কথা বলতে পরামর্শ দেন। আমরা কি দেখেছি স্যার, রূপরাই গাঁওসভার যে রেশনশপ ডিলার আছে এবং এরাই বাজারে যে রেশনশপ আছে তারা কল্যাণপুর বাজারেই চাল বিক্রি করে দিচ্ছে। আমি উনার চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এস, ডি, ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম যোগাযোগ করেছিলাম। এস, ডি, ও

আমাকে বলল যে, উনার কাছে এমন কোন তথ্য নেই। কি তথ্য নেই? ওখানে সব চাউল বিক্রি হয়ে যায়। স্যার, আমি ব্যক্তিগত ভাবে এস, ডি, ওর কাছে মানুষ নিয়ে গেলাম যারা মাসের পর মাস রেশন পাচ্ছেনা ওদের নিয়ে গেলাম। কি ফল হল? উনি একটা চিঠি দিলেন উনি নাকি সবগুলো রেশন শপে কমিটি করেছেন। কাদের নিয়ে করেছেন? যারা রেশন শপের চাউল নিজেরা বিক্রি করে কল্যানপুর বাজারে বিক্রি করে তাদেরকে নিয়ে একটি কমিটি করেছেন প্রতিটি রেশন শপে। যারা আমাদের ঐ পঞ্চায়েতের কমিটি লুটপাট কমিটি ঐ চাউল বিক্রি করার কমিটি। এই অবস্থার মধ্যে প্রতি জায়গায় রেশন শপের চাউল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আপনার এলাকার ও স্যার, তেলিয়ামুড়া বাজারে বিক্রি হয়ে যায় রেশনের চাউল। এই অবস্থার মধ্যে এই বাজেটে গাইপ্লান বাজেট দেওয়া হয়েছে। আমি বলব অন্তত মানুষ যেখানে খেতে পায় না তাদের আর্থিক অবস্থা নিচু স্তরের তাদের সুবিধার্থে অন্তত বাজেটে সংস্থান করা হউক এবং এটা সত্যিকারের প্রয়োগ করা হউক মানুষ যাতে সরকারের সুযোগ পেতে পারেন।

আর নির্বাচন দপ্তরের কথা বলে লাভ নেই। আমার এখানে ২৭ কল্যাণপুর কেন্দ্রের ১৩ নং বুথ, ১৪নং বুথ, ১১নং বুথ, ৯ নং বুথ এবং ১৪নং বুথ সেখানে কোন ট্রাইবেল নেই। কিন্তু সেখানে সবাই-কে লিখে দেওয়া হয়েছে অমুক দেববর্মা অমুক দেববর্মা, ১১নং-এ কোন বাঙালী নেই সেখানে লিখে দেওয়া হয়েছে জগৎ পাল, রতন পাল মানে দেববর্মার জায়গায় পাল আর পালের জায়গায় দেববর্মা। স্যার, এখনও সেই আইডেন্টিটি কার্ড পায়নি। এই অবস্থার মধ্যে আমি আপনার কাছে এইটুকু বলব সত্যিকারের যাদের জন্য আজকে আমরা বাজেট তৈরী করতে যাচ্ছি যাদের জন্য এই কাজ করতে যাচ্ছি তাদের জন্য এটা যদি সঠিক প্রয়োগ হত তাহলে আমরা বিরোধিতা করতাম না। আমি সবার কাছে অনুরোধ করছি এবং সরকার বাহাদুরের কাছে আমার অনুরোধ যাতে এটা সত্যিকারের মানুষের কাছে গিয়ে পৌছতে পারে সেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহোদয়। অঘোরবাবু অনুপস্থিত। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনারায়ণ রুপিনী মহোদয় আপনাদের বক্তব্যটা কাট মোশনের মধ্যে যে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর সঙ্গে আছে সেটার মধ্যে সীমিত রাখবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— দিস ইজ দি ভাইটাল পয়েন্ট। এটা রিপিট করলে ফার্দার এক্সটেনশনের দরকার হবে না। এটা আর একবার ভাল করে বুঝিয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ, যারা উত্তর দেবেন আমি অনুরোধ করছি যে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আপনাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বক্তব্যটা তার মধ্যে সীমিত রাখবেন।

শ্রীনারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেকক্ষণ বিরোধীদের কাট মোশানের বক্তব্য শুনলাম, শুনে মনে হচ্ছে যে, যেন করন আছে বলন আছে তাই বলতে হবে এই ধরণের কথার প্রতিফলিত হয়েছে। আমি সবার জন্য বলতে চাইব না আমার বন্ধু রবীন্দ্র দেববর্মা মহাশয় বলছে

চেয়েছেন সিপাহীজলা ১৮নং হেডে সাব-আইটেম ১১০-এ ১ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এটাকে কমানোর জন্য অনুরোধ করেছেন। এটা কমানো কোন ভাবেই সম্ভব নয়। কেননা এই টাকা সিপাহীজলা কমপ্লেক্স সাজানোর মত অর্থ শুধু এই নয়, আমাদের আরও টাকার প্রয়োজন। যেহেতু সেখানে বছরে প্রায় ২ লক্ষ মানুষ জীবজন্তু জানোয়ার দেখবার জন্য যায় সেইহেতু আরও টাকার প্রয়োজন আছে।

স্যার, চশমা বানরদের আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। নগেন্দ্রবাবু ভুলে গেছেন যে, বানর জাতীয় জিনিসটা আমাদের পূর্ব বংশধর ছিল? তাকে হিংসা করা বা তাকে বিতাড়িত করার কথা কোন সময় ভাবতে পারবেন না। তাই তাদের খাওয়ার জন্য আমাদের খরচ করতে হয়। সেখানে এখন মোট ৪টা চশমা বানর আছে। তবে খোলা আছে অনেক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলছি এই দিকে চেয়ে বলুন। ঐ দিকে তাকাবেন না।

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) :— এই চশমা বানরদের খাওয়ার জন্য আমাদের বৎসরে ৪৭ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয় এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণও করতে হয়। আপনি এখানে বলছেন যে, তাদের খাওয়ার টাকা কমিয়ে দেওয়ার জন্য যদি আমরা সেখানে টাকা কমিয়ে দেয় তাহলে তো তারা না খেয়ে মরে যাবে। আপনি নিশ্চয়ই চান না যে তারা না খেয়ে মরে যাক। সুতরাং টাকা এখানে ছাঁটাই করা যাবেনা। তাছাড়া এখানে ১০০ জন শ্রমিক কাজ করেন, তাদের বৎসরে খাওয়া পড়ার ব্যাপার আছে। সেখানে টাকা পয়সার দরকার আছে। এই কারণে বলছি আমি এই টাকা কোন অবস্থাতেই কমানো যাবেনা। এই বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহোদয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে সমস্ত ডিমাণ্ডের উপর বিরোধী সদস্যদের কর্তৃক কাট মোশান আনা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করে এবং আমার দপ্তরের ডিমাণ্ড সহ এবং অন্যান্য দপ্তরের সমস্ত ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এখানে বিশেষ করে আমার যে দপ্তরগুলি আছে তার উপর ৫ জন বিরোধী সদস্য কাট মোশন এনেছেন। এর মধ্যে একজন সদস্যই দুইবার কাট মোশান এনেছেন। এখানে একটা বিষয় আমার কাছে অবাক লাগছে যে, সরকারে না থাকলে তখন বিচার, বিবেক, চিন্তা-চেতনা, তখন লুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, বিরোধী সদস্যরা অনেকেই এক সময় ক্ষমতায় থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। এবং তারা ক্ষমতায় ছিলেন। শেষ সময়টার মধ্যে আজকে বিরোধী সদস্যরা এই কাট মোশানের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে দরকার নেই ওয়েস্টফুল এক্সপেনডিচার। কাজেই সেটার দরকার নেই। এখানে ট্রাইবেলদের উপর এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু।

ট্রাইবেলদের রিসোর্স এর উপর এনেছেন মাননীয় রতিমোহন জমাতিয়া, মোহন রবীন্দ্রবাবুও এবং নগেন্দ্রবাবুও আধার চেষ্টা করেছেন। এখানে তারাই ট্রাইবেলদের জন্য কিছুই

হচ্ছে না। এবং স্টাইপেন্ট দেওয়া হচ্ছে না। সবাইকে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে না। কিন্তু আমাদের সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকে এবং তার আর্থিক অনুকুলের মধ্যে থেকে যতটুকু দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং তা বরাদ্দ করার চেষ্টা করছে। আসলে তারা উপজাতিদের উন্নয়নের পক্ষে নন। আমি একটাই বলি বা এখান থেকে শুরু করি, তারা উন্নতির নামে ক্ষমতায় থাকার সময় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেলদের শিক্ষার আঙ্গিনায় সবাইকে নিয়ে আসার জন্য যে শিক্ষার অভাব, জমির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই শিক্ষার কি আরেক ভাবে অগ্রগতি করছিল সেদিন পাঁচ বছর আমাদের মাত্র ২৩টি বডিং ট্রাইবেল ছাত্রদের জন্য তৈরী করতে পারছে। এটাই শুধু নয়, উনারা ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর আমরা যখন ক্ষমতায় ফিরে এলাম দুই বছরের স্টাইপেণ্ড তারা বকেয়া রেখে গেছেন। যখন আমার কাছে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা স্টাইপেণ্ডের জন্য দেখা করতে যায়, তখন আমি বললাম যে, আমরা মাত্র ক্ষমতায় এসেছি, আমারতো জানা নেই। তখন তারা বলল চেষ্টা করুন, তখন কিছু কিছু স্টাইপেণ্ড দিয়ে দিয়েছিল। আমরা সরকারে আসার পর ১৯৯৩-৯৮ ইং সাল পর্য্যন্ত এই রাজ্যে ৬৪টি বোডিং হাউস তৈরী করেছি। স্যার, তাহলে এখন আমি বলব যে, আমরা চাই ট্রাইবেল ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মধ্যে আরোও বেশী বেশী করে এনে তারা যাতে তাদের নিজের জাতি সবটা অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে। আর এদিকে রবীন্দ্রবাবু আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছে শ্যামা বাবুর তারা সবাই ট্রাইবেল ট্রাইবেল বলে চিৎকার করছেন রাস্তাঘাটে আর যখন ট্রাইবেলদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তখন হাত তারা গুটিয়ে বসে আছেন। আসলে তারা আন্তরিকতার সাথে উন্নতি হোক সেটা তারা চান না। ট্রাইবেলদের সর্বনাশ করার কথা মাথায় রেখে তাদের সময়ে এই কাজটা হয়েছিল। তারপর বলেছেন তারা এনকোয়ারি বাজেটের উপর কাট মোশন এনেছেন ভাল কথা। এখানে রবীন্দ্রবাবু বলেছেন যে, এই টাকার ইষ্টিমেট হচ্ছে গরীব দুস্থ উপজাতিদের চিকিৎসা, তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য। আমি আপনাকে বলছি আপনাদের দলের সদস্য একজন আমাকে বলেছেন যে, একটি রোগী আছে টাকা দেন। তখন আমি টাকা দিয়েছি। এই টাকাগুলো মন্ত্রী, এম, এল-রা ভোগ করার জন্য নয়। এটা গরীব দুস্থ উপজাতিদের জন্য যারা নিজের পয়সা দিয়ে ঔষধপত্র বাজার থেকে ক্রয় করে ছেলেমেয়েদের জন্য চিকিৎসা করার কোন ক্ষমতা যাদের থাকে না তাদেরকে সাহায্য করা হয়। আবার রবীন্দ্রবাবুতো বলে দিয়েছেন যে, এসকারশান এর জন্য প্রচুর টাকা ধরেছে। কিন্তু অর্থ নেই। আমরা জানিই না এসকারশান কি? উনারা মন্ত্রী ছিলেন তো। না জানবার কথা নয়। এসকারশান হচ্ছে, জুমিয়াদের পুনর্বাসন হবে সেই জুমিয়া যারা বিভিন্ন অর্থকরী ফসলের দিক থেকে যেমন রাবারের দিক থেকে, চাষের দিক থেকে অর্থাৎ যে ভাবে পুনর্বাসন যারা পেয়েছেন তারা যাতে আরেকটা জায়গায় গিয়ে এখানে তাদের যে অগ্রগতি দেখে, যাতে তারা নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেনি এটা করার জন্য আমরা এই এসকারশানটা বাজেটের মধ্যে রাখার চেষ্টা করেছি এটা এম, এল, এ, করার জন্য না। এবং এম, এল, এ, দের জন্য পাঠিয়ে দেবার জন্য নয়। আমরা

জানিনা যারা আজকে সমালোচনা করছেন তারা সেই সমস্ত জায়গায় সেদিন তারা ভোগ করতেন কিনা? যে আজকে সন্দেহ হচ্ছে এই সরকারকে যে না আনবার মতো বোধ হয় এই ভাবে চলছে। না বামফ্রন্ট সরকার এই নীতিতে চলে না। আমরা চাই প্রতিটি উপজাতি স্বার্থে উন্নয়নের জন্য এই রাজ্যের মানুষের স্বার্থে খরচ করার জন্য প্রতিশ্রুতি বদ্ধ, আমরা এই কাজ করছি। ট্রাইবেলদের রিসোর্স সম্পর্কে রবিবাবু তুলেছেন। রাজ্যের চরিত্র রাজার ইতিহাস নিয়ে চর্চা হচ্ছে না।

আরেক অদ্ভুত কাণ্ড। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা তার সংস্কৃতি, কৃষ্টি, তার ঐতিহ্য বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখানে তাদের উপর কোন চর্চা ছিল না। আমরা আজকে এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর তার ভাষা, সংস্কৃতি, তার ঐতিহ্যটাকে রক্ষা করার জন্য ট্রাইবেল রিসার্চ এর মাধ্যমে আমরা এই সমস্ত উদ্ধারের কাজ করছি। নদী, নালা এই সমস্ত জিনিষের উপর। নগেনবাবু জানেন না তা নয়, কারণ এই সমস্ত সেমিনারে ওনারাও আজকে উপস্থিত হয়েছেন, ওনারাও আমাদের সামনে প্রস্তাব রেখেছেন, আমাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। আবার এই ট্রাইবেল রিসার্চ-এর মাননীয় সদস্য নগেনবাবু সেদিন বইমেলায় উনার পরিক্ষিত বই, আমাদের রিসার্চ দপ্তরে বই ছাপিয়ে ৫,০০০ টাকা তুলে নিয়ে গেলেন, ভাল কথা। উনি ইতিহাসটা জানেন, আমরা এইভাবেই তো পুনরুদ্ধার করতে চাই। কিন্তু আবার বলছে যে, এই বই দরকার নেই (ওয়েস্ট এক্সপেণ্ডিচার)। এইসব করার কোন অর্থ থাকেনা। এটার অর্থ বিরোধীতা করা ভাল জিনিষ, কিন্তু এখানে বলছেন আমাদের সাহায্য নেওয়া হয়না। আরে সাহায্য দেব এটা কি আলোচনা নাকি? বলেন যে আপনারা এই কথা দিয়েছিলেন এটা কেন করেন নি? হ্যাঁ, আমরা একশবার শুনব। কিন্তু যেগুলি আমরা বলতে চাই এইগুলি দরকার নেই। বোর্ডিং এর দরকার নেই, জুমিয়া পুনর্বাসনের দরকার নেই, ট্রাইবেল রিসার্চ-এর দরকার নেই, এই সমস্ত কথা বলে বিরোধিতা করে এটার কোন অর্থ হয় না। আমার প্রথম ত্রিপুরার উপজাতির জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি, আপনারা করেননি। আপনারা দেখেছেন মডেল স্কুল, মানে এটা হচ্ছে রেসিডেনশিয়াল স্কুল, ৪২০ সিটেড, ৩২০ সিটেড সেই মডেল স্কুল করার জন্য আমরা কাজ শুরু করেছি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার. মডেল স্কুল আপনারা ঘোষণা দিয়েছেন মান্যকুমার রোয়াজা পাড়াতে। বাড়ি ঘর নেই, ছাউনি নেই, এটার নাম মডেল স্কুল?

শ্রী অঘোর দেববর্মা :— স্যার, মাননীয় সদস্য জানেন না, এইগুলি হল বীরচন্দ্র মনুতে ১টি হবে, খুমলুঙে, আমবাসায় ১টা হচ্ছে, জায়গা ঠিক হয়ে গেছে। কুমারঘাটে ১টা আছে, তারপর স্যার, কমলপুরে একটা হবে। মান্যকুমার রোয়াজাতে আমাদের কোন স্কীম নেই। আপনি এইভাবে এই সমস্ত বলবেন না। স্যার, আমরা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছি উপজাতি [illegible] দপ্তর বলা হচ্ছে যে ল্যাণ্ড রেষ্টিরেশান ধারাটা ওয়েট্, উপজাতিরা জায়গা ফেরৎ পাবেন সেই জায়গায় যাতে তারা পুনরায় দখলীকৃত না হয়ে যায়। অর্থাৎ হয়েছে এই রাজ্যের মধ্যে। ওদের আইন রক্ষা করেনি সেদিন। লক্ষ লক্ষ কানি [illegible] সেই জমি পুনরুদ্ধার করে

উপজাতিরা যাতে পুনরায় তাদের জমিটা হস্তান্তর হতে না হয় সেই জমিতে একটা স্কীম-এর মাধ্যমে গরু এবং চাষের বিভিন্ন আনুসঙ্গিক ভাবে সাহায্য করার জন্য এক একরের জন্য দশ হাজার টাকা সাহায্য দিয়ে দেব। জায়গা দখল করা হবে না। কাজেই, এই জায়গায় যেখানে বিরোধিতা করেছেন এটা আমরা আপনাদের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নই। আপনারা বিরোধিতা করছেন, আমরা চাই এই ক্ষেত্রে নয় আর আপনাদের সমস্ত কাজে সাহায্য করা দরকার। আমরা এখন এই হাউসে অতীতের যে ইতিহাস আমরা সবাই জানি। এখন তো এটা নেই, হ্যাঁ দু-একটা কিছু হতে পারে তর্ক-বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু অসামঞ্জস্য মনোভাব তো এখানে নেই। বলুন এটা কিনা? নেই তো এইরকম কিন্তু ত্রিপুরার ইতিহাসে বিধানসভা হাউসে কথা বলা যেত না। প্রসিডিংস খুলুন, দেখুন। খুন একটা হয়ে যাক, সি, পি, এমরা খুন করেছে। এইভাবে বলা হত। এ, ডি, সি, এর টাকা দেওয়ার পক্ষে বলেছে আমরা দিয়েছি টাকা। আমি যখন চিফ্‌ এক্সিকিউটিভ্‌ মেম্বার ছিলাম তখন আমাদের মাননীয় সদস্য বিরোধী দলের নেতা, তখন চিফ্‌ মিনিষ্টার। সেই সময়েতে কি হল? চিফ্‌ এক্সিকিউটিভ অফিসারকে ডেকে এনে বললেন এ, ডি, সি, দুর্নীতি করছে যে না বে-আইনী করছে, কমিশন বসিয়ে দিতে হবে। টাকা তো দূরের কথা, কাজ তো দূরের কথা, তাহলে কাজ কি করা হবে? আর আমরা তো এখন তা করেনি, আর এই অধিবেশনে বলেছেন পৌরসভাকে বঞ্চিত করা যাবে না। হ্যাঁ ত্রুটি থাকতে পারে, কোথাও ভুল হতে পারে। বলেছে যে না এই সরকার তা করবে না। আপনাদের মত তো না। আমরা চাই সকলের সহযোগিতা নিয়ে এইগুলি আলোচনা করে ত্রিপুরার যে অবস্থা তা থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করতে পারি। কারণ সেই জায়গাতে বলছেন উগ্রপন্থী আছে, ঠিকই তো আছে। এই গুলি আমরা সবাই জানি। কিন্তু কথা হল উগ্রপন্থীর জন্য পুলিশ কিংবা স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে দায়ী করা হয়েছে। কিছু করা হয়েছে। কিছুই করা হচ্ছে না। আমরা সেটা বলছি কোন দিন তো আমরা মাননীয় সদস্যদের কাছে এই রকম প্রস্তাব করেনি যে উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করার জন্য চেষ্টা করছি। ত্রিপুরার মানুষ তো জানেন। কাজেই, এই জায়গাতে আমাদের সমাধান চাই কি না, শুধু সরকারের না সকলের সদিচ্ছা চাই। সকলকে এই জায়গাতে না আসলে পরে সমস্যা সমাধান হবে না। আমাদের যে ডিমাণ্ড এটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী, শ্রী সুকুমার বর্মন মহোদয়।

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৯শে মার্চ ১৯৯৯ইং তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট উত্থাপনের মধ্যে দিয়ে ব্যয় বরাদ্দের অনুমোদন চেয়েছেন আমি সেই ব্যয় বরাদ্দের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এবং পাশাপাশি বিরোধী সদস্যদের পক্ষ থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছিল সেইগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য উত্থাপন করার চেষ্টা করছি। স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার (১১) মেজর হেড ৫০৫৫ সড়ক পরিবহনের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা উনি কাট মোশন এনেছেন এবং এখানে বলেছেন জম্পি, কিল্লা এবং তীর্থমুখে যাতে আরো টি, আর,

টি, সি, গাড়ী দেওয়া যায়। তাছাড়া এখানে মাননীয় সদস্য এখানে এনেছেন যে টি, আর, টি, সি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফেল করেছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে টাকার প্রয়োজন নেই, টাকা কমানোর জন্য কাট মোশন এনেছেন। স্যার, তাঁরা বলছে চতুর্দিকে গাড়ীর দরকার আবার এখানে কাট মোশন আনছেন যে সেখানে টাকার দরকার নেই। আমার মনে হচ্ছে এটা স্ববিরোধী বক্তব্য।

মি স্পীকার :— রবীন্দ্রবাবু সাহায্য করুন।

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার সড়ক পরিবহনের থেকে যদি সমস্ত রাস্তার গাড়ী দেওয়া যেত তাহলে যাত্রী সাধারণের জন্য নিশ্চয়ই সুবিধা হত। আমরা সেখানে চেষ্টা করেছি যাতে প্রত্যেকটি রাস্তাতে গাড়ীতে দেওয়া যায় এবং যে সমস্ত গাড়ীগুলি খারাপ হয়ে আছে সেইগুলি মেরামত করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

ইতিমধ্যে কিছু বাস আমরা সেখানে মেরামত করেছি এবং নতুন কিছু গাড়ি কিনে আমরা সেগুলিকেও রাস্তায় দেওয়ার চেষ্টা করছি। তারপরেও আমরা দেখছি যে সমস্ত চতুর্দিক থেকে দাবী আসছে যে এটা ঠিক নয় কারণ আজকে রাজ্যের পরিস্থিতিতে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সে সমস্যার কারণে বে-সরকারী মালিক যারা আছেন তারা এই সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করছে না। অনেকে সেখানে গাড়ী বিক্রি করে দিচ্ছেন। গাড়িগুলি সেখানে যেতে পারছে না নিরাপত্তার কারণে। স্বাভাবিক কারণে জীপটা সেই সড়ক পরিবহনের উপর এসে যাচ্ছে। সেই জায়গায় আমরা চেষ্টা করছি যাতে এটা আরো বেশী করে আমরা দিতে পারি। এখানে টি আর টি সির ক্ষেত্রে আমরা লোকসানে আছি, এটা ঠিক স্বীকার করি। এখন লোকসানে আছে। স্যার, গাড়িগুলি প্রতিদিন টিপ দিতে পারত দুইটা তিনটা করে। যেমন স্যার, আমি একটা উদাহরণ স্বরূপ তোলে ধরতে চাই যেমন আগরতলা থেকে ধর্মনগর সেই সকালে বিকালে আবার ধর্মনগর থেকে আগরতলায় রওনা হয়ে আসতে পারত। কিন্তু আজকে এখন আগরতলা থেকে যদি সকালে যায় নিরাপত্তার কারণে দুইটা জায়গা থাকার কারণে সময়ে কাভার হয় না। একটা টিপ নিয়ে গেলে আজকে আর সে ফিরতে পারছে না। পরের দিন সকালে ফিরছে। এই রকমভাবে প্রায় প্রতিটা জায়গায় থেকে যাচ্ছে যে সেখানে দুইটা তিনটা টিপ দিতে পারত সেখানে একটার বেশী টিপ দিতে পারছে না। স্বাভাবিক কারণে আমরা দুইটা টিপ দিলে তিনটা টিপ দিলে যেখানে বেশী আয় হত এই আয়টা সেখানে কমে যাচ্ছে। অথচ খরচ তো সেখানে কম হচ্ছে না। সেখানে কর্মচারী যারা তাদেরকে বেতন দিতে হচ্ছে। তাদের ডি এ বাড়ছে সেখানে পে-স্কেলের মধ্য দিয়ে তাদের বেতন বাড়ছে অন্যান্য সব কিছু সেখানে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আয় সেখানে বাড়ছে না এই সমস্ত কারণের মধ্য দিয়ে। তার পরেও আমরা সেখানে চেষ্টা করছি যে এ বিভিন্ন রোটগুলোর মধ্যে যাতে গাড়ি সেখানে যাওয়া যায়। এই যে অবস্থাটা তার মধ্যে আমরা সেখানে দেখছি, আমরা চেষ্টা করছি, সেখানে দিতে পারছি না। স্যার এখানে আলোচনাও হয়েছে রতনবাবুরা জেনারেল ডিসকাশনের

মধ্যেও সেখানে বলছেন এবং আজকেও কাট মোশান এনেছেন যে টি আর টি সি ফেল পড়েছে। টাউন বাস দিতে পারছে না বিভিন্ন কারণে। স্যার, আমি একটা তথ্য এখানে তোলে ধরতে চাই। দ্বিতীয় বামফ্রন্টের সময়েতে ৮৬ এবং ৮৭ইং সালে আর, ডি ব্যাঙ্ক থেকে ২ কোটি ৯০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ৭৫ টা বাস এবং ৫ টা ট্রাক কিনার জন্য ঋণ নেওয়া হয়েছে এবং সে বাসগুলি আসতে শুরু করে এবং ৮৮ থেকে ৯৩ মার্চ পর্যান্ত সেখানে ৩৫ টা গাড়ি তাদের আমলে আসে। এর আগে ৮০ টার মধ্যে বাকি গাড়িগুলি আমাদের দ্বিতীয় বামফ্রন্টের সময়ে আসে এবং সে গাড়িগুলি আমরা বিভিন্ন রুট দিয়ে আমরা রুটগুলিকে সেখানে চালু রাখার চেষ্টা করেছি। ঐ সময়ের মধ্যে আমরা দেখেছি যে, আর, ডি, ব্যাঙ্ক থেকে যে লোনটা নেওয়া হয়েছে এই লোনের সুদ আছে এই লোনের টাকা ফেরৎ দিতে হয়। স্যার, আমরা দেখেছি যে, হিসাব নিয়ে এই ৮৮ থেকে ৯৩ র মার্চ পর্য্যন্ত এই যে তার ঋণ আসল সেই ঋণের যে সুদ এক নয়া পয়সাও তারা সেখানে পরিশোধ করেনি। তার আগে ৮৬/৮৭ইং সাল থেকে ৮৭/৮৮ইং পর্য্যন্ত আমাদের যে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট গভঃমেন্ট, আমরা ৬৭ লক্ষ টাকা সেখানে ঋণ পরিশোধ করেছিলাম। এই যে ৫ বছর তারা জোট পরিয়ডে সরকার পরিচালনা করলেন নতুন একটা গাড়ি কিনলেন না। এখন আমাদের সময়ে যে গাড়ি কিনা হল সেই ঋণের টাকা পরিশোধ করলেন না। যে ইন্‌কাম হল সেটা সেখানে তারা খরচ করলেন। উপরন্তু স্যার, এই সময়ের মধ্যে ১১১ জনকে নতুন করে তারা এখানে চাকুরীতে নিয়োগ করলেন। যেখানে এমনিতেই ষ্টাফ দরকার নেই। সেখানে উপরন্তু ১১১ জনকে তারা নিয়োগ করলেন। স্যার, এখন আমাদেরকে তাদের বেতন দিতে হচ্ছে। তারা তো এখন কোন কাজ পাচ্ছে না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এডমিটেড্‌ কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩৭। ১.৮.৯৮ইং সেখানে মাননীয় মন্ত্রী সুকুমারবাবু জানিয়েছেন জোট রাজত্বে পাঁচটি বছরে টি, আর, টি, সি তে ১১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা আয় হয়েছিল।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের ৩য় বামফ্রন্ট সরকার এই ৯৩ থেকে ৯৯ সাল পর্যন্ত আমরা আর, আর, ডি, পি, ঋণ পরিশোধ করেছি সেখানে। এবং এই যে দেনাটা, আমরা সেটা পরিশোধ করতে হয়েছে। তাছাড়া স্যার, আমরা এখানে দেখেছি যে সি,পি,এফ-এর জন্য কর্মচারীদের সি, পি, এফ টাকা জোট পিরিয়ডে ৮৮ইং থেকে ৯৩ইং পর্য্যন্ত ৩১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা, এই টাকা তারা এক নয়া পয়সাও পরিশোধ করেনি। অথচ সেখানে কর্মচারীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে, এই টাকা তাদের কাছে জমা পড়েনি। আজকে আমরা ৯৩ সাল থেকে ৯৯ সাল পর্যন্ত আমরা সেই টাকা পরিশোধ করতে হয়েছে।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— স্যার, একটা পয়েন্ট অর্ডার সি,পি,এফ-এ তো টাকা জমা পড়েছে।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— কে বলছে? এই ব্যালেন্সটা পরিশোধ করেনি? আপনি না জেনে বলছেন।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :—স্যার, আমি জেনে বলছি, এটা সি,পি,এফ-এ জমা পড়েছে।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— তারপর স্যার, রতনবাবু এখানে বলেছেন যে টাউন বাস সেখানে সার্ভিস দিতে পারছেনা। মানে টি, আর, টি, সি, সেখানে রেখে লাভ কি? এখানে টাকা খরচ কমানোর দরকার। স্যার এখানে একটা তথ্য ১৯৮৮ইং থেকে ১৯৯৩ইং পর্য্যন্ত তারা জোট পিরিয়ডে ১১টি বেসরকারী বাস টাউনের উপর পরিচালনা করত, টি, আর, টি, সি, আজকে বাধ্য সেখানে টাউন বাসের জন্য পরিচালনা করেন। আর আজকে ৯৩ইং থেকে ৯৯ইং পর্য্যন্ত ২৬টি বাস টাউন বাসের জন্য সার্ভিস দিচ্ছে। এরমধ্যে ৮টি হচ্ছে টি, আর টি, সি। বাকিটা বেসরকারী উদ্যোগে। আমরা সেখানে আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাদের এই টাউন বাস সার্ভিস সেখানে দিচ্ছি। আমরা সেখানে চেষ্টা করছি এই যে টি, আর, টি সি সড়ক পরিবহণ আজকে যে তারা ক্ষতির মধ্যে রেখে গেছেন, সেই ক্ষতি থেকে উঠে আসার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। অথচ তারা সেখানে দেনা রেখে গেলেন। এটার সমস্ত দোষ আজকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সি, পি, এফ-এ টাকা দেননি, আই, আর ডি পি ঋণ নেয়নি, লোক নিয়োগ সেখানে কর্মচারীর প্রয়োজন নেই, অতিরিক্ত কর্মচারী সেখানে ঢুকিয়ে আজকে তাদের বেতন দিতে হচ্ছে। এই সমস্ত বোঝা আমাদের এখানে চাপিয়ে এই হাউসটাকে বিভ্রান্তি করার চেষ্টা করছেন এবং এখানে কাট মোশান এনেছেন এটা বিভ্রান্তিকর তথ্য না দিয়ে প্রকৃতপক্ষে সাহায্য এই সড়ক পরিবহন নিগম যাতে সেখানে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে তার জন্য সাহায্য করুন। আজকে আমরা চেষ্টা করব এই যে কর্মচারী বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের তাদের আমরা সেখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে সেখানে থেকে বেতনটা আসতে পারে। আজকে সেখানে বেতন ও দেওয়া যাচ্ছেনা। স্যার সেখানে তারা চিঠি লিখেছেন সাবেক পরিবহনকে। সুতরাং আমরা মনে করি শুধু যেখানে আরও টাকার প্রয়োজন সেখানে তারা বিরোধিতা করছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গতকাল এখানে বলেছেন- যে "বাজেট আমরা করেছিলাম আরও টাকা ধরতে পারলে খুশী হতে পারতাম" ঠিক পরিবহন ক্ষেত্রেও তাই। আরও যদি টাকা সেখানে দেওয়া যেত তাহলে পরে কাজ উন্নত করার সম্ভব হত। যাই হোক সেটা আজকে যেটার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা চেষ্টা করছি যাতে মানুষের সেবা থেকে নিয়োজিত করা যায় এই প্রচেষ্টা আমরা করছি। তাই আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করব যে হাউসটাকে বিভ্রান্তি না করে রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্তি না করে যে সমস্ত কাট মোশন এখানে উত্থাপন করেছেন এগুলি সব তুলে নিয়ে যে ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন চেয়েছেন সেগুলিকে সমর্থন করার জন্য আবেদন জানিয়ে এবং ব্যয় বরাদ্দের অনুমোদনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী গোপাল দাস মহোদয়।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আজকে যে দফাওয়ারী বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি এবং পাশাপাশি বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত

কাট মোশান উৎথাপন করেছেন সেগুলিকে সমর্থন করতে পারছি না। আমি লক্ষ্য করেছি মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল দাস এখানে ডিমাণ্ড নং ২১- মেজর হেড-৪৪০৮ এ একটি কাট মোশান এসেছেন। কাট মোশানটি হচ্ছে ফ্যালুর টু কন্ট্রোল অ্যাণ্ড ইলিমিটেড ওয়াষ্টফুল অ্যাক্সপেণ্ডি-চার অন প্রকিউরসেন অ্যাণ্ড সাপ্লাই অব ফুড। এখানে তিনি ১০০ টাকা রিডিউস করতে চেয়েছেন। কিন্তু কেন তিনি এটা করতে চেয়েছেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাও খুজে পাইনি। আমরা মেজর হেড ৪৪০৮ এ চেয়েছি, ২৯,৭৮,৪১.০০০ টাকা ক্যাপিটাল আউটলে অন ফুড স্টোরেজ অ্যাণ্ড ওয়ারীহাউসিং-এর জন্য। এই টাকা মূলতঃ খরচ করা হয়, লবণ এবং চিনি ইত্যাদি সংগ্রহ এবং ট্রান্সপোর্টিংয়ের জন্য। প্রায় ২২ কোটি টাকা আমাদের লবন এবং চিনি সংগ্রহ ও বন্টনের জন্য প্রয়োজন হয় এবং দেড় কোটি টাকা ট্রান্সপোর্টিংযের জন্য দরকার। তাছাড়াও এখানে সেন্ট্রাল স্পনসর স্কীমে দূর্গম অঞ্চলের জন্য ৮৪ লক্ষ টাকা ধরা আছে গো-ডাউন নির্মাণের জন্য। বিশেষ করে পাহাড়ী দূর্গম অঞ্চলে যেমন ভাংমুন, কাঞ্চনপুর, ছুলুবাড়ী আনন্দবাজার রইস্যাবাড়ী, জম্পুইজলা এই সব অঞ্চলে গুদাম নির্মাণের জন্য। এতে কেন্দ্রের ফিফটি পারসেন্ট এবং রাজ্যের ফিফটি পারসেন্ট। কাজেই কোনটা ওয়াষ্টফুল অ্যাক্সপেণ্ডিচার বুঝতে পারলাম না। রাজ্যে গোদাম ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্য আমাদের অক্লান্ত প্রয়াস চালু রয়েছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, কোন গো-ডাউন নির্মাণের কথা মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলছেন? টাকারজলা রইস্যাবাড়ীতে গো-ডাউন নির্মাণ হচ্ছে কি?

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী):— স্যার, এটা লবণের গো-ডাউন নূতন করে ৮টি গো-ডাউন নির্মাণ করা হচ্ছে। ভাংমুন, কাঞ্চনপুর, আনন্দবাজার, ছুলুগাঁও, রইস্যাবাড়ী, অম্পি কল্যাণপুর ও টাকারজলায় নির্মাণ হবে। চাউলের গো-ডাউনে লবণ রাখলে চাল নষ্ট হয়ে যায়। রাজ্যের গণবন্টন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের রেশনশপের সংখ্যা মোট ১৪০৬টি। তারমধ্যে এ,ডি, সি, এলাকায় আছে ৫২৮টি এবং নন এ, ডি, সি, এলাকার ৮৭৮টি। রেশন কার্ডের সংখ্যা (৬ ৮৫,৬৩৩টি)। আর আমাদের রাজ্যের রেশন কার্ডের পপুলেশন হচ্ছে, ৩৩,৩১.৫৩১ জন। এর মধ্যে ২,৩১,০০০টি পরিবারকে ১০ কেজি করে বি, পি এল, এর চাউল দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও আমাদের ৯৫০ পঞ্চায়েত জিলা আছে। এ. ডি সি, এলাকায় বি, পি, এল চালু আছে। এ, ডি, সি, এলাকাভুক্ত, ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৭টি রাজস্ব মৌজায় ডাবল রেশন দেওয়া হচ্ছে। এতে প্রতিমাসে ৪,৪৬২ মেট্রিক টন চাউল লাগে। আর ওয়াই, এম, সি যোজনায় ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার পরিবার উপকৃত হচ্ছেন। এছাড়াও ৯,৫০০ মেট্রিক টন চাউলের ব্যবস্থা আমাদের আছে। এতে প্রায় ৩০/৩৫ লক্ষ শ্রমদিবসের কাজের সংস্থান হবে। রাজ্যে গণবন্টন ব্যবস্থার জন্য যে সমস্ত মেজার আমরা নিয়েছি তাতে চেক্ আপ-এর ব্যবস্থা আছে। মহকুমা ভিত্তিতে সাপ্লাই এডভাইসরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া গ্রাম স্তরে এবং নগর পঞ্চায়েত এলাকায় ভিজিলেন্স কমিটি তৈরী করা

হয়েছে। যে সমস্ত চাউল, চিনি, লবণ, কেরোসিন রেশন শপে যায় সেগুলি ঠিক মত বণ্টন করা হচ্ছে কিনা সেগুলি প্রপারলি চেকিং করার জন্য ভিজিলেন্স কমিটির উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মহকুমা শাসক, বিডিও এবং অন্যান্য যারা পরিদর্শক আছেন তাদের উপরও নজরদারী করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এনফোর্সমেন্ট বিভাগকেও এই সমস্ত ব্যাপার নজরদারী করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্যার, এখানে একটা দুঃখের বিষয় যে আগরতলা পৌর এলাকায় রেশনশপগুলি আছে আমি ব্যক্তিগত ভাবেও পৌর সভার চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করেছি এখানে যে কমিটী গুলি গঠন করার কথা ছিল, এখন পর্যন্ত সেখানে এই কমিটিগুলি গঠন করার জন্য কোন রকম সাজেশান আমরা এখনও পাইনি। ফলে আগরতলা পৌর এলাকার ক্ষেত্রে এই ভিজিলেন্স কমিটিগুলি আমরা গঠন করতে পারি নি। চলতি আর্থিক বছরে রেশনশপ ডীলারদের বিরুদ্ধে ১১১টি অভিযোগ পেয়েছি এবং ১১১টী অভিযোগেরই তদন্ত হয়েছে। এর মধ্যে দুর্নীতির ৭৪টী অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ডীলারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। দুর্গম এলাকায় গণ বণ্টন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য আমরা ১৩টী মিনি ট্রাক এবং ৩টী বড় ট্রাক ক্রয় করেছি। এই বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা ৬০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী পেয়েছি। যার ৫০ পার্সেন্ট ঋণ এবং ৫০ পার্সেন্ট অনুদান। এই টাকায় আমরা ৮টী মিনি ট্রাক এবং ৩টী বড় ট্রাক ক্রয় করা হবে। রাজ্যে বর্তমানে চাউলের প্রচুর মজুত রয়েছে। বর্তমানে ৪১৬ মেট্রিক টন চাউল আমাদের রাজ্যে মজুত রয়েছে। এটা বর্তমানে রেকর্ড পরিমাণ এবং এতে আমাদের আগামী যে বর্ষা মরশুম আসছে এটা দিয়ে গণ বণ্টন ব্যবস্থার মুকাবিলা করব। কাজেই স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা এখানে যে কাটমোশান গুলি এনেছেন এগুলি অবাস্তব। যদিও তাঁরা বিরোধিতার জন্যই এগুলি এখানে এনেছেন। আমি মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করব রাজ্যের মানুষকে খাইয়ে পড়িয়ে রাখার স্বার্থে সুষ্ঠু ভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁরা এগুলি প্রত্যাহার করে নেবেন। এই প্রত্যাশা নিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার, স্যার, বিভিন্ন দপ্তরের দফাওয়াড়ী যে ব্যয় বরাদ্দ এই হাউসে আজকে উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলিকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী দলের তরফ থেকে আনীত কাটমোশান-গুলিকে বিরোধীতা করে আমি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রাখছি? আমার দপ্তরে ৫৪ কোটী ৬৮ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এটা গত বছরের প্রায় অনুরূপ। বিশেষ করে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা এই বছর বৃদ্ধির কারণে এই ক্ষেত্রে কিছু বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে বাকী সবগুলি প্রায় গত বছরেরই অনুরূপ। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই এখানে প্রস্তাবিত যে অর্থ বরাদ্দ এটা আমাদের রাজ্যের গত বছরের যে কর্মসূচী আমরা নিয়েছিলাম গ্রাম উন্নয়নের কর্মসূচী সেখানে ১৯৯৭-৯৮ইং থেকে আমরা এই রাজ্যের অর্থ কমিশনের সুপারিশ

হাতে এ, ডি, সি এবং নন এ, ডি, সি এলাকার বিভিন্ন দপ্তরে তুলে দিচ্ছি এবং গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এ, ডি, সি এবং নন এ, ডি, সি উভয় ডিপার্টমেন্টের হাতেই টাকা তুলে দিচ্ছি। বিশেষ করে গরীব অংশের মানুষ তাতে উপকৃত হচ্ছে। আমরা গণতন্ত্র বিকাশের জন্য দায়িত্ব নিয়েছি এবং এই কাজে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। পঞ্চায়েত তহবিলের অর্থ সুষ্ঠু ভাবে সদ্ব্যবহার করার জন্য সরকার নির্দেশিকা চালু করেছেন। তারই প্রতিফলন হিসাবে গ্রাম সংসদ এবং গ্রাম সভার মাধ্যমে বেনিফিসিয়ারীদের নির্দিষ্ট করা হচ্ছে। যার ফল স্বরূপ গ্রামের দুর্বল অংশের মানুষের মধ্যে এই কর্মসূচী রূপায়ণ খুবই উল্লেখযোগ্য। কাজেই আমি বুঝতে পারছি না মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর তারা যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্যার কথাগুলি তুলে ধরেছেন সেক্ষেত্রে আমাদের ধারণা ছিল উনারা গঠন মূলক সমালোচনা করে তাঁরা ব্যয় বরাদ্দ আরও বাড়ানোর কথা বলবেন। কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা গঠন-মূলক সমালোচনা না করে কেন কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী টাকা ধরা হয়েছে তার জন্য ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে এবং গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিভাবে কম টাকায় কাজ করা যাবে এটা আমি বুঝতে পারছি না, কেন তাঁরা এই ধরণের প্রস্তাব এনেছেন? আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করব ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি আপনারা তুলে নিন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় ৩২ লক্ষ মানুষের যে সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য যে কর্মসূচীগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে তা রূপায়ণ করার জন্য আপনারাও সরকারের সাথে সহযোগিতা করুন। আমি আবারও মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখব সরকার যে কর্মসূচীগুলি হাতে নিয়েছেন সেগুলি আপনারা সমর্থন করবেন। গ্রাম সংসদ এবং গ্রাম সভাতে মাননীয় সদস্যরা সবাই উপস্থিত থাকতে পারেন এবং আপনাদের মতামত জানাতে পারেন। সরকারের প্রস্তাবিত যে গাইড লাইন আছে সেই গাইড লাইন অনুসারে আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি। পঞ্চায়েত আইন এবং তার প্রস্তাবিত নির্দেশিকা বা গাইড লাইন আছে এটা অনুসরণ করে গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনা করার চেষ্টা করছি। এ, ডি, সি এলাকার ব্লকগুলিতে বি, ডি সি-গুলি এটা মেনে চলার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে। এটা ঠিক, ত্রুটি বিচ্যুতি একেবারে শূণ্য হয়ে গেছে তা নয়। মাননীয় সদস্য, কল্যাণপুরের বিধায়ক মহাশয় জানেন যে উনার নির্বাচনী কেন্দ্রে অভিযোগ এসেছে। এতে পঞ্চায়েত সদস্যকে প্রথমে তার দপ্তর থেকে সাময়িক বরখাস্ত করে তদন্ত চলছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে কোন সময় কোন অভিযোগ আসলে এগুলি কঠোর হস্তে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের কোন দুর্বলতা নেই। আমি অনুরোধ করব, যেকোন অভিযোগ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভার অধিবেশনের অপেক্ষা না করে সরকারের গোচরে আনবেন; যারা জনগনের স্বার্থ ক্ষুন্ন করবে তাদের জন্য কোন নরম মনোভাব থাকতে পারেনা। মাননীয় সদস্যকে সরকার পক্ষেরই হোক, কি বিরোধী পক্ষেরই হোক সেটা কোন কথা নয় সকলেই জনপ্রতিনিধি। যদি আমরা এইভাবে কাজ করি, শুধু একটা দলের নয়, সমস্ত জনগণের কল্যাণ সাধন

হবে, সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন হবে। গ্রামের উন্নয়নের ব্যাপারে একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন হবে। কাজেই আমি এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের আনীত ছ'টাই প্রস্তাবগুলোকে বিরোধীতা করছি এবং বিভিন্ন দপ্তরের জন্য এখানে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী রাখা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনন্ত পাল মহোদয়কে ব্যয় বরাদ্দের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅনন্ত পাল (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে বিভিন্ন দপ্তরের উপর ব্যয় বরাদ্দ সহ রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্টের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে তোলে ধরেছেন আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশান আনা হয়েছে তার সব-গুলিকে বাতিল করার জন্য অভিমত পোষণ করছি। এখানে রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্টের টাকা কমিয়ে দেবার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা একটি কাট মোশান এনেছেন। আমি জানিনা মাননীয় সদস্য, ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে, পাহাড়ে যেসমস্ত মানুষ থাকেন তাদেরকে বাঁচিয়ে রখেতে চান কিনা পঞ্চায়েত এবং রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্ট এই দুইটা দপ্তর মিলে আমরা চেষ্টা করছি। ত্রিপুরা রাজ্যের বিশেষ করে ৭৪ শতাংশ মানুষ যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করেন তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই গরীব অংশের মানুষের প্রতি তাদের যে সামান্যতম কোন দরদ নেই এটা বোঝা যায় তাদের কাটমোশান আনার মধ্য দিয়ে। আমার মনে হয় তারা এটা সহ্য করতে পারছেন না। আজকে যেভাবে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, পঞ্চায়েত এবং রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্ট এই দুইটা দপ্তর যে গতিতে সারা রাজ্যে কাজ করছেন তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ সেখানে অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আজকে পঞ্চায়েত এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেয় না। সেখানে গ্রাম সংসদ হচ্ছে। তারমধ্যে দিয়ে এলাকার মানুষ যা 'যা' চান এলাকার উন্নয়নের জন্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই সিদ্ধান্তই এই রাজ্যের সব জায়গায় কার্যকরী হচ্ছে। রাজ্যের বৃহত্তম অংশের যে মানুষ আজকে এই কাটমোশানের মধ্যে দিয়ে বলা যায় যে তাদের সবাইকে বিরোধিতা করা হচ্ছে এবং তারা যাতে আর কোন শুভ চিন্তা করতে না পারে, আর যাতে রাজ্যের কল্যাণে চিন্তা করতে না পারে। আজকে তারা সরকারকে যে সাহায্য করছে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে এই রাজ্যকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন সমস্ত অংশের মানুষ দলমত নির্বিশেষে এটা খুবই স্বাভাবিক শুধু আমাদের রাজ্যে নয়, সারা ভারতবর্ষেই এটা প্রশংসনীয়। এবং ভারত সরকারের রিপোর্ট অনুসারে আমাদের সাফল্য শতকরা ৮৮ ভাগ। এই রকম ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোন রাজ্য নেই। কাজও করতে পারেনি। এই যে কাজ আমরা করেছি-এখানে আলোচনার সময় দেখা যায় আমরা জনগণের জন্য আরো চাই। সেই চাওয়া আর কাটমোশান এই দুটো কি এক

ধরণের হয়? এটাতো স্ব-বিরোধি কথা। এটা চলতে পারে না, এটা কেউ মেনে নিতে পারে না। এই যে বিরোধিতা, এটাতো বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থে প্রাধান্য দিয়ে এই বিরোধীতা নয়। তাই আমি এই কাটমোশানকে সমর্থন করতে পারি না। সমস্ত কাটমোশান বাতিল করার জন্য আমি এই হাউসের সবার কাছে পুনরায় আবেদন জানাব। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এই গরীব মানুষের কথা মনে রেখে যাতে আমরা আগামী দিনে সবাই মিলে এই রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে, আমরা সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করতে পারি এই সহযোগীতা সবার কাছে আমরা চাইব। সেভাবে পঞ্চায়েত রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্ট এই দুইটি ডিপার্টমেন্ট তাদের নিজের কাজের মধ্য দিয়ে সারা রাজ্যের মানুষের সহযোগীতা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে ঠিক সেভাবে এই হাউসে সবাই সহযোগীতা চাইব যাতে ত্রিপুরাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এই আবেদন রেখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৯৯-২০০০ইং আর্থিক সনের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাচ্ছি। আর বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদুর্বাজয় রিয়াং।

শ্রীদুর্বাজয় রিয়াং (মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে মাননীয় বিধায়ক শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া আমার দপ্তরের যে বাজেট তৈরী করা হয়েছে সেই বাজেটের উপর যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৯৯-২০০০ইং অর্থ বছরের যে বাজেট প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে তাতে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬, মেজর হেড ২৫৬-এর উপর রতিবাবুর আনা ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। প্রস্তাবিত মেজর হেডে ৪ কোটি ৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কর্মচারীদের বেতন সহ অন্যান্য ভাতাদি প্রদানের জন্য রাখা হয়েছে তিন কোটি তিয়াত্তর লক্ষ ষাট হাজার টাকা। আশা করি মাননীয় সদস্য এটাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করবেন না। কারণ জেল কর্মীদের বেতন ভাতা ইত্যাদি প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে। জেল প্রশাসনের আধুনিকীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থ বরাদ্দের দাবী জানানো হয়েছে। এই খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩৩ লক্ষ টাকা। যা দিয়ে আগামী অর্থ বছরে প্রতিটি কারাগারের জন্য ডিজেল চুল্লি প্রদান, সুরক্ষা সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং কারাগারগুলিতে কিছু কিছু নতুন গৃহ নির্মাণ করার ব্যবস্থা এতে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কারাগারের হাসপাতালের আধুনিকীকরণ কম্পিউটার ব্যবস্থার প্রবর্তন সহ কয়েদীদের কারাগারের বিভিন্ন রকম বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত বছরগুলিতে কারাগারগুলির সার্বিক আধুনিকীকরণের ব্যাপারে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। তার ফল ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে কয়েদীদের জন্য বিভিন্ন রকমের কল্যাণমূলক

ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির কথা চিন্তা করে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কয়েদীদের এই সব ব্যবস্থায় তারা যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং এমন কোন ঘটনা ঘটে নি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আশা করি তিনি এবার এই বরাদ্দকে সমর্থন করবেন। রাজ্যের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে করা দপ্তর নিরলসভাবে কারাগারে আধুনিকীকরণ সহ সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করে চলেছেন। আমি আশা করি মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যের এই ছাঁটাই প্রস্তাবটা অপ্রয়োজনীয় বলে এটা প্রত্যাহার করে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন, এই আশা রেখে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র নাথ মহোদয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমি একটি জিনিস জানতে চাই, আমি এর আগেও প্রশ্ন তুলেছিলাম যে, অমরপুরের জেলে প্রায় ৪০ এর উপর কয়েদী একটা রুমে আছে এবং তাদের জন্য মাত্র একটি পায়খানা ঘর আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে, "এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" মাননীয় জেলমন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, এটার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীদুর্বাজয় রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা সমস্ত সাব জেলের কয়েদীদের থাকার জন্য ৫০টি বেডের দোতালা ঘর নির্মাণ করেছি, সেই নির্মাণের কাজ শেষ হলে পরে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, রমেন্দ্রবাবু আপনি বলুন।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটের বিরুদ্ধে মাননীয় বিধায়ক শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় ডি নং ২৫ মেজর হেড ২৮৫১, ৪৪২৫, ৫৪৬৫ এবং ৬৮৫১ এগুলির এগেনেষ্টে যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। আমি এই ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করে সংক্ষেপে দু-চারটা কথা বলতে চাই। ত্রিপুরাতে ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলোম হেণ্ডিক্রেপ্টস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ১৯৭৪ইং সালে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কারণটা কি ? ত্রিপুরার তাঁত শিল্পীদের জীবন ধারণের মান যাতে ভাল করা যায়, এই মনোবৃত্তি নিয়ে এটা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পাশাপাশি ত্রিপুরা এপেকস উইভারস কো-অপারেটিভ সোসাইটি নামে আর একটা সোসাইটি স্থাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় এক থেকে সোয়া লক্ষ তাঁতী আছে তার মধ্যে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার যারা একটিভলি কাজ করছেন। তাদের আমরা হাইকাউণ্টে উন্নত করতে চেষ্টা করছি। কিছু দিন যাবৎ ৫-৬ বছর যাবৎ তাদেরকে আমরা বিভিন্ন ভাবে ট্রেনিং দিয়ে হাই কাউণ্টে উন্নতি করেছি। এটার ফলস্বরূপ বর্তমানে ত্রিপুরাতে টাংগাইল, জামদানী ও অন্যান্য ধরণের শাড়ী উৎপাদিত হচ্ছে।

বিশেষ করে পিওর সিল্কের যে শাড়ী কিছুদিন আগেও ত্রিপুরাতে নেশ্যানেল হ্যাণ্ডলুম মেলা হয়েছে। সেই মেলাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দেখেছেন প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকার বস্ত্রাদি বিক্রি হয়েছে। আমরা

প্রথম ভেবেছিলাম হয়ত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ক্লাষ্টারগুলি আমারা যে ২১টা ক্লাষ্টার তৈরী করেছি তাঁতীদের কথা চিন্তা করে হয়তবা এদের কাপড়ের যে গুণমান এটা যদি ভাল না হয় তাহলে বিক্রি হবে না। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম বাইরের রাজ্যের যে কাউন্টারগুলি এসেছিল, তাদের সেল ষ্টল থেকে আমাদের সেল ষ্টলগুলির বিক্রি বিভিন্ন ক্লাষ্টারের বিক্রি কোন অংশে কম নয়। কাজেই তাদের আরও বেশী ট্রেনিং দিয়ে তাদের আরও বেশী উৎকর্ষতা বাড়ানোর জন্য এই টাকার প্রয়োজন আছে। আমরা মার্কেটিং কমপ্লেক্স করার জন্য কিছুদিন আগে হার্ট অব দি সিটি, শকুন্তলা রোডে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় শিলান্যাস করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করেছিলাম ৯০ লক্ষ টাকা এই মার্কেটিং কমপ্লেক্সের জন্য দেবেন। সেখানে আমাদের রাজ্য সরকারের শেয়ার আছে। এখন পর্যন্ত আমরা ১২ লক্ষ টাকা থেকে ১৩ লক্ষ টাকা পেয়েছি। কাজেই রাজ্য সরকারের শেয়ার থেকে টাকা দিয়ে তাঁতীদের মার্কেটিংয়ের সুবিধার জন্য আমরা মনে করি আরও বেশী টাকার দরকার। শুধু তাই নয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বড় শিল্প বলতে কিছুই নেই। এটা মাননীয় সদস্য যিনি কাটমোশান এনেছেন উনি নিজেই জানেন বিরোধী বেঞ্চের সমস্ত সদস্যের জানা ত্রিপুরাবাসীর জানা বড় দুই-একটা শিল্প ঐ চা শিল্প, জুট শিল্প ছাড়া বেশীর ভাগই কুটীর শিল্প। এই কুটীর শিল্পের মধ্যে অন্যতম হল হ্যাণ্ডলুম হ্যাণ্ডিক্রাফ্টস, ইণ্ডাসট্রি। কাজেই এই গুলিতে যদি আরও বেশী টাকা বরাদ্দ রাখা যেত তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে এই কুটীর শিল্পে যারা নিয়োজিত আছেন তাদের গুণমান আরও বৃদ্ধি হত। আপনারা জানলে খুব খুশী হবেন তাইওয়ান থেকে এক ব্যবসায়ী আমাদের কাছে বলেছেন ১২ হাজার টাকা লাইসেন্স ফি চাই এবং আমাদেরকে বলেছেন যে লাইসেন্স ফির মধ্যে তাঁত শিল্পে যেটা তুলা দিয়ে তৈরী করা হয় সেটা তুলার পরিবর্তে জুট দিয়ে যদি তৈরী করা যায় তাহলে তাইওয়ানের ব্যবসায়ীরা কিনতে প্রস্তুত আছেন। আমরা বিভিন্ন সময় টাকা খরচ করে তাঁত শিল্পীদের ট্রেনিং দিতে পারছি বলে তাদের উৎকর্ষতার গুণমান বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আজকে বাইরের ব্যবসায়ীরা আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

৪,৫ দিন আগে ইজরাইলের একজন বিজনেসম্যান উনি বলেছেন ত্রিপুরা লাইসেন্স ফির কথা। তিনি শুধু লাইসেন্স ফি নয়, এগ্রিলিং সর্টিং উনি শুধু ইজরাইলের নয় সমস্ত আরব দেশে ডিষ্ট্রিবিউট করতে চান। এই জন্য উনাকে ডিষ্ট্রিবিউটারসীপ দেওয়ার জন্য উনি আমাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য, সেই দিক থেকে আমরা আমাদের রাজ্যে তাঁতীদের এই জায়গায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। শুধু তাই নয়, যারা বয়স্ক তাঁতীদের চিকিৎসার সুযোগ করে দিচ্ছি। উনাদেরকে আমরা চশমা দিচ্ছি। তাছাড়া আমাদের বিভিন্ন ক্লাষ্টারে যে সমস্ত তাঁত শিল্পীরা আছেন তাদেরকে শেড করার জন্য আমরা তাদেরকে টিন দিচ্ছি। আর ক্লাষ্টারের বাইরে যে সমস্ত তাঁতীরা আছেন উনাদেরকে আমরা কিছু আর্থিক সাহায্য করার জন্য আরবান এরিয়ার, তাঁতীদের ১০ হাজার টাকা করে শেড তৈরীর আর রুর‍্যাল এরিয়াতে তাঁতীদের শেড তৈরী করার জন্য

৭ হাজার টাকা করে কিছু কিছু তাঁতীদের দেওয়ার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। এই সমস্ত কাজগুলি করতে হলে টাকার দরকার আছে। কাজেই এখানে আমি বুঝতে পারছিনা মাননীন বিরোধী সদস্যরা এখানে কেন কাট মোশান এনেছেন। উনি তাঁত শিল্পীদের জীবন জীবিকার উন্নয়ন ঘটাতে চান নিশ্চয়ই। এই কাট মোশান আনাটা আমরা প্রত্যাশা করিনি। আমি আশা করব এই কাট মোশানগুলি প্রত্যাহার করে নেবেন। কারণ আমরা ইতিমধ্যে আরেকটা আকর্ষণীয় স্কীম হাতে নিয়েছি, সেটা হচ্ছে গ্রুপ ইন্সুরেন্স স্কীম, তাঁত শিল্পীদের জন্য। এটাতে কেন্দ্রীয় সরকার দেবে ৬০ টাকা, রাজ্য সরকার দেবে ৪০ টাকা এবং একজন তাঁত শিল্পী দেবেন ২০ টাকা। এই ভাবে ১২০ টাকা দিয়ে উনি বৎসরে দেবেন গ্রুপ ইন্সুরেন্স স্কীমের মাধ্যমে। উনাদেরকে আমরা ইন্সুরেন্সের আওতায় নিয়ে আসতে পারব। আমরা ইতিমধ্যে প্রথম কিস্তিতে ৫০০ থেকে ৮০০ শিল্পীদের এই স্কীমের আওতায় আনার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছি। এই বীমার আওতায় আসার পর তাদের যে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তারা ১ লক্ষ টাকার মত পাবেন। কাজেই আমি মনে করি এটা একটা শুভ দিক। সুতরাং এই সমস্ত দিক চিন্তা করে উনারা উনাদের কাটমোশানগুলি প্রত্যাহার করে নেবেন, আমি এই আশা রাখছি। তারপরে স্যার সেরিকালচার নিয়ে কিছু বলতে চাইছি। আমাদের রাজ্যের যে সিল্কার ভারতবর্ষের ২১টা রাজ্যে বিশেষ করে কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এদের চেয়ে অনেকাংশেই ভাল। কাজেই বাঁধারঘাটে আমরা আরো ২টি মেশিন ইনস্টল করেছি। এবং গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার যে সমস্ত হাই অফিসিয়াল যারা আসেন উনারা ভিজিট করেন বাঁধারঘাটের রিলিং ইউনিটটি। এই রিলিং ইউনিটটি উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচাইতে ভাল ইউনিট, সেখানে সে সমস্ত কাজ হচ্ছে। কাজেই এখানে আরো মেশিন ইনস্টল করা এবং এখানে যারা কাজ করছেন তাদের ট্রেনিং দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এই জন্য এখানে আরো বেশী টাকা বরাদ্দ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যেহেতু আমাদের রাজ্যে সরকারের সীমাবদ্ধতা আছে। কাজেই এখানে যে বাজেট ৭.৫৭ কোটি টাকা ধরা হয়েছে এটাকে আমি মনে করি সঠিক হয়েছে এবং এই টাকা সঠিক ভাবে কাজে লাগিয়ে তাঁত শিল্পীদের, হোস্তক্রেফদের গুণমানের দিক দিয়ে আরো ভাল জায়গায় নিয়ে যেতে পারব। কাজেই মাননীয় বিরোধী সদস্য রতিবাবু যে কাটমোশান এনেছেন এটা প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ রেখে এবং এই কাজকে সম্পন্ন করার জন্য আবেদন জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী অধিবেশনের শুরুর দিনে যে বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব রেখেছেন তাতে আমাকে যে দপ্তরগুলি দেখতে হয় তারমধ্যে বিভিন্ন যে ডিমাণ্ড হেড আছে তার কয়েকটির উপরে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কেউ কেউ এখানে কাটমোশান এনেছেন। আমার সংসদীয় রাজনীতির যে সব সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা সেই সম্পর্কে সচেতন থেকে বলতে চাইছি এক টাকা বা ১০০ টাকা কাঁটার মধ্য দিয়ে এর হেরফের হয় না. সেটা আমরা

বুঝি। কিন্তু এই কাট মোশানের মধ্য দিয়ে উনারা উনাদের গ্রিভেন্সকে ভেন্টিলেট করার সুযোগ পায় এবং এতে উনাদের এরিয়াগুলি আছে তাতে যে সমস্যাগুলি সেইগুলি তুলে ধরার সুযোগ পায়। এটা সরকারকে সাহায্য করে যদি এই দপ্তরের কাজকর্মের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে থাকে সেইগুলি দূর করার ক্ষেত্রে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মাননীয় সদস্যরা বিভিন্ন ডিমাণ্ড থেকে যেভাবে কাট মোশান এনেছেন সেগুলো আমি গভীর ভাবে পরীক্ষা করার চেষ্টা করছি। বা যারা বলবার চেষ্টা করেছেন আমি তা শুনবার চেষ্টা করেছি। তার থেকে যেটা লক্ষ্য করা গেছে প্রথমত ডিমাণ্ড নাম্বার ৩, এটা এ, সি, গেষ্ট হাউস সংক্রান্ত বিষয় তাতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরার বক্তব্য শুনেছিলাম উনি যে বিষযটা তুলবার চেষ্টা করেছেন সেটা কলকাতার গেষ্ট হাউস আছে সেখানে নতুন একটা বাড়ি তৈরী করা হয়েছে। এটা তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই বাড়িটা তৈরী হয়েছিল। আমাদের নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। এতে যে খরচ আছে তাতে কতগুলো ভাগ বিভাজন আছে কতগুলো জেনারেল রুম আছে এই সব ধ্যান ধারণা আমার খুব একটা ভাল লাগে না। যাই হোক আমি যেটা বলছিলাম যে, এখানে যে স্যুট গুলোতে কারা থাকবেন এটা নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া উচিৎ। আর উনি এর সঙ্গে একটি জিনিস তুলেছেন যে, মাননীয় রাজ্যপাল এবং চীফ মিনিষ্টারের জন্য দুটো স্যুট নির্দিষ্ট করা আছে। এটাতে সব সময় তারা থাকেন না। কাজেই যখন এরা না থাকেন তাহলে পরে এই স্যুটগুলোর ভাড়া দেবেন কিনা? যদি না দেন তাহলে এগুলোকে এদের জন্য যে নির্ধারিত থাকে উহাদেরকে মুক্ত করা যাবে কিনা? আসলে এগুলো আপনি যদি বলেন আমার ব্যক্তিগতভাবে এই ধরণের একটি নির্দিষ্ট কোন ঘর রাখতে হবে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য, এই ধরণের প্রস্তাব আমার দিক থেকে নেই। সাধারণভাবে যে খোঁজ খবর নিয়ে দেখা গেছে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের এই জাতীয় বাড়ি এটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। এবং তার জন্য তারা সারা বছর টাকা দেন কিনা আমি জানিনা। যদি এই রকম ব্যবস্থা বা অন্য জাযগা থাকে তাহলে আমরা অনুসরণ করব এই রকম ঘটনাটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কোন রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট ঘর রাখার দরকার নেই। যখন মুখ্যমন্ত্রী যাবেন তখন যে ঘর পাওয়া যাবে সেই ঘর দিলে যথেষ্ট। মাননীয় রাজ্যপালের জন্য যে ঘর এটার ব্যাপারে আমি বলতে পারব না। আমি মনে করি মাননীয় রাজ্যপালের জন্য এই রকম একটা ঘর থাকা উচিৎ। যদি ভাড়া দিতে হয় তাহলে আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমার মনে হয় ব্যাপারটা বোধ হয় এই রকম নয়। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কারা কারা থাকতে পারবেন মাননীয় বিধায়করা এবং বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যান আছেন আমি মনে করি তাদের থাকা উচিৎ।

কারণ ভাড়া দিবেন সেটা নির্ধারণ করা আছে। আমি মাননীয় সদস্যের যে উত্থাপিত প্রশ্নটি পরীক্ষা করে দেখব এবং সেখানে যদি উনাদের থাকার ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা থাকে সেটাকে রিলাক্স

কি করা যায় কিনা এই ব্যাপারে আমি দেখব। তারপরে ডিমাণ্ড নাম্বার ফোর, এটা ইলেক্শান ডিপার্টমেন্ট তাতে দুটো বিষয় এখানে এসেছে। একটি হচ্ছে ইলেট্রোরাল রুল ছবি তৈরী করা হয়েছে, যদিও এখানে কেউ সেভাবে বক্তব্য রাখেননি। কিন্তু ফটো আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। এবং আমার নিজের যেটা মনে হয় বিশেষ করে মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া বক্তব্য আমি শুনেছি, পরবর্তী সময়ে কাজল বাবু ও যুক্ত করেছেন তার বক্তব্যের মধ্যে। এটা ঠিক যে, ছবি যেগুলো বেড়োচ্ছে অনেকের নিজের ছবি নিজে চিনতে পারে না, এটা ঘটনা। এটা আগরতলায় যে ছবি তুলেছে তার মধ্যে ও হয়েছে গ্রামে ও যে কিছু কিছু হয়েছে তা নয়। তবে মাননীয় সদস্যকে জানার জন্য বলছি প্রথমত যে এটা একটা কনটীনিউয়াস প্রসেস্ অনেক ছবি দেওয়া যায় নি মাননীয় রতিবাবু বলছিলেন। ঠিকই অনেক ছবি দেওয়া যায় নি। এটার বিভিন্ন কারণ আছে। কিন্তু সবাইকে তো কোন সময় এক সাথে দেওয়া যাবে না। কারণ প্রত্যেক বছর ভোটার তালিকাটী আপগ্রেট হচ্ছে। যেমন এখন হচ্ছে ০১/০১.৯৯ ইং তারিখে। কাজেই এটার কাজ কম্প্লিট হলে পরে ভোটার তালিকা নিয়ে যাদের ছবি দেওয়া হয়ে গেল না সেখানে আবার ছবি তোলার কাজ শুরু হবে। যে দপ্তরে এই বিষয়টা দেখা হয় সেই দপ্তরের অফিসারকে ডেকে এনে কথা বলছি। বর্তমানে যে ভোটার তালিকা কাজ চলছে এটা কম্প্লিট হয়ে গেলে তারা আবার ছবি তোলার কাজ করবে। যেখানে যেখানে এই ধরণের ক্রটীগুলো আছে যেমন নির্দিষ্ট বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টিতে আছে তারা আবার এগুলো সংশোধন করবেন। ইভেন যে ছবি দিয়েছেন যেমন মাননীয় সদস্যের স্ত্রীর ছবি দেন নি। কাজেই ছবি তো দিতেই হবে বা যখন ছবি দিবেন কিছুই চেনা যায় না। কারণ নিজের ছবি নিজেই চিনতে পারে না। সেই ব্যাপারে আবার সংশোধন করে দেবেন। কারণ আরো মর্ডান যে টেকনোলজি সেই টেকনোলজি যুক্ত করে এই ছবি তোলার ব্যাপারটা তারা বিচার বিবেচনা করে দেখবেন। এবং ভোটার তালিকার ব্যাপারে আমাদের ইলেক্শান্ কমিশন নির্দেশ দিয়েছেন যদিও তারা আলোচনা করেনি, আমি প্রসঙ্গটা তুলেছি। মোষ্ট্ মর্ডান যে টেক্নোলজি সেটাকে এড্প করে ভোটার তালিকা তারা চুড়ান্ত করার চেষ্টা করেছেন। এটা যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজ্যের কেন্দ্র এবং ডিস্ট্রিক্ট্ লেভেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন সবটা কমপিউটারাইজড্ করার চেষ্টা করছেন। ফলে আমাদের যে নুতন যে ডিভিশানটা হচ্ছে এর আগে ০১,০১,৯৮ ইং যে ভোটার তালিকা তৈরী হয়েছে এটা কমপিউটারাইজড্। এখন ওটার যে কপি প্রত্যেক কনস্টীটীউয়েনসীতে ৩০ টা করে কপি দিতে বলা হয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে রিভিশানের-এর কাজ চলছে। এটা যখন কমপ্লিট্ হয়ে যাবে, যাদের দরখাস্ত দেওয়া হল সবটা মিলিয়ে তারা কমপিউটারের মধ্যে সেটা ঢুকিয়ে দেবেন। এর মধ্যে অনেক প্রাক্টীক্যালের ব্যাপার আছে, আমি তো আর বিজ্ঞানের লোক নই। সব জিনিষ আমি ঠিক ঠিক ভাবে বলতে পারব না। কিন্তু ওটা হয়ে গেলে পর আমাদের এখানে, সি, ইউ, ৪০

তাতে যখন কমপিউটারে ঢুকে যাবে, এখন থেকে লিংক করা হবে ডিসট্রিক্টে, ডি, এম,-এর আণ্ডারে যারা যে কনস্‌টিটিউয়েনসী আছে তারা যে কমপিউটার, সেখানে ব্যাপারটা বলা যাবে। যদি এখানে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকে, মাননীয় সদস্য কাট্‌মোশান এনেছেন, এখানে আলোচনা না করলেও পরবর্তী সময়ে আমাদের দৃষ্টিতে আনার পর নিশ্চয়ই আমরা আলোচনা করে দেখব এবং এটা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার মিলে করছে এবং খরচা টা ফিফটি ফিফটি। সেন্ট্রাল গভর্ণম্যাণ্ট শতকারা ৫০ ভাগ বহন করে এবং সবটা টাকা আমরা দেই না। কিন্তু আমাদের একটা শেয়ার অাছে এটা আমাদের দিতেই হবে। ফলে এটা গ্র্যাচুয়লী আপ্‌ডেটেড্‌ হচ্ছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ৯, যেটা পরিসংখ্যান দপ্তরের আমাদের সেনসাস্‌-এর সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য শুনেছিলাম, রবীন্দ্রবাবু আসলে যে বিষয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন যে উচৈ সম্প্রদায়, একটা তথ্য তিনি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তারা আসলে রাজ্যে যা আছে, উনি বলেছেন যে হাজার তিনেক এর মত হবে। কিন্তু এখানে উঠেছে বোধহয় ৩০০ এর মত হবে। আসলে এটা হচ্ছে জনগণনা সংক্রান্ত। এই যে কাজটা আমাদের দপ্তরের জন্য টাকা আমরা দেই, সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় কনট্রোল করে। হাউএভার ইট ইজ এ কমপ্লীট্‌। এই নিয়ে তো আমাদের অভিযোগ আছেই। আপনার ও আছে আমার ও আছে, সবার আছে। এই যে ঘরে ঘরে আদমসুমারী হয়, এটার মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে। এইগুলি যাতে আমাদের না থাকে এইগুলি দেখা উচিৎ। কিন্তু এপার্ট ফ্রম দ্যাট্‌ আমরা যেটা করি সেটার জন্য টাকা চাইছি সেটা হচ্ছে ইকোনোমিক্‌ সার্ভে। এটা নিয়মিত হয় এবং এটা প্রতি মাসে করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে একটা নির্দ্দেশ আছে এবং করমেট্‌টা তারা করে দেন। সবটা তারা সাজিয়ে দেন এবং এই দপ্তরের যে কর্মচারীরা তাদের বেতন ভাতা শতকরা ৫০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন। সেই জায়গাটা সম্পর্কে যদি কোন নির্দ্দেশ বা অভিযোগ থাকে বললে ভাল হয়। নিশ্চয়ই আমরা সেটা দেখব যদি এটার সত্যতা থাকে। এরপর আমরা সংশোধন করব। ডিমাণ্ড নং ১০. এটাতে আপনারা অনেকগুলি বিষয় বলার চেষ্টা করেছেন। সমস্ত সদস্য অবশ্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু আমি যাদের কথা শুনবার চেষ্টা করেছি এবং যা দেখেছি, প্রথমতঃ এখানে এসেছে মর্ডানাইজেশান বলতে যেটা বলা হয়েছে আমি শ্যামাবাবুর কথা শুনছিলাম, ঠিক আছে এই সমস্ত জিনিষ-পত্র তো লাগবেই, এইগুলির প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু আমাদের যারা পুরোনো আছে তারা থ্রী নট্‌ থ্রী রাইফেল ভাল ভাবে চালাতে পারেনা বা রাইফেল চালালে পরে গুলি বেরোয় না। প্যারেড্‌ ট্যারেড ঠিক মত করতে পারে না। এখন আমরা যেটা আমাদের আরক্ষা দপ্তরে আলোচনা করেছি যে একটা বয়সের সীমার মধ্যে যারা আছেন পার্টিকুলার যেমন টি. ই, এ, আর, এদেরকে ও আমরা সিকিউরিটি রিলেটেড্‌ ওয়ার্কস-এ কোন কোন জায়গায় কাজে লাগাচ্ছি। কিন্তু নিয়মিত যে ট্রেনিং—এর ব্যাপারটা এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমরা এবং আমাদের টি, এস, আর-এর ক্ষেত্রে ও এই জিনিষটা হয়ে যাচ্ছে। এটা খুব বিপদজনক হয়ে যাচ্ছে। আমি বলেছিলাম আরেকদিন

কথা বলার সময় আসাম রাইফেলসের সবারই কোম্পানীতে একটা ব্যাটেলিয়ান। কিন্তু তারা ৬ কোম্পানীতে ডেপ্লয় করে না। আসাম রাইফেলস ৬ কোম্পানী করে না, ৪ কোম্পানী করে। সি, আর, পি, এফ, ৬ এর মধ্যে ৫ কোম্পানী করে। আসাম রাইফেলসতো ২ কোম্পানী সবসময় ট্রেনিং এ রাখে। সি, আর, পি, এফ এক কোম্পানীকে সবসময় ট্রেনিং এ রাখে। আমরা যখন খুব বিপদে পড়ে যাই কোন কোন জায়গায় ঘটনা যেমন ধরুন কাঞ্চনমালার ঘটনা, আমরা রিকুয়েষ্ট করেছিলাম ইমিডিয়েটলী তোমাদের ট্রেনিং এর কোম্পানীগুলি আমাদের দাও না হলে আমাদের অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। এবং তারা সাহায্য করে ঠিকই সবসময় করেন না। আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের পুরোনো টি, এস, আর, দের ডেপ্লয় করে দিয়ে বসে থাকলে হবে না। এরা তো এক সময় গিয়ে ভুতা হয়ে যাবে। ফলে তাদেরকে ও অন্ততঃ প্রত্যেকটা ব্যাটেলিয়ানের একটা করে কোম্পানী কে আলাদা করা নিয়ে প্লাস আমাদের টি, ই, এ, আর, তারা আছে তাদেরকে ও ধীরে ধীরে এটা কোম্পানী হয়ত করা যাবে না, প্ল্যাটুন নিয়ে নিয়ে জেলা ভিত্তিক তাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা শুরু করে এবং এটা খুব কারেকটলী এনেছেন এবং এটা করা দরকার, সেই সরকারই থাকুক. যে কোর্স টাতে মানুষের নির্ভরশীলতা সে যদি আত্মবিশ্বাসী না হয় তাহলে যেকোন বিপদ ঘটে যেতে পারে। কাজেই এটা কারেকট এবং এটা আমরা নজর দেওয়ার চেষ্টা করছি। এই সঙ্গে যে প্রশ্নটা আবার এসেছে এখানে যে টি. এস, আর, কে ব্যবহার করা সম্পর্কে সিকিউরিটির একটা প্রশ্ন ছিল। এই সঙ্গে বলা ভাল টি, এস, আর, কে আমরা ব্যক্তিগত সিকিউরিটির জন্য আমরা দেই না। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে কাজে দিতে হচ্ছে। আবার কোন কোন ভি, আই, পি-দের ক্ষেত্রে সেটা দিতে হচ্ছে। সাধারণত আমরা চেষ্টা করি টি, এস, আরকে যাতে এই কাজে ব্যবহার না করা হয়। এখন যেটা আমাদের করতে হচ্ছে কোন কোন জায়গায় যাতে বন্ধ করা যায় আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোন ঘাটতি থাকবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে এটা করা যাচ্ছে না এটা সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু বক্তব্যটা যেটা পরিস্কার আমাদের যে ধারণা টি, এস, আর বেশীর ভাগই আমরা ব্যবহার করতে পারছি। এই যে সিকিউরিটি রিলেটেড ওয়ার্ক সেই কাজে মিনিমাম আমাদের সেটা ব্যবহার করতে হচ্ছে। আমাদের এটা যদি এভয়েড করা যায় তাহলে পাশাপাশি আর একটা শক্তি ডেভেলপ করতে পারতাম। আমাদের এটা যেমন ডেভেলপ হবে সেটা অটোম্যাটিক সেখানে বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ টি, এস, আর, একটা প্যারা মিলিটারী ফোর্স হিসাবে আমরা ব্যবহার করার চেষ্টা করছি। সেটিতে প্রপোজ্যাল ইজ কারেক্ট। এখানে রবীন্দ্রবাবু একটা প্রশ্ন এনেছেন যে টি, এস, আর-এর আচরণের জন্য মনে হচ্ছে যে আমাদের টেনশন্ ডেভেলপমেণ্ট করা হচ্ছে। তাতে টি, এস, আরকে একটা পক্ষ করার চেষ্টা হচ্ছে। এটা খুবই বিপদজনক হবে। এটা আমাদের কারোর জন্যই মঙ্গলজনক হবে না, খুব ক্ষতিকারক হবে। ফলে এদিক থেকে বাঙালী অংশের যারা তারা বলছে আমরা টি, এস, আর, চাই কোন জায়গার সব জায়গায় নয় তাহলে উপজাতি অংশের জনগণের প্রতি

ভুল ধারণা দেওয়া হবে। কোন কোন জায়গায় বলছে যে টি, এস, আর নিয়ে যাও আমাদের আসাম রাইফেলস দিয়ে দাও। আবার অনেক জায়গায় অধিকাংশ উপজাতি বলছেন টি. এস, আর চাই। ব্যাটেলিয়ান হেড কোয়ার্টার করার জন্য দাবি করছেন। আমরা কিছুদিন আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের জন্য যে নতুন টি, এস, আর গুলি হবে তার মধ্যে একটা হবে রামচন্দ্র ঘাটের মধ্যে। এলাকার মানুষ তার নিজের জায়গা জোতের জায়গা লিখে দিচ্ছেন। যদি পারি বিকল্প জায়গা দেব। আমাদের এটা ঠিক রিসোর্স কমিশনের যে রকম বর্নডিশন্ তাতে এই সম্পর্কে গভর্নমেন্টকে তারা বলেছেন। তাদের ভুমিকা সম্পর্কে গর্ভমেন্টকে তাদের আন্তরিকতার মধ্যে আনতে হবে যাতে টি, এস, আর, সমস্ত অংশের মানুষের সাথে পীস স্পিকিং পোস হিসাবে করে যেতে পারে এ্যান্ড করতে পারে তার জন্য তাকে সেই ভাবে ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। আমরা যেটা বলছি যে বন্দুক চালানোর ট্রেনিং দিলে চলবেনা, তাতে চিন্তা ভাবনা আমাদের ত্রিপুরার যে ইতিহাস ঐতিহ্য বিশেষ করে আমাদের যে প্রবলেম। এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তাদের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা আনার জন্য ওখানে যাতে মাঝে মাঝে ইউনিভারসিটি. কলেজের অধ্যাপক এবং চ্যান্সেলর এই কাজে চাইতে পারেন ঠিক করে দিলেম। তারা গিয়ে সেখানে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা যাতে লেকচার দিতে পারেন তারাই ঠিক করবে আমরা শুরু করেছি। এটা অন্য জায়গাতেও আছে। এছাড়া বিকল্প নরমেলি হয়েও অফিসাররা তাদের দিক থেকে জিনিসটা তাদের সামনে ব্যাপারটা পরিস্কার করে তুলতে হবে আমাদের দেশেরব্যবস্থা সম্পর্কে। শ্যামাবাবু বলার সময় বলেছিলেন উত্তরপ্রদেশের বাহিনী সম্পর্কে একটা ঘটনা। এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে বাহিনী গুলি তো। একটা সমাজেরই অংশ তাদেরতো আর বাইরে ভাবা যায় না, খুব কঠিন। কিন্তু আমরা যদি সবাই মিলে চেষ্টা করি নিশ্চয়ই আমরা এর বড় অংশটা সার্ভে করতে পারব। এই জন্য সবার চেষ্টা নেওয়া দরকার। আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— আমার মনে হয় এই কথাগুলি বিশেষ করে টি, এস, আর, সম্পর্কে ইউ-নিভারসিটিতে তাদের লেকচার দেওয়া সুবিধা হবে। আমার মনে হয় তাদেরকে আলাদাভাবে ডিসি-প্লিনফোর্স হিসাবে বোধহয় শোভনীয় হবে না। তারা যদি কোন ইনডিসিপ্লিন কাজ করে ডিসিপ্লিন অ্যাক্সন নেওয়া হবে। আমার মনে হয় এই কালচারটা স্টেটে ঢোকালে আরও ক্ষতি হবে। কারণ ওখানে টি. এস, আর, করার ক্ষেত্রে এখন ট্রাইবেলদের এস, টি. দের সম সংখক প্রতিনীধিত্ব এখানে রাখা হয়। সুতরাং ট্রাইবেলদের-নন্‌ট্রাইবেলদের কথা এখানে যদি এম, বি, বি, কলেজে বা অন্যান্য ক্যালচারেল ফাংশনে তাদের নিয়ে ক্লাশ করা হয় এটা বোধহয় ভুল হবে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— ব্যাপারটা কিন্তু এই রকম নয়। ওরা যেখানে কাজ করছেন ওখানেই ওরা দিনে আট ঘন্টা দশ ঘন্টা কাজ করেন। তাতে হয়তো ৪৫ মিনিটের একটা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যেমন ধরুন তাদের আইন সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া। আইনটা তো মানুষের জন্য। তাহলে এই জায়গায় আমাদের স্বাধীনতা কি করে অর্জন করে। যেমন ধরুণ আমাদের

আইনের যে ট্রেনিং হয় দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্কলার যারা তাদেরকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদেরকে নিয়ে বলা হয় তোমরা সেখানে গিয়ে বক্তৃতা কর। যেমন আইনের যে ট্রেনিং হচ্ছে নর্থ ইস্টার্ন রিজন্ সম্পর্কে। তাদের একটা ধারণা দেওয়ার জন্য এই রিজনের কোন কোন রাজ্যের অফিসারদের ডেকে পাঠাচ্ছেন লিষ্ট করে এটা আমরা জানিও না। যে তোমরা আস তোমারা নর্থ ইস্টার্ন রিজন্ সম্পর্কে প্রেক্‌টিক্যাল যে অবস্থা তার উপরে এক ঘণ্টা লেক্‌চার দিয়ে যাও। কাজেই এটা তাদেরকে ঐখান থেকে বের করে আনার প্রশ্ন আসে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ স্যার, আমি এখানে একটা প্রশ্ন জানতে চাই। উনি বলেছেন টি, এস, আর, হেড্ কোয়ার্টার বিভিন্ন জায়গায়, এলাকার মানুষের দাবী করছে এবং জায়গা দিচ্ছে না। চুলেমাতে যে হেড্ কোয়ার্টার করতে যাচ্ছেন এটাতে চতুর্দিক থেকে আপত্তি আসছিল। বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকা থেকে এবং আমি নিজেও কনভেন্স করার চেষ্টা করেছি। আমরা যুব সমিতির তরফ থেকে দলগতভাবে এটা প্রতিবাদ করেছিলাম। এটা করছেন না এই বিষয়ে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়েছিল। এটার জন্য কেউ জায়গা দেব না। এটা হচ্ছে রেড ওয়েল পাম্প! পরবর্তীকালে এটা রেড ওয়েল পাম্প করার পরিকল্পনা ছিল ভোট আমলে। এছাড়া গভঃমেন্ট কিভাবে ব্যবহার করছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ঐখানে একটা ক্যাম্প হয়তো হতে পারে। হেড্ কোয়ার্টারের বিরোধিতা বরাবরই আমরা করে আসছিলাম। যেহেতু কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেছে। কাজেই এটা আমাদের একটা সেন্সটিভ রয়েছে যে এটা বিরোধিতা করতে গেলেই এটার সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আসে। এই কারণে হয়তো আমিও বেশী সোচ্চার হয়নি। কিন্তু ব্যাপারটা এখনও আমি অবহিত নয়। নিশ্চয়ই নিরাপত্তার প্রশ্নে ক্যাম্প দরকার। কিন্তু হেড্ কোয়ার্টার এটা এলাকার মানুষ চায়না। মাননীয় মন্ত্রী এই ব্যাপারে ডিসিশন নেওয়ার আগে গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন কিনা। নিয়েছেন আমার জানা নেই। কিন্তু এলাকার মানুষ এখনও চায় না এবং কিছু দিন আগেও কতগুলি ঘটনা ঘটে গেছে। ট্রাইবেল মহিলারা লাকড়ি আনতে গিয়েছিল কারণ এটা-একটা ট্রাইবেল এলাকা। ওদের খুব ডিসটার্ব হয়েছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিতর্কে নতুন করে যেতে চাইনা। মাননীয় সদস্যরা ঠিকই বলেছেন। উনাদের দিক থেকেও বক্তব্য ছিল এবং ঐ এলাকার মানুষেরও ট্রাইবেল-নন ট্রাইবেল উভয় অংশের পুণঃস্বাক্ষা সম্বলিত স্মারক পত্র আছে ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেছে। আমি সেখানে ফিরে যেতে চাইছি না। লাষ্ট এটা ছিল ডিমাণ্ড নাম্বার ১৮ এটা আছে হোম পলিটিক্যাল তাতে এটা সম্ভবত রতনবাবুর ছিল। ইন ফিস ট্রেইটের যারা তাদেরকে ধরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে যে রি-ওয়ার্ডের ব্যাপার এটা স্মল এমাউন্ট টাকা বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে যে টাকাটা আছে সে টাকাটা থাকুক যদি আমার থেকে এটা দরকার হয় পরবর্তী সময়ে তো বাড়াতে অসুবিধার কিছু হবে না। সেটা আমার ডিমাণ্ড গুলোর উপরে যেখানে কাট মোশান ছিল। আমি এই গুলোর যেভাবে প্রশ্ন এখানে এসেছে আমি খুব সংক্ষেপে বললাম এবং যে যে বিষয় সম্পর্কে

গঠনমুলক সমালোচনা এবং প্রস্তাব আছে সেগুলো সম্পর্কে আমি বলবার চেষ্টা করেছি রেকর্ড তো আছেই। সেই গুলোর দিকে আমরা নজর রাখব। এই কথা বলে আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা বিবেচনা করছেন উনাদের কাট মোশানগুলো সম্পর্কে, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি কাটমোশানগুলোকে যে সমর্থন করতে পারছি না তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, মন্ত্রীগণ আজকের কার্য্যসূচী অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৯-২০০০ সালের আর্থিক ব্যয় বরাদ্ধের দাবীগুলি এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপরে আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি আলোচিত ১৯৯৯—২০০০ আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্ধের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্ধের দাবীর উপর ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব। এখন মাননীয় সমীর বাবু এবং শ্যামাচরণবাবু আপনাদের সাহায্য চাইছি যে অনেকগুলো কাট মোশান আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কাট মোশানে যাওয়ার আগে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে আপীল করতে চেয়েছিলাম যে, এখানে অংকটা সেটা জানিয়ে দেওয়ার জন্য। ১৯ নাম্বারের ২২২৫ এখানে পাশ করানোর জন্য ৫০ কোটি ৬৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে। অথচ এখানে রাখা হয়েছে ৫৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ওখানে প্রায় ৩ কোটি টাকার কাছাকাছি। আর একটা হচ্ছে ফিসারী। এখানে ৪৪২৫ মেজর হেডে পাশ করানোর জন্য রাখা হয়েছে ১৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা আর এই বাজেটে বহির্ভূত আছে ১৯ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। আর এখানে ৩ লক্ষ বোঝা আছে। এটার ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা, পাশ করে আসলে আপত্তি নেই। কিন্তু পরিষ্কার ভাবে দেখাবেনকি ?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— গতকাল আমরা মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং পার্লামেন্টারী এ্যাফেয়ার্স মিনিষ্টার স্পীকারের রুমে গিয়ে বসে একটা আলোচনা হয়েছিল। এখন সময়ের স্বল্পতার জন্য প্রত্যেকটা কাটমোশান যদি ভোটে দিতে হয় অনেক সময় লেগে যাবে। আপাতত: এটাকে এক সঙ্গে ভোটে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। বিরোধীরা রাজী হয়েছিলেন আমিও রাজি হয়েছিলাম। এটা আপাতত: থাকবে আগামী দিনে আপনারাই যদি করেন তাহলে জেনারেল ডিশকাশন অন্তত তিন দিন এবং কাট মোশান তিনদিন রাখা হোক তাহলে পরে অসুবিধা হয়না।

মি: স্পীকার :— এটা আমিও মনে করি হেল্প ফুল হবে, প্রথমে খুব অসুবিধা হচ্ছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জেনারেল ডিসকাশনের ব্যাপারে কি বলিলেন ?

মি: স্পীকার :— আমিও বলেছিলাম। আপনারা সবাই মিলে স্বীকার করেছিলেন আমার কিছু করার নেই। সবসময়ত আপনাদের দিকেই বেশী হাউস।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, ঐ দুইটাই প্রথম শুরু হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, যেহেতু বলছেন টাকা পাশ হয়ে যাবে বিপদতো এখানেই।

মিঃ স্পীকার :— আমাদের হাতে রয়েছে ২৫টা ডিমাণ্ড, আছে কাট মোশান। কাট মোশানগুলি অবশ্য একসঙ্গে ভোটে দিয়ে দেব। তাছাড়া আরো দুটি মোশান আছে। একটায় বেশী সময় লাগবে না। আর একটায় কিছুটা লাগবে। তাহলে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হাউসের বিজনেস শেষ না হবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত হাউস বাড়ানোর জন্য আমি হাউসের অনুমতি চাইছি।

(হাউসের অনুমতি প্রদান)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আগে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলুন, বাজেটের তিন কোটি টাকা কোথায় গেল ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী :— স্যার, এখানে উনি যা বলেছেন তা বিষয় সূচীতে ভুল হয়েছে। আমার মনে হয়, প্রিন্টিংয়ে ভুল হয়েছে... মূল বাজেটে ঠিক আছে। এটায় কিছু যায় আসে না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী যদি বলেন, যে ভুল হয়েছে, তাহলে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু এটা উনাকে বলতে হবে। এখানে তিন কোটি টাকার ব্যবধান।

মিঃ স্পীকার :— প্রিন্টিং মিসটেক হলে এটা কারেক্ট করে নেবেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী এটা স্বীকার করুন। এভাবে মানা যায় না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আজকের ডিমাণ্ড যতগুলি আনা হয়েছে এখানে সবগুলি ঠিক আছে। তবে মাননীয় সদস্য এখানে যা দেখিয়েছেন সেখানে ভুল আছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মেজর হেড ওয়াইজ ঠিক নেই। টোট্যাল অল রাইট।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মূল বাজেটে যে টাকা ধরা আছে তা ঠিক আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— তাহলে স্বীকার করছেন, প্রিন্টিং ভুল ?

মিঃ স্পীকার :— প্রিন্টিং ভুল। এটা ঠিক করে নেওয়া হবে।

Mr. Speaker :— The discussion on the Demands for grants for the Year 1999—2000 is over. Now I am putting the Demands to vote. But there are so many Cut Montions on these Demands. First I am Putting the Cut Motions to vote.

Now the question before the House is the Cut Motions moved by the following hon'ble Members—

Sl. No.	Name of Member	Demand & Major Head	Cut-Motions

1	2	3	4
1.	Shri Jawhar Shaha	3-2070	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Govt. Guest Houses".
2.	Shri Rati Mohan Jamatia	4-2015	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on photo Identity Cards to the Voters."
3.	Shri Ratan Lal Nath	4-2015	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt policy on preparing Electoral Roll".
4.	Shri Rabindra Deb Barma	9-3454	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Census".
5.	Shri Kajal Ch. Das	10-2055	That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent

1	2	3	4
			the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Modernisation of policy".
6.	Shri Ratan Lal Nath	10-2055	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on Criminal Investigation".
7.	Shri Shyama Charan Tripura	10-5275	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivance that— "Need to cover Tele Communicatioh in all Police Stations".
8.	Shri Ratan Lal Nath	10-2070	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz : — "Disapproval of Govt. policy on Home Guards".
9.	Shri Jawhar Shaha	10-4216	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :— "Need to construct police quarters at Taidu Police Station".
10.	Shri Rabindra Deb Barma	10-2055	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the

1	2	3	4
			economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on T S R Battalion".
11.	Shri Ratan Lal Nath	11-3055	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Major Works of Road Transport".
12.	Shir Ratan Lal Nath	11-5055	That the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Investment on T R T C".
13.	Shri Shyama Charan Tripura	11-5055	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :— "Need to extend T R T C services in Ampi, Killa, Tirthamukh etc.'
14.	Shir Ratan Lal Nath	18-2070	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :- "Need to increase the amount of Rewards in connection with detection

1	2	3	4
			of Infiltrated foreign Nationals."
15	Shri Rabindra Deb Barma	19-2225	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Nucleus Budget."
16.	Shri Rabindra Deb Barma	19-4711	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effecged on the particular matter viz :- "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Flood Control in Tribal Areas."
17.	Shri Rabindra Deb Barma	19-2236	That the amount of the Demand be reduced by Rs, 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure to control and eliminated wasteful expenditure on special Nutrition Programme."
18.	Shri Rabindra Deb Barma	19-5054	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure to control and eliminated wasteful expenditure on Roads under B M S in Tribal Areas.

1	2	3	4
19.	Shri Nagendra Jamatia	19-2202	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure to control and eliminated wasteful expenditure on Secondary Education."
20.	Shri Nagendra Jamatia	19-2401	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 /- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on manure & fertilisers"
21.	Shri Nagendra Jamatia	19-2405	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 /- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Inland Fisheries."
22.	Shri Nagendra Jamatia	19-2515	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 /- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Grant-in-Aid to panchayet Raj."

1	2	3	4
23.	Shri Rabindra Deb Barma	19—2851	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :— "Need to increase the budget provision of Handloom Industries."
24.	Shri Billal Mia	19-2702	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :— "Need to take up D T W at Nalobar Jamatia Para of Sonamura for both Irrigation & Drinking water."
25.	Shri Kajal Ch. Das	19—2204	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on youth welfare programme since no programme is being taken in Trible Areas".
26.	Shri Shyama charan Tripura	19—2225	That the amount the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :— "Need to regularise Stipends for ST/SC students".
27.	Shri Ratan Lal Nath	19-2702	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz ;—

1	2	3	4
			"Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Diversion scheme in Tribal Areas".
28.	Shri Ratimohan Jomaia	19-4425	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :— "Need to set up Co-operative branoe at Sesua of Amarpur and Atharabla Nitya Bazar of Udaipur".
29.	Shri Ratimohan Jamatia	19-2225	That the amount of the Demand be reduced to Re /1- to represent disapproval of the policy under-lying the Demand viz : — "Disapproval of Govt. policy publication of Tribal Research Institute".
30.	Shri Ratimohan Jamatia	19 -- 2202	That the amount of the Demand be reduoed by Rs. 100/- to represent the economy that oan be effected on the matter viz :— "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Pry. Schools."
31.	Shri Ratimohan Jamatia	10-2210	That the amount of the Demand be reduoed by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Malaria Eardication programme in Tribal Areas"

1	2	3	4
32.	Shri Ratimohan Jamatia	19-2225	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy under lying the Demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on Land Restoration."
33.	Shri Ratimohan Jamatia	19-4801	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected the particular matter viz :— "Failure to control and eliminate wasteful expenture on Rural Electrification in Trible Areas".
34.	Shri Kajal Ch. Das	21-4408	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Procureance and Supply of Food".
35.	Shri Ratan Lal Nath	23-2515	That the amount of the Damand be reduced to Re. 1/ to represent disapproval of the policy under lying the demand viz — "Disapproval of Govt. policy on Rural Deveiopment programme."
36.	Shri Ratimohan Jamatia	25-5465	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on

1	2	3	4
			the particular metter viz :- "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Tripura Handloom and Handicrafts development Corporation."
37.	Shri Rabindra Deb-Barma	30-2406	That the amount of the Demand be reduced by Rs, 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on wild Life Preservation."
38	Shri Jawhar Shaha	31-2501	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can effected on the particular matter viz :— "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on I R D P."
39.	Shri Rati Mohan Jamatia.	36-2056	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100 - to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control and wasteful expenditure on Modernisation of Prison Administration."

(All the Cut Motions were put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demands to vote.

Now, the question before the House is the Demand moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 11.25,43,000/— be

granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 3 under the following Major Heads.—

2013—Council of Ministers	Rs. 33,21,000/-
2052—Secretariat General Services	Rs. 9,29,69,000/-
2070—Other Administrative Services	Rs. 1,56,64,000/-
3451—Secretariat Economic Services	Rs. 5,80,000/-
Total :	Rs. 11,25,43,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, the question before the House is the Demand moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 1,57,37,000/— be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 4 under the following Major Head :—

1015—Election	Rs 1,57,37,000/-
Total :	Rs. 1,57,37,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, the question before the House is the Demand moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 8,06,87,000/— be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 5 under the following Major Heads :—

2014—Administration of Justice	Rs. 7,42,23,000/-
2070—Other Administrative Services	Rs. 4,64,000/-
4070—Capital Outlay on other Administrative Services	Rs. 60,00,000/-
Total :	Rs. 8,06,87,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 7 to vote The question before the House is the Demand No. 7 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 48,11,000/- be granted towards defraying the charges

which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 7 under the following Major Head :-

2070 — Other Administrative Services	Rs.	48,11,000/-
Total	Rs.	48,11,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 8 to vote. The question before the House is the Demand No. 8 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 38,19,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 8 under the following Major Head :-

2070 — Other Administrative Services	Rs.	38,19,000/-
Total	Rs.	38,19,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now, I am putting the Demand No. 9 to vote. The Question before the House is the Demand No. 9 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 22,97,000/- be granted towards defrying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 9 under the following Major Head :-

3454 — Census Survey and Statistics	Rs	22,97,000/-
Total	Rs.	22,97,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 10 to vote. The Question before the House is the Demand No, 10 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 155,54,19,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 10 under the following Major Heads :-

POLICE ORGANISATION

2052—Secretariat Gel. Services	Rs.	3,00,000/-
2053—District Administration	Rs.	4,00,000/-

2055—Police	Rs.	132,28,39,000/-
2070—Other Administrative Services	Rs.	7,87,99,000/-
2070—Other Communication Services	Rs.	5,63,13,000/-
4070—Capital Outlay other Administrative Service	Rs.	8,00,000/-
4216—Capital Outlay on Housing	Rs.	2,33,93,000/-
5275—Capital Outlay on other Communication Service	Rs.	16,00,000/-
CIVIL DEFENCE		
2070—Other Administrative Service	Rs.	26,96,000/-
FIRE SERVICE ORGANISATION		
2070—Other Administrative Service	Rs.	6,61,29,000/-
4070—Capital Outlay on Other Administrative Service	Rs.	21,50,000/-
Total	Rs.	155,54,19,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 18 to vote. The question before the House is the Demand No. 18 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 37,64,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 18 under the following Major Heads :-

2070—Other Administrative Services	Rs.	5,000/-
2235—Social Security & Welfare	Rs.	25,64,000/-
2252—Other Social Services	Rs.	11,95,000/-
Total	Rs.	37,64,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am Putting the Demand No. 22 to vote. The question before the House is the Demand No. 22 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 10,20,52,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the

31st March, 2000 in respect of Demand No. 22 under the following Major Heads :-

2235 —Social Security & Welfare	Rs.	10,20,51,000/-
6235—Loans for Social Security and Welfare	Rs.	1,000/-
Total	Rs.	10,20,52,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 34 to vote. The question before the House is the Demand No. 34 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 1.24,44,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 2000 inrespect of Demand No. 34 under the following Major Heads :-

2451—Secretariat Economic Services	Rs.	1,09,44,000/-
4070—Capital Outlay on Other Administrative Services	Rs.	15,00,000/-
Total	Rs.	1,24,44,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 19 to vote. The question before the House is the Demand No. 19 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department. That a sum not exceeding of Rs. 156,52,72.000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :-

2225 — Welfare of Schedule Caites, Schedule Tribes and Other Backword Class.	Rs.	50,69,10,000/-
2236—Nutrition.	Rs.	4,43,59,000/-
3605—Compensation and Assignment to Local Bodies & Panchayat Raj Institutions.	Rs.	5,00,50,000/-

DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1999—2000

2029—Land Revenue	Rs.	3,43,000/-
2425—Co-operation	Rs.	27,14,000/-
4425—Capital Outlay on Co-operation.	Rs.	16,26,000/-
5054—Capital Outlay on Roads & Bridges.	Rs.	4,78,00,000/-
4801—Capital outlay on power Praject.	Rs.	3,75,00,000/-
2702—Minor Irrigation.	Rs.	2,58,05,000/-
4702—Capital Outlay on Minor Irrigation	Rs.	1,56,00,000/-
4711—Capital Outlay on Flood Control projects.	Rs.	78,24,000/-
2210 Medical & Public Health.	Rs.	1,60 26,000/-
2210—Medical & Public Health.	Rs.	3,09,89,000/-
4210—Capital Outlay on Medical & Public Health.	Rs.	38,00,000/-
2205—Art & Culture	Rs.	42,000/-
2220—Information & Publicity.	Rs.	3,13,000/-
3452—Tourism.	Rs.	4,17,000/-
2515—Other Rural Development Programe.	Rs.	18.95,71,000/-
2230—Labour & Employment.	Rs.	30,000/-
2407—Plantation.	Rs.	10,00,000/-
2851—Village & Small Industries.	Rs.	4,00,000/-
4860—Capital Outlay on Consumer Industries.	Rs.	12,00,000/-
2851—Village & Small Industries	Rs.	88,44,000/-
4425—Capital Outlay on Co-operation.	Rs.	3,00,000/-
5465—Investment in General Financial & Trading Institutions.	Rs.	14,00,000/-
2405—Fisheries.	Rs.	1,09,02,000/-
2401—Crop Husbandry.	Rs.	3,72,57,000/-
2435—Urban Agricultural Programme.	Rs.	1,83,60,000/-
2401—Crop Husbandry.	Rs.	1,55,66,000/-
2402—Soil & Water Conservation.	Rs.	55,68,000/-

2403 - Animal Husbandry.	Rs.	1.68,24,000/-
2404 —Diary Development.	Rs.	2,06,000/-
2402—Soil & Water Consarvation.	Rs.	5,96,000/-
2406—Forestry & Wildlife.	Rs.	1,59,40,000/-
2501—Special Programme for Rural Development.	Rs.	29,56,000/-
4215—Capital Outlay on Water Supply & Sanitation.	Rs.	5,22,00,000/-
4216—Capital Outlay on Housing.	Rs.	6,00,00,000/-
4515—Capital Outlay on Other Rural Development Programmes.	Rs.	1,25,44,000/-
6216—Loans for Housing.	Rs.	1,16,00,000/-
2225—Welfare for Schedule Castes, Schedule Tribes & Other Backward Classes.	Rs.	2,83,95,000/-
2501—Special Programme for Rural Development.	Rs.	1,70,000/-
3425—Other Scientific Research.	Rs.	4,70,000/-
4810—Capital Outlay on Non-Conventional Sources of Energy.	Rs.	15,75,000/-
5425—Capital Outlay on other Scientific & Environmental Research.	Rs.	2,50,000/-
2202—General Education	Rs	26,11,50,000/-
2202—General Education	Rs.	32,60,000/-
2235 - Social Security & Welfare.	Rs.	82,00,000/-
2236—Nutrition.	Rs.	60,00,000/-
2204—Sports & Youth Services.	Rs.	3,80,000/-
	Total :	Rs. 156,52,72,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 28 to vote. The question before the House is the Demand No. 28 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Horticulture Department that a sum not exceeding Rs. 18,68,66,000/- be

granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 28 under the following Major Heads :-

2401 — Crop Husbandry	Rs.	9,62,38,000/-
2402 -- Soil & Water Conservation	Rs.	9,06,28,000/-
Total	Rs.	18,68,66,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 27 to vote. The question before the House is the Demand No. 27 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department that a sum not exceeding Rs. 47,15,11,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 27 under the following Major Heads :-

2401 — Crop Husbandry	Rs.	29,02,90,000/-
2408 - Food Storage and Warehousing	Rs.	1,000/-
2415—Agricultural Research and Education	Rs.	5,00,000/-
2435—Other Agricultural Programme.	Rs.	2,96,40,000/-
2552—North Eastern Areas.	Rs.	11,10,000/-
4401—Capital Outlay on crop Industry	Rs.	15,00,00,000/-
Total	Rs.	47,15,41,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 32 to vote. The question before the House is the Demand No, 32 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the TRP & PGP Department that a sum not exceeding Rs. 1,47,90,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 32 under the following Major Heads :-

2406—Forestry & Wildlife	Rs.	1,47,90,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

DISCUSSION ON VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1999—2000

Now, I am putting the Demand No. 29 to vote. The question before the House is the Demand No. 29 moved by the Hon'ble Minister-in charge of the Animal Resource Development Deptt. that a sum not exceeding Rs. 16,99,31,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 29, under the following Major Heads :-

2403—Animal Husbandry	Rs.	15,11,34,000/-
2404—Dairy Development	Rs.	1,86,47,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs.	1,05,000/-
Total	Rs.	16,99,31,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 30 to vote. The question before the House is the Demand No. 30 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department that a sum not exceeding Rs. 23,46,30,000/ be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 30 under the following Major Head :—

2402—Soil & Water Conservation	Rs.	1,61,03,000/-
2406—Forestry & Wild Life	Rs.	19,88,50,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs.	71,55,000/-
4406—Capital Outlay On Forestry and wild life	Rs.	1,00,00,000/-
5465—Investment in General Financial and Trading Institution	Rs.	25,00,000/-
Total	Rs.	23,46,08,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 23 to vote. The question before the House is Demand No. 23 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department that a sum not exceeding of Rs. 54,68,82,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of

Demand No. 23 under the following Major Heads :—

2515—Other Rural Development Programme.	Rs. 37,63,64,000/-
3604 Compensation and Assignment to Local Bodies & Panchayat Raj Institutions.	Rs. 13,56,18,000/-
4515—Capital Outlay on Other Rural Development Department.	Rs. 1,49,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now, I am putting the Demand No. 37 to vote. The question before the House is the Demand No. 37 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour & Employment Deptt. that a sum not exceeding of Rs. 3,26,70,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 37 under the following Major Heads :-

2230—Labour and Employment	Rs. 3,26,70,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 11 to vote. The question before the House is the Demand No. 11 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department that a sum not exceeding Rs. 6,57,73,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 11 under the following Major Heads :-

2401—Taxes On Vehicles	Rs. 36,71,000/-
3055—Road Transport	Rs. 42,17,000/-
3075—Other Transport Service	Rs. 10,85,000/-
5055—Capital Outlay on Road Transport	Rs. 5,68,00,000/-
Total	Rs. 6,57,73,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 26 to vote. The question before the House is the Demand No, [illegible] moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Deptt. that a sum not exceeding Rs. [illegible] be granted towards defraying the charges which will come in course of payment

during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 26 under the following Major Heads :-

2405—Fisheries	Rs. 6,56,96,000/-
2552—North Eastern Areas.	Rs. 75,000/-
Total	Rs. 6,57,71,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No 21 to Vote.

The Question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of Food Civil Supplies that

"A sum not exceeding Rs. 35,71,75,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 21 under the following Major Heads :-

2408 Food Storage and Warehousing.	Rs. 4,02,34,000/-
3456--Civil Supplies.	Rs. 1,91,00,000/-
4408--Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	Rs. 29,78,41,000/-
Total	Rs. 35,71,75,000/-

(The Motion of Demand was passed by voice vote .)

Hon-Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 36 to vote.

The question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Ministe -in-charge of Jails that-

"A sum not exceeding Rs. 4,11,25,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2000 in respect of Demand No. 36 under the following Major Heads :-

2056—Jails	Rs 4,06,07,000/-
4059 Capital Outlay on Public Works.	Rs. 5,18,000/-
Total	Rs. 4,11,25,000/-

(The Motion of Demand was passed by voice vote .)

Now, I am putting the Demand No. 31 to vote.

DISCUSSION ON VOTINGON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1999—2000

The question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of Water Supply & Sanitation and Rural Development Department that

A sum not exceeding of Rs. 47,83,07,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 31 under the following Major Heads :-

2215—Water Supply & Sanitation,	Rs.	33,65,59,000/-
2501—Special Programme for Rural Development.	Rs.	2,83,13,000/-
2505—Rural Employment.	Rs.	3,77,000/-
2515—Other Rural Development Programe.	Rs.	1,76,42 000/-
4215—Capital Outlay on Water Supply and Sanitation.	Rs.	3,20,74,000/-
4216—Capital Outlay on Housing.	Rs	4,50,00,000/-
4515—Capital Outlay on Other Rural Development Programme.	Rs.	98,42,000/-
6216—Loans for Housing.	Rs.	85,00,000/-
Total	Rs.	47,83,07,000/-

(The Motion of Demand was passed by voice vote)

Now, I am Putting the Demand No. 25 to vote.

The Question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge for Village and Small Industries and Printing & Stationaries that

"A sum not exceeding Rs. 5,88,10,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 25 under the following Major Heads :-

2851—Village and Small Industries	Rs.	5,50,"0,000/-
4425—Capital Outlay on Co-operation.	Rs.	5,00,000/-
5465—Investment in General Financial		

and Training Institutions.	Rs.	27,25,000/-
6851—Loans for village and Small Industries.	Rs.	5,24,000/-
Total	Rs.	5,88,19,000/-

(The Motion of Demand was passed by voice vote.)

Now, I am putting the Demand No. 38 to vote.

The Question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge for Stationary & Printings that -

A sum not exceeding Rs. 4,53,89,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No. 38 under the following Major Heads :-

2058—Stationary and Printings	Rs.	4,53,89,000/-
Total :	Rs.	4,53,89,000/-

(The Motion of Demand was passed by voice vote.)

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

মি: স্পীকার :— একটি ঘোষণা। আমাদের এই হাউস সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে রুলস্ ১৪-এ শুধু মোশানস্ রয়েছে তাদেরই এখানে যে প্রাইভেট মেম্বারস্ মোশানস্ এসেছে সেটাকে শুধু মোশানস্ হিসেবেই উল্লেখ করা হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মি: স্পীকার স্যার, এটা কিভাবে হয় ? রুলস্-এ আছে যে সমস্ত এম, এল, এ-জ আদার দ্যান্ মিনিষ্টার্স যদি কোন মোশান মুভ্ করেন তাহলে সেটা প্রাইভেট্ মেম্বারস্ মোশানস্ হবে। আর কোন মিনিষ্টার মোশান মুভ্ করলে সেটা গভার্ণমেন্ট মোশান হিসেবে ট্রিট করা হবে। এটা পার্লামেন্টারী রুলস্ অব্ প্রসিডিউর অ্যাণ্ড কণ্ডাক্ট অব্ বিজনেস্-এ আছে।

মি: স্পীকার :— কিন্তু এটাতো এর আগে হাউসে ডিসিশন নেওয়া হয়েছে এবং তখন আপনারাও তো ছিলেন তখন তো কিছুই বলেননি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ :— মি: স্পীকার স্যার, আমরা যখন নোটিশ দেই তখন কিন্তু আমরা এটা উল্লেখ করিনা যে এটা প্রাইভেট মেম্বারস্ মোশান। আমরা তখন লিখি "I intend to move the motion as follows".

মি: স্পীকার :— ঠিক আছে।

MOTIONS

মি: স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো প্রাইভেট মেম্বারস্ মোশান। আজকের কার্য্যসূচীতে দুইটি প্রাইভেট মেম্বার মোশান আছে। প্রথম মোশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল দাস

মহোদয়। মোশানটি সভায় উৎথাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। মোশানটি উৎথাপনের পর উহার উপর আলোচনা শুরু হবে। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি মোশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— মি: স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমার একটু বলার আছে। এখানে যে আকারে মোশানটি আনা হয়েছে

মি: স্পীকার :— এটা নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, ভুলটা যাতে আগে সংশোধন করা হয়। সে জন্য আমি আপনার নজরে যে বিষয়টি আনতে চেয়েছে সেটাতে আপনি শুনতে পারেন। এখানে লেখা আছে রিসেন্ট ওকারেন্স। এবং ওয়ান ডিফারেন্ট ইস্যু। এটার অনুমোদন দেওয়ার বিষয়টা আপনার উপর।

মি: স্পীকার :— এখানে ওয়ান ইস্যুই রয়েছে।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, এটা ওয়ান ইস্যু।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা ওয়ান ইস্যু। মোশানটা পড়া হলে আপনিও বুঝতে পারবেন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, এটা প্রাইভেট মেম্বার রেজ্‌লিয়েশান হতে পারত। এটা প্রাইভেট মেম্বার রেজ্‌লিয়েশান হিসাবে আনা উচিৎ ছিল।

শ্রীসুধন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার অনুমতিক্রমে আমি আমার মোশানটা উপস্থাপন করছি। আমার মোশানটা হলো :—

"That the people and scholars of India are still in the dark about the mysterious disappearance of NETAJI SUBHASS CHANDRA BOSE during the second world war.

That different statement were made on the floor of Parliament at different times regarding where-abouts of NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE regarding the mysterious disapperrance of NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE after alleged plane crash have not been made abailable to the people and scholars of India.

This House is of the opinion that the report of the death of NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE in an alleged plane crash has been proved byeond doubt, and

that the report of the two commissions of enquiry sel up by the Government of India are not believed by the people and scholars of India.

This House, therefore, through the state Government demands that the Government of India should make necessary arrangements for availabi-

lity of records and documents in and outside India so that the scholars and people could have access to them and also to institute a fresh enquiry commission in order to remove the mostery regarding the wherdouts of 'NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE'

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, এটাতো সভা থেকে মতামত নিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— না, এটা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— এটাতো ভোটা ভোটির প্রশ্ন আছে ?

মিঃ স্পীকার :— না, ভোটাভুটি হবেনা, ভোটাভুটির প্রশ্ন নেই, এটা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— আপনি তো ফরওয়ার্ড ব্লকের মিনিষ্টার। আপনি এখন ফরওয়ার্ড ব্লক না করে যারা নেতাজীকে বলেছে জাপানের কুকুর, যারা নেতাজী মানে না আপনি এখন তাদের সঙ্গে আসছেন। ভাল ভাল আপনি আর, এস, পি, ফরওয়ার্ড ব্লক··· ··· ···।

মিঃ স্পীকার :— দ্বিতীয় মোশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহাশয় যুগ্মভাবে মোশানটি সভায় উথাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। সভায় মোশানটি উৎথাপনের পর আলোচনা আরম্ভ হবে। আমি এখন শ্রীরবীন্দ্র দেবববর্মা এবং শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনাদের মোশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য। আপনাদের সময় হচ্ছে ৩০ মিনিট। এখন আপনারা এবং ট্রেজারী বেঞ্চ সময় ভাগ করে নেবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বেশী কিছু বলব না। বলার অনেক কিছু ছিল।

মিঃ স্পীকার :— যেটা খুব ভাল পয়েন্ট সেটা বলবেন অল্প কথায়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— আপনি এমন সময় অনুমতি দিয়েছেন একেবারে শেষ যখন ভাত খিদা লাগে এমন সময় এলাউ করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘণ্টা বাজছে। ৯৯৯৪ ইং সালে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল তার মেয়াদটও প্রায় শেষ পথে। পঞ্চায়েত আইন অনুপাতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজীব গান্ধীর আমলে যেটা লোকসভায় পাশ করে আইন করা হয়েছে সেটা আপনারা আইন অনুপাতে মেয়াদের ভিতরে নির্বাচন করতে হবে। বামফ্রণ্ট অনেক সময় বাহাবা করে বলেন যে, আমরা নির্বাচন সময়ের ভিতরে করব। এখানে নতুনত্ব বাহাবা করার কিছু নেই। আইনের মধ্যে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নির্বাচন শেষ করতে হবে এখানে আইন করা আছে। এখানে সেটা লক্ষ রেখে এখানে একটা ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলছে। এবং ঐ ভোটার তালিকায় মাধ্যমে এই নির্বাচন হবে এবং পঞ্চায়েতের ওয়ার্ড ভাগ করা হবে, সীমানা নির্দ্ধারণ করা হবে। কিন্তু স্যার, প্রত্যেকবারে দেখা যায় আগে একটা রন কৌশল তৈরী করা হয়, সেই ভোটার তালিকা প্রণয়ন থেকে শুরু করে ওয়ার্ড বণ্টন তারপরে নামের তালিকায় কারচুপি এই সমস্ত করা হয়। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে জেলাপরিষদ তিনটা জেলা এখন হয়ত সংশোধন করে আর একটা হয়েছে ধলাই জেলা এখন মোট চারটা হল। ১৯৯৪ইং সালে করা হয়েছিল ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, তখন তিনটা জেলা

পরিষদ ছিল মোট আসন ছিল ৭০টি এবং পঞ্চায়েত সমিতি মোট ১৬টি এর মধ্যে মোট আসন হচ্ছে ১৯৬টি। ৫২৫টি গাঁও পঞ্চায়েত মোট আসন সংখ্যা হচ্ছে ৫৪২৭টি। এখন এগুলি নিশ্চয় বাড়বে কিছু, ডিলিমিটেশন কিছ জায়গায় মহিলা সংরক্ষণ কিছু জায়গায় এস, সি, এবং এস, টি সংরক্ষণ এগুলির ব্যবস্থা করা। কিন্তু সরকার পদ্ধতিটা কিভাবে করছে? প্রথম ওরা নোটিশ দিয়েছে যে পঞ্চায়েতের সীমানা নির্ধারণ, সমস্ত আপত্তি জানানোর ১৬ তারিখ লাষ্ট ডেট। বিরোধী দল যখন সোচ্চার হল অভিযোগ আনা হল যে, বিভিন্ন জায়গায় এত অল্প সময়ের মধ্যে যেটা নোটিফিকেশন করা। আপনারা নোটিফেকেশন করেছেন খুবই তড়িঘড়ি করে। কিন্তু প্রচুর সময় ছিল আগে নোটিফিকেশন করা যেত। অল্প সময় দিয়ে নোটিফিকেশন করেছে। যাতে কোন আপত্তি জানানো বা প্রচার যাতে না হয়। বিরোধীদের আপত্তির পর সরকার কি করেছেন? হ্যাঁ, পঞ্চায়েত দপ্তর বলেছে আর একটু বাড়ানো হবে। আজকে লাষ্ট ডেট স্যার, কতটুকু করা হল? ২৪ তারিখ আজকে লাষ্ট ডেট। আপনারা নোটিফিকেশন করেছেন ২০.৩.৯৯ইং তারিখে। মাঝখানে মাত্র ৪ দিন সময়। এই চার দিনের মধ্যে সমস্ত আপত্তি জানাতে হবে। এই চার দিনের মধ্যে আপত্তি জানানো কি করে সম্ভব হবে? কি অদ্ভুত রণ কৌশল রিগিং এর। এই মাত্র চার দিনে কি করে সম্ভব হবে? বিভিন্ন গাঁওসভাতে খবর পৌঁছাতেও সময় লাগবে। আপনারা তো এটা পার্টি অফিসে বসে তৈরী করে সই করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের তো সেই সুযোগ নেই। আমি এখানে আপীল করব যে আরো অন্তত যেন ১৫ দিন সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ এই চার দিনে কি করা হাবে? এই নোটিফিকেশানে সমস্ত যে গাঁওসভার দোষত্রুটি উল্লেখ করেছেন তাতে অনেকগুলি আপত্তি দেওয়ার আছে। বিধানসভার সদস্যরা বিধানসভা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তারাতো তাদের এলাকাতে যেতে পারছেন না। স্যার কিভাবে তা হচ্ছে, তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন কল্যাণপুর নূতন ব্লক হয়েছে, তেলিয়ামুড়া ব্লকে হয়েছে। মোহরছড়া গাঁওসভাকে তেলিয়ামুড়া ব্লকে রাখা হয়েছে। সেটাকে কল্যাণপুর ব্লকে রাখার জন্য ৫০০ জন লোক সই করে দিয়ে বলেছে যে, এই মোহরছড়া গাঁওসভাকে যেন কল্যাণপুর ব্লকে রাখা হয়। কিন্তু তা না করে জোর নোটিফিকেশান করে বলে দেওয়া হল যে ২০ তারিখ এটা কল্যাণপুরে না হয়ে তেলিয়ামুড়া ব্লকের আণ্ডারে থাকবে। এই যে ৫০০ জন লোক লিখিত ভাবে পঞ্চায়েত মন্ত্রী, সি, এম সকলের কাছে অভিযোগ করেছে তার কি অর্থ রইল। তার কি মূল্য দেওয়া হল। কল্যাণপুর ব্লকের প্রমোদনগর গাঁওসভা, যেই গাঁওসভাতে এস, টি, মেজরিটি ভোটার, সেটাকে জেনারেল করে দেওয়া হয়েছে। সেই পঞ্চায়েত সমিতি জেনারেলের পরে আছে কমল নগর গাঁওসভা, সেখানে এস, সি, মেজরিটি। কিন্তু সেটাকে করে দেওয়া হয়েছে জেনারেল হিসাবে। আপনারা শুধু মুখেই বলছেন এস, সি, এস, টি,-দের কথা যে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এটা শুধু আপনাদের মুখরোচক বক্তব্য। স্যার, এই ভাবে অনেক তথ্য আমার কাছে আছে, তা দিতে গেলে অনেক সময় লাগবে। এই রকম ভাবে কতটুকু সহ্য করা যায়? সহ্যের একটা সীমা আছে। যেমন একটা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এলাকার

মধ্যে হবে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন। স্যার, আমি এখানে একটা কথা বলছি যেমন, নিউ গোমতি গাঁও সভা সেটা অমরপুর মহকুমায়। সেখানে করবুক একটা ব্লক আছে, সেই করবুক ব্লকের সঙ্গে সেই নিউ গোমতী গাঁও সভার দূরত্ব বেশী হলে ১০ থেকে ২০ কিলোমিটার হবে। আর অমরপুর হচ্ছে নিউ গোমতী গাঁও সভার পরে আছে রামভদ্র গাঁও সভা পরে আছে ভেপাছড়া গাঁও সভার পরে নূতন বাজার গাঁও সভা এই সব গুলি করবুক ব্লকে। সুতরাং সেই অনুযায়ী নিউ গোমতী গাঁও সভা করবুক ব্লকে হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু তা না করে মাঝখান থেকে সেই নিউ গোমতী গাঁও সভাকে তুলে নিয়ে অমরপুর ব্লকের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এর কারণটা কি? এটা কি কাজের জন্য করা হয়েছে? এতে প্রশাসনের কি লাভ হয়েছে? প্রশাসনের ক্ষেত্রে এই রকম করা হয়েছে। এখন একটা নিউ গোমতী গাঁও সভার সাধারণ লোক তার পাশে যে ব্লক আছে সেই ব্লকে যেতে পারবে না। সেখানে তার অধিকার নেই। তাকে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে অমরপুরে আসতে হবে। এই হচ্ছে প্রশাসন। এটা কি মেনে নেওয়া যায়? তা পঞ্চায়েত নির্বাচনের সঙ্গে আমি সরকারের কাছে দাবী জানাব এবং বার বার সেই দাবী জানিয়ে আসছি যে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করার প্রয়োজন। আপনাদের যে বিভিন্ন দুর্নীতি চলছে পঞ্চায়েত গুলোতে অসহনীয়, ভিলেজ কমিটিতে একই ভাবে চলছে লুটপাট। তাই নির্বাচন করা প্রয়োজন। আর দেখা গেছে এখানে বাজেটের ভাষণ ও একমতেই চলছে। তারার মুখে নানান কথা শুরু হয়ে গেছে যে, পঞ্চায়েত নির্বাচন হলে পরে তারা হেরে যাবে। আগে কিভাবে নিয়েছিল পঞ্চায়েতগুলোকে। স্যার, ১৯৯৪ সালের বিভিন্ন পত্রিকা খুললে পাওয়া যাবে। এখানে ১৯৬টি পঞ্চায়েত সমিতির আসনের মধ্যে এবং গাঁও পঞ্চায়েতের ৫২৫টির মোট আসন ৫,৪২৭ টির মধ্যে ১,৭৭৬টি বিনা প্রতিদন্দ্বিতায় জয়ী কেউ প্রতিদন্দ্বিতা করার নেই। সাব্রুম ব্লকে সাদা কাগজ নিয়ে চলে গেছে। বগাফা ব্লকে যেদিন নমিনেশন দিতে যাবে সে দিন দশ বারটা ট্রাক করে কিছু গুণ্ডা, মাস্তান দেখিয়ে বোমা ব্লাষ্ট করে সব বিরোধীদের হটিয়েছে। পত্রিকাতে দিল গণতন্ত্র রক্ষা। এইভাবে তো পঞ্চায়েত নির্বাচন করছেন কিন্তু এইবার ছাড়বে না। আপনাদের মধ্যে আপনারা বুঝে গেছেন। যে আপনাদের ইলেক্টেড্, যেগুলো রয়েছে এদের মধ্যে কত দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, কত দুর্নীতি হয়েছে, পায়ের থেকে শুরু করে মাথার চুল পর্য্যন্ত দুর্নীতিতে ভরে গেছে। এটা আপনারা জানেন না। কারণ ছাওমনুতে ১২টি গাঁও সভার পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে আমরা অভিযোগ করিনি। বি, ডি, ও কে আমরা সাসপেণ্ড করিনি। টাকা খাওয়ার অপরাধে ডম্বুরনগর ব্লকে ভগীরথ পাড়ার গাঁও সভার থেকে চাউল আমরা ধরিনি, পুলিশ ধরেছিল, আপনারা কেস্ করেছেন। আপ-নারাই কলসী ভরে যে জল উপচে পড়ছে এখন তা দেখা যাচ্ছে। স্যার একটি কথা বললে পরিস্কার হয়ে যাবে। মামা ভাগিনার গল্প, শেষ পর্য্যন্ত মামার মাংস ভাগিনা খেয়ে ফেল্‌ল, তখন লেগে গেল ঝগড়া, ঠিক তাদের মধ্যেও একই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর অর্থমন্ত্রীর মধ্যে। গাঁও সভাগুলোতেও এইভাবে চলছে। বরদাস্ত করা হবে না, মিউনিসিপ্যালিটিকে বঞ্চিত করে নটিফায়েড এরিয়াতে তুলনামূলক ভাবে মিউনিসিপ্যালিটিতে টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা কি করে সম্ভব?

এটা কোন মতেই বরদাস্ত করা যাবে না। ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেটা করেছেন সেটা ঠিক ভাবেই করা হয়েছে কিনা ? এবং এটা যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে দুই জন দুই মতের কথা হয়েছে। তাহলে আমরা কার কথা ঠিক বলব ? আমরা বলব মুখ্যমন্ত্রীর কথা ঠিক। আর অর্থমন্ত্রী পদত্যাগ করা উচিৎ। এখানে উনাদের মধ্যে মিল নেই। ঠিক এইরকম প্রতিটি গাঁওসভায় ঝগড়া লেগে গেছে। স্যার জমাতিয়া দেববর্মাদেরকে দেখলেই বলত, দেববর্মারা নাকি পেট ভরে ভাত খেলে পিছন দিকে পেট দেখা যায়, স্যার, আমিও দেববর্মা কিন্তু আমিও ভাত খেয়ে দেখেছি কোন সময় আমার পেট দেখা গেছে কিনা ? স্যার, এইরকম ভাবে আমাদেরকে বেঙ্গ করছে। কিন্তু আপনাদের প্রধান, চেয়ারম্যানদের এবং পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত ইলেক্‌টেড, আন ইলেক্‌টেড সকলেরই পেছনের দিকে পেট দেখা গেছে। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন আর হবে না। এমন ঔষধ, কোরাসিন ইনজেকশন বা টেবলেট পরব. ছয় মাস পেট কমে যাবে। এটা আপনারা টের পেয়ে গেছেন। তার জন্যই এই কারচুপি সময় মত নিচ্ছেন এবং ১৯৯৪ সালের যেভাবে আপনারা পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছেন। সামনে তারই প্রতিচ্ছবি। এবারও করার জন্য আপনারা চেষ্টা চালাচ্ছেন। তার তীব্র বিরোধীতা করছি দাবী জানাচ্ছি সঠিক ভাবে আমার এলাকাকে নির্ধারণ করে ১৫ দিন সময় বাড়ানো হোক। এবং ভিলেজ্‌ কমিটির নির্বাচন ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের সাথে করা করা হোক এই দাবীটা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এত বিস্তারিত যাচ্ছি না, সময় স্বল্প। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন, সেই জন্য আমরা প্রথমেই একটা মোশান এনেছিলাম, এটা আজকে প্রেস করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পঞ্চায়েত মন্ত্রী আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব তারা যেন জিনিষটা খতিয়ে দেখেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সরকার একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছেন, যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৪টা জেলা পরিষদ, ২৩টা পঞ্চায়েতসমিতি এবং ৫৪৫টা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচন হবে। স্যার, গত পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল ৯৪ ইং সনে, ২১-০৮-৯৪ ইং নর্থ ডিস্ট্রিক্ট। ২৪-০৮-৯৪ ইং সাউথ, ২৭-০৮-৯৪ ইং ওয়েষ্ট ডিস্ট্রিক্ট। এবং ১৫-০৯-৯৪ ইং মধ্যে নির্বাচন শেষ করার কথা। সেই নির্বাচন কিভাবে প্রহসনে পরিণত হয়েছে মাননীয় সদস্য বলেছেন। স্যার, অত্যন্ত আশ্চর্য এবারের নির্বাচন গত ১০ তারিখ এবং ১২ তারিখ যারা ত্রিপুরা রাজ্যে ডি. এম-রা নোটিফিকেশান জারী করেছেন এস পার রুলস। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় স্যার, সাউথে এই নির্বাচনকে ১ম নির্বাচন বলে তারা ঘোষণা করেছেন। আমার বক্তব্য ইট্‌ ইজ মোষ্ট অবজেকশানেবল। কারণ স্যার, এখানে পরিস্কার বলা আছে, বলা হয়েছে গত নির্বাচন নোটিফিকেশান দিয়ে বলা হয়েছে ২২ ডিসেম্বর ইলেক্‌শান কমিশন করেছে এবং ২৯শে জুন দ্যা ষ্টেট্‌ ইলেক্‌শান কমিশনার ইন কনসালটেশান উইথ্‌ দ্যা ষ্টেট গভঃ নোটিফাইড দ্যা ফলোয়িং প্রোগ্রাম ফর কনডাক্ট্‌ অব্‌ দ্যা ফার্ষ্ট জেনারেল ইলেক্‌শান টু গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি

এবং জেলা পরিষদ। দিজ্ ইজ এ গেজেট্ নোটিফিকেশান অব্ দ্যা গভঃ আবার বলছে দিজ্ ইলেকশান ইজ দ্যা ফাষ্ট পঞ্চায়েত ইলেকশান। স্যার, পঞ্চায়েত আইনের কোন জায়গায় আছে যে এই নির্বাচন ১ম নির্বাচন? এই একটা এমেণ্ডমেণ্ট ৯৮-এ এখানে এনেছিল স্যার। পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব কি বলেছে নট্ উইথ স্টেণ্ডিং এনিথিং, এটা একের ১৭ টাকে এমেণ্ডমেণ্ড করেছে। ৬ করে একটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। নট্ উইথ স্টেণ্ডিং এনিথিং কনটেইন ইন দিজ একট্ ইফ এনি গ্রাম ইজ ক্রিয়েটেড আফটার এনি জেনারেল ইলেকশান ফলোয়িং এক্সপ্লোশান অব এরিয়া ফ্রম এ লোকাল অথরিটি দ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত ফর সাচ্ নিউলি ক্রিয়েটেড গ্রাম স্যাল বি কনসটিটিউটেড আন্ড ডিরেক্ট ইলেকশনে আণ্ডার দ্যা প্রোভিশান অব দিজ একট্ এণ্ড রুলস ফ্রম দেয়ার আণ্ডার এণ্ড সাচ্ ইলেকশান ইজ নিউলি ক্রিয়েটেড গ্রাম সেল বি টিমড্ টু ফার্স্ট জেনারেল ইলেকশান। যদি কোন পঞ্চায়েত নুতন গঠন হয় সেই নির্বাচনের জন্য সেই পঞ্চায়েতের জন্য ১ম নির্বাচন হবে। আমি করিনি স্যার, এই সোর্স করে দিয়েছে আই এমেণ্ডমেণ্ড ৯৮। রুলস কি বলছে স্যার। এইগুলি আশ্চর্য্য কিভাবে করে স্যার? স্যার রুল কি বলছে এমেণ্ডমেণ্ড রুল আমার নয়, provide that not with standing any increase or decrease of population as the case may be without change of local limit the number of member determined above in the first general election will remain un-changed sir, এটা কি প্রশাসন? আইনের কোন জায়গায় আছে এই নির্বাচনকে ১ম নির্বাচন ঘোষণা করতে হবে? এখানে স্যার নোটিফিকেশান দিয়েছে ১ম নির্বাচন, ডি এম এস ডি এম রা আমার বক্তব্যটা একটা মাত্র উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। স্যার আমি যদি এখানে বলি যদি এই কথা প্রমাণ করতে পারে আরতো ২ দিন আছে স্যার, আমি আর জীবনে আসব না। এটা প্রয়োজন কেন করা হয়েছে? কালাছড়া পঞ্চায়েত কি কোন এরিয়া চেঞ্জ হয় নি, এক্সক্লুশান হয়নি, ইনক্লুশন ও হয়নি। বলছে পপুলেশান বাড়লে ও মেম্বার বাড়ছেনা। কোন কিছু করা যাবে না। হোয়াই ডেলিমেটিস্ ফর দিজ পারপাস ডেলিমেটিশান হবে সেই সব জায়গাতে সেখানে নিউলি ক্রিয়েটেড গ্রাম। নিউলি ক্রিয়েটেড্ পঞ্চায়েত সমিতি নিউলি ক্রিয়েটেড্ জেলা পরিষদ। স্যার আইনটা কি কোন পঞ্চায়েতে যদি নাম্বারিং করতে হয় নর্থ ইষ্ট থেকে আরম্ভ করতে হবে, সাউথ ওয়েষ্টে করতে হবে, সাউথ ওয়েষ্টে করতে হবে, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬। স্যার এই গুলি হাউসে বলা দরকার, সেই জন্য বলছি সিস্টেম টা কি যে নুতন একটা পঞ্চায়েত কোথা থেকে নাম্বারিং করা শুরু হবে নর্থ ইষ্ট থেকে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, শেষ হবে কোথায় দক্ষিণ পশ্চিমে। সেখানে কোন নিয়ম নেই। আমার কথা নয় দক্ষিণ পশ্চিমে শেষ হবে। পঞ্চায়েত সমিতির কি হবে নর্থ ওয়েষ্ট থেকে শুরু হবে, জেলা সমিতি কি হবে। দিজ ইজ এ প্রোভিশান, আমার কথা নয় স্যার, বইয়ের কথা। তার পরে লোকসংখ্যা ঠিক হবে কিভাবে? নোটিফিকেশান দেওয়ার সিষ্টেম সেটা বলেছেন, রবীন্দ্রবাবু আইনের বিধানে সাতদিন ক্লেইমের অবসান। কিন্তু এর আগে কি করতে হবে, এস ডি ও এবং ডি এম অফিস, ডি এম এবং বি

ডিও অফিস কনসার্নিং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস সবগুলিতে নোটিফেকেশন দেওয়ার বিধান রাখতে হবে। যাতে করে সবার অবগতির জন্য প্রভিশন রাখতে হবে। সেখানে দেয়নি স্যার সেখানে কোথাও দেওয়া হয়নি। তারপর বলা আছে সাত দিন পরে অবজেকশন দিতে হবে। এবং সবখানে এই যে রিজার্ভেশন কেন স্যার, এটাকে জেনারেল ইলেকশন বলা হচ্ছে? এটার অর্থ আসলে তারা ভুল করে ফেলেছে, একটা জায়গায় আসলে করেছে ঠিকই রিজার্ভেশন প্রশ্নটা কি? রিজার্ভেশন হল বলছে একটা অ্যামেণ্ডমেন্ট যেটা করছে পঞ্চায়েত মন্ত্রী ডিরেক্টর বলেছে তাহলে কথা বলুন বলেছে। এই অ্যামেণ্ডমেন্ট গত বিধানসভায় যে প্রয়োজন বোধে যেন রোটেশন অব রিগার্ডিং রিজার্ভেশন সেটা যেন চেঞ্জ করতে পারে গর্ভনমেন্টকে পাওয়ার দেওয়া আছে। ইট ইজ ফ্যান ডু এটাকে যদি জেনারেল ইলেকশন বললে সুবিধা কোথায়? সুবিধাটা হল উইম্যান এস, সি. এস. টি তাদের রাইট কাটিং না হয়। একবার সিট রিজার্ভ সিট না হলে ঐ এলাকার উইম্যান এস সি। এস টিদের অধিকার খর্ব হবে। সুতরাং এখানে জনসংখ্যার বাউণ্ডারী সিস্টেম কি? জিউগ্রাফিকেল বাউণ্ডারী প্রাকৃতিক বাউণ্ডারী, নদী, নালা, ছড়া এবং কারোর বাড়ী। স্যার, আমার এখানে নোটিফিকেশন আছে। কোন ওয়ার্ডটা নোটিফিকেশন দেওয়া যেতে পারে যে বাউণ্ডারী ভৌগোলিক সীমানা আইনে আছে। এটা কি ইলেকশন? ইট ইজ এ ফাষ্ট, এটা হওয়া উচিৎ নয় স্যার। জওহরলাল নেহেরু প্রথম ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমি বলতে পারব? আমি কি বলতে পারব মোরারজী দেশাই প্রথম প্রধানমন্ত্রী? মানিক বাবু আজকে চতুর্থ বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী। একবারও কি বলা যাবে শচীন সিং প্রথম মুখ্যমন্ত্রী? স্যার আমার অনুরোধ এখানে সবচেয়ে বড় কথা যেটা এখানে প্রচণ্ড ক্রুটি বিচুতি। আমি সেটাই বলব না। সিট কিভাবে বাড়াবে স্যার, একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে ধরুন ২২৩৫ জন লোকসংখ্যা, সেখানে যদি ৯ জন মেম্বার হয় তাহলে ৯ জন মেম্বার দিয়ে ভাগ করা হবে। ভাগ করে কি বেরোল ২৪৮ জন। এই সিংগেল ২৪৮ জন দিয়ে এখানে ৭২ জন দিয়ে মেম্বার করা হয়েছে সিংগেল মেম্বার। জনসংখ্যা হচ্ছে। স্যার এখানে রিজার্ভেশন করা হয়েছে নাম বলেনি স্যার। প্রণববাবুর বিধানসভা কেন্দ্রে কোন এস সি মহিলাকে রিজার্ভেশন দেওয়া হয়নি। হাউ ইজ্ ইম্ পসিব্‌ল ইন মাই কনষ্টিটিউয়েন্সি মোহিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ইন্ মাই কনষ্টিটিউয়েন্সি কালাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। দেয়ার ইজ্ রিজার্ভেশন ফর এস, সি উইম্যান এটা কিসের পঞ্চায়েত ইলেকশন? এখানেই শুরু। এই ভোটার লিস্টটা হল অন্য ইলেকশনের জন্য দিস্ ভোটার লিস্ট ইজ্ ইম্পরট্যান্ট ফর দিস্ ইলেকশন অলসো। এখানে অ্যামেনডমেণ্ড ইজ্ দেয়ার। এখানে বিধানসভা চলছে এলোমেটিং ইজ্ গোয়িং অন যেটা বলছেন নোটিফিকেশন যদি ২০ হয় হাউস ইজ্ লাস্ট ডেট ২৪ স্যার। দেয়ার ইজ্ ঐ রুল মাস্টার রোল। স্যার এটা কি জনসংখ্যা অনুযায়ী ভাগ করে না, কিছু না। এটা কি আমার বক্তব্য স্যার। প্রথমে অন্য কিছু প্রশ্ন নয় কাদের নাম দিলে সেই দিন থেকে ধরতে হবে লাস্ট ৭ ডেইজ। আমি বলি না ৭ দিনের বেশী দেই। স্যার, এখানে যার যার ব্যাখ্যা দিলে হবে না। রিজার্ভেশনের নিয়ম হল শতকরা ৩ ভাগ এস সি, এস টি, থাকতে হবে সেই অনুযায়ী দিতে হবে জোড় বেজোড় সংখ্যা থাকে এখানে স্যার। আমরা ইতিহাস পড়াশুনা করে এসেছি আমি অনুরোধ করব পঞ্চায়েত নির্বাচনের সিডিউল টাইম জুলাই বা আগষ্ট দেওয়া হোক। ইচ্ছা করলে কালকে করতে পারবেন না স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শেষ করুন, শেষ করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— স্যার. আমার অনুরোধ থাকবে এটাকে সরজমিনে তদন্ত করা হোক। আমার কাছে আরও অনেক পয়েন্ট আছে আমি আর বেশী বলব না। আরও অন্য মাননীয় সদস্যদের বলার

It is a serious matter Women দের এস, এস, টি দের এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের এক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। সুতরাং প্রথমেই সিদ্ধান্ত করে গ্রহণ করা হোক এবারের নির্বাচন দ্বিতীয় নির্বাচন, অথচ নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে This is the first general election' স্যার, আমি এটা কোন মতেই মানতে পারি না। স্যার, যদি প্রত্যাহার না করা হয় আমি আর বিধানসভায় আসব না। আমার ইলেক্শান ফাষ্ট কিভাবে হবে? Notes Government notification 02.01.94 first. How this election is the first election notification is their? আমি আসবনা আপনাদের হাউজে। এটা কি ফাষ্ট নাকি স্যার? আমি অনুরোধ করব এই নির্বাচনের কারণটা কি? প্রথম নির্বাচন বললে ডেলিমিটেশন করা যাবে। আমার মনের মত লোক রিজার্ভেশন করে যাবে মনের মত ডেলিমিনেশন। Delimination can not tell, যেগুলো আনচে গুড, যে পঞ্চায়েতে কোন এড়িয়া মানে, ঢুকে নি সেই পঞ্চায়েতের কেস করার অধিকার নেই সরকারের। আমার অনুরোধ প্রথম নির্বাচন ঘোষণা দেওয়ার জিনিসটা ভুল এবং এটাকে যেমন দ্বিতীয় নির্বাচন করা হয় এবং ফ্রেস, নোটিফিকেশন জারী হোক। তারপরে ২ নাম্বার করলে দেখা যাবে স্যার। আমার অনুরোধ এটার একটা নির্দিষ্ট যে লোক তাড়াতাড়ি কি রাতের অন্ধকারে এবং কোথাও দেওয়া যায়? কোথাও নোটিফিকেশন যায় নি। এখন আমরা অনুরোধ করব। এখানে দেখা যাচ্ছে এক্টস-এর সঙ্গে রুলস্ এর মিল নেই। সেটায় আমি যাব না। একটস কোন জায়গায় আছে এই নির্বাচনকে প্রথম বলা যাবে। বলুন যদি দেখিয়ে দিতে পারেন তাহলে আমি স্যার, সাব্‌মিশান উইথড্রো করব। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী সুবোধ দাস মহোদয়।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে মোশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা এবং শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়গণ। আমি তাদের এই মোশানটির উপর রাজ্য সরকার এবং পঞ্চায়েত দপ্তরের বিভিন্ন অভিযোগও এনেছেন। আমি এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের নির্বাচন ক্ষেত্রের এলাকার সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত যে নির্বাচনী যেটি আছে সেই অনুযায়ী একটি বক্তব্য উপস্থিত করছি। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নির্বাচন ক্ষেত্রের এলাকার সংরক্ষণ সমেত মোট আসন সংখ্যা নির্ধারণ কিছু নিয়মাবলী বিধী অনুসারে চলিত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিজ্ঞপ্তি জারী করেছেন। উক্ত নিয়মাবলীর বিধান অনুসারে এই ব্যাপারে আগ্রহী জনসাধারণের নিকট থেকে আপত্তি ও প্রস্তাব পেশ করার জন্য জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকগণ নির্ধারিত এক সপ্তাহ সময় প্রদান করেন। রাজ্যের গুরুত্ব অনুসারে বিভিন্ন তরফে আবেদনের

পরিপ্রেক্ষিতে এই কাজটি নিখোঁতভাবে সম্পন্ন করতে রাজ্য সরকার আগ্রহী জনসাধারণের সুবিধার্থে আপত্তি ও প্রস্তাব পেশের সময় সীমা ২৪শে মার্চ ১৯৯৯ইং পর্য্যন্ত বর্ধিত করেন। এই ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্তের বিজ্ঞপ্তি উক্ত নিয়মাবলী বিধি অনুসারে প্রকাশ করা হয়। রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকগণ জেলা শাসকগণ, বিজ্ঞপ্তি মূলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সংশোধিত সময় সূচী অনুযায়ী ৩রা এপ্রিল ১৯৯৩ ইং-এর মধ্যে মহকুমা শাসকগণ ও জেলা শাসকগণ প্রয়োজনীয় কাজ সম্পূর্ণ করে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন। মাননীয় সদস্যগণ যে বিষয়টা এখানে উল্লেখ করেছেন যে ফ্রাষ্ট ইলেক্‌শন বলা হচ্ছে এখানে রতনবাবু নিজেই পড়ে শুনিয়েছেন। এলাকা পরিবর্তনের প্রশ্নে তিনি যে যুক্তি এনেছেন সেখানে ৫২৫টা পঞ্চায়েত ছিল। পঞ্চায়েত ছিল, গ্রাম পঞ্চায়েত এটা ৫৪৫টা হয়েছে এবং এ, ডি, সি, এলাকা পুর্নগঠনের জন্য সারা রাজ্যের সর্বত্রই কম বেশী পরিবর্তন হয়েছে। কাজেই এটা কোন বদ উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে মাননীয় সদস্যগণের ভাবা ঠিক নয় বলে আমি মনে করছি। এখানে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্যগণ সহ রাজ্যের সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ জানেন যে, একদিনে সব এলাকার নোটিফিকেশন হয়নি। বিজ্ঞপ্তি জারী হয় নি। গত ১০ই মার্চ দক্ষিণ ত্রিপুরা ও ধলাই জেলায় তিন স্তরেই ডিলিমিজেশ্‌ করেছেন এস, ডি, ও, ডি, এম, ও। এছাড়া ধর্মনগর, খোয়াই ও সোনামুড়া মহকুমা শাসকগণ দুই স্তরে নোটিফিকেশন করেছেন ওই তারিখে। ১২ই মার্চ উত্তর জেলার জেলা শাসক এস, ডি, ও (সদর), এস, ডি, ও (কৈলাসহর), বিশালগড় তারা নোটীফিকেশন করেছেন দুই স্তরে। ১৫ই মার্চ ডি, এম (পঃ) নোটীফিকেশান করেছেন আপত্তি ও প্রস্তাব পেশ করার জন্য সময়-সীমা বৃদ্ধি করেছেন। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য দাবি জানানো হয়েছে। তাছাড়া উত্তর জেলাতে বামফ্রন্ট শরিকদের পক্ষ থেকেও এই দাবি জানানো হয়েছে। এটা আমাদের কাছে এসেছে। কাজেই এখানে কোন হস্তক্ষেপ বা কৌশল অবলম্বন করা হয়নি। তাছাড়া বিজ্ঞপ্তির উপর যদি কোন সংশোধন ডি, এম, এস, ডি, ও প্রকাশ করে ওই তারিখ থেকে আরও ৭ দিন আপত্তি প্রস্তাব পেশ করার সুযোগ থাকবে। কাজেই যথেষ্ট সময় এখানে পেয়েছেন। রাজ্যের জনসাধারণ এটা সবজায়গা থেকে একই দিনে নোটীফিকেশন হয়নি, বিভিন্ন সময়ে হয়েছে। কাজেই এদিক থেকে কোন সময়সীমা বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। কাজেই এই বিষয়ে আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাইনা। বিষয়টা সারা রাজ্যেই যেহেতু পরিবর্তন এবং সীমানাগুলি রদবদল হয়েছে। এই জন্যই এখানে থাকে বাস্টিলেশন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— স্যার, মাননীয় সদস্য কি বলতে পারবেন যে, বাস্টিলেশন কোন জায়গায় আছে? বলছেন যে গ্রামগুলি নুতন হয়েছে সেগুলি উলটপালট করা হয়েছে। দেখা যাক কোন জায়গায় বাস্টিলেশন্‌ বলা যাবে। আপনি বলছেন রোটেশন চেঞ্জ করবেন। রিগার্ডিং রিজার্ভেশন বলুন কোন জায়গায় বলতে পারলে বলুন, আমি তো বলে দিয়েছি। আমরা অযথা হাউসকে বিভ্রান্তি করার জন্য আমার কথা হল বাস্টিলেশন বলা যাবে কোন জায়গায় আছে? তাহলে স্যার প্রহসনের জন্য তো আমার কথা হল বাস্টিলেশন বলা যাবে কোন জায়গায় আছে? তাহলে স্যার প্রহসনের জন্য তো আমরা নয়, দরকার হলে আগামীকালও আলোচনা হোক। এই সব কথা হয় নাকি স্যার? আমাদের কাছে নোটীফিকেশন আছে।

শ্রীবিল্লাল মিঞা :- মাননীয় স্পীকার, স্যার, দিস ইস্যু ইজ ভেরি সিরিয়াস ইস্যু। এটা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না। ভৌগোলিক দিক থেকেও মানা হয়নি। পপুলেশনের দিক থেকেও মানা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, এস, ডি, ও-রা যে নোটিফিকেশন করেছেন তা নোটিফিকেশান বোর্ডে টাঙ্গানো হয়নি। বিরোধীদের দেখার কোন সুযোগ দেননি। আমি গতকাল উদয়পুর থেকে এসেছি। সেখানেও একই অবস্থা। সোনামুড়ার এস, ডি, ও, অফিসে লোকই থাকে না। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, নোটিফিকেশান করা হচ্ছে। এটা ফার্ষ্ট ইলেকশন। কিন্তু স্যার, এটা ফার্ষ্ট ইলেকশান নয়। কাজেই এটা ফার্ষ্ট উইথড্র করতে হবে। আর নুতন করে নোটিফিকেশান করতে হবে। আমরা জনপ্রতিনিধি। জনগণের জন্য কাজ করতে না পারলে এই হাউসে এসে কোন লাভ নেই। অতএব, এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে সুস্পষ্ট জবাব চাই।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে বিস্তারিত তথ্য নেই। উনার পঞ্চায়েত দপ্তর উনাকে মিসগাইড করছে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন। আমি এ বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টি সম্পর্কে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী স্ববিস্তারে বলার চেষ্টা করেছেন। আইনের ব্যাখ্যা সবগুলিই এখানে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এবং সমস্ত বিষয়টা পরিষ্কার হয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তর একক ভাবে এটা করছেন তা নয়। সেটা করতে গিয়ে আমাদের রাজ্য সরকারকে আইনী ভাবে এডভাইস দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা আছে। সবাইকে ইনভলভ্ করেই ব্যাপারটা করা হয়েছে। এই সম্পর্কে আমার সঙ্গে তাঁরা কেউ কথা বলেন নি, এটা বললে ঠিক হবে না। মাননীয় সদস্যরা প্রথমে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিসট্রেটের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং পরে চীফ্ সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলেছেন। তারপর সময় বাড়িয়েছেন। কাজেই অনন্ত কাল ধরে তো সময় বাড়ানো যাবে না? এখানে রতনবাবু রিজার্ভেশনের যে প্রশ্ন তুলেছেন তাতে আমার মনে হয়, ৭ দিনের ডিমারগেশনের বাইরে সম্ভবতঃ তার স্কোপ আছে। কাজেই পরীক্ষা না করে চট করে আমি বলতে পারছি না। আর ফার্স্ট জেনারেল ইলেকশনের ব্যাখ্যা মাননীয় মন্ত্রী বলার চেষ্টা করেছেন। একটা নুতন ডিমারগেশন হয়েছে। আপনার বক্তব্য আমি খুব ধৈর্য্য সহকারে বুঝার চেষ্টা করেছি। আমার বুঝার সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। কিন্তু একটি জিনিস বার বার বললে দু রকম অর্থ চলবে না। কাজেই সেই জায়গায় বলছি, মাননীয় মন্ত্রী বলার চেষ্টা করেছেন। আমরা বার বার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি। পঞ্চায়েত দপ্তর সমস্ত বিষয়টি বিচ্ছিন্নভাবে, একক ভাবে করেছেন তা মনে করার কারণ নেই। আজকে মন্ত্রী যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মধ্যে আইনী যুক্তি আছে। রিজার্ভেশন সম্পর্কিত যে বিষয়গুলি বলেছেন সে

বিষয়গুলি পরীক্ষা করে দেখব এবং ফাক থাকলে নিশ্চয়ই সংশোধন করা হবে। আর ফার্স্ট ইলেকশান কিনা তার ব্যাখ্যা মাননীয় মন্ত্রী খুব সুন্দর ভাবেই উত্তর দিয়েছেন। খুবই যুক্তি সঙ্গত হয়েছে। এ, ডি, সি, থেকে কিছু এসেছে আবার এ, ডি, সি, তে কিছু গেছে। কোন কোন পঞ্চায়েত ভাগ হয়েছে, নূতন জেলা হয়েছে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটাকে একটা জায়গায় এনে দাঁড় করানো হচ্ছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— কোন্ জায়গায় ফার্স্ট ইলেকশান ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— যেগুলি নূতন হয়েছে সেগুলিতে তো ফার্স্ট ইলেকশন হবে। কাজেই পুরোটা ফার্স্ট ইলেকশন দিস নট। কিন্তু ফার্স্ট জেনারেল ইলেকশন তো মাত্র ৫টা নূতনের জন্য। আর বাকী ৫০০টাকে নূতন বলবেন তা হয় না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আমি বলব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খতিয়ে দেখলে ভাল হয়। এবং যদি সংশোধনের প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটা যেন করা হয়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— আমার বক্তব্য হচ্ছে, আইনের মধ্যে রেখেই সংশোধন করতে হবে। সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি হলে আমরা কিছু বলতাম না। রুলিং পার্টি বেনিফিট পায় এটা আমরা জানি। কিন্তু প্রশ্ন হলো একটু আধটু ত্রুটি বিচ্যুতি হলে না হয় ওভার লুক করা যেত। মানিক বাবু এখানে চিৎকার করছেন, কিন্তু নীচে গিয়ে আমাকে বলবেন এটা কিন্তু ঠিক বলেছেন। জওহরবাবু কি একটা বলেছেন গোস্বামী বাবু নীচে গিয়ে বলেছেন এটা কারেক্ট বলেছেন। আমার অনুরোধ এগুলি আপনারা কোর্স করবেন না। আমরা আনেসেসারী কোন কিছুতে জড়িত হয়ে না যাই। আইনকে নিজের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করবেন না। তাহলে এটা হাউসকে এবং ত্রিপুরার জনগনকে প্রচণ্ড ধোঁকা দেওয়া হবে !

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় যেটা বলেছেন সে সম্পর্কে আমি নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করব। আমাদের এডভোকেট জেনারেল আছেন, এল, আর আছেন, সেক্রেটারী আছেন, পঞ্চায়েত দপ্তরে যারা ইলেকশান কনডাক্ট করবেন তাদের সাথে এবং পুরোনো অফিসার যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে ও আমরা আলোচনা করব। কোন জায়গাতে গ্রস মিসটেক হয়েছে কিনা দেখব আজকে যদি বা আমরা করি, আগামী দিনেতো এই ভুলের পথেই আমাদের পা আটকাবে। নিশ্চয়ই আমরা সেটা দেখার চেষ্টা করব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমরা ক্লীয়ার হই নি। তাহলে এখানে আগামীকাল প্রচণ্ড গণ্ডগোল হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্যামাচরণবাবু যে এডভাইস দিয়েছেন সেটাতো উনি গ্রহণ করেছেন। উনি বলেছেন যে এটা দেখবেন। দেখে কি হয় না হয় সবটাই বলবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আজকে লাস্ট ডেট। নোটিফিকেশানেরতো একটা সিষ্টেম আছে।

এখন প্রশ্ন, প্রথম বললে এক ধরনের নাম্বারিং হবে, দ্বিতীয়বার বললে আরেক ধরণের হবে। পরবর্তী অবজেকশান কিভাবে দেব স্যার ?

মিঃ স্পীকার :— এটাতো লাস্টেই দেখতে হবে, এটাকি আগামী দিন দেখার সুযোগ আছে নাকি ? কোন স্কোপ নেই।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— স্যার, এখন যেটা বেরোবে সেটাতো ফাইন্যাল হয়ে বেরোবে ?

মিঃ স্পীকার :— শ্যামাচরণবাবু তো বুঝেই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং এই সাজেশানটাতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং এটা উনি দেখবেন বলেছেন।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই সভা আগামী ২৫ শে মার্চ বৃহস্পতিবার, ১৯৯৯ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—'A'

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No —6

Name of Member :— Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the "Panchayat" Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে ৩৮টি ব্লকে কি প্রয়োজনীয় কর্মচারী দেওয়া হয়েছে, এবং

২) প্রয়োজনীয় কর্মচারী না থাকলে কবে নাগাদ কর্মচারী সংকুলান করা হবে বলে আশা করা যায় ?

১) বর্তমানে ৩৮টি ব্লকের মধ্যে ২৯টি ব্লকে মোটামুটি প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিযুক্ত আছে। যেহেতু নূতন ৯টি ব্লকের প্রসাশনিক ও আর্থিক কাজ পৃথকভাবে এখনও চালু হয়নি, তাই উক্ত ৯টি ব্লকে কর্মচারী নিয়োগের কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি। ব্লকের কাজ চালু করার জন্য যথা শীঘ্র সম্ভব কর্মচারী নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২) বর্তমানে চালু ব্লকগুলিতে কর্মরত বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে থেকে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী দিয়ে এবং নূতন ব্লক গুলির জন্য সৃষ্টি পদ পূরনের মাধ্যমে নূতন ব্লকের কাজ ও প্রয়োজন মেটানোর পদক্ষেপ যথা শীঘ্র নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No —39

Name of Member :—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সীমানা নির্ধারন সংক্রান্ত বিষয়ে যে ১১টি গ্রাম নিয়ে জে. পি. গুপ্তা, কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে যে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন তাতে কোন্ কোন্ গ্রামগুলি জেলা পরিষদ এলাকায় অর্ন্তভুক্ত এবং কোন্ কোন্ অংশ গুলো বাহিরে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে ?

২) উক্ত কমিশনের রিপোর্ট রাজ্য সরকার কবে নাগাদ প্রকাশ করবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সীমানা নির্ধারন সংক্রান্ত বিষয়ে গঠিত জে. পি. গুপ্তা, কমিশনের রিপোর্টটি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২) কমিশনের রিপোর্টটি সম্পর্কে রাজ্য সরকার তথা মাননীয় রাজ্যপাল কর্তৃক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরই তা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত করা হবে।

Admitted Starred Question No — 60

Name of Member :— Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayat Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলির হাতে আরও অধিক ক্ষমতা অর্পন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

২) সত্য হলে কি কি ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ?

৩) সরকারের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ এবং কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সরকারী কর্মী নিয়োগ করার জন্য কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েতগুলির হাতে অনেক ক্ষমতা অর্পণ করেছেন।

২) রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত গুলির হাতে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করেছেন। রাজ্য সরকারের ১২টি দপ্তরের গ্রামীণ কর্মসূচী সুষ্ঠু রূপায়ণের স্বার্থে পঞ্চায়েত গুলির হাতে তদারকীর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

৩) পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে এখনও অভিজ্ঞ এবং কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কোন কর্মচারী নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা যায়নি। তবে কাজ কর্মের কারিগরী বিষয়গুলি গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কারিগরী বিশেষজ্ঞরা তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

Admitted Starred Question No—62,
Name of Member ;- Shri Kajal Ch. Das,
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় বসবাসকারী সংখ্যালঘু তফসীলি জাতি ও অন্যান্য অনুপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য কি ধরনের সুযোগ সুবিধা চালু রয়েছে ? এবং

২) আগামী দিনে জেলা পরিষদ এলাকায় বসবাসকারী সংখ্যালঘু দরিদ্র অংশের তপঃজাতি এবং অন্যান্য অনুপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে কি ধরণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে ?

১) ক) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় বসবাসকারী সংখ্যালঘু তফসীলি জাতি ও অন্যান্য অনুপজাতি সম্প্রদায়ের লোকের উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে সুযোগ সুবিধা চালু রয়েছে, ।

খ) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের কৃষি বিভাগ থেকে কৃষকদের জন্য ভূর্তকীতে পাম্পসেট, পাওয়ার-টিলার রাসায়নিক সার, ঔষধ এবং বিভিন্ন রকম ফলের চারা বিতরণ করা হয় ।

গ) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মৎস্য বিভাগ থেকে :— পুরাতন পুকুর খনন এবং মিনি ব্যারেজ করা হয়, তাছাড়া ও মাছের খাদ্য, রোগ প্রতিষেধক এবং নানা রকম প্রশিক্ষন করানো হয়।

ঘ) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে ছাগল, শূকর বিতরণ এবং বিশেষ পশু পালন প্রকল্পের মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়।

ঙ) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের উপজাতি কল্যান বিভাগের মাধ্যমে বর্তমান আর্থিক বৎসর

থেকে গরীব এবং দরিদ্র এস, সি, এবং অনুপজাতি লোকদের চিকিৎসার জন্য সাহায্য দেওয়ার জন্য প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

২) জেলা পরিষদ এলাকায় বসবাসকারী সংখ্যালঘু দরিদ্র অংশের উপজাতি এবং অন্যান্য অনুপজাতি লোকদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বর্তমান অর্থবৎসরে নূতন কোন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়নি।

Admitted Starred Question No — 71

Name of Member :- Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Panchayat" Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, কমলপুর ব্লক এলাকার নিউ গোমতী গাঁও পঞ্চায়েত (তীর্থমুখ) কে অমরপুর ব্লকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

২) সত্য হলে তার কারণ কি?

উত্তর

১) না। নিউ গোমতী গ্রামটি সৃষ্টি থেকেই অমরপুর ব্লকের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No—85

Name of M.L.A. :-Shri Kajal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। আগরতলা পৌর এলাকাকে Extension করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?, এবং

২। পরিকল্পনা থাকলে ইহার বিস্তৃতি কোন অঞ্চলে কতটুকু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। আগরতলা পৌর এলাকাকে Extension করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ রাজ্য সরকারের নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No— 93

Name of Member :- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Panchayat" Department be pleased to state–

প্রশ্ন

১) বর্তমানে পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতরে কর্মকর্তা (প্রধান) নির্বাচনের ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের কি নীতি চালু আছে ? এবং

২) চালু নীতি পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব দপ্তরের বিবেচনায় আছে কি না ?

উত্তর

১) পঞ্চায়েত, আইন, ১৯৯৩ এর ২০নং ধারায় ৩নং ও ৪নং উপধারা অনুসারে প্রধান সমেত পঞ্চায়েত কর্মকর্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ চালু আছে। এই সংরক্ষিত পদের সংখ্যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার তফসীলি জাতি ও তফসীলি উপজাতিভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। তফসীলিভুক্ত জাতি এবং তফসীলি-ভুক্ত উপজাতির নির্বাচিত সদস্য পাওয়া সাপেক্ষে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে উক্ত অনুপাতে সংরক্ষণ রূপায়িত হয়।

তাছাড়া তফসীলি জাতি ও তফসীলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসন সহ পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা পদের মোট সংখ্যার ন্যূনপক্ষে এক তৃতীয়াংশ আসন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

২) চালু নীতি পরিবর্তনের প্রস্তাব এখন পর্যন্ত দপ্তরের নেই।

Admitted Starreed Question No—96

Name of M L.A. Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) খোয়াই নদীর পূর্ব পাড়ে উঃ ঘিলাতলী, দুর্গাপুর, দঃ দুর্গাপুর, শান্তিনগর এলাকাবাসীর স্বার্থে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের কথা বিবেচনা করা হবে কি ?

২) উঃ চেবরী গ্রাম পঞ্চায়েতে পি এইচ, সি, গৃহ নির্মানের কাজ কবে শুরু হয়েছিল এবং কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২) ১৯৮৯ ইং সনে চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির নির্মান কাজ শুরু হয় এবং বর্তমান আর্থিক বছরে নির্মান কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পূর্ত দপ্তরকে বরাদ্দ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No—98

Name of Member :- Sri Anil Chakma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন	উত্তর
১) বহিঃরাজ্যে পাঠরত উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের মোট কতজনকে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে ?	১) ১৯৮৮-৮৯ ইং অর্থ বৎসরে বহিঃরাজ্যে পাঠরত ১৯৫ জন উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে।
২) একজন ছাত্র অথবা ছাত্রীকে মাসিক কত টাকা দেওয়া হয় ?	২) বহিঃরাজ্যে পাঠরত একজন উপজাতি ছাত্র অথবা ছাত্রীকে প্রতি মাসে দেওয়া স্কলারসীপের হার নিম্নে গ্রুপ অনুসারে দেওয়া হইল :-

বিষয়	বর্তমান ষ্টাইপেণ্ডের হার।	
গ্রুপ—এ	হোষ্টেলার	ডেস্কলার
ডিগ্রী-ইন-ইঞ্জিনীয়ারিং মেডিকেল এগ্রিকালচার ভেটেরিনারী ফিসারী ইত্যাদি,	৪২৫ টাকা	১৯০ টাকা(প্রতি মাসে)
গ্রুপ—বি		
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জি-। টেক্‌নোলজি এম, এস, সি,	২৯০ টাকা	১৯০ টাকা
গ্রুপ—সি		
এম কম এম এ এল এল বি,	২৯০ টাকা	১৯০ টাকা
গ্রুপ ডি		
জেনারেল ডিগ্রী কোর্সের সেকেণ্ডইয়ার ও তার পরবর্তী,	২৩০ টাকা	১২০ টাকা
গ্রুপ—ই		
জেনারেল ডিগ্রী কোর্সের প্রথম বৎসর।	১৫০ টাকা	৯০ টাকা

বনস্থলীতে পাঠরতা প্রত্যেক উপজাতি ছাত্রীর জন্য মোট ১৮,১৭৫ টাকা বৎসরে দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question—103

Name of M.L.A Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে দীর্ঘদিন পূর্বে খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে Operation Theatre বিল্ডিং নির্মিত হলেও ব্লাড ব্যাংকের অভাবে অপারেশনের 'কাজ' শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না।

২) সত্য হলে, খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক স্থাপন করা সম্ভব হবে কিনা?

১) ইহা সত্য যে, যেসমস্ত অপারেশনে রক্তের প্রয়োজন, সেই সমস্ত অপারেশন খোয়াই হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকের অভাবে করা যাচ্ছে না।

২) ব্লাড ব্যাংক স্থাপন করতে ভারত সরকারের National AIDS Control Organisation-এর মঞ্জুরী প্রয়োজন। National AIDS Control Project" এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে খোয়াই ও বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালদ্বয়ের জন্য ব্লাড ব্যাংক স্থাপনের মঞ্জুরী দিতে ভারত সরকারের National AIDS Control Organisation-এর কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

Admitted Starred Question No.—132

Name of Member :- Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Panchayat" Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে পঞ্চায়েত প্রধান ও উপ-প্রধানদের ভাতার পরিমান কত;

২) তাদের ভাতা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা; এবং

৩) পঞ্চায়েত সদস্যদের Sitting allowance দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১) পঞ্চায়েত প্রধানদের ভাতার পরিমান হল মাসিক ৩০০ টাকা এবং উপ-প্রধানদের ভাতার পরিমান হল মাসিক ২০০ টাকা।

২) বর্তমানে তাদের ভাতা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নেই।

৩) বর্তমানে পঞ্চায়েত সদস্যদের Sitting allowance দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

Admitted Starred Question NO.— 134

Name of M.L.A. Shri Dilip Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) গত ১৪-২-৯৯ ইং তারিখে স্থানীয় স্যন্দন পত্রিকায় হাঁপানীয়াস্থিত ডঃ বি,আর, আম্বেদকর মেমোরিয়্যাল হাসপাতালের রোগীদের প্রতি সমাজদ্রোহীদের অশালীন আচরণ সংক্রান্ত যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর এখন পর্য্যন্ত কি ব্যবাস্থ নিয়েছে ?

২) যদি কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে রোগীদের নিরাপত্তা বিধানে বর্তমান ব্যবস্থাকে আরও ঢেলে সাজানো হবে কি না ?

উত্তর

১) এই ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় আমতলী থানাকে ওয়াকিবহাল করা হয়েছে।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No— 137

Name of M.L.A. :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) আগরতলা শহরের আই,জি,এম, এবং জি,বি, পন্থ হাসপাতালে জনস্বার্থে দিবারাত্র P.C.O. বুথ খোলার ব্যবস্থা করতে স্বাস্থ্য দপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন কি না ?

উত্তর

১) জি,বি, পন্থ হাপাতালে একটি P.C.O. আছে যাহা বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে এই P.C.O. টি ২৪ ঘন্টা খোলা রাখার জন্য টেলিফোন দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে এবং এই অনুরোধে সাড়া দিয়ে উনারা হাসপাতালটি পরিদর্শন করে গেছেন। টেলিফোন দপ্তর এব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে বেসরকারীভাবে P.C.O. খোলার চিন্তাধারা আছে।

আই,জি,এম, হাসপাতালেও দিবারাত্র P.C.O. খোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No — 138

Name of Member :- Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) কল্যাণপুর বিধানসভার অন্তর্গত কোন কোন গাঁও পঞ্চায়েতগুলি গত তিনটি বছরের আয়-ব্যায়ের হিসাব রাজ্য সরকারের কাছে জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছে ?

২) এই বিধানসভার অন্তর্গত কোন কোন গাঁও পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ সরকারের গোচরে এসেছে. (পত্র পত্রিকায় উত্থাপিত সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে) ; এবং

৩) বর্তমান অর্থ বছরে পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়ন খাতে বাজেটে কত পরিমান অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ও কত পরিমান তথ্য এখন পর্যন্ত অর্থ দপ্তর মঞ্জুরী দিয়েছে ?

১) কল্যানপুর বিধানসভার অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক রাজ্য সরকারের কাছে আয়-ব্যায়ের হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হওয়া সম্পর্কে কোন তথ্য দপ্তরে এখন পর্যন্ত নেই।

২) কল্যাণপুর বিধানসভার অন্তর্গত পূর্ব কুঞ্জবন গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ সরকারের গোচরে এসেছে।

৩) বর্তমান আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়ন খাতে সংশোধিত বাজেটে মোট বাহার কোটি উনসত্তর লক্ষ আঠার হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং সমপরিমাণ অর্থ, অর্থ দপ্তর থেকে ব্যয় করার জন্য অনুমোদন দিয়েছে।

Admitted Starred Question No—143

Name of M.L.A, Sri Bijoy Kr. Hrangkhwal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

1. How many Hospitals are effectively functioning at present in the State.

2. How many seats are available there,

3. And how many hospitals have facilities of X-ray scaning and other diagnostic facilities ?

ANSWER

1. At present 82 hospitals are effectively functioing.

2. There are 2270 seats available in the above hospitals.

3. Number of hospital having X-ray, scaning (C. T. and Ultra-sonogaphy) and other diagnostic facilities such as Blood, Stool, Urine etc, are given below :—

a)	All facilities available	—	1
b)	Only X-ray, Ultra-sonography and other diagnostic facilities available.	--	8
c)	Only X-ray and other diagnostic facilities available.	—	18
d)	Only other diagnostic facilities available.	—	41

Admitted Starred Question No— 144

Name of M.L.A, :— Shri Dolip Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) হাঁপানীয়াস্থিত ডঃ বি. আর, আম্বেদকর মেমোরিয়্যাল হাসপাতালের জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে যে গাড়িগুলি দেওয়া হয়েছিল তার সংখ্যা কত এবং গাড়িগুলি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

২) দপ্তরের গাড়িগুলিকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে দিবা-রাত্র রেখে দেবার ফলে গাড়িগুলির যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তা সরকার অবগত আছে কিনা এবং তারজন্য দপ্তর কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

৩) বর্তমানে কতগুলি ভাড়াগাড়ী ঐ হাসপাতালে আছে এবং কি কারণে নেওয়া হয়েছে তার বিবরণ ?

উত্তর

১) ৫টি। এরমধ্যে ২টি সচল এবং ৩টি অচল অবস্থায় আছে।

২) হ্যাঁ অবগত আছেন। আগরতলায় বিভিন্ন হাসপাতালের গাড়ীগুলি রাখার জন্য একটি

কেন্দ্রীয় গ্যারেজ নির্মানের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় প্ল্যান ও এষ্টিমেট করা হয়েছে।

৩) ডঃ বি. আর. আম্বেদকর মেমোরিয়াল হাসপাতালে ইমারজেন্সী সার্ভিস ২৪ ঘন্টা সুষ্ঠভাবে কার্যাকরী করার জন্য ২টি গাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No-- 147

Name of M L.A. :— Shri Padma Kumar Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে রতনপুর বাজারে পি. এইচ. সি. স্থাপন করার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ দাবী করা সত্বেও এখন পর্যন্ত উক্ত ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা গ্রহন না করার কারণ কি ?

উত্তর

১) রতনপুর বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের কোন প্রস্তাব দপ্তরের জানা নেই।

Admitted Starred Question No—150

Name of M L.A. :— Shri Padma Kr. Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state —

১) রাজ্যে বর্তমানে কয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীদের জন্য এম্বুলেন্স গাড়ীর ব্যবস্থা নেই ?

২) ইহা কি সত্য যে দীর্ঘদিন ধরে বাইজালবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এম্বুলেন্স গাড়ীর ব্যবস্থা নেই ; এবং

৩) যদি সত্য হয়, তবে ইহার কারণ ?

উত্তর

১) বর্তমানে মোট ৩৯টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গাড়ীর ব্যবস্থা নেই। তবে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের মাননীয় সদস্য কর্তৃক MPLAD স্কীম হইতে দেওয়া তহবিল থেকে নিম্ন লিখিত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য এম্বুলেন্স গাড়ী কেনা হচ্ছে :-

১] বিলোনীয়া হাসপাতাল
২] সোনামুড়া গ্রামীন হাসপাতাল
৩] টাকারজলা গ্রামীন হাসপাতাল
৪] শান্তিরবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
৫] খামুটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
৬] নিহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

৭] কিল্লা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
৮] আঠারবোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
৯] বক্সনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
১০] কাতলামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
১১] মহারানী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
১২] বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
১৩] মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
১৪] আনন্দনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
১৫] মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
১৬] কমলনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
১৬] কাকড়াবন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

২) হ্যাঁ, ইহা সত্য।

৩) বাইজল বাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যে গাড়ীটি দেওয়া হয়েছিল সেইটি মেরামতের অযোগ্য বলে ঘোষণার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। গাড়ীর স্বল্পতার দরুন পরিবর্তে কোন গাড়ী দেওয়া সম্ভব হয় নি।

Admitted Starred Question No — 164

Name of Member :- Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) পঞ্চায়েত দপ্তরে Fixed Pay পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের মধ্যে মোট কতজন শারীরিক বিকলাঙ্গ কর্মচারী আছেন ?

২) ১০০ পয়েন্ট রোস্টার প্রথা অনুসারে তাদেরকে এখন পর্যন্ত নিয়মিত না করার কারণ কি.

৩) উক্ত কর্মচারীদের নিয়মিত করার জন্য সরকার কি ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, এবং,

৪) কবে নাগাদ তাদেরকে রেগুলার করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) পঞ্চায়েত দপ্তরে Fixed Pay হিসাবে কোন পঞ্চায়েত সচিব নাই।

২) যে হেতু Fixed Pay হিসাবে কোন পঞ্চায়েত সচিব নাই, তাই প্রশ্ন আসে না।

৩) প্রশ্ন আসে না।

৪) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No—169

Name of Member – Shri Padma Kr. Deb Brama.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৯৯—২০০০ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কয়টি বিদ্যালয়ে বালিকা হোষ্টেল খোলার পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করেছেন,	১) ১৯৯৯—২০০০ ইং আর্থিক বৎসরে উপজাতি কল্যান দপ্তর থেকে নূতন কোন বালিকা হোষ্টেল করার সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয় নি।
২) খোয়াই মহকুমায় কুমারী মধুতী, রূপশ্রী উচ্চ বিদ্যালয়ে বালিকা হোষ্টেল করার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না,	২) প্রশ্ন উঠে না।
৩) থাকলে কবে নাগাদ তা করা হবে বলে আশা করা যায় ?	৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No—174

Name of M.L.A. :— Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১] অমরপুরের হাসপাতাল, নূতনবাজার হাসপাতাল ও অম্পিনগর হাসপাতালে রোগীদের শয্যা (Seat) সংখ্যা কত ? (পৃথক পৃথক হিসাব)।

২] এ সকল হাসপাতালে রোগীদের স্থান সংকুলান না হওয়ার দরুণ সব সময়েই বেশ কিছু সংখ্যক রোগীকে ঘরের মেঝেতে রাখতে হচ্ছে, তা সরকার অবগত আছেন কি ; এবং

৩] সত্য হলে উক্ত হাসপাতালগুলিতে রোগীদের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকার কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

ANSWER

১] অমরপুরের শয্যা সংখ্যা ৩৫, নূতন বাজারের শয্যা সংখ্যা ২০ এবং অম্পিতে শয্যা সংখ্যা ৩০টি।

২] আছে।

৩] রাজ্যের সব মহকুমা হাসপাতালগুলির শয্যা সংখ্যা ৭০ করার সরকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই

লক্ষ্যে পর্য্যায়ক্রমে মহকুমা হাসপাতালগুলির শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ভারত সরকার প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী গ্রামীন হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৩০। নূতন বাজার গ্রামীন হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা আরও ১০টি বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No—176

Name of M.L.A :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of tqe Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১] কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতাল সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২] থাকলে কবে পর্য্যন্ত তা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

৩] না থাকলে কারণ ; এবং

৪] ঐ মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক সংখ্যা বাড়ানো হবে কি না ?

ANSWER

১] মুখ্যমন্ত্রীর "25 Points Tribal Development Package" এর অধীনে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শয্যা করার পরিকল্পনা আছে।

২] ২০০০ সালের মধ্যে নির্মান কার্য্য সম্পন্ন করার লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে।

৩] প্রশ্ন আসে না।

৪] চিকিৎসক সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No— 183

Name of the Member :— Shri Dilip Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Administrative Reforms Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১) রাজ্য সরকারের কোন্ কোন্ দপ্তরে 'পাবলিক রিলেশন কাম গ্রিভেনসেস্ সেল' খোলা হয়েছে ? ২) উক্ত দপ্তর গুলিতে জনগন কোন ঠিকানায় যোগাযোগ করবে ?	১নং এবং ২নং এখন পর্যন্ত যে সমস্ত দপ্তরে 'পাবলিক রিলেশন কাম গ্রিভেনসেস্ সেল' খোলা হয়েছে তাহার যোগাযোগের ঠিকানা সহ একটি তালিকা এই সঙ্গে দেওয়া হইল।

৩) জনস্বার্থে প্রতিটি জেলাস্তরে উক্ত 'সেল' খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি? এবং থাকলে কবে নাগাদ খোলা হবে বলে আশা করা যায়?

৪) যে সমস্ত দপ্তরে উল্লেখিত 'সেল' এখন ও খোলা হয় নাই সেই সমস্ত দপ্তরে জনস্বার্থে 'সেল' খোলার জন্য কি ধরণের প্রচেষ্টা চলছে?

৩ নং এবং ৪নং

হ্যাঁ আছে এবং ইতিমধ্যে কিছু জেলায় উক্ত 'সেল' গঠণ করা হয়েছে। এবং যেখানে এখনও উক্ত সেল বিভিন্ন অসুবিধার কারণে খোলা হয় নাই সেখানেও অবিলম্বে 'সেল' খোলার জন্য প্রচেষ্টা চলছে।

Reply received from the following Deptts.

Sl. No.	Name of Departments.	Address
1	2	3
1.	Director General of Police, Agartala.	Assistant Inspector of Police, IGP. (ORS) Police Head Quarter, Agartala.
2.	Planning & Co-ordination Department, Agartala.	Shri Kajal Baran Deb, Research Officer, Evaluation Organisation, Paradise Chowmuhani, Agartala.
3.	Director, Food & Civil Supply Department.	The Controller of Stores & Distribution, Directorate of Food, Agt.
4.	Director, Handloom & Handicrafts Department.	Shri Harendra Bhawmik, Dy. Director, (Weaving) O/O, the Handicrafts & Sericulture, Agartala.
5.	Supdt. of Police, (South)	Office of the supdt. of Police, South Udaipur.
6.	Director, Animal Resource Development Deptt.	Director, Animal Resource Dev. Office, Pandit Nehru Complex.
7.	Director of Scheduled Caste Welfare Department.	Sri Shishir Ch. Das, Addl. Director SC & OBC Welfare,, Gurkhabasri.
8.	Director, Land Records & Settlement, Agartala.	Dy. Director of Surv y & Land Records, Agartala.
9.	District Magistrate & Collector (Dhalai)	Sub-Divisional Officer, Office, Gandacherra. Dhalai.
10.	Controller, Weight & Measures Deptt. Agartala,	O/O, the Asstt, Controller Weight & Measures, Agartala,

1	2	3
11.	District Registrar (West) Agartala.	O/O, the Sub-Registrar, Sadar.
12.	The Commissioner of Excise. Agartala.	O/O, Joint Commissioner of Taxes, Agartala.
13.	Director of Civil Defence,	Shri B.B. Deb, Dist. Sub-Registrar, Attached to the D. M. (W).
14.	Directorate of Youth Affairs & Sports,	O/O, Director of Youth Affairs & Sports, Ramnagar, Agartala,
15.	Directorate of Information Cultural Affairs & Tourism.	Branch Officer, General Section, Information Cultural Affairs & Tourism, Directorate, Agartala.
16.	Registrar of Co-operative Societies, Agartala.	O/O, the Addl. Registrar of Co-operative, Tripura, Agartala,
17.	Directorate of Social Welfare & Social Education,	O/O, Director of Social Welfare & Social Education, Agartala.
18.	Directorate of Higher Education Department.	Shri J. N Das Officer on Special Duty, Grivances & Redressal Officer, Higher Education, Agt.
19.	Director of Fire Service, Agartala.	Division Fire Officer (Dist.) Public Distribution and Grievances Cell & the Office of Fire station of Public distribution and grievances Cell of the Jurisdiction. Head of Office and Directorate of Fire Service, Agartala.
20.	Director, Factories and Boilers Organisation, Gurkhabasti, Agartala.	Er. S. Das Inspector of Factories (H. O.) Factories and Boilers Organisation, Gurkhabasti, Agartala.
21.	Director of Animal Resource Development Department, Agartala.	Joint Director, Animal Resource Development Deptt, Agartola.

1	2	3
22. Directorate of Fisheries, Agartala.		O/O, Joint Director of Fisheries, College Tilla, Agartala.

Admitted Starred Question No :- 198

Name of Member :- Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Printing & Stationery Department be pleased to reply :-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, এই বছর ডায়েরী ছাড়াও দুই প্রকার ওয়াল ক্যালেণ্ডার এবং এক প্রকার ডেস্ক ক্যালেণ্ডার ছাপানো হয়েছে ?

২) সত্য হলে ওয়াল ক্যালেণ্ডার ও ডেস্ক ক্যালেণ্ডার বিধানসভার সদস্যদের না দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) ইহা সত্য। দুই প্রকার ওয়াল ক্যালেণ্ডার ছাপানো হয়েছে। তবে কোন প্রকার ডেস্ক ক্যালেণ্ডার ছাপানো হয় নাই।

২) দুই দফায় মোট ২৭৫০ কপি ওয়াল ক্যালেণ্ডার ছাপানো হয়েছে। বিধানসভা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন সরবরাহের আদেশপত্র না পাওয়াতে মাননীয় সদস্যদেরকে সরবরাহ করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No, 221

Name of Member— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of A.R Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ভারত সরকার অনুসৃত প্রতি দপ্তরে নির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠনের পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

২) পরিকল্পনা থাকলে কবে নাগাদ উক্ত কমিটি গঠন করা হবে বলে আশা করা যায় ? এবং

৩) না থাকলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১) বর্তমানে রাজ্য সরকারের এমন কোন কমিটি গঠন করার পরিকল্পনা নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) রাজ্য সরকার এখন পর্য্যন্ত বিষয়টি বিবেচনা করে নাই।

Admitted Starred Question No—239

Name of M.L.A.— Smt. Sandhya Rani Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

১) ত্রিপুরার প্রত্যন্ত উপজাতি এলাকার প্রাইমারী হেলথ, সেন্টারগুলোর আপ গ্রেডেশান-এর পরিকল্পনা আছে কি।

২) যদি থাকে তবে কোন কোন সেন্টার করা হবে তার বিবরণ।

৩) আর যদি না থাকে তার কারণ ?

ANSWER

১) আছে।

৩) ধলাই জেলার কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীন হাসপাতালে উন্নত করার পরিকল্পনা আছে।

৩) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No—258

Name of Member :- Smti. Baijayanti Koloi.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Cooperation" Department be pleased to state –

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, জম্পুইজলা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক নিয়মিত খোলা থাকে না;

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তার কারণ কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা স্টেট কো: অপারেটিভ ব্যাঙ্কের জম্পুইজলা ব্রাঞ্চের কাজ কর্ম প্রতি সপ্তাহের ৩ (তিন) দিন চালু আছে। যথা :— সোমবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার।

২) জম্পুইজলা ব্রাঞ্চ এলাকার ব্যাঙ্কের বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পে আমানতের পরিমাণের স্বল্পতা ও আনুসাঙ্গিক ব্যাঙ্কিং কাজ কর্মের অপ্রতুলতা হেতু কর্তৃপক্ষ সপ্তাহের উক্ত ৩(তিন) দিন কাজ কর্ম চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

Admitted Starred Question No—263,

Name of Member :- Shri Gita Mohan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Trible Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) জোলাই বাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য, নিবাস (হোষ্টেল) বাস করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না, এবং

১) যদি থাকে, কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) জোলাই বাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উপজাতি ছাত্র। ছাত্রীদের জন্য হোষ্টেল তৈরী করার কোন পরিকল্পনা উপজাতি কল্যান দপ্তরের আপাততঃ নেই।

১) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No— 273

Name of Member :- Shri Pranab Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১] ইহা কি সত্য আগরতলা কৃষ্ণনগর এলাকায় উপজাতি ছাত্রীদের জন্য একটি নুতন হোষ্টেল নির্মানের জন্য উপজাতি কল্যান দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

২] যদি সত্য হয়, তবে কবে নাগাদ নির্মান কাজ শুরু করা যাবে আশা করা যায় ?

উত্তর

১] হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২] অতি শীঘ্রই, উক্ত ছাত্রী বাস নির্মানের কাজ শুরু করার ইচ্ছে আমাদের রয়েছে। ছাত্রীবাসটি নির্মানের জন্য প্রথম দফায় ৩৭ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট জায়গাটি নিয়ে কিছু সমস্যা থাকায় কাজ শুরু করতে বিলম্ব হচ্ছে।

Admitted Starred Question No—275

Name of Member :- Shri Pranab Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১] ইহা কি সত্য, গত ৯৭-৯৮ ইং আর্থিক বৎসরে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে উপজাতি,

কল্যান দপ্তর রাজ্যে কিছু বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী বাস নির্মান করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহন করে ছিলেন ?

২] যদি হয়ে থাকে, তাহলে চাঁদপুর হাইস্কুলে ছাত্রীদের জন্য নূতন হোষ্টেল তৈরী করার জন্য কোন সিদ্ধান্ত ছিল কিনা ?

উত্তর

১] হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২] ১৯৯৭-৯৮ ইং আর্থিক বৎসরে চাঁদপুরে কোন উপজাতি ছাত্রীবাস নির্মানের পরিকল্পনা ছিল না। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে বর্তমান আর্থিক বৎসরে চাঁদপুর হাইস্কুলের (চাচুবাজার নিকটবর্তী) ছাত্রীদের জন্য ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি ছাত্রীবাস তৈরীর পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে ।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un Starred Question No— 4

Name of M. L, A.— Shri Jawhar Shaha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.

১) ১৯৯৫—৯৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত (১৫ই ফেব্রুয়ারী '৯৯) পর্যন্ত আগরতলা, জি, বি, আই, জি, এম, ক্যান্সার এবং আম্বেদকর হাসপাতালগুলিতে রোগীদের চিকিৎসার জন্য ঔষধ বাবদ গড়ে মাথা পিছু কত টাকা খরচ হয়েছে, [ভর্তি হওয়া রোগী] [হাসপাতাল ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব] ।

২) উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যের মহকুমা ও জেলা হাসপাতালগুলিতে রোগীদের জন্য ঔষধ বাবদ গড়ে মাথাপিছু কত টাকা করে খরচ করা হয়েছে ? [শুধু মাত্র হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের জন্য] ।

A N S W E R

১) ১৯৯৩—৯৪ সাল থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ৯৯ইং পর্যন্ত জি বি , আই. জি এম , ক্যান্সার ও ডঃ বি, আর, আম্বেদকর মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের চিকিৎসার জন্য ঔষধ বাবদ গড় মাথাপিছু খরচের হিসাব নিম্নরূপ— [টাকার অংকে]

বৎসর	জি, বি, হাসপাতাল	আই, জি, এম,	ক্যান্সার হাসপাতাল	আম্বেদকর হাসপাতাল
১	২	৩	৪	৫
১৯৯৩—৯৪	১৩৫.০০	১৩.৬৬	৬১ ০০	— — —
১৯৯৪—৯৫	১৫০.১২	১৩.৮৯	১০৭.০০	— — —
১৯৯৫—৯৬	২৫৬.৭৩	১৪.২২	৪২৯.০০	৯ .০০

১	২	৩	৪	৫
১৯৯৬—৯৭	২২৬ ৩৪	১৮.০৮	২৩৫.০০	১০৩.০০
১৯৯৭—৯৮	১০২.২০	১৯.৪২	১৮২.০০	৭৭.০০
১৯৯৮—৯৯	১১০.৭০	১৭.৮৩	৪০৪.০০	৮৩.০০

[ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত]

২) উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যের মহকুমা ও জেলা হাসপাতালগুলিতে ভর্তি হওয়া রোগীদের চিকিৎসার জন্য ঔষধ বাবদ মাথাপিছু গড় খরচের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

[টাকার অংকে]

হাসপাতালের নাম	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪ ৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯ [ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত]
জেলা হাসপাতাল						
ত্রিপুরা সুন্দরী হাসপাতাল, উদয়পুর	১০৮,৯৫	১০৫,৯৪	১০৩,১২	১২০,৯৯	১১৭,৯১	১১৪,৯৯
আর. জি. এম, হাসপাতাল, কৈলাশহর	১৬৭,৬০	১৬৩,০০	১৫৮,৬০	১৮৬,১০	১৮১,৪০	১৭৬,৯০
মহকুমা হাসপাতাল						
বিশালগড়	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	৬২৪,৫৮
মেলাঘর	২২৪,৩২	২১৮,১৯	২১২,২৭	২৪৯,১২	২৪২,৭২	২৩৬,৭৪
খোয়াই	১৪৩,৬৪	১৩৩,৬৮	১৩৫,৯৩	১৫৯,৪৮	১৫৫,৪৭	১৫১,৬০
অমরপুর	২৪৮,০৫	২৪১,২৭	২৩৪,৯৭	২৭৫,৪৮	২৬৮,৫১	২৬১,৭৮
বিলোনীয়া	১৬৩,৭৩	১৬৫,০০	১৬০,৬০	১৮৮,৪৬	১৮৩ ৬৮	১৭৯,১৪
সাব্রুম	৩২৯,৬২	৩২০,৪০	৩১২,০০	৩৬৬,০০	৩৫৬,৮৩	৩৪৭,৯৪
ধর্মনগর	২০০,৫৮	১৯৫,১১	১৮৯,১৪	২২১,৭২	২১৭,১১	২১১,৬৮
কাঞ্চনপুর	— — —	— — —	— — —	৪১৫,২৮	৪০৪,৮৫	৩৯৪,১৭
কমলপুর	২৭৩,৩৮	২৬৬,৮৪	২৫৮,৭৩	৩১৭,১৯	২৯৫,৮৫	২৮৮,৫২
গণ্ডাছড়া	২৭০,২৭	[illegible]	২৫৫,[illegible]	[illegible]	২৫৯ ৯৬	২৫৩,৮১
লংতরাইভ্যালী	— — —	— — —	— — —	১৫০,১৫	১৪৬,৩৪	১৪২,৪৮

Admitted Un-Starred Question No—5

Name of M. L. A. — 1] Shri Jawhar Shaha.
2] Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state —

১) রাজ্যে বর্তমানে কতটি পি, এইচ, সি, এবং ডিসপেনসারী আছে ?

২) বর্তমানে কতটি পি, এইচ, সি, এবং ডিসপেনসারী বন্ধ আছে তার সংখ্যা [১৫-২-৯৯ তারিখ পর্যন্ত' মহকুমা ভিত্তিক হিসাব]।

৩) নূতন পি, এইচ, সি, চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এবং থাকলে কোথায় কোথায় চালু করা হবে তার বিবরণ ।

৪) খোয়াই মহকুমার দুর্গাপুর, রতনপুর এবং আশারামবাড়ী এলাকায় নূতন পি, এইচ, সি, খোলার কথা সরকার বিবেচনা করবেন কি না ?

ANSWER

১) রাজ্যে বর্তমানে ৫৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৫৩৬টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।

২) বর্তমানে ১টি পি, এইচ, সি, এবং ৩০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ আছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হইল :—

মহকুমার নাম	পি. এইচ, সি,	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র
গণ্ডাছড়া	—	৪
লংতরাইভ্যালী	—	১১
ধর্মনগর	—	১
কাঞ্চনপুর	—	১
সদর	১	৩
খোয়াই	—	১
উদয়পুর	—	১
বিলোনীয়া	—	১
অমরপুর	—	৪
বিশালগড়	—	৩

৩) হ্যাঁ আছে। যথা—দয়ারামবাড়ী, ছেবরী ও কাঞ্চনমালা।

৪) রতনপুর, দুর্গাপুর ও আশারামবাড়ীতে নূতন পি, এইচ, সি, খোলার বিষয় বর্তমানে বিবেচনায় নেই।

Admitted Un-starred Question No— 7

Name of Member— Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the 'Panchayat' Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাজ্যে মোট কয়টি গাঁও পঞ্চায়েত আছে ?

২) আরও গাঁও পঞ্চায়েতের সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, এবং

৩) থাকলে কোন মহকুমায় কয়টি গাঁও পঞ্চায়েত বাড়ানো হবে ? [ব্লক ভিত্তিক হিসাব]।

উত্তর

১) বর্তমানে রাজ্যে মোট ৫৩০টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। তবে ইদানীং কালে আরো ৯টি নতুন গ্রাম বাড়ানো হয়েছে।

২) না, আপাততঃ নেই।

৩) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No—63

Name of Member— Shri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য রাজ্য সরকার উপজাতি কল্যানে ২৫ দফা কর্মসূচী গ্রহন করেছেন ?

২) সত্য হলে বিস্তৃত বিবরণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য।

রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৯৯ইং এই কর্মসূচীর কথা ঘোষনা করেছেন।

২) বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ—

I শিক্ষা

১। ক) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার ৫০০টি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়, যেগুলোর বর্তমানে পাকা ঘর নেই; সেগুলোকে ২০০২ সালের মধ্যে পাকা ঘর করে দেওয়া হবে।

খ) তাছাড়া স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের যে ২৪৪টি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বর্তমানে কেবলমাত্র একজন শিক্ষক আছেন সেগুলোতে ১৯৯৯ সনের ডিসেম্বরের মধ্যে অন্ততঃ আর একজন শিক্ষক দেওয়া হবে।

২) খুমুলোং, আমবাসা, কুমারঘাট, কাঞ্চনপুর, বীরচন্দ্র মনু এবং করবুক, রাজ্যের এই ছয়টি জায়গায় ২০০৩ সালের মধ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণীযুক্ত ছয়টি আবাসীয় বিদ্যালয় শুধু

মাত্র উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য স্থাপিত হবে। এই আবাসীয় বিদ্যালয়গুলি উচ্চ মানের হবে এবং এগুলো উপজাতি কল্যান বিভাগের অধীনস্থ একটি স্ব-শাসিত সংস্থা 'ত্রিপুরা উপজাতি কল্যান আবাসীয় বিদ্যালয় সমিতির' দ্বারা পরিচালিত হবে।

৩) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় দুটি এবং অন্যত্র প্রতি জেলায় একটি করে মোট পাঁচটি বিদ্যালয়ে, যেগুলোর উপযুক্ত সংখ্যক উপজাতি ছাত্র ছাত্রী আছে এবং হোষ্টেলের সুযোগ আছে সেগুলোকে উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের খেলাধুলা ও শারীরিক সক্ষমতার উন্নয়নের জন্য 'উৎকর্ষ কেন্দ্র' হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৪) ক) ডিগ্রী কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতি জেলায় কমপক্ষে একটি করে হোষ্টেল আগরতলা, উদয়পুর, কমলপুর ও ধর্মনগরে ডিসেম্বর ২০০০ সালের মধ্যে স্থাপন করা হবে।

খ) অধিকন্তু মহিলা ছাত্রীদের জন্য আগরতলায় একটি হোষ্টেল স্থাপন করা হবে।

৫) উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ধর্মনগর (উত্তর ত্রিপুরা), বিশ্রামগঞ্জ (পশ্চিম ত্রিপুরা) উদয়পুর (দক্ষিণ ত্রিপুরা) এবং ধলাই (ধলাই)তে, প্রতি জেলায় একটি করে বৃত্তীয় প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র ডিসেম্বর, ১৯৯৯ হতে চালু করা হবে। তুলা শিখর, গন্ডাছড়া এবং মাণিকপুরে আরও তিনটি বৃত্তীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় এই কেন্দ্রগুলোর প্রতিটি কেন্দ্রে ৫০ জন যুবক যুবতীদিগকে গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তীয় পেশায় নিয়োগ যোগ্য বৃত্তি সমূহে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৬] ক] মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ১০০ জন ছাত্র ছাত্রীকে শিক্ষা প্রদানের ক্ষমতাযুক্ত বিশেষ শিক্ষাপ্রদান কেন্দ্র প্রতিটি জেলায় একটি করে স্থাপন করা হবে।

খ] অধিকন্তু, মেধাবী উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের দ্বাদশ শ্রেণীর এবং সংযুক্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার জন্য প্রতিটি জেলায় একটি করে পাঠচক্র স্থাপন করা হবে। 'বিশেষ শিক্ষা প্রদান কেন্দ্র' এবং 'পাঠচক্র' উভয়ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সনের মধ্যেই স্থাপন করা হবে।

গ] তাছাড়া, ১৯৯৯ হতে সংযুক্ত প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রত্যন্ত বিদ্যালয় সমূহের ১০০ জন ছাত্র ছাত্রীকে প্রতি বৎসর আগরতলায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৭] ইউ, পি, এস, সির দ্বারা পরিচালিত সিভিল (আই, এ, এস, : আই, পি, এস, ইত্যাদি) পরীক্ষায় বসার জন্য ভারত সরকারের সহায়তায় কমপক্ষে ২৫ জন মেধাবী উপজাতি ছাত্র ছাত্রীকে রাজ্যের বাইরে শিক্ষা প্রদানের জন্য পাঠানো হবে।

II আর্থিক উন্নতি

৮] রাজ্যের সর্বাপেক্ষা অনুন্নত ২৫টি উপজাতি এলাকার ব্যাপক উন্নয়নের জন্য সম্পূর্ণ এলাকা নির্ভর কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

৯] এ, ডি, সি, রাবার বোর্ড, কফি বোর্ড এবং টি বোর্ডের সহযোগে রাজ্য সরকার [illegible]

সালের মধ্যে ৫০০০ হেক্টর রাবার, ৫০০ হেক্টর কফি এবং ১৫০০ হেক্টর চা বাগান করবে। তাতে কমপক্ষে যথাক্রমে ৫০০০,৫০০ ও ১৫০০ পরিবার উপকৃত হবে।

১০] পরবর্তী চার বৎসরের মধ্যে উপজাতি এলাকায় ক্ষুদ্র সেচ কর্ম পরিকল্পনার কমপক্ষে ৫০ পারসেন্ট গ্রহণ করা হবে। পরবর্তী চার বৎসরে ক্ষুদ্র সেচ কর্ম-পরিকল্পনায় পিক্‌আপ, ওয়ার্‌স, ভূমিজ জার, সি, সি, বাঁধ প্রভৃতির মাধ্যমে উপজাতি এলাকায় কমপক্ষে ৪০০০ হেক্টর ভূমিকে জল সেচক্ষম করে তোলা হবে।

১১] পরবর্তী চার বৎসরে কমপক্ষে ২০০০ উপজাতি যুবক-যুবতীকে স্ব-নিযুক্তি কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে।

১২] যে ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যাবে, উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত রাজ্য সরকারের সেই সমস্ত শূন্যপদগুলো ২০০২ সালের মধ্যে পূর্ণ করা হবে।

১৩] উপজাতি মহিলাদেরকে আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের জন্য ২০০২ সালের মধ্যে সর্বনিম্ন ১০০০ উপজাতি মহিলাদের নিয়ে একটি মিতব্যয়িতা এবং ঋণদান বর্গ (Thrift and Credit Group) রাজ্যে গঠন করা হবে।

১৪) উপরোক্ত সমস্ত কর্ম-পরিকল্পনা গুলোতেই জুমিয়া পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

III সুসংহত স্থায়ী ভিত্তির উন্নয়ন (Infrastructure Development).

১৫) ২০০১ সালের মধ্যে প্রতিটি উপজাতি পাড়াতে একটি নিরাপদ পানীয় জলের উৎসের ব্যবস্থা করা হবে।

১৬) সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপজাতীয় বাজারগুলো, যেগুলো বর্তমানে রাস্তা দ্বারা যুক্ত নয়, সেগুলোকে ২০০২ সালের মধ্যে সুন্দর আবহাওয়ার রাস্তা দ্বারা যুক্ত করা হবে। বিশেষ ভাবে নিম্নলিখিত ২৭টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও পুলগুলো, যেগুলো রাজ্যের সর্বাপেক্ষা পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলোকে যুক্ত করেছে, সেগুলোকে ২০০২ সালের মধ্যে সম্পূর্ন করা হবে।

১] ইউ, এস, রাস্তা হতে বাঘমারা পর্যান্ত ভায়া তৈয়সামা,

২] সিন্দুপাথার হতে বৈষ্ণবপুর—কাঁঠালছড়ি—সোনাইছড়ি,

৩] কাঁঠালীয়া—মানাইপাথর—বড় পাথারী রাস্তা,

৪] অমরেন্দ্রনগর—প্রমোদনগর—ইটবাড়ী,

৫] চড়িলাম—রামনগর—ছল ও নারায়ন রাস্তা,

৬] মোহনপুর—বড়কাঁঠাল—সোনাই রাস্তা পাগলাবাড়ী—কল্যানপুর।

৭] চাচু—পাটনী—মান্দাই—জিরানীয়া,

৮] বেহালাবাড়ী—মানিক ভাণ্ডার,

৯] বাচাইবাড়ী—গোপালনগর,

১০] ধুমাছড়া—কাইরাম—বাবুকুমার—জওহরনগর,

১১] ছাওমনু—মানিকপুর,

১২] ছৈলেংটা—লালডেঙ্গাবাড়ী রাস্তা,

১৩] আমবাসা—বগাফা,

১৪] অম্পি—দাঙ্গাবাড়ী,

১৫] গণ্ডাছড়া—রইস্যাবাড়ী,

১৬] ছাওমনু—শিকারীবাড়ী,

১৭] ভাংমুন—সিমলুং,

১৮] কম্পুই—খানট্রাং,

১৯] আনন্দবাজার—ভাণ্ডারীমা,

২০] শেরমুন টিলার রাস্তা,

২১] ছাওমনু—গোবিন্দবাড়ী,

২২] কোযাইফাং—আইলমারা—বাগমারা—বংকুল,

২৩] দেবীপুর—কাঁঠালীয়া—কৃল্পমা,

২৪] কাঁঠালীয়া—থালবাড়ী—তৈয়বান্দাল—কাকড়াবন,

২৫] মহারানী তুলাশিখর—ভায়া—চাম্পাহাওর—খোয়াই—বাচাইবাড়ী,

২৬] কাঞ্চনপুর—সাখান শেরমুন—ভায়া—চণ্ডীপুর—দশমনিপাড়া—সাইকার,

২৭] লালডেঙ্গাবাড়ী—সাখান শেরমুন।

১৭] ক) ২০০২ সালের মধ্যেই রাজ্যের সর্বাপেক্ষা পিছিয়ে পড়া অন্তত: ৫০টি উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে, যেগুলোতে বর্তমানে কোন বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই, সেগুলোতে অপ্রচলিত উৎস সহ বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হবে।

খ] তদোপরি, ডুম্বুর হতে উচ্ছেদ হওয়া সমস্ত ব্যক্তিকে, তাঁরা যেখানেই থাকুন, কুটীর জ্যোতি কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে।

১৮] ২০০০ সালের মধ্যেই অন্তত: ১০,০০০ উপজাতি পরিবারকে বসতি ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

IV সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

১৯] ক) ২০০০ সালের মধ্যেই খুমুলোং-এ একটি উপজাতি যাদুঘর স্থাপন করা হবে।

খ) রাজ্যভিত্তিক উপজাতি সাংস্কৃতিক উৎসব ১৯৯৯ সন হতে প্রতিবৎসর করা হবে।

২০] উপজাতি ভাষা সমুহের গবেষনা ও উন্নয়নের জন্য ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসের

মধ্যেই রাজ্য সরকারের উপজাতি গবেষনা সংস্থার অধীনে একটি ভাষা গবেষনা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

২১] উপজাতি গ্রাম নদী ইত্যাদি যেগুলো পুর্বে উপজাতীয় নামে পরিচিত ছিল কিন্তু পরবর্তী কালে যেগুলোকে অ-উপজাতীয় নাম দেওয়া হয়েছে সেগুলো পুনরায় পুর্বের উপজাতীয় নামে নামাকরন ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সনের মধ্যেই করা হবে।

২২] ত্রিপুরা সরকারের সমস্ত ক্ষেত্রীয় পর্য্যায়ের আধিকারীদিগকে কাজ চালানোর উপযোগী কক্বরক ভাষা শিক্ষা দেওয়া হবে।

২৩] ঊনকোটি, চতুর্দশ দেবতাবাড়ী এবং পিলাক-এর উন্নয়নের জন্য সার্বিক ও সুসংহত প্রকল্প গ্রহন করা হবে।

V স্বাস্থ্য পরিসেবার উন্নয়ন

২৪] ক) কাঞ্চনপুর, ছৈলেংটা এবং গণ্ডাছড়াতে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট মহকুমা হসপিটাল স্থাপন করা হবে এবং আগামী ২০০০ সনের মধ্যে নূন্যতম চাহিদানুযায়ী বিশেষজ্ঞ দেওয়া হবে।

খ) তাছাড়াও কমপক্ষে ১০টি নূতন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ২০০০ সালের মধ্যেই স্থাপন করা হবে।

২৫) ভারত সরকারের সহায়তায় আগামী ২০০০ সালের মধ্যেই আদিম উপজাতি জনগোষ্ঠির জন্য সার্বিক স্বাস্থ্য প্রকল্প নেওয়া হবে।

Admitted Sterred Question No.— 64

Name of Membe.— Shri Shyama Charan Tripura,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Co-operation" Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে কোন কোন ল্যাম্পস ও প্যাক্স-এ নির্বাচন স্থগিত আছে ?

২) নির্বাচন স্থগিত থাকার কারণ কি ?

উত্তর

১ রাজ্যে নিম্নবর্নিত ৫(পাঁচ)টি ল্যাম্পস ও ১(এক)টি প্যাক্স-এ নির্বাচন স্থগিত আছে।

জেলা	ল্যাম্পস	প্যাক্স
১	২	৩
ধলাই :—	ছৈলেংটা,	
	চাওমনু,	
পঃ ত্রিপুরা :—	গাবর্দি, কোবরা	

১	২	৩
	খামার আঞ্চলিক,	
অমর পুর :—	নতুন বাজার,	
কৈলাসহর :—		কুমারঘাট,

২) ধলাই জেলায় ছাওমনু ল্যাম্পস-এ নির্বাচন প্রসেস চলাকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী একজন সদস্যের আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়।

ছৈলেংটা ল্যাম্পসে সুষ্ঠো ভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় নির্বাচন করা সমীচিন হইবে না বলিয়া আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

অমরপুরের নতুন বাজার ল্যাম্পস ও কৈলাসহরের কুমারঘাট প্যাক্স-এর নির্বাচন আদালতের নির্দেশানুসারে স্থগিত রাখা হয়।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় নির্বাচনের নির্দিষ্ট দিনের ঠিক পূর্ববর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট সমিতির এলাকায় আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে উপরোক্ত উভয় ল্যাম্পসে নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছিল।

Admitted Starred Question No-- 68

Name of M.L.A. :- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) Reproductive child Health (R.C.H.) সহ অন্যান্য প্রকল্পে বর্তমান বৎসরে রাজ্যে কতটি হাসপাতালে Labour Room and Operation Theatre নির্মান করা হচ্ছে ?

২) আগামী অর্থবর্ষে কতটি হাসপাতালে Labour Room and O.T. নির্মান করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে Labour Room and O.T. আগামী অর্থ বর্ষে নির্মান করা হবে কি ?

উত্তর

১) R.C.H. সহ অন্যান্য প্রকল্পে বর্তমান বর্ষে রাজ্যে ৭টি হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার ও ২৬টি কেন্দ্রে লেবার রুমের নির্মান কার্য্য চলছে।

২) আগামী অর্থ বর্ষে ৬টি হাসপাতালে লেবার রুম ও অপারেশন থিয়েটার নির্মান করার পরিকল্পনা আছে।

৩) হবে।

Admitted Starred Question No—69

Name of M L.A. : Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) বর্তমান অর্থবর্ষে বি,এ,ডি,পি, প্রকল্পে রাজ্যে কতটি পি,এইচ,সি, Dispensary ও হসপিটাল গৃহ নির্মান করা হবে ?

২) আগামী অর্থবর্ষে বি,এ,ডি,পি, প্রকল্পে কতটি পি,এইচ,সি, এবং Dispensary গৃহ নির্মান করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) বি,এ,ডি,পি প্রকল্পে হাসপাতাল, পি,এইচ,সি বা ডিসপেনসারী গৃহ নির্মানের কোন সংস্থান নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No — 76

Name of M.L.A. :- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) খাদ্য দ্রব্য (মাছ, মাংস, ফল, মিষ্টি ইত্যাদি) এর গুনগত মান পরীক্ষা করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর কি কি ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন ?

২) উপরোক্ত কাজে রাজ্যে কতজন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) । এবং।

৩) স্বাস্থ্য দপ্তরে ফুড ইন্সপেক্টর নামে কোন পদ আছে কি ?

উত্তর

১] P.F.A. Act অনুসারে খাদ্য দ্রব্যের গুনগত মান পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা আছে। যথা—

ক] মাছ, মাংস, ফল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের গুনগতমান নির্ণয়ের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক পরিদর্শন করেন। যদি পরিদর্শনকালে কোন খাদ্য দ্রব্য খাওয়ার অনুপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহলে সেগুলোকে নষ্ট করা হয়।

খ] মিষ্টি ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যের গুনগতমান নির্ণয়ের জন্য খাদ্যদ্রব্যের নমুনা খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে পরীক্ষাগারে পাবলিক এনালিষ্ট দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।

২] এই নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার কাজে মোট ১৪ জন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। তারমধ্যে নমুনা সংগ্রহের জন্য পশ্চিম জেলায় ২ জন এবং অন্যান্য জেলায় ১ জন করে খাদ্য পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) আছেন এবং পরীক্ষার কাজে ৯ জন আগরতলায় নিযুক্ত আছেন।

৩] স্বাস্থ্য দপ্তরে ফুড ইন্সপেকটর (হেলথ্) নামে পদ আছে।

Admitted Un-Starred Question No—78.

Name of M.L.A. ;— Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Minister-in-charge of the Urban Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যের নগর পঞ্চায়েতগুলির জন্য কত টাকা বরাদ্দ ছিল এবং তন্মধ্যে কত টাকা দেওয়া হয়েছে? (নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)।

উত্তর

১। রাজ্য বাজেটে নগর পঞ্চায়েতগুলির জন্য পৃথক পৃথক ভাবে কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয় না। রাজ্য বাজেটে নগর পঞ্চায়েতগুলির জন্য এক যোগে বাজেটে বরাদ্দ করা হয়। রাজ্যের নগর উন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক রাজ্যে বাজেটের এই বরাদ্দকৃত অর্থ নগর পঞ্চায়েতগুলির চাহিদা ও জন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক নগর পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে বন্টন করা হয়। রাজ্য বাজেটে নগর পঞ্চায়েতগুলির জন্য পরিকল্পনা খাতে, পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ও কেন্দ্রীয় সরকারের

অনুমোদিত প্রকল্পগুলিতে কেন্দ্রীয় বাজেট বরাদ্দের পরিমান নিম্নে প্রদত্ত হল :—

পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ	পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে বরাদ্দ	কেন্দ্রীয় অনুমোদিত প্রকল্পের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ	
		স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা	নিবিড় ক্ষুদ্র ও মাঝারী শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা
৩০৭,৭১	১১৯,০০	১৪০,৬৯	৭৫,০০

রাজ্যের নগর উন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক অদ্যাবধি নগর পঞ্চায়েতগুলিকে অর্থ প্রদানের হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :

নগর পঞ্চায়েতের নাম	প্রদত্ত অর্থের পরিমান		কেন্দ্রীয় অনুমোদিত প্রকল্পের কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রদত্ত অর্থের পরিমান	
	পরিকল্পনা খাতে	পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে	স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা	নিবিড় ক্ষুদ্র ও মাঝারী শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা
১। ধর্মনগর	৩১,৫৩	৮,৮৭	১২,৬৬	—
২। কৈলাশহর	৩১,৭৯	২২,২৫	১২,৬৬	—
৩। কুমারঘাট	৩০,০০	৮ ৫৫	১২,৪১	—
৪। কমলপুর	২৭,৫০	১০,৩০	১২,৬৬	—
৫। খোয়াই	২৮,৫০	৯.৪৮	১২,৬৬	—
৬। তেলিয়ামুড়া	৩১,৫০	৮,৮০	১২'৬৬	—
৭। রানীরবাজার	২৭,০০	৯,৮১	১১,৬৬	—
৮। সোনামুড়া	২৩,৫০	৮ ৫৫	১২,৬০	—
৯। উদয়পুর	৩৩,০০	৮ ৮০	১২,৬৬	—
১০। অমরপুর	১৭,৫০	৮.৫৫	.১২,৩৬	—
১১। বিলোনীয়া	২৯,৫০	৮,৮০	১২.৬৬	—
১২। সাব্রুম	২৫,০০	৮,৫৫	১১,৬১	—

Admitted Un-Starred Question No —80

Name of Member :— Shri Gita Mohan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ১৯৯৮-৯৯ইং সনে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট বরাদ্দ মোট কত।

২) উক্ত বরাদ্দের কোনখাতে কত টাকা খরচ করা হইয়াছে ? এবং

৩) বর্তমান বৎসরের নিউক্লিয়াস ফাণ্ড হইতে চিকিৎসার জন্য, গৃহ নির্মান, গৃহ মেরামত প্রভৃতির কোনখাতে কোন বিভাগে কত টাকা খরচ করা হইয়াছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১) ১৯৯৮-৯৯ ইং সনে উপজাতি কল্যান দপ্তরের জন্য কেন্দ্রীয় অনুদান খাতে মোট ৯৩৩,৫০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। তন্মধ্যে মোট ৬৯২,১৫ লক্ষ টাকা এখন পর্যান্ত মঞ্জুরী দিয়েছে।

২) উপরোক্ত বরাদ্দের খরচের হিসাব নিম্নরূপ :

খাতের নাম	বরাদ্দ পরিমাণ	এখন পর্যান্ত কেন্দ্র থেকে প্রাপ্তির পরিমাণ,	(লক্ষ টাকায়) খরচ
এস, সি, এ	৭৯২,০০	৫১৬.৭৬	৫১০,০০০ টাকা
সি, এস, এস,	১৪১,৫০	১৪৪,১৪	৫৩,৪৭ টাকা
ব্লক গ্রান্ট		.৩১,২৫	

৩) বর্তমান বৎসরের নিউক্লিয়াস ফাণ্ড হইতে চিকিৎসা, গৃহনির্মান, গৃহ মেরামত প্রভৃতিখাতে মোট ৩৪,৬১ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে ; ডাইরেক্টোরেট সহ রাজ্যের চার জেলায় নিউক্লিয়াস বাজেটে যে খরচ হয়েছে তার হিসাব নিম্নরূপ :—

পশ্চিম জেলা	৫,৪৫৪ লক্ষ টাকা
উত্তর জেলা	৪,৫৩৪ লক্ষ টাকা
ধলাই জেলা	৩,৮০০ লক্ষ টাকা
দক্ষিণ জেলা	৩,৭০০ লক্ষ টাকা
ডাইরেক্টোরেট (অতিরিক্ত অধিকর্তা)	১৯,৮১৫ লক্ষ টাকা
মোট :—	৩৭,৩০৩ লক্ষ টাকা

জেলাশাসকগন নিউক্লিয়াস বাজেটের টাকা মহকুমা শাসক ও বি.ডি.ও.দের মাধ্যমে অথবা সরাসরি খরচ করে থাকেন।

—: O :—